পবিত্র ত্রিপিটক

(ঊনবিংশ খণ্ড)

মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (ঊনবিংশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ]**

পবিত্র ত্রিপিটক

ঊনবিংশ খণ্ড

[খুদ্দকনিকায়ে **মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ**]

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু ও শ্রীমৎ রাহুল ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)

শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু
শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (ঊনবিংশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ**]

অনুবাদকবৃন্দ : শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির,
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু ও শ্রীমৎ রাহুল ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-19
(Khuddak Nikaye Milinda-Panha & Pitakopadesh)
Translated by Ven. DharmaDhar Mahasthabir,
Ven. Karunabangsha Bhikkhu & Ven. Rahul Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3081-6

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

■ বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

■ সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

■ অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গাল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

গ্র ন্থ সূ চি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ ‘বনভন্তে প্রকাশনী’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে ‘উৎসর্গ ও সূত্র’ নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ ‘চূলবর্গ’ গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে ‘মহাসতিপট্‌ঠান সুত্ত অট্‌ঠকথা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তারপরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্‌ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

খুদ্দকনিকায়ে

মিলিন্দ-প্রশ্ন

(বঙ্গানুবাদ)

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির
কর্তৃক অনূদিত

এবং

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত, কলেজ কলিকাতা কর্তৃক লেখা ভূমিকা-সম্বলিত

প্রথম প্রকাশ : প্রবারণা পূর্ণিমা, ২৫২১ বুদ্ধাব্দ; ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশক : শ্রীমৎ জ্ঞাননন্দ মহাস্থবির, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
১, বুড্ডিস্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

সমর্পণ

মহাযান অধ্যুষিত বঙ্গদেশে থেরবাদ ধর্মপ্রচারে
মান রাজবংশের প্রচুর অবদান রহিয়াছে।
মহামান্য শ্রীকুঞ্জ ধামাই পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের
সঙ্গতিসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। তিনি ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে
চট্টগ্রামের পাহাড়তলী স্থিত মহামুনি মন্দির ও প্রাকার পাকা করিয়া দেন।
মেলায় পানীয় জলের সুবিধার্থে মন্দিরের পশ্চিমোত্তর
পার্শ্বে পুকুর খনন করান। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত
কেওজপ্রু চৌধুরী মহাশয় লুসাই যুদ্ধে লোকবল ও রসদ দিয়া
ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেন। তাহার পুরস্কার স্বরূপ সরকার বাহাদুর
তাঁহাকে মানরাজা খেতাব প্রদান করেন। তিনি মানিকছড়ি রাজবাড়ির পার্শ্বে
পাকা মন্দির করিয়া অষ্টধাতুর মহামুনি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজ্যের
উন্নতি বিধান করেন। তৎপর তাঁহার ভাগিনেয় ও জামাতা মানরাজা শ্রীযুক্ত
নিপ্রু সেইন রায় বাহাদুর রামগড়ে মহামুনি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।
ইহাতে ত্রিপুরা রাজ্যে সদ্ধর্ম প্রচারের সুযোগ হয়। তিনি বিদ্যোৎসাহী
ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি রাজ্যশাসন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার
স্থলাভিষিক্ত রাজকুমারী নানুমা দেবী ১৯৩৫ খ্রি. অব্দে আমাকে আজীবন
রাজগুরু পদে বরণ করেন এবং বৃদ্ধ রাজা রাজপ্রাসাদে
আমন্ত্রণ করিয়া অষ্ট উপচারে আমাকে অভিষিক্ত করেন। তদবিধ রাজ
পরিবারের সহিত আমার আন্তরিকতার সর্ম্পক ঘনিষ্ট হয়। মানরাজ্যাধীশ্বরী
শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা নানুমা দেবীর অনুরোধে
আমি 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হই। আজ তিনি ইহলোকে বিদ্যমান
নাই। তাই এই বংশের প্রাক্তন রাজা-রাণীদের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—বর্তমান রাজা দানবীর
শ্রীলশ্রীযুক্ত মংপ্রু সেইন রায় বাহাদুর
মহোদয় ও তদীয় সহধর্মিণী
রাণীমা শ্রীমতী নীহার বালা
রায় বাহাদুরের শ্রীকরকমলে এই অমূল্য
গ্রন্থখানি অনুবাদক কর্তৃক সাদরে সমর্পিত হইল।

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে মিলিন্দ-প্রশ্ন

লক্ষণ-প্রশ্ন

বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন

মেণ্ডক প্রশ্ন

অনুমান প্রশ্ন

উপমা কথা প্রশ্ন

নিবেদন

“মহাপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির হীরক জন্মজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি”র উদ্যেগে বিগত ১৯-২১ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ খ্রি. কলিকাতায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের হীরক জন্মজয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। বৌদ্ধধর্ম সাহিত্য ও দর্শনের একনিষ্ঠ সেবক বাংলা ভাষায় বুদ্ধধর্ম ও সাহিত্যবিষয়ক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশনের অন্যতম হোতা এই স্বনামখ্যাত মহাস্থবির মহোদয়ের স্মৃতি যথার্থ স্থায়ী রূপ দিবার মানসে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমরা উক্ত জয়ন্তী কমিটির কয়েকজন সদস্য কিছুদিন পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে সম্মিলিত হইয়া সর্ব সম্মতিক্রমে “ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী” নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য পরম পূজ্য মহাস্থবির মহোদয়ের গ্রন্থাদি পুনর্মুদ্রিত করা, তাঁহার অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশিত করা, সমগ্র পালি সাহিত্য এবং সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যের সমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা এবং বুদ্ধধর্ম ও দর্শন-বিষয়ক অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি প্রকাশ করা (প্রধানত বাংলা ভাষায়)।

এই “মিলিন্দ-প্রশ্ন”-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। “মিলিন্দ-প্রশ্ন”-এর বঙ্গানুবাদ মহাস্থবির মহোদয়ের কয়েক বছরের প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল। এই জাতীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করা যে কী কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা পালিসাহিত্য-বিশারদ মাত্রই অবগত আছেন। এই গ্রন্থ শুধু যে আকারেই বড় তাহা নহে, ইহার ভাষাও জটিল, বিষয়ও জটিল।

অশেষ যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু মুদ্রণ-ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, এইজন্য আমরা দুঃখিত। পরিশিষ্টাংশে আমরা একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজিত করিয়া দিয়াছি। গ্রন্থে আরও অন্যান্য প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে, যাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমাদের এই ত্রুটিসমূহ উপেক্ষা করিয়া এই গ্রন্থপাঠে পাঠকগণ যদি কিঞ্চিৎ উপকৃত হন তাহা হইলেও আমাদের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-অধ্যাপক একনিষ্ঠ সারস্বত-সাধক স্বনামধন্য পণ্ডিতপ্রবর মাননীয় শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহোদয়

তাঁহার অশেষ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এই গ্রন্থের একটি তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

উক্ত সংস্কৃত কলেজের গবেষণা ও প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থ মহোদয় এই গ্রন্থের বেশ কিছু প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

"রাজধানী প্রিটিং"-এর পরিচালক শ্রীসমীর কুমার মজুমদার মহোদয়ের সহযোগিতা না পাইলে এই গ্রন্থ প্রকাশে আরও বিলম্ব ঘটিত। এইজন্য তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ। অনবরত লোড-শেডিং-এর বিরম্বনা না থাকিলে এই গ্রন্থ আরও কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইত, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

পরিশেষে বুদ্ধধর্ম দর্শন ও সাহিত্যপ্রেমী জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সদাশয় ব্যক্তির নিকট আমাদের এই নিবেদন : তাঁহারা যেন আমাদের পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপায়ণের কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করেন, কারণ সকলের সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা ব্যতীত আমাদের এই সংস্থার স্থায়িত্ব ও শ্রীবৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতে পারি না।

"বহুজনহিতায় অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু॥

প্রবারণা পূর্ণিমা,
১৩৮৪

সুকোমল চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

ভূমিকা

পালিভাষায় রচিত 'মিলিন্দপঞ্হো' (সং 'মিলিন্দপ্রশ্ন') গ্রন্থখানি প্রাচীন ভারতীয় মনীষার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শনরূপে বিশ্বের পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। যদিও এই নিবন্ধটি মূল বৌদ্ধগণের (Buddhist CanonicaI Literature) অন্তর্ভুক্ত নহে, তথাপি ইহার গৌরব বৌদ্ধগণেরই সমগোত্রীয়। পালিভাষায় রচিত হইলেও ইহার রচনাস্থল সিংহল নহে—ভারত এবং খুব সম্ভবত কাশ্মীরেই এক বা একাধিক বৌদ্ধচার্যের একক সমবেত প্রচেষ্টায় ইহা রচিত হইয়াছিল—ইহাই পালিসাহিত্য-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অভিমত। রচয়িতার নামও অজ্ঞাত। রচনাকালও সুনিশ্চিতভাবে জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা যে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী সময়ের রচনা ইহাই বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রচলিত সাম্প্রতিক মত[১]। বুদ্ধঘোষের সিংহল-গমনের তিনশত হইতে চারিশত বৎসর পূর্বেই এই গ্রন্থের সংকলনকার্য সমাপ্ত হইয়াছিল অনেকেরই এইরূপ ধারণা। বুদ্ধঘোষকৃত 'বিসুদ্ধিমগ্গো'র সহিত এই গ্রন্থের সাদৃশ্য থাকিলেও চিত্তবিশুদ্ধি সম্পাদনের দিকে লক্ষ রাখিয়াই প্রধানত নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে লক্ষ রাখিয়া বুদ্ধঘোষ তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু 'মিলিন্দপঞহো' গ্রন্থখানিতে বৌদ্ধগণের দার্শনিক তত্ত্বগুলির বিচার-বিশ্লেষণ, এবং বিভিন্ন স্থলে প্রকীর্ণ আপাতবিরোধী সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের সাহায্যে জিজ্ঞাসুগণের বুদ্ধির উন্মেষ, বৈশদ্য ও স্থৈর্য সম্পাদনই রচয়িতার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রখ্যাত পণ্ডিত I. B. Horner যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন : "... the basis approach and the appeaI of the Milinda-panho are on an intellectual and not a meditational plane.[২]" যদিও বৌদ্ধ ত্রিপিটক মিলিন্দপঞ্হো'র মূল ভিত্তি, তথাপি সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্তের সহিত পরিচয়ের নানা নিদর্শন ইহার মধ্যে ছড়াইয়া আছে, পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

---

[১]। A. I. Basham; The Wonr that was India, London, 1954, pp. 227, 274.
[২]. milinda`s Quesions, vol. l., Translator's Introduction, p. xxi (Sacred Books of the Buddhists, vol. 33, London 1963)

২

মহারাজ মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের মধ্যে গল্পের কথোপকথনের সাহায্যে বৌদ্ধ আগমনের বিভিন্ন বির্তকিত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করাই এই গ্রন্থসংকলনের উদ্দেশ্য। মিলিন্দ গ্রিক ঐতিহাসিকগণের উল্লিখিত king Menander| তাঁহার আবির্ভাবকাল সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত না হইলেও, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ। অলসন্দা দ্বীপে তাঁহার জন্ম। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কাবুল ও উহার চতুষ্পার্শবর্তী ভূখণ্ডে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গান্ধার প্রদেশে পুস্কলাবতী ও তক্ষশিলা পর্যন্তও যে একসময়ে তাঁহার অধিকার প্রসারিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার নামাঙ্কিত ধর্মচক্র (?)-লাঞ্ছিত বহুসংখ্যক মুদ্রার সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছিল। তবে 'সাগল' (বা Sialkot), যেখানে ভদন্ত নাগসেনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে, উহা তাঁহার অধিকৃত ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা বলা কঠিন। বুদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁহার জিজ্ঞাসা তৎকালীন একজন যবনাধিপতির পক্ষে সত্যই বিস্ময়কর। পালি 'মিলিন্দপঞ্‌হো' গ্রন্থের নাগসেনের নিবাস 'কজঙ্গল' নামক এক ব্রাহ্মণ-গ্রাম এইরূপ কথিত হইয়াছে। অপরপক্ষে এই গ্রন্থের চীনা ভাষান্তরে তাঁহাকে কাশ্মীরের অধিবাসী বলা হইয়াছে। নাগসেনের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে অবশ্য পণ্ডিতগণের যথেষ্ট ঐকমত্য নাই।

৩

'মিলিন্দপঞ্‌হো' গ্রন্থে ছয়টি বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—(১) পূর্বযোগ, (২) মিলিন্দ-প্রশ্ন, (৩) লক্ষণ-প্রশ্ন, (৪) মেণ্ডক-প্রশ্ন, (৫) অনুমান-প্রশ্ন, এবং (৬) উপমা-কথা। 'বিমতিচ্ছেদন-প্রশ্ন' এবং 'মহাবর্গযোগীকথা'—এই দুইটি অবান্তর বিভাগের উল্লেখ্যও দেখা যায়। মিলিন্দের প্রশ্নসংখ্যা সম্বন্ধেও নানারূপ মতভেদ প্রচলিত। কোথাও উহা ৩০৪, কোথাও বা ২৬২, আবার কোথাও ১৭৫টি বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে। তবে গ্রন্থটি যে পূর্বে অসমাপ্ত অবস্থায় ছিল, এবং বিভিন্নকালে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ এবং প্রতিলিপি লেখনের ভিতর দিয়া মূল গ্রন্থটি যে ইহার প্রাচীন রূপ অবিকলভাবে রক্ষা করিতে পারে নাই, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মূল গ্রন্থের ভাষা কী ছিল, তাহাও এখন বলা কঠিন। হয়তো মূল সংস্কৃত হইতে পারে ইহা পালিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তৎকালে প্রচলিত কোনো এক প্রাকৃত ভাষা হইতে ইহার রূপান্তরও অসম্ভব নয়।

খ্রিষ্টীয় তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ইহা তিনবার চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। ব্রহ্মদেশ, সিংহল এবং শ্যামদেশেও ইহার তত্তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য 'মিলিন্দ-প্রশ্নে' নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, বৌদ্ধ অনাত্মবাদ, জন্মান্তর, কর্মবাদ, নির্বাণের স্বরূপ, অর্হত্ত্বের লক্ষণ প্রভৃতি বহু গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই আলোচনার ভঙ্গি অতি সরস, হৃদয়গ্রাহী এবং সর্বজনবোধ্য। দুরূহ তত্ত্বের উপদেশও নানা দৃষ্টান্ত, আখ্যায়িকা, উপমা প্রভৃতি সাহায্য এমনভাবে করা হইয়াছে যে সকলেই তাহার তাৎপর্য অনুধাবন করিতে সমর্থ হইতে পারে। কথোপকথনের সাহায্যে এইভাবে বুদ্ধের দেশনা ও তাঁহার প্রবর্তিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও উহার পরম গন্তব্য লক্ষ্য নির্বাণ সম্বন্ধে এইরূপ মনোজ্ঞ ও গম্ভীর আলোচনা প্রাচীন ভারতীয় মনীষার উজ্জ্বলতম ও সার্থকতম বাঙ্ময় প্রকাশরূপে যে পরিগণিত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। 'মিলিন্দ-পঞ্হো' গ্রন্থের সাহিত্যিক উৎকর্ষ কথোপকথনের ছলে দুরূহ তত্ত্বের আলোচনায় অভিনব ভঙ্গির প্রশস্তিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ মুখর। winternitz ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "Well able to bear comparison with the Dialogues of plato" "lt is indeed a masterpiece of ancient lndian prose" অধ্যাপক Rhys Davids ইহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, "I venture to think that the 'Questions of milinda` is undoubtedly the masterpiece of lndian prose; and indeed is the best book of its class from a literary point view; that had been produced in any country." "lt contains the views of the Buddha set out, as they appeared to his very earliest disciples in a series of 185 conversational discourses, which will some day come to holda place in the history of human thought, akin to that held by the Dialogues of plato" প্লেটোর বিশ্ববিখ্যাত Dialogues গ্রন্থের সহিত মিলিন্দ-প্রশ্নে'র এই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত সম্প্রদায়কে এতই বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছে যে, বেবর প্রমুখ কেহ কেহ ইহার উপর প্লেটোর গ্রন্থের প্রভাব কল্পনা করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু রচনার এই শৈলী, ভাষার এই প্রসন্ন ঋজুতা, উপমা, দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকার সাহায্যে আলোচ্য বিষয়কে সর্বজনগ্রাহ্য করিবার এই আশ্চর্য ভঙ্গি ভারতীয় আচার্যগণের নিকট বহু পূর্ব হইতেই সুপরিচিত। উপনিষদের অসংখ্যা ব্রহ্মোদ্যজাতীয় বাকোবাক্য, পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অগণিত সংলাপে,

দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনায় এই পদ্ধতি সুস্পষ্ট। ইহার জন্য গ্রিসের নিকট ভারতের অধমর্ণত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা হাস্যাবহ। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক winternitz-এর সুচিন্তিত অভিমত উদ্ধারযোগ্য—"This is however unlikely if only because the milindapañha dialogua has so many models in the dialogues of the Upanisads, in the ascetic poertry of the Mahãbhãrata and in the Tripitaka, that there is no reason for supposing a Greek prototype. Neither does the milindapanha show any trace whatsoever of a knowlege of the Greek language or of the Greek world of thought." আধুনিক বাংলাসাহিত্যে শ্রীম-রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' গ্রন্থের রচনার সহিত ইহার সাদৃশ্যও লক্ষ করিবার মতো।

৪

যদিও মিলিন্দ-পঞ্হো-র ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় এ পর্যন্ত বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, তথাপি বাংলা ভাষায় এই মূল্যবান গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ অনুবাদ এতদিন পর্যন্ত আমাদের নিকট অপ্রাপ্য ছিল। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ইহার কিয়দংশের প্রযোজনীয় টিপ্পনী-সহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা অসমাপ্তই থাকিয়া যায়। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ইহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করেন দুই খণ্ডে। কিন্তু বহুদিন হইতে ইহাও দুষ্প্রাপ্য। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে বৌদ্ধশাস্ত্রে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয় বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কেবল বঙ্গভাষাভাষী বৌদ্ধসম্প্রদায়ই যে উপকৃত হইবেন তাহা নহে, প্রাচীন ভারতীয় ধর্মদর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁহাদেরই ঔৎসুক্য আছে এইরূপ সকল বঙ্গবাসীই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন, এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি রাজপথ ইহার দ্বারা তাঁহাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতি একটি সুমহান মহীরুহ, ইহা হইতে কত বিচিত্র শাখা নির্গত হইয়াছে কত বিচিত্র পুষ্প-ফল-পল্লবের সমারোহে ইহা সমৃদ্ধ, কত তাপদগ্ধ জীব এই প্রাচীন বনস্পতির সুনিবিড় স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রান্তি লাভ করিয়া দুঃখত্রয়ের উপশমের জন্য সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতিও সেই মূল প্রাচীন সংস্কৃতিরই বিভিন্ন রূপমাত্র—সকলেরই লক্ষ্য 'অপবর্গ' বা 'নির্বাণ'—' রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।'

'মিলিন্দ-পঞ্‌হো'-ও উপনিষদ্ ভগবদ্গীতা ও ধম্মপদের মতোই ভারতীয়গণের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা-পরিতৃপ্তির প্রকৃষ্ট সাধন। এই জাতীয় একখানি গ্রন্থের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রনয়ণের দ্বারা মহাস্থবির ধর্মাধার অধ্যাত্মরসপিপাসু বাঙালিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। আশা করি, ইহা শিক্ষিত বাঙালিমাত্রের নিকট সমাদৃত হইবে এবং ভগবান তথাগতের সমুন্নত ও সুগম্ভীর নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মতবাদের সহিত ভিন্নধর্মাবলম্বী বঙ্গবাসীর পরিচয় সাধনে সহায়তা করিবে। আমি শ্রদ্ধেয় মহাস্থবিরকে তাঁহার এই সার্থক প্রচেষ্টার জন্য আমার আন্তরিক সাধুবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং এই আশা পোষণ করিতেছি যে ইহার দ্বারা ধর্ম-মতনির্বিশেষে শিক্ষিত বঙ্গবাসীমাত্রই প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি ও উহার বাহনস্বরূপ পালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইবেন।

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
১/৯/৭৭ খ্রিষ্টাব্দ

সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা

মুখবন্ধ

কেবল একটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে যাঁহারা প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বের পুস্তক-ভাণ্ডার হইতে 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' অধ্যয়ন ব্যতীত অপর কোনো উপাদেয় গ্রন্থ নাই। এই গ্রন্থে বুদ্ধধর্মের যেই সকল গভীর ও জটিল তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়াছে, আর কোনো গ্রন্থে তাহা হয় নাই। সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া এই ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে। এই গ্রন্থের প্রশ্নগুলি তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত ও জটিল এবং সমাধানসমূহ বেশ বলিষ্ঠ ভাষায় যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আলোচিত হইয়াছে। 'কথাবত্থু', 'বিশুদ্ধিমার্গ' ও 'সারসংগ্রহ'-এর ন্যায় এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা কোনো অংশে কম নহে। এমনকি আচার্য বুদ্ধঘোষ কোনো কোনো বিষয়ে তাঁহার মতো পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত বিশুদ্ধিমার্গের কয়েক স্থানে মিলিন্দ-প্রশ্নের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরবর্তী বহু দার্শনিক পণ্ডিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের মিলিন্দ-প্রশ্নের উদাহরণ দিয়াছেন। বৌদ্ধজগৎ এই গ্রন্থকে অতিশয় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। এতদিন ইহা ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত না থাকিলেও বিগত আড়াই হাজার পরিনির্বাণ অব্দে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে ইহাকে ত্রিপিটকের অন্তর্গত করা হইয়াছে।

রাজা মিলিন্দ ও মহাপণ্ডিত নাগসেনের প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনের ভঙ্গিতে অতি সরলভাবে বুদ্ধদর্শন ও ন্যায়ের জটিল তত্ত্বগুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। সূত্রপিটকের অনেক সূত্র অবশ্য এই ভঙ্গিতে রচিত। জরথুষ্ট্রের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দাবেস্তা' এর তৃতীয় ভাগ 'বন্দিদাদ'ও এইরূপ প্রশ্নোত্তরে জগৎ ও জীবন সম্পর্কীয় যাবতীয় তত্ত্বকথার সংকলন। দার্শনিক প্লেটোও তাঁহার উপদেশাবলি কথোপকথনের রীতিতে প্রকাশ করিয়াছেন। 'মিলিন্দ-প্রশ্ন'-এ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় ধারারও সম্মিলন ঘটিয়াছে।

'মিলিন্দ-প্রশ্ন'-এর ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থে প্রাচ্য ভাষাবিদ Mr. T. W. Rhys Davids বলিয়াছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয় গদ্য সাহিত্যের মধ্যে 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' নিঃসন্দেহে এক উপাদেয় অবদান। আর তৎকালীন বিশ্বের যেকোনো দেশে রচিত এই প্রকার গ্রন্থরাজির মধ্যে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়া ইহা যথার্থই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।"

দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর ১৫০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে সম্রাট পুষ্যমিত্রের মৃত্যু হয়। তৎপর উত্তর ভারতের শাসনকর্তা ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রিকরাজাদের মধ্যে মিলিন্দ (Menander) বেশ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যসীমা পাঞ্জাবের এক বৃহত্তর অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া গান্ধার (বর্তমান পেশোয়ার), উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রত্যন্তবাসীদের দেশ, সিন্ধুর কিয়দংশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল সাগল নগর, বর্তমান মধ্য পাঞ্জাবের শিয়ালকোট। এই সম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্থের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। জানা যায়—রাজা মিলিন্দ অলসন্দা দ্বীপের কলসী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অলসন্দা ভারতবর্ষের সিন্ধুনদীর দ্বীপস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার জন্মভূমি কলসী গ্রাম (১৭৮ পৃ. ২৪ পং) সম্ভবত Karsi। আর মূল গ্রন্থে যে কয়েকজন অমাত্যের নাম পাওয়া যায় পণ্ডিতদের মতে তাঁহাদের মধ্যে দেবমন্তিয় ও অনন্তকায় (৫৭ পৃ. ১ পং) যথাক্রমে Demetrious এবং Antiochos। মিলিন্দের রাজধানী সাগল (সংশাকল) নগর গ্রিকদের Euthumedia হইতে অভিন্ন। এই ইউথুমিডিয়া পশ্চিম ভারতের ককেশাস পর্বতের মধ্যে অবস্থিত। বর্তমানে ইহা চারিকার গ্রাম নামে পরিচিত এবং কাবুল ও পম্‌জসের নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। মিলিন্দ নরপতি খ্রি. পূ. ১৪০ হইতে ১১০ পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মিলিন্দের রাজত্বের মধ্যভাগে তিনি আচার্য নাগসেনের সঙ্গে মিলিত হন, এবং এই সকল প্রশ্ন করেন। অনুমানিক, খ্রিষ্টপূর্ব ১২৫ অব্দে স্থবির নাগসেন এই 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' রচনা করেন।

এই বিখ্যাত যবন নরপতি নাম ষ্ট্রাবো, প্লুটার্ক, ট্রোগাস, জাস্টিন প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ জনশ্রুতিতেও এই মিলিন্দ নামটির উল্লেখ রহিয়াছে। তথাপি ইহার মাতাপিতা ও প্রথম জীবনের পরিচয় সুস্পষ্ট নহে। ষ্ট্রাবো ও প্লরিয়াসের লেখা থেকে জানা যায় যে, পশ্চিম ভারতেও সিন্ধুদেশে ডিমিট্রিয়াসের সৈন্য পরিচালনার ভার ছিল অ্যাপোলোডোটাসের উপর, আর পূর্ব-ভারতে সৈন্য পরিচালনার ভার ছিল মিলিন্দের উপর। সুতরাং যৌবনে তিনি সৈন্য পরিচালনার বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা মনে করা যায়।

মিলিন্দের সৈন্য পরিচালনার নৈপুণ্য সম্রাট ডিমিট্রিয়াস এত মুগ্ধ হইলেন যে, অবশেষে তিনি তাঁহার কন্যা আগাথোক্লিয়াকে মিলিন্দের হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে জামাতা করিলেন। অতঃপর মিলিন্দের সৌভাগ্য আরও

অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। অনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৫ অব্দে ডিমিট্রিয়াসের মৃত্যু হয়। ডিমিট্রিয়াসের মৃত্যুর পরই ভারতে মিলিন্দের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই সময় হয়তো অ্যাপোলোডোটাসের সঙ্গেও তাঁহার সংঘর্ষ হইয়া থাকিবে। তিনি দক্ষিণে রাজপুতানা ও পূর্বে অযোধ্যার ভিতরে বেশ কিছু অংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি অন্তত ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর আরম্ভের পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইতিহাসে নানাভাবে তাঁহার নাম পাওয়া যায় কিন্তু সম্যক পরিচয় জানা যায় না। 'প্লেরিয়ার্স'—এর লেখক উল্লেখ করিয়াছেন বারিগাজাতে (বর্তমান ব্রোচ-এ) প্রাচীন গ্রিক মুদ্রা 'দ্রাক্‌মী'র প্রচলন আছে, এই সকল মুদ্রাতে অ্যালেকজাণ্ডার, ডিমিট্রিয়াস, অ্যাপোলোডোটাস ও মিনান্দরের ছাপ অঙ্কিত আছে।

রাজা মিলিন্দ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বিষয় হইল তাঁহার প্রচলিত মুদ্রাসমূহ আজ পর্যন্ত তাঁহার রাজত্বকালের বত্রিশটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই রজত ও তাম্রনির্মিত। আটটি মুদ্রায় রাজার চিত্র রহিয়াছে। এইগুলি উত্তর ভারতের পশ্চিমে কাবুল হইতে পূর্বে মথুরা, উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি দ্বারা অনুমান করা যায় যে তাঁহার রাজ্যসীমা বেশ প্রসারিত ছিল।

V. Smith-এর Early History of India গ্রন্থে মিলিন্দের একটি মুদ্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার একদিকে তাঁহার গ্রীবা পর্যন্ত মূর্তি অঙ্কিত আছে। ইহার ছবি এই মুখবন্ধে সন্নিবেশিত হইল। এই মুদ্রার উপর রাজার প্রতিকৃতি অতি চমৎকার, আয়ত নাসিকা, সুন্দর চেহারা, ছবি অতিশয় সজীব মনে হয়। কোনো কোনো মুদ্রার প্রতিকৃতি তরুণ বয়সের আর কিছু কিছু পৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থার। ইহাতে প্রমাণিত হয় মিলিন্দের রাজত্বকাল বেশ দীর্ঘস্থায়ী ছিল।

মুদ্রাগুলির এক পৃষ্ঠে গ্রিক ভাষায় এবং অপর পৃষ্ঠে তদানীন্তন পালি ভাষায় লেখা আছে। একবিংশতিতম মুদ্রার উপর আছে।

এক পৃষ্ঠে—বসিলেওস সোটিরোস মেনান্দ্রৌ

অন্য পৃষ্ঠে—মহরজস তদ্রতস মেনন্দ্রস।

কোনো কোনো মুদ্রার উপর ধাবমান অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, শূকর, চক্র অথবা তালপত্র উৎকীর্ণ বা ক্ষোদিত আছে। চক্র অঙ্কিত মুদ্রা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাজা মিলিন্দের উপর বুদ্ধধর্মের প্রভাব অবশ্যই পড়িয়াছিল। কেননা চক্র (ধর্মচক্র) বুদ্ধের ধর্মের প্রধান চিহ্ন। সম্রাট অশোকের নির্মিত প্রস্তর স্তম্ভেও অপর চিহ্নসমূহের কিছু কিছু অংশ দেখা যায়। কেবল একটি মুদ্রা অপরগুলি

হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা দ্বারা সমর্থিত হয় যে, রাজা মিলিন্দ বুদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাতে অঙ্কিত আছে :

এক পৃষ্ঠে—বসিলেওস ডিকাইওস মেনান্দ্রৌ

অপর পৃষ্ঠে—মহরজস ধর্মিকস মেনন্দ্রস।

এই ক্ষেত্রে 'ধর্মিকস' শব্দের অর্থ 'ধার্মিকস্য'। বৌদ্ধ সাহিত্যে উপাসক রাজার নিমিত্ত সর্বদা 'ধম্মরাজ' শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। সম্রাট অশোকের নাম হইয়া গিয়াছে 'ধর্মাশোক'। সুতরাং এই মুদ্রা দ্বারা প্রমাণিত হয় রাজা মিলিন্দ অবশ্যই স্ব-ধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন এবং বিবেকের কষ্টিপাথরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াই বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

পালি 'মিলিন্দ-প্রশ্ন'—এর নিগমনে উল্লেখ আছে যে, রাজা মিলিন্দ মহাপণ্ডিত নাগসেনের আচার-আচরণ, বুদ্ধি-নৈপুণ্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি অবশেষে ঘোষণা করিলেন "উপাসকং মং ভন্তে নাগসেন ধারেথ অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতন্তি"—অর্থাৎ 'প্রভু নাগসেন, আজ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে শেষে উক্ত হইয়াছে—নাগসেনের প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে শত সহস্র মূল্যের কম্বল দ্বারা পূজা করিয়াছেন এবং তদবধি প্রতিদিন রাজপ্রাসাদ হইতে আটশত ভিক্ষুর জন্য খাদ্য-ভোজ্য পাঠাইতেন। শুধু তাহা নহে, তৎপর রাজা 'মিলিন্দ বিহার' নামে এক সংঘারাম নির্মাণ করাইয়া তাঁহার পাত্র-মিত্রসহ সম্মিলিতভাবে স্থবির নাগসেন প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং বহুসংখ্যক ভিক্ষুসহ নাগসেনকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা—এই চতুর্বিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য দ্বারা সেবা পরিচর্যা করিতেন। আরও প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় উদ্বিগ্নচিত্তে গার্হস্থ্য আশ্রমে বাস করিতেছেন। যদি সন্ন্যাস গ্রহণের সুযোগ লাভ হয় তবে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সেই সংকল্প পূর্ণ হইয়াছিল।

পালি 'মিলিন্দ-প্রশ্ন'-এর নিগমনে আরও দেখা যায় তিনি পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়াছেন এবং বিদর্শন ভাবনা করিয়া অর্হৎ বা জীবনমুক্ত হইয়াছেন। ধর্মজীবনে এইরূপ উন্নত হইয়াছিলেন বলিয়া মৃত্যুর পর তাঁহার দেহাবশেষ লইবার নিমিত্ত প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য ও সংঘর্ষ দেখা দিয়াছিল। লোকেরা তাঁহার ভস্মাবশেষের উপর বড়ো বড়ো স্তূপ নির্মাণ করিয়াছে। দেহাবশেষের স্তূপ নির্মাণ বৌদ্ধদের প্রচলিত প্রথা। ইহাতেও প্রমাণিত হয় রাজা মিলিন্দ নিশ্চয় বুদ্ধধর্মে দীক্ষিত

হইয়াছিলেন।

কিছু সংখ্যক চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রার সোজাপিঠে শিরস্ত্রাণ পরিহিতা নারীমুর্তি অঙ্কিত আছে। র‍্যাপসন সাহেব ইহাকে মিলিন্দের মহিষী রাণী আগাথোক্লিয়া বলিয়া নির্দেশ করেন। এইস, এন, হপ্টনও এই মত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। টার্ন এর বিবরণে আরও জানা যায়, আগাথোক্লিয়া হইলেন ডিমিট্রিয়াসের কন্যা এবং আগাথোকল্সের ভগিনী। আবার কতগুলি চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রা দেখা যায়—অগাথোক্লিয়া ও তাঁহার নাবালক পুত্র প্রথম ট্রাবোর নামে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে আগাথোক্লিয়ার মস্তক শিরস্ত্রানমণ্ডিত কিন্তু মূকুট পরিহিত নহে। এই মুদ্রাগুলির সাহায্যে অনুমিত হয় যে আগাথোক্লিয়া তাঁহার নাবালক পুত্রের প্রতিনিধিরূপে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রথম ট্রবোর এই নাবালকত্ব মিলিন্দের অকালমৃত্যু অথবা সংসার ত্যাগের ইঙ্গিত দেয়।

রাজা মিলিন্দ বিদ্যোৎসাহী, ন্যায়পরায়ণ ও জনপ্রিয় ছিলেন। দেব, পুরান, দর্শন প্রভৃতি উনবিংশতি শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। দার্শনিক বিচারে তাঁহার অতিশয় নিপুণতা ছিল। সেই সময়ে অনেক বড় বড় বিদ্বান তাঁহার সহিত তর্ক করিতে ভয় করিতেন। তর্কযুদ্ধে তিনি ছিলেন অপরাজেয়। এই গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ ও স্থবির নাগসেনের প্রশ্নত্তরের বর্ণনা রহিয়াছে।

ধম্মসঙ্গণীর অর্থকথা অত্থসালিনী অনুসারে প্রশ্ন পাঁচ প্রকার—অদৃষ্ট প্রকাশন, দৃষ্ট সংতুলন, বিমতিচ্ছেদন, অনুমোদন ও কথনেচ্ছার প্রশ্ন।

(১) সাধারণত কোনো বিষয়ের লক্ষণ অজ্ঞাত থাকে, উহা জানার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহা অদৃষ্ট প্রকাশনের প্রশ্ন। (২) স্বভাবত লক্ষণ জানা আছে... সে তাহা অন্য পণ্ডিতের সঙ্গে যাচাই করিবার ইচ্ছায় প্রশ্ন করে। ইহা দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন। (৩) স্বভাবত সংশয় পক্ষ, বিমতি বা দ্বিধাগ্রস্ত হয়, সেই বিমতি অপনয়নের নিমিত্ত প্রশ্ন জিজ্ঞসা করা হয়। তাহা বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। এই নামে এই গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। (৪) ভগবান ভিক্ষুদের অনুমোদনের নিমিত্ত প্রশ্ন করেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো, রূপস্কন্ধ নিত্য কি অনিত্য?' "অনিত্য ভন্তে!" 'যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ কি সুখ?' "দুঃখ ভন্তে!" "যাহা অনিত্য, দুঃখ ও পরিণামশীল তাহা আমার, তাহা আমি, তাহা আমার আত্মা, এইরূপ কল্পনা করা উচিত কি?" "না ভন্তে!" ইহা অনুমোদন প্রশ্ন। এইরূপ বহু প্রশ্ন করিয়া পণ্ডিত নাগসেন রাজা মিলিন্দের অনুমোদন আদায় করিয়াছেন। (৫) ভগবান জ্ঞাপন

করিবার ইচ্ছায় ভিক্ষুদিগকে প্রশ্ন করিতেন। "ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার স্মৃতি উপস্থাপন কী?" ইহা কথোনেচ্ছার প্রশ্ন। সমগ্র মিলিন্দ-প্রশ্নে এই পাঁচ শ্রেণির প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে।

পণ্ডিতদের ধারণা যে 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' মূলত উত্তর ভারতে খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে সংস্কৃত কিংবা প্রচীন উদীচ্য প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রীর লেখা হইতে জানিতে পারা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শ্রীকাওয়াগুচি নামক একজন জাপানি বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারত, নেপাল ও তিব্বতে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি তথা হইতে সংগৃহীত পুস্তকাবলির এক তালিকা প্রস্তুত করেন। সেই তালিকার মধ্যে 'মিলিন্দ 'পরিপৃচ্ছা' নামে এক খানি পুস্তকের উল্লেখ রহিয়াছে। সম্ভবত ইহা সংস্কৃত কিংবা গাথা সংস্কৃত ভাষায় সংকলিত হইয়াছিল। যদি কখনো উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় তবে পণ্ডিত সমাজ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ জানিতে পারিবেন। সম্প্রতি ইহা জাপানে রক্ষিত আছে।

চীনা ভাষায় মিলিন্দ-প্রশ্নের যে প্রথম অনুবাদ আছে, উহা অনূদিত হইয়াছিল আনুমানিক ৩য়-৪র্থ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। তৎপূর্বে নিশ্চয়ই ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহার চীনা নাম "না-সে-পি-কু-কিন" অর্থাৎ 'নাগসেন ভিক্ষুর সূত্র'। এই পুস্তকে মোট ছাব্বিশটি পৃষ্ঠা আছে।

১. ইহার পূর্বযোগ পালি মিলিন্দ-প্রশ্নের পূর্বযোগ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইহা বাহিরের বিষয়; কল্পনা-নির্ভর রচনা।

২. এই গ্রন্থ পালি মিলিন্দ-প্রশ্নের তৃতীয় পরিচ্ছেদ অর্থাৎ লক্ষণ প্রশ্ন পর্যন্ত যাহা এই অনুবাদের ৯৯ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে।

৩. ইহার প্রশ্নোত্তরগুলি প্রকৃত পক্ষে এই পর্যন্তই ছিল। ইহাতে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির তারতম্য দেখা যায়।

চীনা ভাষায় 'নাগসেন ভিক্ষু সূত্রের' পূর্বযোগ সংক্ষেপে এইরূপ : একসময় ভগবান বুদ্ধ 'সিয়-ওএ-কোক্' (শ্রবস্তীতে) বাস করিতেছিলেন। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা দ্বারা জনসমাকুল থাকার ধরুন তখন তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। তিনি নিবৃত বাসের নিমিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া "পারলোচোঙ্গশু" (পারিলেয়?) নামক অরণ্যে গিয়া এক বটবৃক্ষের নিচে ধ্যানমগ্ন হইয়া উপবেশন কলিলেন।

তাঁহার পার্শ্বে অপর অরণ্যে এক হস্তীরাজ পাঁচশত অনুচরের সঙ্গে বাস করিত। হস্তীরাজও জন কোলাহলে বিরক্ত হইয়া অনুচরদিগকে ত্যাগ করে এবং ভগবানের সমীপে আসিয়া বাস করিতে থাকে। ভগবান বুদ্ধ হস্তীরাজকে

খুব আদর করিতেন। হস্তীরাজ তথায় বহুদিন ভগবানের সেবা করে।

ভগবান সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে হস্তীরাজের মনে প্রবল বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হয়। মরণ পর্যন্ত সে ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি স্মরণ করিতে থাকে।

পরজন্মে হস্তীরাজ মানুষরূপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। বড় হইলে তাহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কোনো পর্বতে সাধনা করিতে থাকেন। সেই পাহাড়ে আর একজন সন্ন্যাসী থাকিতেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। উহাদের একজন অপরকে বলিলেন, "ভাই, সংসার বড়ই দোষের আকর, ইহা নানা দুঃখে পরিপূর্ণ। এই কারণে নির্বাণ শান্তির আশায় আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছি।" অপর জন বলিলেন, "আমি এই কারণে সন্ন্যাস জীবন যাপন করিতেছি যে, যাহাতে এই পুণ্যফলে ভাবী জীবনে লোকবিজয়ী সম্রাট হইতে পারি।"

পরজন্মে উহাদের মধ্যে একজন সমুদ্রের পরতীরে বী-নন (মিলিন্দ) নামে রাজ কুমার হইলেন। অপরজন কি-পিন-কুন (হিমালয়) প্রদেশে কজঙ্গল গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার জন্মের দিনেই তথায় এক হস্তী শাবকের জন্ম হয়। সাধারণত হাতিকে নাগ বলা হয়। এই সংযোগের ধরুন তাঁহার নাম 'নাগসেন' রাখা হইল। পূর্বজন্মে নির্বাণ লাভের প্রবল ইচ্ছার ধরুন বাল্যকাল হইতে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

নাগসেনের মাতুল লোহন বা রোহন একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। বালক নাগসেন মাতুলের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নাগসেন বেশ প্রতিভাবান ছিলেন। তিনি অল্প সময়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বিশ বছর বয়সে 'হো-সেন' বিহারে তাঁহার উপসম্পদা হয়। ভিক্ষু নাগসেন নির্বাণ মুক্তির নিমিত্ত দৃঢ় সংকল্প করিয়া বাহির হইলেন।—অবশিষ্ট অংশ পালি সংস্করণের অনুরূপ।

পালি মিলিন্দ-প্রশ্নের তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষে উল্লেখ আছে। 'মিলিন্দ রাজার প্রশ্নের উত্তর সমাপ্ত।' চীনা সংস্করণে এখানেই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। তখন স্থবির নাগসেন ভিক্ষাপাত্র ও চীবর লইয়া উঠিলেন এবং যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। রাজা মিলিন্দও প্রাসাদের তোরণ পর্যন্ত আগমন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, মূল গ্রন্থ সম্ভবত এই পর্যন্তই ছিল।

পালি সংস্করণে সন্নিবেশিত পরবর্তী তিন পরিচ্ছেদ, ৪. মেণ্ডক প্রশ্ন, ৫. অনুমান প্রশ্ন ও ৬. উপমা কথা প্রশ্ন, স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং পরবর্তী সময়ে সংযুক্ত হইতে পারে। উহাদের প্রাচীনত্বও কম নহে। মেণ্ডক প্রশ্নের আরম্ভকথা বা ভূমিকা এবং উপমা কথা প্রশ্নের বিষয়সূচি প্রমাণ করে যে, উহারা স্বতন্ত্র

গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে এই তিন পরিচ্ছেদ স্থবির নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের স্বাভাবিক কথোপকথন কি না বলা যায় না। মেণ্ডক প্রশ্নের উভয় সংকটজনক প্রশ্ন আর উহার রোমাঞ্চকর সমাধান অতি চমৎকার। প্রতি প্রশ্নোত্তরে গভীর চিন্তার প্রচুর উপাদান রহিয়াছে। অনুমান প্রশ্নের ধর্মনগরের পরিকল্পনার উচ্চ ধর্মীয় আদর্শের দ্যোতক। এবং উপমা কথা প্রশ্নের মুমুক্ষু ব্যক্তির শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয় গুণাবলি প্রকৃতির রাজ্যে সর্বত্র বিরাজমান। এই গুণাবলি নিজের মধ্যে রূপায়িত হইলে মানুষ সহজে বিশুদ্ধ হইতে পারে। সম্ভবত এই পরিচ্ছেদগুলি অপর শান্তচিত্ত কোনো লেখকের লেখনিপ্রসূত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল লেখক তাহাদের কৃতির সঙ্গে নামের কোনো সম্পর্ক রাখেন নাই।

ইতিহাসে নানাভাবে রাজা মিলিন্দের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার মাতাপিতার পরিচয় জানা যায় না। প্রাচীন মুদ্রাতে গ্রিক ভাষায় তাঁহার নাম 'মেনাণ্ডার', ক্ষেমেন্দ্রের 'অবদান কল্পলতা'য় নাম আছে 'মিলিন্দ্র', তিব্বতীয় তাঞ্জুর সংকলনের নামও মিলিন্দ্র। শিলকোট লেখমালায় একটু মার্জিত ভাষায় আছে 'মেনান্দ্র'। পালি ও সংস্কৃত সংস্ককরণে 'মিলিন্দ' নামই রহিয়াছে। নামের বানান ও উচ্চারণ বিভিন্ন হইলেও নিঃসংশয়ে উহারা একমাত্র ইন্দো-গ্রিক রাজা মিলিন্দারকেই বুঝাইতেছে।

স্থবির নাগসেন মহাযান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ আচার্য নাগার্জুন হইতে স্বতন্ত্র। তিনি হিমালয়ের পাদদেশে কজঙ্গল গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সোনুত্তর। হিমালয়ের বর্তনীয় আশ্রমে শ্রদ্ধেয় রোহণ স্থবির তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দান করেন। শ্রামণের নাগসেন অল্প সময়ে অভিধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব গুরুর নিকট শিক্ষা করেন। এক উপাসিকাকে ধর্মোপদেশ দান করিবার সময় তিনি নিজেও স্রোতাপত্তিফল লাভ করেন। বর্তমান গ্রন্থের পূর্বযোগ রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও উৎপত্তিকাল লিপিবদ্ধ আছে।

মিলিন্দ-প্রশ্নের পালি সংস্করণের প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নহে। ইহা পালি ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া ক্রমশ শ্রীলঙ্কায় উপনীত হয়। তথাকার দ্রোণি নগরে দ্রোণি মহাথের ইহা সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে রক্ষা করেন। দ্রোণি স্থবির পালি অনুবাদক কিনা বলা যায় না। সিংহলে ইহা বিশুদ্ধিমার্গের ন্যায় মর্যাদা লাভ করে। আচার্য বুদ্ধঘোষের সিংহল গমনের পূর্বে ইহা তথায় বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত চীনা অনুবাদের সমসাময়িক কালেই ইহা পালিতে অনূদিত হয়। শ্রীলঙ্কা হইতে এই গ্রন্থ ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম দেশে

প্রসারিত হইয়াছে। ওই সকল দেশে স্থানীয় ভাষায় ইহার অনেক অনুবাদ আছে। কোথাও এই প্রাচীন গ্রন্থের অর্থকথা কিংবা টীকা রচিত হয় নাই। ব্রহ্মদেশের মান্দালয় নগরে এক পুস্তকালয়ে মিলিন্দ-প্রশ্নের টীকা নাম দেখিয়া আমরা এক বই ক্রয় করি। সুবিধামত সময়ে পড়িয়া দেখি যে ইহা 'কঠিন চীবর দানের' ফল বর্ণনা। থেরবাদী গ্রন্থ নহে বলিয়াই বোধ হয় ইহার ভাষ্য ও টীকা লিখিত হয় নাই। কয়েক বছর আগে অবশ্য পালি টেক্সট সোসাইটি হইতে 'মিলিন্দ টীকা' নামক একটি ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা এতই সংক্ষিপ্ত যে মূল গ্রন্থের বিষয় উপলব্ধিতে মোটেই সহায়ক নহে।

বুদ্ধের ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে যত প্রকার সংশয়ের উদয় হয়, প্রশ্ন জাগ্রত হয়, রাজা মিলিন্দের মনে সেই সমাজের প্রতিনিধি। শ্রদ্ধেয় নাগসেন যুক্তিযঙ্গতভাবে রাজার সংশয় নিরসন করিয়াছেন, প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছেন। সংস্কৃত ও পালি ভাষায় প্রশ্নকর্তার নামানুসারে গ্রন্থের নাম হইয়াছে 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' আর চীনা সংস্করণের উত্তর দাতার নামানুসারে হইয়াছে 'নাগসেন ভিক্ষু সূত্র'। প্রতিটি জটিল প্রশ্নের সমাধান কল্পে স্থবির নাগসেনকে নানা যুক্তি, উপমা ও উদাহরণ দিতে হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার ভুয়োদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রশ্নরাজি দ্বারা প্রমাণিত হয় রাজা মিলিন্দ কত বড় পণ্ডিত ছিলেন। এই গ্রন্থের প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা কাহারও কৃতিত্ব কম নহে।

সিংহলের পানাদুরে সদ্ধর্মোদয় পরিবেণের প্রতিষ্ঠাতা ও মহাচার্য পরম শ্রদ্ধেয় উপসেন মহাথের মিলিন্দ-প্রশ্নের কিছু ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। কুমার কাশ্যপের জন্ম সম্বন্ধে বিনয়পিটকে বর্ণিত আছে যে, এক গর্ভবতী নারী ভিক্ষুণীসংঘে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে তৎপূর্বে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে। যখন গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন সংশয় নিবারণ কল্পে বিশাখা প্রভৃতি উপাসিকাগণ পরীক্ষার পর বলেন যে, 'এই গর্ভ গৃহী অবস্থার—ভিক্ষুণী সময়ে নহে।' যথাকালে সেই ভিক্ষুণী এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। কোশলরাজ স্বয়ং শিশুর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিলেন। ভগবান এই শিশুর নাম রাখিলেন কুমারকশ্যপ। এই গ্রন্থে গর্ভসঞ্চার প্রশ্নে তাহা ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রশ্নে আরও কিছু অবান্তর পৌরাণিক কাহিনি যুক্ত হইয়াছে যাহা থেরবাদ কিংবা বিজ্ঞানসম্মত নহে। এই কারণে এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক Mr. Rhys Davids এই প্রশ্নের অনুবাদ করেন নাই। বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা-প্রশ্নে যে সাত প্রকার চিত্তবিভাগ প্রদর্শিত

হইয়াছে উহার সহিত রক্ষণশীল সম্প্রদায় একমত নহে। শ্রাবক বুদ্ধের অর্হৎ-চিত্ত উৎপত্তিই চরম পরিণতি। অর্হতের পক্ষে প্রত্যেক বুদ্ধ ও সম্যকসম্বুদ্ধের চিত্তোৎপত্তির আর প্রয়োজন নাই। এই শ্রেণির কিছু মতভেদের দরুন মহাচার্য মহোদয় ইহাকে মূলত থেরবাদ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

যেই সময় মিলিন্দ-প্রশ্ন সংকলিত হয় সেই সময় উত্তর ভারতে মহাসাংঘিক ও সর্বাস্তিবাদীদের প্রাবল্য ছিল। তাঁহারা পুরাণকারদের ন্যায় অনেক অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং তদানীন্তন মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা হইতে প্রবেশ করা অসম্ভব নহে। এই সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষিত হইলে এই গ্রন্থের উপাদেয়তা ও প্রামাণিকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ড. ভীমরাও আম্বেদকর মহোদয় 'বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম' নামে এক উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহা ১৯৫৮ অব্দে মুদ্রিত হইয়াছে। রক্ষণশীল মতবাদের সঙ্গে তাহার কিছু কিছু অমিল দেখা যায়। তাহা ব্যতীত গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা যুগোপযোগিতা অস্বীকার করা চলে না। 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' সম্বন্ধেও সেই নীতি প্রযোজ্য। এই 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এমন একটি গ্রন্থ যাহা তাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে সর্বদা অধ্যয়ন করেন।

এই গ্রন্থখানি ছয় পরিচ্ছেদে এবং বাইশ বর্গে বিভক্ত। ইহাতে সন্নিবেশিত প্রশ্ন ২৬২টি আর অনাগত প্রশ্ন ৪২টি, সর্বসাকুল্যে ইহাতে ৩০৪টি প্রশ্নের সমাহার ও সমাধান রহিয়াছে। এই পুস্তক বৌদ্ধদেশসমূহে স্থানীয় ভাষায় মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে Dr. V. Trenckner (Copenhagen) রোমান অক্ষরে মিলিন্দ-প্রশ্নের এক উত্তম সংস্করণ প্রকাশ করেন। তৎপর সিংহলে ইহার কিয়দংশ স্থানীয় অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ Rhys Davids ১৮৯০ ও ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে Trenckner এর প্রকাশিত মূল অবলম্বনে Sacred Book of The East নামক গ্রন্থ মালার দুই খণ্ডে ইহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহোদয় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইহার এক তৃতীয়াংশ মূলের সহিত বঙ্গানুবাদ শ্রীগগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান বঙ্গভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম অনুবাদ। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে অগ্রমহাপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় সম্পূর্ণ গ্রন্থ দুই খণ্ডে বঙ্গানুবাদ করেন। উহা চট্টগ্রামের রাউজান নিবাসী ও নিউ

দিল্লী প্রবাসী শ্রদ্ধাবান উপাসক শ্রীসর্বানন্দ বড়ূয়ার বদান্যতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উহা এত স্বল্পায়তন যে অনুবাদ অপেক্ষা সংক্ষিপ্তসার বলা চলে। ইহা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় অনুবাদ।

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মহাপণ্ডিত ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ হিন্দি ভাষায় ইহার এক প্রাঞ্জল অনুবাদ করেন। মহাবোধি সোসাইটির অর্থানুকূল্যে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহা হিন্দিভাষীদের অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ হইয়াছে। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে নেপালে দানবীর সাহু ভাজুরত্ন কংসাকার দ্বারা ধর্মদান উদ্দেশ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমার এই বঙ্গানুবাদের প্রথম অংশে এই অনুবাদ গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। তজ্জন্য কাশ্যপজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ পাঠক মহাশয় এই গ্রন্থের তিন পরিচ্ছেদ অর্থাৎ বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন পর্যন্ত পুনরায় সংস্কৃত অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা নবনালন্দা মহাবিহারের পাঠ্য তালিকার অন্তর্গত করা হইয়াছে।

সম্প্রতি ১৯৭২ সালে শ্রী ধীরেন্দ্র নারায়ণ দাস আই.এ.এস মহোদয় অসমীয়া ভাষায় ইহার অর্ধেক অংশ অনুবাদ করিয়াছেন। মহাবোধি সোসাইটি তাহা প্রকাশ করিয়াছে। তিনিও রাইস ডেভিস-এর ন্যায় গর্ভসঞ্চার প্রশ্ন বাদ দিয়াছেন। আসামের পণ্ডিত সমাজ এই গ্রন্থ দ্বারা বেশ উপকৃত হইয়াছেন।

বাংলা ভাষায় পূর্বের অনুবাদগুলি এখন সহজলভ্য নহে। তজ্জন্য আমি ১৯৫৮ অব্দে ইহার অনুবাদ আরম্ভ করি। স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করিবার জন্য অনুবাদ ব্যাখ্যানুসারি করার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে প্রকৃত অর্থোদ্ধার হইয়াছে কি না তাহা সুধীবর্গের বিবেচ্য।

খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বাইবেল, পুস্তিকা, কত বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ করিয়া পৃথিবীর যত্রতত্র বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। সেইরূপ শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকা ত্রিপিটকের অনেক বই বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া থাকেন। অনাগারিক ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মি. ডেভিত হেবাবিতরণে তাঁহার সম্পত্তি এই বলিয়া উইল করিয়া দিয়াছেন যে, সমগ্র ত্রিপিটক গ্রন্থ, অর্থকথা, টীকা-টিপ্পনীসহ মুদ্রিত করিয়া বিশ্বের সকল গ্রন্থাগারে দান করিতে হইবে। তদনুসারে তাহা করা হইয়াছে। ব্রহ্ম সরকারের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী উ. নু 'বুদ্ধশাসন কাউন্সিলের' মাধ্যমে সমগ্র ত্রিপিটক গ্রন্থাবলি মুদ্রিত করিয়া বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দান

করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় বঙ্গদেশে প্রাচীনকাল হইতে বুদ্ধধর্মাবলম্বী থাকিলেও এখন পর্যন্ত বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রচার কার্য আশানুরূপ হয় নাই। বৌদ্ধ মিশন প্রেস, যোগেন্দ্র রূপসীবালা ট্রাস্ট ও ত্রিপিটক প্রচার সমিতি যদিও কিছু সংখ্যক বই মুদ্রণ ও প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি উহা পর্যাপ্ত নহে, সুলভও নহে। তাহা নিঃশেষ হইয়াছে। ধর্মদান ও ধর্মপ্রচারের প্রতি সামর্থ্যবানদের অনুরাগ না থাকিলে ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করা অসম্ভব।

যাহা কিছু হইয়াছে দাতাদের শ্রদ্ধাদানের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইয়াছে। গ্রন্থ সংকলন করার পরিশ্রম করিতে হইবে এবং উহা মুদ্রণের অর্থও সংগ্রহ করিতে হইবে—এই চিন্তা থাকিলে গ্রন্থকারের উৎসাহ দমিয়া যায়। অনেক লেখকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে। অর্থাভাবে তাহা মুদ্রিত হইতেছে না। ক্রমে তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' প্রকাশের বিলম্বের কারণও তাহাই। কয়েকজন অর্থবান ব্যক্তিকে ইহার প্রকাশ হইবার আহ্বান করা হইয়াছিল। সাড়া পাওয়া যায় নাই। এই অবস্থায় বঙ্গদেশে ধর্ম কীভাবে প্রচারিত হইবে, চিন্তার বিষয়। অনেক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাহাও অর্থাভাবে হইতেছে না।

এই পাণ্ডুলিপির প্রথম দিকের কিছু অংশ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুধাংশ বিমল বড়ুয়া মহোদয়কে দেখানো হয়। তিনি কিছু সংশোধন করেন। তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ। তৎপর পাণ্ডুলিপির কপি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকোমল চৌধুরীকে সংশোধনের জন্য দেওয়া হয়। তিনি তাহা দেখিয়া মুদ্রণের জন্য প্রেসে দেন। চার ফর্মা মুদ্রণের পর আমরা জানিতে পারিলাম যে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইতেছে। স্নেহের সুকোমল না হইলে আমার পক্ষে এই বই প্রেসে দেবার সাহস হইত না। পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ সংশোধন হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থ সৌকর্যের সকল প্রকার দায়দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেই ইহার মুদ্রণ সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার নিঃস্বার্থ সেবার জন্য ধন্যবাদ পর্যাপ্ত নহে। শেষের দিকের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ সংশোধনের নিমিত্ত স্নেহের শ্রীঅমল বড়ুয়াকে দিয়েছিলাম। তিনি তাহা সংশোধন করিয়াছেন এবং তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতি প্রতিমা বড়ুয়া তাহা মুদ্রণের উপযোগী করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের সস্নেহ ধন্যবাদ। আমার অন্তেবাসী ভিক্ষুদের সহায়তায় মুদ্রণ সহজ হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

আরও অনেক সাহিত্যানুরাগী এই অনুবাদের জন্য উৎসাহ দিয়াছেন,

কাজের অগ্রগতিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি শুভেচ্ছা রহিল।

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতপ্রবর প্রখ্যাত লেখক ও সুসাহিত্যক মাননীয় শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহোদয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এত শ্রম ও অর্থব্যয়ে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল তাহা সাধারণ পাঠকসমাজের নিকট সমাদর লাভ করিলে পরিণত বয়সের এই অপরিসীম শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

প্রবারণা পূর্ণিমা, **ধর্মাধার মহাস্থবির**

কলিকাতা

খুদ্দকনিকায়ে
মিলিন্দ-প্রশ্ন

"নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স"

বাহির কথা

১. গঙ্গানদী যেমন সাগরে উপনীত হয়, সেইরূপ সাগল নামক উত্তম নগরে রাজা মিলিন্দ নাগসেন সমীপে উপনীত হইলেন। ক।

অবিদ্যান্ধকারণাশক, জ্ঞানোল্কাধর, বিচিত্রবক্তা রাজা (নাগসেন সমীপে) আসিয়া যুক্তি-সঙ্গত বহুবিধ সূক্ষ্ম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। খ।

সেই প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ গভীর অর্থযুক্ত, মনোরম, শ্রুতিমধুর, অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর। গ।

অভিধর্ম ও বিনয়ে গাম্ভীর্যমণ্ডিত, সূত্রানুকূল নাগসেন-কথা যুক্তি ও উপমায় বিচিত্র। ঘ।

ইহাতে প্রণিধানপূর্বক চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া সংশয়বিনোদক গম্ভীর প্রশ্নসমূহ আপনারা শ্রবণ করুন। ঙ।

সাগল নগরের বর্ণনা

২. (এইরূপ শুনা যায়—)

যবনদের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কেন্দ্র সাগল নামক এক নগর ছিল। সেই নগর নদী-পর্বত-শোভিত, রমণীয় ভুমিভাগে প্রতিষ্ঠিত, আরাম-উদ্যান-উপবন-তড়াগ-পুষ্করিণী দ্বারা সুসম্পন্ন, নদী-পর্বত-বনে অত্যন্ত রমণীয় ছিল। সেই নগর দক্ষ স্থপতি দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। উহাতে শত্রু বা শত্রুর উৎপীড়ন ছিল না। সেখানে অনেক প্রকার বিচিত্র দৃঢ় মণ্ডল-প্রকোষ্ঠ ছিল। নগরের সিংহদ্বার তোরণ বিশাল ও সুন্দর ছিল। গভীর পরিখা ও পীতবর্ণ প্রাকার দ্বারা অন্তঃপুর পরিবেষ্টিত ছিল। পথ-অঙ্গন ও চৌরাস্তার সংযোগস্থল

উত্তমরূপে বিভক্ত ছিল। দোকান সুসজ্জিত ও উত্তম পণ্যদ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। স্থানে স্থানে বিবিধ উত্তম দানশালা সতত শোভিত ছিল।

ইহা ছিল হিমালয়-পর্বতশৃঙ্গ সদৃশ শত-সহস্র শ্রেষ্ঠ ভবনমণ্ডিত। হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সেনা দ্বারা উহা সমাকুল ছিল। দলে দলে সুন্দর নরনারী বিচরণ করিত। সেই নগর ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রাদি সর্বপ্রকারের মনুষ্যের দ্বারা সমাকীর্ণ ছিল। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ তথা সভাজন দ্বারা ইহা সংঘটিত ছিল। বহুবিধ বিদ্বান ও বীর লোকের কেন্দ্র ছিল। কাশী, কোটুম্বর আদি স্থানে প্রস্তুত নানাবিধ বস্ত্রের বড় বড় দোকান ছিল। সুপ্রসারিত অনেক প্রকার সুন্দর পুষ্প এবং গন্ধযুক্ত দ্রব্যের দোকানে সুগন্ধের দ্বারা ইহা সুরভিত ছিল। অভিলাষিত বহু রত্নে পরিপূর্ণ ছিল। সকল দিকে শৃঙ্গারবিলাসী বণিকদের দোকান সম্প্রসারিত ছিল। কার্ষাপণ, রূপা, চাঁদি, স্বর্ণ, ও পাথর পরিপূর্ণ সেই নগর বহুমূল্য উজ্জ্বল নিধির ভাণ্ডার ছিল। নানা প্রকার ধন-ধান্য-বিত্ত-উপকরণে ভাণ্ডার ও কোষ পরিপূর্ণ ছিল। তথায় বহু পানীয়-খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয় আস্বাদনীয় দ্রব্য ছিল। সেই নগর উত্তরকুরু সদৃশ্য শস্যপূর্ণ তথা অলকানন্দা নামক দেবপুরের ন্যায় সম্পন্ন ছিল।

গ্রন্থের বিভাগ

৩. ইহার পর তাঁহাদের (মিলিন্দ ও নাগসেনের) পূর্বকর্মের বিষয় বলা হইবে। বলিবার সময় ছয় প্রকারে বিভাগ করিয়া বলিতে হইবে। যথা : পূর্বযোগ, মিলিন্দ-প্রশ্ন, মেণ্ডক প্রশ্ন, অনুমান প্রশ্ন, উপমাকথা প্রশ্ন।

ইহাতে মিলিন্দ-প্রশ্নের দুই ভাগ : ক) লক্ষণ প্রশ্ন ও খ) বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। মেণ্ডক প্রশ্নেরও ক) মহাবর্গ খ) যোগীকথা প্রশ্ন নামক দুই ভাগ আছে।

নাগসেন ও মিলিন্দের পূর্বযোগ কথা

৪. পূর্বযোগের অর্থ—তাঁহাদের পূর্বজন্মে কৃত কর্ম।

অতীতকালে ভগবান কশ্যপ-বুদ্ধের শাসনের সময় গঙ্গানদীর সমীপে এক আশ্রমে এক বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ বাস করিতেন। তথায় ব্রত-শীলসম্পন্ন ভিক্ষুগণ প্রাতঃকালেই গাত্রোত্থান করিয়া যষ্টি সম্মার্জনী লইয়া বুদ্ধের গুণাবলি চিন্তা করিতে করিতে অঙ্গন সম্মার্জন করিতেন এবং আবর্জনাগুলি স্তূপীকৃত করিতেন।

৫. একদিন এক ভিক্ষু কোনো শ্রামণেরকে কহিলেন, এখানে এসো,

শ্রামণের। এই আবর্জনাগুলি ফেলিয়া দাও। সে না শোনার মতো ভান করিয়া চলিয়া যায়। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার আমন্ত্রিত হইয়াও সে না শোনার ন্যায় চলিয়া যায়। তৎপর সেই ভিক্ষু "এই শ্রামণের বড়ই অবাধ্য" চিন্তা করিয়া ক্রোধবশত সম্মার্জনী দণ্ডের দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। তখন সে রোদন করিতে করিতে ভয়ে আবর্জনা ফেলিবার সময়—"এই আবর্জনা নিক্ষেপজনিত পুর্ণ্যকর্ম প্রভাবে যে পর্যন্ত আমি নির্বাণ লাভ না করি, ইহার মধ্যে যে যে স্থানে জন্মধারণ করি না কেন আমি যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সমর্থ ও মহাতেজস্বী হই"—প্রথমত এইরূপ প্রার্থনা করিল।

৬. আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া সে স্নানের নিমিত্ত গঙ্গা নদীর ঘাটে গেল। গঙ্গার গড়গড় শব্দায়মান তরঙ্গবেগ দর্শন করিয়া—"যাবত আমি নির্বাণপ্রাপ্ত না হই তাবৎ জন্মে জন্মে যেন এই তরঙ্গবেগের ন্যায় প্রত্যুৎপন্ন ও অক্ষয় প্রতিভাসম্পন্ন হইতে পারি"—এই বলিয়া দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিল।

৭. সেই ভিক্ষুও সম্মার্জনী-ঘরে সম্মার্জনী রাখিয়া স্নানের নিমিত্ত গঙ্গা তীর্থে যাইবার সময় শ্রামণের প্রার্থনা শুনিলেন এবং চিন্তা করিলেন, "এই শ্রামণের আমা দ্বারা নিয়োজিত হইয়াই যদি এরূপ প্রার্থনা করে তবে আমার প্রার্থনা কেন সিদ্ধ হইবে না?" এই চিন্তা করিয়া তিনিও প্রার্থনা করিলেন, "যতদিন আমি নির্বাণপ্রাপ্ত না হই, ইতিমধ্যে জন্মে জন্মে আমি যেন গঙ্গার তরঙ্গবেগের ন্যায় অক্ষয়-প্রতুৎপন্নমতি হই, ইহার দ্বারা জিজ্ঞাসিত সর্ববিধ জটিল প্রশ্নকে নির্জটিল করিতে ও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হই।"

৮. তাঁহারা উভয়ে দেবলোক ও মনুষ্যলোক সংসরণ করিতে করিতে এক বুদ্ধান্তর কাল গত করিলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ যেমন মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্থবির সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইঁহাদের সম্বন্ধেও করিয়াছিলেন, "আমার পরিনির্বাণের পঞ্চশত বৎসর পর ইঁহারা দুজন জন্মগ্রহণ করিবে, আর যে সকল ধর্মবিনয় আমি সূক্ষ্মভাবে উপদেশ করিয়াছি, তাহারা তাহা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উপমা যুক্তিবলে সরল স্পষ্ট করিয়া বিভাগ করিবে।"

৯. তাঁহাদের মধ্যে সেই শ্রামণের জম্বুদ্বীপের সাগল নামক নগরে মিলিন্দ নামে রাজা হইলেন। তিনি বড় পণ্ডিত, চতুর, মেধাবী ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান মন্ত্র ও যোগবিধান ক্রিয়ার আচরণ করিবার পরীক্ষা করিতেন। তিনি অনেক বিদ্যা অধ্যয়ন করেন; যথা : (১) শ্রুতি (২) স্মৃতি (৩) সাংখ্য (৪) যোগ (৫) ন্যায় (৬) বৈশেষিক (৭) গণিত (৮) সঙ্গীত (৯) চিকিৎসা (১০) চতুর্বেদ (মতান্তরে ধনুবিদ্যা) (১১) পুরাণ (১২) ইতিহাস (১৩) জ্যোতিষ

(১৪) জাদুবিদ্যা (১৫) হেতু বা তর্ক (১৬) মন্ত্রণা (১৭) যুদ্ধবিদ্যা (১৮) ছন্দ এবং (১৯) সামুদ্রিক এই ঊনবিংশতি শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন তার্কিক, দুর্ধর্ষ, দুঃসহ বিভিন্ন তীর্থঙ্করদের মধ্যে অগ্রণীরূপে সম্মানিত। সমগ্র জম্বুদ্বীপে মিলিন্দ রাজার ন্যায় শৌর্য, বীর্য ও পরাক্রমে এবং প্রজ্ঞায় অপর কেহ ছিলেন না। তিনি ধনাঢ্য, মহাধনী এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সৈন্যসামন্ত ছিল অসংখ্য।

১০. তখন একদিন রাজা মিলিন্দ অনন্ত বলাবাহনযুক্ত স্বীয় চতুরঙ্গিনী সেনার দর্শন অভিলাষে নগরের বাহিরে গেলেন। তথায় গণনা করাইয়া বাদপ্রিয়, লোকায়ত ও বিতণ্ডাবাদীদের সহিত তর্কেচ্ছায় আলাপপ্রবণ, ঔৎসুক্যচিত্ত, নির্ভীক ও বিজৃম্ভনকারী সেই রাজা উপরদিকে সূর্য অবলোকন করিলেন এবং নিজের অমাত্যকে আহ্বান করিলেন, "এখনো অনেক সময় বাকি আছে, এত সত্বর নগরে প্রবেশ করার কী প্রয়োজন? এমন কোনো পণ্ডিত শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, সংঘনেতা, গণনেতা, গণাচর্যা আছেন কি যিনি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বন্ধে জানেন, যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে ও আমার সন্দেহ নিরসন করিতে পারেন, যাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয় বিনোদন করিতে পারি?"

১১. এইরূপ উক্ত হইলে পঞ্চশত যবন রাজা মিলিন্দকে কহিলেন, "হ্যাঁ মহারাজ, ছয়জন ধর্মগুরু আছেন: (১) পূরণ-কাশ্যপ, (২) মক্‌খলি গোশাল, (৩) নিগণ্ঠ নাথপুত্র, (৪) সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্র, (৫) অজিত কেশকম্বলী ও (৬) ককুধ কচ্চায়ন। তাঁহারা সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, প্রাজ্ঞ, যশস্বী ও তীর্থঙ্কর এবং বহুজনের দ্বারা সম্মানিত। মহারাজ, আপনি তাঁহাদের নিকট গিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন এবং সংশয় নিরসন করুন।"

পূরণ-কাশ্যপের নিকট রাজা মিলিন্দের গমন

১২. তখন রাজা পঞ্চশত যবন পরিবৃত হইয়া ভদ্র যান সুশোভিত রথে আরোহন করিয়া পূরণ-কাশ্যপের নিকট উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পূরণ-কাশ্যপের সহিত সাদর সম্ভাষণ বিনিময় করিয়া এক প্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে বসিয়া রাজা মিলিন্দ কাশ্যপকে বলিলেন, "ভন্তে কাশ্যপ, কে এই সংসার পালন করিতেছে?"

"মহারাজ, পৃথিবী সংসার পালন করিতেছে।"

"ভন্তে কাশ্যপ, যদি পৃথিবী সংসার পালন করে, তবে অবীচি নরকগামী

প্রাণীগণ পৃথিবী অতিক্রম করিয়া কেন গমন করে?"

রাজা এইরূপ বলিলে পূরণ-কাশ্যপ তাহা গ্রহণ করিতেও পারেন না, আবার আগ্রহ্যও করিতে পারেন না। তিনি নতগ্রীব, অধোমুখ, হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মক্‌খলি গোশালের নিকট রাজা মিলিন্দের গমন

১৩. অতঃপর রাজা মিলিন্দ মক্‌খলি গোশালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভন্তে গোশাল, ভালো ও মন্দ কর্ম আছে কি? পুণ্য ও পাপ, সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্মের ফল-বিপাক আছে কি?"

"না মহারাজ, ভালো ও মন্দ কোনো কর্ম নাই, পাপ ও পুণ্যকর্মের কোনো ফল নাই। মহারাজ, ইহলোকে যাঁহারা ক্ষত্রিয় তাঁহারা পরলোকে গিয়া পুনঃ ক্ষত্রিয়ই হইবেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল বা পুক্কুস জাতি তাহারা পরলোকে গিয়াও পুনঃ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল বা পুক্কুস জাতি হইবেন। পাপ ও পুণ্যকর্মের কী প্রয়োজন?"

"ভন্তে গোশাল, যদি ইহলোকে যিনি ক্ষত্রিয় তিনি পরলোকে গিয়াও ক্ষত্রিয়ই হইয়া থাকেন এবং পাপ ও পুণ্যকর্মের কোনো করণীয় না থাকে, তাহা হইলে যাহারা ইহজগতে হস্তচ্ছিন্ন তাহারা পরলোক গিয়াও পুনঃ হস্তছিন্ন হইবে, যাহারা পাদছিন্ন হইবে তাহারা পাদছিন্ন হইবে, যাহারা হস্তপাদছিন্ন তাহারা হস্তপাদছিন্ন হইবে কি?"

রাজার কথা শুনিয়া গোশাল নীরব হইলেন।

১৪. তখন রাজা মিলিন্দের মনে হইল : "অহো, জম্বুদ্বীপ শূন্য! অহো, জম্বুদ্বীপের খ্যাতি প্রলাপ মাত্র! আমার সহিত আলাপ করিতে পারেন, আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন এমন শ্রমণ ব্রাহ্মণ কি কেহ নাই?"

একদিন রাজা মিলিন্দ অমাত্যগণকে কহিলেন, "আজ অতি রমণীয় রাত্রি! প্রশ্ন জিজ্ঞাসার নিমিত্ত আজ কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট যাইতে পারি? কে আমার সহিত বাক্যলাপ করিতে সমর্থ, কে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবে?"

এই কথায় অমাত্যগণ মৌনভাবে কেবল রাজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

১৫. সেই সময় দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সাগল নগর শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি পণ্ডিতশূন্য ছিল। তথাপি রাজা যে-স্থানে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, কিংবা গৃহপতি বাস

করিতেন, এরূপ সংবাদ শুনিতেন সে-স্থানে গিয়া তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতেন। তাঁহারা প্রশ্নোত্তর দ্বারা রাজাকে সন্তুষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়া এদিক সেদিক চলিয়া যাইতেন। যাঁহারা অন্যত্র যাইতেন না তাঁহারা সকলে নীরবে অবস্থান করিতেন। ভিক্ষুগণ প্রায় হিমালয় পর্বতে গমন করিতেন।

১৬. সেই সময় হিমালয় পর্বতে 'রক্ষিততলে' অনেক কোটিশত অর্হৎ বাস করিতেন।

আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্তের ভিক্ষুসংঘ আহ্বান

১৭. এক সময় আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত দিব্যকর্ণে রাজা মিলিন্দের খেদোক্তি শ্রবণ করিলেন। তিনি যুগন্ধর পর্বত শিখরে ভিক্ষুসংঘ সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুগণ, রাজা মিলিন্দের সহিত বাক্যলাপ করিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন, এমন কোনো সমর্থ ভিক্ষু আছেন কি?"

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে কোটিশত অর্হৎগণ নীবর রহিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার জিজ্ঞাসিত হইলেও তাঁহারা কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না।

তখন আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত ভিক্ষুসংঘকে কহিলেন, "বন্ধুগণ, তাবতিংস ভবনে বৈজয়ন্ত প্রাসাদের পূর্বদিকে কেতুমতী নামে এক বিমান আছে। তথায় মহাসেন নামক দেবপুত্র বাস করেন; তিনি মিলিন্দ রাজার সহিত বাক্যলাপ করিতে ও তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সমর্থ হইবেন।"

তখন কোটিশত অর্হৎ যুগন্ধর পর্বত হইতে অন্তর্হিত হইয়া তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইলেন।

মহাসেন দেবপুত্রকে মনুষ্যলোকে আগমনের জন্য প্রার্থনা

১৮. দেবরাজ শক্র দূর হইতে ভিক্ষুদিগকে আসিতে দেখিয়া আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্তের নিকট গেলেন এবং আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্তকে প্রণাম করিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। দেবেন্দ্র শক্র আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্তকে কহিলেন, "ভন্তে, মহাভিক্ষুসংঘ দেবলোকে সমাগত হইয়াছে। আমি ভিক্ষুসংঘের সেবক। (তাঁহাদের) কিসের প্রয়োজন? আমি (তাঁহাদের জন্য) কী করিতে পারি?"

তখন আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত দেবেন্দ্র শক্রকে কহিলেন, "মহারাজ, জম্বুদ্বীপের সাগল নগরে মিলিন্দ নামক রাজা বিতণ্ডবাদী, দুর্ধর্ষ, দুঃসহ, নানা তীর্থঙ্করদের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে অভিহিত। তিনি ভিক্ষুসংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ভিক্ষুসংঘকে বিব্রত করিতেছেন।" শক্র

কহিলেন, "ভন্তে, রাজা মিলিন্দ এখান হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। আর ভন্তে, কেতুমতী বিমানে মহাসেন নামক দেবপুত্র বাস করেন। তিনি মিলিন্দ রাজার সহিত বাদানুবাদ করিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। সেই দেবপুত্রকে আমরা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করিব।"

১৯. তখন দেবরাজ ভিক্ষুসংঘকে সম্মুখে রাখিয়া কেতুমতী বিমানে প্রবেশ করিলেন এবং মহাসেন দেবপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বন্ধু, ভিক্ষুসংঘ আপনাকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন।" মহাসেন কহিলেন, "প্রভু, আমার মনুষ্যলোকোৎপত্তির প্রয়োজন নাই। কারণ মনুষ্যলোক কর্মবহুল এবং বিরক্তিকর। প্রভু, আমি এখানে এই দেবলোকে ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিব।"

শক্র কর্তৃক দ্বিতীয়, তৃতীয়বার অনুরুদ্ধ হইয়া এরূপ বলিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত কহিলেন, "মহাশয়, দেবলোকসহ মনুষ্যলোক অনুসন্ধান করিয়াও আপনাকে ব্যতীত অপর কাহাকেও শক্তিমান দেখিতেছি না যিনি মিলিন্দরাজকে তর্কে পরাস্ত করিয়া বুদ্ধশাসনের উপকার করিতে পারেন। মহাশয়, আপনাকে ভিক্ষুসংঘ অনুরোধ করিতেছেন। হে সৎপুরুষ, মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া দশবলের (বুদ্ধের) শাসনের শ্রীবৃদ্ধি করুন।"

ইহা শুনিয়া মহাসেন দেবপুত্র "আমি মিলিন্দ রাজের বিবাদ নিরসন করিয়া বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইব" এই চিন্তায় অতিশয় আনন্দিত ও হর্ষান্বিত হইয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছি : "উত্তম ভন্তে, আমি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিব।"

২০. তৎপর ভিক্ষুগণ সেই কর্তব্য সম্পাদন করিয়া তাবতিংস দেবলোক হইতে অর্ন্তহিত হইয়া হিমালয় পর্বতের রক্ষিত তলে অবতরণ করিলেন।

রোহণের প্রতি অশ্বগুপ্তের দণ্ডকর্ম দান

অনন্তর আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুগণ, এই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে এমন কোনো ভিক্ষু আছেন কি যিনি এই সভায় অনুপস্থিত ছিলেন?"

এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইলে একজন ভিক্ষু কহিলেন, "ভন্তে, আয়ুষ্মান রোহণ আছেন। তিনি সাতদিন পূর্বে হিমালয় পর্বতে প্রবেশ করিয়া 'নিরোধ সমাপত্তি' ধ্যানস্থ হইয়াছেন। তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করুন।"

'সংঘ আমার সন্ধান করিতেছেন' এই চিন্তা করিয়া আয়ুষ্মান রোহণ সেই ক্ষণে 'নিরোধসমাপত্তি' হইতে উঠিলেন। আর হিমালয় পর্বত হইতে অন্তর্হিত হইয়া রক্ষিততলে কোটিশত অর্হৎদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

তখন আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত আয়ুষ্মান রোহণকে কহিলেন, "বন্ধু রোহণ, বুদ্ধশাসন সংকটাপন্ন হইয়াছে, তথাপি আপনি সংঘের কর্তব্য লক্ষ করিতেছেন না কেন?"

"ভন্তে, ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে।"

"তাহা হইলে বন্ধু রোহণ, আপনাকে দণ্ডকর্ম ভোগ করিতে হইবে।"

"ভন্তে, কী করিব?"

"বন্ধু, হিমালয় পর্বতপার্শ্বে কজল নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রাম আছে। তথায় সোনুত্তর ব্রাহ্মণ বাস করেন। সেই ব্রাহ্মণের নাগসেন নামে এক পুত্র জন্মিবে। আপনি সাত বৎসর ও দশ মাস ভিক্ষাচরণ করুন এবং নাগসেন বালককে বাহির করিয়া প্রব্রজিত করুন। সে প্রব্রজিত হইলেই আপনি দণ্ডকর্ম হইতে মুক্তি পাইবেন।"

আয়ুষ্মান রোহণ সাধুবাদে স্বীকৃতি জানাইলেন।

২১. মহাসেন দেবপুত্রও দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া সোনুত্তর ব্রাহ্মণের ভার্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার (মাতৃকুক্ষিতে) উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবিধ আশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল : (১) অস্ত্রশস্ত্র প্রজ্জ্বলিত হইল, (২) প্রধান শস্য পরিপক্ব হইল, (৩) আর মহামেঘ প্রচুর বর্ষণ করিল।

এই দিকে আয়ুষ্মান রোহণও মহাসেনের মাতৃকুক্ষিতে জন্মলাভের সময় হইতে সাত বৎসর দশ মাস পর্যন্ত প্রত্যহ সেই ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষার নিমিত্ত গমন করিতে থাকেন, কিন্তু কোনো দিনও এক চামচ ভাত বা এক হাতা যাগু বা অভিবাদন বা অঞ্জলিকর্ম কিংবা সাদর সম্ভাষণমাত্রও লাভ করেন নাই। বরং তদ্বিপরীত আক্রোশ, ঠাট্টা-বিদ্রূপই তাঁহাকে লাভ করিতে হইয়াছিল। "আগে যান, ভন্তে!" এরূপ বলিবারও কেহ ছিল না। সাত বৎসর দশ মাস অতিবাহিত হইলে একদিন "ভন্তে, আগে যান" এই কথা শুনিতে পাইলেন। সেই দিন ব্রাহ্মণ বাহিরের কাজ-কর্ম হইতে ফিরিবার সময় পথের মধ্যে স্থবিরকে দেখিয়া কহিলেন, "হে প্রব্রজিত, আমাদের বাড়ি গিয়াছিলেন কি"?

"হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, গিয়াছিলাম।"

"কিছু পাইয়াছেন কি?"

"হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ, পাইয়াছি।"

ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ি গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই প্রব্রজিতকে

কিছু দেওয়া হইয়াছে কি?"

"না, কিছু দেওয়া হয় নাই।"

২২. পরের দিন ব্রাহ্মণ "ভিক্ষুকে মিথ্যা অপরাধে নিগ্রহ করিব" এই ভাবিয়া গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলেন।

স্থবির দ্বিতীয় দিন ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ স্থবিরকে দেখিয়া কহিলেন, "গতকাল আমাদের ঘরে আপনি কিছু না পাইয়াই 'পাইয়াছি' বলিয়াছেন। আপনার পক্ষে মিথ্যা বলা কি উচিত?"

স্থবির কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনার দ্বারে সাত বৎসর দশ মাসাবধি 'আগে যান' এ কথাও শুনি নাই। কিন্তু গতকাল 'আগে যান' এই সুবচন পাইয়াছি। এই সাদর সম্ভাষণ লাভ করিয়াই আমি এইরূপ বলিয়াছি।"

ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন, "ইহারা যখন কেবল বাক্‌সৌজন্য লাভ করিয়াও জনসমাজে 'পাইয়াছি' বলিয়া প্রশংসা করেন তখন অপর কিছু খাদ্য-ভোজ্য পাইলে কেন প্রশংসা করিবেন না।" তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া ভিক্ষুকে নিজের জন্য প্রস্তুত করা ভাত হইতে এক চামচ ভিক্ষা (ভাত) ও তদনুরূপ তরকারি দিলেন এবং বলিলেন, "এইরূপ ভিক্ষা আপনি প্রতিদিন লাভ করিবেন।"

পর দিবস হইতে ব্রাহ্মণ আগত শান্তভাব দর্শন করিয়া অধিকতর প্রসন্ন হইলেন। তিনি স্থবিরকে প্রত্যেক দিন তাঁহার বাড়িতে ভোজনের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

স্থবির মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। তৎপর স্থবির রোহণ প্রতিদিন ভোজন করিয়া যাইবার সময় বুদ্ধবাণীর কিছু কিছু উপদেশ দিয়া যাইতেন।

নাগসেনের জন্ম

২৩. দশ মাস গত হইলে ব্রাহ্মণী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার নাম রাখা হইল নাগসেন। সে ক্রমশ বড় হইয়া সাত বৎসর বয়স্ক হইল।

তখন বালক নাগসেনের পিতা নাগসেনকে কহিলেন, "নাগসেন, এই ব্রাহ্মণকুলের যাহা শিক্ষণীয় তাহা শিক্ষা করো।"

"এই ব্রাহ্মণকুলে শিক্ষণীয় বিষয় কী?"

"ত্রিবেদ শিক্ষা ও অপরগুলি শিল্প—এইগুলিই শিক্ষণীয়।"

"তাহা শিক্ষা করিব।"

তখন, সোনুত্তর ব্রাহ্মণ কোনো ব্রাহ্মণ আচার্যকে এক সহস্র মুদ্রা

গুরুদক্ষিণা দিয়া স্বীয় প্রাসাদের এক কামরায় এক প্রান্তে মঞ্চক স্থাপন করিয়া কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি নাগসেনকে মন্ত্রসমূহ শিক্ষা দান করুন।" "তাহা হইলে, বালক, তুমি মন্ত্রসমূহ শিক্ষা করো" বলিয়া আচার্য তাহাকে বেদ-মন্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বালক নাগসেনের একবার আবৃত্তিতেই ত্রিবেদ হৃদয়ঙ্গম হইল, কণ্ঠস্থ হইল, অর্থোপলব্ধি হইল, সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইল, উত্তমরূপে আয়ত্ত হইল। নিঘণ্টু কৈটভ অক্ষরবিন্যাস ও পঞ্চম ইতিহাসসহ ত্রিবিদে অচিরেই এক প্রত্যক্ষ অর্ন্তদৃষ্টির উদ্‌ভব হইল। তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, লোকায়ত ও মহাপুরুষ লক্ষণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন।

২৪. তখন বালক নাগসেন স্বীয় পিতাকে কহিলেন, "পিতঃ, এই ব্রাহ্মণবংশে ইহা অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষণীয় বিষয় আছে কি, কিংবা এই পরিমাণ?"

"ইহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষার বিষয় নাই। এই পরিণামই শিক্ষণীয়।"

তখন নাগসেন আচার্যকে শ্রদ্ধা জানাইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার দ্বারা প্রেরিত হইয়া তিনি নির্জনে ধ্যানস্থ হইয়া নিজের অধীত বিদ্যার আদি, মধ্য ও অন্ত পর্যবেক্ষণ করিলেন। তথায় আদিতে, মধ্যে কিংবা অন্তে কোথাও স্বল্পমাত্র সার না দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও অসন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, "অহো, এই সকল বেদ তুচ্ছ! নিতান্ত প্রলাপ মাত্র অসার নিঃসার!"

২৫. সেই সময় আয়ুষ্মান রোহণ বর্তনীয় আশ্রমে বসিয়া স্বীয় ধ্যানচিত্ত প্রভাবে নাগসেনের চিত্তবিতর্ক অবগত হইলেন। তিনি অন্তরবাস পরিধান করিয়া পাত্র ও চীবর লইয়া বর্তনীয় বিহার হইতে বাহির হইয়া কজঙ্গল ব্রাহ্মণ গ্রামের সম্মুখে উপনীত হইলেন।

নাগসেনের সহিত রোহণের মিলন

নাগসেন স্বীয় গৃহের সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান অবস্থায় দূর হইতে আয়ুষ্মান রোহণকে আসিতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নাগসেন সন্তুষ্ট, প্রমোদিত ও প্রীতি-সৌমনস্যযুক্ত হইলেন এবং এই চিন্তা করিলেন যে, "অতি উত্তম, এই প্রব্রজিত হয়তো কিছু সারতত্ত্ব জানিতে পারেন।" তিনি রোহণের নিকট গেলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, এই প্রকার শিরমুণ্ডিত ও কাষায়বসনধারী আপনি কে?"

"বৎস, আমি প্রব্রজিত।"

“মহাশয়, আপনাকে প্রব্রজিত বলা হয় কেন?”

“পাপরূপ ময়লারাশি পরিবর্জন করিতেই আমি প্রব্রজিত হইয়াছি। বৎস, সেইজন্যই আমার নাম প্রব্রজিত।”

“মহাশয়, কী কারণে আপনার কেশ অন্য লোকের ন্যায় নহে?”

“বৎস, উহাতে ষোলো প্রকার বিপত্তি দেখিয়া প্রব্রজিতেরা কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করেন। সেই ষোলো প্রকার কী কী? কেশ ও শ্মশ্রু রাখিলে উহাকে (১) অলংকৃত করিতে হয়, (২) সাজাইতে হয়, (৩) তৈল মাখিতে হয়, (৪) ধুইতে হয়, (৫) মালা পরিতে হয়, (৬) সুগন্ধ মাখিতে হয়, (৭) সুবাসিত রাখিতে হয়, (৮) হরীতকী ব্যবহার করিতে হয়, (৯) আমলকী ব্যবহার করিতে হয়, (১০) রঞ্জিত করিতে হয়, (১১) বাঁধিতে হয়, (১২) চিরুণী ব্যবহার করিতে হয়, (১৩) নাপিতের প্রয়োজন হয়, (১৪) জটা ছাড়াইতে হয়, (১৫) উকুন জন্মাইতে পারে, এবং (১৬) যখন কেশ উঠিয়া যায় তখন লোকে শোক করে, দুঃখিত হয়, রোদন করে, বক্ষে করাঘাত করে ক্রন্দন করে মূর্ছিত হয়। বৎস এই ষোলো প্রকার উপদ্রবে আবদ্ধ হইয়া জনগণ যাবতীয় সূক্ষ্ম শিল্পরাশি নষ্ট করিয়া ফেলে।”

“মহাশয়, কী কারণে আপনার বসনগুলি অন্যদের ন্যায় নহে?”

“বৎস, গৃহীচিহ্ন, গৃহীদ্রব্য ও গৃহস্থদের সুন্দর বসনে কামনা বাসনা আশ্রয় করে। বস্ত্রের জন্য যে সকল ভয়ের সম্ভাবনা আছে, তাহা কাষায় বসন পরিহিতের থাকে না। তজ্জন্য আমার বসন অন্যদের ন্যায় নহে।”

“মহাশয়, আপনি কোনো শিল্প জানেন কি?”

“হ্যাঁ বৎস আমি যথার্থ শিল্প জানি, আর জগতে যে সর্বোত্তম মন্ত্র আছে তাহাও জানি।”

“মহাশয়, আমাকে তাহা শিখাইতে পারেন?”

“হ্যাঁ, বৎস, পারি।”

“তাহা হইলে আমাকে শিখান।”

“বৎস, এখন আমার পক্ষে অসময় কারণ আমি এখন ভিক্ষা করিতে গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি।”

২৬. তখন বালক নাগসেন আয়ুষ্মান রোহণের হাত হইতে পাত্র লইয়া তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন। তথায় গৃহস্থিত উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা তাঁহাকে সন্তর্পিত ও পরিতৃপ্ত করিলেন। ভোজন শেষে আয়ুষ্মান রোহণ পাত্র হইতে হাত তুলিতে তিনি কহিলেন, “মহাশয়, এখন আমাকে মন্ত্র শিক্ষা দিন।”

আয়ুষ্মান রোহণ বলিলেন, "বৎস, তুমি যখন সর্ববিধ বাধামুক্ত হইয়া মাতাপিতার অনুমতিক্রমে প্রব্রজিতের বেশ ধারণ করিবে তখন আমি তোমাকে শিখাইব।"

নাগসেনের প্রব্রজ্যা

২৭. তখন বালক নাগসেন মাতাপিতার কাছে গিয়া কহিলেন, "এই প্রব্রজিত জগতের সর্বোত্তম মন্ত্র জানেন বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিকট প্রব্রজিত না হইলে শিক্ষা দেন না। আমি তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্র শিক্ষা করিব।"

তাঁহার মাতাপিতা চিন্তা করিলেন, "আমাদের পুত্র প্রব্রজিত হইয়া মন্ত্র শিক্ষা করুক, শিক্ষার পর পুনঃ ফিরিয়া আসিবে।" অতএব "পুত্র, তুমি শিক্ষা করো" বলিয়া তাঁহারা অনুমতি দিলেন।

তখন আয়ুস্মান রোহণ নাগসেনকে লইয়া বর্তনীয় আশ্রমের বিজম্ভবখুতে গেলেন। বিজম্ভবখুতে এক রাত্রি বাস করিয়া রক্ষিততলে গমন করিলেন। তথায় গিয়া কোটিশত অর্হৎগণের মধ্যে নাগসেনকে প্রব্রজিত করিলেন।

২৮. নাগসেন প্রব্রজিত হইয়া আয়ুষ্মান রোহণকে কহিলেন, "ভন্তে, এখন আমি আপনার বেশ গ্রহণ করিয়াছি, অতএব এখন আমাকে মন্ত্র দান করুন।"

তখন অয়ুষ্মান রোহণ চিন্তা করিলেন, "সূত্র, বিনয়, অভিধর্মের মধ্যে তাহাকে প্রথমত কী শিক্ষা দিতে পারি?" পুনশ্চ চিন্তা করিলেন যে, নাগসেন পণ্ডিত সুতরাং সহজেই অভিধর্ম শিক্ষা করিতে পারিবে। অতএব রোহণ প্রথমে তাহাকে অভিধর্মই শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

আয়ুষ্মান নাগসেন কুশলধর্ম, অকুশলধর্ম ও অব্যাকৃত ধর্ম এই ত্রিক ও দ্বিক-প্রতিমণ্ডিত (১) ধম্মসঙ্গণী-প্রকরণ; স্কন্ধ-বিভঙ্গাদি অষ্টাদশ বিভঙ্গে প্রতিমণ্ডিত (২) বিভঙ্গ-প্রকরণ; সংগ্রহ-অসংগ্রহ ইত্যাদি চতুর্দশভাবে বিভক্ত (৩) ধাতুকথা-প্রকরণ; স্কন্ধপ্রজ্ঞপ্তি, আয়তন-প্রজ্ঞপ্তি প্রভৃতি ছয় প্রকারে বিভক্ত (৪) পুগ্‌গল-পঞ্ঞত্তি-প্রকরণ; স্বমতের পঞ্চশত সূত্র পরমতের পঞ্চশত সূত্র এই সহস্র সূত্রের সম্মিলিত আলোচনা (৫) কথাবত্থু-প্রকরণ; মূল যমক, স্কন্ধ যমকাদি দশ প্রকারে বিভক্ত (৬) যমক-প্রকরণ; হেতু-প্রত্যয়, আরম্মণ-প্রত্যয়াদি চব্বিশ প্রকারে বিভক্ত (৭) পট্‌ঠান-প্রকরণ; এই সমগ্র অভিধর্মপিটক একবার মাত্র শুনিয়াই শিক্ষা করিলেন ও মুখস্থ করিলেন।

তৎপর কহিলেন, "ভন্তে, আর বিস্তার করিবেন না, ইহাতেই আমি আবৃত্তি করিতে পারিব।"

২৯. তখন আয়ুষ্মান নাগসেন কোটিশত অর্হৎদের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভন্তে, আমি কুশলধর্ম, অকুশলধর্ম ও অব্যাকৃতধর্ম এই তিন পদে প্রক্ষেপ করিয়া সমগ্র অভিধর্মপিটক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে পারিব।"

"সাধু, নাগসেন, বর্ণনা করো।"

তখন আয়ুষ্মান নাগসেন সাত মাসে সপ্ত অভিধর্ম-প্রকরণ বিস্তারপূর্বক প্রকাশ করিলেন। পৃথিবী কম্পিত হইল, দেবতারা সাধুবাদ দিলেন, ব্রহ্মাগণ করতালি দিলেন, দিব্যচন্দন চূর্ণ ও মন্দার পুষ্পরাশি প্রবর্ষিত হইল।

বিংশতি বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে কোটিশত অর্হৎগণ রক্ষিত তলে আয়ুষ্মান নাগসেনকে উপসম্পদা প্রদান করিলেন।

নাগসেনের অপরাধ ও দণ্ডকর্ম

৩০. উপসম্পদার একরাত্রি পর পূর্বাহ্ন সময়ে আয়ুষ্মান নাগসেন পাত্রচীবর লইয়া স্বীয় উপাধ্যায়ের সহিত ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় তাঁহার মনে চিন্তা হইল : "অহো, আমার উপাধ্যায় তুচ্ছ! মুর্খ! ভগবান বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ ছাড়িয়া তিনি আমাকে প্রথমে অভিধর্ম শিক্ষা দিলেন।"

তখন আয়ুষ্মান রোহণ স্বীয় ধ্যানবলে নাগসেনের চিত্তবিতর্ক অবগত হইয়া কহিলেন, "নাগসেন, তোমার মনে অন্যায় বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে। এই চিন্তা করা তোমার উচিত নহে।"

সেই সময় নাগসেনের মনে হইল : "বড়ই আশ্চর্য! বড়ই অদ্ভুত! আমার উপাধ্যায় স্বীয় চিত্ত দ্বারা অপরের চিত্তবিতর্ক জানিতে পারেন। আমার উপাধ্যায় বড়ই পণ্ডিত। তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা আমার উচিত।" এই চিন্তা করিয়া নাগসেন কহিলেন, "ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করুন। আর কখনো এইরূপ চিন্তা করিব না।"

আয়ুষ্মান রোহণ বলিলেন, "নাগসেন, কেবল ইহাতেই আমি ক্ষমা করিতে পারি না। বৎস, সাগল নামে এক নগর আছে, তথায় রাজা মিলিন্দ রাজত্ব করেন। তিনি মিথ্যাদৃষ্টি সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুসংঘকে বিব্রত করিতেছেন। যদি তুমি সেখানে গিয়া সেই রাজাকে দমন করিয়া বুদ্ধধর্মে প্রসন্ন করিতে পারো তবে তোমাকে ক্ষমা করিব।"

"ভন্তে, এক মিলিন্দ রাজা কেন যদি জম্বুদ্বীপের সকল রাজা আসিয়া আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তথাপি আমি সকলের প্রশ্নোত্তর দিয়া তাহাদিগকে দমন করিব। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

"ক্ষমা করিব না।"

"তাহা হইলে ভন্তে, বর্ষার এই তিন মাস আমি কাহার সঙ্গে বাস করিব?"

৩১. "নাগসেন, বর্তনীয় আশ্রমে আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত বাস করেন। তুমি তাঁহার নিকট যাও, আমার বাক্যে তাঁহার পাদপদ্মে নতশিরে প্রণাম করো, আর তাঁহাকে বলো, 'ভন্তে, আমার উপাধ্যায় আপনার পাদপদ্মে নতশিরে প্রণাম জানাইয়াছেন। আপনার নিরাময়, নিরাতঙ্ক, প্রফুল্লভাব, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই তিন মাস আপনার নিকট বাস করিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন।' 'তোমার উপাধ্যায়ের নাম কী?' যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে বলিতে পার, 'রোহণ স্থবির'। যদি বলেন, 'আমার নাম কী?' তবে বলিবে, 'ভন্তে, আপনার নাম আমার উপাধ্যায় জানেন।"

"আচ্ছা ভন্তে!" বলিয়া আয়ুষ্মান নাগসেন মাননীয় রোহণ স্থবিরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্বক পাত্রচীবর লইয়া যাত্রা করিলেন এবং ক্রমশ বিচরণ করিতে করিতে বর্তনীয় আশ্রমে আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্তের নিকট পৌঁছিলেন। তাঁহার কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ভন্তে, আমার উপাধ্যায় আপনার পাদপদ্মে নতশিরে প্রণাম জানাইয়াছেন এবং আপনার নিরাময়, নিরাতঙ্ক, প্রফুল্লভাব, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমার উপাধ্যায় তিন মাস আপনার সঙ্গে বাস করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত কহিলেন, "তোমার নাম কী?"

"ভন্তে, আমার নাম নাগসেন।"

"তোমার উপাধ্যায়ের নাম কী?"

"ভন্তে, আমার উপাধ্যায়ের নাম রোহণ স্থবির।"

"আমার নাম কী?"

"ভন্তে, আপনার নাম আমার উপাধ্যায় জানেন।"

"উত্তম, নাগসেন, নিজের পাত্রচীবর সামলাইয়া রাখো।"

"সাধু, ভন্তে।"

পাত্রচীবর রাখিবার পর পরের দিন পরিবেণ সম্মার্জন করিয়া যথাস্থানে মুখ ধুইবার জল ও দন্তকাষ্ঠ রাখিয়া দিলেন। স্থবির সম্মার্জিত স্থান পুনঃ

পরিষ্কার করিলেন, সেই জল ফেলিয়া অন্য জল লইলেন, সেই দন্তকাষ্ঠ ছাড়িয়া অন্য গ্রহণ করিলেন এবং আর কোনো আলাপ করিলেন না। সাত দিন এই প্রকার করিয়া সপ্তম দিনে পুনরায় ওই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন। পুনশ্চ নাগসেন তদ্রুপ উত্তর দিলে তাহাকে তিনি বর্ষাবাস অধিষ্ঠানের অনুমতি দিলেন।

নাগসেনের উপদেশ দান

৩২. সেই সময় এক উপাসিকা ত্রিশ বৎসর হইতে আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্তকে সেবা করিতেছিলেন। সেই মহাউপাসিকা তিন মাস অতিবাহিত হইলে আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্তের নিকট বলিলেন, “বাবা, আপনার সঙ্গে অপর কোনো ভিক্ষু আছেন কি?”

“হ্যাঁ, উপাসিকা, আমার সঙ্গে নাগসেন নামে এক ভিক্ষু আছে।”

“তাহা হইলে ভন্তে, আয়ুষ্মান নাগসেনসহ আগামীকাল আমার বাড়িতে ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।”

আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত সেই রাত্রির পর পূর্বাহ্ন সময়ে বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্রচীবর লইয়া অনুগামী নাগসেনসহ মহাউপাসিকার বাড়িতে পৌঁছিলেন এবং সজ্জিত আসনে বসিলেন। মহাউপাসিকা স্বহস্তে উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তর্পিত করিলেন, পরিতৃপ্ত করিলেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত ভোজন শেষে পাত্র হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া নাগসেনকে কহিলেন, “নাগসেন, তুমি মহাউপাসিকার দান অনুমোদন করো।” এই বলিয়া তিনি আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

৩৩. অনন্তর, সেই মহাউপাসিকা আয়ুষ্মান নাগসেনকে কহিলেন, “বাবা নাগসেন, আমি বৃদ্ধা হইয়াছি, আমাকে গভীর ধর্মোপদেশ দান করুন।” আয়ুষ্মান নাগসেনও তাঁহাকে লোকোত্তর শূন্যতা (নির্বাণ) সম্বন্ধীয় গভীর ধর্মোপদেশ দান করিলেন। সেই সময় মহাউপাসিকার সেই আসনেই নির্মল নিষ্কলঙ্ক ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল যে, ‘যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহার সমস্তই বিনাশশীল।’

আয়ুষ্মান নাগসেনও উপাসিকাকে ধর্মোপদেশ দিয়া নিজের উপদিষ্ট ধর্ম প্রত্যবেক্ষণ করিতে করিতে বিদর্শন-ভাবনা আরম্ভ করিয়া সেই আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

৩৪. তখন আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্তের (মণ্ডলমালে) স্বীয় আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দুইজনেরই ধর্মজ্ঞান লাভের বিষয় অবগত হইয়া সাধুবাদ দিলেন, "সাধু, সাধু নাগসেন, তুমি এক বাণে দুই মহাকায় বিদীর্ণ করিলে।" বহু সহস্র দেবতাও সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

সেই সময় আয়ুষ্মান নাগসেন আসন হইতে উঠিয়া মাননীয় অশ্বগুপ্ত স্থবিরের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এক প্রান্তে বসিলেন।

নাগসেনের পাটলিপুত্র গমন

আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত এক প্রান্তে উপবিষ্ট নাগসেনকে কহিলেন, "তুমি পাটলিপুত্র যাও। পাটলিপুত্র নগরের অশোকারামে আয়ুষ্মান ধর্মরক্ষিত বাস করেন। তাঁহার নিকট বুদ্ধবাণী সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করো।"

"ভন্তে, এইস্থান হইতে পাটলিপুত্র নগর কতদূর?"

"একশত যোজন।"

"ভন্তে, পথ বহুদূর, মধ্যপথে ভিক্ষাও দুর্লভ, আমি কী প্রকারে যাইব?"

"নাগসেন, যাও, পথে ভিক্ষা পাইবে—কালবর্জিত (বিশুদ্ধ) শালি চাউলের অন্ন, অনেক স্যূপ ও ব্যঞ্জন।"

"আচ্ছা ভন্তে!" বলিয়া আয়ুষ্মান নাগসেন মাননীয় অশ্বগুপ্ত স্থবিরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া পাত্রচীবর গ্রহণপূর্বক পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৩৫. সেই সময় পাটলিপুত্রের এক বণিক পঞ্চশত শকটসহ পাটলিপুত্র অভিমুখে যাইতেছিলেন। তিনি দূর হইতে আয়ুষ্মান নাগসেনকে আসিতে দেখিলেন এবং তাঁহার নিকট গিয়া প্রণামপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কোথায় যাইতেছেন?"

"গৃহপতি, আমি পাটলিপুত্র যাইতেছি।"

"উত্তম, বাবা, আমরাও পাটলিপুত্র যাইতেছি। আমাদের সহিত আপনি সুখে চলুন?" তখন পাটলিপুত্রের বণিক আয়ুষ্মান নাগসেনের আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আয়ুষ্মান নাগসেনকে স্বহস্তে ভোজন করাইলেন। তাঁহার ভোজনের পর তিনি এক নিচ আসন লইয়া বসিলেন এবং কহিলেন, "বাবা, আপনার নাম কী?"

"আমার নাম নাগসেন।"

"আপনি ভগবান বুদ্ধের উপদেশ জানেন কি?"

"আমি অভিধর্ম বিষয় জানি।"

"আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের মহালাভ। আমিও আভিধর্মিক, আর আপনিও আভিধর্মিক। বাবা, অভিধর্ম বিষয় বলুন।"

তখন, আয়ুষ্মান নাগসেন তাঁহাকে অভিধর্ম বিষয় উপদেশ করিলেন। ধর্মোপদেশ করিবার সময়েই পাটলিপুত্রের শ্রেষ্ঠীর নির্মল ধর্মজ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হইল : 'যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।'

৩৬. অনন্তর পাটলিপুত্রের বণিক তাঁহার পঞ্চশত শকট অগ্রে চালাইয়া দিয়া নাগসেনসহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া পাটলিপুত্রের নিকট পৌঁছিলেন। তথায় দুই পথের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া শ্রেষ্ঠী নাগসেনকে কহিলেন, "বাবা, ইহাই অশোকারামের পথ; ষোলো হাত দীর্ঘ ও আট হাত প্রস্থ আমাদের এই উত্তম কম্বল, অনুগ্রহপূর্বক আপনি গ্রহণ করুন।"

আয়ুষ্মান নাগসেন দয়া করিয়া সেই উত্তম কম্বল গ্রহণ করিলেন। তখন সেই শ্রেষ্ঠী সন্তুষ্ট, প্রীতিযুক্ত ও প্রমোদিত হইয়া নাগসেনকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

৩৭. তৎপর নাগসেন অশোকারামে ভদন্ত ধর্মরক্ষিতের নিকট গিয়া প্রণামপূর্বক আগমনের উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন।

নাগসেনের অর্হত্ত্ব লাভ

আয়ুষ্মান নাগসেন মাসের মধ্যে ভদন্ত ধর্মরক্ষিতের নিকট ত্রিপিটক বুদ্ধবচন এক আবৃত্তিতেই কণ্ঠস্থ করিলেন এবং পুনরায় তিন মাসের মধ্যে ইহার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন আয়ুষ্মান ধর্মরক্ষিত নাগসেনকে কহিলেন, "নাগসেন, গোপাল যেমন গাভিগুলি কেবল পালন করে কিন্তু দুধ পান করে অন্য লোকে, সেইরূপ তুমি ত্রিপিটক বুদ্ধবচন জানা সত্ত্বেও শ্রামণ্য ফলের অধিককারী হও নাই।"

"ভন্তে, তাহাই লাভ করিব, অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।" সেই দিবা ও রাত্রির মধ্যেই তিনি প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

আয়ুষ্মান নাগসেনের এই সত্যোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী নিনাদিত হইল, দেবতারা সাধুবাদ দিলেন, ব্রহ্মাগণ আনন্দে করতালি দিলেন; দিব্যচন্দন চূর্ণ ও মন্দারপুষ্প বর্ষিত হইল।

৩৮. সেই সময় কোটিশত অর্হৎ হিমবন্ত পর্বতের রক্ষিততলে সম্মিলিত

হইয়া আয়ুষ্মান নাগসেনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, "নাগসেন, এখানে আগমন করুন, আমরা আপনাকে (নাগসেনকে) দেখিতে ইচ্ছা করি।"

তখন, আয়ুষ্মান নাগসেন দূতের মুখে সংবাদ শুনিয়া অশোকারাম হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং হিমবন্ত পর্বতের রক্ষিততলে কোটিশত অর্হৎগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

সেই অর্হৎগণ মাননীয় নাগসেনকে কহিলেন, "নাগসেন, রাজা মিলিন্দ বাদ-বিতণ্ডামূলক প্রশ্ন করিয়া ভিক্ষুসংঘকে বিব্রত করিতেছেন। নাগসেন, তুমি যাও এবং মিলিন্দ রাজাকে দমন করো।"

"ভন্তে, এক মিলিন্দ রাজা কেন, যদি জম্বুদ্বীপের সকল রাজা আসিয়া আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি সকলের প্রশ্নোত্তর দিয়া উহাদিগকে শান্ত করিব। ভন্তে, আপনারা নির্ভয়ে সাগল নগরে গমন করুন।"

তখন সেই স্থবির ভিক্ষুগণসহ সাগল নগরকে কাষায় বস্ত্রে উজ্জ্বল করিলেন ও ঋষিদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিলেন।

ভদন্ত আয়ুপালের সঙ্গে মিলিন্দের মিলন

৩৯. সেই সময় ভদন্ত আয়ুপালের সংখেয্য পরিবেণে অবস্থান করিতেন। তখন রাজা মিলিন্দ স্বীয় অমাত্যগণকে কহিলেন, "অহো, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী বড়ই রমণীয়! আজ কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের সহিত ধর্মালোচনা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য যাইতে পারি? কে আমার সহিত ধর্মালোচনা করিতে ও আমার সংশয় ভঞ্জন করিতে সাহস রাখে?"

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে পঞ্চশত যবন রাজা মিলিন্দকে কহিলেন, "মহারাজ, আয়ুপাল নামে এক স্থবির আছেন। তিনি ত্রিপিটকধারী, বহুশ্রুত ও শাস্ত্রবিদ। তিনি বর্তমানে সংখেয্য পরিবেণে বাস করেন, আপনি তাঁহার নিকট যান এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।"

"ওহে, তাহা হইলে তোমরা ভদন্ত আয়ুপালকে সংবাদ দাও।"

তখন এক নিমিত্তজ্ঞকে ভদন্ত আয়ুপালের নিকট পাঠাইলেন এবং কহিলেন, "ভন্তে, রাজা মিলিন্দ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক।"

আয়ুষ্মান আয়ুপাল বলিলেন, "তাহা হইলে তিনি আসিতে পারেন।"

তখন রাজা মিলিন্দ পঞ্চশত যবন পরিবৃত হইয়া উত্তম রথে আরোহণপূর্বক সংখেয্য পরিবেণে আয়ুষ্মান আয়ুপালের নিকট উপনীত হইলেন। পরস্পর শিষ্টাচার সম্ভাষণের পর তিনি এক প্রান্তে বসিলেন এবং

জিজ্ঞাসা করিলেন :

৪০. "ভন্তে, আপনি কেন প্রব্রজিত হইয়াছেন? আপনার পরম উদ্দেশ্য কী?

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, ধর্মাচরণ ও সংযমাচণের নিমিত্ত আমাদের প্রব্রজ্যা। শ্রামণ্যফলই আমাদের পরমার্থ বা চরম লক্ষ্য।"

"ভন্তে, গৃহীদের মধ্যে কেহ ধর্মচারী সংযমচারী আছেন কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, গৃহীও ধর্মাচরণ ও সংযমচারণ করিতে পারেন। বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে ভগবানের ধর্মচক্র প্রবর্তনের সময় আঠার কোটি ব্রহ্মার ধর্মাধিগম হইয়াছিল, অপর সংখ্যাতীত দেবগণেরও ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ প্রব্রজিত ছিলেন না। পরন্তু সকলেই গৃহস্থ ছিলেন। পুনরায় ভগবানের **মহাসময়, মহামঙ্গল, সমচিত্ত-পরিয়ায়, রাহুলোবাদ, পরাভব** সূত্রোপদেশের পর অসংখ্য দেবতার ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই গৃহস্থ ছিলেন, প্রব্রজিত নহে।"

"ভন্তে আয়ুপাল, তাহা হইলে আপনাদের প্রব্রজ্যা নিরর্থক। পূর্বজন্মকৃত পাপকর্মের ফলে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ প্রব্রজিত হন, ধুতাঙ্গব্রত আচরণ করেন। ভন্তে আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু **একাসনিক** ধুতাঙ্গ ধারণ করেন, তাঁহারা অবশ্যই পূর্বজন্মে পরস্বাপহারী চোর হইয়া থাকিবেন। অপরের সম্পত্তি অপহরণ কর্মফলেই বর্তমানে একাসনিক হইয়া থাকেন। তাঁহারা যথা সময় ইচ্ছামতো ভোজন লাভ করেন না। ইহাতে তাঁহাদের কোনো শীল নাই, তপস্যা নাই, আর ব্রহ্মচর্য নাই। ভন্তে আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু **অব্ভোকাশিক** (সতত খোলাস্থানে বাসের) ধুতাঙ্গধারী তাঁহারা পূর্বজন্মে গ্রামঘাতক চোর ছিলেন, হয়তো পরের ঘর নষ্ট করার পাপেই এই জন্মে সর্বদা খোলা মাঠে বাস করেন, কোনো ঘরের ভিতর থাকিতে পারেন না। ইহাতে তাঁহাদের কোনো শীল, তপ ও ব্রহ্মচর্য নাই। ভন্তে আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু নিঃশয্যা বা শয়নহীন ধুতাঙ্গ গ্রহণ করেন, তাঁহারা পূর্বজন্মে পথে লুণ্ঠনকারী চোর হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা পথিকগণকে ধরিয়া বাঁধিয়া বসাইয়া রাখিতেন, সেই পাপকর্মের ফলে এই জন্মে নিঃশয্যিক হইয়াছেন এবং কখনো শয়ন করিতে পারেন না। ইহাতে তাঁহাদের কোনো শীল, তপ ও ব্রহ্মচর্য নাই।"

৪১. এইরূপ উক্ত হইলে ভদন্ত আয়ুপাল নীরব হইলেন। তিনি এইসব কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তখন, পঞ্চশত যবন রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ, এই স্থবির পণ্ডিত, কিন্তু বিশারদ নহেন, তাই উত্তর দিতেছেন

না।”

ভদন্ত আয়ুপালকে এই প্রকারে নীরব থাকিতে দেখিয়া রাজা করতালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে যবনদিগকে কহিলেন “হায়, জম্বুদ্বীপ পণ্ডিতশূন্য! একেবারে তুষের ন্যায় সারহীন! এখানে এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যিনি আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে ও আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সাহস করেন।”

৪২. এই বলিয়া রাজা সমগ্র পরিষদের দিকে অবলোকন করিলেন, কিন্তু তিনি যবনদিগকে নির্ভীক ও নিঃসংশয় দেখিয়া চিন্তা করিলেন, সম্ভবত অপর কোনো পণ্ডিত ভিক্ষু নিশ্চয় আছেন, যিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসাহ রাখেন, সেই কারণে যবনেরা নীরব।”

তখন রাজা মিলিন্দ যবনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, অপর কোনো পণ্ডিত ভিক্ষু আছেন কি, যিনি আমার সঙ্গে তর্ক করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সাহস করেন?”

৪৩. সেই সময় আয়ুষ্মান নাগসেন শ্রমণসংঘ পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রাম, নগর ও রাজধানীতে ভিক্ষা করিতে করিতে ক্রমশ সাগল নগরে পৌঁছিলেন। তিনি সংঘনায়ক, গননায়ক, গণাচার্য, জ্ঞানী, যশস্বী, বহু লোকের সম্মানিত, পণ্ডিত, চতুর, বুদ্ধিমান, নিপুণ, বিজ্ঞ, প্রভাবশালী, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ত্রিপিটকজ্ঞ, বেদ-পারগ, প্রতুৎপন্নমতি, আগমবিদ, প্রতিসম্ভিদাসম্পন্ন, শাস্তার নবাঙ্গ শাসন হৃদয়ঙ্গত, পারমীপ্রাপ্ত, জিনবচনে ধর্ম-অর্থ-দেশনা-প্রতিবেধ-কুশল, অক্ষয় বিচিত্র প্রতিভাসম্পন্ন, বিচিত্র বক্তা, কল্যাণভাষী, দুরবগাহ, দুঃসহ ও দুর্নিবার ছিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুষ্কর ছিল। তাঁহাকে তর্ক দ্বারা নিবারিত করা সম্ভব নহে। তিনি সাগরের ন্যায় প্রশস্ত, হিমালয় সদৃশ নিশ্চল, নিষ্কলুষ, অবিদ্যারূপ অন্ধকার নাশক, জ্ঞানালোক বিকাশক, মহাবক্তা, অন্য মতাবলম্বীকে পরাজয়কারী, অপরতীর্থিক-মর্দনকারী ছিলেন।

তিনি ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, রাজা ও রাজমহামাত্য সকলের দ্বারা সম্মানিত, গৌরবান্বিত, মানিত, পূজিত ও অর্চিত হন। চীবর-পিণ্ডপাত, শয়ানাসন, রোগপ্রত্যয়-ভৈষজ্য, অগ্রলাভ ও অগ্রযশপ্রাপ্ত, ধর্মোপদেশ শ্রবণে ইচ্ছায় আগত বৃদ্ধ ও বিজ্ঞগণকে বুদ্ধের ধর্মরত্নের নবাঙ্গ প্রদর্শক, ধর্মমার্গের উপদেশক, ধর্মালোকের ধারক, ধর্মপতাকার উত্তোলনকারী, ধর্মশঙ্খবাদক, ধর্মভেরী প্রহারক, সিংহনাদকারী, বজ্রের ন্যায় গর্জনকারী, মধুর বাণী ভাষী, উত্তম জ্ঞানরূপ বিদ্যুজ্জাল পরিবেষ্টিত তিনি, করুণারূপ জলপূর্ণ মহৎ ধর্মামৃত মেঘের বর্ষণ দ্বারা সমগ্র জগৎকে পরিতৃপ্ত করিতে করিতে গ্রাম, নগর, রাজধানীতে বিচরণ করিয়া ক্রমান্বয়ে সাগল নগরে উপস্থিত হইয়াছেন।

৪৪. তথায় আয়ুষ্মান নাগসেন আশী সহস্র ভিক্ষুর সহিত সংখেয্য পরিবেণে অবস্থান করিতেছিলেন। সে কারণে প্রাচীনেরা বলেন :

"(নাগসেন) বহুশ্রুত, বিচিত্র বাগ্মী, নিপুণ ও বিশারদ, নানা সিদ্ধান্ত অবগত, সুদক্ষ, প্রতুৎপন্ন বুদ্ধিমত্তায় চতুর।

ত্রিপিটকে অভিজ্ঞ, পঞ্চনিকায় ও চার নিকায়ধারী সেই ভিক্ষুগণ নাগসেনকে অগ্রণী বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

গম্ভীর প্রাজ্ঞ, মেধাবী, সুমার্গ ও কুমার্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিশারদ নাগসেন পরমার্থ (নির্বাণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। (তিনি) সেই নিপুণ, সত্যবাদী ভিক্ষুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রাম ও নগরে বিচরণ করিতে করিতে সাগল নগরে উপনীত হইয়াছে।

নাগসেন তখন সংখেয়্য পরিবেণে বাস করিতেছেন এবং পর্বতে কেশরীর ন্যায় তিনি জনগণকে উপদেশ দান করিতেছেন।"

আয়ুষ্মান নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের মিলন

৪৫. অনন্তর দেবমন্তিয় রাজা মিলিন্দকে কহিলেন, "মহারাজ, অপেক্ষা করুন। নাগসেন নামক এক পণ্ডিত মেধাবী, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, চিত্রকথী, কল্যাণধর্মপ্রবক্তা, অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ—এই চারি পতিসম্ভিদায় পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত স্থবির আছেন। এই সময় তিনি সংখেয্য পরিবেণে বাস করিতেছেন। মহারাজ, আপনি তাঁহার কাছে যাইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তিনি আপনার সহিত আলোচনা করিতে ও আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে উৎসাহী।"

তখন "নাগসেন" শব্দ শুনিয়া রাজা মিলিন্দের সহসা ভয় হইল, বুদ্ধিলোপ হইল, রোমাঞ্চ হইল।

রাজা মিলিন্দ দেবমন্তিয়কে কহিলেন, "সেই নাগসেন ভিক্ষু আমার সহিত আলাপ করিতে উৎসাহী?"

"হ্যাঁ মহারাজ, উৎসাহী। যদি ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, প্রজাপতি, সুযাম, সন্তোষিত দেব, লোকপালগণ ও পিতামহসহ মহাব্রহ্মাও আসেন তবে তিনি তাঁহার সহিতও আলাপ করিতে পারেন, মানুষের কথাই বা কি!"

তখন রাজা মিলিন্দ দেবমন্তিয়কে কহিলেন, "দেবমন্তিয়, তাহা হইলে তুমি ভদন্তের নিকট দ্রুত প্রেরণ করো।" "হ্যাঁ, দেব!" বলিয়া দেবমন্তিয় আয়ুষ্মান নাগসেনের নিকট দ্রুত পাঠাইলেন, "ভন্তে, রাজা মিলিন্দ আপনাকে

দর্শন করিতে ইচ্ছুক।"

আয়ুষ্মান নাগসেনও উত্তর করিলেন, "তাহা হইলে তিনি আসিতে পারেন।"

অতঃপর রাজা মিলিন্দ পাঁচশত যবন পরিবৃত হইয়া উত্তম রথে আরোহণ করিয়া বিপুল সৈন্যসামন্তসহ সংখেয্য পরিবেণে আয়ুষ্মান নাগসেন সমীপে উপস্থিত হইলেন।

৪৬. সেই সময় আয়ুষ্মান নাগসেন আশি হাজার ভিক্ষুসহ মণ্ডলমালে (সম্মেলন-গৃহে) উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা মিলিন্দ দূর হইতে আয়ুষ্মান নাগসেনের পরিষদ দেখিলেন। তিনি দেবমন্তিয়কে কহিলেন, "দেবমন্তিয়, এই মহাপরিষদ কাহার?"

"মহারাজ, আয়ুষ্মান নাগসেনের এই পরিষদ।"

তখন আয়ুষ্মান নাগসেনের পরিষদ দূর হইতে দেখিয়া রাজা মিলিন্দের ভয় হইল, বুদ্ধি লোপ পাইল, রোমঞ্চ হইল।

তিনি গণ্ডার পরিবেষ্টিত গজের ন্যায়, গরুড় পরিবেষ্টিত সর্পের ন্যায়, অজগর পরিবেষ্টিত শৃগালের ন্যায়, মহিষ পরিবেষ্টিত ভল্লুকের ন্যায়, সর্পানুধাবিত ভেকের ন্যায়, ব্যাঘ্রানুধাবিত মৃগের ন্যায়. অহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) গৃহীত সর্পের ন্যায়, মার্জার গৃহীত ইদুরের ন্যায়, ভূতবৈদ্য গৃহীত পিশাচের ন্যায়, রাহু মুখগত চন্দ্রের ন্যায়, পেটিকা মধ্যগত সর্পের ন্যায়, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায়, জালে আবদ্ধ মৎস্যের ন্যায়, হিংস্র পশুসমাকুল অরণ্যে প্রবিষ্ট মানুষের ন্যায়, বৈশ্রবণের প্রতি অপরাধকৃত যক্ষের ন্যায় এবং ক্ষীণ আয়ু দেবপুত্রের ন্যায় ভীত, উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত, সংবিগ্ন, রোমাঞ্চিত, বিমনা, দুর্মনা, ভ্রান্ত চিত্ত ও বিপরিণতচিত্ত হইলেন। "এই ব্যক্তি আমাকে পরাজিত না করুক" এই চিন্তা করিয়া তিনি সাহস অবলম্বন করিয়া দেবমন্তিয়কে কহিলেন, "দেবমন্তিয়, তুমি আমাকে বলিও না আয়ুষ্মান নাগসেন কে? অনুক্ত হইলেও আমি নাগসেনকে জানিয়া লইব।"

"সাধু মহারাজ, আপনিই তাঁহাকে জানিয়া নিন।"

৪৬। সেই সময় নাগসেন ভিক্ষু পরিষদের সম্মুখে উপবিষ্ট চল্লিশ হাজার ভিক্ষুর মধ্যে কনিষ্ঠ এবং পশ্চাত উপবিষ্ট চল্লিশ হাজার ভিক্ষুর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

তখন রাজা মিলিন্দ সমগ্র ভিক্ষুসংঘকে সম্মুখে, পশ্চাতে ও মধ্যভাগে দেখিতে দেখিতে দূর হইতে আয়ুষ্মান নাগসেনকে দেখিলেন। তিনি ভিক্ষুসংঘের মধ্যে কেশরী সিংহের ন্যায় নির্ভীক, নিরাতঙ্ক, নিঃসংকোচ চিত্তে

বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ভাবভঙ্গিতেই জানিতে পারিলেন, "এই পরিষদে ইনিই নাগসেন।"

তখন রাজা মিলিন্দ দেবমন্তিয়কে কহিলেন, "কেমন দেবমন্তিয়, ইনিই তো আয়ুষ্মান নাগসেন?"

"হ্যাঁ মহারাজ, ইনিই আয়ুষ্মান নাগসেন। আপনি নাগসেনকে সুষ্ঠুভাবে চিনতে পারিয়াছেন।"

এই ভাবিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন যে, "কেহ না বলিলেও আমি নাগসেনকে জানিতে পারিয়াছি।" কিন্তু নাগসেনকে দেখিয়া রাজা মিলিন্দের ভয়, বুদ্ধিলোপ ও রোমঞ্চ হইল।

তজ্জন্য বলা হইয়াছে :

সদাচার সম্পন্ন, উত্তম দমগুণে বিভুষিত নাগসেনকে দেখিয়া রাজা এই কথা বলিলেন :

"আমি বহু বাগ্মী দেখিয়া অনেক শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আজ আমার যেমন ভয় হইতেছে এমন ভয় কখনো হয় নাই।

আজ নিশ্চয় আমার পরাজয় হইবে, নাগসেনেরই জয় হইবে। সে কারণে আমার চিত্ত অস্থির হইয়াছে।"

[বাহির কথা সমাপ্ত]

লক্ষণ-প্রশ্ন

প্রথম বর্গ

প্রজ্ঞপ্তি প্রশ্ন

অতঃপর রাজা মিলিন্দ আয়ুষ্মান নাগসেন সমীপে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার সহিত অভিনন্দন ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ সমাধা করিয়া এক প্রান্তে বসিলেন। আয়ুষ্মান নাগসেনও প্রত্যভিনন্দন দ্বারা রাজা মিলিন্দের চিত্ত প্রসন্ন করিলেন।

তখন, রাজা নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভন্তে, কী প্রকারে আপনি পরিচিত হন, আপনার শুভ নাম কী? মহারাজ, নাগসেন নামে আমি পরিচিত হই। আর আমার সব্রহ্মচারীগণ আমাকে ওই নামে ডাকেন। মহারাজ, যদিও মাতাপিতা নাগসেন, শূরসেন, বীরসেন কিংবা সিংহসেন এই জাতীয় কোনো নাম রাখিয়া থাকেন, কিন্তু সেই নাগসেনাদি কেবল ব্যবহার করিবার নিমিত্ত আখ্যা, সংজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি ও নামমাত্র; কেননা, ইহাতে কোনো পুদ্গালের (আত্মার) উপলব্ধি হয় না।"

২. তখন রাজা মিলিন্দ কহিলেন, "হে পঞ্চশত যবনগণ, অশীতি সহস্র ভিক্ষুগণ, আপনারা শুনুন, এই নাগসেন বলিতেছেন, 'এই স্থলে কোনো পুদ্গালের (আত্মার) উপলব্ধি হয় না' ইহা অভিনন্দের যোগ্য কি?"

তখন রাজা নাগসেনকে বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, যদি কোনো পুদ্গাল বা আত্মা না থাকে তবে কে আপনাদিগকে চীবর, ভোজন, শয়নাসন ও রোগ প্রত্যয়ভৈষজ্য উপকরণ দেয়? কে উহা পরিভোগ করে? কে শীল রক্ষা করে? কে ধ্যানসাধনায় নিযুক্ত হয়? কে আর্যমার্গফল নির্বাণ সাক্ষাৎ করে? কে প্রাণিহত্যা করে? কে পর দ্রব্য হরণ করে? কে ব্যভিচার করে? কে মিথ্যা বলে? কে মদ্যপান করে? কে এই **পঞ্চ আনন্তরীয় কর্ম** করে? যদি তাহা হয় তবে পাপ নাই, পুণ্য নাই, পাপ-পুণ্যকর্মের কোনো কর্তা বা কারক নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের কোনো ফল-বিপাক নাই। ভন্তে নাগসেন, যদি কেহ আপনাকে হত্যা করে তবে তাহারও প্রাণিহত্যা হইবে না। ভন্তে নাগসেন, তবে আপনাদের কেহ আচার্য নাই, উপাধ্যায় নাই, আপনাদের উপসম্পদাও নাই। আপনি যে বলিতেছেন, 'মহারাজ, সব্রহ্মচারীগণ আমাকে নাগসেন

নামে সম্বোধন করেন’—তবে এখানে নাগসেন কে? ভন্তে, আপনার কেশ কি নাগসেন?”

“না মহারাজ!”

“লোম কি নাগসেন?”

“না মহারাজ!”

“নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু অস্থি, অস্থি-মজ্জা, বক্ষ, হৃদয় যকৃৎ, ক্লোমা, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, অন্ত্রবন্ধনী, উদরীয় (উদরস্থ খাদ্য), বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূষ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, থুথু, সিকনি, লালা, মূত্র অথবা মস্তকস্থ মগজ কি নাগসেন?”

“না মহারাজ!”

“ভন্তে, আপনার রূপ কি নাগসেন?”

“না মহারাজ!”

“আপনার বেদনা কি নাগসেন?”

“না মহারাজ!”

“আপনার সংজ্ঞা কি নাগসেন?”

“না মহারাজ!”

“আপনার সংস্কার কি নাগসেন?”

“না মহারাজ!”

“তাহা হইলে কি রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান নাগসেন!”

“না মহারাজ!”

“রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছু নাগসেন?”

“না মহারাজ!”

“ভন্তে, প্রশ্ন করিতে করিতে নাগসেনকে তো দেখিতেছি না। তবে ‘নাগসেন’ শব্দমাত্রই কি নাগসেন? শেষ পর্যন্ত এখানে নাগসেন কে? ভন্তে, আপনি মিথ্যা বলিতেছেন। নাগসেন কেহ নাই।”

৩. তখন, আয়ুষ্মান নাগসেন রাজা মিলিন্দকে কহিলেন, “মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয় সুকুমার, দেহ অতি সুকোমল। এই মধ্যাহ্ন সময়ে তপ্তভুমি, উষ্ণ তপ্ত বালুকা ও প্রখর কাঁকর-পাথর মর্দন করিয়া পদব্রজে আসায় নিশ্চয় আপনার পা ব্যথা করিতেছে, দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, মন অবসন্ন হইয়াছে, দুঃখযুক্ত কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। আপনি কি এখানে পদব্রজে আসিয়াছেন অথবা কোনো যানবহনে আসিয়াছেন।”

“ভন্তে, আমি পদব্রজে আসি নাই। রথে চড়িয়া আসিয়াছি।”

“মহারাজ, যদি আপনি রথে করিয়া আসেন তবে আপনার রথ কী আমাকে বলুন, মহারাজ, ঈশাদণ্ড কী রথ?”

“না ভন্তে!”

“অক্ষ কি রথ?”

“ না ভন্তে!”

“চক্র কি রথ?”

“না ভন্তে!”

“রথপঞ্জর কি রথ?”

“না ভন্তে!”

“রথদণ্ড কি রথ?”

“না ভন্তে!”

“রথযুগ কি রথ?”

“না ভন্তে!”

“রথরজ্জু কি রথ?”

“না ভন্তে!”

“চাবুক কি রথ?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, তবে ঈশা অক্ষ চক্র রথপঞ্জর রথদণ্ড রজ্জু চাবুক একত্রযোগে কি রথ?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, ঈশা অক্ষ রথপঞ্জর রথদণ্ড রজ্জু চাবুক ব্যতীত অন্য কিছু কি রথ?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, আপনাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া রথ কোথায় দেখিতে পাইলাম না তো? রথ শব্দই বা কি তবে রথ? প্রকৃতপক্ষে এখানে রথ কী? মহারাজ, আপনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন। রথ নাই। মহারাজ, সমগ্র জম্বুদ্বীপে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, কাহার ভয়ে আপনি মিথ্যা বলিতেছেন? হে পঞ্চশত যবনগণ, অশীতি সহস্র ভিক্ষুগণ, আপনারা শুনুন, রাজা মিলিন্দ বলিতেছেন, ‘আমি রথে করিয়া আসিয়াছি।’ ‘যদি মহারাজ, আপনি রথে করিয়া আসেন, তবে রথ কি আমাকে বলুন।’ এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি রথ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার কথা অভিনন্দনযোগ্য কি?”

৪. এইরূপ কথিত হইলে পঞ্চশত যবনগণ আয়ুষ্মান নাগসেনকে সাধুবাদ

দিয়া রাজা মিলিন্দকে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি সমর্থ হইলে এখন উত্তর দিন।"

তখন রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে কহিলেন, "ভন্তে নাগসেন, আমি মিথ্যা বলি নাই। ঈশা অক্ষ চক্র রথপঞ্জর রথদণ্ড 'রথ' এই আখ্যা, সংজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি ও নাম কেবল ব্যবহার বচনেই প্রচলিত হয়।"

"উত্তম মহারাজ, আপনি রথ কী জানিয়াছেন। এই প্রকারেই মহারাজ, কেশ ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত 'নাগসেন' এই এক নাম কথিত হয়। কিন্তু পরমার্থ হিসেবে এখানে কোনো পুদ্গল (আত্মা) বিদ্যমান নাই। মহারাজ, বজিরা ভিক্ষুণী ভগবানের সম্মুখে বলিয়াছিলেন :

"অঙ্গসমূহকে আশ্রয় করিয়া যেমন 'রথ' এই নাম ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ পঞ্চস্কন্ধকে উপলক্ষ করিয়া 'সত্ত্ব' (জীব) এই ব্যবহার প্রযুক্ত হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, বড়ই আশ্চার্য! বড়ই অদ্ভুত! আপনি অতি বিচিত্র উপায়ে গভীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন। যদি এই সময় বুদ্ধ থাকিতেন তবে আপনাকে এইভাবে সাধুবাদ দিতেন—'সাধু, সাধু, নাগসেন, অতি বিচিত্র উপায়ে তুমি গভীর প্রশ্নের উত্তর দিয়াছ'।"

বর্ষ গণনা প্রশ্ন

৫. "ভন্তে নাগসেন, আপনি কত বর্ষ হইয়াছেন অর্থাৎ আপনার ভিক্ষু বয়স কত?"

"মহারাজ, আমি সপ্ত বর্ষীয়।"

"ভন্তে, এখানে সপ্ত কি, সপ্ত অথবা গণনা সপ্ত?"

সেই সময় সর্ব-আভরণ-ভূষিত সুসজ্জিত রাজা মিলিন্দের ছায়া ভূমিতে পড়িয়াছে, উদকমণিতেও প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে। উহা দেখিয়া আয়ুষ্মান নাগসেন জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ, ভূমিতে আপনার ছায়া পড়িয়াছে, উদকমণিতেও প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে। মহারাজ, আপনি রাজা না ছায়া রাজা?"

"ভন্তে নাগসেন, আমিই রাজা, ছায়া রাজা নহে, কিন্তু ছায়া আমার আশ্রয়েই উৎপন্ন হইয়াছে।"

"এই প্রকারই মহারাজ, বর্ষের গণনা সপ্ত, আমি সপ্ত নহি, কিন্তু আমার আশ্রয়েই (কারণেই) সপ্ত গণিত হয়, যেমন আপনার ছায়া।"

"ভন্তে, বড়ই আশ্চার্য! বড়ই অদ্ভুত! আপনি জটিল প্রশ্ন প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিলেন।"

মীমাংসা প্রশ্ন

৬. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, আপনি আমার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিবেন কি?"

"মহারাজ, যদি আপনি পণ্ডিগতগণের ন্যায় আলোচনা করেন তবে অবশ্যই আলাপ করিব। আর যদি রাজাদের ন্যায় আলাপ করেন তবে করিব না।"

"ভন্তে নাগসেন, পণ্ডিতেরা কিরূপে শাস্ত্রবিচার করেন?"

"মহারাজ, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিচারে একে অন্যকে আবেষ্টিত করেন আবার আবেষ্টনমুক্তও করেন। পরস্পরকে নিগ্রহও করেন, নিগ্রহের প্রতিকারও করেন। পরস্পরকে বিশ্বাসও করেন, খণ্ডনও করেন। ইহাতে কিন্তু কেহ কোপিত হন না। মহারাজ, এই প্রকারেই পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালাপ করেন।"

"ভন্তে, রাজারা কী প্রকারে শাস্ত্রালাপ করেন?"

"মহারাজ, রাজারা আলাপ করিবার সময় একটি বিষয় মানিয়া লন। যিনি সেই বিষয়ের ব্যতিক্রম করেন তাঁহার দণ্ডবিধান করেন, 'ইহাকে এই দণ্ড দাও।' মহারাজ, এই প্রকারেই রাজারা আলাপ করিয়া থাকেন।"

"ভন্তে, আমি পণ্ডিতের ন্যায় আলাপ করিব, রাজার ন্যায় আলাপ করিব না। ভদন্ত, বিশ্বস্তভাবে আলাপ করুন, যেমন কোনো ভিক্ষু, শ্রামণের, উপাসক কিংবা আশ্রমবাসী সেবকের সাথে আপনার আলাপ হয় সেইরূপ বিশ্বস্তভাবে আমার সহিত আলাপ করুন, ভয় করিবেন না।"

"আচ্ছা মহারাজ!" বলিয়া স্থবির স্বীকার করিলেন।

৭. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, আমি জিজ্ঞাসা করিব?"

"জিজ্ঞাসা করুন, মহারাজ!"

"ভন্তে, আমিও জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

"মহারাজ, আমিও উহার উত্তর দিয়াছি।"

"ভন্তে, আপনি কী উত্তর দিয়াছেন?"

"মহারাজ, আপনি কী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?"

৮. তখন রাজা মিলিন্দের মনে চিন্তা হইল : "এই ভিক্ষু পণ্ডিত, আমার সঙ্গে আলোচনা করিতে সমর্থ। আমার অনেক বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে, এখন জিজ্ঞাসা করিলে হয়তো সেই সকল শেষ না হইতে সূর্য অস্ত যাইতে পারে। সুতরাং আগামীকাল রাজপ্রাসাদে আলোচনা করিলেই ভালো হয়।"

রাজা দেবমন্তিয়কে কহিলেন, "দেবমন্তিয়, তুমি ভদন্তকে বলো,

আগামীকাল রাজপ্রাসাদে রাজার সহিত আলোচনা হইবে।”

এই বলিয়া রাজা মিলিন্দ আসন হইতে উঠিয়া স্থবির নাগসেন হইতে বিদায় লইলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া **“নাগসেন, নাগসেন”** আবৃত্তি করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

তখন দেবমন্তিয় আয়ুষ্মান নাগসেনকে কহিলেন :

“ভন্তে, রাজা মিলিন্দের অভিপ্রায় যে আগামীকল্য রাজপ্রাসাদেই রাজার সহিত আলোচনা হউক।”

“আচ্ছা” বলিয়া স্থবির অনুমোদন করিলেন।

৯. তৎপর সেই রাত্রি প্রভাত হইলে দেবমন্তিয়, অনন্তকায়, মুংকুর ও সর্বদিন্ন রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “মহারাজ, ভদন্ত নাগসেন আসিবেন কি?”

“হ্যাঁ আসুন।”

“কতজন ভিক্ষুর সহিত আসিবেন?”

“যতজন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন তিনি ততজন ভিক্ষুর সহিত আসুন।”

দ্বিতীয়বারও রাজা বলিলেন, “তিনি যতজন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, ততজন ভিক্ষুর সহিত আসুন!”

রাজা কহিলেন, “তাঁহার অভ্যর্থনার সর্ববিধ উপকরণ সজ্জিত। আমি বলিতেছি, তিনি যতজন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন ততজন ভিক্ষুর সহিত আসুন। ওহে, এই সর্বদিন্ন অন্যথা বলিতেছে, কেন আমরা কি ভিক্ষুদিগকে ভোজন দিতে অসমর্থ?” এইরূপ কথিত হইলে সর্বদিন্ন নীরব হইলেন।

১০. তখন, দেবমন্তিয়, অনন্তকায় এবং মংকুর আয়ুষ্মান নাগসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “ভন্তে, রাজা মিলিন্দ বলিতেছেন যে আপনি যতজন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন ততজন ভিক্ষুর সহিত আগমন করুন।”

অনন্তকায় প্রশ্ন

তৎপর আয়ুষ্মান নাগসেন পূর্বাহ্ন সময়ে গাত্রবস্ত্র পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া অশীতি সহস্র ভিক্ষুসহ সাগল নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান নাগসেনের সঙ্গে যাইবার সময় অনন্তকায় বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, আপনি যে ‘নাগসেন’ বলিতেছেন, এখানে নাগসেন কে?”

স্থবির কহিলেন, “এখানে নাগসেন কাহাকে মনে করেন?”

“ভন্তে, দেহাভ্যন্তরে যে জীববায়ু (প্রাণবায়ু) প্রবেশ করে ও বাহির হয়,

উহাকেই আমি ‘নাগসেন’ মনে করি।”

যদি এই বায়ু বাহির হইয়া আর প্রবেশ না করে কিংবা প্রবেশ করিয়া আর বাহির না হয়, তবে সেই ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিবে কি?”

“না ভন্তে!”

“শঙ্খবাদকেরা যখন শঙ্খ বাজায় বায়ু কি তাহাদের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করে?”

“না ভন্তে!”

“যাহারা বাঁশী কিংবা শিঙা বাজায় তাহাদের বায়ু কি পুনরায় প্রবেশ করে?”

“না ভন্তে!”

“তখন কী কারণে তাহারা মরে না?”

“আপনার ন্যায় তার্কিকের সঙ্গে আলাপ করিতে আমি অসমর্থ। উত্তম ভন্তে, ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিন।”

স্থবির কহিলেন, “ইহা জীব নহে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কেবল কায়সংস্কার (দেহের ধর্ম)।” স্থবির অভিধর্ম কথায় এই বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। অনন্তকায় তখন নিজের উপাসকত্ব নিবেদন করিলেন।

প্রব্রজ্যা প্রশ্ন

১১. অতঃপর আয়ুষ্মান নাগসেন রাজা মিলিন্দের ভবনে উপনীত হইলেন এবং সজ্জিত আসনে বসিলেন।

রাজা মিলিন্দ স্বহস্তে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে পরিবেশন করিয়া সপরিষদ আয়ুষ্মান নাগসেনকে পরিতৃপ্ত করিলেন এবং এক একজন ভিক্ষুকে এক এক জোড়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। আয়ুষ্মান নাগসেনকেও ত্রিচীবর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া কহিলেন, “ভন্তে, আপনি দশজন ভিক্ষুর সহিত এখানে বসুন, আর অবশিষ্ট ভিক্ষুরা যাইতে পারেন।”

তখন আয়ুষ্মান নাগসেন ভোজনকৃত্য শেষে পাত্র হইতে হস্তাপসারণ করিলে রাজা মিলিন্দ নিচ আসন লইয়া একপ্রান্তে বসিলেন এবং নাগসেনকে কহিলেন, “ভন্তে, কোন বিষয়ে আমাদের আলোচনা হইবে।”

“মহারাজ, আমাদের কেবল ধর্মার্থই প্রয়োজন, অতএব ধর্মার্থ বিষয়েই কথাবার্তা হউক।”

১২. রাজা কহিলেন, “ভন্তে, কী প্রয়োজনে আপনাদের প্রব্রজ্যা?

আপনাদের পরমার্থই বা কী?"

স্থবির বলিলেন, "কেন, মহারাজ, এই বর্তমান দুঃখ নিরুদ্ধ হইবে। অপর (ভাবী) দুঃখ উৎপন্ন হইবে না। এই প্রয়োজনেই আমাদের প্রব্রজ্যা। আসক্তিবিহীন হইয়া পরিনির্বাণ লাভই আমাদের পরমার্থ বা চরম লক্ষ্য।"

"ভন্তে নাগসেন, সকলেই কী এই উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হন?"

"না মহারাজ, কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হন। কেহ রাজভয়ে, কেহ চোরভয়ে, কেহ ঋণের দায়ে, কেহ বা কেবল জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রব্রজিত হয়। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে প্রব্রজিত হন, তাঁহারা এই উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকেন।"

"ভন্তে, আপনি কি এই উদ্দেশ্যেই প্রব্রজিত হইয়াছেন?"

"মহারাজ, আমি বাল্যকালে প্রব্রজিত হইয়াছি। তখন জানি নাই আমি কি উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিলাম। অথচ আমার ধারণা ছিল : "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পণ্ডিত। তাঁহারা আমাকে শিক্ষা দেবেন। এখন আমি তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া জানিয়াছি ও দেখিতেছি যে এই জন্যই প্রব্রজ্যা।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি সুদক্ষ।"

প্রতিসন্ধি-প্রশ্ন

১৩. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, এমন কি কেহ আছেন যাঁহার মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয় না?"

স্থবির কহিলেন, "কাহারও পুনর্জন্ম হয় আর কাহারও হয় না।"

"কে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন আর কে করেন না?"

"মহারাজ, যাহার ক্লেশ (তৃষ্ণা-অবিদ্যাদি) আছে, সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, আর যিনি ক্লেশমুক্ত তিনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবে না।"

"ভন্তে, আপনি কি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবেন?"

"মহারাজ, যদি আসক্তিযুক্ত থাকি তবে জন্মগ্রহণ করিব, যদি আসক্তিহীন হই তবে জন্মগ্রহণ করিব না।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

যোনিশ মনস্কার প্রশ্ন

১৪. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, যে জন্মগ্রহণ করে না, সে কি যোনিশ (যথাযথ) মনস্কার-হেতু জন্মগ্রহণ করে না?"

"মহারাজ, যথাযথ মনস্কার, প্রজ্ঞা এবং অন্যান্য কুশলধর্ম (চৈতসিক) হেতু জন্মগ্রহণ করে না।"

"ভন্তে, যথাযথ মনস্কার—প্রজ্ঞা নহে কি?"

"না মহারাজ, মনস্কার বা বিবেচনা এক, আর প্রজ্ঞা অন্য। এই সকল অজ-ভেড়া, গরু-মহিষ, উট-গাধাদিরও মনস্কার বা বিবেচনা আছে, কিন্তু উহাদের প্রজ্ঞা নাই।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

মনস্কার লক্ষণ প্রশ্ন

১৫. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, মনস্কারের লক্ষণ কী আর প্রজ্ঞার লক্ষণ কী?"

"মহারাজ, মনস্কারের লক্ষণ বিবেচনা আর প্রজ্ঞার লক্ষণ ছেদন।"

"ইহারা কী প্রকার উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দিন।"

"মহারাজ, আপনি যবচ্ছেদকগণকে দেখিয়াছেন কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, দেখিয়াছি।"

"মহারাজ, লোকে কী প্রকারে যবচ্ছেদন করে?"

"ভন্তে, বাম হস্তে যব কলাপ ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কাস্তে দিয়া ছেদন করে।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই যোগী মনস্কার দ্বারা মন গ্রহণ করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা ক্লেশরাশি ছেদন করেন। সুতরাং মহারাজ, মনস্কারের লক্ষণ বিবেচনা আর প্রজ্ঞার লক্ষণ ছেদন।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

কুশলধর্ম প্রশ্ন

১৬. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, আপনি এখন যে বলিলেন 'অন্যান্য কুশলধর্ম-হেতু' সেই কুশলধর্মসমূহ কী প্রকার?"

"মহারাজ, শীল, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি, ইহারাই সেই কুশলধর্ম।"

শীলের লক্ষণ

"ভন্তে, শীলের লক্ষণ কী?"

"মহারাজ, সমস্ত কুশলধর্মের প্রতিষ্ঠাই শীলের লক্ষণ। ইন্দ্রিয়, বল,

বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, স্মৃতি-উপস্থান, সম্যক প্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির শীলই প্রতিষ্ঠা। মহারাজ, শীলে প্রতিষ্ঠিত সাধক শীলকে আশ্রয় করে, শীলের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবনা করেন ও বৃদ্ধি করেন; ইহাতে সর্ববিধ কুশলধর্ম পরিহীন হয় না।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন মহারাজ, যেকোনো বীজ-গাছপালা বৃদ্ধি, বিস্তার ও বৈপুল্যপ্রাপ্ত হয়; উহারা সকলেই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি, বিস্তার ও বৈপুল্যপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার সাধক শীলকে আশ্রয় করিয়া শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করে।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন, মহারাজ, যেকোনো শক্তিসাধ্য কর্ম করা যায়, তাহা পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই করা হয়, সেইরূপ যোগী শীলকে আশ্রয় করিয়া শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।

"যেমন, মহারাজ, নগরশিল্পী নগর নির্মাণ মানসে প্রথমে সেই স্থান পরিষ্কার করায়, খুঁটি-কণ্টক অপসারণ করায় এবং ভূমি সমতল করায়; তৎপর রাস্তা ও চৌরাস্তার নকশা ঠিক করিয়া নগর নির্মাণ করে, সেইরূপ যোগী শীলকে আশ্রয় করিয়া শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন মহারাজ, উল্লম্ফনকারী স্বীয় ক্রীড়া দেখাইবার মানসে পৃথিবী কর্ষণ করিয়া, কাঁকর-পাথর অপসারণ করিয়া ভূমি সমতল করিয়া কোমল মাটিতে ক্রীড়া প্রদর্শন করে, সেইরূপ যোগী শীলকে আশ্রয় করিয়া শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন।" মহারাজ, ভগবান ইহাও বলিয়াছেন :

"যেই জ্ঞানী মানুষ শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি ও প্রজ্ঞার উন্নতি সাধন করেন সেই দৃঢ়বীর্য, প্রতিভাবান ভিক্ষু এই (তৃষ্ণারূপ) জটা ছেদন করিতে পারেন।

সেই সর্বোত্তম প্রাতিমোক্ষ শীলরাশি ধরণীর ন্যায় প্রাণীগণকে প্রতিষ্ঠা

(আধার), কুশলাভিবৃদ্ধির ইহা মূল এবং সমস্ত বুদ্ধশাসনের ইহা মুখ-স্বরূপ।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি সুদক্ষ।"

শ্রদ্ধার লক্ষণ

১৭. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন। শ্রদ্ধার লক্ষণ কী?"

"মহারাজ, চিত্তের প্রসন্নতা সাধন ও উৎসাহ উৎপাদন শ্রদ্ধার লক্ষণ।"

"ভন্তে, চিত্তের প্রসন্নতা সাধন কী প্রকারে শ্রদ্ধার লক্ষণ হয়?"

"মহারাজ, চিত্তে শ্রদ্ধার উৎপন্ন হইলে নীবরণ (বাধা)-সমূহ বিদূরিত হয়, নীবরণহীন চিত্ত স্বচ্ছ, প্রসন্ন ও নির্মল হয়। এইরূপেই মহারাজ, চিত্তের প্রসন্নতা সাধন শ্রদ্ধার লক্ষণ।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন মহারাজ, চক্রবর্তী রাজা যখন চতুরঙ্গিনী সেনাসহ দীর্ঘপথ যাত্রার সময় সামান্য জল অতিক্রম করেন, তখন সেই জল হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা ক্ষুব্ধ, আবিল, আলোড়িত ও কর্দমাক্ত হইয়া যায়। জল অতিক্রম করার পর রাজা ভৃত্যাদিগকে আদেশ করেন, "ওহে! পানীয় জল আনয়ন করো, আমি জলপান করিব।" রাজার নিকট যদি জল পরিষ্কার মণি (ফিটকারি) থাকে তবে ভৃত্যগণ 'হ্যাঁ দেব!' বলিয়া রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই মণি জলে নিক্ষেপ করে। উহা জলে নিক্ষিপ্ত হইলেই সত্বর শংখ-শৈবালপানা বিদূরিত হয় এবং কর্দম বসিয়া যায়। জল স্বচ্ছ, প্রসন্ন ও নির্মল হয়। তৎপর রাজার নিকট জল আনিয়া ভৃত্যেরা বলিল, 'দেব, জল পান করুন।' মহারাজ, এই চিত্তও জলের ন্যায়। সাধকগণ ভৃত্যগণের ন্যায়। শংখ-শৈবাল পানা ও কর্দমের ন্যায় হচ্ছে চিত্তের ক্লেশগুলি। শ্রদ্ধা হচ্ছে জলশোধক মণি। জলশোধক মণি জলে নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শংখ-শৈবাল-পানা বিদূরিত হয়, কর্দম তলাইয়া যায়, জল স্বচ্ছ, প্রসন্ন ও নির্মল হয়। সেইরূপ মহারাজ, মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে নীবরণরাশি (সাময়িকভাবে) বিদূরিত হয়, নীবরণমুক্ত চিত্ত স্বচ্ছ, প্রসন্ন ও প্রশান্ত হয়। এইরূপেই মহারাজ, চিত্তের প্রসন্নতা সাধন শ্রদ্ধার লক্ষণ।

১৮. "ভন্তে, মনে উৎসাহ সৃষ্টি কী প্রকারে শ্রদ্ধার লক্ষণ হয়?"

"যেমন মহারাজ, কোনো যোগী অপর সাধকের চিত্তকে বিমুক্ত দেখিয়া স্বয়ং স্রোতপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল, কিংবা অর্হত্ত্বপদের জন্য আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হয় এবং অপ্রাপ্তির নিমিত্ত, অনুপলব্ধের উপলব্ধির

নিমিত্ত, অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষের নিমিত্ত প্রয়ত্ন করেন, আত্মনিয়োগ করেন এইরূপেই মহারাজ, মনে উৎসাহ সৃষ্টি শ্রদ্ধার লক্ষণ।

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, পাহাড়ের উপর প্রবল বর্ষণ হইলে সেই জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হইয়া পর্বতের গুহা, গহ্বর, শাখানদীসমূহ পূর্ণ করিয়া অবশেষে নদীকে পূর্ণ করে। নদী দুই কুল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়। তখন সেখানে অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা নদীর গভীরতা বা অগভীরতা না জানার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া তীরে অবস্থান করে। তখন অপর এক সাহসী ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপনীত হয়। সে নিজের সাহস ও স্মৃতি পর্যালোচনা করিয়া দৃঢ়ভাবে কোমর বাঁধিয়া এবং সাঁতার দিয়া অপর তীরে উত্তীর্ণ হইল। উহাকে উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া অপর লোকেরাও সন্তরণ করিয়া নদী পার হইয়া গেল। মহারাজ, সেইরূপে সাধক অপর যোগীদের চিত্তকে মুক্ত দেখিয়া স্বয়ংও সেই পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রবল উৎসাহ লাভ করেন, প্রযত্ন ও পরিশ্রম করেন। এইরূপে মনে উৎসাহ-উৎপাদন শ্রদ্ধার লক্ষণ। সংযুক্তনিকায়ে ভগবান ইহাও বিবৃত করিয়াছেন :

'শ্রদ্ধা দ্বারা (দুঃখ) স্রোত ও অপ্রমত্ততা দ্বারা (সংসার) সাগর পার হওয়া যায়। বীর্য দ্বারা দুঃখমুক্তি হয় এবং প্রজ্ঞা দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়, ।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি সুদক্ষ।"

বীর্যের লক্ষণ

১৯. "রাজা বলিলেন, ভন্তে নাগসেন, বীর্যের লক্ষণ কী?"

"উপস্তম্ভণ বা দৃঢ়ীকরণ বীর্যের লক্ষণ। বীর্য দ্বারা দৃঢ়ীকৃত যাবতীয় কুশলধর্মের পরিহানি হয় না।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন মহারাজ, কোনো ব্যক্তি স্বীয় গৃহ পতনোন্মুখ হইলে অপর কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা স্তম্ভ দিয়া থাকে, এইরূপে উপস্তম্ভিত হইলে সেই গৃহ আর পড়ে না, সেইরূপ বীর্য দ্বারা দৃঢ়ীকৃত যাবতীয় কুশলধর্মের পরিহানি হয় না।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন মহারাজ, অল্পসংখ্যক সেনাকে বহুসংখ্যক সেনা পরাজিত করিল। তৎপর রাজা ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া আরও সৈন্য প্রেরণ করেন এবং স্বীয় স্বল্পসংখ্যক সেনাকে পশ্চাৎ হইতে সাহায্য প্রদান করেন। তাহাদের

সহিত সম্মিলিত হইয়া পূর্বোক্ত স্বল্প-সংখ্যক সৈন্য বহুসংখ্যক সৈন্যকে পরাজিত করে। সেইরূপই মহারাজ, বীর্য উপস্তম্ভন লক্ষণযুক্ত। বীর্য দ্বারা দৃঢ়ীকৃত যাবতীয় কুশলধর্মের পরিহানি হয় না। মহারাজ, ভগবান ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন—'ভিক্ষুগণ, বীর্যবান আর্যশ্রাবক পাপ ত্যাগ করেন, পুণ্য বৃদ্ধি করেন, দোষযুক্ত বিষয় ত্যাগ করেন, নির্দোষ বিষয় গঠন করেন; পবিত্রভাবে স্বীয় জীবন যাপন করেন'।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি সুদক্ষ।"

স্মৃতির লক্ষণ

২০. "রাজা কহিলেন, "ভন্তে নাগসেন, স্মৃতির লক্ষণ কী?"

"মহারাজ, যথার্থ স্মরণ ও উপগ্রহণ স্মৃতির লক্ষণ।"

"ভন্তে, কী প্রকারে যথার্থ স্মরণ স্মৃতির লক্ষণ হয়?"

"মহারাজ, উৎপদ্যমান স্মৃতি কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কৃষ্ণ-শুক্ল, সদৃশ-অসদৃশ ধর্মসমূহ পুনঃপুন স্মৃতিপথে উদিত হয়। যেমন, 'এই চারি স্মৃত্যুপস্থান, এই চারি সম্যক প্রধান (চেষ্টা), এই চারি ঋদ্ধিপাদ, এই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, এই পঞ্চবল, এই সপ্তবোধ্যঙ্গ, এই আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, এই শমথ, এই বিদর্শন, এই বিদ্যা, এই বিমুক্তি ইত্যাদি।' অনন্তর যোগী সেবনীয় ধর্ম সেবন করে, অসেবনীয় ধর্ম সেবন করে না; ভজনীয় ধর্মের ভজনা করে, অভজনীয় ধর্মের ভজনা করে না। মহারাজ, এইরূপে স্মৃতির লক্ষণ স্মরণ।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন মহারাজ, কোনো চক্রবর্তী রাজার ভাণ্ডাগারিক সন্ধ্যায় ও প্রাতঃকালে রাজাকে তাঁহার ঐশ্বর্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়—"দেব, আপনার এতগুলি হস্তী, এতগুলি অশ্ব, এতগুলি রথ, এতগুলি পদাতিক সৈন্য, এত হিরণ্য, এত সুবর্ণ, এই পরিমাণ সম্পত্তি আছে; দেব, ইহা আপনি স্মরণ করুন"—এইরূপে মহারাজ, সম্পত্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। ঠিক তদ্রুপ, মহারাজ, উৎপদ্যমান স্মৃতি কুশল-অকুশল... ধর্মসমূহকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অনন্তর যোগী... করে না। এইরূপেই মহারাজ, স্মৃতির লক্ষণ যথার্থ স্মরণ।"

২১. "ভন্তে, কী প্রকারে স্মৃতির লক্ষণ উপগ্রহণ (ধারণ)?"

"মহারাজ, উৎপদ্যমান স্মৃতি হিতাহিত ধর্মসমূহের গতি অন্বেষণ করে—

"এই সকল ধর্ম হিতকর, এই সকল ধর্ম অহিতকর; এই সকল ধর্ম উপকারক, এই সকল ধর্ম অনুপকারক ইত্যাদি।" তৎপর যোগী অহিতকর ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, হিতকর ধর্মসমূহ গ্রহণ করে; এবং অনুপকারক ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, উপকারক ধর্মসমূহ গ্রহণ করে। এইরূপেই মহারাজ, স্মৃতির লক্ষণ উপগ্রহণ।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন, মহারাজ, কোনো চক্রবর্তী রাজার সেনাধ্যক্ষ (পরিনায়ক রত্ন) রাজার হিতাহিত বিষয়গুলি জানেন—এইগুলি রাজার হিতকর ও ইহারা অহিতকর; এই সকল উপকারক, এই সকল অনুপকারক।" এইরূপ জানিয়া তিনি অহিতকরগুলি ত্যাগ করান, হিতকরগুলি গ্রহণ করান; অনুপকারকগুলি ত্যাগ করান, উপকারকগুলি গ্রহণ করান। এই রূপেই মহারাজ, উৎপদ্যমান স্মৃতি ধর্মসমূহের গতি অন্বেষণ করে—এই সকল ধর্ম হিতকর... এইরূপে মহারাজ, স্মৃতির লক্ষণ উপগ্রহণ। মহারাজ, ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, স্মৃতিকেই আমি সর্বার্থ-সাধক বলি'।"

"ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

সমাধির লক্ষণ

২২. রাজা বলিলেন, "ভদন্ত নাগসেন, সমাধির লক্ষণ কী?"

"মহারাজ, সমাধির লক্ষণ প্রমুখ (প্রধান)। যে সকল কুশলধর্ম আছে, সেই সকল সমাধি-অভিমুখী, সমাধি-নিম্ন, সমাধি-প্রবণ এবং সমাধির প্রতি অবনত হয়।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন, মহারাজ, কূটাগারের যে-সকল গোপানসী (ছাদের সঙ্গে যুক্ত বাঁকানো কড়িকাঠ) থাকে তৎ-সমুদয় কূট বা শীর্ষগামী হয়, কূট-নিম্ন হয়, কূটে সম্মিলিত হয়, সেই কূটের প্রতি অবনত হয় এবং চতুর্দিক হইতে সেই কূটকেই বেষ্টন করিয়া থাকে। এইরূপই মহারাজ, যে সকল কুশলধর্ম আছে, তাহারা সমাধি-প্রমুখ, সমাধি-নিম্ন, সমাধি-প্রবণ এবং সমাধির প্রতি অবনত।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন, মহারাজ, যদি কোনো রাজা চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তবে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক—সমস্ত সেনাই তদভিমুখী

হয়, রাজার দিকে নত হয়, তৎপ্রবণ হয়, তাঁহার দিকে অবনত হয় এবং রাজাকেই পুরোভাগে রাখিয়া অগ্রসর হয়, এইরূপই, মহারাজ, যে সকল কুশলধর্ম আছে, তাহারা সমাধি-প্রমুখ, সমাধি-নিম্ন, সমাধি-প্রবণ, সমাধির দিকে অবনত। মহারাজ, এইরূপে সমাধির লক্ষণ 'প্রমুখ' (প্রধান)। ভগবানও ইহা বলিয়াছেন, "ভিক্ষুগণ, সমাধির ভাবনা করো; সমাহিত ভিক্ষু যথাভূত (যথা সত্য) জানিয়া থাকে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

প্রজ্ঞার লক্ষণ

২৩. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, প্রজ্ঞার লক্ষণ কী?"

"মহারাজ, আমি পূর্বেই বলিয়াছি, 'ছেদন' প্রজ্ঞার লক্ষণ; আবার 'প্রকাশনও' প্রজ্ঞার লক্ষণ।"

"ভন্তে, 'প্রকাশন' কিরূপে প্রজ্ঞার লক্ষণ?"

"মহারাজ, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইলে অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত হয়, বিদ্যা-রূপী আলো উদ্ভাসিত হয়, জ্ঞানালোক বিকশিত হয়, আর্যসত্যসমূহ প্রকটিত করে। তৎপরে যোগী 'অনিত্য', 'দুঃখ' ও 'অনাত্মা' প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন করেন।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি অন্ধকার গৃহে প্রদীপ প্রবেশ করায়, প্রদীপ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বিদূরিত হয়, আলোক বিকীর্ণ হয়, দ্রব্যসমূহ প্রকাশিত হয়। এইরূপই মহারাজ, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত করে, বিদ্যার আলো উৎপন্ন করে, জ্ঞানালোক বিকীরণ করে, চারি আর্যসত্য প্রকট করে। তৎপর যোগী 'অনিত্য', 'দুঃখ' ও 'অনাত্মা' প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন করেন। এইরূপেই মহারাজ, প্রজ্ঞার লক্ষণ 'প্রকাশন'।

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

নানা ধর্মের একীকৃত্য নিষ্পাদন

২৪. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, এই সকল ধর্ম বিভিন্ন হইয়াও এক প্রয়োজন সম্পাদন করে?"

"হ্যাঁ মহারাজ, এই সকল ধর্ম বিভিন্ন হইয়াও এক প্রয়োজন সম্পাদন

করে, ক্লেশরাশি নষ্ট করে।”

“ভন্তে, কী প্রকারে ইহা সম্ভব? উপমা প্রদান করুন।”

“যেমন মহারাজ, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা বিভিন্ন হইয়াও এক প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে, সংগ্রামে শত্রুসেনাকে পরাজিত করে, সেইরূপ, মহারাজ, এই সকল ধর্ম বিভিন্ন হইয়াও এক কৃত্য সম্পাদন করে—ক্লেশরাশি নষ্ট করে।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

[প্রথম বর্গ সমাপ্ত]

দ্বিতীয় বর্গ

ধর্মসন্ততি (বস্তুর অস্তিত্ব-প্রবাহ)

২৫. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, যে উৎপন্ন হয়, সে কি যাহার মৃত্যু হয় ঠিক সে-ই, অথবা অন্য?”

স্থবির কহিলেন, “ঠিক সেও নয়, আবার অন্যও নয়।”

“উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দিন।”

“মহারাজ, আপনি কী মনে করেন যে আপনি অতি তরুণ, ছোট শিশু ছিলেন, শয্যায় চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতেন, আর এখন এত বড় হইয়াও সেই আপনিই কি আছেন?”

“না ভন্তে, সেই উত্তানশায়ী শিশু অন্য ছিল। আর বর্তমানে বৃহৎ আমি অন্য।”

“মহারাজ, যদি তাহা হয় তবে মাতাও কেহ হইবে না, পিতাও কেহ হইবে না, আচার্যও কেহ হইবে না, শিল্পীও কেহ হইবে না, শীলবানও কেহ হইবে না এবং প্রজ্ঞাবানও কেহ হইবে না। আপনি কী মনে করেন, মহারাজ, কললের মাতা অন্য, অর্বুদের মাতা অন্য, পেশির মাতা অন্য, ঘণের মাতা অন্য, ক্ষুদ্রকের মাতা অন্য, মহতের মাতা অন্য, অন্যজন শিল্প শিক্ষা করে, অন্যজন শিক্ষিত হয়, অন্য ব্যক্তি পাপকর্ম করে, অন্য ব্যক্তির হস্ত-পদ ছিন্ন হয়?”

“না ভন্তে, কিন্তু এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আপনি কি উত্তর দিবেন?”

স্থবির কহিলেন, “মহারাজ, আমিই... সেই উত্তানশয়ী শিশু ছিলাম, আমিই বর্তমানে বয়স্ক হইয়াছি, সেই সকল বিভিন্ন অবস্থা এই দেহকে

আশ্রয় করিয়াই একরূপে সংগৃহীত হইয়াছে।”

“আরও উপমা প্রদান করুন।”

“যেমন, মহারাজ, যদি কোনো লোক প্রদীপ জ্বালে, তবে তাহা সারা রাত্রি জ্বলিতে থাকিবে?”

“হ্যাঁ ভন্তে, তাহা সারা রাত্রি জ্বলিতে থাকিবে।”

“মহারাজ প্রথম যামের যে শিখা, মধ্যম যামেও কি সেই শিখা?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, মধ্যম যামে যে শিখা, শেষ যামেও কি সেই শিখা?”

“না ভন্তে!”

“তবে কি মহারাজ, পূর্ব যামে অন্য প্রদীপ, মধ্যম যামে অন্য প্রদীপ, শেষ যামে অন্য প্রদীপ ছিল?”

“না ভন্তে, পূর্ব যামের প্রদীপকে আশ্রয় করিয়াই সারা রাত্রি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত ছিল।”

“মহারাজ, এই রূপেই ধর্মসন্ততি (অস্তিত্বের ধারা) প্রবাহিত হয়—একটি (অবস্থা) উৎপন্ন হয়, অন্যটি বিনষ্ট হয়—অপূর্বাপরের ন্যায় (যেন একসঙ্গে) এই প্রবাহ চলিতে থাকে। তজ্জন্য (যে জন্মগ্রহণ করে) সে সেও নহে আর অন্যও নহে। পূর্বজন্মের অন্তিম বিজ্ঞানের (চ্যুতিচিত্তের) লয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী জন্মের প্রথম বিজ্ঞান (প্রতিসন্ধি-চিত্ত) উদয় হয়, সম্মিলিত হয়।”

“আরও উপমা প্রদান করুন।”

“মহারাজ, দুগ্ধ দোহনের পর সময়ান্তরে দধিতে পরিণত হইতে পারে। দধি হইতে মাখন, মাখন হইতে ঘৃতে পরিবর্তিত হয়। তখন যদি কেহ এইরূপ বলে : যাহা দুধ, তাহাই দধি তাহাই মাখন, যাহা মাখন তাহাই ঘৃত—তবে কি মহারাজ, সে ঠিক কথাই বলে?”

“না ভন্তে, কেননা দুধকে আশ্রয় করিয়াই সেই সকল সম্ভূত হইয়াছে।”

“এই রূপেই মহারাজ, কোনো বস্তু অস্তিত্ব-প্রবাহে এক অবস্থা উৎপন্ন হয়, এক লয় হয়—এই প্রকারে প্রবাহ চলিতে থাকে। এই কারণে যে মরে জন্মগ্রহণের পর সেও থাকে না এবং অপরও হয় না। এক জন্মের অন্তিম বিজ্ঞান লয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য জন্মের প্রথম বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান

২৬. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না সে কি জানিতে পারে—'আমি পুনর্জন্মগ্রহণ করিব না?'"

"হ্যাঁ মহারাজ, জানিতে পারে—'আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিব না।'"

"ভন্তে, সে কী প্রকারে এ বিষয় জানিতে পারে?"

"মহারাজ, পুনরায় জন্মগ্রহণের যাহা হেতু ও প্রত্যয় (কারণ) তাহার উপশম হইলেই সে জানিতে পারে—'আমি আর জন্মগ্রহণ করিব না'।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন, মহারাজ, যদি কেহ কৃষক-গৃহপতি (ক্ষেত্র) কর্ষণ ও বীজ বপন করিয়া ধান্যাগার পূর্ণ করে, তৎপর অন্য সময় সে কর্ষণ-বপন করে না, যথাসঞ্চিত ধান্যরাশি বসিয়া ভোগ করে, বিতরণ করে কিংবা নিজের প্রয়োজনানুসারে খরচ করে, তবে কি মহারাজ, সে জানিতে পারে না যে, তাহার ধান্যগার আর পূর্ণ হইবে না?"

"হ্যাঁ ভন্তে, সে নিশ্চয় জানিতে পারে।"

"কী প্রকারে জানিবে?"

"ধান্যাগার পরিপূরণের যাহা হেতু, যাহা প্রত্যয় তাহাদের উপশম হেতু সে জানিতে পারে—'আমার ধান্যগার আর পরিপূর্ণ হইবে না'।"

"মহারাজ, এই প্রকার, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার যে সকল হেতু ও প্রত্যয় আছে সেই সকল নষ্ট হইলে সে জানিতে পারে—'আমি আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিব না'।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য

২৭. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার প্রজ্ঞাও উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে, যাহা জ্ঞান তাহাই কি প্রজ্ঞা?"

"হ্যাঁ মহারাজ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা একই বস্তু।"

"ভন্তে, যদি তাহা হয় তবে তাহার কোনো বিষয়ে মোহ থাকে কি?"

"মহারাজ, কোনো বিষয়ে তাহার মোহ থাকে, আর কোনো বিষয়ে থাকে না।"

"ভন্তে, কোন বিষয়ে মোহ থাকে, আর কোন বিষয়ে থাকে না?"

"মহারাজ, সে যে বিদ্যা শিক্ষা করে নাই, যে দেশে যায় নাই এবং যে বিষয় শোনে নাই, সেই সকল বিষয়ে তাহার মোহ থাকে।"

"আর কোন বিষয়ে তাহার মোহ থাকে না?"

"মহারাজ, স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা সে যেই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা সম্বন্ধে জানিয়াছে, উহাতে তাহার কোনো মোহ থাকিবে না।"

"ভন্তে, এই সকল বিষয়ে তাহার মোহ কোথায় যায়?"

"মহারাজ, জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সঙ্গেই এই সকল বিষয়ে তাহার মোহ নিরুদ্ধ হয়।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন, মহারাজ, কোনো ব্যক্তি যদি অন্ধকার গৃহে প্রদীপ স্থাপন করে, তথা হইতে অন্ধকার নিরুদ্ধ হয়, আলোক প্রাদুর্ভূত হয়, এইরূপই মহারাজ, জ্ঞান উৎপন্ন হইবা মাত্রই মোহ তথায়ই নিরুদ্ধ হয়।"

২৮. "ভন্তে নাগসেন, এখন যে বলিলেন প্রজ্ঞাও স্বকৃত্য সম্পাদন করিয়া তথায় নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই প্রজ্ঞা দ্বারা—সর্ব দ্রব্য অনিত্য, সর্ব দ্রব্য দুঃখময় এবং সর্ব ধর্ম অনাত্মারূপে—যে বিবেক অর্জিত হইয়াছে তাহাই বিনষ্ট হয় না—তাহার উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন কোনো লোক রাত্রিতে পত্র প্রেরণের ইচ্ছায় লেখককে আহ্বান করিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া পত্র লেখায়, এবং পত্র লিখিত হইলে প্রদীপ নির্বাপিত করে, প্রদীপ নির্বাপিত হইলেও লিখিত লেখা বিনষ্ট হয় না মহারাজ, সেইরূপ প্রজ্ঞা স্বকৃত্য সম্পাদন করিয়া তথায় নিরুদ্ধ হয়। এবং সেই প্রজ্ঞা দ্বারা অনিত্য, দুঃখ, কিংবা অনাত্মরূপে যে ধারণা জন্মে উহা নষ্ট হয় না।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন মহারাজ, পূর্বদিকের জনপদসমূহের মানুষের রীতি ছিল যে অগ্নি-নির্বাপনের জন্য প্রতি ঘরে পঞ্চ পঞ্চ জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করিত। দৈবাৎ কাহারও ঘরে আগুন লাগিলে সেই পঞ্চ জলপূর্ণ ঘট ঘরের উপরে নিক্ষেপ করিত, তাহাতে অগ্নি নির্বাপিত হইত। মহারাজ, সেই সকল লোক আগুন নিভিয়া গেলে কি এইরূপ চিন্তা করে যে, পুনঃ সেই ঘট দ্বারা অগ্নি নির্বাপনের কাজ সম্পাদন করিব?"

"না ভন্তে, সেই ঘটের আর প্রয়োজন নাই। তখন উহা দ্বারা কী হইবে?"

"মহারাজ, যেমন এই পঞ্চ জলের ঘট, সেইরূপ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে জানিতে

হইবে—শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। যোগী অগ্নিনির্বাপক মানুষের ন্যায়, ক্লেশসমূহকে অগ্নির ন্যায় জানিতে হইবে। যেমন পঞ্চ ঘটে অগ্নি নির্বাপিত হয় সেইরূপ এইক্ষেত্রে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ক্লেশসমূহ নির্বাপিত হয়। একবার নির্বাপিত ক্লেশ আর পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না। মহারাজ, এইরূপেই প্রজ্ঞা স্বকৃত্য সম্পাদন করিয়া নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু সেই প্রজ্ঞা দ্বারা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে তাহা বিনষ্ট হয় না।"

"অনুগ্রহপূর্বক আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, কোনো বৈদ্য পাঁচ প্রকার শিকড় সংগ্রহ করিয়া রোগীর নিকট যায় এবং উহা পিষিয়া ওষুধ প্রস্তুত করে এবং সেই ওষুধ সেবন করাইয়া রোগীকে আরোগ্য করে। মহারাজ, রোগী সুস্থ হইবার পরও কি বৈদ্য এইরূপ ভাবিবে : 'পুনরায় আমি ওই শিকড়সমূহের দ্বারা ভৈষজ্য-কৃত্য করিব'?"

"না ভন্তে, তখন ওই শিকড়-গুচ্ছের আর কী প্রয়োজন?"

"মহারাজ, এক্ষেত্রে পঞ্চশিকড়ের ন্যায় পঞ্চেন্দ্রিয়কে জানিতে হইবে। প্রাকৃতজনকে রোগীর ন্যায় জানিতে হইবে। যেমন পঞ্চমূল ভৈষজ্য দ্বারা রোগ নিরাময় হয় সেইরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ক্লেশসমূহ বিনষ্ট হয়। সেই বিনষ্ট ক্লেশ আর উৎপন্ন হইতে পারে না—মহারাজ, এই প্রকারেই প্রজ্ঞা স্বকৃত্য সম্পাদন করিয়া নিরুদ্ধ হয়।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, কোনো সেনা পাঁচটি শর লইয়া শত্রুজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে। সে পঞ্চশর নিক্ষেপ করিয়া শত্রুসৈন্য পরাজিত করে। মহারাজ, শত্রুরা পারজিত হইলেও সে পুনরায় সেই শর নিক্ষেপ করিবে?"

"না ভন্তে, শত্রু পরাজিত হইলে তীর নিক্ষেপের আর কী প্রয়োজন?"

"মহারাজ, পাঁচ শরের ন্যায় পঞ্চেন্দ্রিয়কে বুঝিতে হইবে। শত্রুর ন্যায় ক্লেশকে জানিতে হইবে। যেমন পাঁচ শর দ্বারা শত্রু পরাজিত হয় সেইরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ক্লেশ বিনষ্ট হয়। একবার ক্লেশ বিনষ্ট হইলে পুনরায় উৎপন্ন হইতে পারে না। মহারাজ, এই প্রকারে প্রজ্ঞা স্বকৃত্য সম্পাদন করিয়া নিরুদ্ধ হয়...।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

অর্হতের সুখ-দুঃখ-অনুভূতি প্রশ্ন

২৯. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, যিনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না, তিনি কিছু দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন, কিছু করেন না।"

স্থবির কহিলেন, "কিছু অনুভব করেন, কিছু করেন না।"

"কী অনুভব করেন, আর কী করেন না?"

"কায়িক দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন, মানসিক বেদনা অনুভব করেন না।"

"ভন্তে, তাহা কী প্রকারে হয়?"

"কায়িক দুঃখ-বেদনা উৎপত্তির যে হেতু ও যে প্রত্যয় তাহার উপশম না হওয়ার জন্য তাহা তাহাকে অনুভব করিতে হয়। মানসিক দুঃখ-বেদনা উৎপত্তির যে হেতু ও প্রত্যয় আছে তাহার উপশমের জন্য তাহা তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় না।"

"মহারাজ, ভগবান বলিয়াছেন, 'তিনি একমাত্র কায়িক বেদনা অনুভব করেন, মানসিক নহে'।"

"ভন্তে, যিনি দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন, তিনি কেন পরিনির্বাপিত হন না, দেহত্যাগ করেন না?"

"মহারাজ, অর্হতের কোনো অনুরাগ কিংবা বিদ্বেষ নাই। তাঁহারা অপক্বকে বিনষ্ট করেন না, পণ্ডিতগণ পরিপক্বের অপেক্ষা করেন। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রও ইহা বলিয়াছেন :

'মরণের কামনা ও জীবনের প্রত্যাশা আমার নাই। ভৃত্য যেমন কার্য সম্পাদনের পর নিজের বেতনের প্রতীক্ষা করে তদ্রুপ আমি নিজের সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি। মরণের কামনা ও জীবনের প্রত্যাশা আমার নাই। জ্ঞানপূর্বক সতর্কতার সহিত আমি নিজের সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি।'"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

বেদনা

৩০. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, সুখ-বেদনা কুশল (পুণ্য), অকুশল (পাপ) কিংবা অব্যাকৃত্য (অপাপ-অপুণ্য)?"

"মহারাজ, তিন প্রকারই হইতে পারে।"

"ভন্তে, যদি উহা কুশল হয় তবে দুঃখময় নহে, আর যদি দুঃখময় হয় তবে উহা কুশল নহে; কুশল দুঃখময়রূপে উৎপন্ন হইতে পারে না।"

"মহারাজ, আপনি কী মনে করেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের এক হাতে তপ্ত লৌহগোলা রাখে অপর হাতে ঠাণ্ডা এক বরফখণ্ড রাখে তবে উভয়ে তাহাকে কষ্ট দিবে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, উভয়ে তাহাকে কষ্ট দিবে।"

"মহারাজ, কেন, উভয়ই কি উষ্ণ?"

"না ভন্তে!"

"তাহা হইলে মহারাজ, এখন আপনি নিজের পরাজয় স্বীকার করুন। যদি উষ্ণই কষ্ট দেয় তবে তাহারা উভয়ে উষ্ণ নহে, সুতরাং কষ্ট না হওয়া উচিত; আর যদি শীতলই কষ্ট দেয় তবে তাহারা উভয়ে শীতল নহে, কষ্ট না হওয়া উচিত ছিল। মহারাজ, তখন উভয়ে কী প্রকারে কষ্ট দেয়—কেননা উভয়ে উষ্ণও নহে আর উভয়ে শীতলও নহে! যখন এক উষ্ণ ও এক শীতল তখন উভয়ে কষ্ট দেয়, ইহা সম্ভব নহে।"

"আপনার ন্যায় বাদীর সঙ্গে আলাপ করিতে আমি সমর্থ নহি। সাধু, ভন্তে, দয়া করিয়া আমাকে অর্থ কী বলুন।"

তখন স্থবির অভিধর্ম-সংযুক্ত কথা দ্বারা রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন :

"মহারাজ, এই ছয় প্রকার সাংসারিক জীবনের (মানসিক) দুঃখ, ছয় প্রকার নিষ্কাম জীবনের সুখ; ছয় প্রকার সাংসারিক জীবনের দুঃখ, ছয় প্রকার নিষ্কাম জীবনের উপেক্ষা—সম্মিলিতভাবে এই ছয় ছক্কা (ছত্রিশ) হয়। এইভাবে অতীতকালের ছত্রিশ বেদনা, ভবিষ্যৎকালের ছত্রিশ বেদনা, আর বর্তমানকালের ছত্রিশ প্রকার বেদনা—এই সমস্ত এক স্থানে সংযুক্ত ও পুঞ্জীভূত করিয়া একশত আট প্রকার বেদনা হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

নামরূপের একত্ব ও নানাত্ব

৩১. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, কে জন্মগ্রহণ করে?"

স্থবির কহিলেন, "নাম ও রূপ জন্মগ্রহণ করে।"

"এই নামরূপই কি জন্মগ্রহণ করে?"

"মহারাজ, এই নামরূপই জন্মগ্রহণ করে না। মানুষ এই নামরূপ দ্বারা পাপ কিংবা পুণ্যকর্ম করে, সেই কর্ম দ্বারা অপর নামরূপ জন্মগ্রহণ করে।"

"ভন্তে, যদি এই নামরূপই জন্মগ্রহণ না করে তবে সে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে না কি?"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ না করে তবে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যেহেতু সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে সেই কারণে পাপকর্ম মুক্ত নহে।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি অপর কাহারও আম চুরি করে। আমের মালিক তাহাকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া যায় এবং বলে, 'দেব, এই ব্যক্তি আমার আম চুরি করিয়াছে।' ইহাতে চোর এইরূপ বলে, 'দেব, আমি তাহার আম চুরি করি নাই। ইনি এক আম রোপণ করিয়াছেন আর আমি অপর আম লইয়াছি। সুতরাং আমার শাস্তি হওয়া অনুচিত।' কেমন মহারাজ, এই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে কি না?"

"হ্যাঁ ভন্তে, দণ্ডনীয় হইবে।"

"কেন?"

"যদিও সে এইরূপ বলে তথাপি ভন্তে, পূর্ব আম্রসন্ততি বর্তমান থাকায় পরবর্তী আম্র চুরির জন্য সে ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে।"

"মহারাজ, এইরূপই মানুষ এই নাম ও রূপ দ্বারা পাপ কিংবা পুণ্যকর্ম করে। সেই কর্ম দ্বারা অন্য নামরূপ পুনজন্মগ্রহণ করে। এই কারণে সে আপন কর্ম হইতে মুক্ত নহে।"

"পুনরায় উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি অপর কাহারও ধান্য কিংবা ইক্ষু চুরি করে এবং ধরিয়া আনিলে আম্র চোরের ন্যায় বলে...।

মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি শীতকালে অগ্নি জ্বালাইয়া তাপ লইল এবং উহা না নিবাইয়া চলিয়া গেল। তৎপর সেই অগ্নি অন্য লোকের ক্ষেত্র দগ্ধ করিল। তখন ক্ষেত্রস্বামী তাহাকে ধরিয়া রাজার নিকট আনে এবং বলে, 'রাজন, এই ব্যক্তি আমার ক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে।' সে এইরূপ বলে, 'দেব, আমি ইহার ক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত করি নাই। আমি যাহা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছি তাহা এক অগ্নি, আর যাহা ইহার ক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে উহা অপর অগ্নি। সুতরাং আমি দণ্ডার্হ নহি।' এখন মহারাজ, আপনি বলুন উহার শাস্তি হওয়া উচিত কি না?"

"হ্যাঁ ভন্তে, শাস্তি হওয়া উচিত।"

"কেন?"

"যদিও সে এইরূপ বলে তথাপি ভন্তে, পূর্বের অগ্নিপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকায় পরবর্তী অগ্নির জন্য সে দণ্ডার্হ হইবে।"

"মহারাজ, এইরূপই মানুষ এই নামরূপ দ্বারা পাপ কিংবা পুণ্যকর্ম করে, সেই কর্ম দ্বারা অন্য নামরূপ পুনর্জন্মগ্রহণ করে। এই কারণে সে আপন কর্ম হইতে মুক্ত নহে।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি প্রদীপ লইয়া স্বীয় প্রাসাদের ছাদে উঠে এবং তথায় ভোজন করে। সেই প্রদীপ জ্বলিতে জ্বলিতে কোনো তৃণ দগ্ধ করিল। তৃণ জ্বলিতে জ্বলিতে কোনো গৃহ দগ্ধ করিল। গৃহ জ্বলিয়া সমগ্র গ্রাম দগ্ধ করিল। গ্রামবাসীরা সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া কহিল, 'তুমি কেন গ্রামে আগুন জ্বালাইয়া দিলে?' ইহাতে সে বলিল, 'আমি গ্রামে আগুন জ্বালাইয়া দিই নাই। আমি যে আলোতে ভোজন করিয়াছি সেই প্রদীপাগ্নি ছিল এক, আর যে অগ্নিতে গ্রাম জ্বলিয়াছে তাহা অন্য।' মহারাজ, এই প্রকারে বিবাদমান উভয় পক্ষ আপনার নিকট উপস্থিত হইলে আপনি কাহার দিকে রায় দিবেন?"

"ভন্তে, গ্রামবাসীর দিকে।"

"কেন?"

"যদিও সে এইরূপ বলে তথাপি তাহার (প্রদীপাগ্নি) হইতেই এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই, যদিও মরণের সময় এক নামরূপ বিনষ্ট হয় এবং জন্মগ্রহণের সময় অন্য নামরূপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু পূর্ব নামরূপ হইতে পরবর্তী নামরূপ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কারণে সে স্বীয় কর্ম হইতে মুক্ত নহে।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি একটি ছোটো বালিকাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়া তাহার জন্য টাকা দিয়া কোনো দূর দেশে চলিয়া গিয়াছে। কিছু দিন পর সেই বালিকা বড় হইয়া যুবতী হইয়াছে। তখন অপর এক ব্যক্তি পণ দিয়া তাহাকে বিবাহ করে। অতঃপর প্রথম ব্যক্তি আসিয়া বলে, 'কেন তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছ?' সে এই উত্তর করিল, 'আমি তোমার স্ত্রীকে নিতেছি না। তুমি যাহাকে পণ দিয়া বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছিলে সে ছোটো বালিকা ছিল। যাহাকে পণ দিয়া আমি বিবাহ করিয়াছি সে বয়স্কা, যুবতী নারী।' মহারাজ, এখন যদি দুইজনে বিবাদ করিয়া আপনার নিকট আসে তবে আপনি কোনো দিকে রায় দিবেন?"

"ভন্তে, প্রথম ব্যক্তির দিকে।"

"কেন?"

"যদিও সে এইরূপ বলে তথাপি সেই বালিকাই তো বড় হইয়া যুবতী হইয়াছে।"

"মহারাজ, এই প্রকারে যদিও মরণের সময় এক নামরূপ বিনষ্ট হয়...। এই কারণে সে স্বীয় কর্ম হইতে মুক্ত হয় না।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি এক গোয়ালা হইতে এক কলস দুগ্ধ ক্রয় করিল এবং 'আগামীকাল লইয়া যাইব' বলিয়া গোয়ালার কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল। সেই দুগ্ধ পরের দিন দধিতে পরিণত হইল। পরের দিন সেই ব্যক্তি আসিয়া গোয়ালাকে বলিল, 'আমার দুধের কলস দাও।' গোয়ালা সেই দধি তাহাকে দেখাইল। সে কহিল, 'আমি তোমা হইতে দধি ক্রয় করি নাই, আমার দুধের কলস দাও।' গোয়ালা বলিল, 'আমার অজ্ঞাতসারেই ওই দুগ্ধ স্বয়ং দধি হইয়া গিয়াছে।' মহারাজ, এই প্রকারে বিবাদমান দুইজন আপনার নিকট আসিলে আপনি কাহার দিকে রায় দিবেন?"

"ভন্তে, গোয়ালার দিকে।"

"কেন?"

"যদিও সে এইরূপ বলে তথাপি সেই দুগ্ধ হইতে দধি জন্মিয়াছে।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই যদিও মরণের সময় এক নামরূপ বিনষ্ট হয়...। এই কারণে সে স্বীয় কর্ম হইতে মুক্ত হয় না।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

নাগসেনের পুনর্জন্ম

৩২. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, আপনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন কি?"

"মহারাজ, বেশ, আপনার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী?"

"মহারাজ, আমি পূর্বেই বলিয়া দিয়াছি যে যদি সাংসারিক আসক্তি থাকে তবে জন্মগ্রহণ করিব, না থাকিলে করিব না।"

"ভন্তে, উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, কোনো লোক রাজার সন্তোষজনক কাজ করিল। রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে উচ্চপদে নিয়োগ করিলেন। সে উচ্চপদ লাভ করিয়া পঞ্চকামগুণযুক্ত হইয়া ভোগবিলাসে কাটাইতে লাগিল। যদি সে জনসাধারণকে বলে, 'রাজা আমার কোনো উপকার করিলেন না,' তবে কি

সে ন্যায্যবাদী হইবে?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী? আমি তো পূর্বেই বলিয়া দিয়াছি যে যদি সাংসারিক আসক্তি থাকে তবে জন্মগ্রহণ করিব, না থাকিলে করিব না।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

নাম ও রূপ পরস্পর আশ্রিত

৩৩. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, আপনি যে নামরূপ বলিতেছেন, তন্মধ্যে নাম কী আর রূপ কী?”

“মহারাজ, তাহাদের মধ্যে যাহা স্থূল তাহা রূপ (জড়); আর যে সমস্ত সূক্ষ্ম চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম আছে ইহারা নাম (চেতনা)।”

“ভন্তে নাগসেন, কী কারণে কেবল নাম কিংবা কেবল রূপ জন্মগ্রহণ করে না?”

“মহারাজ, নাম ও রূপ উভয়ে পরস্পর আশ্রিত (এক অপরকে বিনা বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না)। এই উভয়বিধ ধর্ম একত্রেই উৎপন্ন হয়।”

“ভন্তে নাগসেন, উপমা প্রদান করুন।”

“মহারাজ, যদি মুরগীর কলল (ডিমের শ্বেতাংশ) না হয়, তবে অণ্ড (কুসুম)ও হয় না। এখানে কলল ও অণ্ড পরস্পরাশ্রিত। এক সঙ্গেই উভয়ের উৎপত্তি হয়। এইরূপে মহারাজ, যেখানে নাম হয় না সে-স্থানে রূপও হয় না। নাম ও রূপ উভয়ে পরস্পর আশ্রিত, তাহাদের এক সঙ্গে উৎপত্তি হয়। এইরূপে ইহারা চিরকাল চলিতেছে।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

কালের বিষয়

৩৪. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, আপনি যে এখানে বলিলেন চিরকাল, এই কাল কী?”

“মহারাজ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে কাল বলে।”

“ভন্তে, সকল কাল আছে কি?”

“মহারাজ, কোনো কাল আছে, কোনো কাল নাই।”

“ভন্তে, কী কাল আছে, কী কাল নাই।”

“মহারাজ, যে সকল সংস্কার অতীত, বিগত, নিরুদ্ধ ও বিপরিণত

হইয়াছে, তাহাদের কাল নাই। যে সকল ধর্ম ফলস্বরূপ ও যাহারা ফলোৎপাদ-স্বভাবযুক্ত—যাহারা অন্য স্থানে পুনর্জন্ম প্রদান করে, তাহাদের জন্য কাল আছে। যে সকল সত্ত্ব মৃত্যুর পর অন্য স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জন্য কাল আছে। যে সকল সত্ত্ব মৃত্যুর পর অন্য স্থানে উৎপন্ন হয় না, তাহাদের জন্য কাল নাই। আর যে সকল সত্ত্ব পরিনির্বাপিত হইয়াছে, পরিনির্বাপিত হেতু তাহাদের জন্য কাল নাই।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত

তৃতীয় বর্গ

কালের মূল

৩৫. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের মূল কী?"

"মহারাজ, ইহাদের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা-প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নামরূপ, নামরূপ প্রত্যয় হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-প্রত্যয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ-প্রত্যয় হইতে বেদনা, বেদনা-প্রত্যয় হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-প্রত্যয় হইতে উপাদান, উপাদান-প্রত্যয় হইতে ভব, ভব-প্রত্যয় হইতে জন্ম এবং জন্ম-প্রত্যয় হইতে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দুশ্চিন্তা-হতাশা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে এই একমাত্র কালের পূর্বতম সীমা (কোথা হইতে কাল আরম্ভ হইয়াছে তাহা) জানা যায় না।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

কালের পূর্বসীমা

৩৬. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, আপনি বলিলেন যে, 'পূর্বসীমা জানা যায় না' তৎসম্বন্ধে উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, কোনো ব্যক্তি এক ক্ষুদ্র বীজ জমিতে বপন করে। সেই বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিয়া ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হইয়া বৃক্ষ হয়। তাহাতে ফল ধরে। সেই ফলের বীজ লইয়া আবার সে রোপণ করে। সেই বীজ হইতে আবার

অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হইয়া বৃক্ষ হয় এবং তাহাতে আবার ফল ধরে। মহারাজ, আপনি বলুন, এই (বীজাঙ্কুর) প্রবাহের অন্ত আছে কি?"

"নাই, ভন্তে!"

"মহারাজ, এইরূপ কালেরও পূর্বসীমা জানা যায় না।"

"ভন্তে, আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, মুরগী হইতে ডিম জন্মে, ডিম হইতে মুরগী জন্মে, আবার মুরগী হইতে ডিম হয়। এইরূপে এই প্রবাহের অন্ত আছে কি?"

"নাই, ভন্তে!"

"এইরূপই মহারাজ, কালের পূর্বসীমা জানা যায় না।"

"ভন্তে, আরও উপমা প্রদান করুন।"

স্থবির মাটির উপর এক চক্র অঙ্কিত করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এই চক্রেও অন্ত আছে কি?"

"নাই, ভন্তে!"

"মহারাজ, এইরূপে ভগবান এই সকলকে চক্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, চক্ষু ও রূপ (দৃশ্য) থাকিলে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যখন এই তিনের সঙ্গতি হয় তখন স্পর্শ উৎপন্ন হয়, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে কর্ম, কর্ম হইতে পুনরায় চক্ষু উৎপন্ন হয়। আচ্ছা, এই কার্যকারণ ধারায় অন্ত আছে কি?"

"নাই, ভন্তে!"

"শ্রোত্র ও শব্দ থাকিলে...। মন ও ধর্ম থাকিলে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তিনের মিলন হইলে স্পর্শ হয়। স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে কর্ম, কর্ম হইতে পুনরায় মন উৎপন্ন হয়। এইরূপে এই সন্ততির অন্ত আছে কি?"

"নাই, ভন্তে!"

"মহারাজ, এইরূপে কালের পূর্বসীমা জানা যায় না।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

পূর্বসীমার সন্ধান

৩৭. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, আপনি যে বলিলেন, 'পূর্বসীমা দেখা যায় না, সেই পূর্বসীমা কী?"

"মহারাজ, যাহা অতীতকাল তাহাই পূর্বসীমা।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি যে বলিলেন, 'পূর্বসীমা দেখা যায় না' সমস্ত পূর্বসীমাই দেখা যায় না কি?"

"মহারাজ, কিছু কিছু দেখা য়ায়, কিছু কিছু দেখা যায় না।"

"ভন্তে, কী কী দেখা যায়, আর কী কী দেখা যায় না?"

"মহারাজ, ইহার পূর্বে সম্পূর্ণরূপে, সর্বপ্রকারে অবিদ্যা ছিল না, (অতঃপর সম্ভূত হইয়াছে) এইরূপ পূর্বসীমা জানা যায় না। যদি কোনো বস্তু না থাকিয়া উৎপন্ন হয় এবং হইয়া বিলীন হয়, তবে তাহার পূর্বসীমা জানা যায়।"

"ভন্তে নাগসেন, যদি কোনো বস্তু না থাকিয়া উৎপন্ন হয় এবং হইয়া বিলীন হয়, তবে এই প্রকারে তাহা দুই দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয় না কি?"

"মহারাজ, হ্যাঁ, যদিও দুই দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয় তথাপি দুই দিক হইতে ছিন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে।"

"ভন্তে, হ্যাঁ তাহাও বৃদ্ধি পাইতে পারে। আমি ইহা জিজ্ঞাসা করি নাই। সেই সীমা হইতে (যে-স্থানে ছিন্ন হইয়াছে, সে স্থান হইতে) বৃদ্ধি পাইতে পারে কি না?"

"হ্যাঁ, বৃদ্ধি পাইতে পারে।"

"ভন্তে উপমা প্রদান করুন।"

স্থবির তাঁহাকে 'বীজ-বৃক্ষের উপমা দিয়া কহিলেন, "এই পঞ্চস্কন্ধ কেবল দুঃখপ্রবাহের বীজরাশি।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

সংস্কারের উৎপত্তি ও নিরোধ

৩৮. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, এমন কোনো সংস্কার আছে কি যাহা উৎপন্ন হয়?"

"হ্যাঁ মহারাজ, এমন সংস্কার আছে যাহা উৎপন্ন হয়।"

"সেইগুলি কী কী?"

"মহারাজ, চক্ষু ও রূপ থাকিলে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। চক্ষুবিজ্ঞান হইলে চক্ষু-সংস্পর্শ হয়, চক্ষু-সংস্পর্শ হইলে বেদনা, (অনুভূতি) হয়, বেদনা হইলে তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ণা হইলে উপাদান হয়, উপাদান হইলে ভব (কর্ম) হয়,

ভব হইলে জন্ম হয়, জন্ম হইলে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দুশ্চিন্তা-হতাশা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে কেবল এই দুঃখপুঞ্জের উৎপত্তি হয়।

মহারাজ, চক্ষু ও রূপ না থাকিলে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, চক্ষুবিজ্ঞান না থাকিলে চক্ষু-সংস্পর্শ হয় না, চক্ষু-সংস্পর্শ না থাকিলে বেদনা উৎপন্ন হয় না, বেদনা উৎপন্ন না হইলে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না, তৃষ্ণা উৎপন্ন না হইলে উপাদান উৎপন্ন হয় না, উপাদান উৎপন্ন না হইলে ভব উৎপন্ন হয় না, ভব উৎপন্ন না হইলে জন্ম উৎপন্ন হয় না, জন্ম উৎপন্ন না হইলে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দুশ্চিন্তা-হতাশা উৎপন্ন হয় না। এই প্রকারে কেবল এই দুঃখপুঞ্জের সম্পূর্ণ নিরোধ হইয়া যায়।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

ভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি

৩৯. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, এমন কোনো সংস্কার আছে কি যাহা অভাব হইতে উৎপন্ন হয়?"

"মহারাজ, এমন কোনো সংস্কার নাই যাহা অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। ভাব-প্রবাহ হইতেই সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে, উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, আপনি যে গৃহে বসিয়াছেন উহা কি অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে?"

"ভন্তে, এখানে এমন কোনো বস্তু নাই যাহা অভাব হইতে উৎপন্ন, ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই কাঠগুলি পূর্বে বনে ছিল, এই মাটি পৃথিবীতে ছিল নরনারীদের তজ্জন্য উদ্যমের ফলে এই গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে।"

"মহারাজ, এই প্রকারে এমন কোনো সংস্কার নাই যাহা অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। ভাব (অস্তিত্ব প্রবাহ) হইতে সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে, পুনরায় উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যে সকল বৃক্ষ-লতা পৃথিবী হইতে উঠিয়া ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া, বড় হইয়া, বৈপুল্যপ্রাপ্ত হইয়া ফুল ও ফল ধারণ করে, সেই সকল বৃক্ষলতা অভাব হইতে জাত হয় নাই, ভাব হইতে সেই বৃক্ষরাজী জন্মিয়াছে। মহারাজ, এই প্রকারে এমন কোনো সংস্কার নাই যাহা অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভাব হইতেই সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয়।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, কুম্ভকার পৃথিবী হইতে মাটি লাইয়া নানা ভাজন নির্মাণ করে। সেই ভাজনসমূহ অভাব হইতে উৎপন্ন হয় না, ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। মহারাজ, এই প্রকারে এমন কোনো সংস্কার নাই যাহা অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভাব হইতে সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয়।"

"পুনরায় উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, বীণার পত্র, চর্ম, কাঠের দ্রোণী, দণ্ড, গলদেশ, তন্ত্রীসমূহও প্রান্ত (কোণ) না থাকে এবং বাদক ব্যক্তির তজ্জন্য উদ্যম না থাকে তবে কোনো শব্দ বাহির হয় কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, আর, যখন বীণার পত্র চর্ম ইত্যাদি থাকে তখন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, তখন শব্দ বাহির হয়।"

"মহারাজ, এই প্রকারে এমন কোনো সংস্কার নাই যাহা অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভাব হইতে সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয়।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যদি অরণি (জ্বালানি) না থাকে, অরণি পোতক (ছোটো জ্বলানিকাঠ) না থাকে, মন্থনের রজ্জু না থাকে, আরও বেশি জ্বালানি না থাকে, চোলক (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা) না থাকে এবং তজ্জন্য মানুষের উদ্যমও না থাকে, তবে কি অগ্নি জ্বলিবে?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, আর যদি অরণি প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর সংযোগ হয় তবে?"

"ভন্তে, তখন অগ্নি জ্বলিবে।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই এমন কোনো সংস্কার নাই যাহা অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভাব হইতেই সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে, আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যদি আতস কাঁচ না থাকে, সূর্যরশ্মি না থাকে, আর শুষ্ক গোময় না থাকে তবে কি অগ্নি উৎপন্ন হইবে?"

"না ভন্তে!"

"আর মহারাজ, যদি আতস কাঁচ প্রভৃতি বস্তুর সংযোগ হয় তবে?"

"ভন্তে, তখন অগ্নি উৎপন্ন হইবে।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই এমন কোনো সংস্কার নাই যাহা অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভাব হইতেই সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে, পুনরায় উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যদি আয়না না থাকে, আভা না থাকে মুখও না থাকে তবে কি প্রতিবিম্ব পড়িবে?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, যদি আয়না প্রভৃতি সমস্ত থাকে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, তখন পড়িবে।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই এমন কোনো সংস্কার নাই, যাহা অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ভাব (প্রাক্তন ধারা) হইতে সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

কোনো জ্ঞাতা বা আত্মা নাই

৪০. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, কোনো জ্ঞাতা উপলব্ধ হয় কি?"

"মহারাজ, এই জ্ঞাতা কে?"

"ভন্তে, যে জীবাত্মা আমাদের ভিতরে থাকিয়া চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখে, কর্ণ দ্বারা শব্দ কোনো়, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, ত্বক দ্বারা স্পৃশ্যবস্তু স্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্ম (বিষয়) অবগত হয়—যেমন আমরা এখানে প্রাসাদে বসিয়া যেই যেই জানালা দ্বার দেখিতে ইচ্ছা করি সেই সেই জানালা দ্বার দেখিতে পারি—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের জানালা দিয়া দেখিতে পারি—সেইরূপ ভন্তে, আমাদের ভিতরে যেই জীবাত্মা আছে তিনি যেই যেই দ্বার দিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে সেই সেই দ্বার দিয়া দর্শন করে।"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, পঞ্চবিধ দ্বার সম্বন্ধে আলোচনা করিব, আপনি তাহা মনোযোগ-সহকারে শুনুন। যদি আমাদের ভিতরে স্থিত জীব চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, তবে আমরা যেমন প্রাসাদের এখানে বসিয়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের যেকোনো জানালা দ্বার ইচ্ছানুসারে বাহিরের রূপ মাত্র দেখিতে পারি, সেইরূপ আমাদের ভিতরে স্থিত জীবেরও কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল রূপ দর্শন হইত; চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন দ্বারা শব্দ শ্রুত হইত; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, কায় ও মন দ্বারা গন্ধ আঘ্রাত হইত; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, কায় ও মন দ্বারা রস আচ্ছদিত হইত; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, কায় ও মন দ্বারা স্পৃশ্য দ্রব্য স্পষ্ট হইত; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, কায় ও মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইত?"

"না ভন্তে, তাহা সম্ভব হয় না।"

"মহারাজ, তাহা হইলে আপনার পূর্বের উক্তির সহিত পরের এবং পরের উক্তির সহিত পূর্বের মিল হইতেছে না। মহারাজ, এই জানালাগুলি খুলিয়া দিলে আমরা যেমন প্রাসাদের এখানে বসিয়া উন্মুক্ত আকাশের সাহায্যে বহুর্মুখী হইয়া সমস্ত রূপ সুষ্ঠুভাবে দেখিতে পারি, সেইরূপ আমাদের ভিতরে স্থিত জীবের পক্ষে চক্ষু উৎপাটিত করিলে উন্মুক্ত আকাশের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে সমস্ত রূপ দর্শন করা উচিত; তদ্রুপ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক উৎপাটিত করিলে উন্মুক্ত আকাশের সাহায্যে আরও সুষ্ঠুভাবে শব্দ শ্রবণ করা, গন্ধ আঘ্রাণ করা, রস আস্বাদন করা ও স্পৃশ্য স্পর্শ করা উচিত?"

"না ভন্তে, তাহা হয় না।"

"মহারাজ, আপনার পূর্বের উক্তির সহিত পরের এবং পরের উক্তির সহিত পূর্বের মিল হইতেছে না।"

"মহারাজ, যদি এই 'দিন্ন' (নামক ব্যক্তি) বাহিরে গিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়ায় তবে আপনি কি জানিতে পারিবেন যে 'দিন্ন' বাহিরে দাঁড়াইয়াছেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, জানিতে পারিব।"

"মহারাজ, যদি 'দিন্ন' ভিতরে আসিয়া আপনার সামনে দাঁড়ায় তবে আপনি কি এই বিষয় জানিতে পারিবেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, জানিতে পারিব।"

"মহারাজ, এই প্রকার, আমাদের ভিতরে স্থিত সেই জীব জিহ্বাতে নিক্ষিপ্ত রসসমূহের অম্লত্ব, লবণত্ব, তিক্তত্ব, কটুত্ব, কষায়ত্ব বা মধুরত্ব জানিতে পারে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, জানিতে পারে।"

"সেই রস প্রবিষ্ট হইলে ভিতরে অবস্থিত জীব ইহার অম্লত্বাদি জানিতে পারে কি?"

"না ভন্তে, জানিতে পারে না।"

"মহারাজ, আপনার পূর্বাপর কথার সমঞ্জস্য থাকিতেছে না।"

"মহারাজ, যদি কোনো ব্যক্তি শত কলস মধু সংগ্রহ করাইয়া মধু দ্রোণী পূর্ণ করাইয়া ভালোভাবে মুখ বাঁধিয়া কোনো ব্যক্তিকে তাহাতে ডুবাইয়া রাখে তবে সে জানিতে পারিবে কি মধু সুস্বাদ অথবা বিস্বাদ?"

"না ভন্তে, জানিতে পারিবে না।"

"কেন?"

"যেহেতু ভন্তে, মধু তাহা প্রবেশ করে নাই।"

"মহারাজ, আপনার পূর্বাপর কথায় মিল হইতেছে না।"

"ভন্তে, আপনার ন্যায় পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিতে আমি সমর্থ নহি। সাধু ভন্তে, প্রকৃত অর্থ বলুন।"

তখন স্থবির অভিধর্মানুকূল আলোচনায় রাজা মিলিন্দকে বুঝাইলেন, "মহারাজ, চক্ষু এবং রূপের মিলন হইলে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। উহার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয়, মনস্কার প্রভৃতি ধর্ম প্রত্যয়বশে উৎপন্ন হয়। এই ক্ষেত্রে কোনো জ্ঞাতা বা আত্মার উপলব্ধি হয় না। এই প্রকারে কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। এই সকল ধর্ম একের সহিত অপরের সংযোগে উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে কোনো জ্ঞাতা আত্মা নাই।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

চক্ষুবিজ্ঞানাদির সহিত মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ

৪১. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, যে-স্থানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সে-স্থানে মনোবিজ্ঞান ও উৎপন্ন হয় কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, যে-স্থানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সে-স্থানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে, প্রথমে কী উৎপন্ন হয়, চক্ষুবিজ্ঞান না মনোবিজ্ঞান?"

"মহারাজ, প্রথমে চক্ষুবিজ্ঞান এবং পরে মনোবিজ্ঞান।"

"ভন্তে নাগসেন চক্ষুবিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞানকে আদেশ করে—'যে-স্থানে আমি উৎপন্ন হইব, তুমিও সে-স্থানে উৎপন্ন হইবে?' অথবা মনোবিজ্ঞান চক্ষুবিজ্ঞনাকে বলে, 'যে-স্থানে তুমি উৎপন্ন হইবে আমিও সে-স্থানে উৎপন্ন হইব'?"

"না মহারাজ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো আলাপ হয় না।"

"ভন্তে, তাহা হইলে কী প্রকারে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়?"

"মহারাজ, উহাদের মধ্যে (১) নিম্নতা, (২) দ্বারত্ব, (৩) পরিচীর্ণত্ব ও (৪) ব্যবহারত্ব সম্পর্কের জন্যই ইহা ঘটে।"

"ভন্তে নাগসেন, নিম্নত্ব হেতু কী প্রকারে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান হয় সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় তাহা উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, বলুন তো বৃষ্টি বর্ষিত হইলে জল কোনো দিকে যায়?"

"ভন্তে, যে-দিকে নিম্ন সে-দিকে জল প্রবাহিত হয়।"

"পুনরায় অন্য সময়ে বৃষ্টি হইলে সেই জল কোনো দিকে যাইবে?"

"ভন্তে, পূর্ব জল যে দিকে গিয়াছে ইহাও সেদিকে যাইবে।"

"মহারাজ, পূর্বের জল কি পরের জলকে আদেশ করে—'আমি যে দিকে প্রবাহিত হইতেছি তুমিও সেদিকে প্রবাহিত হও?' অথবা পরের জল পূর্ব জলকে বলে, 'তুমি যে দিকে যাইবে আমিও সেদিকে যাইব'?"

"না ভন্তে, উহাদের পরস্পরের মধ্যে সেরূপ আলাপ হয় না। জমি নিচ বলিয়াই সেদিকে প্রবাহিত হয়।"

"মহারাজ, এই প্রকারে নিম্নত্ব হেতু যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়; চক্ষুবিজ্ঞানও মনোবিজ্ঞানকে আদেশ করে না—'আমি যেখানে উৎপন্ন হইব, তুমিও সেখানে উৎপন্ন হইবে।' আবার মনোবিজ্ঞানও চক্ষুবিজ্ঞানকে বলে না—'যেখানে তুমি উৎপন্ন হইবে, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব।' এইরূপ তাহাদের মধ্যে পরস্পর কোনো আলাপ হয় না। নিম্নত্ব হেতুই উৎপন্ন হয়।"

৪২. "ভন্তে, দ্বারত্ব হেতু কী প্রকারে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় তাহার উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, কোনো রাজার সীমান্ত নগর আছে যাহার দৃঢ় প্রাকার ও তোরণযুক্ত একমাত্র দ্বার আছে। যদি কোনো ব্যক্তি তাহা হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা করে কী প্রকারে বাহির হইব?"

"ভন্তে, ওই দরজা দিয়া বাহির হইবে।"

"মহারাজ, যদি অপর ব্যক্তি বাহির হইতে চায় তবে কোন দিক দিয়া বাহির হইবে?"

"ভন্তে, পূর্ব ব্যক্তি যে দিক দিয়া বাহির হইয়াছে সে দিক দিয়াই বাহির হইবে।"

"মহারাজ, কেন, এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি কি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আদেশ করে—'আমি যে দিকে বাহির হই তুমিও সেদিকে বাহির হও' অথবা দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বলে—'তুমি যে দিকে বাহির হও আমিও সেদিকে বাহির হইব'?"

"না ভন্তে, আমাদের মধ্যে কোনো আলাপ হয় না। একটি মাত্র দরজা থাকিলে যাহা দিয়া একজন বাহির হয় অপর জনও তাহা দিয়া বাহির হয়।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই, দ্বারত্ব হেতু যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়, উহাদের মধ্যে উপরিউক্তরূপ কোনো আলাপ হয় না।"

৪৩. "ভন্তে, পূর্বাচরিত স্বভাব হেতু কিরূপে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান হয় সেখানে মনোবিজ্ঞানও হয় তাহা উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যদি একটি গরুর গাড়ি আগে যায় তবে পরের গরুর গাড়িটি কোনো দিকে যাইবে?"

"ভন্তে, যে দিকে আগের গাড়ি গিয়াছে পরের গাড়িও সেদিকে যাইবে।"

"মহারাজ, কেন আগের গাড়ি কি পরের গাড়িকে আদেশ করে—'আমি যে দিকে যাইতেছি তুমিও সেদিকে যাইবে।' অথবা পরের গাড়ি আগের গাড়িকে বলে—'তুমি যে দিকে যাইবে আমিও সেদিকে যাইব'?"

"না ভন্তে, উহাদের মধ্যে এমন কোনো আলাপ হয় না, (গরুদের) এইরূপ স্বভাববশত একে অপরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই, পূর্বাচরিত স্বভাববশত যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে উপরিউক্তরূপ কোনো আলাপ হয় না।"

৪৪. "ভন্তে, সমব্যবহারবশত কী প্রকারে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় তাহার উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, মুদ্রা, গণনা, সংখ্যা ও লিপি প্রভৃতি শিল্প বিষয়ে নতুন শিক্ষার্থীর সংশয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু সাবধানে পুনঃপুন ব্যবহারের ফলে সেই সংশয় বিদূরিত হয় (অপর শিক্ষার্থীরও এইরূপ হয়, তাহা পরস্পরের আদেশে হয় না)। সেইপ্রকার পুনঃপুন ব্যবহারের ফলে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়।... তাহাদের মধ্যে উপরিউক্তরূপ কোনো আলাপ হয় না। সমব্যবহারবশত উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

৪৫. "ভন্তে নাগসেন, যেখানে শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় কি?" [চক্ষুবিজ্ঞান সদৃশ উত্তর হইবে]। যেখানে ঘ্রাণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় যেখানে জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় কি?" [চক্ষুবিজ্ঞান সদৃশ উত্তর হইবে]। যেখানে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, যেখানে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়।"

৪৬. "ভন্তে নাগসেন, প্রথমে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং পরে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, না প্রথমে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং পরে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?"

"মহারাজ, কায়বিজ্ঞান প্রথমে উৎপন্ন হয় এবং পরে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, কায়বিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞানকে বলে [ইত্যাদি পূর্ববৎ]?"

"না মহারাজ,... তাহাদের মধ্যে পরস্পর কোনো আলাপ হয় না। সমব্যবহারবশত উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

৪৭. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, যেখানে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেখানে স্পর্শ এবং বেদনাও উৎপন্ন হয় কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, যেখানে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেখানে স্পর্শ ও উৎপন্ন হয়, বেদনা, চেতনা, বিতর্ক এবং বিচারও উৎপন্ন হয়। স্পর্শ প্রমুখ সকল ধর্ম সেখানে উৎপন্ন হয়।"

স্পর্শের লক্ষণ (স্বভাব)

৪৮. "ভন্তে নাগসেন, স্পর্শের লক্ষণ কী?'

"মহারাজ, স্পর্শ করাই স্পর্শের লক্ষণ।"

"ভন্তে, উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন দুই ভেড়া যুদ্ধ করে তাহাদের এক ভেড়াকে চক্ষুর ন্যায় অপর ভেড়াকে রূপের ন্যায় বুঝিতে হইবে। উহাদের যেমন সংযোগ তেমন স্পর্শকে জানিতে হইবে।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন কোনো লোক দুই হাতে তালি বাজায়, উহাদের মধ্যে এক হাতকে চক্ষুর ন্যায় অপর হাতকে রূপের ন্যায় বুঝিতে হইবে। স্পর্শকে উহাদের সংযোগের ন্যায় জানিতে হইবে।

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যদি কেহ করতাল বাজায়, তবে তাহাদের এক করতালকে চক্ষু ও অপরটিকে রূপ সদৃশ জানিতে হইবে। তাহাদের সংযোগের ন্যায় স্পর্শকে জানিতে হইবে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

বেদনার লক্ষণ

৪৯. "ভন্তে নাগসেন, বেদনার লক্ষণ কী?"

“মহারাজ, অনুভূতি ও সংবেদন বেদনার লক্ষণ।”

“উপমা প্রদান করুন।”

“মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি রাজার পরিচর্যা করে, রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে উচ্চ পদাধিকার দেয়। সে সেই অধিকার-হেতু পঞ্চ কাম্য বিষয়ে সমর্পিতচিত্ত হইয়া পরিতৃপ্তি-সহকারে বাস করে। তাহার মনে হয়—‘আমি পূর্বের রাজার পরিচর্যা করিয়াছিলাম, যাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা আমাকে উচ্চ পাদাধিকার দিয়াছেন। সেই কারণে তখন হইতে আমি এইরূপ সুখানুভব করিতেছি।’ মহারাজ, যেকোনো ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করিয়া দেহত্যাগের পর সুগতিপরায়ণ হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সে তথায় দিব্য পঞ্চকাম উপভোগ করে। তাহার মনে এই চিন্তা হয়—‘আমি পূর্বে পুণ্যকর্ম করিয়াছি। সেই কারণে আমি এইরূপ সুখভোগ করিতেছি।’ মহারাজ, এই প্রকারেই অনুভব ও সংবেদন বেদনার লক্ষণ।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

সংজ্ঞার লক্ষণ

৫০ . “ভন্তে, সংজ্ঞার লক্ষণ কী?”

“মহারাজ, সংজানন বা উপলব্ধি সংজ্ঞার লক্ষণ।”

“কাহার সংজানন বা উপলব্ধি?”

“যেমন নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, গাঢ, রক্তিম প্রভৃতি রং কে (লোকে দেখিয়াই) জানিতে পারে, মহারাজ, এইরূপ জানা বা উপলব্ধিই সংজ্ঞার লক্ষণ।”

“উপমা প্রদান করুন।”

“মহারাজ, যেমন রাজার ভাণ্ডাগারিক ভাণ্ডাগারে প্রবেশ করিয়া রাজ সম্পদ নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি স্তূপসমূহ দেখিয়া জানিতে ও চিনিতে পারে, মহারাজ, সেইরূপ জানাই সংজ্ঞার লক্ষণ।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

চেতনার লক্ষণ

৫১. “ভন্তে চেতনার লক্ষণ কী?”

“মহারাজ, চিন্তা করা এবং মানসিক কর্ম প্রস্তুত করাই চেতনার লক্ষণ।”

“উপমা প্রদান করুন।”

"মহারাজ, কোনো ব্যক্তি বিষ প্রস্তুত করিয়া নিজেও পান করে, অন্যদেরও পান করায়; এবং সে নিজেও দুঃখ ভোগ করে অন্যদেরও দুঃখ দেয়। মহারাজ, এই প্রকারে কোনো কোনো লোক পাপকর্ম চেতনা দ্বারা সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি অধঃপাত ও নরকে উৎপন্ন হয়। যাহারা তাহার অনুস্মরণ করে তাহারাও... নরকে উৎপন্ন হয়।

মহারাজ, পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড় প্রভৃতি একত্রে প্রস্তুত করিয়া নিজেও পান করে, অন্যদেরও পান করায়; সে নিজেও সুখী হয় এবং অন্যদেরও সুখী করে। এইরূপই মহারাজ, কোনো কোনো লোক পুণ্যকর্ম চেতনা দ্বারা সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর পর সুগতি ও স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। মহারাজ, এই প্রকারেই চিন্তা করা এবং মানসিক কর্ম প্রস্তুত করাই চেতনার লক্ষণ।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

বিজ্ঞানের লক্ষণ

৫২. "ভন্তে নাগসেন, বিজ্ঞানের লক্ষণ কী?"

"মহারাজ, বিশেষরূপে জানা' বিজ্ঞানের লক্ষণ।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন নগর-রক্ষক চৌরাস্তার মধ্যে বসিয়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে আগত ব্যক্তিকে দর্শন করে, সেইরূপ মহারাজ, লোকে চক্ষু দ্বারা যেই রূপ দেখে তাহা বিজ্ঞান দ্বারা বিশেষভাবে জানে। তদ্রুপ কর্ণ দ্বারা যে শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা দ্বারা যে গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা যেই রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা যেই স্পৃশ্য স্পর্শ করে এবং মন দ্বারা যেই ধর্ম জানে তাহা বিজ্ঞান দ্বারা বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়। মহারাজ, এই প্রকারে 'বিশেষরূপে জানা' বিজ্ঞানের লক্ষণ।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

বিতর্কের লক্ষণ

৫৩. "ভন্তে নাগসেন বিতর্কের লক্ষণ কী?

"মহারাজ, কোনো এক বস্তুর উপর চিন্তাকে নিবদ্ধ রাখাই বিতর্কের লক্ষণ।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন সূত্রধর সুমার্জিত কাষ্ঠখণ্ডকে সন্ধিস্থলে সংলগ্ন করে সেইরূপ কোনো এক বস্তুর উপর চিন্তাকে নিবদ্ধ রাখাই বির্তকের লক্ষণ।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

বিচারের লক্ষণ

৫৪. "ভন্তে, বিচারের লক্ষণ কী?"

"মহারাজ, অনুমার্জন বা আঘাত করণই বিচারের লক্ষণ।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন কোনো কাঁসার থালাকে আঘাত করিলে উহা অনুরব করে, শব্দ করে। মহারাজ, এই ক্ষেত্রে আঘাত হইতেছে বিতর্ক এবং অনুরবকে বিচাররূপে জানিতে হইবে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত

চতুর্থ বর্গ

স্পর্শাদি ধর্মসমূহ অবিভাজ্য

৫৫. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, এই সম্মিলিত চেতন ধর্মসমূহের পৃথকত্ব ভিন্ন ভিন্নভাবে বিভাগ করিয়া দেখাইতে পারা যায় কি?" যেমন : ইহা স্পর্শ, ইহা চেতনা, ইহা বিজ্ঞান, ইহা বির্তক ও ইহা বিচার?"

"মহারাজ, এইরূপে দেখাইতে পারা যায় না।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, রাজার পাচক যদি যুষ বা রস প্রস্তুত করে সে তথায় দধি, লবণ, আদা, জিরা, মরিচ প্রভৃতি অনেক জিনিস প্রদান করে; রাজা যদি তাহাকে বলেন, 'আমাকে দধির রস পৃথক করিয়া দাও, লবণের রস পৃথক করিয়া দাও, আদা, জিরা ও মরিচ প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত সকল জিনিসের রস পৃথক করিয়া দাও'। মহারাজ, তবে সে এই সকল সম্মিলিত রসের এক রস পৃথক করিয়া দিতে সমর্থ হইবে কি?" যেমন : অম্ল, মধু, তিক্ত, কষায়, লবণ অথবা কটু?"

"না ভন্তে,... তথাপি সমস্ত রস নিজ নিজ লক্ষণানুসারে উহাতে বিদ্যমান

থাকে।”

“মহারাজ, এইরূপেই সেই সম্মিলিত চেতন ধর্মসমূহের পৃথকত্ব ভিন্ন ভিন্নভাবে ভাগ করিয়া দেখাইতে পারা যায় না। অথচ সমস্ত চেতন-ধর্ম নিজ নিজ লক্ষণানুসারে বিদ্যমান থাকে।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

নাগসেনের প্রশ্ন

৫৬. স্থবির কহিলেন, “মহারাজ, লবণ চোখে দেখিয়া জানা যায় কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে, জানা যায়।”

“মহারাজ, সুষ্ঠুরূপে বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবেন।”

“ভন্তে, জিহ্বা দ্বারা জানা যায় কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, জিহ্বা দ্বারা জানা যায়।”

“ভন্তে, সর্ববিধ লবণ জিহ্বা দ্বারা জানা যায় কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, সর্ববিধ লবণ জিহ্বা দ্বারা জানা যায়।”

“ভন্তে, যদি তাহা হয় তবে কী কারণে উহা গরুর গাড়িতে তুলিয়া বহন করে? কেবল লবণই বহন করা উচিত নহে কি?”

“মহারাজ, কেবল লবণ আহরণ করা সম্ভব নহে। যেহেতু লবণ ও উহার গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও একসঙ্গে এমনভাবে মিলিত আছে যে পৃথক করা সম্ভব নহে।”

“মহারাজ, লবণ তুলা-যন্ত্রে মাপিতে পারা যায় কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে, মাপা যায়।”

“না মহারাজ, লবণ তুলা-যন্ত্রে তুলিয়া মাপা যায় না; কেবল উহার গুরুত্ব মাপা যায়।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত

লক্ষণ-প্রশ্ন সমাপ্ত

বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন

প্রথম বর্গ

পঞ্চায়তন নানা কর্ম-সমুৎপন্ন

১. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, এই যে পঞ্চ আয়তন (ইন্দ্রিয়), এইগুলি বিভিন্ন কর্ম দ্বারা কিংবা এক কর্ম দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে?

"মহারাজ, বিভিন্ন কর্ম দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, এক কর্ম দ্বারা নহে।"

"ভন্তে, উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, আপনি কী মনে করেন, যদি একই ক্ষেত্রে নানাবিধ বীজ বপন করা হয়, তবে সেই নানাবিধ বীজ হইতে নানা ফল উৎপন্ন হইবে না কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, হইবে।"

"মহারাজ, এই প্রকার এই যে পঞ্চ আয়তন, এইগুলি নানা কর্ম দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এক কর্ম দ্বারা নহে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

কর্মের নানাত্ব হেতু বৈষম্য

২. রাজা বলিলেন, 'ভন্তে নাগসেন, কী কারণে সকল মানুষ সমান নহে—কেহ অল্পায়ু, কেহ দীর্ঘায়ু, কেহ বহুরোগসম্পন্ন, কেহ নীরোগ, কেহ কুশ্রী, কেহ সুশ্রী, কেহ দুর্বল, কেহ শক্তিমান, কেহ ধনহীন, কেহ মহাধনী, কেহ নীচ কুলীন, কেহ উচ্চ কুলীন, কেহ নির্বোধ, কেহ প্রজ্ঞাবান?"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, কী কারণে সকল বৃক্ষ সমান নহে—কিছু অম্ল, কিছু লবণাক্ত, কিছু তিক্ত, কিছু কটু, কিছু কষায় ও কিছু মধুর রসযুক্ত?

"ভন্তে, মনে হয় বীজের নানাত্ব হেতু।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই কর্মের নানাত্ব হেতু সকল মানুষ সমান হয় না—কেহ অল্পায়ু, কেহ দীর্ঘায়ু, কেহ বহুরোগযুক্ত, কেহ নীরোগ, কেহ কুশ্রী, কেহ সুশ্রী, কেহ দুর্বল, কেহ শক্তিমান, কেহ ধনহীন, কেহ মহাধনী, কেহ নীচ কুলীন, কেহ উচ্চ কুলীন, কেহ নির্বোধ, কেহ প্রজ্ঞাবান।

মহারাজ, ভগবানও ইহা বলিয়াছেন. 'হে মানব, সকল জীব নিজ নিজ

কর্মফলই ভোগ করে, সকল জীব নিজ নিজ কর্মেরই উত্তরাধিকারী, নিজের কর্মানুসারেই বিভিন্ন যোনীতে উৎপন্ন হয়, নিজের কর্মই নিজের বন্ধু, নিজের কর্মই নিজের আশ্রয়; কর্মই প্রাণীগণকে হীন কিংবা উত্তমরূপে বিভাগ করিয়া থাকে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

পূর্বপ্রচেষ্টা কার্যকরী

৩. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন—'এই বর্তমান দুঃখ যাহাতে নিরুদ্ধ হয়, অপর দুঃখ যাহাতে উৎপন্ন না হয়, মহারাজ, তজ্জন্য আমাদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ।' কিন্তু পূর্বেই প্রচেষ্টার প্রয়োজন কি? আসন্নকালে প্রচেষ্টা করা উচিত নহে কি?

স্থবির বলিলেন, "মহারাজ, আসন্নকালের প্রচেষ্টা কার্যকরী হয় না, পূর্বের প্রচেষ্টাই কার্যকরী হয়।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, আপনি কী মনে করেন, যখন আপনি পিপাসিত হইবেন তখন কি 'জলপান করিব' বলিয়া কূপ কিংবা পুষ্করিণী খনন করাইবেন?

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, এই প্রকারেই আসন্নকালের প্রচেষ্টা কার্যকরী হয় না, পূর্বের প্রচেষ্টাই কার্যকরী হয়।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, আপনি কী মনে করেন, যখন আপনি ক্ষুধার্ত হইবেন তখন কি আপনি ভাত খাইবার নিমিত্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করাইবেন, বীজ বপন করাইবেন, ও ধান্য আহরণ করাইবেন?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, সেইরূপ আসন্নকালের উদ্যম কার্যকরী হয় না, পূর্বের উদ্যমই কার্যকরী হয়।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, আপনি কী মনে করেন, যখন সংগ্রাম আরম্ভ হয় তখন কি আপনি পরিখা খনন করাইবেন, প্রাকার নির্মাণ করাইবেন, নগরদ্বার তৈয়ার করাইবেন, অট্টালিকা প্রস্তুত করাইবেন এবং রসদ সংগ্রহ করাইবেন? তখন কি আপনি হস্তী, অশ্ব, রথও ধনুবিদ্যা শিক্ষা করিবেন?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, এই প্রকারেই আসন্ন প্রচেষ্টা কার্যকর হয় না, পূর্বের প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়।"

"মহারাজ, ভগবানও ইহা বলিয়াছেন :

'বিজ্ঞ লোক যাহা নিজের হিতকর বলিয়া বুঝিবেন, তাহা বিচার করিয়া পরাক্রম-সহকারে পূর্বেই সম্পাদন করিবেন। শাকটিক (শকট চালক) চিন্তায় চলিবেন না। শাকটিক যেমন সমান প্রশস্তপথ ছাড়িয়া বিষম পথে চলিয়া গাড়ি অক্ষছিন্ন হওয়ায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি ধর্মভ্রষ্ট হইয়া অধর্মের অনুসরণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অক্ষছিন্ন-শকট চালকের ন্যায় শোক করিতে থাকে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

নরকাগ্নি উষ্ণতর

৪. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলেন, স্বাভাবিক অগ্নি অপেক্ষা নরকের অগ্নি অধিকতর উষ্ণ। সাধারণ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ক্ষুদ্র পাষাণ সারাদিন প্রজ্জ্বলিত হইলেও বিগলিত হয় না অথচ কূটাগার সদৃশ পাষাণও নরকাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে মুহূর্তের মধ্যে গলিয়া যায়, এই কথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনারা ইহাও বলেন, যে সকল প্রাণী তথায় উৎপন্ন হয় তাহারা অনেক শত সহস্রবর্ষ নরকে প্রজ্জ্বলিত হইলেও বিগলিত হয় না, এই কথাও আমি বিশ্বাস করি না।"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, আপনি কী মনে করেন, মকর, কুম্ভীর, কচ্ছপ, ময়ূর ও কবুতরের স্ত্রী জাতিরা শক্ত পাথর ও কঙ্কর খায়?"

"হ্যাঁ ভন্তে, খায়।"

"কেমন, সেই সকল তাহাদের পেটে হজম হয় কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, হজম হয়।"

"তাহাদের উদরে যে গর্ভ হয় তাহা হজম হয় কি?"

"না ভন্তে!"

"কারণ কী?"

"ভন্তে, মনে হয় স্বীয় কর্মপ্রভাবেই বিনষ্ট হয় না।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই স্বীয় কর্মপ্রভাবেই নরকগামী জীবগণ অনেক শতসহস্র বর্ষব্যাপী নরকে পরিপক্ব হইয়াও কিন্তু বিনষ্ট হয় না। মহারাজ,

ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, সেই পাপকর্ম যতদিন শেষ না হয় ততদিন তথায় পাপীর মৃত্যু হয় না।

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, আপনি কী মনে করেন, যে সকল সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী ও কুকুরের স্ত্রী জাতিরা আছে তাহারা শক্ত অস্থি মাংস খায়?"

"হ্যাঁ ভন্তে, খায়।"

"সেই সকল তাহাদের উদরে জীর্ণ হয় কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, হয়।"

"তাহাদের উদরে যে গর্ভ হয় তাহাও কি জীর্ণ হয়?"

"না ভন্তে!"

"কেন?"

"ভন্তে, মনে হয় স্বীয় কর্মপ্রভাবেই জীর্ণ হয় না।"

"মহারাজ, এই প্রকারে স্ব স্ব কর্মপ্রভাবে নরকের প্রাণীরা অনেক শতসহস্র বর্ষ নরকে পরিপক্ব হইলেও তথায় বিনষ্ট হয় না।"

"পুনরায় উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, আপনি কী মনে করেন, যে সকল সুকোমল যবন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি মহিলারা আছে তাহারা শক্ত খাদ্য-মাংসাদি খায়?"

"হ্যাঁ ভন্তে, খায়।"

"মহারাজ, তাহাদের উদরে গিয়া সে সকল হজম হয় কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, হজম হয়।"

"তাহাদের উদরে যে গর্ভ হয় তাহাও কি হজম হয়?"

"না ভন্তে!"

"কেন?"

"ভন্তে, মনে হয় স্বীয় কর্মপ্রভাবেই হজম হয় না।"

"মহারাজ, এই প্রকারে স্ব স্ব কর্মপ্রভাবেই নরকের প্রাণীগণ অনেক শতসহস্র বর্ষব্যাপী তথায় পরিপক্ব হইলেও বিনষ্ট হয় না।" ভগবানও ইহা বলিয়াছেন 'যতদিন তাহার পাপকর্ম শেষ হইবে না ততদিন তাহার মৃত্যু হইবে না।'

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা

৫. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলেন 'এই মহাপৃথিবী জলে প্রতিষ্ঠিত, জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত এবং বায়ু আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এই বাক্যও আমি সমর্থন করি না।"

স্থবির ধর্মকরক দ্বারা জল লইয়া রাজা মিলিন্দকে বুঝাইলেন, "মহারাজ, এই জল যেমন বায়ু দ্বারা স্থিত আছে, সেইরূপ সেই জলও বায়ুর দ্বারা স্থিত থাকে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

নিরোধই নির্বাণ

৬. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, নিরোধ কি নির্বাণ?"

"হ্যাঁ মহারাজ, নিরোধই নির্বাণ।"

"ভন্তে নাগসেন, নিরোধই নির্বাণ, ইহা কী প্রকার?"

"মহারাজ, সমস্ত অজ্ঞ প্রাকৃতজন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উপভোগে রত হয়, উহাকে অভিনন্দন করে, উহার প্রশংসা করে এবং উহাতে নিমজ্জিত থাকে। তাহারা সেই স্রোতে ভাসিয়া যায়। বারবার জন্মগ্রহণ করে, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও মনস্তাপ হইতে মুক্ত হয় না। আমি বলি তাহারা দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় না।

মহারাজ, পক্ষান্তরে জ্ঞানবান আর্যশ্রাবক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উপভোগে রত হন না, তাহাকে অভিনন্দন করেন না, প্রশংসা করেন না এবং উহাতে নিমগ্ন হন না। তদ্ধেতু তাঁহার তৃষ্ণার নিরোধ হয়, তৃষ্ণা নিরোধের ফলে উপাদান নিরোধ (আসক্তি) নিরুদ্ধ হয়, উপাদান নিরুদ্ধ হইলে ভব (কর্ম) নিরুদ্ধ হয়, ভব নিরুদ্ধ হইলে জন্ম নিরুদ্ধ হয়, জন্ম নিরোধ হইলে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও মনস্তাপ নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে তাঁহার যাবতীয় দুঃখরাশির অবসান হয়। মহারাজ, এইরূপে নিরুদ্ধ হওয়াই নির্বাণ।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

নির্বাণ লাভ

৭. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, সকল লোকই কি নির্বাণ লাভ করে?"

"না মহারাজ, সকলেই নির্বাণ লাভ করে না, অথচ যিনি সম্যকরূপে

ধর্মপথে চলেন, জানিবার যোগ্য ধর্মসমূহ জানেন, পরিজ্ঞেয় ধর্মসমূহ পরিজ্ঞাত হন, পরিত্যাজ্য বস্তু পরিত্যাগ করেন, অনুশীলনীয় ধর্মসমূহ নিজের মধ্যে অনুশীলনীয় করেন ও প্রত্যক্ষ করণীয় ধর্মসমূহকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন, কেবল তিনিই নির্বাণ লাভ করেন।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

নির্বাণসুখ জানা

৮. রাজা বলিলেন, “ভন্তে, যে ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করে না সে নির্বাণসুখ জানিতে পারে কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, যে নির্বাণ লাভ করে না সেও নির্বাণ সুখ জানিতে পারে।”

“ভন্তে, নিজে লাভ না করিয়া কী প্রকারে নির্বাণ সুখ জানিতে পারে?”

“মহারাজ, যাহাদের হস্ত-পদ কখনো ছিন্ন হয় নাই, তাহারা হস্ত-পদ ছেদন দুঃখ কি তাহা জানিতে পারে কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে, জানিতে পারে।”

“কী প্রকারে জানিতে পারে?”

“ভন্তে, হস্ত-পদ ছিন্ন অন্য লোকের রোদন শব্দ শুনিয়া তাহারা জানিয়া থাকে যে ইহাতে দুঃখ হয়।”

“মহারাজ, এই প্রকারেই, যাহাদের নির্বাণ-দর্শন হইয়াছে তাহাদের সন্তোষজনক শব্দ শুনিয়া সে জানিতে পারে যে নির্বাণ সুখ।”।

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

[প্রথম বর্গ সমাপ্ত]

দ্বিতীয় বর্গ

বুদ্ধের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্কা

৯. রাজা বলিলেন,“ভন্তে নাগসেন, আপনি ভগবান বুদ্ধকে দেখিয়াছেন?”

“না মহারাজ!”

“আপনার আচার্যগণ বুদ্ধকে দেখিয়াছেন?”

“না মহারাজ!”

“ভন্তে, তাহা হইলে বুদ্ধ ছিলেন না?”

“মহারাজ, হিমালয় পর্বতে ‘উহা’ নামক নদী আপনি দেখিয়াছেন?”

“না ভন্তে!”

“আপনার পিতৃপুরুষ উহা নদী দেখিয়াছেন?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, তাহা হইলে উহা নদী কি নাই?”

“আছে, ভন্তে, আমি কিংবা আমার পিতা না দেখিলেও সেই নদী আছে।”

“মহারাজ, সেই প্রকার, যদিও আমি কিংবা আমার আচার্যগণ ভগবান বুদ্ধকে দেখি নাই তথাপি তিনি ছিলেন।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

বুদ্ধ অনুত্তর

১০. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, ভগবান বুদ্ধ অনুত্তর (শ্রেষ্ঠতম) কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, ভগবান অনুত্তর।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি তাঁহাকে না দেখিয়াই কী প্রকারে বলিতে পারেন যে বুদ্ধ অনুত্তর?”

“মহারাজ, আপনি কী মনে করেন যাহারা মহাসমুদ্র দেখে নাই তাহারা কি জানিতে পারে যে উহা বিশাল, গভীর, অপরিমেয় এবং অগাধ—এবং যাহাতে গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই পঞ্চ মহানদী গিয়া সর্বদা পতিত হইতেছে? উহার ঊনত্ব বা পূর্ণত্বও জানিতে পারে কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে, জানিতে পারে।”

“মহারাজ, এই প্রকারই, তাঁহার নির্বাণপ্রাপ্ত বড় বড় শিষ্যগণকে দেখিয়া জানিতে পারি যে ভগবান অনুত্তর।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

বুদ্ধের অনুত্তরত্ব সম্বন্ধে জানা

১১. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, ‘বুদ্ধ অনুত্তর’ ইহা জানা যায় কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, জানা যায়।”

“ভন্তে নাগসেন, কী প্রকারে জানা যায় যে বুদ্ধ অনুত্তর?”

“মহারাজ, অতীতকালে তিষ্য স্থবির নামে এক বিখ্যাত লেখকাচার্য

ছিলেন। বহু বর্ষ পূর্বে তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে লোকে কী প্রকারে জানে?"

"ভন্তে, তাঁহার লেখার দ্বারা।"

"মহারাজ, এই প্রকারে যিনি ধর্মকে দেখেন তিনি ভগবানকে দেখেন; কেননা ভগবানই ধর্মোপদেশ করিয়াছিলেন।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

ধর্ম দর্শন

১২. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, আপনি কি ধর্ম দর্শন করিয়াছেন?"

"মহারাজ, বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে তাঁহার শিক্ষাপ্রণালি শ্রাবকদের সারা জীবন আচরণ করিতে হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

সংক্রমণ বিনা প্রতিসন্ধি

১৩. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, সংক্রমণ বিনা পুনর্জন্ম হয় কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, সংক্রমণ বিনা পুনর্জন্ম হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, তাহা কী প্রকারে সম্ভব? উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি এক প্রদীপ হইতে অপর প্রদীপ জ্বালায় তবে প্রথম প্রদীপ হইতে দ্বিতীয় প্রদীপ সংক্রমণ করে?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, এই প্রকারেই, সংক্রমণ বিনা পুনর্জন্ম হয়।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, আপনার এমন কোনো শ্লোক মনে আছে কি যাহা বাল্যকালে কোনো শ্লোকাচার্যের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, মনে আছে।"

"মহারাজ, সেই শ্লোকাচার্যের মুখ হইতে বাহির হইয়া আপনার মধ্যে সংক্রমণ করিয়াছে কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, এই প্রকারে সংক্রমণ বিনা পুনর্জন্ম হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

জ্ঞাতার উপলব্ধি

১৪. রাজা বলিলেন, “ভন্তে, জ্ঞাতার (আত্মার) উপলব্ধি হয় কি?”

স্থবির কহিলেন, “মহারাজ, পরমার্থ হিসেবে এইরূপ জ্ঞাতা কেহ নাই।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

অন্যদেহে সংক্রমণ

১৫. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, এমন কোনো সত্ত্ব আছে কি যে এই দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমণ করে?”

“না মহারাজ!”

“ভন্তে নাগসেন, যদি এই দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমণকারী কেহ না থাকে, তবে (পাপকারী) স্বীয় পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে নহে কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, যদি তাহার পুনর্জন্ম না হয় তবে সে স্বীয় পাপকর্ম হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হইবে। আর যেহেতু সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে তদ্ধেতু পাপকর্ম হইতে সে মুক্ত নহে।”

“ভন্তে, উপমা প্রদান করুন।”

“মহারাজ, যদি কেহ পরের আম্র চুরি করে তবে সে দণ্ডার্হ হইবে কি না?”

“হ্যাঁ ভন্তে, হইবে।”

“মহারাজ, মালিক যে আম্র রোপণ করিয়াছে সে তো তাহা চুরি করে নাই, কেন সে দর্ণ্ডাহ হইবে?”

“ভন্তে, (মালিকের রোপিত) আম্রপ্রবাহকে আশ্রয় করিয়াই পরবর্তী আম্র ফলিয়াছে। সুতরাং সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে।’

“মহারাজ, এই প্রকারেই মানুষ এই নামরূপের সাহায্যে ভালো কিংবা মন্দকর্ম সম্পাদন করে, সেই কর্ম দ্বারা অপর নামরূপ জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং সে আপন কর্ম হইতে মুক্ত হয় না।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

কর্ম ও কর্মফলের অস্তিত্ব

১৬. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, যখন এই নামরূপ দ্বারা ভালো কিংবা মন্দ কর্ম করা হয় তখন সেই কর্মরাশি কোথায় থাকে?”

"মহারাজ, অপরিত্যাগিনী ছায়ার ন্যায় সেই কর্মরাশি তাহার অনুগামী হয়।"

"ভন্তে, সেই কর্মসমূহ দেখাইতে পারা যায় কি এখানে বা সেখানে উহারা বিদ্যমান আছে?"

"মহারাজ, এই প্রকারে দেখাইতে পারা যায় না।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যে সকল বৃক্ষের ফল এখনো ফলে নাই উহাদের ফলগুলি—এখানে বা সেখানে আছে—এইভাবে দেখাইতে পারা যায় কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, এই প্রকার অবিচ্ছিন্ন জীবন প্রবাহে তাহাদিগকে দেখাইতে পারা যায় না যে এখানে বা সেখানে সেই কর্মসমূহ আছে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

জন্মগ্রহণকারীর জ্ঞান

১৭. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, যে জন্মগ্রহণ করে সে কি জানে—'আমি জন্মগ্রহণ করিব?'"

"হ্যাঁ মহারাজ, যে জন্মগ্রহণ করে সে জানে—'আমি জন্মগ্রহণ করিব'।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, কোনো কৃষক জমিতে বীজ বপন করিয়া উত্তমরূপে বৃষ্টিপাত হইলে জানিতে পারে কি ধান্য জন্মিবে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, জানিতে পারে।"

"মহারাজ এই প্রকারে, যে জন্মগ্রহণ করে সে পূর্বেই জানিতে পারে—"আমি জন্মগ্রহণ করিব"।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

বুদ্ধের বিদ্যমানতা

১৮. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধ ছিলেন কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, ভগবান ছিলেন।"

"ভন্তে নাগসেন, তিনি এখানে বা সেখানে কোথায় আছেন আপনি দেখাইতে পারেন কি?"

"মহারাজ, ভগবান অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হইয়াছেন

(যাহার পর তাঁহার ব্যক্তিত্বের কোনো নিদর্শন নাই), সুতরাং ভগবানকে এখানে বা সেখানে আছেন বলিয়া প্রদর্শন করা যায় না।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধের যে শিখা নির্বাপিত হইয়াছে, সেই শিখা এখানে বা সেখানে আছে বলিয়া দেখানো যায় কি?"

"না ভন্তে, সে শিখা নিরুদ্ধ হইয়াছে, প্রজ্ঞপ্তির বহির্ভূত হইয়াছে।"

"মহারাজ, এই প্রকারে ভগবান অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে নির্বাপিত হইয়াছেন, অস্তমিত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে আর এখানে বা সেখানে আছেন বলিয়া প্রদর্শন করা যায় না। মহারাজ, ধর্মকায় দ্বারা কিন্তু ভগবানকে প্রদর্শন করা যায় যেহেতু ধর্ম ভগবান কর্তৃক দেশিত হইয়াছে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত

তৃতীয় বর্গ

প্রব্রজিতদের কায়প্রীতি

১৯. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, প্রব্রজিতগণের নিজ দেহ প্রিয় কি?"

"না মহারাজ, প্রব্রজিতগণের নিজ দেহ প্রিয় নহে।"

"ভন্তে, তাহা হইলে আপনারা দেহের এত যত্ন ও আদর করেন কেন?"

"মহারাজ, কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার শরাঘাত হয় কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, হয়।"

"মহারাজ, তখন আপনি সেই ক্ষতস্থানে মলম লাগান কি, তৈল মালিশ করান কি এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রের পট্টি বাঁধান কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, এইরূপ করা হয়।"

"মহারাজ, আপনার সেই ক্ষত খুব প্রিয় কি যাহার জন্য উহাতে মলম লাগান, তৈল মালিশ করান ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের পট্টি বাঁধান?"

"ভন্তে, ক্ষত আমার প্রিয় নহে, কিন্তু নতুন মাংস উৎপত্তির নিমিত্ত ওই সমস্ত পরিচর্যা করিতে হয়।"

"মহারাজ, তদ্রূপ প্রব্রজিতদের আপন দেহ প্রিয় নহে, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মচর্য পালনের নিমিত্ত অনাসক্তভাবে দেহের এত যত্ন ও আদর করেন।

ভগবানও দেহকে ব্রণোপম বলিয়াছেন; সেই কারণে প্রব্রজিতগণ অনাসক্তভাবে ব্রণের ন্যায় দেহের পরিচর্যা করেন। ভগবান ইহাও বলিয়াছেন :

"আর্দ্র চর্মে আচ্ছাদিত এই দেহ নবমুখযুক্ত, মহাব্রণ সদৃশ যাহার সর্বদিক দিয়া সর্বদা অশুচি, পঁচা ও দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে'।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী

২০. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী ছিলেন কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী ছিলেন।"

"ভন্তে, তাহা হইলে তিনি শিষ্যগণের বিনয় শিক্ষাপদ ক্রমান্বয়ে প্রণয়ন করিয়াছেন কেন?" (অর্থাৎ একই সঙ্গে সমস্ত বিনয়বিধি প্রণয়ন করিলেন না কেন?)"

"মহারাজ, আপনার কোনো বৈদ্য আছেন কি যিনি পৃথিবীর সমস্ত রোগের ওষুধ জানেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আছেন।"

"মহারাজ, সেই বৈদ্য রোগ হইলেই কি রেগীকে ওষুধ সেবন করায় অথবা রোগ না হইলে?"

"ভন্তে, রোগ হইলেই তিনি রোগীকে ওষুধ সেবন করান, রোগ না হইলে নহে।"

"মহারাজ, এইরূপ ভগবানও সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী; সময় উপস্থিত না হইলে তিনি শ্রাবকদের নিমিত্ত কোনো শিক্ষাপদ প্রণয়ন করেন নাই। উচিত সময় হইলেই তিনি শ্রাবকদের নিমিত্ত যাবজ্জীবন অলজ্ঘনীয় শিক্ষাপদ প্রণয়ন করিয়াছেন।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

বুদ্ধের মহাপুরুষ লক্ষণ

২১. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত, অশীতি অনুব্যঞ্জন শোভিত, সুবর্ণ দেহধারী, কাঞ্চন সদৃশ চর্ম-বিশিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার শরীর হইতে এক ব্যাম পরিমাণ চতুর্দিকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইত কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, প্রকৃতপক্ষে তিনি ওইরূপ ছিলেন।"

"ভন্তে, তাঁহার মাতাপিতাও কি তদ্রুপ ছিলেন?"

"না মহারাজ, তাঁহারা সেইরূপ ছিলেন না।"

"ভন্তে, তাহা হইলে বুদ্ধও সেইরূপ হইতে পারেন না, কেননা পুত্র স্বীয় মাতা কিংবা মাতৃপক্ষের সদৃশ হয় অথবা পিতা কিংবা পিতৃপক্ষের সদৃশ হয়।"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, কোনো শতপদ্ম আছে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আছে।"

"উহা কোথায় উৎপন্ন হয়?"

"কর্দমে জন্মে এবং জলে বর্ধিত হয়।"

"মহারাজ, বর্ণ, গন্ধ কিংবা রসে পদ্ম কর্দম সদৃশ হয় কি?"

"না ভন্তে!"

"বর্ণ, গন্ধ কিংবা রসে জলের সদৃশ হয় কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, এইপ্রকারে যদিও ভগবান এইরূপ ছিলেন কিন্তু তাঁহার মাতাপিতা সেইরূপ ছিলেন না।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

ভগবানের ব্রহ্মচর্য

২২. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মচারী ছিলেন কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, ভগবান ব্রহ্মচারী ছিলেন।"

"ভন্তে নাগসেন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মার শিষ্য।"

"মহারাজ, আপনার রাজকীয় কোনো উত্তম হস্তী আছে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আছে।"

"মহারাজ, সেই হস্তী কখনো ক্রৌঞ্চনাদ করে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, ক্রৌঞ্চনাদ করে।"

"মহারাজ, তাহা হইলে সেই হস্তী কি ক্রৌঞ্চ পক্ষীর শিষ্য?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, বলুন দেখি, ব্রহ্মা বুদ্ধিমান কি নির্বোধ?"

"ভন্তে, বুদ্ধিমান।"

"মহারাজ, তাহা হইলে ব্রহ্মা ভগবান বুদ্ধের শিষ্য।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

বুদ্ধের উপসম্পদা

২৩. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, উপসম্পদা (ভিক্ষুদীক্ষা সংস্কার) সুন্দর কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, উপসম্পদা সুন্দর কর্ম।”

“ভন্তে, বুদ্ধের উপসম্পদা ছিল কি ছিল না?”

“মহারাজ, গয়ার বোধিবৃক্ষের নিচে ভগবান যখন সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন, তখনই তাঁহার উপসম্পদা হয়। অন্যের প্রদত্ত উপসম্পদা ভগবানের ছিল না, যাহা তাঁহার শ্রাবকদিগকে প্রদত্ত হয়। ভগবানই এই নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহা শ্রাবকদের নিমিত্ত যাবজ্জীবন অলঙ্ঘনীয়।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

শোকাশ্রু ও প্রেমাশ্রু

২৪. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, যে মাতার মৃত্যুতে রোদন করে আর যে কেবল ধর্মপ্রেমে রোদন করে, এই শোকাশ্রু ও প্রেমাশ্রুর মধ্যে কোনটা হিতকর আর কোনটা হিতকর নহে?”

“মহারাজ, কাহারও অশ্রু রাগ, দ্বেষ ও মোহ দ্বারা মলিন ও উত্তপ্ত হয় আর কাহারও অশ্রু মানসিক প্রীতি ও প্রসন্নতা দরুন শীতল ও নির্মল হয়। মহারাজ, যাহা শীতল তাহা হিতকর আর যাহা উষ্ণ তাহা হিতকর নহে।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

সরাগ-বীতরাগের মধ্যে ভেদ

২৫. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, সরাগ ও বীতরাগদের মধ্যে ভেদ কি?”

“মহারাজ, উহাদের মধ্যে একজন তৃষ্ণাতে আসক্ত, অপরজন তদ্রুপ নহে।”

“ভন্তে, আসক্ত এবং অনাসক্ত ইহার অর্থ কী?”

“মহারাজ, উহাদের মধ্যে একজন কামনাপরায়ণ আর একজন কামনাহীন।”

“ভন্তে, আমরা এইরূপ দেখিতে পাই যে সরাগ ও বীতরাগ প্রত্যেকে ভালো খাদ্য-ভোজ্য ইচ্ছা করেন, কেহ মন্দ বস্তু চাহেন না’।”

"মহারাজ, সরাগ ব্যক্তি ভোজনে রসের স্বাদ গ্রহণ করে এবং রসের প্রতি অনুরক্ত হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে বীতরাগ ব্যক্তি খাদ্যের রসাস্বাদন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে অনুরক্ত হন না।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

প্রজ্ঞার স্থান

২৬. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, প্রজ্ঞা কোথায় থাকে?"

"মহারাজ, কোথাও না।"

"ভন্তে, তাহা হইলে প্রজ্ঞা নাই?"

"মহারাজ, বায়ু কোথায় বাস করে?"

"ভন্তে, কোথাও না।"

"মহারাজ, তাহা হইলে কি বায়ু নাই?"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

সংসার কী

২৭. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, আপনারা যে সংসার বলেন, সেই সংসার কী?"

"মহারাজ, প্রাণী এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানেই মরে, এখানে মরিয়া অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে, সে-স্থানে জন্মিয়া সেই স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আবার সেই লোকে মরিয়া অন্য লোকে উৎপন্ন হয়—এইভাবে সংসরণ বা গমনাগমনই সংসার।"

"ভন্তে, উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, কোনো ব্যক্তি পাকা আম খাইয়া উহার আঁটি রোপণ করে। তাহা হইতে বিরাট আম্রবৃক্ষ জন্মিয়া ফল ধারণ করিল। তখন সেই ব্যক্তি উহারও পাকা ফল খাইয়া আঁটি রোপণ করিল ও উহা হইতেও বৃহৎ আম্রবৃক্ষ জন্মিয়া ফল ধারণ করিল। এইরূপে এই বীজাঙ্কুর-প্রবাহে অন্ত দেখা যায় না। মহারাজ, এই প্রকারে প্রাণী এখানে জন্মিয়া এখানে মরে ও... ইহাই সংসার।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

পূর্বকৃতি স্মরণ

২৮. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, দীর্ঘকাল অতীতের বিষয় আমরা কী প্রকারে স্মরণ করি?"

"মহারাজ, স্মৃতির দ্বারা।"

"ভন্তে নাগসেন, চিত্ত দ্বারা স্মরণ করে, স্মৃতি দ্বারা নহে—নয় কি?"

"মহারাজ, আপনার এমন কোনো কার্য আছে, যাহা পূর্বে আপনি স্বয়ং করিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন?"

"হ্যাঁ, ভন্তে!"

"মহারাজ, কেমন, সেই সময় আপনি কি চিত্তহীন ছিলেন?"

"না ভন্তে, সেই সময় আমার স্মৃতি ছিল না।"

"মহারাজ, তাহা হইলে আপনি কেন বলিলেন, চিত্ত দ্বারা স্মরণ করে, স্মৃতি দ্বারা নহে?"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

অভিজ্ঞাজনিত স্মৃতি

২৯. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, সমস্ত স্মৃতি কি অভিজ্ঞাসম্ভূত, অথবা কৃত্রিম কৌশল হইতেও উৎপন্ন হয়?"

"মহারাজ, অভিজ্ঞতা হইতেও উৎপন্ন এবং কৃত্রিম কৌশল হইতেও হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, সমস্ত স্মৃতি অভিজ্ঞা হইতে হয়, কৃত্রিম কৌশল হইতে হয় না।"

"মহারাজ, যদি কৃত্রিম কৌশল হইতে স্মৃতি উৎপন্ন না হয় তবে শিল্পীদের কর্মশালা, শিল্পকেন্দ্র কিংবা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই এবং আচার্যগণ নিরর্থক। যেহেতু কৃত্রিম কৌশল হইতেও স্মৃতি হয় তজ্জন্য এই সকলের প্রয়োজন আছে এবং আচার্যগণেরও সার্থকতা আছে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

[তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত]

চতুর্থ বর্গ

স্মৃতির উৎপত্তি

৩০. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, কত প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"মহারাজ, সপ্তদশ প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। সেই সপ্তদশ প্রকার কী কী? যথা : অভিজ্ঞা, কৌশল, স্থূল বিজ্ঞান, হিত বিজ্ঞান, অহিত বিজ্ঞান, সদৃশ নিমিত্ত, বিসদৃশ নিমিত্ত, কথাভিজ্ঞা, লক্ষণ, স্মরণ করান, মুদ্রা গণনা, ধারণ, ভাবনা, গ্রন্থ-নিবন্ধ, উপনিক্ষেপ (নিকটে স্থাপন) এবং অনুভূতি—এই সপ্তদশ প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"অভিজ্ঞা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"মহারাজ, যেমন আয়ুষ্মান আনন্দ ও উপাসিকা খুজ্জুত্তরা অথবা অপর জাতিস্মরগণ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন, এইরূপে অভিজ্ঞা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"কৃত্রিম কৌশল হইতে স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়?"

যে ব্যক্তি স্বভাবত স্মৃতিভ্রষ্ট অপরে তাহাকে স্মরণ করাইবার জন্য কৃত্রিম কৌশল অবলম্বন করে, এইরূপে কৃত্রিম কৌশল দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"স্থূল বিজ্ঞান হইতে কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"যেমন কেহ রাজ্যাভিষেক লাভ করে কিংবা স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হয় এইরূপ স্থূল ঘটনা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে হিত বিজ্ঞান হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"যে-স্থানে সুখ লাভ হয় তথায় এইরূপ সুখ পাইয়াছে বলিয়া স্মরণ করে। এইরূপে হিত বিজ্ঞান হইতে স্মৃতির উৎপত্তি হয়।"

"কিরূপে অহিত বিজ্ঞান হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"যেখানে দুঃখপায় তথায় দুঃখ পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ করে। এইরূপে দুঃখজনক বিজ্ঞান হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে সদৃশ নিমিত্ত হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"কেহ সদৃশ ব্যক্তিকে দেখিয়া পিতা, মাতা, ভগ্নী কিংবা ভ্রাতাকে স্মরণ করে; অথবা কোনো উট, গুরু গাধাকে দেখিয়া তাদৃশ জীবকে স্মরণ করে। এইরূপে সদৃশ নিমিত্ত হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

'কিরূপে বিসদৃশ নিমিত্ত হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"অমুকের বর্ণ, শব্দ, রস ও স্পর্শ এইরূপ, এই বিসদৃশ নিমিত্ত হইতে

স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে কথাভিজ্ঞা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"যে স্বাভবত স্মৃতিভ্রষ্ট হয় তাহাকে অন্যে নানা সঙ্কেতে স্মরণ করায়; তৎ দ্বারা সে স্মরণ করে। এইভাবে কথাভিজ্ঞা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে লক্ষণ হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"যেমন কেহ স্বভাবত বৃষভসমূহের চিহ্ন ও লক্ষণ দ্বারা উহাদিগকে জানে এইরূপে লক্ষণ হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে স্মরণ করান হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"যে স্বভাবত স্মৃতিভ্রষ্ট হয় অপর ব্যক্তি তাহাকে 'ওহে, স্মরণ করো, স্মরণ করো' বলিয়া স্মরণ করায়। এইরূপে স্মরণ করান হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে মুদ্রা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"লিপিতে শিক্ষিত হেতু জানিতে পারে যে এই অক্ষরের পর এই অক্ষর লিখিতে হইবে। এইভাবে মুদ্রা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে গণনা দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"গণনায় দক্ষ হেতু গণনাকারীরা বহু সংখ্যা গণনা করেন। এইরূপে গণনা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে ধারণ হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"স্মৃতিতে ধারণে শিক্ষিতহেতু ধারণকারীরা বহু বিষয় স্মরণ রাখে। এইরূপে ধারণ হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে ভাবনা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"এই শাসনে কোনো ভিক্ষু ভাবনা বলে অনেক প্রকার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করেন; যথা : একজন্ম, দুইজন্ম... আকার, উদ্দেশ আদিসহ পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করেন। এইরূপে ভাবনা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে গ্রন্থ-নিবন্ধন হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"রাজারা আইন কানুন স্মরণ না থাকিলে 'একটি গ্রন্থ আনয়ন করো' বলিয়া আইনের গ্রন্থ আহরণ করে এবং তৎ দ্বারা অনুস্মরণ করে। এইরূপে গ্রন্থ-নিবন্ধন হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে উপনিক্ষেপ (নিকটে স্থাপন) হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"উপনিক্ষিপ্ত দ্রব্য দেখিয়া উহার সম্বন্ধে স্মরণ হয়। এইরূপে উপনিক্ষেপ হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"কিরূপে অনুভূতি হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়?"

"পূর্বদৃষ্টহেতু বস্তুর রূপের স্মৃতি হয়। এইভাবে শ্রুত শব্দের স্মৃতি হয়, আঘ্রায়িত গন্ধের স্মৃতি উৎপন্ন হয়, আস্বাদিত রসের স্মৃতি হয়, স্পৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি হয় এবং বিজ্ঞাত ধর্মের স্মৃতি হইয়া থাকে। এইরূপে অনুভূতি হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। মহারাজ, এই সপ্তদশ প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

বুদ্ধের স্মৃতি লাভ

৩১. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি শতবর্ষব্যাপী পাপময় জীবন যাপন করে মরণ সময়ে সে যদি একবার বুদ্ধগুণ সম্পর্কিত স্মৃতি আনয়ন করিতে পারে তবে সে দেবলোকে উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আপনারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে একটি প্রাণীকে হত্যা করিলেও হত্যাকারীকে নরকে উৎপন্ন হইতে হয়, ইহাও আমি বিশ্বাস করি না।"

"মহারাজ, আপনি কী মনে করেন, ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ডও নৌকা ব্যতীত জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, শত শকট বোঝাই পাষাণও নৌকায় তুলিলে জলে ভাসিতে পারে, নহে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, ভাসিতে পারে।"

"মহারাজ, এইভাবে সমস্ত পুণ্যকর্মকে নৌকা সদৃশ জ্ঞান করিতে হইবে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

দুঃখ প্রহাণের উদ্যোগ

৩২. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, আপনারা অতীতকালের দুঃখ প্রহাণের উদ্যোগ করেন কি?"

"না মহারাজ!"

"ভন্তে, অনাগত দুঃখের প্রহাণের নিমিত্ত উদ্যোগ করেন কি?"

"না মহারাজ!"

"ভন্তে, আপনারা বর্তমান দুঃখের প্রহাণের নিমিত্ত উদ্যোগ করেন কি?"

"না মহারাজ!"

"যদি আপনারা অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই তিনের কোনো কালের দুঃখের প্রহাণের নিমিত্ত প্রযত্ন না করেন তবে কিসের নিমিত্ত প্রযত্ন করেন?"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, যাহাতে এই দুঃখ নিরুদ্ধ হয় এবং অন্য নতুন দুঃখ উৎপন্ন না হয় তজ্জন্য আমরা উদ্যোগ করি।"

"ভন্তে, আপনার কি অনাগত দুঃখ আছে?"

"নাই, মহারাজ!"

"ভন্তে, আপনারা অতি পণ্ডিত, যেহেতু আপনারা অবিদ্যমান অনাগত দুঃখের প্রহাণের নিমিত্ত উদ্যোগ করেন।"

"মহারাজ, এমন কোনো শত্রু রাজারা আছেন কি যাহারা আপনার বিরুদ্ধে অভিযান করেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আছেন।"

"মহারাজ, কেমন, আপনি কি সেই সময় পরিখা খনন করান, প্রাচীর নির্মাণ করান, দৃঢ় নগরদ্বার ও অট্টালিকা প্রস্তুত করান এবং রসদ সংগ্রহ করান?"

"না ভন্তে, পূর্ব হইতেই সেই সমস্ত সজ্জিত থাকে।"

"মহারাজ, সেই সময় কি আপনি হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনু ও অসি চালনা শিক্ষা করেন?"

"না ভন্তে, পূর্বেই শেখা হইয়া থাকে।"

"কী কারণে?"

"ভন্তে, অনাগতকালের সম্ভাব্য ভয়ের নিবারণের জন্য।"

"মহারাজ, কেমন অনাগত কোনো ভয় আছে কি?

"নাই, ভন্তে!"

"মহারাজ, আপনারা অতি পণ্ডিত, যেহেতু অবিদ্যমান অনাগত ভয়ের নিবারণের নিমিত্ত সমস্ত প্রস্তুত রাখেন।"

"ভন্তে, উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যখন আপনি পিপাসিত হন জল পানেচ্ছায় তখনই কি আপনি কূপ, পুষ্করিণী ও জলাশয় খনন আরম্ভ করেন?"

"না ভন্তে, উহা বহু পূর্ব হইতেই নির্মিত থাকে।"

"পূর্ব হইতেই কেন নির্মিত থাকে?"

"ভন্তে, অনাগতকালের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য প্রস্তুত থাকে।"

"মহারাজ, অনাগতকালের কোনো পিপাসা আছে কি?"

"নাই, ভন্তে!"

"মহারাজ, তাহা হইলে আপনারা অতি পণ্ডিত যেহেতু যে পিপাসা এখনো উৎপন্ন হয় নাই তাহার নিবৃত্তির জন্য কূপাদি নির্মাণ করিয়া থাকেন।"

"ভন্তে, পুনরায় উপমা প্রদান করেন।"

"মহারাজ, যখন আপনি ক্ষুধার্ত হইবেন তখন ভাত খাইবার ইচ্ছায় ক্ষেত্র কর্ষণ করাইবেন, শালিবীজ বপন করাইবেন কি?"

"না ভন্তে, পূর্ব হইতেই তাহা প্রস্তুত থাকে।"

"কেন?"

"অনাগত বুভুক্ষার নিবৃত্তির জন্য।"

"মহারাজ, অনাগত বুভুক্ষা আছে কি?"

"নাই, ভন্তে!"

"মহারাজ, আপনারা অতি পণ্ডিত যেহেতু আপনারা অবর্তমান অনাগাত বুভুক্ষার নিবৃত্তির জন্য পূর্ব হইতে প্রযত্ন করেন।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

ব্রহ্মলোকের দূরত্ব

৩৩. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, এখান হইতে ব্রহ্মলোক কত দূর?"

"মহারাজ, এখান হইতে ব্রহ্মলোক বহু দূর। যদি কুটাগার পরিমাণ শিলা তথা হইতে পতিত হয় তবে উহা একদিন এবং এক রাত্রে আটচল্লিশ শত সহস্র যোজন চলিয়া চারি মাসে পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিবে।"

"ভন্তে নাগসেন, তথাপি আপনারা কিরূপে বলেন যে, কোনো বলবান পুরুষ যতটুকু সময়ে সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে সেই অল্প সময়ের মধ্যে বশীভূত চিত্ত ঋদ্ধিমান ভিক্ষু জম্বুদ্বীপে অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মলোকে পৌঁছিতে পারেন? আমি ইহা বিশ্বাস করি না (যে এত শীঘ্র এত শত সহস্র যোজন কেহ যাইতে পারিবে)।"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, আপনার জন্মভূমি কোথায়?"

"ভন্তে, **অলসন্দ** নামক এক দ্বীপ আছে, তথায় আমার জন্ম হইয়াছে।"

"মহারাজ, এখান হইতে অলসন্দ কত দূর?"

"ভন্তে, দুইশত যোজন মাত্র।"

"মহারাজ, সেখানে করিয়াছেন এমন কোনো কাজের কথা আপনি স্মরণ করিতে পারেন কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, স্মরণ করিতে পারি।"

"মহারাজ, এত শীঘ্র আপনি দুই শত যোজন কি করিয়া গেলেন?"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

লোকভেদ হইলেও উৎপত্তি যুগপৎ

৩৪. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, যে ব্যক্তি এখানে কালগত হইয়া ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়, আর যে ব্যক্তি এখানে কালগত হইয়া কাশ্মীরে উৎপন্ন হয়, উহাদের মধ্যে কে শীঘ্র ও কে বিলম্ব হইবে?"

"মহারাজ, দুইজন একই সময়ে উৎপন্ন হইবে।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, কোনো নগরে আপনার জন্ম হইয়াছে?"

"ভন্তে, **কলসী** নামক এক গ্রাম আছে, তথায় আমার জন্ম হইয়াছে।"

"মহারাজ, এখান হইতে কলসী গ্রাম কত দূর?"

"ভন্তে, দুইশত যোজন মাত্র।"

"মহারাজ, এখান হইতে কাশ্মীর কত দূর?"

"ভন্তে, দ্বাদশ যোজন মাত্র।"

"মহারাজ, এখন আপনি কলসী গ্রামের বিষয় চিন্তা করুন।"

"ভন্তে, চিন্তা করিয়াছি।"

"মহারাজ, এখন আপনি কাশ্মীর সম্বন্ধে চিন্তা করুন।"

"ভন্তে, চিন্তা করিয়াছি।"

"মহারাজ, এখন বলুন দেখি কোনটা বিলম্বে চিন্তা করিলেন আর কোনটা শীঘ্র চিন্তা করিলেন?"

"ভন্তে, উভয় স্থানের স্মরণ সম পরিমাণ সময়ে হইয়াছে।"

"মহারাজ, এইরূপেই এই স্থানে কালগত হইয়া—ব্রহ্মালোক কিংবা কাশ্মীরে—যেই স্থানে হউক সম পরিমাণ সময়ে উৎপন্ন হইবে।"

"আরও উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন দুইটি পক্ষী আকাশে উড়িয়া গেল। একই সময়ে তাহাদের একটি উচ্চ বৃক্ষে আর একটি নিচে বৃক্ষে বসিল। একসঙ্গে উপবিষ্ট উভয়ের মধ্যে কাহার ছায়া প্রথমে এবং কাহার ছায়া পরে পৃথিবীতে পড়িবে?"

"ভন্তে, দুইটির ছায়া একসঙ্গে পড়িবে।"

"মহারাজ, এইরূপেই যদি কেহ এখানে কালগত হইয়া ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন

হয়, আর কেহ কাশ্মীরে উৎপন্ন হয় তবে তাহারা উভয়ে সমপরিমাণ সময়ে উৎপন্ন হইবে।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

ধর্মবিচয় বোধঙ্গ

৩৫. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, বোধ্যঙ্গ কত প্রকার?”

“মহারাজ, বোধ্যঙ্গ সাত প্রকার।”

“ভন্তে, কয়টি বোধ্যঙ্গ দ্বারা বোধোদয় হয়?”

“মহারাজ, একমাত্র ধর্মবিচয় বোধ্যঙ্গ দ্বারা হয়।”

“ভন্তে, তাহা হইলে ‘সপ্ত বোধ্যঙ্গ’ কেন বলা হয়?”

“মহারাজ, আপনি কী মনে করেন অসি যদি কোষে থাকে, হস্ত দ্বারা গৃহীত না হয়, তাহা হইলে উহা কিছু ছেদন করিতে সমর্থ হয় কি?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, এইরূপে অপর ছয় বোধ্যঙ্গের সহযোগীতা ব্যতীত কেবল ধর্মপরিচয়-বোধ্যঙ্গ দ্বারা ধর্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

পাপ-পুণ্যের অল্পাধিক্য

৩৬. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, পাপ ও পুণ্য উভয়ের মধ্যে কোনটার পরিমাণ অধিক?”

“মহারাজ, পুণ্য অধিক, পাপ অল্প।”

“কী কারণে?”

“মহারাজ, পাপকর্ম করিয়া পাপীর অনুতাপ হয় যে ‘হায়। আমি পাপ করিলাম।’ তাহাতে পাপ আর বাড়ে না। কিন্তু পুণ্যকর্মার অনুতাপ হয় না। অনুতাপ না হইলে প্রমোদ জন্মে, প্রমোদিতের প্রীতি জন্মে, প্রীতিমনের দেহ শান্ত হয়, প্রশান্তদেহ সুখানুভব করে, সুখীজনের চিত্ত সমাহিত হয় এবং সমাহিতের যথাভূত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে পুণ্য বর্ধিত হয়।”

মহারাজ, হস্ত-পদ ছিন্ন ব্যক্তিও যদি ভগবান বুদ্ধেকে এক মুষ্টি কমল-পুষ্প দান করে, তবে একান্নব্বই কল্প পর্যন্ত সে নরকে গমন করিবে না।

“মহারাজ, এই কারণেও বলিতেছি যে পুণ্য অধিক আর পাপ অল্প।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে কৃত পাপের ভেদ

৩৭. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, যে জানিয়া পাপকর্ম করে, আর যে না জানিয়া পাপকর্ম করে উভয়ের মধ্যে কাহার পাপ অধিক?"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, যে না জানিয়া পাপকর্ম করে, তাহার পাপ অধিক হইবে।"

"ভন্তে, তাহা হইলে আমাদের যে রাজপুত্র কিংবা প্রধানমন্ত্রী না জানিয়া অন্যায় করে, তাহাদের প্রতি আমরা দ্বিগুণ দণ্ড-বিধান করিতে পারি।"

"মহারাজ, মনে করুন একটি উত্তপ্ত প্রজ্জ্বলিত লৌহপিণ্ড একজন জানিয়া ধরিল, একজন না জানিয়া ধরিল; কে অধিক দগ্ধ হইবে?"

"ভন্তে, যে না জানিয়া ধরিয়াছে, সে অধিক দগ্ধ হইবে!"

"মহারাজ, এইরূপে যে না জানিয়া পাপ করে তাহার অকুশল বা পাপ বেশি হইবে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

সশরীরে ব্রহ্মলোক

৩৮. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, এমন কেহ আছেন যিনি সশরীরে উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোক কিংবা অপর দ্বীপে যাইতে পারেন?"

"হ্যাঁ মহারাজ, এমন ব্যক্তিও আছেন যিনি এই চারি মহাভৌতিক দেহসহ উত্তরকুরু, ব্রহ্মলোক কিংবা অপর দ্বীপে যাইতে পারেন।"

"ভন্তে, তাঁহারা কী প্রকারে... যান?"

"মহারাজ, স্মরণ হয় কি আপনি এই পৃথিবী হইতে কখনো এক বিঘত কিংবা এক হাত ঊর্ধ্বে উল্লম্ফন করিয়াছেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি জানি যে আমি আট হাত পর্যন্ত ঊর্ধ্বে উল্লম্ফন করিতে পারি।"

"মহারাজ, আপনি আট হাত কী প্রকারে উল্লম্ফন করিতে পারেন?"

"ভন্তে, আমি এই চিত্তোৎপদন করি যে ওখানে গিয়া পতিত হইব। এই চিত্তোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর হালকা হয় (আর আমি লম্ফ প্রদান করি)।"

"মহারাজ, এইরূপেই, ঋদ্ধিমান, চিত্তবশীকৃত ভিক্ষু স্বীয় দেহকে চিত্তে সমারোপিত করিয়া চিত্তবশে আকাশে গমন করেন।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

শত যোজন দীর্ঘ অস্থি

৩৯. রাজা বলিলেন, "ভন্তে, আপনারা বলেন যে শত যোজন দীর্ঘ অস্থিও আছে। এত দীর্ঘ বৃক্ষও নাই, কিরূপে এত দীর্ঘ অস্থি থাকিতে পারে?"

"মহারাজ, কেমন, আপনি শুনিয়াছেন কি মহাসমুদ্রে পাঁচ শত যোজন দীর্ঘ মৎস্য আছে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, শুনিয়াছি।"

"মহারাজ, সেই পঞ্চ শত যোজন দীর্ঘ মৎস্যের অস্থি পঞ্চশত যোজন হইবে কি না?"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

শ্বাস-প্রশ্বাসের নিরোধ

৪০. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, আপনারা কি ইহা বলেন যে 'শ্বাস ও প্রশ্বাস নিরোধ করা সম্ভব?"

"হ্যাঁ মহারাজ, নিরোধ করা সম্ভব।"

"ভন্তে, কী প্রকারে?"

"মহারাজ, আপনি কি পূর্বে কাহারও (নিদ্রিত অবস্থায়) নাসিকাধ্বনি শুনিয়াছেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, শুনিয়াছি।"

"মহারাজ, শরীর নমিত হইলে সেই শব্দ থামিবে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, থামিবে।"

"মহারাজ, যদি সেই অভাবিত-কায়, অভাবিত-শীল, অভাবিত-চিত্ত ও অভাবিত-প্রজ্ঞ ব্যক্তির শরীর নমিত হইলে নাসিকাধ্বনি থামিয়া যায়, তখন ইহাতে আশ্চর্য কি যে ভাবিত-কায়, ভাবিত-শীল, ভাবিত-চিত্ত ও ভাবিত-প্রজ্ঞ চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস ও প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইবে না।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

সমুদ্র নাম কেন

৪১. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, সকলেই 'সমুদ্র সমুদ্র' বলে, কী কারণে জলকে সমুদ্র বলা হয়?"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, উহাতে যত জল, তত লবণ এবং যত লবণ তত জল আছে। লবণের সমান জল থাকায় উহাকে সমুদ্র বলা হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

সমুদ্রের এক রস

৪২. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, কী কারণে মহাসমুদ্র একমাত্র লবণ রসযুক্ত?"

"মহারাজ, বহুকাল হইতে জলরাশি এক স্থানে থাকার দরুন সারা সমুদ্র একমাত্র লবণরসে পরিণত হইয়াছে।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

সূক্ষ্ম ধর্মের ছেদন

৪৩. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তুকেও ছেদন করা সম্ভব কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, ছেদন করা সম্ভব।"

"ভন্তে, সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু কী?"

"মহারাজ, ধর্মই সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু। কিন্তু সকল ধর্ম সূক্ষ্ম নহে। সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল ধর্মসমূহেরেই নামান্তর। যাহা কিছু ছেদনীয় দ্রব্য আছে সেই সমস্ত প্রজ্ঞা দ্বারা ছিন্ন হয়। প্রজ্ঞা অপেক্ষা ছেদনের আর দ্বিতীয় অস্ত্র নাই।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।"

বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জীব (আত্মা)

৪৪. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, 'বিজ্ঞান', 'প্রজ্ঞা' কিংবা 'ভূতে জীব' এই সকল শব্দ অর্থ ও ব্যঞ্জন হিসেবে পৃথক পৃথক, অথবা ইহারা একার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন নাম?"

"মহারাজ, বিশেষরূপে জানা বিজ্ঞানের লক্ষণ (স্বভাব), প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞার লক্ষণ, ভূতের মধ্যে 'জীব' বলিয়া কোনো দ্রব্যের অস্তিত্ব নাই।"

"ভন্তে, যদি জীব (আত্মা) বলিয়া কোনো দ্রব্য না থাকে, তবে আমাদের ভিতরে থাকিয়া কে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে, কর্ণ দ্বারা শব্দ শোনে, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পৃশ্য স্পর্শ

করে এবং মন দ্বারা ধর্ম অবগত হয়?”

“মহারাজ, যদি শরীর ব্যতীত কোনো জীব (আত্মা) থাকে, যাহা মানুষের ভিতরে থাকিয়া চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে, কর্ণ দ্বারা শব্দ শোনে, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পৃশ্য স্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্ম অবগত হয়, তবে সেই জীব তাহার চক্ষু উন্মোচিত হইলে মহা আকাশের রহস্য বহির্মুখী হইয়া আরও সুষ্ঠুভাবে আকাশের সাহায্যে আরও সুষ্ঠুভাবে রূপ দেখিবে। তদ্রুপ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক উৎপাটিত হইলে মহা আকাশের সাহায্যে আরও সুষ্ঠুরূপে শব্দ শুনিবে, গন্ধ আঘ্রাণ করিবে, রস আস্বাদন করিবে এবং স্পৃশ্য স্পর্শ করিতে পারিবে নহে কি?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, তাহা হইলে ভূতের মধ্যে কোনো জীবের অস্তিত্ব নাই।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি দক্ষ।”

বুদ্ধের দুষ্কর কর্ম সম্পাদন

৪৫. রাজা বলিলেন, “ভন্তে নাগসেন, ভগবান কোনো দুষ্কর কাজ করিয়াছেন কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, ভগবান একটি দুষ্কর কাজ করিয়াছেন।”

“ভন্তে, তাহা কী?”

“মহারাজ, একই আলম্বনে বর্তমান অরূপী (চেতন) চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম (মন ও মনোবৃত্তি) নিচয়ের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, ‘ইহা স্পর্শ, ইহা বেদনা, ইহা সংজ্ঞা, ইহা চেতনা এবং ইহা চিত্ত’—ভগবান ইহা অতি দুষ্কর কাজ করিয়াছেন।”

“ভন্তে উপমা প্রদান করুন।”

“মহারাজ, কোনো লোক নৌকা যোগে মহাসমুদ্রে গমন করিয়া তথায় করপুটে জল গ্রহণ করিয়া এবং উহা জিহ্বায় আস্বাদন করিয়া জানিতে পারে কি—ইহা গঙ্গার জল, ইহা যমুনার জল, ইহা অচিরবতীর জল, ইহা সরভূর জল, ইহা মহী নদীর জল?”

“ভন্তে, এইরূপ বলা কঠিন কাজ।”

“মহারাজ, ভগবান তদপেক্ষা অতি কঠিন কাজ করিয়াছেন যে তিনি একই বিষয় অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান চেতন চিত্ত ও চৈতসিক ধর্মনিচয়ের এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, ‘ইহা স্পর্শ, ইহা বেদনা, ইহা সংজ্ঞা, ইহা

চেতনা এবং ইহা চিত্ত'।"

"ভন্তে, বেশ বেশ" বলিয়া রাজা (স্থবিরের ভাষণ) অনুমোদন করিলেন।

চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত

পঞ্চম বর্গ

নাগসেনের নিকট রাজা মিলিন্দের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

৪৬. স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, জানেন কি এখন সময় কত হইয়াছে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, জানি। এখন রাত্রির প্রথম যাম গত হইয়াছে, মধ্যম যাম চলিতেছে। মশাল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, চারিটি পতাকা উত্তোলনের আদেশ হইয়াছে, ভাণ্ডার হইতে রাজার দানীয় বস্তুগুলি যাইবে।"

যবনগণ বলিলেন, "মহারাজ, আপনিও দক্ষ, ভিক্ষুও পণ্ডিত।"

"হ্যাঁ বন্ধুগণ, স্থবির পণ্ডিত। এইরূপ গুরু ও আমার ন্যায় শিষ্য হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অচিরেই ধর্ম বুঝিতে পারিবেন।"

স্থবির নাগসেনের প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে শত সহস্র মূল্যের কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া কহিলেন :

"ভন্তে, অদ্য হইতে প্রতিদিন আপনারা আটশত জনের খাদ্যভোজ্য আমার এখান হইতে পাইবেন। অন্তঃপুরে যাহা কিছু প্রস্তুত হইবে তাহার দ্বারা আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছি।"

"যথেষ্ট মহারাজ, আমার জীবিকা-নির্বাহ হইতেছে।"

"ভন্তে, আমি জানি, আপনার ভরণ-পোষণ চলিতেছে। তথাপি আপনি নিজেকে এবং আমাকে রক্ষা করুন। কী প্রকারে নিজেকে রক্ষা করিবেন? 'নাগসেন রাজা মিলিন্দকে প্রসন্ন করিয়া কিছু পাইলেন না' পরের এই অপবাদ আপনার উপর আসিতে পারে। তাহা হইতে নিজেকে রক্ষা করুন। কী প্রকারে আমাকে রক্ষা করিবেন? 'মিলিন্দ রাজা প্রসন্ন হইয়াও প্রত্যুপকার কিছু করিলেন না' পরের এই অপবাদ আমার উপর আসিতে পারে। তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করুন।"

"মহারাজ, তথাস্তু।"

"ভন্তে, পশুরাজ সিংহ যেমন স্বর্ণপিঞ্জরে নিক্ষিপ্ত হইলেও বহির্মুখী হইয়া বাস করে সেইরূপ যদিও আমি গার্হস্থ্য-আশ্রমে বাস করি তথাপি সতত বহির্মুখী হইয়া আছি। ভন্তে, যদি আগার হইতে অনাগারিক হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম

গ্রহণের সুযোগ পাই তবে জীবন ধন্য মনে করিব। আমি দীর্ঘকাল বাঁচিব না, যেহেতু আমার বহু শত্রু বিদ্যমান।”

৪৭. তৎপর আয়ুষ্মান নাগসেন রাজা মিলিন্দের প্রশ্নের উত্তর দিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং সংঘারামে চলিয়া গেলেন।

আয়ুষ্মান নাগসেন চলিয়া যাইবার পরে রাজা মিলিন্দের এই চিন্তা হইল : “আমি কী কী জিজ্ঞাসা করিলাম ভদন্ত নাগসেন কী কী উত্তর দিলেন?” তখন রাজা মিলিন্দের মনে হইল : “আমি সমস্ত প্রশ্নই করিয়াছি, আর ভদন্ত নাগসেন সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন?”

সংঘারামে উপনীত হইলে আয়ুষ্মান নাগসেনেরও যেইরূপ চিন্তা হইল : “রাজা মিলিন্দ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন আমি সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিত?”

পরদিন পূর্বাহ্নে আয়ুষ্মান নাগসেন চীবর পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া রাজা মিলিন্দের বাসস্থানে উপনীত হইলেন এবং সজ্জিত আসনে বসিলেন।

রাজা মিলিন্দও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন এবং বলিলেন :

“ভন্তে, আপনি এইরূপ বুঝিবেন না যে ‘আমি নাগসেনকে বহু প্রশ্ন করিয়াছি’ কেবল এই আনন্দেই অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। অবশিষ্ট রাত্রিতে আমি এই বিচার করিয়াছি যে আমি কী কী প্রশ্ন করিয়াছি, ভদন্ত কী কী উত্তর দিয়াছেন। আমি সমস্ত উত্তম প্রশ্ন করিয়াছি, এবং ভদন্তও সমস্ত প্রশ্নের উত্তম উত্তর দিয়াছেন।”

স্থবিরও কহিলেন, “মহারাজ, “আপনিও এইরূপ বুঝিবেন না যে ‘আমি রাজা মিলিন্দের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি’ কেবল এই আনন্দেই অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। তখন আমি কী কী প্রত্যুত্তর দিয়াছি। রাজা মিলিন্দ সমস্ত উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তম প্রত্যুত্তর দিয়াছি।”

এই প্রকারে দুই মহাসত্ত্ব পরস্পরের সুভাষিত বাক্য অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত

রাজা মিলিন্দের প্রশ্ন ও উত্তর সমাপ্ত

বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন সমাপ্ত

মেণ্ডক প্রশ্ন

প্রথম বর্গ

মেণ্ডক প্রশ্নের ভূমিকা

১. বক্তা, তর্কপ্রিয়, বিচক্ষণ ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান রাজা মিলিন্দ জ্ঞানের পরীক্ষার নিমিত্ত নাগসেন সমীপে আসিলেন। ॥ ক ॥

তাঁহার ছায়ায় বসিলেন এবং বিশ্লেষণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বারবার প্রশ্ন করিলেন। তিনিও ত্রিপিটকে মহাজ্ঞানী ছিলেন। ॥ খ ॥

রাত্রিভাগে নির্জনে তিনি শাস্তার নবাঙ্গ ধর্মের অনুসন্ধান করিয়া নিগ্রহের উপযোগী, অতিশয় জটিল মেণ্ডক প্রশ্নগুলি দেখিতে পাইলেন। ॥ গ ॥

[রাজা চিন্তা করিলেন]—"ধর্মরাজ বুদ্ধের উপদেশ কোন বিষয় পর্যায়ক্রমে দেশিত হইয়াছে, কোথাও যথাসম্পর্ক অনুসারে দেশিত হইয়াছে, এবং কোথাও স্বভাব অনুসারে দেশিত হইয়াছে। ॥ ঘ ॥

উহাদের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় অনাগতকালে জিনশাসনে মেণ্ডক (দ্বৈত) বিষয়ে মতভেদ উৎপন্ন হইবে। ॥ ঙ ॥

অতএব, আমি কথী আচার্য নাগসেনকে প্রসন্ন করিয়া মেণ্ডক প্রশ্নগুলি ছেদন করাইব যাহাতে অনাগতকালে তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া পণ্ডিতগণ ধর্মপথ নির্দেশ করিতে পারেন।" ॥ চ ॥

২. অনন্তর রাজা মিলিন্দ পরদিন প্রভাতে অরুণোদয়ের সময়ে স্নান করিলেন এবং করজোড়ে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালের বুদ্ধগণের গুণ স্মরণ করিয়া আট প্রকার ব্রতপদ গ্রহণ করিলেন, "অদ্য হইতে সাত দিন এই গুণগুলি স্মরণ করিয়া আমাকে ব্রত পালন করিতে হইবে। এই ব্রতচর্যা সম্পাদন করিয়া আচার্যকে প্রসন্ন করিয়া মেণ্ডক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিব।"

তখন রাজা মিলিন্দ আপনার স্বাভাবিক রাজ-পোশাক ও আভরণসমূহ খুলিয়া কাষায় বসন পরিধান করিলেন। মুণ্ডিত শীর্ষতুল্য উষ্ণীষ ধারণ করিয়া (অর্থাৎ উষ্ণীষ এমনভাবে ধারণ করিলেন যেন দেখিয়া মনে হয় মুণ্ডিত মস্তক) মুনিভাব অবলম্বন করিয়া আটটি ব্রতের অধিষ্ঠান করিলেন :

"এই সাত দিন আমি রাজকার্য চালাইব না; চিত্তে কামরাগ উৎপাদন করিব না; প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিব না; মোহচিত্ত উৎপন্ন করিব না;

দাস, কর্মচারী ও জনসাধারণের প্রতি অনুগত থাকিব; কায় ও বাক্যে সংযম রাখিয়া চলিব; ষড়-ইন্দ্রিয় পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করিব, আর সর্বদা মৈত্রী-ভাবনায় মন নিবিষ্ট রাখিব।" তিন সপ্তাহ পর্যন্ত কোথাও বাহিরে না গিয়া এই আট ব্রত চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। অষ্টম দিনে প্রভাত হইয়া মাত্র প্রথমে প্রাতরাশ সমাপ্ত করিলেন। তৎপর নিম্ন-নেত্র, মিতভাষী তিনি সুসংস্থিত ঈর্ষাপথে (অর্থাৎ গমনাদি শারীরিক ক্রিয়াকে সুসংযত করিয়া) অবিক্ষিপ্ত চিত্তে হাসি, আনন্দ ও প্রসন্নমুখে স্থবির নাগসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং স্থবিরের পাদপদ্মে নতশিরে প্রণামপূর্বক দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন :

৩. "ভন্তে, আপনার নিকট আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে। তখন তৃতীয় ব্যক্তি কেহ থাকিতে পারিবে না। শ্রমণগণের বাসের উপযোগী অষ্টাঙ্গযুক্ত শূন্যস্থানে ও নির্জন অরণ্যে আমি আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই। সেখানে আমাকে কিছু গোপন কিংবা রহস্যাবৃত করিবেন না। মন্ত্রণার উত্তম স্থান পাইলে আমি গোপন বিষয় শুনিবার বিশ্বস্ত পাত্র। উপমা দ্বারাও সেই অর্থ পরীক্ষা করা উচিত। ভন্তে, যেমন এই মহাপৃথিবী ইহার অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত কোনো কিছুকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ আমিও মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান পাইলে গুহ্য বিষয় শুনিবার উপযুক্ত পাত্র।"

মন্ত্রণার অযোগ্য স্থান

৪. তখন রাজা মিলিন্দ নাগসেনের সহিত নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইহা বলিলেন :

"ভন্তে, গূঢ়তত্ত্বের বিষয় মন্ত্রণা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির আটটি স্থান পরিবর্জন করা উচিত। এই সকল স্থানে বিজ্ঞ পুরুষ সদর্থের মন্ত্রণা করেন না। যদি মন্ত্রণা করেন তবে উদ্দেশ্য নষ্ট হয়, সুফলের সম্ভাবনা থাকে না।

সেই আট স্থান কী কী? ১. বিষম-স্থান, ২. সভয়-স্থান, ৩. অতিবাত-স্থান, ৪. প্রতিচ্ছন্ন-স্থান, ৫. দেব-স্থান, ৬. চলাচলের পথ, ৭. সেতু (পাঠান্তরে সংগ্রামক্ষেত্র) ও ৮. জলের ঘাট; এই আট স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, এই সকল স্থানে মন্ত্রণায় দোষ কী?"

রাজা বলিলেন, "ভন্তে, বিষম স্থানে মন্ত্রণা করিলে উদ্দেশ্য ছড়াইয়া পড়ে, বিস্তৃত হয়, কোনো স্বার্থ সিদ্ধ হয় না। সভয় স্থানে মন সন্ত্রস্ত হয়, সন্ত্রস্ত হইলে উদ্দেশ্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। অতিবাতস্থানে শব্দ স্পষ্ট হয়।

প্রতিচ্ছন্ন-স্থানে কেহ গোপনে শুনিতে পারে। দেব-স্থানে মন্ত্রণা করিলে গুরুতর আকার ধারণ করে। পথে মন্ত্রণার কোনো মূল্য থাকে না। সেতুতে (পাঠান্তরে সংগ্রামে) লোকের চলাচল থাকে। জলের ঘাটে মন্ত্রণার উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই কারণে বলা হয় :

বিষম-স্থান, সভয়-স্থান, অতিবাত-স্থান, প্রতিচ্ছন্ন-স্থান, দেব-স্থান, পথ, সেতু (পাঠান্তরে সংগ্রামে) এবং জলঘাট; এই আটটি স্থান বর্জনীয়।"

মন্ত্রণার বিনাশকারী

৫. "ভন্তে নাগসেন, আট প্রকার লোকের সহিত মন্ত্রণা করিলে তাহার মন্ত্রণার উদ্দেশ্য নষ্ট করে।"

"সেই আট প্রকার কে কে?"

"১. রাগচরিত, ২. দ্বেষচরিত, ৩. মোহচরিত, ৪. মানচরিত, ৫. লোভী, ৬. অলস, ৭. একচিন্তাকারী ও ৮. মূর্খ—এই আট প্রকার লোকের সঙ্গে মন্ত্রণা করিলে তাহারা সমগ্র উদ্দেশ্য নষ্ট করে।"

স্থবির কহিলেন, "তাহাদের দোষ কী?"

"ভন্তে, রাগচরিত ব্যক্তি রাগবশত মন্ত্রণার উদ্দেশ্য নষ্ট করে। দ্বেষচরিত দ্বেষবশত, মোহচরিত মোহবশত, মানচরিত মানবশত, লোভী লোভবশত, অলস অলসতার দরুন, একচিন্তাকারী একমাত্র বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের দরুন এবং মুর্খলোক নিজের মুর্খতার দরুন মন্ত্রণার অর্থ নষ্ট করিয়া থাকে।

তজ্জন্য বলা হয় :

রক্ত (রাগচরিত), দুষ্ট (দ্বেষচরিত), মূঢ়, মানী, লুব্ধ, অলস, একচিন্তী এবং মূর্খ—ইহারা মন্ত্রণার অর্থবিনাশক।"

গুপ্ত বিষয় প্রকাশকারী

৬. "ভন্তে, নয় প্রকারের লোক আছে যাহারা গুহ্য মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দেয়—গোপন রাখিতে পারে না।"

স্থবির কহিলেন, "এই নয় প্রকার কাহারা এবং তাহাদের দোষ কি?"

"ভন্তে, (১) রাগযুক্ত ব্যক্তি অনুরাগের দরুন, (২) দ্বেষযুক্ত ব্যক্তি দ্বেষ বা হিংসার দরুন, (৩) মোহযুক্ত ব্যক্তি মোহের দরুন, (৪) ভীরুলোক ভয়ের দরুন, (৫) উৎকোচগ্রাহী উৎকোচের নিমিত্ত, (৬) স্ত্রীলোক স্বীয় জ্ঞানের চাঞ্চল্যের দরুন, (৭) নেশাসেবী মাদক দ্রব্যের লালসায়, (৮) নপুংসক ব্যক্তি

স্বীয় অপূর্ণতার দরুন এবং (৯) বালক স্বীয় চপলতার দরুন মন্ত্রণার গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়—গুপ্ত রাখিতে পারে না। সেই কারণে বলা হয় :

"রক্ত (অনুরক্ত), দুষ্ট (দ্বেষচরিত), মূঢ়, ভীরু, উৎকোচগ্রহণকারী, স্ত্রীলোক, নেশাসেবী, নপুংসক এবং বালক—এই নয় প্রকার ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করিলে তাহারা মন্ত্রণার বিষয় গোপন রাখিতে পারে না।

বুদ্ধি বৃদ্ধির উপায়

৭. "ভন্তে নাগসেন, আট প্রকার কারণে বুদ্ধি পরিণত ও পরিপক্ব হয়।"

"কোনো আট প্রকার কারণ?"

"(১) বয়স বৃদ্ধির দ্বারা, (২) যশ বিস্তার দ্বারা, (৩) পুনঃপুন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা (৪) তীর্থ সংবাস বা গুরুর নিকটে বাসদ্বারা, (৫) জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা, (৬) আলোচনা দ্বারা, (৭) সযত্ন চর্চা দ্বারা, এবং (৮) প্রতিরূপ দেশে বাসের দ্বারা বুদ্ধি পরিণত ও পরিপক্ব হয়। এক্ষেত্রে বলা হয় :

বয়স, যশ, জিজ্ঞাসা, গুরুর নিকট বাস, জ্ঞানযুক্ত মনস্কার, আলোচনা, সযত্ন চর্চা, প্রতিরূপ দেশে বাস—এই আটটি কারণে বুদ্ধি বিশদ হয়। যাহাদের এই আটটি গুণ আছে তাহাদের বুদ্ধি বিকশিত হয়।"

৮. "ভন্তে, এই স্থান মন্ত্রণার আট দোষ হইতে মুক্ত এবং জগতে আমিও উহার নিমিত্ত পরম যোগ্য ব্যক্তি। আমি গুহ্য বিষয়ে রক্ষা কর্তা, যতদিন বাঁচিব ততদিন গোপন বিষয় রক্ষা করিব। পূর্বোক্ত আট কারণে আমার বুদ্ধির পরিণত ও পরিপক্ব হইয়াছে বর্তমানে আমার ন্যায় শিষ্য লাভ সহজ নহে।"

শিষ্যের প্রতি আচার্যের কর্তব্য

৯. "আচার্যগণের যে পঞ্চবিংশতি গুণ আছে সেই সকল গুণযুক্ত হইয়া সুবিনীত অনুগামী শিষ্যের প্রতি আচরণ করা আচার্যের কর্তব্য।"

"সেই পঞ্চবিংশতি গুণ কী কী?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আচার্যকে শিষ্যের প্রতি (১) সর্বদা শান্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ যত্ন নিতে হইবে, (২) কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে, (৩) প্রমত্ত-অপ্রমত্ত সম্বন্ধে জানাইতে হইবে, (৪) শয়নাদি স্থান সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, (৫) রোগ হইলে তৎপ্রতি লক্ষ রাখিতে হইবে, (৬) ভোজন পাইয়াছে কি না দেখিতে হইবে, (৭) শিষ্যের বিশেষ চরিত্র

জানিতে হইবে, (৮) ভিক্ষা পাত্রে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ভাগ করিয়া দিতে হইবে, (৯) আশ্বাস দিতে হইবে যে—'ভয় করিও না, তোমার উদ্দেশ্য সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে', (১০) 'অমুকের সহিত সাহচর্য করিও' বলিয়া সৎসঙ্গ নির্দেশ করিতে হইবে, (১১) গ্রামের সঙ্গী সম্বন্ধে লক্ষ রাখিতে হইবে, (১২) বিহারের সঙ্গী সম্বন্ধে লক্ষ রাখিতে হইবে, (১৩) শিষ্যের সহিত হাস্য-কৌতুক বর্জন করিতে হইবে, সংলাপ ত্যাগ করিতে হইবে, (১৪) তাহার দোষ দেখিলে ক্ষমা করিতে হইবে, (১৫) উত্তম আদর্শ শিক্ষা দিতে হইবে, (১৬) অখণ্ডভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, (১৭) কিছু গোপন রাখা চলিবে না, (১৮) স্বীয় জ্ঞান নিঃশেষে শিক্ষা দিতে হইবে, (১৯) 'শিক্ষাবিদ্যায় ইহাকে জন্মদান করিতেছি'—এই চিন্তা করিয়া তাহার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ রাখিতে হইবে, (২০) শিষ্য যাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় সেইদিকে লক্ষ রাখিতে হইবে, (২১) 'শিক্ষাবলে ইহাকে বলবান করিব'—এইরূপ মনে স্থান দিতে হইবে, (২২) তাহার প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করিতে হইবে, (২৩) বিপদে উহাকে ত্যাগ করা যাইবে না, (২৪) কর্তব্য-কার্যে প্রেরণা দিতে অবহেলা করা চলিবে না, এবং (২৫) উহার চারিত্রিক স্খলন দেখিলে ধর্মানুসারে রক্ষা করিতে হইবে। ভন্তে, আচার্যের এই পঞ্চবিংশতি গুণ আছে; আপনি আমার প্রতি সেগুলি উত্তমরূপে প্রয়োগ করুন। ভন্তে আমার সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্ধের উপদিষ্ট ধর্মশাস্ত্রে এমন মেণ্ডক (দ্বৈত) প্রশ্ন আছে, যাহাতে ভবিষ্যৎকালে এই সম্বন্ধে মতভেদ উৎপন্ন হইতে পারে। ভবিষ্যৎকালে আপনার ন্যায় প্রতিভাবান পণ্ডিত দুর্লভ হইতে পারে। এই সকল প্রশ্নে পরবাদ দমনের নিমিত্ত আপনি আমাকে চক্ষুদান করুন।"

উপাসকের গুণ

১০. স্থবির "অতি উত্তম" বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং উপাসকের দশবিদ গুণ বর্ণনা করিলেন।

"মহারাজ, উপাসকের এই দশবিধ গুণ থাকা আবশ্যক।"

"কোন দশ প্রকার?"

"মহারাজ, এক্ষেত্রে উপাসককে (১) সংঘের সুখ-দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হয়, (২) ধর্মকে অধিপতিরূপে স্বীকার করিতে হয়। (৩) যথাশক্তি দানকার্য করিতে হয়, (৪) বুদ্ধশাসনের পরিহানি দেখিয়া উহার উন্নতির জন্য উদ্যোগ করিতে হয়, (৫) সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হয়, (৬) মঙ্গল আশায়

কৌতূহল পরবশ হইয়া জীবনের জন্যও অন্য ধর্মগুরুর শরণ লইতে হয় না, (৭) কায়িক এবং বাচনিক সংযম রক্ষা করিতে হয়, (৮) ঐক্যপ্রিয় ও একতায় রত থাকিতে হয়, (৯) ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া শঠতার বশে ধার্মিকের ভান করা চলিবে না, এবং (১০) যথার্থভাবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হইতে হয়। মহারাজ, এই দশবিধ উপাসকের প্রকৃত গুণ; সেই সমস্ত গুণ আপনার মধ্যে বিদ্যমান আপনার পক্ষে ইহা যোগ্য, সমীচীন এবং অতিশয় শোভনীয় যে আপনি জিন শাসনের পরিহানি দেখিয়া উহার উন্নতির উদ্যোগ করিতেছেন। আপনাকে অবসর (সময় ও সুযোগ) দিতেছি। আপনি আমাকে যথাসুখে প্রশ্ন করুন।"

মেণ্ডক প্রশ্নারম্ভ

বুদ্ধপূজা সফল

১১. অতঃপর রাজা মিলিন্দ আয়ুষ্মান নাগসেন হইতে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চরণে নতশিরে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, অন্য ধর্মাবলম্বীরা এইরূপ বলেন, 'যদি বুদ্ধ স্বয়ং পূজা গ্রহণ করেন তবে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন নাই। এখনো নিশ্চয়ই তিনি এই সংসারের সহিত সংযুক্ত, ভবের অন্তর্গত, সাধারণ মানুষের ন্যায় জগতের কোথাও তিনি বিদ্যমান আছেন। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত পূজা বন্ধ্যা ও নিষ্ফল হয়। আর যদি তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন তবে এই সংসারের সহিত তিনি বিসংযুক্ত এবং সর্ববিধ ভব হইতে নিঃসারিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পূজা নিষ্প্রয়োজন। পরিনির্বাপিত কিছু গ্রহণ করেন না, যিনি গ্রহণ করেন না তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত পূজা বন্ধ্যা ও নিষ্ফল হয়।

এই প্রশ্ন (দ্বিবাহু সাঁড়াশির ন্যায়) উভয়কোটিক, ইহা সাধারণ লোকের জ্ঞানগম্য বিষয় নহে, মহাজ্ঞানীদেরই বিচার্য বিষয়। আপনি দয়া করিয়া এই দৃষ্টি জাল ছেদন করুন এবং উভয়কোটিক প্রশ্ন একদিকে স্থাপন করুন। আপনার নিকট এই প্রশ্ন উপস্থাপিত হইল। অন্য ধর্মাবলম্বীদের কুতর্ক নিগ্রহের জন্য ভবিষ্যতে জিন পুত্রগণকে চক্ষুদান করুন।"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন এবং তিনি পূজা গ্রহণ করেন না। বোধিমূলে বুদ্ধত্ব লাভের সঙ্গেই তাঁহার সকল পরিগ্রহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত

(সংসার হইতে সম্পূর্ণ নিঃসরিত) হইবার পর আর ইহার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

মহারাজ, ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবির বলিয়াছেন :

'দেবতা এবং মানব দ্বারা পূজিত হইয়া সেই অসমসম বুদ্ধগণ সেই সকল গ্রহণ কিংবা বর্জন করেন না, বুদ্ধগণের ইহাই ধর্মতা বা স্বভাব'।"

১২. রাজা বলিলেন, "ভন্তে নাগসেন, পুত্র পিতার প্রশংসা করেন, পিতা পুত্রের প্রশংসা করেন; পরপ্রবাদ নিগ্রহের নিমিত্ত উহা কোনো প্রমাণ নহে। ইহাও তাঁহাদের স্ব-স্ব মনের প্রসন্নতা প্রকাশ মাত্র। হ্যাঁ, আপনি এখন ভ্রান্ত মতবাদ নিরসনকল্পে এবং স্বীয় সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে এ বিষয়ে সম্যকরূপে প্রমাণ প্রদর্শন করুন।"

স্থবির কহিলেন, "মহারাজ, ভগবান পরিনির্বাপিত হইয়াছেন। তিনি পূজা গ্রহণ করেন না। তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দেবতা ও মনুষ্যগণ তাঁহার শারীরিক (পুতাস্থি রূপ) ধাতুরত্নকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট জ্ঞানরত্নের অনুকূল আচরণ করিলে ত্রিবিধ (মনুষ্য, দিব্য ও মোক্ষ) সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন।"

"মহারাজ, যদি কোনো মহা অগ্নিস্কন্ধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিভিয়া যায় তবে কি অগ্নিস্কন্ধ তৃণকাষ্ঠ প্রভৃতি ইন্ধন গ্রহণ করিবে?"

"না ভন্তে, প্রজ্জ্বলিত অবস্থায়ও সেই অগ্নি তৃণকাষ্ঠ প্রভৃতি ইন্ধন গ্রহণ করে নাই। আর এখন নিভিয়া শান্ত ও নিস্তেজ হইবার পর কী করিয়া গ্রহণ করিবে?"

"মহারাজ, সেই বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ নির্বাপিত হইলে জগৎ কি অগ্নিশূন্য হয়?"

"না ভন্তে, শুষ্ক কাষ্ঠ অগ্নি উৎপত্তির স্থান ও উপাদান। যাহারা অগ্নি জ্বালাইতে ইচ্ছা করে তাহারা স্বীয় শক্তি, উদ্যোগ ও পুরুষকার দ্বারা কাষ্ঠ মন্থন করিয়া (অর্থাৎ কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া) অগ্নি উৎপাদন করে, এবং সেই অগ্নি দ্বারা নিজের প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে।"

"মহারাজ, তাহা হইলে অন্য মতাবলম্বীদের এই বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় যে 'যিনি গ্রহণ করেন না তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃতপূজা বন্ধ্যা ও নিষ্ফল হয়"।

মহারাজ, যেমন সেই বৃহৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, সেইরূপ ভগবানও দশ সহস্র লোক চক্রবালে স্বীয় বুদ্ধতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিলেন। যেমন যেই বৃহৎ অগ্নি জ্বলিয়া নিভিয়া গিয়াছে, সেইরূপ ভগবানও অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে নির্বাপিত হইয়াছেন। যেমন অগ্নি নির্বাপিত হইয়া শীতল হইবার পর তৃণকাষ্ঠ প্রভৃতি ইন্ধন গ্রহণ করে না সেইরূপ লোকহিতার্থী বুদ্ধ

কিছুই গ্রহণ করেন না। (যেমন) ইন্ধনহীন হইয়া অগ্নি নির্বাপিত হইলে মনুষ্যগণ স্বীয় শক্তি ও পুরুষকার দ্বারা শুষ্ক কাষ্ঠ মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে, সেইরূপ দেবতা ও মানবগণ ভগবানের শারীরিক ধাতুরত্নকে ভিত্তি করিয়া তথাগতের উপদিষ্ট জ্ঞানরত্নের অনুকূল আচরণ করিয়া ত্রিবিধ সম্পত্তি অধিকারী হয়। মহারাজ, এই কারণে পরিনির্বাপিত বুদ্ধ গ্রহণ না করিলেও তাঁহার প্রতি কৃত পূজা অবন্ধ্যা ও সফল হয়।"

১৩. "মহারাজ, অপর এক কারণও শ্রবণ করুন, যাহাতে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার প্রতি কৃত পূজা-সৎকার অবন্ধ্যা ও সফল হয় :

মহারাজ, যদি এক প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইয়া ধীরে ধীরে থামিয়া যায়, থামিয়া যাইবার পর সেই প্রশমিত বায়ু কি পুনরায় উৎপন্ন হইতে ইচ্ছা করে?"

"না ভন্তে, উপশান্ত বায়ুর পুনরুৎপত্তির ইচ্ছা আর হয় না। কারণ সেই বায়ু ধাতু অচেতন পদার্থ, ইহার কোনো ইচ্ছা থাকে না।"

"মহারাজ, উপশান্ত বায়ুকে আর বায়ু নামে অভিহিত করা চলে না?"

"তাহা নহে, ভন্তে, কারণ তালপত্র, পাখা প্রভৃতির দ্বারাও বায়ু উৎপন্ন হইতে পারে। যাহারা উষ্ণ তপ্ত হয়, পরিদাহে প্রপীড়িত হয় তাহারা তালপত্র কিংবা পাখার সাহায্যে নিজের শক্তি, উদ্যোগ ও পুরুষকার দ্বারা বায়ু উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। সেই বায়ু দ্বারা উষ্ণতাকে শীতল করে এবং দাহ উপশম করে।"

"মহারাজ তাহা হইলে ভিন্নমতাবলম্বীদের বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় যে 'যিনি গ্রহণ করেন না তাঁহার প্রতি কৃত পূজা বন্ধ্যা ও নিষ্ফল হয়'।

মহারাজ, যেমন মহাবায়ু প্রবাহিত হয় সেইরূপ ভগবানও শীতল... মৈত্রী বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হইয়াছেন। যেমন উপশান্ত বায়ু পুনরুৎপত্তি ইচ্ছা করে না, সেইরূপ লোকহিতৈষী বুদ্ধের পরিগ্রহ পরিত্যক্ত ও উপশন্ত হইয়াছে। যেমন মানুষেরা উষ্ণতপ্ত ও দাহ প্রপীড়িত হয়, সেইরূপ দেব ও মানবগণ ত্রিবিধ (লোভ, দ্বেষ, মোহ) অগ্নি-সন্তাপ-পরিদাহ প্রপীড়িত হয়। যেমন তালপত্র, পাখা প্রভৃতি বায়ুর উৎপত্তির কারণ হয় সেইরূপ তথাগতের ধাতু ও জ্ঞানরত্ন ত্রিবিধ সম্পত্তি লাভের হেতু হয়। যেমন মানুষেরা উষ্ণতপ্ত ও দাহপীড়িত হইয়া তালপত্র কিংবা পাখার সাহায্যে বায়ু উৎপাদন করিয়া উষ্ণতা শীতল করে ও দাহ উপশম করে,

সেইরূপ পরিনির্বাপিত তথাগত গ্রহণ না করিলেও লোকেরা তাঁহার ধাতু ও জ্ঞান-রত্নকে পূজা করিয়া কুশল কর্ম সম্পাদন করিতে পারে এবং তদ্বারা ত্রিবিধ অগ্নিসন্তাপ নির্বাপণ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ, এই কারণেও পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত সৎকার অবন্ধ্যা ও সফল হয়।"

১৪. "মহারাজ, পরবাদ নিগ্রহের নিমিত্ত অপর কারণও শ্রবণ করুন। মহারাজ, লোকে ভেরীতে প্রহার করিয়া শব্দ উৎপাদন করে। যদি মানুষের উৎপাদিত সেই ভেরী শব্দ অন্তর্হিত হয় তবে কি সেই অন্তর্হিত শব্দ পুরুৎপত্তির ইচ্ছা করে?"

"না ভন্তে, সেই শব্দ অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই অন্তর্হিত শব্দের পুনরুৎপত্তির ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হয় না। ভেরীর শব্দ একবার বাহির হইয়া অন্তর্হিত হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে লয় পায়। কিন্তু হ্যাঁ, ভেরী শব্দোৎপত্তির একটি কারণ (প্রত্যয়)। অতএব প্রয়োজন হইলে মানুষ স্বীয় উদ্যোগ দ্বারা ভেরী প্রহার করিয়া শব্দ উৎপাদন করে।"

"মহারাজ, তদ্রুপ ভগবান শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন পরিভাবিত শরীর ধাতুরূপ রত্ন, ধর্ম ও বিনয়ের অনুশাসনরূপ শাস্তাকে রাখিয়া স্বয়ং অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত হইয়াছেন। কিন্তু ভগবান পরিনির্বাপিত হইলেও ত্রিবিধ সম্পত্তি লাভ বন্ধ হয় নাই। সংসার দুঃখ-প্রপীড়িত সত্ত্বগণ (ত্রিবিধ) সম্পত্তি কামনা করিয়া ধাতু-রত্ন, ধর্ম ও বিনয়ের অনুশাসনকে উপলক্ষ করিয়া সেই সম্পত্তি লাভ করিতে পারেন। মহারাজ, এই কারণেও নির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত সৎকার অবন্ধ্যা ও সফল হয়।"

"মহারাজ, ভগবান ভবিষ্যৎকালে সম্ভাব্য ঘটনা পূর্বে দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন :

"আনন্দ, তোমাদের কাহারও মনে এই চিন্তা হইতে পারে, ধর্ম (শাস্তা হীন) শাসনকর্তা হীন হইয়াছে, এখন আমাদের কোনো শাস্তা (শাসনকর্তা) নাই। আনন্দ, এইরূপ মনে করার কারণ নাই। আমি তোমাদের নিকট যেই ধর্ম উপদেশ দিয়াছি যেই বিনয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, আমার অবর্তমানে উহাই তোমাদের শাস্তা (শাসনকর্তা) হইবে।"

অতএব "পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ করেন না, সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত পূজা বন্ধ্যা ও নিষ্ফল হয়" ভিন্নমতাবলম্বীদের এই বাক্য মিথ্যা, অভূত, অসত্য, অলীক, বিরুদ্ধ বিপরীত প্রতিপন্ন হয়; উহা দুঃখ দেয়,

দুঃখবিপাক জন্মায় ও নরকে লইয়া যায়।”

১৫. “মহারাজ, অপর এক কারণ শ্রবণ করুন যাহাতে ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তিনি গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত পূজা অবন্ধ্যা ও সফল হয়।

মহারাজ, এই মহাপৃথিবী কি ইচ্ছা করে যে সমস্ত বীজ ইহার মধ্যে সংবর্ধিত হোক?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, কী কারণে পৃথিবীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বীজগুলি তাহাতে অঙ্কুরিত হয়, দৃঢ়মূল ও জটায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং স্কন্ধ, সার ও শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হইয়া পুষ্প ও ফল ধারণ করে?”

“ভন্তে, পৃথিবী ইচ্ছা না করিলেও ইহা সেই সকল বীজের আধার হয়, অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইতে সাহায্য করে; সেই বীজগুলি উহাকে আশ্রয় করিয়া সেই সাহায্য দ্বারা অঙ্কুরিত হয়, দৃঢ়মূল ও যথায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্কন্ধ সার ও শাখা ও প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পুষ্প ও ফল ধারণ করে।”

“মহারাজ, তাহা হইলে ভিন্নমতাবলম্বীরা নিজেদের মতবাদে নিজেরাই নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত ও মিথ্যা প্রমাণিত হইল, যদি তাহারা বলিয়া থাকেন যে তথাগত গ্রহণ না করিলে তাঁহার প্রতি কৃত পূজা বন্ধ্যা ও নিষ্ফল হয়। মহারাজ, মহাপৃথিবীর ন্যায় ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বুঝিতে হইবে। পৃথিবী যেমন কিছু ইচ্ছা (বা অনিচ্ছা) করে না, সেইরূপ তথাগতও কিছু গ্রহণ করে না। সেই বীজ রাশি যেমন পৃথিবীর আশ্রয়ের অঙ্কুরিত হয়, দৃঢ়মূল ও জটায় প্রতিষ্ঠিত হয়, স্কন্ধ, সার ও শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পুষ্প ও ফল ধারণ করে, সেইরূপ দেব-মানবগণ পরিনির্বাপিত তথাগতের শারীরিক ধাতুরত্ন ও জ্ঞানরত্নের আশ্রয়ে দৃঢ় কুশলমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাধিস্কন্ধ, ধর্মসার শীলশাখা বিস্তৃত হয়, এবং বিমুক্তি (আর্য মার্গ) রূপ পুষ্প ও শ্রামণ্য (আর্যফল)-রূপ ফল ধারণ করে। মহারাজ, এই কারণেও পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত পূজা অবন্ধ্যা ও সফল হয়।”

১৬. “মহারাজ, আর এক কারণ শ্রবণ করুন যাহাতে ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তিনি গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত পূজা অবন্ধ্যা সফল হয়। মহারাজ, এই উট, গরু, গাধা, ছাগল, অন্যান্য পশু মনুষ্যগণ তাহাদের পেটের মধ্যে কৃমিকুলের উৎপত্তি ইচ্ছা করে কি?”

“না ভন্তে!”

"মহারাজ, তবে কী কারণে ইচ্ছা না করিলেও তাহাদের পেটে কৃমিকুল উৎপন্ন হইয়া পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে বহু ও বিপুল সংখ্যায় পরিণত হয়?"

"ভন্তে, উহাদের পাপকর্মের প্রাবল্যের দরুন অনিচ্ছায়ও সেই সত্ত্বগণের উদরে কৃমিকূল উৎপন্ন হইয়া পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে বহুত্ব ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়।"

"মহারাজ, এইরূপেই ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তিনি গ্রহণ না করিলেও তাঁহার শারীরিক ধাতু ও জ্ঞানাবলম্বনের প্রাবল্যহেতু তথাগতের উদ্দেশ্যে কৃত পূজা ও সৎকার অবন্ধ্যা ও সফল হয়।"

১৭. মহারাজ, অপর এক কারণ শ্রবণ করুন যাহাতে ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তিনি গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত পূজা অবন্ধ্যা সফল হয়।

"মহারাজ, দেহে আটানব্বই প্রকার রোগ হউক মানুষেরা তাহা ইচ্ছা করে কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, ইচ্ছা না করিলেও সেই সব রোগ দেহে উৎপন্ন হয় কেন?"

"ভন্তে, কৃত দুশ্চরিতের দরুন।"

"মহারাজ, যদি পূর্বকৃত অকুশলকর্মের ফল এখানে ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্বজন্মকৃত ও ইহজন্মকৃত কুশলাকুশলকর্ম অবন্ধ্যা ও সফল হয়। এই কারণেও পরিনির্বাপিত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত পূজা ও সৎকার অবন্ধ্যা ও সফল হয়।"

১৮. "মহারাজ, আপনি শুনিয়াছেন কি পূর্বে নন্দক নামে এক যক্ষ স্থবির সারিপুত্রকে আঘাত করিয়া পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল?"

"হ্যাঁ ভন্তে, শোনা যায়, জগতে ইহা প্রসিদ্ধ।"

"মহারাজ, স্থবির সারিপুত্র কি নন্দক যক্ষের পৃথিবীর প্রবেশ ইচ্ছা করিয়াছিলেন?"

"ভন্তে, যদি দেবলোকসহ এই জগতের আমূল পরিবর্তন হয়, চন্দ্র ও সূর্য মাটিতে পতিত হয়, পর্বতরাজ সুমেরু বিক্ষিপ্ত হয়, তথাপি স্থবির সারিপুত্র অপরের দুঃখ কামনা করিবেন না। তাঁহার কারণ কী? ভন্তে যে কারণে স্থবির সারিপুত্র ক্রুদ্ধ কিংবা হিংসুক হইতে পারেন সেই কারণসমূহ তাঁহার সমুচ্ছিন্ন সমূহত হইয়াছে। হেতুর সমুচ্ছেদের দরুন স্থবির সারিপুত্র হত্যাকারীর প্রতিও ক্রোধ উৎপাদন করিতে পারেন না।"

"মহারাজ, যদি স্থবির সারিপুত্র নন্দক যক্ষের পৃথিবী-গ্রাস ইচ্ছা না করেন

তবে কী কারণে সে পৃথিবীতে প্রবেশ করিল?”

“ভন্তে, স্বীয় পাপকর্মের দরুন।”

“মহারাজ, যদি পাপকর্মের প্রারম্ভের দরুন নন্দক যক্ষ পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়, ইচ্ছা না করিলেও কৃত অপরাধ অবন্ধ্যা ও সফল হয় তাহা হইলে পাপকর্মের প্রাবল্যহেতু -ঈপ্সিত না হইলেও—কৃত কর্ম অবন্ধ্যা ও সফল হয়। মহারাজ, এই কারণেও নির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত সৎকার অবন্ধ্যা ও সফল হয়।”

১৯. “মহারাজ, আর কতলোক এইভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের বিষয় আপনি শুনিয়াছেন কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে, শুনিয়াছি।”

“আচ্ছা, মহারাজ, বলুন দেখি।”

“ভন্তে, ১. চিঞ্চা নামক যুবতী, ২. সুপ্রবুদ্ধ নামে শাক্য, ৩. স্থবির দেবদত্ত, ৪, নন্দক যক্ষ এবং ৫. নন্দ নামক যুবক—শুনা যায় এই পাঁচজন জীবন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।”

“মহারাজ, কাহার প্রতি অপরাধ করিয়াছে?”

“ভন্তে, ভগবান ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি।”

“কেমন, মহারাজ, ভগবান ও তাঁহার শিষ্যগণ ইহাদের পৃথিবী প্রবেশ ইচ্ছা করিয়াছেন কি?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, ইহাতেই সিদ্ধ হয় যে ভগবান পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃসারিত হইলেও এবং তিনি গ্রহণ না করিলেও তাঁহার প্রতি কৃত পূজা-সৎকার অবন্ধ্যা ও ফল প্রদ হয়।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনি এই জটিল প্রশ্নকে সহজবোধ্য করিলেন, রহস্য উদঘাটন করিলেন, গ্রন্থি ছেদন করিলেন, গভীরকে অগভীর করিলেন। অন্য মতাবলম্বীরা দমিত হইল। ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইল। কু-তার্কিকগণ নিষ্প্রভ হইল। আপনি গণাচার্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইলেন।”

বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা

২০. “ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, ভগবান সর্বজ্ঞ। তবে ইহার অর্থ এই নহে যে, সকল সময়ে সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানদর্শন উপস্থিত থাকিত। ভগবানের সর্বজ্ঞতা-

জ্ঞান মানসিক চেতনার প্রতিফলনসাপেক্ষ। (ধ্যানস্থ হইয়া) মানসিক প্রতিফলনের দ্বারা তিনি যথা ইচ্ছা জানিতে পারিতেন।"

"ভন্তে, যদি তাঁহার অন্বেষণের দ্বারা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলে বুদ্ধ সর্বজ্ঞ নহেন।"

"মহারাজ, এক তুড়ি মারার সময়ে যত চিত্ত প্রবর্তিত হয়, উহাদের সংখ্যা নির্ণয়ের নিমিত্ত মাত্রা হিসেবে যদি ধান্য রাখা যায়, তবে ধান্যপূর্ণ একশত শকট, উহার অর্ধেক সংখ্যক ছোট গাড়ি, সপ্ত অম্মণ (২৮ মন) ও দুই তুম্ব (৮ সের) ধান্য নিঃশেষে ক্ষয় হইয়া যাইবে (চিত্ত এত দ্রুত পরিবর্তনশীল)।

মহারাজ, সাত প্রকার চিত্ত প্রবর্তিত হয়। যাহারা রাগযুক্ত, দ্বেষযুক্ত, মোহযুক্ত, ক্লেশ (কলুষ)-যুক্ত এবং যাহারা কায়, শীল, চিত্ত ও প্রজ্ঞার ভাবনা করে নাই—এই সাত প্রকার চিত্ত গুরুভাবে উৎপন্ন হয় ও ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হয়।

কারণ কী?

চিত্তের ভাবনাহীনতার দরুন।

মহারাজ, বহু শাখা প্রশাখা বিস্তৃত, পরস্পর জটাবিজড়িত বাঁশের ঝাড় হইতে একটি বাঁশ ছেদন করিয়া আকর্ষণ করিলে উহার আগমন গুরুতর ও ধীরে ধীরে হয়। কেন?" শাখাসমূহের পরস্পর সংযোজন হেতু।

মহারাজ, এই প্রকারেই, যাহারা রাগযুক্ত, দ্বেষযুক্ত, মোহযুক্ত, ক্লেশ (কলুষ)-যুক্ত এবং যাহারা কায়, শীল, চিত্ত ও প্রজ্ঞার ভাবনা করে নাই—এই সাত প্রকার চিত্ত, তাদের গুরুভাবে উৎপন্ন হয় ও ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হয়। কারণ কী? ক্লেশসমূহের সহিত বিশেষরূপে জড়িত বলিয়া এইরূপ হয়। ইহা প্রথম চিত্ত।

২১. দ্বিতীয় প্রকার চিত্তবিভাগ নিম্নরূপ—মহারাজ, যাঁহারা স্রোতাপন্ন, যাঁহাদের অপায়দ্বার রুদ্ধ, যাঁহারা সম্যক দৃষ্টিপ্রাপ্ত ও শাস্তার ধর্ম অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত তিন বিষয়ে (সংযোজনে) লঘুভাবে উৎপন্ন ও লঘুভাবে প্রবর্তিত হয়। উপরের ভূমি (আর্যমার্গ)-সমূহে গুরুভাবে উৎপন্ন হয় ও ধীরে প্রবাহিত হয়।

কারণ কী?

তিন বিষয়ে চিত্তের পরিশুদ্ধি-হেতু এবং ইহাদের উপরিস্থ বিষয়ে ক্লেশের অপ্রহীনতা হেতু এইরূপ হয়।

মহারাজ, যদি কোনো বংশদণ্ডের তিন পর্বের গ্রন্থি পরিশুদ্ধ এবং উপরি

অংশ শাখা-জটা বিজড়িত থাকে তাহা হইলে তাহা যদি আকর্ষণ করা যায় তবে প্রথম তিন পর্ব সহজে আসে, উহার উপর অংশ অনমনীয় থাকে। কারণ কী? নিচের অংশ পরিশুদ্ধ ও উপরের অংশ শাখা-জটা-বিজড়িত হেতু এইরূপ হইয়া থাকে। সেইরূপ যাঁহারা স্রোতপন্ন হইয়াছেন, যাঁহাদের অপায়দ্বার রুদ্ধ, যাঁহারা সম্যক দৃষ্টিপ্রাপ্ত ও শাস্তার ধর্ম অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত তিন বিষয়ে লঘুভাবে উৎপন্ন হয় ও লঘুভাবে প্রবর্তিত হয়। ইহাদের উপরিস্থ বিষয়ে গুরু ও মন্দভাবে প্রবর্তিত হয় কারণ কী? তিন বিষয়ে চিত্তের পরিশুদ্ধি ও ইহাদের উপরিস্থ বিষয়ে ক্লেশ প্রহীন না হওয়ায় এইরূপ হইয়া থাকে। ইহা দ্বিতীয় চিত্ত।

২২. তৃতীয় প্রকার চিত্তবিভাগ নিম্নরূপ—মহারাজ, যাঁহারা সকৃদাগামী হইয়াছেন, যাঁহাদের রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাদের চিত্ত পঞ্চ স্থানে লঘুভাবে উৎপন্ন হয়, লঘুভাবে প্রবর্তিত হয়। ইহাদের উপরি স্থানে গুরুভাবে উৎপন্ন, মন্দভাবে প্রবর্তিত হয়।

কারণ কী?

যেহেতু উক্ত পঞ্চস্থানে চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়াছে, আর ইহাদের উপরের ক্লেশসমূহ প্রহীন হয় নাই।

মহারাজ, যদি কোনো বংশদণ্ডের পঞ্চ পর্ব পর্যন্ত গ্রন্থি পরিশুদ্ধ এবং উপরে শাখা-জটা বিজড়িত থাকে তাহা হইলে তাহা আকর্ষণ করিলে পঞ্চ পর্ব পর্যন্ত সহজে আসে, তাহার উপর অংশ অনমনীয় থাকে। কারণ কী? নিচে পরিশুদ্ধ এবং উপরে শাখা-জটা বিজড়িত হেতু এইরূপ হয়। মহারাজ, এই প্রকারে যাঁহারা সকৃদাগামী হইয়াছেন, যাঁহাদের রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষীণ হইয়াছে (বা নামে মাত্র অবশিষ্ট আছে) তাহাদের চিত্ত পঞ্চ স্থানে লঘু ও সতেজ হয় উপরে ভূমিতে গুরু ও নিস্তেজ হয়। ইহার কারণ কী? পঞ্চ স্থানে চিত্তের পরিশুদ্ধি-হেতু এবং উপরি ভূমিতে ক্লেশের অপ্রহীনতা হেতু। ইহা তৃতীয় চিত্ত।

২৩. চতুর্থ প্রকার চিত্তবিভাগ নিম্নরূপ—মহারাজ, যাঁহারা অনাগামী হইয়াছেন, এবং যাঁহাদের চিত্ত নিম্নস্তরের পঞ্চ সংযোজন সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে, উহাদের চিত্ত দশ স্থানে লঘুভাবে উৎপন্ন হয়, লঘুভাবে প্রবর্তিত হয়। উপরের ভূমিসমূহে গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, মন্দভাবে প্রবর্তিত হয়। কারণ কী? যেহেতু উক্ত দশ স্থানে চিত্ত পরিশুদ্ধ আছে, এবং উপরে ক্লেশরাশি এখনো পরিত্যক্ত হয় নাই। কোনো বংশদণ্ডের দশপর্ব পর্যন্ত গ্রন্থি পরিশুদ্ধ এবং উপরে শাখা-জটা বিজড়িত থাকে তাহা হইলে তাহা আকর্ষণ করিলে দশপর্ব

পর্যন্ত সহজে নামিয়া আসে, কিন্তু তাহার উপরাংশ অনমনীয় থাকে। কারণ কী? নিম্নাংশ পরিশুদ্ধ এবং উপরাংশ শাখা-জটা বিজড়িত হেতু এইরূপ হয়। মহারাজ, এই প্রকারে যাঁহারা অনাগামী হইয়াছেন, যাঁহাদের পঞ্চ নিম্নভাগীয় বন্ধন প্রহীন হইয়াছে, তাঁহাদের সেই চিত্ত দশস্থানে লঘু ও সহজ হয়, কিন্তু উপরের ভূমিতে গুরু ও নিস্তেজ হয়। ইহার কারণ কী? দশস্থানে চিত্তের পরিশুদ্ধিহেতু এবং উপরি ভূমিতে ক্লেশের অপরিহীণতা-হেতু। ইহা চতুর্থ চিত্ত।

২৪. পঞ্চম প্রকার চিত্তবিভাগ নিম্নরূপ—মহারাজ, যাঁহারা অর্হৎ হইয়াছেন আসব ক্ষয় করিয়াছেন, বিধৌতমল ও ক্লেশমুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সমস্ত ভার পরিত্যক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সদর্থপ্রাপ্ত ও ভব বন্ধন ছিন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা প্রতিসম্ভিদা অর্থাৎ বিশ্লেষণ জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, যাঁহারা শ্রাবক ভূমিতে পরিশুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত শ্রাবক বিষয়ে লঘুভাবে উৎপন্ন হয় এবং লঘুভাবে প্রবর্তিত হয়, কিন্তু প্রত্যেকবুদ্ধ-ভূমিতে গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়। কারণ কী? কারণ এই যে তাঁহারা শ্রাবক বিষয়ে পরিশুদ্ধ আছেন কিন্তু প্রত্যেকবুদ্ধ বিষয়ে অপরিশুদ্ধ আছেন।

"মহারাজ, বাঁশের সমস্ত পর্ব গ্রন্থি যদি পরিশুদ্ধ হয় তবে তাহা আকর্ষণ করিলে উহার আগমন সহজ ও ত্বরান্বিত হয়। কারণ কী? কেননা, বাঁশের সর্ব পর্ব-গ্রন্থি পরিষ্কৃত এবং গহনত্ব বিবর্জিত।"

"মহারাজ, এই প্রকারে, যাঁহারা অর্হৎ হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত শ্রাবক বিষয়ে লঘু প্রযত্নে উৎপন্ন হয় এবং সত্বর প্রবর্তিত হয়। কিন্তু প্রত্যেকবুদ্ধ-ভূমিসমূহে গুরু প্রযত্নে উৎপন্ন হয় ও ধীরে প্রবর্তিত হয়। ইহার কারণ কী? কারণ, শ্রাবক-বিষয়ে পরিশুদ্ধি হেতু এবং প্রত্যেকবুদ্ধ বিষয়ে অপরিশুদ্ধি হেতু। ইহা পঞ্চচিত্ত।

২৫. ষষ্ঠ প্রকার চিত্তবিভাগ নিম্নরূপ—মহারাজ, যাঁহারা প্রত্যেকবুদ্ধ, স্বয়ম্ভু যাঁহাদের আচার্য নাই, যাঁহারা গণ্ডারতুল্য একচারী এবং যাঁহারা আপন বিষয়ে পরিশুদ্ধ ও বিমল-চিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত স্বীয় বিষয়ে লঘু প্রযত্নে উৎপন্ন হয় ও লঘুভাবে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু সর্বজ্ঞ বুদ্ধ-ভূমিতে গুরু প্রযত্নে উৎপন্ন হয় ও বিলম্বে প্রবর্তিত হয়। কারণ কী? কারণ তাঁহারা স্বীয় বিষয়ে পরিশুদ্ধ কিন্তু সর্বজ্ঞ বুদ্ধভূমি অতি মহান। যেমন মহারাজ, কোনো ব্যক্তি নিজের দেশে ক্ষুদ্র নদীতে দিবা কিংবা রাত্রিতে ইচ্ছামত নির্ভয়ে অবতরণ করে কিন্তু অন্যত্র গভীর, বিস্তৃত, অগাধ ও অপার সমুদ্র দেখিয়া ভীত হয়, ইতস্তত করে এবং অবতরণ করিতে সাহস করে না। কারণ কী?

কারণ, সেই নিজের দেশের নদীর সহিত পরিচিত কিন্তু মহাসমুদ্র মহান। মহারাজ, এই প্রকারে যাঁহারা প্রত্যেকবুদ্ধ স্বয়ম্ভু, যাঁহাদের আচার্য নাই, যাঁহারা গণ্ডারতুল্য একচারী এবং যাঁহারা আপন বিষয়ে পরিশুদ্ধ ও বিমল-চিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত স্বীয় বিষয়ে লঘু প্রযত্নে উৎপন্ন হয় ও লঘুভাবে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু সর্বজ্ঞ বুদ্ধ-ভূমিতে গুরু প্রযত্নে উৎপন্ন হয় ও বিলম্বে প্রবর্তিত হয়। কারণ কী? কারণ তাঁহারা স্বীয় বিষয়ে পরিশুদ্ধ কিন্তু সর্বজ্ঞ বুদ্ধভূমি অতি মহান। ইহা ষষ্ঠ চিত্ত।

২৬. সপ্তম প্রকার চিত্তবিভাগ নিম্নরূপ—মহারাজ, যাঁহারা সম্যকসম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, দশবলধারী হইয়াছেন, যাঁহারা চতুর্বিধ বৈশারদ্যে বিশারদ, অষ্টাদশ প্রকার বুদ্ধধর্ম-সমন্বিত, অনন্ত বিজয়ী ও অনাবরণ জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত সর্বত্র লঘু প্রযত্নে এবং লঘুভাবে প্রবর্তিত হয়। কারণ কী? কারণ, তাহা সর্ব বিষয়ে পরিশুদ্ধ।

মহারাজ, যদি কোনো সুধৌত, নির্মল, গ্রন্থিহীন, সূক্ষ্ম ও ধারালো, সরল, অবক্র, অকুটিল শর দৃঢ়রূপে চাপে আরোপিত হয়, এবং উহাকে কোনো বলবান লোক পাতলা ক্ষৌম, কার্পাস বা কম্বলের উপরে সজোরে নিক্ষেপ করে তবে উহা বিলম্বে যায় কি? অথবা সংলগ্ন হয় কি?

"না ভন্তে!"

"কেন?"

"কেননা, বস্ত্র সূক্ষ্ম ও কোমল, শরও সুধৌত এবং নিক্ষেপকারী অতি বলবান।"

"মহারাজ, এই প্রকারে যাঁহারা সম্যকসম্বুদ্ধ সর্বজ্ঞ, দশবলধারী হইয়াছেন, যাঁহারা চতুর্বিধ বৈশারদ্যে বিশারদ, অষ্টাদশ প্রকার বুদ্ধধর্ম-সমন্বিত, অনন্ত বিজয়ী, ও অনাবরণ জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত সর্ব বিষয়ে লঘুভাবে উৎপন্ন হয় এবং দ্রুত পরিবর্তন হয়। কারণ কী?

কারণ, তাহা সর্ব বিষয়ে পরিশুদ্ধ। ইহা সপ্তম চিত্ত।

২৭. মহারাজ, সর্বজ্ঞ বুদ্ধগণের এই চিত্ত পূর্বের ষড়বিধ চিত্ত অপেক্ষা গনণাতিক্রান্তভাবে অসংখ্য গুণে পরিশুদ্ধ ও লঘু। যেহেতু ভগবানের চিত্ত পরিশুদ্ধ ও লঘু সেই কারণে ভগবান যমক প্রাতিহার্য (যুগল আশ্চার্য ঋদ্ধি) প্রদর্শন করেন। মহারাজ, ইহাতেই জানা উচিত, ভগবান বুদ্ধগণের চিত্ত কত লঘু-পরিবর্তনশীল ও দ্রুতগামী। এক্ষেত্রে আর উন্নতর কারণ বলা সম্ভব নয়। মহারাজ, সেই সকল প্রাতিহার্যগুলি সর্বজ্ঞ বুদ্ধগণের চিত্তের তুলনায় গণনা সংখ্যা, কলা ও কলাংশও নহে। মহারাজ, ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান মানসিক

চেতনার প্রতিফলনসাপেক্ষ। তিনি যাহা জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা ধ্যানস্থ হইয়া মানসিক চেতনা প্রতিফলনের দ্বারা জানিতে পারেন। মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি এক হস্তে স্থিত কিছু জিনিস অপর হস্তে সহজে স্থাপন করে, খোলা মুখে বাক্য উচ্চারণ করে, মুখগত খাদ্য গলাধঃকরণ করে, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া নিমীলিত করে, পুনঃ নিমীলিত করিয়া উন্মীলিত করে, সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে—এই সমস্ত কার্য করিতে যত সময় লাগে ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান তদপেক্ষা শীঘ্রতর হয়। তিনি আরও কম সময়ে ধ্যানস্থ হইয়া মানসিক চেতনার প্রতিফলনের দ্বারা যথেচ্ছা জানিতে পারেন। জানার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ধ্যানস্থ হইয়া মানসিক চেতনা প্রতিফলন করিতে হয় কেবল এই বৈকল্যের দরুন ভগবান বুদ্ধেরা অসর্বজ্ঞ এ কথা বলা চলে না।"

২৮. "ভন্তে, কিন্তু আবর্জন তো এক প্রকার অন্বেষণের দ্বারা করিতে হয়। আচ্ছা, এ বিষয় আপনি আমাকে কারণসহ বুঝাইয়া দিন।"

"মহারাজ, যেমন, কোনো ধনবান লোকের প্রভূত সোনা, রূপা, বিত্তোপকরণ আছে। তাঁহার ভাণ্ডার, হাড়ি-কলস প্রভৃতি ভাজনে ধন, ধান্য, শালি, ব্রীহি, যব, তণ্ডুল, তিল, মুগ, মাষ, পূর্বান্ন (ধান্যাদি সাত প্রকার রবিশষ্য), অপরান্ন (শুঁটি প্রভৃতি শষ্যের নাম), ঘৃত, তৈল, মাখন, ক্ষীর, দধি, মধু ও গুড় প্রভৃতি দ্রব্যে পূর্ণ আছে। দৈবাৎ তাঁহার বাড়িতে ক্ষুধার্ত ও অন্নপ্রার্থী অতিথি উপস্থিত হইল। ঘটনাক্রমে তাঁহার গৃহে যে খাদ্য প্রস্তুত ছিল তাহা শেষ হইয়া যায়। সে কারণে কলস হইতে চাল লইয়া রান্না করে। তবে কি মহারাজ, সেই ব্যক্তি এই সামান্য খাদ্য বৈকাল্যের দরুন দরিদ্র ও কৃপন নামে অভিহিত হইবে?"

"না ভন্তে, চক্রবর্তী রাজার প্রাসাদেও অসময়ে ভোজন বৈকল্য ঘটে—সাধারণ গৃহস্থের কথাই বা কি!"

"মহারাজ, সেইরূপই, তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান মানসিক চেতনার প্রতিফলনসাপেক্ষ মাত্র, ধ্যানস্থ হইয়া মানসিক চেতনার দ্বারা সর্ব বিষয় তিনি জানিতে পারেন।"

"মহারাজ, যেমন কোনো ফলবান বৃক্ষ। ইহা ফলভারে অবনত, ফলগুচ্ছে পরিপূর্ণ কিন্তু বৃক্ষের নিচে একটি ফলও পড়ে নাই। মহারাজ নিচে ফল পড়ে নাই—এই বৈকল্য মাত্রের জন্য কি বলা যায় যে বৃক্ষটি ফল শূন্য?"

"না ভন্তে, বৃক্ষফল পতন-প্রতিবদ্ধ। পতিত হইলে লোকে যথেচ্ছ লাভ

করিয়া থাকে।"

"এইরূপই মহারাজ, ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান, মানসিক চেতনার সাপেক্ষ। ইহার দ্বারাই তিনি সর্ব বিষয় জানেন।"

"ভন্তে, যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা হয় বুদ্ধ সমস্ত আবর্জন করিয়া করিয়াই কি জানে?"

"হ্যাঁ মহারাজ, ভগবান আবর্জন করিয়া করিয়াই তিনি সর্ব বিষয় জানেন। যেমন চক্রবর্তী রাজা যখন চক্ররত্ন স্মরণ করেন—'আমার চক্ররত্ন উপস্থিত হউক' তখন স্মরণ মাত্রেই চক্ররত্ন উপস্থিত হয়। সেইরূপ তথাগত যাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, ধ্যানস্থ হইয়া তাহা জানিতে পারেন।"

"ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা আপনি দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিলেন। বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ছিলেন। আমরা বুদ্ধকে সর্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি।

দেবদত্তের প্রব্রজ্যা

২৯. "ভন্তে, দেবদত্তকে কে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন?"

"মহারাজ, **(১) ভদ্দিয়, (২) অনুরুদ্ধ, (৩) আনন্দ, (৪) ভৃগু, (৫) কিম্বিল ও (৬) দেবদত্ত** এই ছয় ক্ষত্রিয় কুমার এবং **(৭) নাপিত উপালি** শাক্যকুলের আনন্দ বর্ধন শাস্তা যখন বুদ্ধত্ব লাভ করেন তখন তাঁহারা ভগবানের অনুগামী হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন। ভগবান তাঁহাদিগকে প্রব্রজিত করিয়াছেন।"

"ভন্তে, দেবদত্ত প্রব্রজিত হইয়া সংঘভেদ করিয়াছেন নহে কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, দেবদত্ত প্রব্রজিত হইয়া সংঘভেদ করিয়াছেন। গৃহী, ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা শ্রামণের অথবা শ্রামণেরী কখনো সংঘভেদ করিতে পারে না। একসঙ্গে বিনয় কর্ম ও প্রত্যয়-সংভোগ চলে এইরূপ প্রকৃত উপসম্পন্ন ভিক্ষু সমান-সীমায় বা বিনয় কর্মের নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া সংঘভেদ করিতে পারে।"

"ভন্তে, যে সংঘভেদ করে সেই ব্যক্তির কী পরিণাম হইয়া থাকে?"

"মহারাজ, কল্পকাল (নরকে) অবস্থান করিতে হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, আচ্ছা, বুদ্ধ পূর্বে জানিতেন কি 'দেবদত্ত প্রব্রজিত হইয়া সংঘভেদ করিবে এবং সংঘভেদ করিয়া কল্পকাল নরকে পক্ব হইতে থাকিবে?"

"হ্যাঁ মহারাজ, তথাগত জানিতেন দেবদত্ত প্রব্রজিত হইয়া সংঘভেদ

করিবে এবং সংঘভেদ করিয়া কল্পকাল নরকে পক্ব হইতে থাকিবে।”

“ভন্তে, যদি বুদ্ধ জানিতেন দেবদত্ত প্রব্রজিত হইয়া সংঘভেদ করিবে এবং সংঘভেদ করিয়া কল্পকাল নরকে পক্ব হইতে থাকিবে, তবে বুদ্ধ মহাকারুনিক, অনুকম্পাকারী, পরম হিতৈষী, বিশ্বপ্রাণীর অহিত অপনোদন করিয়া হিত সাধন করেন, এই কথা মিথ্যা। পক্ষান্তরে যদি বুদ্ধ না জানিয়া দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়া থাকেন তবে তিনি সর্বজ্ঞ নহেন। এই উভয়কোটিক প্রশ্ন আপনার নিকট স্থাপিত হইল। আপনি এই জটিল সমস্যার সমধান করুন। পরপ্রবাদ খণ্ডন করুন। ভবিষ্যৎকালে আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ভিক্ষুরা দুর্লভ হইবেন। এ ক্ষেত্রে আপনার জ্ঞান বল প্রকাশ করুন।”

৩০. “মহারাজ, ভগবান মহাকারুনিক এবং সর্বজ্ঞ ছিলেন। ভগবান স্বীয় মহাকরুণা ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞান দ্বারা দেবদত্তের গতি অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, দেবদত্ত অপায়গামী (নরকগামী) কর্ম সঞ্চয় করিয়া অনেক সহস্র কোটি কল্প পর্যন্ত নরক হইতে নরকান্তরে, অপায় হইতে অপায়ান্তরে গমন করিবে। ভগবান সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে তাহা জানিতে পারিয়া (চিন্তা করিলেন) ‘আমার শাসনে প্রব্রজিত হইলে তাহার অসীম কর্ম সসীম হইবে। পূর্বের সম্ভাব্য অসীম দুঃখ অপেক্ষা পরবর্তী দুঃখ সসীম হইবে। এই দৃঢ় পুরুষ প্রব্রজিত না হইলে বহু কল্প নরকে অবস্থান করিবে’—সুতরাং তিনি করুণাবশত দেবদত্তকে প্রব্রজিত করিয়াছেন।”

“ভন্তে নাগসেন, তাহা হইলে ভগবান বুদ্ধ পূর্বে আঘাত করিয়া পরে তৈল মালিশ করেন, প্রপাতে নিক্ষেপ করিয়া সাহায্যার্থ হাত বাড়াইয়া দেন, মারিয়া ফেলিয়া জীবন অন্বেষণ করেন, কেননা তিনি প্রথমে দুঃখ দিয়া পরে সুখের বিধান করেন।”

“মহারাজ, জীবগণের হিতের নিমিত্তই তথাগত উহাদিগকে আঘাত করিয়া থাকেন, নিক্ষেপ করেন এবং মারিয়া থাকেন। মহারাজ, যেমন মাতাপিতা আঘাত করিয়া, নিক্ষেপ করিয়া পুত্র-কন্যার হিত সাধন করেন, সেইরূপ তথাগতও আঘাত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া এবং মারিয়া জীবগণের হিতই সাধন করেন। যেই যেই উপায়ে প্রাণীদের গুণ বৃদ্ধি হয় সেই সেই উপায়ে তিনি সত্ত্বগণের হিত সাধন করেন। মহারাজ, যদি দেবদত্ত প্রব্রজিত না হইত তবে গৃহী অবস্থায় থাকিয়াও বহু নিরয়-সংপ্রবর্তক পাপকর্ম করিয়া অনেক সহস্র কোটি কল্প পর্যন্ত নিরয় হইতে নিরয়ে অপায় হইতে অপায়ে গিয়া বহু দুঃখ ভোগ করিত। ভগবান তাহা জানিয়া করুণাবশত তাহাকে প্রব্রজিত করেন। ‘আমার শাসনে (ধর্মবিনয় অনুসারে) প্রব্রজিত হইলে

তাহার দুঃখ সসীম হইবে' এই মনে করিয়া তিনি করুণায় বিগলিত হইয়া দেবদত্তের গুরু দুঃখকে লঘু করিয়াছেন। মহারাজ, যেমন, ধন, যশ, শ্রী এবং জ্ঞাতিবলে কোনো বলবান পুরুষ স্বীয় প্রভাবে বিশ্বাস অর্জন করিয়া রাজা কর্তৃক গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত জ্ঞাতি কিংবা মিত্রের কঠোর দণ্ডকে লঘু করেন, সেইরূপ ভগবান বহু সহস্র কোটি কল্প পর্যন্ত সম্ভাব্য দুঃখ ভোগী দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়া শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তিবল প্রভাবে তাহার গুরু দুঃখকে লঘু করিয়াছেন। মহারাজ, যেমন, কোনো সুদক্ষ শল্য-চিকিৎসক শক্তিবর্ধক ওষুধ প্রভাবে কঠিন রোগকে সহজ করে, সেইরূপ ভগবান বহুসহস্র কোটি কল্পব্যাপী দুঃখ ভোগী দেবদত্তকে প্রব্রজিত করিয়া কারুণ্য বল সমৃদ্ধ ধর্মৌষধ প্রভাবে তাহার গুরুতর দুঃখকে লঘু করিয়াছেন। কেমন, মহারাজ যেই দেবদত্ত বহু দুঃখ ভোগের যোগ্য ছিল, তাহাকে অল্প ভোগের যোগ্য করিয়া ভগবান কি কিছু অপুণ্য অর্জন করিয়াছেন?"

"না ভন্তে বিন্দুমাত্র অপুণ্যও অর্জন করেন নাই, এমনকি গোদোহন মাত্রও নহে অর্থাৎ গাভীর একটি বাঁট হইতে একবার দুধ টানিতে যত সময় লাগে তত পরিমাণও নহে।"

"মহারাজ, এই কারণও যুক্তি হিসেবে স্বীকার করুন, যেই কারণে ভগবান দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন।

মহারাজ, এ সম্বন্ধে অপর এক কারণও শ্রবণ করুন যেই কারণে ভগবান দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন।

মহারাজ, যেমন পাপকারী চোরকে ধরিয়া আনিয়া জনগণ রাজাকে প্রদর্শন করে আর বলে, 'দেব, এই ব্যক্তি পাপকারী চোর, আপনি ইহার যথেচ্ছা দণ্ড বিধান করুন।' রাজা তাহাদিগকে বলেন 'ওহে, তাহা হইলে তোমরা নগরের বাহিরে মধ্যস্থানে নিয়া ইহার শিরশ্ছেদ করো।' 'হ্যাঁ, দেব!' বলিয়া লোকেরা রাজার আদেশ পাইয়া তাহাকে নগরের মধ্যস্থানে লইয়া গেল। সেই সময় রাজার নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত, যশ, ধন ও ভোগ প্রাপ্ত, আস্থাভাজন, বলবান এবং বিচার শক্তিসম্পন্ন কোনো পুরুষ তাহাকে দেখিতে পায়। তিনি তাহার প্রতি করুণা করিয়া সেই ঘাতকগণকে এইরূপ বলেন, 'ওহে! অনর্থক ইহার শিরশ্ছেদ তোমাদের কি লাভ? বরং তোমরা ইহার হস্ত কিংবা পদ ছেদন করিয়া জীবন রক্ষা করো। ইহার জন্য আমি রাজার সকাশে প্রত্যুত্তর দিব।' তাহারা সেই বলবানের আশ্বাস বাক্যে শরীর হস্ত কিংবা পদ ছেদন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। মহারাজ, বলুন দেখি সেই পুরুষ এইরূপ করিয়া চোরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হইল কি?"

"ভন্তে, সেই পুরুষ চোরের জীবনদাতা, জীবন দান করিলে আর অকৃত কি রহিল?"

"হস্ত, পদ ছেদনের দরুন চোরের যে কষ্ট হইল তজ্জন্য তিনি কি কিছু পাপ অর্জন করিবেন?"

"ভন্তে, চোর নিজের কৃতকর্মের দরুন দুঃখ ভোগ করিতেছে। জীবনদাতা পুরুষ কিছু পাপ অর্জন করিবে না"

"মহারাজ, এইরূপে ভগবান কারুণ্যবশত দেবদত্তকে প্রব্রজিত করিয়াছেন যে 'আমার ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইলে তাহার দুঃখ সসীম হইবে।" মহারাজ, ভগবান দেবদত্তের দুঃখ সসীম করিয়াছেন। মহারাজ, দেবদত্ত মরণ সময়ে এই বলিয়া আজীবনের জন্য শরণ গ্রহণ করেন :

'আমি আমার এই প্রাণ ও অস্থিরাজি দ্বারা সেই বুদ্ধের শরণ লইতেছি, যিনি জগতে সর্বোত্তম পুরুষ, দেবাতিদেব, দম্য নরগণের মার্গ পরিচালক, সর্বদ্রষ্টা ও শত পুণ্যলক্ষণযুক্ত।'

"মহারাজ, এক কল্প ছয় অংশে বিভাগ করিয়া প্রথম অংশের শেষ সময়ে দেবদত্ত সংঘভেদ করিয়াছে। অবশিষ্ট পাঁচ অংশ কাল নরকে দুঃখ ভোগ করিবে এবং তথা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি 'অস্থীশ্বর' নামে প্রত্যেকবুদ্ধ হইবেন। মহারাজ, আপনি বলুন, ভগবান এইরূপ করিয়া দেবদত্তের উপকারী হইয়াছেন কি না?"

"ভন্তে, তথাগত দেবদত্তকে সর্বস্ব দিয়াছেন। কেননা, তিনি দেবদত্তকে প্রত্যেক-বোধি লাভ করাইবেন। তাহার জন্য তথাগতের অকৃত কি-ই বা আছে।"

"মহারাজ, দেবদত্ত সংঘভেদ করিয়া এখন নরকে দুঃখ ভোগ করিতেছেন, তজ্জন্য ভগবান কিছু অপুণ্যলাভ করিবেন কি?"

"না ভন্তে, স্বীয় কর্মফলেই তো দেবদত্ত কল্পকাল নরকে পক্ব হইতেছে। শাস্তা তাহার দুঃখ সসীম করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার কোনো অপুণ্য হইবে না।"

"মহারাজ, এই কারণ আপনি সত্য হিসেবে স্বীকার করুন, কেন ভগবান দেবদত্তকে প্রব্রজিত করিয়াছেন।"

৩২. "মহারাজ, তৎপর আর এক কারণ শ্রবণ করুন, কেন ভগবান দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন। মহারাজ, কোনো ব্যক্তি বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সন্নিপাত, ঋতুর পরিণাম, বিষম ব্যবহার, উপক্রমাদিতে আক্রান্ত হইয়া গলিত শবতুল্য দুর্গন্ধ-প্রবাহী, অভ্যন্তরে যন্ত্রণাদায়ক, গর্তযুক্ত রক্তপূর্ণ

পুঁষযুক্ত এক ব্রণ হইয়াছে। এক সুদক্ষ শল্য-চিকিৎসক উহার উপশমের উদ্দেশ্যে ব্রণ পাকাইবার নিমিত্ত প্রথমে ব্রণ মুখে কঠোর, তীক্ষ্ণ ক্ষার ও জ্বালাকর ওষুধ দ্বারা প্রলেপ দেয়। যখন ইহা পাকিয়া নরম হয় তখন অস্ত্রোপাচার করিয়া ওষুধ যুক্ত শলাকা দ্বারা জ্বালাইয়া দেয়। দগ্ধ হইলে ক্ষার লবণ নিক্ষেপ করে এবং ব্রণের মাংসবৃদ্ধি ও রোগীর আরোগ্য লাভের জন্য ওষুধের প্রলেপ দেয়। মহারাজ, বলুন দেখি, সেই শল্য-চিকিৎসক কি রোগীর প্রতি অহিত চিত্ত হইয়া ওষুধের প্রলেপ দেয়, অস্ত্রোপচার করে, শলাকা দ্বারা জ্বালায়, ক্ষার লবণ প্রক্ষেপ করে?"

"না ভন্তে, চিকিৎসক হিত চিত্ত হইয়া রোগীর মঙ্গল ইচ্ছায় এই সকল প্রক্রিয়া করিয়া থাকে।"

"এইভাবে চিকিৎসা প্রক্রিয়া করার ফলে রোগীর যে দুঃখ বেদনা হয় তাহার দরুন শল্য-চিকিৎসক কিছু অপুণ্য অর্জন করে কি?"

"ভন্তে, চিকিৎসক হিতচিত্ত হইয়া আরোগ্যর ইচ্ছায় এই সকল প্রক্রিয়া করিয়াছে, তাহার জন্য কি অপুণ্য হইবে? বরং সে অগ্রপুণ্যের অধিকারী হইবে।"

"মহরাজ, এইরূপেই ভগবান দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া দুঃখ হইতে মুক্তির নিমিত্ত দেবদত্তকে প্রব্রজিত করিয়াছেন।"

৩৩. "মহারাজ, তৎপর অপর এক কারণ শ্রবণ করুন, যে কারণে ভগবান দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দান করিয়াছেন।"

"মহারাজ, কোনো লোক একটি কন্টকবিদ্ধ হইল। তাহার কোনো শুভানুধ্যায়ী হিতচিত্ত ব্যক্তি তীক্ষ্ণ কাঁটা কিংবা শস্ত্রমুখী কণ্টকের চতুর্দিকে ছেদনপূর্বক রক্তপাত করিয়া সেই কন্টক বাহির করিল। মহারাজ, সেই ব্যক্তি অহিতৈষী হইয়া সেই কন্টক বাহির করিল কি?"

"না ভন্তে, হিতকামী ও স্বস্তিকামী হইয়া সেই ব্যক্তি কণ্টক বাহির করিয়াছে। যদি ভন্তে সে কণ্টক উদ্ধার না করিত তবে তাহার মৃত্যু কিংবা মৃত্যুর সমান দুঃখ হইত।"

"মহারাজ, এইরূপই, ভগবান করুণা প্রণোদিত হইয়া দেবদত্তকে দুঃখ লাঘবের জন্য প্রব্রজিত করেন। যদি ভগবান তাহাকে প্রব্রজ্যা না দিতেন তবে সহস্র কোটি কল্পাবধি দেবদত্ত জন্ম পরম্পরায় নিরয়ে পরিপক্ব হইত।"

"হ্যাঁ ভন্তে, তথাগত পাপের অনুকূল স্রোতে ভাসমান দেবদত্তকে প্রতিস্রোতে আনিয়াছেন, বিপথগামী দেবদত্তকে সুপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রপাতে পতিত দেবদত্তকে উদ্ধার করিয়াছেন ও বিষম স্থানগামী দেবদত্তকে

সমস্থানে আনয়ন করিয়াছেন।”

“ভন্তে, আপনার ন্যায় বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্যতীত এই সকল হেতু, এই সকল কারণ অন্যের দ্বারা প্রদর্শন করা সম্ভব হইত না।”

ভূমিকম্পের কারণ

৩৪. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, কোনো বড় ভূমিকম্প উৎপত্তির আটটি হেতু ও কারণ আছে।” ইহা তাঁহার অশেষ বচন, নিঃশেষ বচন এবং নিষ্পর্যায় বচন। বড় ভূমিকম্প উৎপত্তির আর নবম কারণ নাই। যদি ভন্তে কোনো নবম কারণ থাকিত তবে উহা তো অবশ্যই বলিতেন। কোনো নবম কারণ নাই, তজ্জন্য ভগবান তাহা বলেন নাই। কিন্তু বড় ভূমিকম্প উৎপত্তির এই নবম কারণও দেখা যায়। যখন রাজা বেস্‌সান্তর মহাদান দিয়াছেন তখন সাত বার মহাপৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। ভন্তে, যদি বড় ভূমিকম্পের মাত্র আট হেতু কারণ থাকে তবে বেস্‌সান্তর রাজার মহাদান দিবার সময় পৃথিবী সাতবার কম্পিত হইয়াছিল, এই যে কথা ইহা মিথ্যা। আর যদি রাজা বেস্‌সান্তরের মহাদান দিবার সময় মহাপৃথিবী সাত বার কম্পিত হইয়া থাকে তবে বড় ভূমিকম্প উৎপত্তির মাত্র আটটি কারণ, এই বাক্য মিথ্যা।

“ভন্তে, ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন, এবং ইহা অতিসূক্ষ্ম, দুঃসাধ্য, ভ্রান্তিকর ও গভীর। ইহা আপনার নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান অন্য স্বল্পবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নহে।”

৩৫. “মহারাজ, ভগবান বলিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, কোনো বড় ভূমিকম্প উৎপত্তির আটটি হেতু ও কারণ আছে। তাহা ঠিক। রাজা বেস্‌সান্তর যখন মহাদান দেন তখনও সাতবার পৃথিবী কম্পিত হয়। তাহা অসাময়িক, কদাচিৎ ঘটনা, আট কারণের বহির্ভূত। তজ্জন্য আট কারণের মধ্যে তাহা গণনা করা হয় নাই।

মহারাজ, জগতে সাধারণত ত্রিবিধ মেঘ গণনা করা হয়; যথা : (১) বর্ষাঋতুর মেঘ, (২) হেমন্তঋতুর মেঘ এবং (৩) প্রাবর্ষিক বা গ্রীষ্মঋতুর শেষের মেঘ। যদি তাহা ছাড়া অন্য মেঘ বর্ষিত হয় তবে তাহা সম্মত মেঘের মধ্যে গণনা করা হয় না, উহা ‘অকাল মেঘ’ রূপে ব্যবহৃত হয়।

মহারাজ, হিমালয় পর্বত হইতে পঞ্চশত নদী প্রবাহিত হয়। উহাদের মধ্যে দশটির নামই গণনা হয়। যথা : গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী,

সিন্ধু, সরস্বতী, বেত্রবতী, বীতংসা (ব্যাস) ও চন্দ্রভাগা। অবশিষ্ট নদীগুলি নদী গণনায় গণিত হয় না, উহারা সদা সলিলা নহে।"

৩৬. "মহারাজ, রাজসভায় এক, দুই, তিনশতও সদস্য থাকে, তাহাদের মধ্যে কেবল ছয়জনই কেবল অমাত্য হিসেবে গণ্য হয়; যথা : সেনাপতি, পুরোহিত, বিচারক, কোষাধ্যক্ষ, ছত্রগ্রাহক ও খড়্গগ্রাহক। ইহারা ছয়জনই অমাত্য হিসেবে গণ্য হয়। কেননা, ইহারা রাজগুণযুক্ত। অন্যরা অমাত্য হিসেবে গণ্য হয় না, সদস্যরূপেই ব্যবহৃত হয়।

মহারাজ, এই প্রকারে, রাজা বেস্‌সান্তরের মহাদান দিবার সময় যে পৃথিবীর কম্পন হইয়াছিল, উহা সাধারণ নিয়মের অনুকূল ছিল না। দৈবাৎ সংঘতিত, সুতরাং পূর্বোক্ত আট কারণের ব্যতিক্রম ছিল। তজ্জন্য উহাদের মধ্যে ইহা গণনা করা হয় নাই।

৩৭. "মহারাজ, বর্তমান বুদ্ধের সময়ে ইহজীবনে সুখ ভোগ-কর্মের অধিকার প্রাপ্ত লোকগণের বিষয় আপনি শুনিয়াছেন কি, যাহাদের কীর্তি দেবমানবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল?"

"হ্যাঁ ভন্তে, সাতজনের নাম শুনিয়াছি।"

"তাহারা কে কে?"

"ভন্তে, **সুমন** মালাকার, **একশাটক** ব্রাহ্মণ, **পূর্ণ** ভৃত্য, রানি **মল্লিকা**, রানি **গোপালের মাতা, সুপ্রিয়া** উপাসিকা এবং **পূর্ণা** দাসী। এই সাতজন এমন কর্ম সম্পাদন করিয়াছে যাহার ফল ইহজীবনে ভোগ করিয়াছিল এবং যাহাদের খ্যাতি দেবমানবের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

"মহারাজ, আপনি অপর কাহারও বিষয় শুনিয়াছেন কি যাহারা অতীতকালে সশরীরে ত্রিদশ-ভবনে (স্বর্গে) গিয়াছেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, ইহাদের বিষয় আমি শুনিয়াছি।"

"তাঁহারা কে কে?"

"ভন্তে, **গুপ্তিল** গন্ধর্ব, **স্বাধীন** রাজা, **নিমী** রাজা ও **মান্ধাতা** রাজা—এই চারি জন সশরীরে স্বর্গে গমন করেন এবং দীর্ঘ দিন ভালো-মন্দ কর্ম করিয়াছেন শুনিয়াছি।"

"মহারাজ, প্রাচীনকালে কিংবা বর্তমান সময় এমন কাহারও সম্বন্ধে শুনিয়াছেন কি যিনি দান করিবার সময় পৃথিবী এক, দুই বা তিনবার কম্পিত হইয়াছিল?"

"না ভন্তে, শুনি নাই।"

"মহারাজ, আমি বহু পুরাণ পড়িয়াছি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, ধর্ম

শুনিয়াছি, শিক্ষায় শক্তি অর্জন করিয়াছি, গুরুসেবা করিয়াছি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আচার্যোপাসনা করিয়াছি। কিন্তু একমাত্র রাজাধিরাজ বেস্সান্তরের মহাদানের সময় ব্যতীত আর কাহারও কোনো দানের বেলায় পৃথিবী এক, দুই বা তিনবার কম্পিত হইয়াছে—এমন কথা শুনি নাই। মহারাজ, ভগবান কাশ্যপ ও শাক্যমুনি এই দুই বুদ্ধের মধ্যে অসংখ্য কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যে অপর দ্বিতীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, ইহা আমি শুনি নাই।

মহারাজ, সামান্য বীর্য্যে ও সামান্য পরাক্রমে এই মহাপৃথিবী কম্পিত হয় না। মহারাজ, যখন ইহা গুরু-ভারে পরিপূর্ণ হয় সমগ্র পবিত্র কর্মের গুরুভারে ভারাক্রান্ত হয় এবং ওই ভার ধারণে অসমর্থ হয়, কেবল তখনোই এই মহাপৃথিবী চঞ্চল হয়, প্রকম্পিত হয়।

মহারাজ, বোঝা বেশি ভারি হইলে যেমন গাড়ির নাভি ও নেমি বিদীর্ণ হয়, অক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ে ইহাও সেইরূপ।

মহারাজ, আকাশ যখন অনিল-জল-বেগাচ্ছাদিত ও অত্যধিক জল-ভারাক্রান্ত হয় তখন প্রবল বায়ু ও মেঘের সংঘর্ষের দরুন গর্জন করে ও গড় গড় শব্দ করে; সেইরূপ রাজা বেস্সান্তরের দান বলের আধিক্যের ভারে ভারাক্রান্ত মহাপৃথিবী তাহা ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া চঞ্চল হয়, কম্পিত হয় ও প্রকম্পিত হয়।

মহারাজ, রাজা বেস্সান্তরের চিত্ত কখনো রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, কলুষ, বিতর্ক ও অসন্তোষযুক্ত হয় নাই, কিন্তু দানশীলতাতেই বহুলাংশে প্রবর্তিত। তিনি চিন্তা করিতেন, 'কী প্রকারে অনাগত যাচকগণ আমার নিকট আসিবে, আগত যাচকেরা যথেচ্ছা লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে।' সর্বদা দানের প্রতি তাহার মন নিবিষ্ট থাকিত।

মহারাজ, রাজা বেস্সান্তরের চিত্ত সর্বদা দশটি বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিত; যথা : দম, শম, ক্ষান্তি, সংবর, যম, নিয়ম, অক্রোধ, অহিংসা, সত্য ও শুদ্ধি। মহারাজ, তাঁহার কামান্যেন্বেষণ পরিত্যক্ত, ভবান্বেষণ উপশান্ত ছিল তাঁহার ঔৎসুক্য ছিল ব্রহ্মচর্যান্বেষণের দিকে। তাঁহার আত্মরক্ষার চিন্তা লেশমাত্র ছিল না। বিশ্বপ্রাণী রক্ষায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইহাই বহুলাংশে চিন্তা করিতেন যে, 'কী প্রকারে এই প্রাণীরা একতায় থাকিবে, কী প্রকারে সুস্থ, সুখী, ধনবান ও দীর্ঘায়ু হইবে'।

মহারাজ, তিনি দান দিবার সময় পরলোকে উত্তম জন্ম লাভের জন্য দিতেন না। দানময় পুণ্যের বিনিময়ে ধন লাভের জন্য দান করিতেন না।

প্রতিদানের আশায় দান দিতেন না। প্রতারণার জন্য দান করিতেন না। তিনি দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য, সুখ, শান্তি ও যশের লালসায় দান করিতেন না। তিনি পুত্র ও কন্যার কামনায় দান করিতেন না। কিন্তু তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান রত্নের নিমিত্ত এইরূপ অতুল, বিপুল, অনুত্তর অদ্বিতীয় দানসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি এই গাথা ভাষণ করেন :

'কেবল বোধিজ্ঞান লাভের নিমিত্ত আমি
আমার প্রিয় পুত্র **জালি**, কন্যা **কৃষ্ণাজিনা**
পতিব্রতা রানি **মাদ্রীদেবীকে** দান করিবার
সময় মনে কিছু চিন্তা করি নাই।'

মহারাজ, রাজা বেস্‌সান্তর পরের ক্রোধকে প্রেম দ্বারা, পরের অসাধুতাকে সাধুতা দ্বারা, পরের কৃপণতাকে বদান্যতা দ্বারা, মিথ্যাবাদীকে সত্যভাষণ দ্বারা এবং সর্ববিধ পাপকে পুণ্যাচরণ দ্বারা জয় করিয়াছিলেন।

৩৮. "মহারাজ, রাজা বেস্‌সান্তর ধর্মানুকূল জীবন যাপন করিতেন, ধর্মই ছিল পরম লক্ষ্য। তাঁহার এইরূপ মহাদান দিবার সময় দানের পরিণাম ফলস্বরূপ বলবান বীর্যের বিপুল সম্প্রসারণ প্রভাবে পৃথিবীর নিচের বায়ুতে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, ধীরে ধীরে এক একবার আকুল ব্যকুল প্রবাহিত হয় এবং উন্নত, অবনত ও বিনত হইতে থাকে। বৃক্ষরাজি ছিন্নমূল হইয়া পতিত হয়। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আকাশে ধাবিত হয়। ধুলিমিশ্রিত বায়ু প্রবল হয়। আকাশ উৎপীড়িত করিয়া বায়ুসমূহ প্রবাহিত হয়। সহসা ধম ধম শব্দ হয়। মহা ভীষণ শব্দে গর্জন হয়। সেই বায়ুরাশি কূপিত হইলে ধীরে ধীরে জল চঞ্চল হয়। জল চঞ্চল হইলে মৎস্য কচ্ছপাদি জলজন্তুগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। জোড়া জোড়া হইয়া তরঙ্গরাজি উৎপন্ন হয়। জলচর প্রাণীরা সন্ত্রস্ত হয়। জলতরঙ্গ যুগ্মভাবে চলিতে থাকে। তরঙ্গধ্বনি উঠিতে থাকে। ভীষণ বুদ্‌বুদ্‌ উত্থিত হয়। ফেণমালা হয়। মহাসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। জল দিক বিদিকে ধাবিত হয়। জল দ্বারা স্রোতের অনুকূল ও প্রতিকূলে উভয় মুখে ধাবিত হয়। তাহাতে অসুর, গরুড়, নাগ ও যক্ষেরা সন্ত্রস্ত ও উদ্‌বিগ্ন হয়। 'একি হইল, সাগর কি উলটিয়া যাইতেছে।'—এই ভাবিয়া তাহারা ভীত চিত্তে পালাইবার পথ অন্বেষণ করে। জল দ্বারা ক্ষুব্ধ ও আলোরিত হইলে ভূধর ও সাগরসহ মহাপৃথিবী কম্পিত হয়। সুমেরু গিরিকূট পরিবর্তিত হয় এবং শৈলশৃঙ্গ অবনত হইতে থাকে। অহি, নকুল, বিড়াল, শৃগাল, শুকর, মৃগ ও পক্ষীগণ দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকিলে নিম্ন শ্রেণির

যক্ষেরা রোদন করে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণির যক্ষেরা হাসিতে থাকে।

মহারাজ, যদি, কেহ কোনো বড় হ্যাঁড়ি জল ভরিয়া চুল্লীর উপর রাখে। (এবং অন্ন পাকের উদ্দেশ্যে) তাহাতে চাউল নিক্ষেপ করে, তখন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে প্রথমে হ্যাঁড়ি সন্তপ্ত হয়। উষ্ণ হ্যাঁড়ি জল গরম করে, উষ্ণজল তণ্ডুলকে গরম করে, উষ্ণ তণ্ডুল উপরে উঠা-নামা করে, বহু বুদবুদ উৎপন্ন হয়। এবং ফেণমালা উথলিয়া পরে।

মহারাজ, এইরূপে রাজা বেস্সান্তর নিজের এমন প্রিয়বস্তু দান করিয়াছেন যাহা ত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যপার। তাঁহার এই দুষ্কর দানের স্বাভাবিক মহিমায় নিচের মহাবায়ু উহার ভার ধারণে অসমর্থ হইয়া বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। বায়ু বিক্ষুব্ধ হওয়াই জল চঞ্চল হইয়াছিল। এবং জল কম্পিত হওয়ায় মহাপৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। তাঁহার মহাদানের ফল এবং বিপুল বল বীর্য প্রভাবে বায়ু, জল ও পৃথিবী এই তিনটি যেন সমচিত্ত হইয়াছিল। রাজা বেস্সান্তরের মহাদানের যে প্রভাব হইয়াছিল, এমন প্রভাব অন্য কাহারও দানে হয় নাই।

মহারাজ, এই ধরণীতে বহুবিধ মণি বিদ্যমান আছে; যথা : ইন্দ্রনীল, মহানীল, জ্যোতীরস, বৈদূর্য, তিসিপুষ্প শিরীসপুষ্প মনোহর, সূর্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, হীরক, মুক্তা, পান্না, স্পর্শরাগ, লোহিতাঙ্ক, ও মরকত প্রভৃতি। কিন্তু চক্রবর্তী (কোহিনূর?) মণি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে কথিত হয়। মহারাজ, চক্রবর্তী মণি চতুর্দিকে এক যোজন পর্যন্ত আলোকিত করে।

মহারাজ, এইরূপেই এই জগতে আজ পর্যন্ত যত প্রকার অসদৃশ ও পরম দান প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে রাজা বেস্সান্তরের মহাদানই সর্বোত্তম। মহারাজ, বেস্সান্তর রাজার মহাদান দিবার সময় এই পৃথিবী সাত বার কম্পিত হইয়াছিল।”

৩৯. “ভন্তে, বুদ্ধগণের ইহা বড়ই আশ্চর্য! বড়ই অদ্ভূত! যে তথাগত বোধিসত্ত্ব অবস্থায়ও এইরূপ ক্ষান্তি, এইরূপ চিত্ত, এইরূপ অভিপ্রায় ও এইরূপ অভিলাষে জগতে অদ্বিতীয় ছিলেন! ভন্তে, আপনি বোধিসত্ত্বগণের পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং সেই জিতেন্দ্রিয়গণের পারমীসমূহ অধিক উজ্জ্বল করিয়াছেন। তথাগত বোধিচর্যা আচরণ করিবার সময়ও দেবমনুষ্যলোকে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতি উত্তম, ভন্তে নাগসেন, আপনি জিনশাসনকে প্রশংসিত করিয়াছেন। জিনপারমী উজ্জ্বল করিয়াছেন। অন্য মতাবলম্বীদের বাদ-গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন। পর প্রবাদের কুম্ভ বিদীর্ণ করিয়াছেন। গভীর প্রশ্নকে সহজবোধ্য করিয়াছেন। গহনকে

অগহন করিয়াছেন। জিনপুত্রগণের সমাধান লাভ হইয়াছে। হে গণিবরোত্তম, আপনি যেরূপ বলিয়াছেন, আমি তাহা সেইরূপই গ্রহণ করিতেছি।"

শিবিরাজের চক্ষুদান

৪০. "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন—'শিবিরাজা যাচককে নিজের চক্ষু যুগল দান করিয়াছিলেন। অন্ধ হইবার পর তাঁহার পুনঃ দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল।' এই বাক্য সমল, সনিগ্রহ ও সদোষ। পক্ষান্তরে সূত্রে উক্ত হইয়াছে : 'হেতুসমূহ বিনষ্ট হইলে, অকারণে দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইতে পারে না।' ভন্তে, যদি শিবিরাজা যথার্থই যাচককে চক্ষুদান করেন তবে তাঁহার 'পুনঃ দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল' এই যে বাক্য তাহা মিথ্যা। আর যদি প্রকৃতপক্ষে দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে 'তিনি যাচককে চক্ষুদান করিয়াছি' এই যে প্রবাদ, তাহা মিথ্যা। ভন্তে, ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন, ইহা জটিল হইতে জটিলতর, কুটিল হইতে কুটিলতর ও গহন হইতে গহনতর। উহা আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রতিপক্ষের মত খণ্ডনের নিমিত্ত এবং সমস্যার সমধানের নিমিত্ত আপনি ইচ্ছা উৎপাদন করুন।"

"মহরাজ, শিবি রাজা যাচককে চক্ষু যুগল দান করিয়াছেন, তাহাতে কিছু সন্দেহ উৎপাদন করিবেন না। আবার তাঁহার দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ জন্মাইবেন না।"

"ভন্তে, হেতুসমূহ বিনষ্ট হইলে, কারণ ব্যতীত দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইতে পারে কি?"

"না মহারাজ, উৎপন্ন হইতে পারে না।"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে কারণ কী, যাহাতে হেতু বিনষ্ট হইলেও কোনো কারণ ব্যতিরেকে তাঁহার চক্ষু উৎপন্ন হইল? বেশ এখন আপনি কারণ প্রদর্শন করিয়া এই বিষয় আমাকে বুঝাইয়া দিন।"

৪১. "মহারাজ, এই জগতে সত্য বলিয়া কি কিছু আছে, যাহার দ্বারা সত্যবাদীগণ সত্যক্রিয়া করিয়া থাকেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, জগতে সত্য আছে, সত্যবাদীরা সত্যক্রিয়া করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করান, অগ্নি নির্বাপণ করান, বিষ নষ্ট করান এবং আরও যাহা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা করিতে পারেন।"

"মহারাজ, তাহা হইলে সত্যবলে শিবিরাজের দিব্যচক্ষু লাভ হইয়াছিল,

ইহাও যুক্তিসঙ্গত। সত্যবলে অনাধারেও দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হয়। ইহাতে সত্যই উহার প্রধান হেতু বুঝিতে হইবে।

মহারাজ, যেমন বড় বড় সিদ্ধ পুরুষগণ 'বৃষ্টি বর্ষিত হউক' বলিয়া সত্যের অনুগান করেন, তাঁহাদের সত্যগানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হয়। মহারাজ, পূর্ব হইতে আকাশে বর্ষণের হেতু সঞ্চিত থাকে কি? যেই হেতুতে প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হয়?"

"না ভন্তে, তথায় প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের সত্যয় প্রধান হেতু হয়।"

"মহারাজ, সেইরূপ শিবিরাজের কোনো প্রাকৃতিক হেতু ছিল না, দিব্যচক্ষু লাভের একমাত্র হেতু ছিল সত্য।"

৪২. "মহারাজ, যেমন বড় বড় সিদ্ধ পুরুষগণ 'আগুন নিভিয়া যাউক' বলিয়া যখন সত্যক্রিয়া করেন সেই গুণে অগ্নি নিবিয়া যায়। মহারাজ, তবে কি পূর্ব হইতে অগ্নি নির্বাপনের হেতু সঞ্চিত থাকে যাহাতে সেই ক্ষণেই অগ্নি নিবিয়া যায়?"

"না ভন্তে, এখানে কেবল সত্যবলই অগ্নি নির্বাপনের কারণ হয়।"

"মহারাজ, সেইরূপই শিবিরাজার কোনো প্রাকৃতিক হেতু ছিল না, তাঁহার সত্যবলই প্রধান কারণ ছিল।"

৪৩. "মহারাজ, যে সকল বড় বড় সিদ্ধ পুরুষ আছেন তাঁহারা 'এই হলাহল বিষ ওষুধ হউক' এই বলিয়া সত্যক্রিয়া করেন, তাঁহাদের সত্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ ওষুধে পরিণত হয়। এখানে বিষ দমনের জন্য পূর্ব হইতেই কি হেতু সঞ্চিত থাকে?"

"না ভন্তে, তাঁহাদের সত্যের প্রভাবই এখানে প্রধান কারণ।"

"মহারাজ, এইরূপই শিবিরাজার (চক্ষু প্রদান ও দিব্যচক্ষু উৎপত্তি) কোনো প্রাকৃতিক হেতু ছিল না, তাঁহার সত্যের প্রভাবই প্রধান কারণ ছিল।"

৪৪। "মহারাজ, চারি আর্যসত্য জ্ঞাতার্থে অন্য কোনো কারণ নাই, এই সত্যের ভিত্তিতেই উহাদেরও উপলব্ধি হইয়া থাকে।"

চীন রাজার সত্যবল

"মহারাজ, চীনদেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি ক্রীড়ার মানসে প্রতি চার মাসে এক এক বার সত্যক্রিয়া করিয়া রথসহ মহাসমুদ্রে এক যোজন পর্যন্ত প্রবেশ করিতেন। সেই সময় তাঁহার রথের অগ্রভাগের সম্মুখ হইতে জল রাশি সরিয়া যাইত। যখন তিনি রথসহ ফিরিয়া আসিতেন তখন জলরাশি

পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিত। মহারাজ, দেবমানবের সম্মিলিত স্বাভাবিক দেহবলের দ্বারা সমুদ্রের জলরাশিকে অপসারিত করা সম্ভব কি?"

"ভন্তে, অতি সমান্য পুষ্করিণীর জলও দেবমানবের স্বাভাবিক বলে অপসারিত করা সম্ভব নহে। মহাসমুদ্র জলের কোথায় বা কী?"

"মহারাজ, এই কারণেও সত্যবল জানা উচিত যে জগতে এমন কোনো কিছু নাই যাহা সত্যবলে পাওয়া যায় না।"

বিন্দুমতীর সত্যবল

৪৫. "মহারাজ, একদিন পাটলিপুত্র (=পাটনা) নগরে ধর্মরাজ অশোক নগর ও জনপদবাসীগণ, অমাত্য, সৈন্যবল ও মহামন্ত্রীতে পরিবৃত হইয়া গঙ্গানদী দর্শনে গিয়াছিলেন। সেই সময় গঙ্গানদী নব জল ধারায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই পঞ্চশত যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন বিস্তৃত ভরানদী দেখিয়া ধর্মরাজ অশোক অমাত্যদিগকে কহিলেন, 'ওহে, এই মহাগঙ্গার স্রোতকে ঊর্ধ্বদিকে প্রবাহিত করিতে সমর্থ এমন কেহ আছে কী?'

অমাত্যগণ বলিলেন, 'দেব, ইহা কেই বা করিতে পারিবে?"

সেই সময় বিন্দুমতী নামে এক গণিকাও সেই গঙ্গাতীরে উপস্থিত ছিল। সেই রাজার জিজ্ঞাসা শুনিয়া মনে মনে বলিল, 'আমি এই পাটলিপুত্র নগরে রূপাজীবা গণিকা, আমার বৃত্তি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণির। তথাপি রাজা আমার সত্যক্রিয়া দর্শন করুন।' তখন নিজের সত্যক্রিয়া করিল। তাহার সত্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাগঙ্গা কলকল ধ্বনিতে ঊর্ধ্বদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহাজনসংঘ তাহা দেখিতে পাইল। তখন রাজা গঙ্গার আবর্ত ও ঊর্মিবেগ-সঞ্জাত কলকল শব্দ শুনিয়া বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং ভাবাবেগে অমাত্যগণকে কহিলেন, 'ওহে, কেন এই মহাগঙ্গা ঊর্ধ্বস্রোতে বহিতেছে?' 'মহারাজ, আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বিন্দুমতী গণিকা সত্যক্রিয়া করিয়াছে, তাহার ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে নদী উপর দিকে বহিতেছে।'

তখন রাজা অতি বিস্মিত হৃদয়ে অবিলম্বে স্বয়ং গণিকার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওরে, (জে!) সত্যই কি তোমার সত্য প্রভাবে এই গঙ্গা উপরদিকে প্রবাহিত হইতেছে?'

'হ্যাঁ, মহারাজ!'

রাজা কহিলেন, 'ইহাতে তোমার কী সত্যবল আছে? পাগল ব্যতীত অন্য কে তোমার বাক্য বিশ্বাস করে? কোন বলে তুমি গঙ্গাকে উপরদিকে প্রবাহিত

করিলে?”

সে বলিল, ‘মহারাজ, স্বীয় সত্যবলে আমি মহাগঙ্গাকে ঊর্ধ্বস্রোতে প্রবাহিত করাইয়াছি।’

রাজা বলিয়া উঠিলেন, ‘আরে, তোমার ন্যায় চোরণী, ধূর্তা, অসতি, কুলটা, পাপাশয়া, ভ্রষ্টচরিত্রা লজ্জাহীনা এবং অজ্ঞজন প্রলুব্ধকারিণী নারীর আবার সত্যবল কী?’

‘মহারাজ, আপনি সম্পূর্ণ ঠিকই বলিয়াছেন। আমি তাদৃশী নারী। তথাপি আমার সত্য এত প্রভাবযুক্ত যে তদ্বারা আমি দেবমানব এই পৃথিবীকে উল্টাইয়া দিতে পারি।’

রাজা কহিলেন, ‘সেই সত্যক্রিয়া কী, বেশ, আমাকে শোনাও দেখি?’

‘মহারাজ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা অপর যেকোনো জাতির হউক না কেন, যিনি আমাকে ধন দেন তাঁহাদের সকলকে সমানভাবে পরিচর্যা করি। আমার কাছে ক্ষত্রিয় উচ্চ বলিয়া বিশেষ সম্মান নাই; শূদ্র নিচ বলিয়া অবমাননা নাই। আমি অনুরাগ ও বিরাগ পরিহার করিয়া যিনি আমার প্রাপ্য দেন তাঁহারই তৃপ্তি সাধনে তৎপর হই। মহারাজ, ইহাই আমার সত্যবল যাহার প্রভাবে এই মহাঙ্গাকে উপরদিকে প্রবাহিত করিলাম।’

[এই কাহিনি বলিয়া আয়ুষ্মান নাগসেন বলিয়াছিলেন]

৪৬. মহারাজ, জগতে এমন কোনো কাজ নাই যাহা সত্যের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি করিতে পারেন না। মহারাজ, শিবিরাজা যাচককে নিজের চক্ষুযুগল দান করিয়াছেন, এবং তাঁহার সত্যবলে পুনরায় দিব্য চক্ষু লাভ হইয়াছিল; উহা কেবল তাঁহার সত্যক্রিয়ার প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে।

মহারাজ, যাহা সূত্রে বলা হইয়াছে : ‘মাংসচক্ষু নষ্ট হইলে হেতু ও কারণ ব্যতিরেকে দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হয় না’ তাহা ভাবনাময় চক্ষু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। মহারাজ, তাহা এইরূপই ধারণ করুন।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনি প্রশ্ন সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। নিগ্রহস্থান নির্দেশ করিয়াছেন, বিপক্ষের মতবাদ মর্দিত করিয়াছেন। আপনি যেভাবে ব্যক্ত করিলেন, আমি সেভাবে ধারণ করিতেছি।”

গর্ভ-সঞ্চার

৪৭. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান ইহা বলিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, তিন বস্তুর সংযোগ হইলে গর্ভের সঞ্চার হয়: (১) মাতাপিতার মিলন হওয়া, (২) মাতা

ঋতুমতী হওয়া এবং (৩) গন্ধর্বের (জন্ম অন্বেষণকারী সত্ত্ব) উপস্থিতি থাকা। এই তিনের সম্মিলন হইলে গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে।' ইহা অশেষ বচন, নিঃশেষ বচন, নিষ্পর্যায় বচন এবং অরহস্য বচন—তিনি দেবমনুষ্যগণের মধ্যে বসিয়া ইহা ভাষণ করিয়াছেন। আবার দুইয়ের সম্মিলনে গর্ভের সঞ্চার হয়, ইহাও দেখা যায়। দুকুল নামে তাপস পারিকা তপস্বিনীর ঋতুকালে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার নাভি স্পর্শ করিয়া দিলেন। তাহাতে শাম কুমার জন্মিয়াছিলেন। মাতঙ্গ ঋষি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এক ঋতুমতী ব্রাহ্মণকন্যার নাভি স্পর্শ করিয়াছিলেন। ওই স্পর্শের ফলে মাণ্ডব্য নামক বালকের জন্ম হইয়াছিল।

ভন্তে, যদি ভগবান তিনের সংযোগে গর্ভ-সঞ্চারের কথা বলেন, তাহা হইলে শাম ও মাণ্ডব্য কুমারের ওই উৎপত্তির কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। আর যদি শাম ও মাণ্ডব্য কুমারের জন্ম কেবল নাভী স্পর্শে হইয়া থাকে তবে তাহার এই বাক্য মিথ্যা হয় যে তিনের সংযোগে গর্ভের সঞ্চার হয়। ভন্তে, ইহাও উভয়কোটিক, গভীর, নিপুণ এবং বুদ্ধিমানগণের জ্ঞাতব্য বিষয়। ইহা আপনার সম্মুখে উপস্থিত। আপনি বিপক্ষ মত খণ্ডন করুন, উত্তম জ্ঞানের আলোক ধারণ করুন।"

৪৮. "মহারাজ, ভগবান ইহা ঠিকই বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, তিন বস্তুর মিলনেই গর্ভ সঞ্চার হয়: মাতাপিতার মিলন, মাতা ঋতুমতী এবং গণ্ডর্বের উপস্থিতি; এই তিনের মিলনেই গর্ভ-সঞ্চার হয়।' মহারাজ, ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, শাম ও মাণ্ডব্যের জন্ম কেবল নাভি স্পর্শের দ্বারা হইয়াছে।"

"ভন্তে, যাহাতে এই প্রশ্ন সুমীমাংসিত হয় সেইভাবে কারণসহ আমাকে বুঝাইয়া দিন"

"মহারাজ, আপনি পূর্বে কখনো শুনিয়াছেন কি, সাংকৃত্য কুমার, ঋষিশৃঙ্গ মুনি এবং স্থবির কুমার-কাশ্যপের জন্ম কী প্রকারে হইয়াছিল?"

"হ্যাঁ ভন্তে, শুনিয়াছি তাহাদের জন্ম কাহিনি সুপ্রসিদ্ধ। দুই হরিণী ঋতুমতী অবস্থায় দুইজন তাপসের প্রস্রাব স্থানে আসিয়া সশুক্র প্রস্রাব পান করিয়াছিল। তৎপ্রভাবে সাংকৃত্য কুমার ও ঋষিশৃঙ্গ মুনি উৎপন্ন হন।

এক সময় স্থবির উদায়ী ভিক্ষুণীদের আশ্রমে গিয়াছিলেন; তথায় তিনি কামচিত্তে ভিক্ষুণীর যোনিমার্গ সম্বন্ধে চিন্তা করায় তাঁহার শুক্রপাত হয়। তখন আয়ুষ্মান উদায়ী সেই ভিক্ষুণীকে কহিলেন, 'যাও ভগ্নি জল আনয়ন করো, আমার পরিধেয় বস্ত্রধৌত করিব। ভিক্ষুণী বলিলেন, 'আমাকে দেন, আমি ধুইয়া দিব।'

স্থবির চীবর দিলেন। সেই সময় ভিক্ষুণী ঋতুমতী ছিলেন। তিনি সেই শুক্রের একাংশ মুখে গ্রহণ করিলেন এবং একাংশ যোনিমার্গে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্বারা কুমার-কাশ্যপের জন্ম হইল। লোকে ইহাই বলে।"

"মহারাজ, আপনি সেই কথা বিশ্বাস করেন কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, এ বিষয়ে আমরা বলবৎ কারণ পাইয়াছি যে কারণ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে হয়।"

"মহারাজ কারণ কী?"

"ভন্তে, সুকর্ষিত কর্দমে নিপতিত বীজ শীঘ্রই অঙ্কুরিত হয় কি?'

"হ্যাঁ, মহারাজ!"

"ভন্তে, এইরূপই যখন সেই সময় ঋতুমতী ভিক্ষুণীর কলল সংস্থিত হয়, রক্তের বেগ বন্ধ হয় এবং ধাতু স্থির হয়, তখন সেই শুক্র লইয়া তিনি সেই কললে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দারা তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইল। তাঁহাদের উৎপত্তির এই কারণ আমরা স্বীকার করি।"

"মহারাজ, যোনি প্রবেশের দরুন গর্ভ সম্ভব হয়, ইহা আমি সেইরূপে স্বীকার করি। আপনি কুমার-কাশ্যপের গর্ভাগমন স্বীকার করেন কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"সাধু, মহারাজ, আপনি আমার মতে পুনঃ আসিয়া পড়িয়াছেন। এক প্রকার গর্ভ সঞ্চারের বিষয় কথিত হইলেও উহাতে আপনি আমার অনুকূল হইবেন।

আচ্ছা! আপনি বলুন তো, সেই দুই হরিণী যে (ঋষির) প্রস্রাব পান করিয়া গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, তাহা আপনি বিশ্বাস করেন কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, যাহা কিছু ভোজন করে, পান করে, খায় ও লেহন করে সেই সমস্ত কললে পৌঁছে এবং স্থান প্রাপ্ত হইয়া বর্ধিত হয়। ভন্তে, যেমন সমস্ত নদী মহাসমুদ্রে অবতরণ করে, এবং যথাস্থানে গিয়া বর্ধিত হয়, সেইরূপ যে কিছু খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় সমস্তই কললে গিয়া অবতরণ করে এবং যথাস্থানে গিয়া বর্ধিত হয়। সেই কারণে আমি বিশ্বাস করি যে মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়াও গর্ভ সঞ্চার হইতে পারে।"

"সাধু মহারাজ, আমার মতে গভীরভাবে উপস্থিত হইয়াছেন। মুখ দিয়া পানের দ্বারাও দুই এর মিলন হয়। মহারাজ, সাংকৃত্য কুমার, ঋষিশৃঙ্গ মুনি ও স্থবির কুমার-কাশ্যপের গর্ভাগমন স্বীকার করেন কি?

"হ্যাঁ ভন্তে, স্বীকার করি।"

৪৯. "মহারাজ, শাম কুমার ও মাণ্ডব্য মানবকের ক্ষেত্রেও তিনের সমন্বয়

হইয়াছিল। ইহা পূর্বোক্ত প্রণালীর সদৃশ। আমি উহার কারণ বলিতেছি :

দুকুল তাপস ও পারিকা তাপসী তাঁহারা উভয়ে পরমার্থের অন্বেষণে ধ্যানাভিলষী হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মালোকও উত্তপ্ত হইয়াছিল। তখন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায়, দুই বেলা তাঁহাদের সেবার জন্য আসিতেন। ইন্দ্র তাঁহাদের প্রতি গৌরবযুক্ত মৈত্রী হেতু চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে ভবিষ্যতে তাঁহাদের দুই জনেরই চক্ষু নষ্ট হইবে। ইহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'ভদন্তগণ, আমার এক অনুরোধ রক্ষা করুন। সাধু, আপনারা এক পুত্র লাভ করুন। সে আপনাদের সেবা করিবে এবং অবলম্বন হইবে।

'হে ইন্দ্র, আমাদের পুত্রের প্রয়োজন নাই। আপনি এরূপ বলিবেন না।' তাঁহারা ইন্দ্রের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তাঁহাদের হিতকামী ইন্দ্র দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার অনুরোধ করিলেন।

তাঁহারা তৃতীয়বারও বলিলেন, 'হে ইন্দ্র, আমাদের প্রয়োজন নাই। আপনি আমাদিগকে অনর্থে নিয়োগ করিবেন না। আচ্ছা, এই দেহ কি কখনো নষ্ট হইবে না? এই ভঙ্গুর দেহ এক দিন ভাঙিয়া পড়িবেই। ধরণী ভগ্ন হউক, শৈলশিখর পতিত হউক, আকাশ বিদীর্ণ হউক, চন্দ্র-সূর্য মাটিতে পতিত হউক, তথাপি আমরা লোকাচারে সম্মিলিত হইব না। আপনি আমাদের সম্মুখে আসিবেন না। আপনি আসার পরে কিছু বিশ্বাস হইয়াছিল কিন্তু এখন মনে হইতেছে আপনি আমাদের অনর্থকারী।'

তখন, দেবেন্দ্র তাঁহাদের সম্মতি না পাইয়া সগৌরবে প্রণামপূর্বক কহিলেন, 'যদি আপনারা আমার পরামর্শে উৎসাহিত না হন তবে এই মাত্র করুন, যখন তাপসী ঋতুমতী ও পুষ্পবতী হইবেন তখন ভদন্ত, আপনি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার নাভিদেশ স্পর্শ করিবেন। তাহাতে তিনি গর্ভ লাভ করিবেন। গর্ভ সঞ্চারের ইহাও এক প্রকার সম্মিলন।'

'কৌশিক, আপনার এই পরামর্শ কার্যকর করিতে পারি। তাহাতে আমাদের তপস্যা নষ্ট হইবে না।' 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহারা সম্মত হইলেন।

সেই সময় দেবলোকে ক্ষীণপুণ্য এক দেবপুত্র ছিলেন। তাঁহার আয়ুও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। তিনি যেখানে ইচ্ছা—এমনকি চক্রবর্তী রাজকুলেও জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন। দেবেন্দ্র সেই দেবপুত্রের নিকট গিয়া বলিলেন :

'আসুন, আর্য, আজ আপনার সুপ্রভাত। অর্থসিদ্ধ উপস্থিত। তাই আমি আপনাকে সাহায্য করিতে চাই। রমণীয় স্থানে আপনার বসবাস হইবে,

উচ্চকুলে জন্ম হইবে, সুন্দর মাতা ও পিতার সান্নিধ্যে লালিত-পলিত হইবেন। আসুন, আমার পরামর্শ ধরুন।' দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও ইন্দ্র করজোড়ে এই প্রার্থনা করিলেন।

তখন দেবপুত্র কহিলেন, 'মহাশয়, তাহা কোন কুল, আপনি যাহার পুনঃপুন প্রশংসা করিতেছেন?'

'দুকূল তাপস এবং পারিকা তাপসী।'

দেবপুত্র তাঁহার বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকার করিলেন, 'সাধু, মহাশয়, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আপনার নির্দেশিত কুলে আমি জন্মগ্রহণ করিব। অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ কিংবা ঔপপাতিক যোনির মধ্যে আমি কোথায় জন্ম লইব?'

'মহাশয়, আপনি জরায়ুজ, যোনিতে জন্মগ্রহণ করুন।'

তখন, দেবেন্দ্র তাঁহার উৎপত্তির দিন গণনা করিয়া দুকূল তাপসকে অনুরোধ করিলেন, 'অমুক দিনে তাপসী ঋতুমতি ও পুষ্পবতী থাকিবেন, তখন ভন্তে, আপনি দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার নাভি স্পর্শ করিবেন।'

মহারাজ, ঠিক সেইদিন তাপসী ঋতুমতী ও পুষ্পবতী ছিলেন। তাপস দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাপসীর নাভি স্পর্শ করিলেন এবং দেবপুত্রও তথায় পুনর্জন্ম গ্রহণের নিমিত্ত তৎপর হইলেন। এই প্রকারেই তিনের সম্মিলন ঘটিয়াছিল। নাভিস্পর্শের দ্বারা তাপসীর কামরাগ উৎপন্ন হইল, সেই রাগ কেবল নাভিস্পর্শের দরুন। কিন্তু আপনি শুধু মৈথুনক্রিয়াকেই সম্মিলন মনে করিবেন না। (রাগযুক্ত নরনারীর) উচ্চহাস্য, উল্লসিত আলাপ এবং নিবিষ্টভাবে দর্শন—এই সকলও সম্মিলন। রাগ উৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া পরস্পর স্পর্শ দ্বারা সম্মিলন হয়, সেই সম্মিলন হইতে গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে।

মহারাজ, কাজেই মৈথুনক্রিয়া ব্যতীত স্পর্শ দ্বারা গর্ভসঞ্চার হয়। মহারাজ, যেমন জ্বলন্ত অগ্নি স্পর্শ না করিলেও সমীপস্থ বস্তু গরম হইয়া যায়, সেইরূপ মৈথুনক্রিয়া ব্যতীতও স্পর্শের দ্বারা গর্ভ-সঞ্চার হয়।

৫০. মহারাজ, চারি কারণে সত্ত্বগণের গর্ভধারণ হয়; যথা : কর্মবশে, যোনিবশে, কুলবশে এবং প্রার্থনাবশে হয়। মহারাজ, কর্মবশে প্রাণীগণের গর্ভসঞ্চার কিরূপে হয়?

মহারাজ, প্রচুর পুণ্যবান ব্যক্তিগণ উচ্চ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতিকুলে কিংবা দেবতাদের মধ্যে অণ্ডজ, জরায়ু, সংস্বেদজ অথবা ঔপপাতিক যোনিতে ইচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণ করেন। যেমন, মহারাজ, কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি, যাহার

নিকট যথেষ্ট ধন, স্বর্ণ-রৌপ্য, বহু সম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসী থাকে তিনি দাস, দাসী, জমি বাড়ি, গ্রাম, নগর বা জনপদের যাহা কিছু ইচ্ছা করেন তাহা যথেষ্টভাবে, দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারেন; সেইরূপ প্রচুর পুণ্যবান লোকেরা যেখানে ইচ্ছা করেন সে-স্থানে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। এই প্রকারে কর্মবশে জীবগণের জন্মলাভ হয়।

৫১. যোনিবশে জীবগণের কিরূপে জন্মগ্রহণ হয়?

মহারাজ, মুরগীদের বায়ু দ্বারা ও বলাকাদের মেঘ গর্জনে গর্ভসঞ্চার হয়। দেবতারা গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করেন না, তাহাদের নানা বর্ণে গর্ভসঞ্চার হয়। যেমন, মহারাজ, মানুষেরা নানা পোশাকে পৃথিবীতে বিচরণ করেন; কেহ সম্মুখে ঢাকে, কেহ পশ্চাতে ঢাকে, কেহ নগ্ন থাকে, কেহ মুণ্ডিত মস্তকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে, কেহ উষ্ণীষধারী হয়, কেহ মুণ্ডিত শীর্ষে কষায় বসনধারী হয়, কেহ জটাধারী হইয়া বল্কল পরিধান করে, কেহ কেহ চর্মবস্ত্র, কেহ বা রশ্মি পরিধান করে—এই সকল মানুষেরা নানাবিধ পোষাকে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে; সেইরূপ, মহারাজ, ইহারা সকলেই প্রাণী, তাহাদের নানাভাবে গর্ভসঞ্চার হয়। এইরূপে যোনি হিসেবে প্রাণীদের গর্ভসঞ্চার হয়।

৫২. কুলবশে জীবগণের জন্মগ্রহণ কিরূপে হয়?

মহারাজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ ও ঔপপাতিক ভেদে চারি প্রকার কুল আছে। গন্ধর্ব যেকোনো স্থান হইতে আসিয়া (চ্যুত হইয়া) যদি অণ্ডজ কুলে জন্মগ্রহণ করে তবে সে তথায় অণ্ডজ হয়। সেইরূপ যদি জরায়ুজ, সংস্বেদজ ও ঔপপাতিক কুলে কেহ জন্মগ্রহণ করে, তবে সে জরায়ুজ, সংস্বেদজ ও ঔপপাতিক হয়। তাহারা যেই যেই কুলে জন্মগ্রহণ করে সেই সেই কুলের অন্তর্গত ও অনুরূপ প্রাণী হয়। যেমন যে সকল পশু-পক্ষী হিমালয়ে মেরু নামক পর্বতে গমন করে তাহারা সকলে স্ব স্ব বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণ-বর্ণ হইয়া যায়, মহারাজ, সেইরূপ যেকোনো গন্ধর্ব যেকোনো স্থান হইতে আসিয়া যদি অণ্ডজ কুলে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে ইহা স্বভাববর্ণ পরিত্যাগ করিয়া অণ্ডজই হয়। তদ্রুপ জরায়ু কুলে জরায়ুজ, সংস্বেদজ কুলে সংস্বেদজ এবং ঔপপাতিক কুলে ঔপপাতিক হয়। এইরূপে কুলবশে জীবগণের জন্ম হয়।

৫৩. প্রার্থনাবশে জীবগণের জন্মগ্রহণ কিরূপে হয়?

মহারাজ, কোনো কোনো কুল সন্তানহীন হয়। সেই কুলে বহু সম্পত্তি থাকে। কুলীনেরা শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন, সচ্চরিত্র, কল্যাণধর্মপরায়ণ ও

তপস্যানিরত থাকে। সেই সময় কোনো দেবপুত্রও স্বীয় পুণ্যফল ক্ষয় হওয়ায় পতনোন্মুখ হয়। তখন দেবেন্দ্র সেই কুলের প্রতি অনুকম্পাবশত উক্ত দেবপুত্রকে প্রার্থনা করেন—'মহাশয়, অমুক কুলের মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করুন।' সেই দেবপুত্র দেবেন্দ্রর প্রার্থনায় ওই কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

মহারাজ, যেমন পুণ্যকামী লোকেরা শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুকে আহ্বান করিয়া গৃহে আনয়ন করেন এই ভাবিয়া যে তাঁহার আগমনে সর্ববিধ সুখাবহ কুশল হইবে, সেইরূপ দেবেন্দ্র সেই দেবপুত্রকে প্রার্থনা করিয়া সেই কুলে আনয়ন করেন। এই প্রকারে প্রার্থনাবশে প্রাণীগণের জন্ম হয়।

৫৪. মহারাজ, দেবেন্দ্র শক্রের প্রার্থনানুসারে **শাম** কুমার তপস্বিনী **পারিকার** গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। মহারাজ, শাম কুমার পুণ্যবান ছিলেন। তাঁহার মাতাপিতা শীলবান কল্যাণধর্মপরায়ণ ছিলেন। আর প্রার্থনাকারী ছিলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। এই তিনজনের মানসিক প্রার্থনা প্রভাবে শামকুমার উৎপন্ন হইয়াছেন।

মহারাজ, যদি কোনো সুদক্ষ লোক সুকর্ষিত, সরস ও উর্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করে এবং যদি সেই বীজ প্রতিবন্ধকমুক্ত হয় তবে উহার অভিবৃদ্ধির কোনো অন্তরায় হইবে কি?"

"না ভন্তে, অবশ্যই সেই বীজ বিনা বাধায় শীঘ্রই সংবর্ধিত হইবে।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই সর্ববিধ অন্তরায়মুক্ত হইয়া তিনজনের চিত্ত-প্রণিধান হেতু শাম কুমার উৎপন্ন হইয়াছেন। মহারাজ, আপনি শুনিয়াছেন কি ঋষিদের অভিশাপ দ্বারা জনবহুল সমৃদ্ধ জনপদও বিনষ্ট হইয়াছে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, শুনা যায় যে, মহৎ দণ্ডকারণ্য, মধ্যারণ্য, কলিঙ্গারণ্য ও মাতঙ্গারণ্য—এই সকল (স্থান) যে অরণ্যে পরিণত হইয়াছে উহারা এক সময় সমৃদ্ধ ও উন্নত জনপদ ছিল, ঋষিদের অভিশাপে এখন বিনষ্ট হইয়াছে।"

"মহারাজ, যদি ঋষিদের অভিশাপ দ্বারা সুসমৃদ্ধ জনপদও অরণ্যে পরিণত হইয়া যায় তবে তাঁহাদের চিত্তপ্রসন্নতার দ্বারা কিছু শুভ কাজ হইবে না কেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, অবশ্যই হইবে।"

"অতএব, মহারাজ, তাহা হইলে তিনজন শক্তিশালী মহাপুরুষের চিত্ত প্রসন্নতার দ্বারা শাম কুমার উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি ঋষিনির্মিত, দেবনির্মিত এবং পুণ্যনির্মিত ছিলেন। মহারাজ, ইহা এইরূপ অবধারণ করুন।

মহারাজ, তিনজন দেবপুত্র দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থিত কুলে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। সেই তিনজন কে কে? শাম কুমার, মহাপনাদ ও কুশ রাজা। এই তিনজনই বোধিসত্ত্ব ছিলেন।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি গর্ভসঞ্চার কথা উত্তমরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। আপনি ইহার কারণ উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন। অন্ধকারে আলো ধরিয়াছেন। জটা খুলিয়া দিয়াছেন। বিপক্ষবাদ নিস্তব্ধ করিয়াছেন। আপনার কথিত পদ্ধতিতে ইহা স্বীকার করিতেছি।"

সদ্ধর্মের অন্তর্ধান

৫৫. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'আনন্দ, এই সদ্ধর্ম এখন পঞ্চশত বর্ষ পর্যন্ত থাকিবে।' পুনরায় পরিনির্বাণ সময়ে পরিব্রাজক সুভদ্র কর্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, 'সুভদ্র, যদি ভিক্ষুগণ ধর্মানুসারে বিহরণ করে তবে এই জগৎ কখনো অর্হৎশূন্য হইবে না।' ইহা তাঁহার অশেষ, নিঃশেষ ও নিষ্পর্যায় বচন।"

"ভন্তে, যদি ভগবান ইহা ঠিক বলেন, 'আনন্দ, এই সদ্ধর্ম এখন পঞ্চশত বর্ষ পর্যন্ত থাকিবে' তবে এই বচন মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় যে 'এই জগৎ কখনো অর্হৎশূন্য হইবে না।' আর যদি ভগবান ইহা বলিয়া থাকেন, 'এই জগৎ অর্হৎশূন্য হইবে না' তবে বচন মিথ্যা প্রতিপন্ন যে, 'এই সদ্ধর্ম এখন পঞ্চশত বর্ষ পর্যন্ত থাকিবে'।

ভন্তে, ইহাও উভয়কোটিত প্রশ্ন। ইহা গভীর হইতে গভীরতর, প্রবল হইতে প্রবলতর ও গ্রন্থিযুক্ত হইতে গ্রন্থিযুক্ততর। এই প্রশ্ন আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। সমুদ্রাভ্যন্তরগত মকরের ন্যায় এ বিষয়ে আপনার জ্ঞান-বল-প্রদর্শন করুন।"

৫৬. "মহারাজ, ভগবান যথার্থই বলিয়াছেন, 'আনন্দ, এই সদ্ধর্ম এখন পঞ্চশত বর্ষ পর্যন্ত থাকিবে।' পুনরায় পরিনির্বাণ সময়ে পরিব্রাজক সুভদ্র কর্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, 'সুভদ্র, যদি ভিক্ষুগণ ধর্মানুসারে বিহরণ করে তবে এই জগৎ কখনো অর্হৎশূন্য হইবে না।' কিন্তু ভগবানের সেই বচন অর্থ ও শব্দ হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে একটিতে—বুদ্ধশাসন কতদিন চলিবে, তাহার সীমা নির্দেশিত। আর একটিতে—বুদ্ধশাসনের শীলাদি আচরণের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারা উভয়ে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ দূরে ও সম্পর্কবর্জিত। যেমন আকাশ পৃথিবী হইতে এবং সুখ-দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ দূরে ও সম্পর্ক-বিবর্জিত সেইরূপ

পূর্বোক্ত উভয়বিধ বাক্য পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন ও সম্পর্ক-বিবর্জিত। তথাপি আপনার প্রশ্ন যাহাতে ব্যর্থ না হয় তজ্জন্য সহজভাবে উপমাসহকারে আপনাকে বলিব।

মহরাজ, ভগবান যে বলিয়াছেন, 'আনন্দ, এখন পঞ্চশত বর্ষ পর্যন্ত সদ্ধর্ম থাকিবে' ভগবান উহাতে কেবল শাসনের অবনতি প্রকাশচ্ছলে শেষ সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন, 'আনন্দ, যদি ভিক্ষুণীদিগকে প্রব্রজ্যা দেওয়া না হইত তবে সদ্ধর্ম সহস্র বৎসর পর্যন্ত থাকিত। কিন্তু এখন কেবল পঞ্চশত বর্ষ পর্যন্ত থাকিবে।'

মহারাজ, ভগবান কেবল এইরূপ বলিয়া সত্যই কি সদ্ধর্মের অন্তর্ধান সূচিত করিয়াছেন অথবা ধর্মবাহকগণের নিন্দা করিয়াছেন?"

"না ভন্তে, তাঁহাদের নিন্দা করেন নাই।"

"মহারাজ, ভগবান পরিহানির বিষয় বলিতে যাইয়া তাহার সীমা প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন, কোনো ব্যক্তির সঞ্চিত ধন নষ্ট হইলে সে নষ্টাবশেষ লইয়া জনগণকে প্রকাশ করে—'আমার এত সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে এবং এই পরিমাণ অবশিষ্ট আছে' সেইরূপ ভগবান পরিহানির বিষয় প্রকাশ করিতে গিয়া দেবমানবগণকে ইহা বলিয়াছেন। ইহাতে তিনি শাসনের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র।

পুনরায় স্বীয় পরিনির্বাণ সময়ে সুভদ্র পরিব্রাজককে শ্রমণদিগকে প্রশংসা করিবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'সুভদ্র, যদি এই ভিক্ষুগণ ধর্মানুসারে ঠিকভাবে থাকে তবে জগতে কখনো অর্হৎশূন্য হইতে পারে না।' এর দ্বারা ধর্মাচরণের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আপনি সদ্ধর্ম স্থিতির সীমা নির্দেশ ও উহার অনুকূল আচরণের ফল-প্রকাশ—এই দুই বিষয় একাভিপ্রায়যুক্ত করিয়াছেন। যদি আপনার শুনিবার ইচ্ছা হয় তবে আমি উহাদের সম্বন্ধ একাভিপ্রায়যুক্ত করিয়া বুঝাইতে পারি। অবিক্ষিপ্ত চিত্তে উত্তমরূপে শ্রবণ করুন, মনোযোগ দিন।

৫৭. মহারাজ, মনে করুন, এখানে নব সলিলপূর্ণ এক সরোবর আছে। জল উহার মুখ পর্যন্ত উচ্ছলিত এবং চতুর্দিকে পরিচ্ছন্ন বাঁধ। সেই সরোবরের জলের পরিক্ষয় না হইতে যদি তদুপরি প্রবল মেঘ ক্রমান্বয়ে বর্ষণ করিতে থাকে, তবে কি মহারাজ, সেই সরোবরের জলের পরিক্ষয় ও নিঃশেষ হইবে?"

"না ভন্তে!"

"কেন?"

"ভন্তে, মেঘের ক্রমান্বয়ে প্রবর্ষণের দরুন।"

"মহারাজ, সেইরূপ ভগবানের উপদিষ্ট উত্তম সদ্ধর্ম এক সরোবর। উহা আচার, শীল, গুণ, ব্রত ও পতিপত্তিরূপ নির্মল নব সলিল দ্বারা সতত পরিপূর্ণ। উহা উচ্ছলিত হইয়া ভবাগ্রকেও অভিভূত করিয়া থাকে। যদি ইহাতে বুদ্ধপুত্রগণ সর্বদা আচার, শীল, গুণ ও পতিপত্তিরূপ প্রবল মেঘ ক্রমান্বয়ে অভিবর্ষণ করান তবে এই বুদ্ধোপদিষ্ট উত্তম সদ্ধর্মসরোবর দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং জগৎ কখনো অর্হৎশূন্য হইতে পারে না। ভগবানের ইহাই অভিপ্রায় ছিল, তজ্জন্য তিনি বলিয়াছেন, 'সুভদ্র, যদি এই ভিক্ষুগণ ধর্মানুসারে বিহরণ করে তবে জগৎ কখনো অর্হৎশূন্য হইবে না।'

৫৮. মহারাজ, যদি কেহ কোনো অগ্নিরাশি প্রজ্জ্বলিত করে এবং তাহাতে উপর্যুপরি শুষ্ক তৃণ, কাষ্ঠ ও গোময়াদি ইন্ধন দেয় তবে কি সেই অগ্নিরাশি নিভিয়া যাইবে?"

"না ভন্তে, উহা আরও অধিক জ্বলিবে অধিকতর শিখা বিস্তার করিবে।"

"মহারাজ, ঠিক সেই প্রকার দশ সহস্র লোকধাতুতে বুদ্ধের ধর্মও আচার, শীল, গুণ, ব্রত ও প্রতিপত্তি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত ও উদ্ভাসিত হইতেছে। তদুপরি বুদ্ধপুত্রগণ যদি সাধনার পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত হইয়া সতত অপ্রমত্তভাবে উদ্যোগ করেন, প্রবল আগ্রহের সহিত ত্রিবিধ শিক্ষার পূর্ণতা সাধন করেন এবং আচরণীয় শীল গ্রহণ করিয়া চরিত্র গঠন করেন তবে এই প্রকারে বুদ্ধের উত্তম ধর্ম অধিক হইতে অধিকতর দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং জগৎ অর্হৎশূন্য হইবে না। মহারাজ, ভগবান এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন, 'সুভদ্র, এই ভিক্ষুগণ যদি ধর্মানুসারে ঠিক থাকে তাহা হইলে জগৎ কখনো অর্হৎশূন্য হইবে না।'

৫৯. মহারাজ, কোনো স্নিগ্ধ, সমান, সুমার্জিত, প্রভাযুক্ত ও নির্মল দর্পণকে যদি স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম গৈরিক চূর্ণ দ্বারা উপর্যুপরি মার্জন করে তবে কি সেই দর্পণে মল, কর্দম ও ধুলিজাল উৎপন্ন হইবে?"

"না ভন্তে, বরং নির্মল ও উজ্জ্বলতর হইবে।"

"মহারাজ, সেই প্রকারেই বুদ্ধের উত্তম ধর্মই স্বয়ংই কলুষ-মল ও রজোজাল মুক্তহেতু স্বভাবত নির্মল। যদি বুদ্ধপুত্রগণ আচার, শীল, গুণ, ব্রত, প্রতিপত্তি, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও ধুতাঙ্গ গুণ দ্বারা বুদ্ধের সেই উত্তম ধর্ম সতত সম্মার্জন করে তবে এইরূপে উত্তম জিনশাসন দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং জগৎ আর কখনো অর্হৎশূন্য হইবে না। মহারাজ, এই অভিপ্রায়েই ভগবান বলিয়াছেন, 'সুভদ্র, এই ভিক্ষুগণ যদি ধর্মানুসারে ঠিক থাকে তাহা

হইলে জগৎ কখনো অর্হৎশূন্য হইবে না।

মহারাজ, শাস্তার সদ্ধর্মের মূল হইল প্রতিপত্তি বা আচার-আচরণ। প্রতিপত্তিই ইহার কারণ, প্রতিপত্তি অন্তর্হিত না হইলে সদ্ধর্ম চিরকাল বর্তমান থাকে।”

৬০. “ভন্তে নাগসেন, আপনি যে বলিতেছেন সদ্ধর্মের অন্তর্ধান হয়, তাহা কী প্রকার?”

“মহারাজ, সদ্ধর্মের অন্তর্ধান তিন প্রকারে হইয়া থাকে। সেই তিন প্রকার কী কী? অধিগম অন্তর্ধান, প্রতিপত্তি অন্তর্ধান এবং লিঙ্গ অন্তর্ধান।

“মহারাজ, অধিগম অন্তর্হিত হইলে উত্তম প্রতিপত্তি পূরণকারীর ও প্রকৃত ধর্মাবোধ হয় না। প্রতিপত্তি অন্তর্হিত হইলে বুদ্ধের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তি অন্তর্হিত হয়, কেবল লিঙ্গ বা চিহ্নই অবশিষ্ট থাকে। লিঙ্গ অন্তর্হিত হইলে ধর্মের প্রবেণী বা পরম্পরা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হয়। এই তিন প্রকারে যেকোনো ধর্মেই অন্তর্ধান হয়।”

“ভন্তে, আপনি উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন। গভীরকে সহজ করিয়াছেন। জটিলতা ছেদন করিয়াছেন। আপনার ন্যায় গণিবরবৃষভের সম্মুখে আসিয়া প্রতিপক্ষীয় মতবাদ নষ্ট, ভগ্ন ও নিষ্প্রভ হইয়াছে।”

সর্বজ্ঞ বুদ্ধ অকুশলমুক্ত

৬১. “ভন্তে নাগসেন, তথাগত কি সমস্ত অকুশল দগ্ধ করিয়া সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা কিছু অকুশল অবশিষ্ট থাকিতেই সর্বজ্ঞ হইয়াছেন?”

“মহারাজ, সমস্ত অকুশল দগ্ধ করিয়া ভগবান সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কোনো অকুশল অবশিষ্ট নাই।”

“ভন্তে, তাঁহার দৈহিক কোনো দুঃখানুভূতি হইয়াছিল কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, রাজগৃহে ভগবানের পদ প্রস্তর দ্বারা আহত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার রক্তস্রাবজনিত পীড়া উৎপন্ন হয়। শরীরে দোষাধিক্য হইলে একবার জীবক তাঁহাকে বিরেচন করাইয়াছিল।” বাতরোগ হওয়ায় সেবক (আনন্দ স্থবির) গরম জলের দ্বারা পরিচর্যা করিয়াছিলেন।”

“ভন্তে, যদি ভগবান নিজের সমস্ত অকুশল দগ্ধ করিয়া সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন এই কথা মিথ্যা যে তাঁহার পদ প্রস্তর দ্বারা আহত হইয়াছিল এবং রক্তস্রাবজনিত পীড়া উৎপন্ন হইয়াছিল। আর যদি তাঁহার পদ প্রস্তর দ্বারা আহত হইয়া থাকে এবং রক্তস্রাবজনিত পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে

এই কথা মিথ্যা যে তিনি নিজের সমস্ত অকুশল দগ্ধ করিয়া সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ভন্তে, কর্ম ব্যতীত কোনোকিছুই (সুখ-দুঃখ) অনুভূত হয় না। সমস্ত অনুভূতির মূল উৎস কর্ম। কর্ম প্রভাবেই জীবের সুখ-দুঃখ হয়। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন, আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে। আপনাকে ইহার সমাধান করিতে হইবে।"

৬২. "না মহারাজ, যাবতীয় অনুভূতি কর্মমূলক নহে আটটি কারণে অনুভূতিসমূহ উৎপন্ন হয় যদ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রাণী সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। সেই আটটি কারণ কী কী? বায়ুর প্রকোপ, পিত্তের প্রকোপ, শ্লেস্মার আধিক্য, সান্নিপাতিক, ঋতুর পরিবর্তন, খাদ্য ও পানীয়ের ভীষণ ব্যবহার উপক্রমপ্রসুত এবং স্বীয় কর্মফল। এই আটটি কারণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রাণী সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। মহারাজ, এক্ষেত্রে যাহারা বলে যে কর্মই জীবগণকে প্রপীড়িত করে এবং পূর্বের সাতটি কারণ অস্বীকার করে তাহাদের সেই বাক্য মিথ্যা।"

"ভন্তে, বায়ুর প্রকোপের সেই সাতটি কারণও কর্মমূলক; কর্মপ্রভাবেই ওই সকল সম্ভব হয়।"

"মহারাজ, যদি সমস্ত ব্যাধিই কর্মসমুত্থিত হইত, তাহা হইলে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হইত না। মহারাজ, দশ কারণে বায়ু প্রকোপিত হয়। যথা শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, অতি ভোজন, অধিক দাঁড়ান, অতি পরিশ্রম, অতি দৌড়ান, বাহ্যিক উপক্রম ও স্বীয় কর্মফল। এই কারণসমূহের মধ্যে প্রথম নব কারণ পূর্বজন্ম ও পরজন্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে। কেবল বর্তমান জন্মেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই কারণে বলা যায় না যে 'সমস্ত! বেদনা কর্মসম্ভূত'।

মহারাজ, পিত্ত কোপিত হওয়ার তিন কারণ—শীত, উষ্ণ ও ভীষম ভোজন। শ্লেস্মা কোপিত হওযার তিন কারণ—শীত, উষ্ণ ও খাদ্য-পানীয়ের অত্যাচার। মহারাজ, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেস্মা প্রকোপের কারণসমূহের দ্বারা কোপিত হইয়া যুগপৎ স্ব স্ব বেদনাই উৎপন্ন করে। ঋতু পরিণামজ বেদনা ঋতুর পরিবর্তনেই হয়। বিষম আহারজ বেদনা বিষম আহারেই হয়। উপক্রমিক বেদনা ক্রিয়াও কর্মফলেই হইয়া থাকে। কর্ম-বিপাকজ বেদনা পূর্ব (জন্ম)-কৃতকর্ম প্রভাবেই হয়। মহারাজ, এই প্রকারে কর্ম-বিপাকজ বেদনা স্বল্প মাত্র, অন্য বেদনা অপেক্ষাকৃত বহুতর। এক্ষেত্রে মূর্খেরাই সমস্ত কর্ম-বিপাকজ মাত্রা লঙ্ঘন করে। বুদ্ধজ্ঞান ব্যতীত কাহারও পক্ষে সেই সকল নির্ণয় করা সম্ভব নহে।"

৬৩. "মহারাজ, প্রস্তর খণ্ড দ্বারা ভগবানের পদ যে আহত হইয়াছিল উহা বায়ু প্রকোপের দরুন নহে... কর্মবিপাকজও নহে। কিন্তু উহা ঘটনাক্রমে কাহারও উপক্রম দ্বারাই ঘটিয়াছে। মহারাজ, বহু শত-সহস্র জন্ম হইতে তথাগতের প্রতি দেবদত্তের প্রতিহিংসা চলিয়া আসিতেছে। তিনি সেই হিংসাপ্রণোদিত হইয়া বড় ও ভারী শিলাখণ্ড লইয়া 'বুদ্ধের মাথায় নিক্ষেপ করিব' বলিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন সেই শিলা দুই বড় পাথরে সংলগ্ন হইয়া তথাগতের নিকট না পৌঁছিতেই অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। উহাদের সংঘাতে এক ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড উঠিয়া তথাগতের পাদে পতিত হইয়া তৎ দ্বারা তাঁহার রক্তপাত হইয়াছিল। মহারাজ, ভগবানের এই দুঃখ বেদনা স্বীয় কর্মফল কিংবা কাহারও প্রক্রিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উহা ছাড়া অন্য বেদনা ছিল না। যেমন ক্ষেত্র কিংবা বীজের দোষে অঙ্কুরিত হয় না। কর্মবিপাক কিংবা কোনো প্রক্রিয়া হইতে ভগবানের এই দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্য বেদনা নহে। অথবা যেমন উদর কিংবা খাদ্যদোষে ভুক্তদ্রব্য হজম হয় না। সেইরূপ কর্মবিপাক কিংবা কোনো প্রক্রিয়া হইতে ভগবানের এই দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্য বেদনা নহে।"

৬৪. "মহারাজ, অথচ ভগবানের কর্মফলজনিত বেদনা ও খাদ্য-পানীয়ের বিষম ব্যবহারজনিত কোনো বেদনা হয় নাই। অবশিষ্ট ছয় প্রকার সমুত্থান বা কারণ হইতে ভগবানের (দুঃখ) বেদনা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বেদনার এমন শক্তি নাই যাহাতে উহা ভগবানের প্রাণান্তকর হইতে পারে। মহারাজ, এই চতুর্ভৌতিক দেহে ইষ্টানিষ্ট ও শুভাশুভ বেদনা উৎপন্ন হইয়াই থাকে। মহারাজ, আকাশে উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্র মাটিতে আসিয়া পতিত হয়। কেমন, মহারাজ, সেই লোষ্ট্র কি পৃথিবীর পূর্বকৃত কর্মফলে এইরূপ তাহাতে পতিত হয়?"

"মহারাজ, এই প্রকারেই ভগবানকে পৃথিবীর ন্যায় জানিবেন। যেমন লোষ্ট্র কর্ম ব্যতীতই মাটিতে নিপতিত হয়, সেইরূপ পূর্বকৃত কর্মফল ব্যতীত অন্য কারণে সেই শিলাখণ্ড তথাগতের পাদে পতিত হইযাছে। মহারাজ, এই জগতে মানুষেরা পৃথিবী খনন করে, বিদীর্ণ করে। তবে কি পৃথিবীর পূর্বকৃত কর্মের ফলের দরুন এইভাবে খনিত ও বিদীর্ণ হয়?

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, এইরূপ, যেই প্রস্তর খণ্ড ভগবানের পাদে পতিত হইয়াছিল তাহা ভগবানের পূর্বকর্মের দরুন পতিত হয় নাই। ভগবানের যে রক্তস্রাবজনিত পীড়া হইয়াছিল উহাও পূর্বকর্মের দরুন হয় নাই,

সন্নিপাতবশতই হইয়াছে। তাঁহার অপর যে সকল দৈহিক ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছে, উহারা কর্মসম্ভূত নহে। কিন্তু অবশিষ্ট ষড়বিধ কারণের অন্যতম কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান সংযুক্ত-নিকায়ের মোলিয়া সীবক নামক উপদেশে ভাষণ করিয়াছেন :

'সীবক, দৈহিক কোনো কষ্ট পিত্ত প্রকোপিত হইলেই উৎপন্ন হয়। তোমার পক্ষে স্বয়ং ইহা জানা উচিত। এবং জগতের ইহা সত্যসম্মত বিষয়... সীবক এক্ষেত্রে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই ধারণ পোষণ করেন ও এইরূপ বলেন যে মানুষ সুখ, দুঃখ ও অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু ভোগ করে তৎসমুদায় পূর্বকৃত কর্মহেতুই ভুগিয়া থাকে তাহারা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও লোকসম্মত সত্যকে লঙ্ঘন করিতেছে। সুতরাং আমি বলি যে তাহাদের মতবাদ মিথ্যা। শ্লেষ্মা, বায়ু, সন্নিপাত প্রভৃতি দ্বারা উৎপন্ন বেদনাকে এইভাবে জানিতে হইবে। ইহা স্বয়ংও জানা উচিত এবং জগতে ইহা সত্যসম্মত বিষয়। সীবক, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এরূপ বলে ও প্রচার করে যে সমস্ত অনুভূতি—সুখ, দুঃখ কিংবা অদুঃখ-অসুখ—নিজের কর্মফলের দরুন হইয়া থাকে তাহারা নিজের অভিজ্ঞতা লোকসম্মত সত্যকে লঙ্ঘন করিতেছে। সুতরাং আমি বলিতেছি যে তাহাদের এই মতবাদ মিথ্যা।' মহারাজ, এই প্রকারে ইহা জানা উচিত যে সমস্ত বেদনা কর্মফলের দরুন উৎপন্ন হয় না। অতএব ইহাও স্বীকার করা উচিত যে সমস্ত অকুশল দগ্ধ করিয়াই ভগবান সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।"

"অতি উত্তম, ভন্তে, আপনি যেরূপ বলিতেছেন আমি সেরূপই স্বীকার করিতেছি।"

তথাগতগণের উত্তর করণীয়

৬৫. "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন—'তথাগতের যাহা কিছু করণীয় ছিল তাহা বোধিমূলেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার আর উত্তর করণীয় নাই কিংবা যাহা করা হইয়াছে উহার প্রতিচয় বা সংস্করণ নাই।' সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া থাকেন যে তিন মাসাবধি তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন দেখা যায়। ভন্তে, যদি তথাগত বোধিবৃক্ষের মূলে সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই কথা মিথ্যা যে তিন মাসাবধি তিনি সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন। আর যদি ভগবান যথার্থই তিন মাসাবধি সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন তাহা হইলে এই কথা মিথ্যা যে, বোধিবৃক্ষের মূলেই তিনি সমস্ত কর্তব্য

সমাপ্ত করিয়াছেন। কেননা, যাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে তাঁহার সমাধির প্রয়োজন নাই। যাঁহার কর্তব্য শেষ হয় নাই তাঁহারই সমাধির প্রয়োজন। ভন্তে, যে রোগী তাহারই ওষুধের প্রয়োজন, স্বাস্থ্যবানের ওষুধের কী প্রয়োজন? ক্ষুধার্তের জন্যই ভোজনের প্রয়োজন, যাহার উদর পূর্ণ খাদ্য তাহার কী প্রয়োজন? ভন্তে, এইরূপে যিনি আপনার সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন তাঁহার সমাধি প্রয়োজন নাই। যাঁহার কর্তব্য অবশিষ্ট আছে কেবল তাঁহারাই সমাধির প্রয়োজন হইতে পারে। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি ইহার সমাধান করুন।”

৬৬. “মহারাজ, সেই দুই বিষয়ই সত্য যে বোধিবৃক্ষের মূলে তথাগত আপনার সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার তদুত্তর আর করণীয় নাই এবং যাহা সমাপ্ত করিয়াছেন তাহার প্রতিচয় বা সংস্করণও নাই। অপর পক্ষে তিন মাসাবধি তিনি সমাধিনিমগ্নও ছিলেন। মহারাজ, সমাধিনিমগ্নের বহু গুণ। সমস্ত তথাগত সমাধি নিমগ্ন হইয়া সবর্জ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা (বুদ্ধত্ব লাভের পরেও) সমাধির সুকৃত-গুণ অনুসরণ করিয়া ইহার সেবা করিয়া থাকেন। মহারাজ, যেমন কোনো লোক রাজার সেবা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর ও সম্পত্তি লাভ করে। সে সেই সুকৃত-গুণ স্মরণ করিয়া উপর্যুপরি রাজার পরিচর্যা করিয়া থাকেন। সেইরূপ সকল তথাগত... থাকেন। অথবা যেমন কোনো রোগী সাংঘাতিক রোগাতুর ও দুঃখিত হইয়া চিকিৎসকের সান্নিধ্যে যাইয়া সুস্থ হয়। অতঃপর সে সুকৃত-গুণ স্মরণ করিয়া (প্রয়োজন বোধে) অন্যান্য চিকিৎসকের সান্নিধ্যে যাইয়া থাকে। মহারাজ, সেইরূপ সকল বুদ্ধ সমাহিত হইয়া সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সেই সুকৃত-গুণ স্মরণ করিয়া সমাধির সেবা করিয়া থাকেন।

৬৭. মহারাজ, সমাধির অষ্টবিংশতি প্রকার গুণ আছে, যাহাদিগকে স্মরণ করিয়া বুদ্ধগণ সমাধির সেবা করেন। সেই অষ্টবিংশতি গুণ কী কী? মহারাজ, সমাধি সমাধিপরায়ণকে রক্ষা করে, আয়ু বৃদ্ধি করে, বলবান করে, দোষ পরিহার করে, অযশ অপনয়ন করে, যশ আনয়ন করে, অরতি দূর করে, রতি উৎপাদন করে, ভয় অপনোদন করে, বৈশারদ্য উৎপাদন করে, আলস্য দূরীভূত করে, বীর্য উৎপাদন করে। রাগ, দ্বেষ, মোহ অপনীত করে, অভিমান নষ্ট করে, বির্তক ভঙ্গ করে, চিত্তকে একাগ্র করে, মনকে স্নেহযুক্ত করে, কর্ষ উৎপাদন করে, সম্ভ্রান্ত করে, লাভ উৎপাদন করে, নমস্য করে, প্রীতি লাভ করায়, প্রমোদ উৎপন্ন করে, সংস্কারসমূহের স্বভাব প্রদর্শন করে, ভবপ্রতিসন্ধি উদ্ঘাটিত করে এবং সর্ববিধ শ্রামণ্য ফল আহরণ করে।

মহারাজ, সমাধির এই অষ্টবিংশতি গুণ, যাহা স্মরণ করিয়া বুদ্ধগণ সমাধির সেবা করেন। ইহা ছাড়া মহারাজ, শান্তি, সুখ ও সমাপত্তির আনন্দ অনুভব করিবার ইচ্ছায় পরিপূর্ণ সংঙ্কল্প তথাগতগণ ধ্যান-নিমগ্নতা সেবন করেন।

মহারাজ, চারি কারণে বুদ্ধগণ সমাধিপরায়ণ হন। সেই চারি প্রকার কি? সুখ বিহরণের জন্য বুদ্ধগণ ধ্যানপরায়ণ হন। অনবদ্য গুণবাহুল্যের জন্য বুদ্ধগণ ধ্যানপরায়ণ হন। অশেষ আর্যমার্গ হিসেবেও বুদ্ধগণ ইহা সেবন করেন এবং সর্ববুদ্ধগণের দ্বারা ইহা স্তুত, প্রশংসিত, বর্ণিত এবং প্রসংশিত বলিয়াই তথাগতগণ ইহা সেবন করেন। মহারাজ, এই চারি কারণে তথাগতগণ ধ্যানপরায়ণ হন।

মহারাজ, এই কারণেই তথাগতগণ ধ্যাননিমগ্ন হন, করণীয় অবশিষ্ট আছে বলিয়া নহে, কিংবা যাহা করিয়াছেন তাহার সংস্কারের জন্যও নহে। সমাধির বিশেষ গুণ প্রদর্শনের নিমিত্তই তথাগতগণ ধ্যানপরায়ণ হন।”

“উত্তম ভন্তে নাগসেন ইহা এইরূপই; আমি তদ্রুপেই স্বীকার করিতেছি।”

ঋদ্ধি বল দর্শন

৬৮. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান ইহা বলিয়াছেন, ‘আনন্দ, তথাগতের চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, আয়ত্তীকৃত, উত্তমরূপে পরিশীলিত, অনুষ্ঠিত পরিচিত ও সুসমারব্ধ হইয়াছে। আনন্দ, যদি তথাগত ইচ্ছা করেন তবে তিনি কল্প পর্যন্ত অথবা কল্পের অবশিষ্ট কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।’ পুনরায় তিনি ইহাও বলিয়াছেন, ‘অদ্য হইতে তিন মাস পর তথাগত পরিনির্বাপিত হইবেন।’ ভন্তে, ভগবান যদি সত্যই বলিয়া থাকেন যে... তিনি কল্প পর্যন্ত বা কল্পের অবশিষ্টকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তিন মাসের সীমা নির্দেশ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আর যদি তিন মাস পরে পরিনির্বাণের কথা সত্য হয় তবে ইহা মিথ্যা প্রমণিত হয় যে তিনি... কল্প পর্যন্ত... বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। কেননা, বুদ্ধগণ অকারণে গর্জন করেন না। বুদ্ধ ভগবানগণ সত্যবাদী ও অবিরুদ্ধবাদী। ভন্তে, ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহা গভীর সুনিপুণ ও ইহার মীমাংসা কষ্টসাধ্য। এই সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তিজাল ছেদন করিয়া একাংশ স্থাপন করুন। পরকীয় মতবাদ ভেদ করুন।”

৬৯. “মহারাজ, ভগবান উভয় বাক্য ঠিকই বলিয়াছেন যে, ‘আনন্দ,...

পরিনির্বাপিত হইবেন।’ কিন্তু তিনি যে কল্প বলিয়াছেন উহা আয়ুকল্প। মহারাজ, ভগবান নিজের বল-কীর্তনের উদ্দেশ্যে এইরূপ বলেন নাই। ভগবান ঋদ্ধিবলের প্রশংসা করিতে গিয়া এইরূপ বলিয়াছেন...। মহারাজ, যেমন কোনো রাজার শীঘ্রগামী, বায়ুগতিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ অশ্ব আছে। রাজা উহার গতিবেগের প্রশংসা করিতে গিয়া নগর জনপদবাসী কর্মচারী, যোদ্ধা, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও অমাত্যগণ মধ্যে এইরূপ বলেন, ‘ইচ্ছা করিলে আমার এই শ্রেষ্ঠ অশ্ব সাগর জল পর্যন্ত পৃথিবী বিচরণ করিয়া ক্ষণ মধ্যে এখানে ফিরিয়া আসিতে পারে।’ আর যদিও সেই পরিষদে উহার বেগগতি প্রদর্শিত না হয় তথাপি তাহার সেই শক্তি আছেই। সেই ক্ষণমধ্যে সাগর-জল পর্যন্ত পৃথিবী অনুক্রমে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ, এই প্রকারেই ভগবান নিজের ঋদ্ধিবল প্রশংসার ছলে এইরূপ বলিয়াছেন। তাহাও তিনি ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন, ষড়ভিজ্ঞাসম্পন্ন, অর্হৎ ও নির্মল ক্ষীণাসবগণের এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ভাষণ করিতেছেন... ‘আনন্দ, তথাগতের চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত সুসমারব্ধ হইয়াছে। আনন্দ, যদি বুদ্ধ ইচ্ছা করেন তবে কল্প পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।’ মহারাজ, ভগবানের সেই ঋদ্ধি বল বিদ্যামান আছে। তিনি ঋদ্ধিবলে কল্প পর্যন্ত বা কল্পাবশেষ কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু তিনি সেই সভায় এই শক্তি প্রদর্শন করেন নাই। মহারাজ, ভগবান সর্ববিধ ভবেব প্রতি নিরপেক্ষ হইয়াছেন। সর্ববিধ ভব-সংসার তথাগতের নিন্দিত। ভগবান ইহাও ভাষণ করিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, যেমন স্বল্পমাত্র বিষ্ঠাও দুর্গন্ধজনক হয়, সেইরূপ ভিক্ষুগণ, আমি স্বল্পমাত্র ভবকে—অন্ততপক্ষে অঙ্গুলির তুড়ি মারার সময়ের নিমিত্তও—প্রশংসা করি না।’ কেমন মহারাজ, ভগবান সর্ববিধ (কাম, রূপ, অরূপ) ভব, গতি যোনিকে বিষ্ঠাবৎ দেখিয়া ঋদ্ধিবলের আশ্রয়ে সেই ভবসমূহের প্রতি ছন্দ রাগ উৎপাদন করিবেন কি?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, তাহা হইলে ভগবান ঋদ্ধিবল প্রশংসা করিবার ইচ্ছায় এইরূপ বুদ্ধ-সিংহনাদ উচ্চারণ করিয়াছেন।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, ইহা এইরূপ; আমি তদ্রুপেই স্বীকার করিতেছি।”

প্রথম বর্গ সমাপ্ত

দ্বিতীয় বর্গ

ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ

১. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি জানিয়াই ধর্মোপদেশ করি, না জানিয়া নহে।' পুনরায় বিনয় প্রজ্ঞপ্তির সময় তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, 'আনন্দ, আমার অবর্তমানে সংঘ ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলি সমুচ্ছেদ করিতে পারে।' ভন্তে নাগসেন, তবে কি তিনি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলি ভুলবশত নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন? অথবা না জানিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন? যাহা ভগবান নিজের অবর্তমানে ছোটখাট নিয়মগুলি সমুচ্ছেদ করাইতেছেন? ভন্তে, যদি ভগবান বলিয়া থাকেন যে 'ভিক্ষুগণ, আমি স্বয়ং জানিয়া ধর্মদেশনা করি, না জানিয়া নহে 'তাহা হইলে আনন্দ, আমার অবর্তমানে সংঘ ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলি সমুচ্ছেদ করিতে পারে' এই বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। আর যদি তিনি এইরূপ অনুমতি বস্তুত দিয়া থাকেন তবে এই বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় যে, 'আমি জানিয়াই ধর্মদেশনা করি, না জানিয়া নহে।'

ভন্তে, ইহাও সূক্ষ্ম, নিপুণ, গভীর এবং জটিল উভয়কোটিক প্রশ্ন, তাহা আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহাতে জ্ঞানবল বিস্তার প্রদর্শন করুন।"

২. "মহারাজ, ভগবান উপরিউক্ত উভয় বিষয় বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, জানিয়াই আমি ধর্মোপদেশ করি, না জানিয়া নহে' এবং বিনয় প্রজ্ঞপ্তির সময় যে তিনি বলিয়াছেন, 'আনন্দ, আমার অবর্তমানে সংঘ ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ সমুচ্ছেদ করিতে পারে।' কিন্তু মহারাজ ভিক্ষুদিগকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার দ্বারা ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ পরিবর্জনের অনুমোদন জ্ঞাপিত হইলেও তাঁহার অবর্তমানে শ্রাবকগণ তাহা বর্জন করিবে কিংবা সগৌরবে পালন করিবে। মহারাজ, কোনো চক্রবর্তীরাজা আপন পুত্রদিগকে বলেন, 'প্রিয় পুত্রগণ, এই বড় সাম্রাজ্য চতুর্দিকে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, আমাদের যত সেনাদল আছে তদ্দারা ইহা রক্ষা করা দুষ্কর। সুতরাং বৎসগণ, আমার অবর্তমানে তোমরা প্রত্যন্ত দেশগুলি পরিত্যাগ করিও।' মহারাজ, তখন কি কুমারগণ পিতার অবর্তমানে হস্তগত সাম্রাজ্যর সেই প্রত্যন্ত দেশগুলি ছাড়িয়া দিবেন?"

"না ভন্তে, রাজা অপেক্ষা রাজপুত্রগণ অধিকতর লোভী হন। তাঁহারা

রাজ্যলোভে অতঃপর দ্বিগুণ, ত্রিগুণ জনপদ অধিকার করিবেন। তাঁহারা কি হস্তগত জনপদ ছাড়িতে পারেন?"

"মহারাজ, সেইরূপেই তথাগত ভিক্ষুদিগকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ, বুদ্ধ-পুত্রগণ দুঃখমুক্তির নিমিত্ত ধর্মাভিলাষী হইয়া তদুত্তর আরও আড়াইশত শিক্ষাপদ পালন করিবেন। কিন্তু স্বাভাবিক নির্দিষ্ট বিনয়বিধি কীভাবে ত্যাগ করিতে পারেন?"

৩. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান যাহা বলিয়াছেন, 'ছোটখাটো নিয়মগুলি' এই সম্বন্ধে জনগণ বিভ্রান্ত, বিমতিগ্রস্ত ও সংশয়াপন্ন হইয়াছেন যে ক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলি কী আর অনুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলিই বা কী?"

"মহারাজ, 'দুক্কট আপত্তি' (বিনয় পরিভাষা, দুষ্কৃত) ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ আর 'দুর্ভাষিতা আপত্তি' অনুশিক্ষাপদ। এই দুই জাতীয় আপত্তিগুলি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ। কিন্তু মহারাজ, প্রথম সংগীতিতে প্রাচীন মহাথেরগণও এ বিষয়ে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহারাও একমত হইয়াছেন যে এই প্রশ্ন ভগবান কর্তৃক ধর্মসংস্থিতির পর্যায়ে উপদিষ্ট হয় নাই। (পরীক্ষার নিমিত্তই কথিত হইয়াছে)।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি আজ চির-প্রচ্ছন্ন জিনরহস্যকে আধুনিক জগৎ সমক্ষে বিবৃত ও প্রকাশ করিলেন।"

অবর্ণনীয় প্রশ্ন

৪. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, 'আনন্দ, ধর্ম সম্বন্ধে তথাগতের আচার্যমুষ্টি নাই।' (অর্থাৎ, আচার্যেরা শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেবার সময় যেমন কিছু হাতে রাখিয়া শিক্ষাদেন বুদ্ধেরা সেরূপ না করিয়া সমস্তই উপদেশ করেন।) কিন্তু **স্থবির মালুঙ্ক্যপুত্র** কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের তিনি কোনো উত্তর প্রদান করেন নাই। ভন্তে, এই প্রশ্ন দুই দিকের মধ্যে একের অন্তর্গত হইবে : হয়তো তিনি জানিতেন না, অথবা গোপন করিয়াছেন। ভন্তে, যদি তিনি বলিয়া থাকেন যে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার আচার্যমুষ্টি নাই, তাহা হইলে না জানার দরুনই স্থবির মালুঙ্ক্যপুত্রের প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। আর যদি তিনি জানিয়া উত্তর না দেন, তাহা হইলে ধর্মবিষয়ে নিশ্চয় তাঁহার আচার্যমুষ্টি ছিল। ভন্তে, ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন আপনার নিকট উপস্থিত হইল। আপনাকে ইহার সমাধান করিতে হইবে।"

৫. "মহারাজ ভগবান যথার্থই বলিয়াছেন যে ধর্মোপদেশে তাঁহার আচর্যমুষ্টি নাই, আর এ কথাও সত্য যে মালুঙ্ক্যপুত্রের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের তিনি

উত্তর দেন নাই। কিন্তু তাহা না জানা কিংবা গোপন করার দরুন নহে। মহারাজ, প্রশ্নের চারি প্রকার উত্তর হইতে পারে। সেই চারি প্রকার কী কী? (১) কোনো প্রশ্নের একান্তভাবে (এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া) উত্তর দিতে হয়। (২) কোনো প্রশ্নের বিভাগ-বিশ্লেষণ করিয়া উত্তর দিতে হয়। (৩) প্রশ্ন কর্তাকে প্রতিপ্রশ্ন করিয়া কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এবং (৪) কোনো প্রশ্নের উত্তর স্থাপনীয় অর্থাৎ কোনো উত্তর না দিয়া নীরব থাকিতে হয়।

১. মহারাজ কোন প্রশ্নের একান্তভাবে উত্তর দিতে হয়? এই জাতীয় প্রশ্ন—রূপ অনিত্য? বেদনা অনিত্য? সংজ্ঞা অনিত্য? সংস্কার অনিত্য? বিজ্ঞান অনিত্য?

২. কোন প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করিয়া দিতে হয়? এই জাতীয় প্রশ্ন—রূপ অনিত্য নহে কি? বেদনা অনিত্য নহে কি? সংজ্ঞা অনিত্য নহে কি? সংস্কার অনিত্য নহে কি? বিজ্ঞান অনিত্য নহে কি?

৩. প্রতি প্রশ্ন করিয়া কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়? যেমন, চক্ষু দ্বারা সমস্ত জানা যায় নহে কি?...

৪. স্থাপনীয় প্রশ্ন কী? এই জাতীয় প্রশ্ন স্থাপনীয়—সংসার কি শ্বাশত? সংসার কি অশ্বাশত? সংসার কি অন্তবান বা অনন্ত কোনোটাই নহে, তাহাই নহে কি? জীব ও শরীর কি এক? দেহ ও দেহী কি ভিন্ন? তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন কি? তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না? তথাগত মৃত্যুর পর থাকেনও না থাকেন (উভয়বিধ) কি? তথাগত মৃত্যুর পর থাকেনও না, না থাকেনও না (উভয়বিধ নহে) কি?

মহারাজ, স্থবির মালুঙ্ক্যপুত্রের সেই প্রশ্ন স্থাপনীয় ছিল। সেই কারণে ভগবান ইহার উত্তর দেন নাই। কিন্তু সে প্রশ্ন কী কারণে স্থাপনীয়? যেহেতু তাহা প্রকাশের কোনো হেতু বা কারণ অর্থাৎ প্রয়োজন ছিল না। এই প্রশ্নোত্তরে আত্মশুদ্ধি, দুঃখমুক্তি ও নির্বাণ শান্তির সহয়তা করে না। তজ্জন্য তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তজ্জন্য উহা স্থাপনীয়। ভগবান বুদ্ধগণ অকারণে ও অহেতুক কোনো বাক্য উচ্চারণ করেন না।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, ইহা সেইরূপ, আমি তদ্রুপেই স্বীকার করিতেছি।”

মৃত্যু-ভয়

৬. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, ‘সকলেই দণ্ড হইতে শঙ্কিত হয়, সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে’। পুনরায় তিনি বলিয়াছেন, ‘অর্হৎ সর্ববিধ ভয় অতিক্রম করিয়াছেন’। কেমন, ভন্তে, দণ্ড অর্হতের পক্ষে

ত্রাসজনক নহে কি? অথবা নরকে নারকীয় প্রাণীগণ নরকাগ্নিতে জ্বলিত, সিদ্ধ, তপ্ত ও সন্তপ্ত অবস্থায় সেই মহানরক হইতে মরিয়া মুক্তির সময় মৃত্যুকে ভয় করে কি? ভন্তে, যদি ভগবান সত্যই বলিয়া থাকেন—'...সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে' তাহা হইলে এই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে 'অর্হৎ সর্ববিধ ভয় অতিক্রম করিয়াছেন'। পক্ষান্তরে ভগবান যদি বলিয়া থাকেন যে 'অর্হৎ সর্ববিধ ভয় অতিক্রম করিয়াছেন'—তাহা হইলে এ কথা বলা যায় না '...সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে।' ভন্তে, ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন আপনার নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। আপনাকে ইহার নিষ্পত্তি করিতে হইবে।"

৭. "মহারাজ, ভগবান যে বলিয়াছেন, 'সকলেই দণ্ড হইতে শঙ্কিত হয়, সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে'—ইহা অর্হৎগণকে উপলক্ষ করিয়া বলেন নাই। অর্হৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম। অর্হতের ভয়-হেতু সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। মহারাজ, যে সকল প্রাণী কলুষমুক্ত নহে, যাহাদের অত্যধিক আত্মদৃষ্টি বিদ্যমান এবং যাহারা সুখে ও দুঃখে উন্নতাবনত হয়, তাহাদের উদ্দেশ্যেই ভগবান ইহা বলিয়াছেন...। মহারাজ, অর্হতের সর্ববিধ গমনাগমন উপচ্ছিন্ন হইয়াছে। যোনি-ভ্রমণ শেষ হইয়াছে, পুনর্জন্ম রুদ্ধ হইয়াছে। জন্মের উপকরণ বিচূর্ণ হইয়াছে। সমস্ত ভবের প্রতি আসক্তি ক্ষয় হইয়াছে। সর্ব সংস্কার বিনষ্ট হইয়াছে, কুশলাকুশল কর্ম ক্ষয় হইয়াছে, অবিদ্যা সমুহত হইয়াছে। বিজ্ঞান বীজহীন হইয়াছে। সমস্ত কলুষ দগ্ধ হইয়াছে, এবং লোকধর্ম অতিক্রান্ত হইয়াছে। সেই কারণে অর্হৎ কোনো প্রকার ভয়ে সন্ত্রস্ত নহেন।

মহারাজ, (মনে করুন) কোনো রাজার চারিজন মহামাত্য আছে, যাহারা তাঁহার অনুরক্ত, যশস্বী, বিশ্বাসভাজন এবং উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় কোনো প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাজা যদি স্বীয় রাজ্যের সমস্ত লোকের প্রতি আদেশ করেন—'রাজ্যের সকলেই আমাকে রাজস্ব সন্ত্রাস উৎপন্ন হইবে কি?"

"না ভন্তে!"

"কেন, মহারাজ?"

"ভন্তে, তাঁহারা রাজার উচ্চপদে প্রতির্ষ্ঠিত, তাঁহাদের রাজস্ব দিতে হয় না। তাঁহারা রাজস্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। অপর জনগণের উদ্দেশ্যে রাজা আদেশ দিয়াছেন যে 'যে সকলেই ভয়ের হেতু সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। মহারাজ, যে সকল প্রাণী কলুষমুক্ত নহে, যাহাদের অত্যধিক আত্ম-দৃষ্টি

বিদ্যমান এবং যাহারা সুখে কিংবা দুঃখে বিচলিত হয় তাহাদের উদ্দেশ্যে ভগবান বলিয়াছেন, 'সকলেই দণ্ডকে আশঙ্কা করে, সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে।' সেই কারণে অর্হৎ কোনো প্রকার ভয়ে সন্ত্রস্ত নহেন।"

৮. "ভন্তে, কিন্তু 'সকলেই' এই যে শব্দ বলা হইয়াছে, উহাতে কেহ বাদ পড়ে না। ইহার প্রয়োগ দ্বারা প্রত্যেকেই গৃহীত হয়। আপনার কথিত বাক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত আমাকে আরও প্রমাণ প্রদর্শন করুন।"

"মহারাজ, কোনো গ্রামের অধিপতি স্বীয় অজ্ঞাবহকে আদেশ করে—'ওহে, যাও, এই গ্রামে যত গ্রামবাসী আছে, তাহাদের সকলকে সত্বর আমার নিকটে আনয়ন করো।' সে 'সাধু, প্রভু!' বলিয়া স্বীকার করিল এবং গ্রামের মধ্যে দাঁড়াইয়া তিন বার উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে—'গ্রামে যত গ্রামবাসী আছে তাহারা শীঘ্র অধিপতির নিকটে সম্মিলিত হও।' তৎপর আজ্ঞাবহের ঘোষণানুসারে গ্রামবাসীরা শীঘ্র একত্র হইয়া গ্রামের অধিপতিকে বলে, 'প্রভু, সমস্ত গ্রামবাসী সম্মিলিত হইয়াছে। এখন আপনার যাহা কর্তব্য তাহা করিতে পারেন।' মহারাজ, এই প্রকারে গ্রামাধিপতি একত্রিত হইবার জন্য সকল গ্রামবাসীকে আদেশ দেন। আদেশ পাইয়া তাহারা সকলেই সম্মিলিত হয় না।, কেবল কুটিবাসীরাই সম্মিলিত হয়। তখন 'এই পরিণাম আমার গ্রামবাসী' বলিয়া গ্রামস্বামী তদ্রুপে স্বীকার করেন। অপর বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষ, দাসদাসী, ভৃত্য কর্মচারী, গ্রামবাসী রোগী, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি থাকে, যাহারা আসে না। তাহারা গণনার পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা, কেবল কুটিবাসীগণকে উপলক্ষ করিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে 'সকলে সম্মিলিত হউক'।

মহারাজ, এই প্রকারই ভগবান এই বাক্য অর্হৎগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ করেন নাই,...। সেই কারণে অর্হৎ কোনো প্রকার ভয়ে ভীত হন না।

মহারাজ, শব্দের অর্থ চারি প্রকারে বুঝিতে হয়; যথা : (১) কোনো সাবশেষ বাক্য আছে তাহার অর্থও সাবশেষ বা অব্যাপক, (২) কোনো বাক্য আছে সাবশেষ কিন্তু তাহার অর্থও সাবশেষ বা ব্যাপক, (৩) কোনো বাক্য আছে নিরবশেষ কিন্তু তাহার অর্থ সাবশেষ, (৪) কোনো বাক্য আছে নিরবশেষ আর তাহার অর্থও নিরবশেষ। অতএব যথাযথরূপেই বাক্যের অর্থ গ্রহণ করা উচিত।

মহারাজ, পাঁচ প্রকারে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়; যথা : (১) আহরিত পদানুসারে, (২) রসানুসারে, (৩) আচার্যবংশ পরম্পরানুসারে, (৪) অভিপ্রায়ানুসারে, এবং (৫) উত্তরতর কারণানুসারে। এক্ষেত্রে আহরিত

পদের অর্থ সূত্র বা বুদ্ধবাণী অভিপ্রেত হইয়াছে। রস-শব্দে সূত্রের অনুরূপ ভাব বুঝিতে হইবে। আচার্যবংশ দ্বারা আচার্য পরম্পরায় যে অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা গ্রহণীয় হইবে। অভিপ্রায় অর্থ নিজের যুক্তিসঙ্গত অভিমত বুঝিতে হইবে। উত্তরতর কারণানুসারে অর্থ পূর্বোক্ত চতুর্বিধ উপায়ের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত কারণ। মহারাজ, এই পঞ্চ কারণে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে এই প্রশ্নের সুসমাধান হয়।”

৯. “হউক, ভন্তে নাগসেন, আমি তাহা তদ্রুপেই স্বীকার করিতেছি। অর্হৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম হউক। আর অবশিষ্ট প্রাণীরা ভয় প্রাপ্ত হউক। কিন্তু নরকে যে সকল প্রাণী তীব্র, কঠোর, দুঃখ-বেদনা অনুভব করে, যাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্বলিত, প্রজ্জ্বলিত, যাহাদের মুখ করুণ, রোদন, ক্রন্দন, পরিদেবন ও অনুতাপে পরিপূর্ণ, যাহারা অসহ্য, তীব্র, দুঃখ-প্রপীড়িত, যাহাদের ত্রাণ নাই, শরণ নাই, অবলম্বন নাই, যাহারা অপরিমেয় শোক-সন্তপ্ত, যাহাদের অন্তিম চরম দশা উপস্থিত, যাহারা একান্তা শোকপরায়ণ, যাহারা উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, প্রচণ্ড কঠোর তপনতেজে উত্তপ্ত, যাহারা ভীষণ ভয়জনক চীৎকার ও মহাশব্দ করিতেছে, এবং যাহারা বিজড়িত ষড়বিধ জ্বালায় আকুল; সেই সমস্ত জীব চতুর্দিকে শতযোজনব্যাপী বিস্তৃত অগ্নি জ্বালায় বেগযুক্ত কদর্য তপন নামক মহানরক হইতে চ্যুত হইবার সময় মৃত্যুকে ভয় করে কি?”

“হ্যাঁ, মহারাজ!”

“ভন্তে, নরকেও একান্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তবে কেন সেই নরকস্থ প্রাণীরা একান্ত দুঃখ ভোগের স্থান নরক হইতে চ্যুত হইবার সময় মৃত্যুকে ভয় করে? কেন, নরকে কি তাহারা রমিত হয়?”

“ভন্তে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না যে মুক্তি অভিলাষীদের তথা হইতে চ্যুতির সময় সন্ত্রাস উৎপন্ন হইতে পারে। ভন্তে, তাহারা যে প্রার্থিত স্থান লাভ করে তাহা তো হাস্যজনকই হইবে। আপনি আরও প্রমাণ দিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন।”

১০. (ক) “মহারাজ, যাহারা চারি আর্যসত্য দর্শন করে নাই তাহাদের পক্ষে ‘মরণ’ এক ভয়ের কারণ। এ বিষয়ে জনসাধারণ সন্ত্রাসযুক্ত ও উদ্বিগ্ন হয়। মহারাজ, যে কৃষ্ণসর্পকে ভয় করে, সে মরণকে ভয় করে, বলিয়াই কৃষ্ণসর্পকে ভয় করে। আর যে ব্যক্তি হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, নেকড়ে বাঘ, ভল্লুক, হায়েনা, মহিষ, গো, অগ্নি, জল, গোঁজ, কণ্টক বা অস্ত্রকে ভয় করে, সে মৃত্যুকে ভয় করে বলিয়াই এইগুলিকে ভয় করে। মহারাজ, মরণেরই ইহা

স্বরসভাব বা স্বাভাবিক তেজ। মরণের স্বরসভাব বা স্বাভাবিক তেজ-হেতু ক্লেশযুক্ত প্রাণীগণ মরণকে আশঙ্কা করে, ভয় করে। মুক্তি অভিলাষী হইলেও নরকস্থ জীবগণ মৃত্যুকে আশঙ্কা ও ভয় করিয়া থাকে।

(খ) মহারাজ, যদি কোনো লোকের শরীরে পূঁজপূর্ণ ফোঁড়া উৎপন্ন হয়, সে এই রোগে দুঃখিত হইয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্তির ইচ্ছায় শল্য-চিকিৎসককে আহ্বান করিল। চিকিৎসক আসিয়া তাহার রোগের অস্ত্রোপাচারের জন্য উপকরণ তৈয়ার করিবেন। অস্ত্রকে তীক্ষ্ণ করিবেন। শলাকাদ্বয় অগ্নিতপ্ত করিবেন। ক্ষার লবণ শিলপাটায় পেষণ করাইবেন। মহারাজ, তীক্ষ্ণ অস্ত্রোপাচারের দরুন, শলাকাদ্বয়ের দাহের দরুন এবং ক্ষার লবণ প্রবেশের দরুন রোগীর ভয় উৎপন্ন হইবে না কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, অবশ্যই হইবে।"

"মহারাজ, এইরূপে রোগমুক্তির ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যন্ত্রণাভয়ে রোগীর যেমন সন্ত্রাস উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নরকে পতিত জীবগণের—তথা হইতে মুক্তির অভিলাষ থাকিলেও—মরণভয়ে সন্ত্রাস উৎপন্ন হয়।

(গ) মহারাজ, এখানে যদি কোনো রাজ-অপরাধী হাতকড়া ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কারাগারে প্রক্ষিপ্ত হয়। তাহার দণ্ডমুক্তির আকুল আগ্রহ থাকে কারারক্ষী মুক্তি দিবার ইচ্ছায় তাহাকে আহ্বান করেন। তবে মহারাজ, সেই অপরাধী পুরুষের স্বীয় অপরাধ স্মরণ করিয়া রাজ-দর্শনে সন্ত্রাস উৎপন্ন হইবে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, তাহার ভয় হইবে।"

"মহারাজ, এইরূপে রাজ-অপরাধী ব্যক্তির মুক্তির আকুল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যেমন রাজভয়ে সন্ত্রাস উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নরকে পতিত সত্ত্বগণের তথা হইতে মুক্তির অভিলাষ থাকিলেও—মরণভয়ে সন্ত্রাস উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে, আরও উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিন যাহাতে আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি।"

১১. (ঘ) "মহারাজ, যদি কোনো ব্যক্তি বিষধর সর্প দ্বারা দংশিত হয়, সে সেই বিষবিকারে উঠা-পড়া করে, ইতস্তত গড়াগড়ি দেয়, তখন কোনো লোক শক্তিশালী মন্ত্র দ্বারা সেই বিষধর সর্পকে আনাইয়া দংশিত বিষ তাহারই দ্বারা পুনঃ পান করায়। যখন সেই বিষধর সর্পকে রোগীর স্বস্তির হেতু তাহার সমীপে আসে তখন বিষ-পীড়িতের সন্ত্রাস উৎপন্ন হইবে কিনা?"

"হ্যাঁ ভন্তে, অবশ্যই হইবে।"

"মহারাজ, এইরূপে স্বস্তির নিমিত্তও তাদৃশ সর্প নিকটে আসিলে তাহার

যেমন সন্ত্রাস উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নরকে পতিত জীবগণের তথা হইতে মুক্তির অভিলাষ থাকিলেও—মরণভয়ে সন্ত্রাস উৎপন্ন হয়।

মহারাজ, সমস্ত প্রাণীর পক্ষে মরণ অবাঞ্ছিত। সে কারণে নরকস্থ প্রাণীগণ তথা হইতে মুক্তির জন্য ইচ্ছুক হইলেও মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনি যাহা বলিবেন, তাহা তদ্রুপেই স্বীকার করিতেছি।”

মৃত্যুপাশ হতে মুক্তি ও পরিত্রাণ

১২. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, ‘উপরে আকাশে নহে, নিচে সমুদ্রমধ্যেও নহে পর্বতরাজির বিবরে প্রবেশ করিয়াও নহে, জগতে এমন গুপ্তস্থান কোথাও বিদ্যমান নাই, যেখানে থাকিয়া মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।’

আবার ভগবান পরিত্রাণসমূহেরও উপদেশ করিয়াছেন। যথা : **রতনসূত্র, মৈত্রীসূত্র, খন্ধ পরিত্রাণ, ময়ূর পরিত্রাণ, ধ্বজাগ্র পরিত্রাণ, আটানাটিয় পরিত্রাণ, অঙ্গুলিমাল পরিত্রাণ।**

ভন্তে, যদি আকাশে উঠিয়া, সমুদ্রমধ্যে গিয়া অথবা প্রাসাদ-কুটি, কন্দর, গুহা, গহ্বর, খাদ, বলি গিরি-বিবর, পর্বতাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হয় না, তাহা হইলে পরিত্রাণ কর্ম মিথ্যা। আর যদি পরিত্রাণ অনুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহা হইলে—‘উপরে আকাশে নহে...’ এই বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ইহাও গ্রন্থিল হইতে গ্রন্থিলতর উভয়কোটিক প্রশ্ন, আপনার সমীপে উপস্থাপিত হইয়াছে। আপনাকে ইহার সমাধান করিতে হইবে।”

১৩. “মহারাজ, ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, উপরে আকাশে নহে...’। এবং ভগবান পরিত্রাণসমূহও উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কেবল তাহার জন্য যাহার আয়ু অবশিষ্ট আছে, যিনি বয়সসম্পন্ন এবং যাহার (উপচ্ছেদ) কর্মারবণ অপগত হইয়াছে।

মহারাজ, যাহার আয়ু শেষ হইয়াছে তাহার স্থিতির জন্য কোনো ক্রিয়া বা উপক্রম নাই।

মহারাজ, যেমন কোনো শুষ্ক, নিঃসার, নীরস, জীবনীশক্তিহীন, বিগত বা পল্লবিত সবুজবর্ণ আর ফিরিয়া আসে না, সেইরূপ, মহারাজ, যাহার আয়ু

শেষ হইয়াছে, তাহার স্থিতির নিমিত্ত ভৈষজ্য পরিকর্ম দ্বারা কোনো প্রক্রিয়া বা উপক্রমের ফল নাই। মহারাজ, সংসারে যে সকল ওষুধ ও ভৈষজ্য আবিষ্কার হইয়াছে, উহারা ক্ষীণায়ু ব্যক্তির কোনো কাজে আসে না। যাহার আয়ু অবশিষ্ট আছে, যিনি বয়ঃসম্পন্ন এবং যাহার কর্মাবরণ অপগত হইয়াছে তাহাকেই পরিত্রাণ রক্ষা করে, ত্রাণ করে। তাহার জন্যই ভগবান পরিত্রাণ অনুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন।

মহারাজ, যেমন ধান্য পরিপক্ব হইয়া শস্য নাল মৃত হইলে কৃষক ক্ষেত্রে জল প্রবেশ বন্ধ করে, কিন্তু যখন শস্য তরুণ, মেঘসন্নিভ সবুজ, বয়ঃসম্পন্ন থাকে তখন বারবার জলসিঞ্চন করে, সেইরূপ মহারাজ, যাহার আয়ু শেষ হইয়াছে তাহার ওষুধ ও পরিত্রাণ ক্রিয়া নিবারিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল লোকের আয়ু অবশিষ্ট আছে, যথেষ্ট বয়স আছে, তাহাদের জন্য পরিত্রাণ ও ভৈষজ্যগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং তাহারা পরিত্রাণ ও ভৈষজ্যসমূহ দ্বারা নিশ্চয় উপকৃত হয়।"

১৪. "ভন্তে, যদি ক্ষীণায়ু ব্যক্তি মরে আর অবশেষায়ু ব্যক্তি জীবিত থাকে, তাহা হইলে পরিত্রাণ ও ভৈষজ্যসমূহ নিরর্থক নহে কি?"

"মহারাজ, কেমন আপনি পূর্বে কখনো দেখিয়াছেন কি ভৈষজ্য দ্বারা কোনো রোগ নিবারিত হইয়াছে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, অনেক শত দেখিয়াছি।"

"মহারাজ, তাহা হইলে আপনার কথিত 'পরিত্রাণ ও ভৈষজ্য ক্রিয়া নিরর্থক' এই বাণী মিথ্যা হয়।"

"ভন্তে, চিকিৎসকগণের প্রচেষ্টা, ওষুধ পান ও অনুলেপন দেখা যায়, এবং তাহাদের সেই প্রচেষ্টা দ্বারা রোগ নিরাময় হয়।"

"মহারাজ, পরিত্রাণেও আবৃত্তিকারীদের শব্দ শোনা যায়, জিহ্বা শুষ্ক হয়, হৃদয় চঞ্চল হয়, এবং কণ্ঠ অভিভূত হয়। সুতরাং উহাদের প্রবর্তন প্রভাবে সর্ববিধ ব্যাধি উপশম হয়, এবং সমস্ত উপদ্রব বিদূরিত হয়।

মহারাজ, আপনি এমন কোনো সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন মন্ত্র প্রভাবে যাহার বিষ নামাইবার সময় উপরে, নিচে জল সিঞ্চন করিতে থাকে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আজও জগতে তাহা বর্তমান আছে।"

"মহারাজ, তাহা হইলে পরিত্রাণ ও ভৈষজ্য প্রক্রিয়াসমূহ নিরর্থক এই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। মহারাজ, পরিত্রাণকৃত ব্যক্তিকে সর্প দংশন করিতে ইচ্ছা করিয়াও দংশন করে না, তাহার খোলা মুখ বন্ধ করে; চোরদিগের উৎক্ষিপ্ত দণ্ড তাহার উপর পতিত হয় না, তাহারা দণ্ড ত্যাগ করিয়া তাহার

প্রজ্বলিত মহান অগ্নিরাশিও তাঁহার সমীপে আসিয়া নির্বাপিত হয়; তিনি হলাহল বিষপান করিলেও তাহা ওষুধ হয় বা পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত হয়; বধেচ্ছু হত্যাকারীরা সমীপে আসিয়া অনুগত সেবকে পরিণত হয়, এবং পাশ-গৃহীত হইলেও তাহাতে আবদ্ধ হয় না।"

"মহারাজ, আপনি পূর্বে শুনিয়াছেন কি পরিত্রাণকৃত ময়ূরকে সাতশত বর্ষব্যাপী চেষ্টা করিয়া ব্যাধ তাহাকে পাশবদ্ধ করিতে পারে নাই; কিন্তু যেই দিন পরিত্রাণ পাঠ করে নাই সেই দিনই তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়াছিল?"

"হ্যাঁ ভন্তে, শোনা যায়, ইহার খ্যাতি দেবলোকসহ সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধ আছে।"

"তাহা হইলে, মহারাজ, 'পরিত্রাণ ভৈষজ্য প্রক্রিয়া নিরর্থক' এই যে বলিলেন, তাহা মিথ্যা।"

"মহারাজ, আপনি কখনো শুনিয়াছেন কি কোনো দানব স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচার হইতে রক্ষার মানসে কৌটার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া উদরে বহন করিতে থাকে। অনন্তর এক বিদ্যাধর সেই দানবের মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীর সহিত অভিরমিত হয়। যখন দানব জানিতে পারিল তখন কোটা খোলা মাত্রই বিদ্যাধর যথেষ্ট পলায়ন করিল?"

"মহারাজ, সেই বিদ্যাধর পরিত্রাণ বা মন্ত্র বলে দানবের হাত হইতে মুক্ত হইয়া যখন ধরা পড়ে তখন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল?"

"হ্যাঁ ভন্তে, শোনা যায়। এই কথা দেবলোকসহ পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ আছে।"

"মহারাজ, সেই বিদ্যাধর পরিত্রাণ বা মন্ত্র বলে দানবের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছিল নহে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে!"

"মহারাজ, তাহা হইলে অবশ্যই পরিত্রাণের বল আছে!"

১৫. ভন্তে নাগসেন, পরিত্রাণ কি সকলকেই রক্ষা করে?"

"মহারাজ, পরিত্রাণ কাউকে রক্ষা করে, আর কাউকে রক্ষা করে না।"

"ভন্তে, তাহা হইলে পরিত্রাণ সকলের অর্থসাধক নহে!"

"মহারাজ, কেমন, ভোজন সকলের জীবন রক্ষা করে কি?"

"ভন্তে, কাহারও রক্ষা করে আর কাহারও রক্ষা করে না।"

"কী কারণে?"

"ভন্তে, যেহেতু কেহ কেহ সেই ভোজন অধিক মাত্রায় খাইয়া বিসূচিকায় মারা যায়।"

"মহারাজ, তাহা হইলে ভোজন জীবন হরণ করে। অতিভোজন ও পাচক-অগ্নির দৌর্বল্যের দরুন। ভন্তে, আয়ুপ্রদ ভোজনও অপব্যহারে জীবন হানিকর হয়।"

"মহারাজ, তিন কারণে পরিত্রাণ রক্ষাকার্যে সফল হয় না—(১) কর্মাবরণের দরুন, (২) ক্লেশাবরণের দরুন, এবং (৩) শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসহীনতার দরুন। মহারাজ, পরিত্রাণ সত্ত্বগণের অনুরক্ষক। তাহাদের স্বীয় স্বার্থের দরুন আরক্ষা ব্যাহত হয়।

মহারাজ, যেমন মাতা গর্ভস্থিত সন্তানকে পোষণ করে, হিতজনক উপচারে তাহাকে প্রসব করে, প্রসবের পর অশুচি, মল, শিকনি অপসারণপূর্বক উত্তম ও শ্রেষ্ঠতম সুগন্ধি লেপন করে। অপর সময়ে সেই বালক পরের ছেলেদের দ্বারা আক্রান্ত ও প্রহৃত হইয়া তাহাদিগকে আঘাত করে। তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে সভাতে টানিয়া আনে এবং ধরিয়া নিয়া বিচারকের সমীপে উপস্থিত করে। বিচারে তাহার পুত্র যদি সীমা লঙ্ঘন করে ও অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তবে বিচারকের মানুষেরা তাহাকে সজোরে আকর্ষণ করে এবং দণ্ড, মুদ্‌গর জানু ও মুষ্টি দ্বারা প্রহার করে, আঘাত করে। মহারাজ, তখন কি তাহার মাতা আকর্ষণ, পরিকর্ষণ, গ্রহণ ও প্রভুর সমীপে নয়ন রোধ করিবার সুযোগ লাভ করে?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, কী কারণে?"

"ভন্তে, তাহার নিজের অপরাধের দরুন।"

"মহারাজ, এইরূপে প্রাণীগণের আরক্ষা ও পরিত্রাণ নিজের অপরাধের দরুন বন্ধ্যা হয়।"

"সাধু ভন্তে, প্রশ্ন উত্তমরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। আপনি গভীরকে অগভীর করিয়াছেন। অন্ধকারকে আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন, ভ্রান্তিজাল নিরসন করিয়াছেন; আপনি সত্যই গণিবর-প্রবরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।"

বুদ্ধের লাভান্তরায়

১৬. "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন, 'তথাগত চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও রোগাবস্থায় বাঞ্ছিত আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ লাভ করিতেন।' আবার বলিয়া থাকেন, 'তথাগত **পঞ্চশাল ব্রাহ্মণগ্রামে** ভিক্ষাপিণ্ডের জন্য প্রবেশ করিয়া কিছু লাভ করেন নাই, যথা-ধৌত পাত্রে

ফিরিয়া আসিয়াছেন।' যদি ভন্তে, 'তথাগত... আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ লাভ করিতেন' তবে 'পঞ্চশাল ব্রাহ্মণগ্রামে কিছু লাভ করেন নাই' এই যে কথা তাহা মিথ্যা; আর যদি পঞ্চশাল ব্রাহ্মণগ্রামে কিছু লাভ করেন নাই; তবে তিনি 'আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ লাভ করিতেন' এই যে কথা তাহা মিথ্যা। ইহাও সুমহান দুঃসাধ্য উভয়কোটিক প্রশ্ন আপনার সমীপে উপস্থাপিত হইয়াছে। আপনাকে ইহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।"

১৭. মহারাজ,... এই উভয় বাণী সত্য। কিন্তু পঞ্চশাল ব্রাহ্মণগ্রামে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পাপী হইলে মারের জন্যই হইয়াছিল।"

"ভন্তে, তাহা হইলে ভগবানের গণনাপথ্যতীত কল্পে সঞ্চিত পুণ্য সেই সময় কি শেষ হইয়াছিল? অধুনা উৎপন্ন পাপী মার দ্বারা সেই পুণ্যকর্মের বল-বেগ কি রুদ্ধ হইয়াছিল? তাহা হইলে ভন্তে, সেই ঘটনায় দুই কারণে অপবাদ আসে—পুণ্য অপেক্ষা পাপ বলবত্তর হয়। বুদ্ধবল অপেক্ষাও মারবল অধিকতর হয়। যদি তাহা হয় তবে বৃক্ষের মূল অপেক্ষা অগ্রভাগই অধিকতর ভারী হয়, এবং গুণবান অপেক্ষা অতিপাপী বলবান হয়!"

"মহারাজ, মাত্র তাহাতেই পুণ্য অপেক্ষা পাপ বলবান হইতেই পারে না। বুদ্ধবল অপেক্ষা মারবল অধিক হইতে পারে না। অথচ এই ক্ষেত্রে এক কারণ জানিতে হইবে।

মহারাজ, যদি কোনো লোক মধু, মধুচক্র অথবা অন্য কিছু উপহার লইয়া চক্রবর্তী রাজার নিকট উপস্থিত হয়, রাজার দ্বারপাল তাহাকে বলে, 'ওহে, রাজদর্শনের ইহা অসময়। সুতরাং রাজা দণ্ডবিধান করিবার পূর্বেই তোমার উপহার লইয়া শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া যাও।' তখন সেই লোক দণ্ডভয়ে ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া সেই উপহার লইয়া অবিলম্বে ফিরিয়া যায়। মহারাজ, তবে কি এই মাত্র উপহার বিকলতার দরুন চক্রবর্তী রাজা দ্বারপাল অপেক্ষা দুর্বলতর হয়? রাজার কি অন্য কিছু উপহার লাভ হয় না?"

"না ভন্তে, ঈর্ষাবশত সেই দ্বারপাল ওই উপহার বন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অপর দ্বার দিয়া তদপেক্ষা শত-সহস্র গুণ উপহার রাজার নিকট উপনীত হয়।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই, স্বীয় ঈর্ষাস্বভাব-হেতু পাপী মার পঞ্চশালের ব্রাহ্মণ গৃহপতিদিগকে আবিষ্ট করিয়াছে। কিন্তু অপরপক্ষে অনেক শত-সহস্র দেবগণ দিব্য-ওজসম্পন্ন অমৃত লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, 'আমরা ভগবানের দেহে বলাধান করিব।' এই মনে করিয়া ভগবানকে যুক্তাঞ্জলি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।"

১৮. "ভন্তে নাগসেন, জগতে সর্বোত্তম মানব ভগবানের চতুর্বিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য সুলভ হউক, এবং দেবমনুষ্য কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান চারি আবশ্যকীয় দ্রব্য ভোগ করুন। কিন্তু মারের যে ইচ্ছা ছিল এতদ্বারা তাহা পূর্ণ হইল নহে কি? কেননা সে ভগবানের ভোজনের অন্তরায় করিয়াছিল। ভন্তে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইতেছে না। তাহাতে আমার বিমতি জন্মিয়াছে, আমি সংশয়াপন্ন হইয়াছি। তাহাতে আমার মন অগ্রসর হইতেছে না যে, দেবলোকসহ এই (মনুষ্য) লোকে অগ্রগণ্য তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষের অনুপম, অসমসম, অপ্রতিসম তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষের তুচ্ছ, হীন, সামান্য, পাপমতি অনার্য ও বিপন্ন মার প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভের অন্তরায় করিল?"

"মহারাজ, দানের চারি প্রকার অন্তরায়—অদৃষ্টান্তরায়, উদ্দেশকৃতান্তরায়, প্রস্তুতিকৃতান্তরায়, পরিভোগান্তরায়।"

১. তন্মধ্যে অদৃষ্ট অন্তরায় কী প্রকার? কাহাকেও উদ্দেশ বা দর্শন করিয়া দান প্রস্তুত হয় নাই। (গ্রহীতা পাইলেই দান দিবে এইজন্যই দানসামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে) এই অবস্থায় কেহ যদি এই বলিয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে যে 'পরকে দান করিয়া কী লাভ', ইহা অদৃষ্টান্তরায়।
২. উদ্দেশকৃত অন্তরায় কী? কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে ভোজন প্রস্তুত হয়, তখন কেহ যদি তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করে, ইহা উদ্দেশ্যকৃতান্তরায়।
৩. প্রস্তুতিকৃতান্তরায় কী? এখানে কোনো দানীয়বস্তু সজ্জিত হইয়াছে, এখনো গচ্ছিত হয় নাই, এই অবস্থায় কেহ যদি বিঘ্ন উৎপাদন করে, ইহা প্রস্তুতিকৃতান্তরায়।
৪. পরিভোগান্তরায় কী? দান প্রাপ্ত হইয়া গ্রাহক তাহা ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন অবস্থায় কেহ যদি বিঘ্ন উৎপাদন করে, ইহা পরিভোগান্তরায়। মহারাজ, এই চারি প্রকার অন্তরায়।

পঞ্চশালবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণকে পাপমতি মার যে আবিষ্ট করিয়াছে। ভগবানের সেই পরিভোগ তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ছিল না, উহা অনাগত, অনুপস্থিত বুদ্ধকে অদর্শন-হেতু অন্তরায় করা হইয়াছিল। তাহা কিন্তু একমাত্র ভগবানের নহে, অথচ সেই সময় যাহারা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে, কিংবা অতিথি আসিয়াছে, তাহারা সকলেই সেইদিন ভোজন লাভ করে নাই।

মহারাজ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ তথা সমস্ত জীবের সহিত

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কাহাকেও আমি দেখি না যে ব্যক্তি বুদ্ধের উদ্দেশ্যে কৃত লাভের অন্তরায় করিতে পারে; যদি কেহ ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া বুদ্ধের উদ্দেশ্যে কৃত, সজ্জিত দ্রব্যেরও পরিভোগের অন্তরায় করে তবে তাহার শির শতভাগে বা সহস্রভাগে বিদীর্ণ হয়।”

১৯. “মহারাজ, বুদ্ধের এই চারি প্রকার গুণ আছে, যাহা কাহারও দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না। সেই চারি প্রকার গুণ কী কী? মহারাজ, বুদ্ধের উদ্দেশ্যে কৃত ও সজ্জিত দ্রব্যের কেহ অন্তরায় করিতে পারে না। তাঁহার শরীরস্থ ব্যাম (সাড়ে তিন হাত) পরিমাণ প্রভাব কেহ বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। তাঁহার সর্বজ্ঞতা জ্ঞানরত্নের কেহ অন্তরায় করিতে পারে না এবং কেহ ভগবানের জীবনের অন্তরায় করিতে পারে না। মহারাজ, বুদ্ধের এই চারি প্রকার গুণ আছে, যাহা কাহারও দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না। এই সমস্ত গুণ একরস, অব্যাহত, অক্ষুব্ধ; পরোপক্রম দ্বারা ইহারা স্পৃষ্ট হয় না, ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। মহারাজ, পাপমতি মার অদৃশ্যভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া পঞ্চশালবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে আবিষ্ট করিয়াছিল।

যেমন, মহারাজ, কোনো রাজার দুর্গম সীমান্ত দেশে চোরগণ অদৃশ্যভাবে আত্মগোপন করিয়া পথিককে আক্রমণ করে। যদি রাজা তাহাদিগকে দেখিতে পায় তবে কি চোর স্বস্তি লাভ করিবে?”

“না ভন্তে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে শত বা সহস্র খণ্ডে ছেদন করাইতে পারেন।“

“মহারাজ, এইরূপেই পাপমতি মার অদৃশ্যভাবে আত্মগোপন করিয়া পঞ্চশালবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে আবিষ্ট করিয়াছিল।

অথবা মহারাজ, যেমন কোনো সধবা নারী অদৃশ্যভাবে আত্ম-গোপন করিয়া পরপুরুষ সেবা করে, সেইরূপ পাপমতি মার অদৃশ্যভাবে সেইরূপ আত্মগোপন করিয়া ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে আবিষ্ট করিয়াছে। মহারাজ, যদি সেই সধবা নারী স্বামীর সম্মুখে পরপুরুষ সেবা করে তবে কি সেই স্ত্রীর স্বস্তি লাভ হইবে?”

“না ভন্তে, স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহাকে প্রহার করিতে পারে, বধ করিতে পারে, বন্ধন করিতে পারে কিংবা দাসীত্বে পরিণত করিতে পারে।”

“মহারাজ, এইরূপেই, পাপমতি মার অদৃশ্যভাবে আত্মগোপন করিয়া পঞ্চশালবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। মহারাজ, যদি পাপী মার ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত, তাঁহার জন্য সজ্জিত, ভোজনোদ্যত ভোগের বিঘ্ন ঘ্যাঁইত, তবে তাহার শির শতভাগে কিংবা সহস্রভাগে বিভক্ত

হইত।”

“হ্যাঁ ভন্তে নাগসেন, পাপমতি মার এই প্রকারে চৌর্যভাবে ইহা করিয়াছে; পাপী মার আত্মগোপন করিয়া পঞ্চশালবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে আবিষ্ট করিয়াছে। যদি ভন্তে, সেই পাপী মার ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত, তাঁহার জন্য সজ্জিত দ্রব্যের ও উপভোগের অন্তরায় করিত তবে উহার শির শতভাগে বা সহস্রভাগে বিভক্ত হইত। অথবা তাহার দেহ ভুষি মুষ্টির ন্যায় বিকীর্ণ হইত। উত্তম, ভন্তে নাগসেন, ইহা এইরূপ, আমি তদ্রুপেই স্বীকার করিতেছি।”

জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপ

২০. “ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন, ‘যে না জানিয়া প্রাণিহত্যা করে সে বলবত্তর পাপ অর্জন করে।’ আবার ভগবান বিনয় বিধানে বলিয়াছেন, ‘যে জানে না তাহার দোষ হয় না।’ ভন্তে, যদি না জানিয়া প্রাণিহত্যা করিলে অধিকতর পাপ অর্জন করিয়া থাকে, তাহা হইলে—‘যে জানে না, তাহার দোষ হয় না’ এই যে বাক্য, ইহা মিথ্যা। আর যদি যে জানে না, তাহার দোষ না হয়’ যে তাহা হইলে—‘না জানিয়া প্রাণিহত্যা করিলে অধিকতর পাপ অর্জন করিয়া থাকে’ এই যে বাক্য, তাহাও মিথ্যা। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন যাহা দুরুত্তর ও দুরতিক্রম্য আপনার সমীপে উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহা আপনাকে সমাধান করিতে হইবে।”

২১. “মহারাজ, উভয় বিষয়ই ভগবান বলিয়াছেন। কিন্তু উভয় বিষয়ে অর্থান্তর আছে। তাহা কী? এমন কতগুলি আপত্তি বা দোষ আছে যাহারা সংজ্ঞামুক্ত। কতগুলি আপত্তি আছে যাহারা সংজ্ঞামুক্ত নহে। মহারাজ, এই দুইয়ের মধ্যে প্রথম জাতীয় আপত্তি উপলক্ষেই ভগবান বলিয়াছেন যে জানে না তাহার দোষ হয় না।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, ইহা সেই রূপেই স্বীকার করিতেছি।”

ভিক্ষুসংঘ পরিচালন

২২. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, ‘আনন্দ, বুদ্ধের মনে এই চিন্তা কখনো হয় না যে, আমিই ভিক্ষুসংঘ পরিচালিত করিব, অথবা ভিক্ষুসংঘ আমার উদ্দেশে চলিবে।’ আবার **মৈত্রেয় বুদ্ধের** স্বাভাবিক গুণ প্রকাশ করিতে গিয়া ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন, ‘বর্তমানে আমি যেমন

অনেক শত ভিক্ষুসংঘ পরিচালিত করিতেছি, তিনিও সেইরূপ বহু সহস্র ভিক্ষুসংঘ পরিচালিত করিবেন'।

"ভন্তে, যদি সত্যই ভগবানের মনে কখনো এই ভাব আসিত না যে 'আমিই ভিক্ষুসংঘ পরিচালিত করিব', অথবা 'ভিক্ষুসংঘ আমারই উদ্দেশে চলিবে' তাহা হইলে এই কথা **মৈত্রেয় বুদ্ধের** সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আর যদি মৈত্রেয় বুদ্ধের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধের মনে ইহা কখনো উদয় হয় নাই যে 'আমিই ভিক্ষুসংঘ পরিচালিত করিব বা ভিক্ষুসংঘ আমার উদ্দেশে চলিবে।' ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন, আপনার নিকটে উপস্থাপিত হইতেছে। আপনাকে ইহার নিষ্পত্তি করিতে হইবে।"

২৩. "মহারাজ, ভগবান যে আনন্দকে নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এবং মৈত্রেয় বুদ্ধের স্বাভাবিক গুণ প্রকাশ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, এই দুই বিষয় ঠিক। মহারাজ, কিন্তু এই প্রশ্নে এক অর্থ সাবশেষ আর এক অর্থ নিরবশেষ। মহারাজ, তথাগত পরিষদের অনুগামী হন না, কিন্তু পরিষদ তাঁহার অনুগামী হয়। আর 'আমি' ও 'আমার' ইহা ব্যবহারিক সত্য; পরমার্থ সত্য নহে। মহারাজ তথাগতের প্রেমবন্ধন (আসক্তি) বিগত, স্নেহ-মমতা (মায়া) বিগত, 'ইহা আমার' বলিয়া তাঁহার কোনো মমতার আকর্ষণ নাই। কিন্তু তিনি আশ্রিতের আশ্রয় হইয়া থাকেন।

মহারাজ, পৃথিবীর যেমন ভূমিস্থিত জীবগণের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা হয়, এই সকল জীব পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অথচ মহাপৃথিবীর এমন কোনো অপেক্ষা থাকে না যে 'ইহারা আমার'। মহারাজ, এই প্রকারে বুদ্ধ সমস্ত প্রাণীর আধার হন, সমস্ত জীবকে আশ্রয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে কখনো এই অপেক্ষা থাকে না যে ইহারা আমারই'।

মহারাজ, মহামেঘ বর্ষিত হইয়া তৃণ, বৃক্ষ, পশু ও মনুষ্যগণের বৃদ্ধি সাধন করে, ও (উহাদের) সন্ততিকে রক্ষা করিয়া থাকে; এই সকল উদ্ভিদ ও জীব বৃদ্ধি-উপজীবী হয়। কিন্তু সেই মহামেঘ 'ইহারা আমার' বলিয়া কোনো অপেক্ষা থাকে না। মহারাজ, এই প্রকারেই বুদ্ধ সকল জীবের কুশলধর্ম উৎপাদন করেন, তাহাদিগকে অনুপালন করেন। এই সকল জীব শাস্তার উপজীবী; তথাপি বুদ্ধের আত্মানুদৃষ্টি বা স্বার্থপরতা পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনি প্রশ্নকে নানা যুক্তি-প্রমাণ দিয়া পরিষ্কার করিয়াছেন। জটিলকে সহজ করিয়াছেন। গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন। গহনকে অগহন করিয়াছেন। অন্ধকারকে আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন। বিপক্ষীয়দের

মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। জিনপুত্রগণের চক্ষুদান করিয়াছেন।”

অভেদ্য পরিষদ

২৪. “ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলেন, ‘তথাগতের পরিষদ অভেদ্য’। আবার বলিয়া থাকেন, ‘দেবদত্ত একবার পঞ্চশত ভিক্ষুকে ভেদ করিয়াছিল’।

ভন্তে, যদি ভগবানের পরিষদ অভেদ্য হয়, তাহা হইলে ‘দেবদত্ত পঞ্চশত ভিক্ষু ভেদ করিয়াছিল’ এই যে বাক্য তাহা মিথ্যা। আর যদি দেবদত্ত একবার পঞ্চশত ভিক্ষু ভেদ করিয়া থাকে তবে ‘তথাগতের পরিষদ অভেদ্য’ এই যে বাক্য, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে; ইহা গভীর। ইহার সমাধান দুষ্কর, গ্রন্থিল হইতে গ্রন্থিলতর। এই জনসাধরণ ইহাতে আবর্তিত, পরিবেষ্টিত, অবরুদ্ধ, আচ্ছাদিত ও পরিনিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পরবাদ মর্দনের নিমিত্ত এই ক্ষেত্রে আপনার জ্ঞানবল প্রদর্শন করুন।”

২৫. “মহারাজ, যথার্থই বুদ্ধ-শিষ্যগণকে কেহ ভেদ করিতে পারে না এবং ইহাও সত্য যে দেবদত্ত একবার পাঁচ শত ভিক্ষুকে লইয়া বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও ভেদকের প্ররোচনায় হইয়াছিল। ভেদক বিদ্যমান থাকিলে কিছুই অভেদ্য থাকে না। ভেদক থাকিলে মাতাও পুত্রের সহিত ভিন্ন হয়, পুত্রও পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, ভ্রাতাও ভগ্নীর সহিত ভিন্ন হয়, ভগ্নীও ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, ভ্রাতাও ভগ্নীর সহিত ভিন্ন হয়, ভগ্নীও ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, মিত্রও মিত্রের সহিত ভিন্ন হয়। নানা কাষ্ঠ দ্বারা সংঘঠিত নৌকাও তরঙ্গ-বেগ-প্রহারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মধু-সদৃশ ফলসম্পন্ন বৃক্ষও প্রচণ্ড বায়ুবেগে আহত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় স্বর্ণও লৌহ হাতুড়ী দ্বারা ভিন্ন হয়। অথচ মহারাজ, ইহা বিজ্ঞগণের অভিপ্রেত নহে, বুদ্ধদের ইহা অভিলাষিত নহে, এবং পণ্ডিতগণের ঈপ্সিত নহে যে তথাগতের অনুগামীরা বিচ্ছিন্ন হউক। কিন্তু ইহার বিশেষ কারণ আছে, যে কারণে তথাগতের পরিষদ অভেদ্য বলা হয়।

ইহার কারণ কী?

মহারাজ, তথাগতের কৃতির দরুন, অদানের দরুন, অপ্রিয় বাক্যের দরুন, অনর্থচর্যার দরুন, অসাম্যভাবের দরুন, অথবা অন্য কোনো আচার-আচরণের দরুন, পরিষদ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, ইহা পূর্বে কখনো শোনা যায় নাই। সেই কারণে বলা হয় ‘তথাগতের পরিষদ অভেদ্য’। মহারাজ,

আপনারও ইহা জানা উচিত যে নবাঙ্গ বুদ্ধ বচনে সূত্রাগত এমন কিছু আছে কি, যাহাতে বলা যায় এই মাত্র কারণে, বোধিসত্ত্বের এই কৃতির দরুন তথাগতের পরিষদ বিভক্ত হইয়াছে?”

“না ভন্তে, জগতে ইহা দেখাও যায় না, শোনাও যায় না। সাধু ভন্তে, আপনি যাহা বলিবেন তাহা ঠিক, আমি তদ্রুপেই তাহা গ্রহণ করিতেছি।”

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত

তৃতীয় বর্গ

শ্রেষ্ঠ ধর্ম

১. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, ‘**বাশিষ্ঠ,** ইহলোকে ও পরলোকে এই জনগণের পক্ষে ধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।’ আবার বলিয়াছেন, ‘যে স্রোতাপন্ন গৃহী উপাসক—যাহার অপায় গমন রুদ্ধ হইয়াছে, যে সম্যক জ্ঞানপ্রাপ্ত ও ধর্মবিজ্ঞাত হইয়াছে—তাহার পক্ষেও সাধারণ ভিক্ষু বা শ্রামণেরকে অভিবাদন করা প্রত্যুত্থান করা উচিত।’

ভন্তে, যদি এই কথা সত্য হয় যে ‘জনগণের পক্ষে ধর্মই শ্রেষ্ঠতম, তবে স্রোতাপন্ন গৃহী উপাসকেরও সাধারণ ভিক্ষুকে অভিবাদন করা উচিত। আর যদি স্রোতাপন্ন গৃহী উপাসককে সাধারণ ভিক্ষুকে প্রণাম করিতে হয় তবে এই বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, ‘জনগণের মধ্যে ধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।’ ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন, আপনার সমীপে উপস্থিত। আপনাকে ইহার নিষ্পত্তি করিতে হইবে।”

২. “মহারাজ, ভগবান ঠিকই বলিয়াছেন যে জনগণের মধ্যে ধর্মই শ্রেষ্ঠতম হয়; আর ইহাও উচিত যে গৃহী উপাসক স্রোতাপন্ন হইলেও কোনো সাধারণ ভিক্ষুকে প্রণাম ও গাত্রোত্থান করিয়া সংবর্ধনা করিতে হইবে। এইরূপ করিবার কারণ আছে।

সেই কারণ কী?

মহারাজ, শ্রমণের এই বিংশতি প্রকার শ্রমণকর গুণ ও দুই প্রকার বাহ্যিক চিহ্ন থাকে, যদ্দারা শ্রমণগণ প্রণাম, প্রত্যুত্থান, সম্মান ও পূজার যোগ্য হন।

সেই বিংশতি গুণ ও দুই প্রকার বাহ্যিক চিহ্ন কী কী?

(১) শ্রমণ পরম সত্যের জ্ঞানজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া বাস করেন,

(২) সর্বাপেক্ষা অগ্রস্থানীয় হন, (৩) সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করেন, (৪) সদাচার পালন করেন, (৫) শান্ত দান্তভাবে বিহার করেন, (৬) দৈহিক সংযম রক্ষা করেন, (৭) ইন্দ্রিয়নিচয় দমন করেন, (৮) ক্ষমাগুণে বিভূষিত হন, (৯) একাকী বিচরণ করেন, (১০) একতার অভিলাষ পোষণ করেন, (১১) বিবেকপ্রিয় হন, (১২) পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন হন, (১৩) কর্তব্য সাধনে বীর্যবান হন, (১৪) অপ্রমত্ত জীবন গঠন করেন, (১৫) শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই ত্রিবিধ শিক্ষা আয়ত্ত করিবার জন্য তৎপর হন, (১৬) ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করেন, (১৭) ধর্মবিনয়ের অর্থ অনুসন্ধান করিয়া সংশয়মুক্ত হন, (১৮) শীলাদিতে অভিরুচি উৎপাদন করেন, (১৯) অনাসক্তি অভ্যাস করেন এবং (২০) শিক্ষাপদসমূহ পরিপূর্ণ করেন—শ্রমণের এই বিংশতি গুণ।

(১) তিনি কাষায় বসন ধারণ করেন এবং (২) শির মুণ্ডন করেন—শ্রমণের এই দুই বাহ্যিক চিহ্ন।

ভিক্ষু পূর্বোক্ত গুণ আচরণ করেন। সেই সকল ধর্মের অন্যূন, পরিপূর্ণ, সম্পন্ন ও সংযুক্ত হেতু তিনি অশৈক্ষ্য ভূমি ও অর্হৎ ভূমিতে অগ্রসর হন কিংবা অপর শ্রেষ্ঠ ভূমিতে উত্তীর্ণ হন। এইরূপে তিনি অর্হত্ত্বের নিকটবর্তী হন বলিয়া স্রোতাপন্ন উপাসকের পক্ষে সাধারণ ভিক্ষুকে প্রণাম ও প্রত্যুত্থান করিয়া সম্মান করা উচিত।

'আসব ক্ষীণ হওয়াতেই তিনি শ্রমণ-ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমার সেই সময় এখনো আসে নাই' এই চিন্তা করিয়া সাধারণ ভিক্ষুকে স্রোতপন্ন উপাসকের অবশ্য কর্তব্য।

'তিনি অগ্র পরিষদে (ভিক্ষু-পরিষদে) উপনীত হইয়াছেন, আমি সেই পদে উপনীত হইতে পারি নাই' এই চিন্তা করিয়া সাধারণ ভিক্ষুকে স্রোতাপন্ন উপাসকের প্রণাম ও সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য।

'তিনি প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ শ্রবণ করিতে পারেন, আমি তাহা পারি না' এই চিন্তা করিয়াও কর্তব্য।

'তিনি অন্যকে প্রব্রজ্যা দান করেন, উপসম্পদা প্রদানে সাহচর্য করেন, এবং তদ্বারা বুদ্ধের শাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, আমি সেগুলি পালন করিতে পারি না' এই চিন্তা করিয়াও... কর্তব্য।

'তিনি অপরিমিত শিক্ষাপদ গ্রহণ করিয়া পালন করেন, আমি সেগুলি পালন করিতে পারি না' এই চিন্তা করিয়াও... কর্তব্য।

'তিনি শ্রমণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, বুদ্ধের অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আমি সেই নিদর্শন হইতে বহুদূরে রহিয়াছি' এই চিন্তা করিয়াও...কর্তব্য।

'ভিক্ষুর বগলে লোমাধিক্য, অপরিষ্কৃত। তিনি মণ্ডণ, বিভুষণ দ্বারা বিলাসী নহেন, কেবল শীলগন্ধে বিভূষিত থাকেন। কিন্তু আমি মণ্ডণ-বিভূষণে দেহ সজ্জিত করি' এই চিন্তা করিয়াও স্রোতাপন্ন উপাসকের পৃথগ্‌জন ভিক্ষুকে অভিবাদন ও প্রত্যুত্থান করা একান্ত কর্তব্য।

৩. মহারাজ, 'অধিকন্ত যে বিংশতি শ্রমণ গুণ ও দ্বিবিধ বাহ্যিক চিহ্ন উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত ধর্ম ভিক্ষুর নিকট বিদ্যমান আছে। ভিক্ষুই সে সমস্ত ধর্ম ধারণ করেন। এবং অপরকেও এবিষয় শিক্ষা দেন। কিন্তু আমার সেই শাস্ত্রজ্ঞান ও অধ্যাপনা নাই' এই চিন্তা করিয়াও স্রোতাপন্ন উপাসক পৃথগ্‌জন ভিক্ষুকে প্রণাম ও প্রত্যুত্থান করা কর্তব্য।

মহারাজ, যেমন রাজকুমার পুরোহিতের নিকট সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ক্ষত্রিয়ের শিক্ষণীয় ধর্ম শিক্ষা করেন, রাজকুমার যথাসময়ে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া 'ইনি আমার শিক্ষাগুরু' এই চিন্তা করিয়া আচার্যকে অভিবাদন ও প্রত্যুত্থান করিয়া সম্মান করেন। মহারাজ, সেইরূপ 'ভিক্ষু আচার্যের বংশধর' এই চিন্তা করিয়া পৃথগ্‌জন ভিক্ষুকে স্রোতাপন্ন উপাসক অভিবাদন ও প্রত্যুত্থান করা কর্তব্য।

৪. মহারাজ, এই পর্যায়ে আপনি বুঝিবেন যে ভিক্ষু-ভূমির কত মহত্ত্ব ও অসম বিপুলত্ব। যদি স্রোতাপন্ন উপাসক অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎকার করে তাহার অনন্যগতি হয়—(১) হয়তো সেই দিনেই তাহাকে পরিনির্বাণ লাভ করিতে হয়, (২) অথবা ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিতে হয়। মহারাজ, প্রব্রজ্যা অচঞ্চল। ভিক্ষু-ভূমি অতি মহৎ, অতি উন্নত।"

"ভন্তে, আপনার ন্যায় প্রবল বুদ্ধিমান দ্বারা এই প্রশ্ন সুচারুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যতীত এই প্রশ্নের এমন উত্তর আর কেহ দিতে সমর্থ নহে।"

সর্বসত্ত্বের হিত সাধন

৫. "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন যে বুদ্ধ সর্বজীবের অহিত ছাড়িয়া হিতসাধন করেন। আবার বলেন যে ভগবানের **'অগ্নিস্কন্ধোপম'** নামক ধর্মদেশনার পর ষাটজন ভিক্ষুর মুখ দিয়া উষ্ণ রক্ত বমন হইয়াছিল। ভন্তে, এই ক্ষেত্রে ভগবান সেই ষাটজন ভিক্ষুর হিতের পরিবর্তে অহিতই সাধন করিলেন।

ভন্তে, যদি এই বাণী সত্য হয় যে বুদ্ধ সর্বজীবের অহিত ছাড়িয়া হিত সাধন করেন তবে **'অগ্নিস্কন্ধোপম'** নামক ধর্মদেশনার বিষয় মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। আর যদি **'অগ্নিস্কন্ধোপম'** নামক ধর্মদেশনার বিষয় সত্য হয় তবে এই বাণী মিথ্যা হয় যে বুদ্ধ সর্বজীবের অহিত ছাড়িয়া হিত সাধন করেন। ভন্তে, ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন আপনার নিকট...।"

৬. "মহারাজ, বুদ্ধ সর্বজীবের অহিত পরিহার করিয়া হিত সাধন করিতেন ইহাও সত্য আর উহাও সত্য যে সেই ভিক্ষুদের মুখ দিয়া উষ্ণ রক্ত বমন হইয়াছিল। স্ব স্ব কর্মদোষেই সেই ভিক্ষুগণের মুখ দিয়া উষ্ণ রক্ত বমি হইয়াছিল, তাহাতে ভগবানের কোনো দোষ ছিল না।"

"ভন্তে, যদি ভগবান সেই উপদেশ না করিতেন তবে কি তাঁহাদের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইত?"

"না মহারাজ, ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই মিথ্যাপথগামী ভিক্ষুগণের হৃদয়ে দাহ উৎপন্ন হয়, যাহার নিমিত্ত তাহাদের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হয়।"

"ভন্তে, তাহা হইলে বুদ্ধের কার্যের দরুনই তাঁহাদের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল। তাঁহাদের অনিষ্টের জন্য তথাগতই দায়ী। ভন্তে, যেমন কোনো সর্প বল্মীকের গর্তে প্রবেশ করিল। তখন, কোনো লোক মাটি সংগ্রহের মানসে বল্মীক ভাঙ্গিয়া মাটি সংগ্রহ করিল। তাহার ওই কাজের দরুন বল্মীকের গর্ত বন্ধ হইল। তখন শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে না পরিয়া সর্প তাহাতে মরিয়া গেল। ভন্তে, সেই সর্প ওই ব্যক্তির দ্বারা মরিল নহে কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ!"

"ভন্তে, এইরূপেই, সেই ভিক্ষুগণের অনিষ্টের জন্য তথাগতই দায়ী হন।"

৭. "ভন্তে, কাহাকেও অনুনয় কিংবা কাহাকেও দ্বেষ করিবার জন্য বুদ্ধ ধর্মোপদেশ করেন না। তিনি এতাদৃশ ভাব হইতে মুক্ত হইয়া পরকে ধর্মদেশনা করেন। এইরূপে ধর্মদেশনার পর যাঁহারা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহারা বুঝিতে পারেন, কিন্তু যাহারা মিথ্যা পথে চলে তাহাদের পতন হয়।

মহারাজ, যদি কোনো লোক আম, জাম কিংবা মধুক বৃক্ষকে সঞ্চালন করে তবে তাহাতে যে সকল ফল সারযুক্ত ও বৃন্তে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ সে সকল চ্যুত না হইয়া তথায় থাকিয়া যায়। আর যে সমস্ত ফলের বোঁটা পঁচিয়া বন্ধন দুর্বল হইয়াছে উহারা পড়িয়া যায়। মহারাজ, সেইরূপ বুদ্ধ ধর্মদেশনার সময় কোনো অনুনয় বা বিদ্বেষ পোষণ করেন না। তিনি খাতির বা বিদ্বেষমুক্ত

হইয়া ধর্মোপদেশ করেন। এইরূপ দেশনার ফলে যাঁহারা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহারা বুঝিতে পারেন, কিন্তু যাহারা মিথ্যা পথে চলেন তাহাদের পতন হয়।"

৮. "মহারাজ, কোনো কৃষক ধান্য রোপনের ইচ্ছায় ক্ষেত্র কর্ষণ করে। উহাতে অনেক সহস্র তৃণের মৃত্যু হয়। সেইরূপ বুদ্ধ পরিপক্ব-মানস সত্ত্বগণকে জ্ঞানদানের নিমিত্ত অনুনয়-বিদ্বেষমুক্ত ধর্মদেশনা করেন। এইরূপে ধর্মদেশিত হইলে যাঁহারা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহাদের জ্ঞান জন্মে। কিন্তু যাহারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন, তৃণের ন্যায় তাহাদের মৃত্যু হয়।"

৯. "মহারাজ, মানুষেরা যেমন রসের নিমিত্ত যন্ত্র দ্বারা ইক্ষু পেষণ করে। সেই সময় যে সকল কৃমি-কীট যন্ত্রের মুখে পরে তাহারাও নিষ্পেষিত হয়। মহারাজ, সেইরূপ বুদ্ধ পরিপক্ব-মানস সত্ত্বগণকে জ্ঞানদানের নিমিত্ত... ।"

১০. "ভন্তে নাগসেন, তথাপি সেই ভিক্ষুগণ ওই ধর্মদেশনায় পতিত হইলেন নহে কি?"

"মহারাজ, যেমন, সুতার কাষ্ঠে সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেই কাষ্ঠ সোজা ও মসৃণ হইবে কি?"

"না ভন্তে, সুতার কাষ্ঠ ছেদন করিয়া বর্জনীয় অংশ বাদ দিয়া কাষ্ঠকে সোজা ও মসৃণ করে।"

"মহারাজ, সেইরূপ বুদ্ধ কেবল দর্শক ভিক্ষুদের প্রবুদ্ধ করিতে পারেন না কিন্তু মিথ্যাপ্রতিপন্ন সত্ত্বদিগকে অপসারণ করিয়া যাহারা বিচারসম্পন্ন তাহাদিগকে জ্ঞানমার্গে পৌঁছিইয়া দেন। মহারাজ, আপনার কৃতকর্মের দরুন সেই মন্দবুদ্ধিগণের পতন হয়।

১১. মহারাজ, যেমন কদলীবৃক্ষ, বাঁশ ও অশ্বতরী আত্মজ ফলের দরুন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ যাহারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন তাহারা নিজের কৃতকর্মের দরুন নষ্ট ও পতিত হয়।

মহারাজ, চোরেরা যেমন নিজের কৃতকর্মের দরুন চক্ষুরুৎপাটন, শূলারোপণ, শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দণ্ড ভোগ করে, সেইরূপ যাহারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন তাহারা স্বীয় কৃতকর্মের দরুন নষ্ট হয়, (জিনশাসন হইতে) পতিত হয়।

মহারাজ, যেই ষাটজন মাত্র ভিক্ষুর মুখ হইতে উষ্ণ রক্ত বমন হয় তাহাদের উহা বুদ্ধের কর্মের জন্য নহে, এবং পরের জন্যও নহে। কিন্তু উহা কেবল নিজেরই কর্মের দরুন।

মহারাজ, যেমন কোনো লোক সকল জনকে অমৃত দান করে। তাহারা

সেই অমৃতপান করিয়া নীরোগ, দীর্ঘায়ুসম্পন্ন হয় এবং সর্ববিধ কষ্ট হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে তাহা সেবন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মহারাজ, কেমন, সেই অমৃতদাতা পুরুষের তজ্জন্য কিছু পাপ হইবে কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, সেইরূপ ভগবান বুদ্ধ দশ সহস্র লোকধাতুর দেব মানবদিগকে সমভাবে অমৃতস্বরূপ ধর্ম দান করেন। তথায় যে সকল প্রাণী ভব্য, তাহারা ধর্মামৃত দ্বারা প্রবুদ্ধ হন। কিন্তু যাহারা অভব্য, ধর্মামৃত দ্বারা তাহাদের অনিষ্ট হয়, পতন হয়।"

১২. "মহারাজ, ভোজন সর্বজীবের প্রাণ রক্ষা করে। তাহাও কেহ কেহ ভোজন করিয়া বিসুচিকায় প্রাণ ত্যাগ করে। কেমন, মহারাজ, তজ্জন্য ভোজন দাতার কি কিছু পাপ হইবে?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, এই প্রকার, ভগবান বুদ্ধ দশ সহস্র লোকধাতুর দেব-মানবদিগকে সমভাবে অমৃতস্বরূপ ধর্ম দান করেন। তথায় যে সকল প্রাণী ভব্য তাহারা ধর্মামৃত দ্বারা প্রবুদ্ধ হন। কিন্তু যাহারা অভব্য, ধর্মামৃত দ্বারা তাহাদের অনিষ্ট হয়, পতন হয়।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, ইহা এইরূপ, আমি তদ্রুপেই স্বীকার করি।"

বস্ত্র-গুহ্য প্রদর্শন

১৩. "ভন্তে নাগসেন, তথাগত ইহাও বলিয়াছেন, 'কায়ে সংযম সাধু, বাক্যের সংযম সাধু, মনের সংযম সাধু, সর্বদিকে সংযম সাধু। পুনশ্চ, বুদ্ধ চতুর্বিধ পরিষদের মধ্যে বসিয়া দেবতা ও মুনষ্যগণের সম্মুখে **শৈল নামক** ব্রাহ্মণকে স্বীয় কোশাচ্ছাদিত পুরুষেন্দ্রিয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভন্তে, যদি বুদ্ধ কায়িক সংযম রক্ষা করেন তবে **শৈল নামক** ব্রাহ্মণকে তিনি স্বীয় উপস্থ প্রদর্শন করিয়াছেন এই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আর যদি ইহা সত্য হয় যে তিনি **শৈল** ব্রাহ্মণকে স্বীয় উপস্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, তবে তিনি দৈহিক সংযম রক্ষা করেন, ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ইহা ও উভয়কোটিক প্রশ্ন...।'"

১৪. "মহারাজ, ভগবান সত্যই বলিয়াছেন, 'কায়ের সংযম সাধু, ইত্যাদি' এবং ইহাও সত্য যে তিনি **শৈল নামক** ব্রাহ্মণকে স্বীয় উপস্থ প্রদর্শন

করিয়াছেন। মহারাজ, বুদ্ধের প্রতি-যাহার শঙ্কা উৎপন্ন হয়, তাহার বোধনের নিমিত্ত, 'কেবল **শৈলই** এই বিভূতি দর্শন করুক', এই চিন্তা করিয়া ভগবান ঋদ্ধি-প্রভাবে স্বীয় উপস্থ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

"ভন্তে, ইহা কে বিশ্বাস করিবে যে পরিষদের মধ্যে কেবল একজনই সেই গুহ্যস্থান দেখিল, তথায় উপস্থিত অন্যেরা তাহা দেখে নাই? আচ্ছা, আপনি আমাকে ইহার কারণ বলুন । কারণ দ্বারা আমাকে বুঝাইয়া দেন।"

১৫. "মহারাজ, আপনি কোনো রোগীকে দেখিয়াছেন কি যাহাকে আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টন করিয়াছে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, দেখিয়াছি।"

"মহারাজ, কেমন রোগী যে দুঃখ অনুভব করে, অপর লোকেরা তাহা দেখিতে পায় কি?"

"না ভন্তে, রোগী একাই স্বীয় দুঃখ অনুভব করে।"

"মহারাজ, এইরূপ যাহার শঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছে কেবল তাহার দেখার নিমিত্ত ভগবান স্বীয় উপস্থ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

১৬. "মহারাজ, যদি কোনো লোকের উপর ভূত আবিষ্ট হয় তবে অপর লোকেরা সেই ভূতের আগমন দেখিতে পায় কি?"

"না ভন্তে, সেই রোগাতুরই আগমন দেখিতে পায়।"

"মহারাজ, এইরূপই, যাহার শঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার দেখার নিমিত্ত ভগবান ঋদ্ধিপ্রভাবে স্বীয় উপস্থ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

"ভন্তে, যাহা কাহাকেও দেখাইবার যোগ্য নহে তাহা প্রদর্শন করিয়া ভগবান অতি অন্যায় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন।"

"মহারাজ, ভগবান যথার্থই তাহাকে গুহ্যস্থান দেখান নাই, কিন্তু ঋদ্ধি বলে কেবল উহার ছায়া দেখাইয়াছেন।"

"ভন্তে, ছায়া দেখালেও গুহ্যস্থান দেখানো হয়, যাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের শঙ্কা দূর হয়।"

"হ্যাঁ মহারাজ, ভগবান যাহাকে কিছু বুঝাইবার প্রয়োজন বোধ করেন তাহাকে বুঝাইবার জন্য অত্যাশ্চর্য কাজও করিয়া থাকেন। যদি ভগবান কোনো ক্রিয়া ত্যাগ করেন তবে বুঝিবার যোগ্য ব্যক্তিরা বুঝিতে পারেন না। মহারাজ, ভগবান বুঝিবার যোগ্য সত্ত্বকে বুঝাইবার জন্য মহাযোগী ছিলেন। সেই কারণে যেই যেই যোগ বলে বোধনীয়রা বুঝিতে পারে সেই সেই যোগবলে অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া থাকেন।

মহারাজ, যেমন উত্তম চিকিৎসক যেই যেই ওষুধ দ্বারা রোগী

আরোগ্যলাভ করে সেই সেই ওষুধ লইয়া রোগীর নিকট উপনীত হয়, প্রয়োজনবোধে বমন করায়, বিরেচন করায়, লেপনীয় লেপন করে, অনুবাসিত করে। মহারাজ, সেইরূপ তথাগত যেই যেই যোগবলে বোধক সত্ত্বগণ বুঝিতে পারে, সেই সেই যোগবলের অনুষ্ঠান করিয়া বোধের উন্মেষ করেন।

মহারাজ, যেমন প্রসবের সময় কোনো কষ্ট হইলে স্ত্রীলোক অদর্শনীয় গুহ্য অঙ্গও চিকিৎসককে দেখাইয়া থাকে। মহারাজ, সেইরূপ জানিতে উৎসুক সত্ত্বগণকে জানাইবার নিমিত্ত বুদ্ধ ঋদ্ধি বলে অদর্শনীয় গুহ্যাঙ্গের ছায়ামাত্র প্রদর্শন করেন। মহারাজ, ব্যক্তি বিশেষের জন্য এমন কোনো স্থান নাই যাহা একেবারে অদর্শনীয়। যদি কেহ ভগবানের হৃদয় দেখিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে তবে তিনি তাহাকে যোগবলে হৃদয় দেখাইয়া থাকেন।

মহারাজ, ভগবান যোগজ্ঞ ও দেশনা কুশল হন।

মহারাজ, স্থবির নন্দের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তথাগত তাঁহাকে দেবলোকে নিয়া দেবকন্যাদিগকে দেখাইলেন যে এই উপায়ে কুলপুত্র জ্ঞানলাভ করিবেন। বস্তুত উহাতেই তাহার জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। এইরূপে বুদ্ধ অনেক প্রকারে সাংসারিক সৌন্দর্য আসক্ত হইবার নিন্দা করিতে গিয়া, ঘৃণা করিতে গিয়া ও উহার দোষ বলিতে গিয়া স্থবির নন্দের জ্ঞানলাভের নিমিত্ত এমন অপ্সরাদিগকে দেখাইলেন যাহাদের পদতল মুরগির পদের ন্যায় লাল ও সুকোমল ছিল।

মহারাজ, পুনরায় ভ্রাতা কর্তৃক বহিষ্কৃত, দুঃখিত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত স্থবির চূল্লপন্থকের জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ভগবান তাঁহাকে তাহার নিকট গিয়া এক পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দিয়াছিলেন। তদ্বারা তিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ, এইরূপেও জানিবেন যে তথাগত যোগ এবং উপদেশ দানে বড় কুশল ছিলেন।”

“মহারাজ, পুনরায় **মোঘরাজ** নামক ব্রাহ্মণ দ্বারা তিনবার জিজ্ঞাসিত হইলে ভগবান প্রশ্নের কোনো উত্তর দেন নাই যে ইহাতে কুলপুত্রের অভিমান উপশম হইবে এবং মান উপশম-হেতু ধর্মজ্ঞান লাভ হইবে। তদ্বারাই তাঁহার মান উপশম হয় এবং তদ্ধেতু তিনি ষড়বিধ অভিজ্ঞায় অধিকার প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে ভগবান উপদেশ দানে কুশল ছিলেন।”

১৭. “উত্তম, ভন্তে নাগসেন, আপনি বহুবিধ যুক্তিপ্রমাণ দিয়া প্রশ্নের সুসমাধান করিলেন, গভীরকে সহজ করিলেন, অন্ধকারকে আলোকোজ্জ্বল করিলেন, গ্রন্থি ছিন্ন করিলেন, পরকীয়বাদ মর্দন করিলেন। আপনার দ্বারা

জিনপুত্রদের চক্ষু উৎপাদিত হইল, তৈর্থিকগণ নিষ্প্রভ হইলেন। আপনি সত্যই গণাচার্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

বুদ্ধের কর্কশ বাণী

১৮. "ভন্তে নাগসেন, ধর্মসেনাপতি স্থবির **সারিপুত্র** বলিয়াছেন, 'বুদ্ধ শিষ্ট ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁহার এমন বাক্‌দোষ নাই যাহা তিনি অপরে না জানার জন্য গোপন করেন।' পুনরায় দেখা যায়, কলন্দপুত্র স্থবির সুদিন্নের অপরাধের পর পারাজিকা বিধি প্রজ্ঞাপনের সময় ভগবান তাঁহাকে মোঘ-পুরুষ (ব্যর্থলোক) বলিয়া ব্যবহার করেন। স্থবির তদ্বারা সঙ্কোচিত, অনুতপ্ত ও অবরুদ্ধ হওয়ায় আর্যমার্গ লাভ করিতে পারেন নাই।

ভন্তে, যিনি বুদ্ধ শিষ্ট ভাষা ব্যবহার করেনও তবে ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে তিনি স্থবির সুদিন্নকে ভৎর্সনা করিয়াছেন। আর যদি সত্যই তিনি সুদিন্নকে ভৎর্সনা করেন তবে তিনি শিষ্ট ভাষী নহেন। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন...।'"

১৯. "মহারাজ, ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র বলিয়াছেন যে বুদ্ধ শিষ্ট ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা সত্য; আর সুদিন্নকে ভৎর্সনা করিবার কথাও ঠিক। তিনি যে সুদিন্নকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন তাহা বিদ্বেষচিত্তে করেন নাই। ক্রোধান্ধ হইয়াও করেন নাই। সুদিন্ন যেমন ছিলেন তেমনই বলিয়াছেন।"

"'যেমন ছিলেন তেমনই' ইহার অর্থ কী?"

"মহারাজ, যাহার ইহজীবনে চতুর্বিধ আর্যসত্যের জ্ঞান হয় না তাহার মনুষ্যত্ব মোঘ (ব্যর্থ) হয়। এইরূপ লোক এক কাজ করিতে গেলে অন্য কাজ করিয়া বসে। সুতরাং সে মোঘপুরুষরূপে কথিত হয়। মহারাজ, এই কারণে ভগবান আয়ুষ্মান সুদিন্নের স্বভাবানুরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি কোনো অভূত বাক্য বলেন নাই।"

২০. "ভন্তে, স্বাভাবিক সত্য কথাও যে ব্যক্তি আক্রোশ করিয়া বলে, আমরা তাহার এক কার্ষাপণ (তখনকার পয়সা) দণ্ড বিধান করি। কেননা ইহা অপরাধই। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ ব্যবহারের দরুন বিবাদ বিসংবাদ হইতে পারে।"

২১. "মহারাজ, আপনি কখনো শুনিয়াছেন কি জনগণ কোনো অপরাধী ব্যক্তিকে প্রণাম করে, উঠিয়া স্বাগত করে, সম্মান করে কিংবা উপহার প্রদান করে?"

"না ভন্তে, যদি কেহ কোথাও কোনো অপরাধ করিয়া থাকে তবে সে

নিন্দার যোগ্য হয়, ভর্ৎসনার যোগ্য হয়, শেষ পর্যন্ত উহার শিরশ্ছেদ করে, উহাকে কষ্ট দেয়, বন্দী করে, আঘাত করে এবং দগ্ধও করিয়া থাকে।"

"মহারাজ, তাহা হইলে ভগবান কার্যই করিয়াছেন, অকার্য করেন নাই!"

"ভন্তে, কার্যও করিবার সময় সঙ্গত ও অনুকূলভাবে করা উচিত। ভন্তে, দেবসহ মনুষ্যলোক তথাগতের গুণ শ্রবণের দরুন পাপের প্রতি লজ্জিত ও ভীত হয়। তাঁহার দর্শন সমীপাগমন ও সেবা-পরিচর্যার দরুন পাপের প্রতি আরও অধিকতর লজ্জিত ও সঙ্কোচিত হয়।"

২২. "মহারাজ, রোগীর দেহ যখন বর্ধিত হয়, দোষসমূহ কুপিত হয়, তখন কি চিকিৎসক স্নেহযুক্ত ওষুধের ব্যবস্থা করেন?"

"না ভন্তে, তিক্ত ও তেজস্কর ওষুধ দিয়া থাকেন।"

"মহারাজ, এইরূপ বুদ্ধ সর্ববিধ ক্লেশব্যাধি উপশমের নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করেন। তথাগতের কর্কশ বাক্যও সত্ত্বগণকে স্নিগ্ধ করে, কোমল করে। মহারাজ, যেমন জল উষ্ণ হইলে যেকোনো নরম হইবার বস্তুকে স্নিগ্ধ ও মৃদু করে, সেইরূপ বুদ্ধের বাক্য কর্কশ হইলে সার্থক ও করুণাঘন হয়।

২৩. "মহারাজ, যেমন পিতার বাক্য সন্তানদের পক্ষে অর্থবান ও করুণাঘন হয় সেইরূপ বুদ্ধের কর্কশ ভাষাও সত্ত্বদের কলুষনাশক হয়।"

"মহারাজ, যেমন দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ গো-মূত্র ওষুধরূপে পান ও ভোজন করিলে প্রাণীদের রোগ বিনাশ হয়; সেইরূপ বুদ্ধের কর্কশ বাক্যও সার্থক ও করুণাঘন হয়।

মহারাজ, যেমন বৃহৎ কার্পাসপুঞ্জও অপরের দেহে পতিত হইয়া ব্যথা দেয় না, সেইরূপ বুদ্ধের কর্কশ বাক্যও কাহারও দুঃখ উৎপাদন করে না।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি যুক্তি-প্রমাণ দিয়া প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। সাধু ভন্তে, উহা সেইরূপেই স্বীকার করিতেছি।"

বৃক্ষ অচেতন

২৪. "ভন্তে নাগসেন, তথাগত বলিয়াছেন, 'ব্রাহ্মণ, কিছু জানে না, শোনেও না এমন অচেতন পলাশকে তুমি জ্ঞানী, আরব্ধবীর্য ও সর্তক হইয়া সুখশয্যার হেতু কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?

পুনরায় বলিয়াছেন, 'ফন্দন বৃক্ষও তখন বলিয়াছেন, ভারদ্বাজ, আমারও বক্তব্য আছে।'

আপনি শুনুন।

ভন্তে, যদি বৃক্ষ অচেতন হয় তবে ভারদ্বাজের সহিত ফন্দন বৃক্ষের যে আলাপ তাহা মিথ্যা হয়। আর যদি ভারদ্বাজের সহিত ফন্দন বৃক্ষের আলাপ হইয়া থাকে তবে 'বৃক্ষ অচেতন' এই বাক্য মিথ্যা হয়। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন... ।"

২৫. "মহারাজ, উভয় বিষয় সত্য, 'বৃক্ষ অচেতন' আর 'ফন্দন ভারদ্বাজকে উত্তর দিয়াছে'। এই বাক্য কেবল লোকব্যবহার হিসেবে বলা হইয়াছে। মহারাজ, অচেতন বৃক্ষের কোনো আলাপ নাই। অথচ সেই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত দেবতার এই বৃক্ষনাম হইয়াছে। 'বৃক্ষ আলাপ করে' ইহা লোকব্যবহার মাত্র।

২৬. মহারাজ, ধান বোঝাই গাড়িকে লোকে ধানের গাড়িরূপে ব্যবহার করে, অথচ তাহা ধান্যনির্মিত নহে, কাষ্ঠনির্মিত গাড়ি। সেই শকটে ধান্য বোঝাই করায় লোকে বলে ধান্য-শকট। মহারাজ, সেইরূপ বস্তুত বৃক্ষ আলাপ করে না। বৃক্ষ অচেতন। তাহাতে অধিষ্ঠিত দেবতার নাম বৃক্ষ। বৃক্ষ আলাপ করে, ইহা লোকব্যবহার মাত্র।

২৭. মহারাজ, দধি মন্থন করিবার সময় লোকে বলে 'ঘোল মন্থন করিতেছি'। যাহা সে মন্থন করে, তাহা ঘোল নহে। দধি মন্থন করিয়াই যে বলে ঘোল মন্থন করিতেছি। মহারাজ, সেইরূপ আসলে বৃক্ষ আলাপ করে না উহা অচেতন। সেই বৃক্ষে যে দেবতা বাস করে তাহার নাম বৃক্ষ! 'বৃক্ষ আলাপ করে' ইহা লোকব্যবহার মাত্র।

২৮. মহারাজ, যেমন লোকে নাস্তির সাধন করিবার ইচ্ছায় 'অস্তির সাধন করিতেছি' এইভাবে ব্যবহার করে; অসিদ্ধকে সিদ্ধরূপে ব্যবহার করে। ইহাই লোক ব্যবহারের নীতি। মহারাজ, সেইরূপ আসলে বৃক্ষ আলাপ করে না। উহা অচেতন। সেই বৃক্ষে যে দেবতা বাস করে তাহারই নাম হয় বৃক্ষ। 'বৃক্ষ আলাপ করে' ইহা লোক ব্যবহার মাত্র। মহারাজ, যেই ভাষা জনগণ ব্যবহার করে বুদ্ধও তাহাতেই ধর্ম উপদেশ করেন।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন!"

মহাফলপ্রদ পিণ্ড

২৯. "ভন্তে, ধর্ম-সংগীতিকারক স্থবিরগণ বলিয়াছেন, 'স্বর্ণকার **চুন্দের** প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিয়া (আমরা এইরূপ শুনিয়াছি) বুদ্ধ সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলেন, যাহাতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।' পুনরায় ভগবান

বলিয়াছেন, **আনন্দ,** এই দুই পিণ্ডদান সমসম ফলপ্রদ, সমান বিপাকবিশিষ্ট; অপর লোকের প্রদত্ত পিণ্ডদান অপেক্ষা অতিশয় মহাফলপ্রদ ও মহাপুরস্কার প্রদ। সেই দুই কী কী? (১) যেই পিণ্ডদান ভোজন করিয়া তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি অধিগত হইয়াছিলেন, আর (২) যেই পিণ্ডদান ভোজন করিয়া তথাগত পুনর্জন্মের উপাদান নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হন।

ভন্তে, যদি চুন্দের ভিক্ষা ভোজন করিয়া ভগবানের এইরূপ কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়, যাহাতে তাঁহার মরণ পর্যন্ত ঘটিল তবে সেই ভিক্ষা অপরের প্রদত্ত ভিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হয়, এই যে বাক্য তাহা মিথ্যা। আর যদি সেই ভিক্ষা অপরের প্রদত্ত ভিক্ষা হইতে অধিকতর ফলপ্রদ হয় তবে উহা হইতেই পারে না যে উহা ভোজন করিয়া ভগবানের এইরূপ কঠিন রোগ উৎপন্ন হয় যাহাতে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিল। ভন্তে, সেই ভিক্ষা বিষাক্ত হেতু মহাফলপ্রদ, রোগ উৎপত্তির দরুন মহাফলপ্রদ? তদ্বিষয়ে পরকীয় মতবাদ নিগ্রহের নিমিত্ত আপনি ইহার কারণ বলুন। জনসাধারণ এক্ষেত্রে এই প্রকার ভুল করে যে ভগবান লোভবশত অতিরিক্ত ভোজন করায় তাঁহার রক্তামাশয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন... ।"

৩০. "মহারাজ, ধর্ম সংগীতিকারক মহাস্থবিরগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য যে **চুন্দের** প্রদত্ত খাদ্য ভোজন করিয়া ভগবানের এমন কঠিন রোগ উৎপন্ন হইয়াছে যাহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। আর ভগবান যে বলিয়াছেন, '**চুন্দের** প্রদত্ত দান অপর দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ' উহাও সত্য।

মহারাজ, 'ইহা ভগবানের অন্তিম ভোজন' এই মনে করিয়া দেবগণ আনন্দিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া বহুগুণসম্পন্ন দিব্য ওজ 'শুকর-মদ্দবে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাহাতে উহা উত্তম পক্ব, লঘুপাক, সুস্বাদু, রসযুক্ত ও জঠরাগ্নির হিতকর হইয়াছিল। ইহার ভোজনের দরুন তাঁহার কোনো অনুৎপন্ন রোগ উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু ভগবানের শরীর স্বাভাবিক দুর্বল ও আয়ুসংস্কার ক্ষীণ হওয়ায় তাঁহার উৎপন্ন রোগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মহারাজ, যেমন স্বাভাবিক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে অপর ইন্ধন সংযোগ হইলে উহা আর অধিক জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ ভগবানের শরীর দুর্বল ও আয়ুক্ষীণ হওয়ায় তাহার উৎপন্ন রোগ আরও বৃদ্ধি পাইল।

মহারাজ, যেমন স্বাভাবিক অবসন্ন উদরে অন্য খাদ্য গ্রহণ করিলে অধিক কষ্ট হয়, সেইরূপ।

মহারাজ, **চুন্দের** প্রদত্ত অন্নে কোনো দোষ ছিল না। তাহাতে দোষারোপ

চলে না।”

৩১. “ভন্তে, এই দুই পিণ্ডদান কী কারণে অপর লোকের প্রদত্ত দান অপেক্ষা মহাফলপ্রদ বলা হয়?”

“মহারাজ, কেন না সেই দুই পিণ্ডদান ভোজন করিয়া ভগবান উচ্চতম ধর্মে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।”

“ভন্তে, কোনো উচ্চতম ধর্মসমূহে নিমগ্ন হওয়ার দরুন?”

“মহারাজ, নববিধ আনুপূর্ব বিহার সমাপত্তি অনুকূল ও প্রতিকূলভাবে নিমগ্ন হওয়ার দরুন সেই দুই পিণ্ডদানও মহাফলপ্রদ হইয়াছিল।”

৩২. “ভন্তে, ভগবান বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ও পরিনির্বাণ এই দুই দিবসেই অধিক পরিমাণে নববিধ আনুপূর্ব বিহার সমাপত্তি অনুলোম ও প্রতিলোমভাবে নিমগ্ন হইয়াছিলেন কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ!”

“ভন্তে, বড়ই আশ্চার্য অদ্ভুত!! এই বর্তমান বুদ্ধক্ষেত্রে (রাজা প্রসেনজিৎ আদির) যেই অসদৃশ ও পরম দান ছিল, তাহাও এই দ্বিবিধ দানের গৌরবের সহিত তুলিত হয় না। ভন্তে, সেই নববিধ আনুপূর্ব বিহারও ধন্য যার প্রভাবে এই দুই দান এত মহত্ত্ব পূর্ণ হইয়াছে। সাধু ভন্তে, আপনার কথিত মতেই তাহা স্বীকার করিতেছি।”

বুদ্ধপূজা ভিক্ষুদের নিমিত্ত নহে

৩৩. “ভন্তে নাগসেন, তথাগত বলিয়াছেন, ‘**আনন্দ,** তোমরা তথাগতের শরীর পূজায় ব্যাপৃত হইও না।’ পুনরায় বলিয়াছে :

‘পূজনীয়ের ধাতুকে ও তাঁহাকে পূজা করা।
এইরূপ করিয়া এখান হইতে স্বর্গে গমন করিবে।’

ভন্তে, যদি ভগবান আনন্দকে বুদ্ধের শরীর পূজা করিতে নিষেধ করেন তবে ‘পূজনীয়ের ধাতুকে পূজা করো’ ইহা কখনো বলিতে পারেন না। আর যদি তিনি ‘পূজনীয়ের ধাতুকে পূজা করো’ ইহা যথার্থই বলিয়া থাকেন তবে **আনন্দকে** বুদ্ধের শরীর পূজা করিতে নিষেধ করার বিষয় মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ইহা উভয়কোটিক প্রশ্ন...।”

৩৪. “মহারাজ, ভগবান উভয় বিষয়ই বলিয়াছেন। ইহা সকলের জন্য নহে; কিন্তু কেবল ভিক্ষুদের নিমিত্ত বলিয়াছেন, ‘**আনন্দ,** তোমরা বুদ্ধের শরীর পূজার ব্যাপৃত হইও না।’ মহারাজ, **পূজা করা জিনপুত্রদের কর্ম নহে।**

সর্ববিধ সংস্কারের নশ্বরতা সম্বন্ধে পুনঃপুন চিন্তন জ্ঞানযুক্ত মনঃসংযোগ, চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থানের অনুশীলন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে সার সঞ্চয়ন, ক্লেশ সংগ্রামে জয় লাভের প্রবল প্রয়াস, এবং সদর্থে আত্মনিয়োগ করা—বুদ্ধপুত্র ভিক্ষুগণের ইহাই অপরিহার্য কর্তব্য। অবশিষ্ট দেবমানবের পক্ষে পূজাই একান্ত করণীয়।

৩৫. মহারাজ, রাজপুত্রগণের পক্ষে যেমন হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনু ও অসিচালনা, লিখন, মুদ্রা, গণনা, শিক্ষা, খক্ষ, মন্ত্র, শ্রুতি, সম্মুতি, যুদ্ধ করা ও সৈন্য সঞ্চালন করা কর্তব্য। আর কৃষি, বাণিজ্য ও পশু পালন ইত্যাদি অবশিষ্ট বৈশ্য ও শূদ্রের কর্তব্য। মহারাজ, সেইরূপ ভিক্ষুগণের পক্ষে পূজা প্রধান কর্ম নহে। সর্ববিধ সংস্কারের নশ্বরতা সম্বন্ধে পুনঃপুন চিন্তন, ইহাই ভিক্ষুগণের অপরিহার্য কর্তব্য। অবশিষ্ট দেবমানবের পক্ষে পূজাই একান্ত কর্তব্য।

৩৬. মহারাজ, যেমন ব্রাহ্মণ কুমারগণের ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অর্থবেদ, শরীরের লক্ষণ, ইতিহাস, পুরাণ, নিঘণ্টু, কৈটুভ, অক্ষর প্রভেদ, পদ, ব্যাকরণ, দুর্ঘটনা, স্বপ্নবিদ্যা, নিমিত্ত বিদ্যা, ষড়-বেদাঙ্গ, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ বিদ্যা, শুক্র ও রাহুর আকাশে বিচরণ ফল, গ্রহাদির সংঘাত, মেঘ গর্জন শব্দ, অবক্রান্তি, উল্কাপাত, ভূমিকম্প, দিক্‌দাহ, ভূগোল, খগোল, জ্যোতিষ, লোকায়ত শাস্ত্র, অশ্বচক্র, মৃগচক্র, অন্তচক্র, মিশ্রকোৎপাদ এবং পক্ষীদের শব্দ বুঝিবার বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। অবশিষ্ট বৈশ্য, শূদ্র ও অপরাপর জনগণের কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন প্রভৃতি করণীয়। মহারাজ, সেইরূপ পূজা করা ভিক্ষুদের প্রধান কর্ম নহে। সর্ববিধ সংস্কারের নশ্বরতা চিন্তনই ভিক্ষুদের কর্তব্য। অবশিষ্ট দেবমানবগণের পূজাই প্রধান করণীয়।

মহারাজ, যাহাতে ভিক্ষুগণ অকর্মে লিপ্ত না হইয়া সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেন তজ্জন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'আনন্দ, তোমরা বুদ্ধের পূজায় ব্যাপৃত হইও না।'

মহারাজ, যদি ভগবান ইহা না বলিতেন তবে ভিক্ষুগণ আপন ভিক্ষা পাত্র, চীবর পর্যন্ত দিয়াও বুদ্ধ পূজা করিতেন।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি স্বীকার করি।"

বুদ্ধপাদ শিলাখণ্ডাহত

৩৭. "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন যে 'ভগবানের গমনের সময় এই অচেতন পৃথিবীর নিম্ন ভূমি উচ্চ হয়, আর উচ্চভূমি নিম্ন হয়

(অর্থাৎ সমান হইয়া যায়)।' আবার বলেন যে, 'ভগবানের পাদ একবার শিলাখণ্ডে আহত হইয়াছিল।' যেই শিলাখণ্ড ভগবানের পাদের উপর পড়িয়াছিল উহা কেন ভগবানের পাদ হইতে নিবৃত্ত হইল না?

ভন্তে, যদি ভগবানের গমনের সময় এই অচেতন পৃথিবীর নিম্নভূমি উচ্চ হয় আর উচ্চভূমি নিচ হয়, তবে ইহা কখনো সম্ভব হইতে পারে না যে তাঁহার পায়ের উপর শিলাখণ্ড পড়িয়াছে এবং ক্ষত হইয়াছে। আর যদি সত্যই তাঁহার পায়ের উপর শিলাখণ্ড পড়িয়া ক্ষত হইয়া থাকে তবে ইহা মান্য করা যায় না যে তাঁহার গমনের সময় এই অচেতন পৃথিবীর নিচ স্থান উচ্চ হয় আর উচ্চ স্থান নিচ হয়। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন... ।"

৩৮. "মহারাজ, উভয় বিষয় সত্য, কিন্তু সেই শিলাখণ্ড স্বাভাবিক নিয়মে পড়ে নাই, দেবদত্তের প্রচেষ্টায় পতিত হইয়াছে। বহু শতসহস্র জন্ম হইতে ভগবানের প্রতি দেবদত্ত শত্রুতা পোষণ করিয়া আসিয়াছে। সেই আক্রোশবশত দেবদত্ত বৃহৎ কূটাগার পরিমাণ পাষাণ ভগবানের উপর ফেলিবার ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছিল। তখনই পৃথিবী হইতে উত্থিত দুই শৈল সেই পাষাণকে অবরুদ্ধ করে। উহাদের সংঘর্ষণে পাষাণ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্তত পড়িতে থাকে। তন্মধ্যে একখণ্ড ভগবানের পাদে পতিত হয়।"

"ভন্তে, দুই শৈল মধ্যে যেমন পাষাণ রুদ্ধ হইয়াছিল তদ্রুপে শিলাখণ্ড রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।"

৩৯. "মহারাজ, অবরোধ করিলেও এখানে কোনো কোনো জিনিস ক্ষরিত ও নির্গত হয়, স্থির থাকে না। যেমন, মহারাজ, জল হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলে উহার কিছু অংশ অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া ক্ষরিত হয়, পড়িয়া যায়, স্থির থাকে না। দুধ, ঘোল, মধু, ঘৃত, তৈল, মৎস্য রস, ও মাংসের জুস হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলে অঙ্গুলির মধ্য দিয়া কিছু না কিছু পড়িয়া যায়, তদ্রুপ মহারাজ, অবরোধের জন্য উপস্থিত দুই শৈলের সংঘর্ষণে পাষাণ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয় এবং ভগবানের পাদে একখণ্ড পতিত হয়।

মহারাজ, যেমন স্বচ্ছ-সূক্ষ্ম-অণু-রজ সদৃশ ধূলি করপুটে গ্রহণ করিলে অঙ্গুলির মধ্য দিয়া কিছু না কিছু পড়িয়া যায়, তদ্রুপ... ।

মহারাজ, যেমন গ্রাস মুখ দ্বারা গ্রহণ করিবার সময় কাহারও মুখ ফাঁক হইয়া অন্ন পড়িয়া যায় তদ্রুপ... ।"

"বেশ, ভন্তে, তাহাই হউক! শৈলদ্বয় দ্বারা পাষাণ অবরুদ্ধ হউক। কিন্তু মহাপৃথিবীর ন্যায় শিলাখণ্ডের ও ভগবানের প্রতি গৌরব থাকা উচিত ছিল।"

৪০. "মহারাজ, বারো প্রকার লোক মাননীয়দের সম্মানিত করে না। সেই বার প্রকার কাহারা? (১) কামাসক্ত স্বীয় কামাবশ্যতার দরুন গৌরব করে না, (২) ক্রোধান্ধ স্বীয় ক্রোধবশ্যতার দরুন, (৩) মোহান্ধ স্বীয় মোহবশ্যতার দরুন, (৪) অভিমানী স্বীয় মানবশ্যতার দরুন, (৫) নির্গুণ বিশেষ গুণের অভাবের দরুন, (৬) নিষ্ঠুরতার দরুন, (৭) হীন ব্যক্তি স্বীয় হীনতার দরুন, (৮) আজ্ঞাবহ স্বীয় স্বাধীনতার অভাবের দরুন, (৯) পাপী স্বীয় কদর্যস্বভাবের দরুন, (১০) দুঃখদাতা স্বীয় প্রতিহিংসাবৃত্তির দরুন, (১১) লুব্ধ লোভাভিভূত হওয়ার দরুন, এবং (১২) সঞ্চয়ী পুরুষ স্বীয় অর্থসাধনার নিমিত্ত গৌরবার্হের গৌরব করে না। মহারাজ, এই বার প্রকার লোক গৌরব সম্মান করে না। কিন্তু পাষাণের সংঘর্ষে বিচ্ছিন্ন শিলাখণ্ডগুলি অনির্দিষ্টভাবে ইতস্তত পড়িবার সময় ভগবানের পাদে একখণ্ড পতিত হয়।

মহারাজ, যেমন স্বচ্ছ-সূক্ষ্ম-অণু-ধূলিকণা প্রবল বায়ুবেগে আহত হইলে দিশাহারাভাবে যেখানে সেখানে নিক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ সেই পাথরের খণ্ড পাষাণসমূহের সংঘর্ষের দরুন বিচ্ছিন্ন হইয়া অনির্দিষ্টভাবে ইতস্তত পড়িবার সময় দৈবাৎ একখণ্ড আসিয়া ভগবানের পায়ে পতিত হয়। মহারাজ, যদি সেই শিলাখণ্ড পাষাণ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইত তবে তাহাও শৈলরাজির উপর অবরুদ্ধ হইত। মহারাজ, সেই শিলাখণ্ড মাটিতে কিংবা আকাশে ছিল না। কিন্তু উহা পাষাণসমূহের প্রবল সংঘর্ষের দরুন বিচ্ছিন্ন হইয়া অনির্দিষ্টভাবে ইতস্তত পড়িবার সময় ভগবানের পাদে পতিত হইয়াছে।

মহারাজ, যেমন ঘূর্ণিবায়ু প্রভাবে উৎক্ষিপ্ত শুষ্ক পত্র অনির্দিষ্টভাবে চতুর্দিকে পতিত হয়, সেইরূপ ওই পাথরের খণ্ড পাষাণসমূহের প্রবল সংঘর্ষের দরুন দিশাহারার ন্যায় ইতস্তত পড়িবার সময় ভগবানের পায়ে পতিত হইয়াছে যদ্বারা অকৃতজ্ঞ, জঘন্য দেবদত্তের দুঃখ ভোগ হইল।"

"সাধু ভন্তে, আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। "শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ শ্রামণ।

৪১. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'আসবসমূহের ক্ষয়ের দরুন শ্রমণ হয়।' আবার ইহাও বলিয়াছে :

'যিনি চতুর্বিধ ধর্ম দ্বারা অভিসিক্ত হন,
জগতে সেই ব্যক্তিকে শ্রমণ বলা হয়।'

সেই চারি ধর্ম হইতেছে—(১) সহনশীলতা, (২) অল্পাহার, (৩) ব্রহ্মচর্যপালন, ও (৪) বাহুল্য বর্জন। যাহার আসবক্ষয় হয় নাই, যে এখনো কলুষযুক্ত তাহার মধ্যে এ সকল গুণ দেখা যায়।

ভন্তে, যদি আসবসমূহের ক্ষয়ের দরুন শ্রমণ হয় তবে ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে' এই চতুর্বিধ ধর্ম দ্বারা অভিষিক্ত ব্যক্তিকেই শ্রামণ বলা হয়। 'আর যদি ইহা সত্য হয় যে' এই চারি ধর্মযুক্ত ব্যক্তিকে শ্রামণ বলা হয়, তবে 'আসবসমূহ ক্ষয়ের দরুন শ্রমণ হয়' এই বিষয় মিথ্যা প্রমাণিত হয়। 'ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন...।'

৪২. "মহারাজ, ভগবান দুই বিষয়ই বলিয়াছেন। দ্বিতীয় বিষয় বিবিধ লোকের গুণ হিসেবে বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম বিষয় সর্বসাধারণের জন্য উক্ত হইয়াছে। যাহারা ক্লেশ উপশমের নিমিত্ত প্রযত্ন করে তাহারা সকলকেই সাধারণত শ্রমণ বলা হয় কিন্তু উহাদের মধ্যে যিনি আসবসমূহ সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়াছেন তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রমণ।

মহারাজ, যেমন, যে সকল জলজ ও স্থলজ পুষ্প আছে, তাহাদের মধ্যে চামেলীকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়, অবশিষ্ট সমস্ত পুষ্পই পুষ্প নামে ব্যবহৃত হয়; তথাপি চামেলী পুষ্পুই জনপ্রিয় ও জনসাধারণের বাঞ্ছিত হয়। সেইরূপ যাহারা ক্লেশ উপশমের নিমিত্ত প্রযত্ন করে তাহাদের সকলকেই সাধারণত শ্রমণ বলা হয়, কিন্তু উহাদের মধ্যে যিনি আসবসমূহ সম্পুর্ণরূপে ক্ষয় করিয়াছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রমণ।

মহারাজ, যত প্রকার ধান্য আছে তাহাদের মধ্যে শালি ধান্যই প্রধান রূপেই বর্ণিত হয়। অবশিষ্ট সমস্ত ধান্যই ধান্যজাতির অন্তর্গত। সেই সমস্তও জীবন যাপনের জন্য খাদ্যরূপে স্বীকৃত। কেবল শালিধান্যই তাহাদের মধ্যে প্রধানরূপে বর্ণিত হয়। সেইরূপ যাহারা ক্লেশের উপশমের জন্য উদ্যেগ করেন তাহারা সকলেই শ্রমণ পদ বাচ্য, তবে তাহাদের মধ্যে যিনি সর্ববিধ আসব ক্ষয় করিয়াছেন তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রামণরূপে গণ্য হন।"

"সাধু ভন্তে, তাহা তদ্রুপেই স্বীকার করিতেছি।"

গুণ প্রকাশন

৪৩. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, যদি কেহ আমার প্রশংসা করে, ধর্মের কিংবা সংঘের প্রশংসা করে তাহাতে তোমাদের আনন্দ, সৌমনস্য ও চিত্তের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা উচিত নহে।' পুনরায় **শৈল** নামক ব্রাহ্মণের দ্বারা যথার্থ গুণ বর্ণনার সময় ভগবান আনন্দিত, সন্তুষ্ট ও উচ্ছ্বাসিত হইলেন এবং স্বীয় গুণ আরও অধিকতর প্রকাশচ্ছলে বলিয়াছে :

'হে শৈল, আমি রাজা, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ হই, আমি ধর্মত আজ্ঞা চক্র

প্রবর্তন করি, এই কেহ প্রবর্তন করিতে পারে না।

ভন্তে, যদি ভগবানের প্রথম উক্তি সত্য হয় তবে দ্বিতীয় উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আর যদি দ্বিতীয় উক্তি সত্য হয় তবে প্রথম উক্তি সত্য নহে। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন... ।"

৪৪. "মহারাজ, ভগবান যথার্থই বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, যদি কেহ আমার, ধর্মের কিংবা সংঘের প্রশংসা করে তবে তোমাদের আনন্দ, সৌমনস্য ও চিত্তের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা অনুচিত।' পুনরায় শৈল নামক ব্রাহ্মণের দ্বারা যথার্থ গুণ বর্ণনার সময় তিনি স্বীয় গুণ আরও অধিক প্রকাশ করিয়াছেন :

'হে শৈল, আমি রাজা, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজা, আমি ধর্মত চক্র প্রবর্তন করি, এই চক্র কেহ প্রবর্তন করিতে পারে না।'

মহারাজ, সেই উভয়ের মধ্যে বাক্য দ্বারা ভগবান তাঁহার উপদিষ্ট ধর্মের স্বভাব, সরস, আকার, অনন্যথা ও সত্য প্রকাশচ্ছলে বলিয়াছেন। পুনরায় শৈল নামক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন, 'হে শৈল, আমি ধর্মরাজ...' তাহা লাভ ও যশের নিমিত্ত নহে, স্বপক্ষ পুষ্টির নিমিত্ত নহে এবং শিষ্য বৃদ্ধির ইচ্ছায় নহে। তিনি কেবল যেই তিনশ বিদ্যার্থীর প্রতি অনুকম্পা ও করুণা পরবশ হইয়া উহাদের মঙ্গল ইচ্ছায়, এইরূপে ইহাদের ধর্মোপলব্ধি হইবে; ইহা বলিয়াছেন।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনি যেরূপ বলিলেন সেইরূপেই ইহা গ্রহণ করিতেছি।"

অহিংসা ও নিগ্রহ

৪৫. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'জগতে কাহাকেও হিংসা না করিয়া পরকে আপন করে, সকলের প্রিয় হও।' পুনরায় ইহাও বলিয়াছেন, 'দণ্ডের যোগ্যকে দণ্ডিত করো, অনুগ্রহের যোগ্যকে অনুগৃহীত করো।' ভন্তে নাগসেন। দণ্ড দানের অর্থ হস্তচ্ছেদ, পদচ্ছেদ, বধ, বন্ধনাগার, আঘাত অথবা নির্বাসন। এই বাক্য ভগবানের অনুচিত, এবং ভগবান ইহা বলিতেও পারেন না।

ভন্তে, যদি ভগবান বলিয়া থাকেন যে, 'জগতে কাহাকেও হিংসা না করিয়া পরকে আপন করো, সকলের প্রিয় হও। ' তাহা হইলে 'দণ্ডের যোগ্যকে দণ্ডিত করো, অনুগ্রহের যোগ্যকে অনুগ্রহীত করো' এই যে বচন

তাহা মিথ্যা। আর যদি তথাগত সত্যই বলিয়া থাকেন যে, 'দণ্ডের যোগ্যকে দণ্ডিত করো, অনুগ্রহের যোগ্যকে অনুগৃহীত করো', তাহা হইলে 'জগতে কাহাকেও হিংসা না করিয়া পরকে আপন করো, সকলের প্রিয় হও' এই বচনও মিথ্যা। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন...।"

৪৬। "মহারাজ, ভগবান ইহা ঠিক বলিয়াছেন, 'জগতে কাহাকেও হিংসা না করিয়া পরকে আপন করো, সকলের প্রিয় হও। এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, 'দণ্ডের যোগ্যকে দণ্ডিত করো, অনুগ্রহের যোগ্যকে অনুগৃহীত করো।'

মহারাজ, সকল বুদ্ধের ইহা অনুমোদিত, ইহা অনুশাসন ও ধর্মদেশনা। অহিংসা ধর্মের প্রধান লক্ষণ। বুদ্ধের ইহা স্বাভাবিক বচন। মহারাজ, তিনি যাহা বলিয়াছেন, 'দণ্ডের যোগ্যকে দণ্ডিত করো, অনুগ্রহের যোগ্যকে অনুগৃহীত করো' মহারাজ, ইহার উদ্দেশ্য এই : উদ্ধত চিত্তকে দমন করিবে। লীন চিত্তকে অনুগৃহীত করিবে। অকুশল চিত্তকে নিগৃহীত করিবে, কুশল চিত্তকে অনুগৃহীত করিবে। কুচিন্তাকে নিগৃহীত করিবে, কুশলচিত্তকে অনুগৃহীত করিবে। কুচিন্তাকে নিগৃহীত করিবে, সুচিন্তাকে অনুগৃহীত করিবে। মিথ্যা সিদ্ধান্তকে নিগৃহীত করিবে, সত্য সিদ্ধান্তকে অনুগৃহীত করিবে। অনার্যকে নিগৃহীত করিবে, আর্যকে অনুগৃহীত করিবে। চোরকে নিগৃহীত করিবে, সাধুকে অনুগৃহীত করিবে।"

৪৭. "ভন্তে নাগসেন, হ্যাঁ, এখন আপনি আমার বিষয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি আমার সে উদ্দেশ্য বাহির হইয়াছে। ভন্তে, ইহা ঠিক যে চোরকে নিগৃহীত করিতে হইবে কিন্তু কী প্রকারে?"

"মহারাজ, চোরকে এইরূপে নিগৃহীত করা উচিত : নিন্দার যোগ্যকে নিন্দা করিতে হইবে, দণ্ডের যোগ্যকে দণ্ড দিতে হইবে, নির্বাসনযোগ্যকে নির্বাসন দিতে হইবে, কারাগারের যোগ্যকে কারাগারে দিতে হইবে এবং হত্যার যোগ্যকে হত্যা করিতে হইবে।"

"ভন্তে, চোরদের যে হত্যা তাহা বুদ্ধধর্মের অনুমোদিত কি?"

"না মহারাজ!"

"তবে বুদ্ধধর্ম অনুসারে কিভাবে চোরকে অনুশাসন করা যায়?"

"মহারাজ, যে চোর হত হয় সে বুদ্ধধর্মের আদেশ অনুসারে হত হয় না; কিন্তু তাহা স্বকৃত অপরাধের দরুন সে হত হইয়া থাকে। অথচ ধর্মানুশাসনে অনুশাসিত হয়। মহারাজ, আপনি কোনো নিরপরাধ লোককে রাস্তায় বিচরণ করিবার সময় অকারণে ধরিয়া হত্যা করাইতে পারেন কি?"

"পারি না ভন্তে!"

"মহারাজ, কী কারণে?" ভন্তে, যেহেতু সে কোনো অপরাধ করে নাই।"

"মহারাজ, এই প্রকার, বুদ্ধধর্মের আদেশ অনুসারে চোরকে হত্যা করা হয় না, কিন্তু তাহার স্বকৃত অপরাধের দরুনই সে হত হয়। ইহাতে অনুশাসকের কিছু দোষ হয় কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, তাহা হইলে বুদ্ধধর্মের অনুশাসন সু-অনুশাসন নয় কি?"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আমি ইহা এইরূপে স্বীকার করিতেছি।"

ভিক্ষু বহিষ্করণ

৪৮. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'আমার মনে ক্রোধ নাই, আমি বিদ্বেষ মুক্ত হইয়াছি।' পুনরায় তিনি স্থবির **সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে** তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীসহ বহিষ্কৃত করিলেন। ভন্তে, কী প্রকারে ভগবান ক্রোধান্বিত কিংবা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিলেন? প্রথমত, ইহা জ্ঞাপন করুন।

ভন্তে, যদি তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া শিষ্যদিগকে বহিষ্কৃত করেন তবে সিদ্ধ হয় যে বুদ্ধও ক্রোধমুক্ত নহেন। আর যদি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত করেন তবে তিনি অকারণে অজ্ঞানবশত বহিষ্কৃত করিয়া থাকিবেন। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন...।

৪৯. "মহারাজ, ভগবানই সত্যই বলিয়াছেন, 'আমার মনে ক্রোধ নাই' এবং ইহাও সত্য যে তিনি সপরিষদ সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়নকে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তবে তাহা ক্রোধবশত নহে। মহারাজ, যখন কেহ শিকড়, স্থানু, পাষাণ, কঙ্কর, কিংবা অসমান ভূমিতে হোঁচট খাইয়া পতিত হয় তবে তখন কি মহাপৃথিবী কুপিত হইয়া তাহাকে পাতিত করে?"

"না ভন্তে, মহাপৃথিবীর ক্রোধ কিংবা প্রসাদ নাই, অনুরাগ-বিরাগমুক্ত পৃথিবী। সেই অলস স্বয়ং পদস্খলিত হইয়া পতিত হইয়াছে।"

"মহারাজ, এইরূপ বুদ্ধগণের ক্রোধ কিংবা অনুরাগ নাই। বুদ্ধেরা অনুরাগ-বিরাগমুক্ত। তাঁহাদের সমস্ত ক্লেশ নষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা সম্যকসম্বুদ্ধ। ভিক্ষুগণ কেবল নিজেদের কৃত অপরাধের দরুনই বহিষ্কৃত হইয়াছেন।"

৫০. "মহারাজ, মহাসমুদ্র নিজের মধ্যে কোনো মৃতদেহ থাকিতে দেয়

না। যদি সমুদ্রে কোনো মৃতদেহ পড়ে তবে সে তাহা শীঘ্র ভাসাইয়া লইয়া স্থলে উৎক্ষেপ করে। মহারাজ, সমুদ্র কুপিত হইয়া কি এইরূপ করে?"

"না ভন্তে, সমুদ্রের ক্ষোভ কিংবা সন্তোষ নাই। সমুদ্রের কাহারও প্রতি অনুরাগ কিংবা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই।"

"মহারাজ, এই প্রকার, বুদ্ধগণের ক্ষোভ কিংবা সন্তোষ নাই। তাঁহারা অনুরাগ কিংবা বিদ্বেষমুক্ত। তাঁহারা সমস্ত রিপু দমন করিয়াছেন। এবং সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ নিজেদের কৃত অপরাধের দরুনই বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

"মহারাজ, যেমন মাটিতে হোঁচট লাগিয়া কাহারও পতন হয় সেইরূপ পবিত্র বুদ্ধশাসনে কেহ ভুল-প্রমাদ করিলে সে বহিষ্কৃত হয়।

মহারাজ, যেমন সমুদ্রে পতিত মৃতদেহ উৎক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ পবিত্র বুদ্ধশাসনে কেহ ভুল-প্রমাদ করিলে সে অপসারিত হয়।

মহারাজ, ভগবান যে সেই ভিক্ষুগণকে বহিষ্কার করিয়াছেন উহা কেবল তাঁহাদের মঙ্গল অভিপ্রায়ে, তাঁহাদেরই হিতের জন্য, সুখের জন্য এবং পবিত্রতার জন্য করিয়াছেন। এইরূপ করিলে তাহারা জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণ অপসারিত করিয়াছেন।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমি স্বীকার করি।"

তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত

চতুর্থ বর্গ

ঋদ্ধি ও কর্মবিপাক

১. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, আমার ঋদ্ধিমান ভিক্ষুশ্রাবকগণের মধ্যে মহাদৌদ্‌গল্যান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' তথাপি তিনি (দুস্যদের কবলে পড়িয়া) দণ্ড দ্বারা আহত হইয়া, মাথা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, অস্থি-মাংস নিষ্পেষিত হইয়া এবং দেহের ধমনী ছিন্ন হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন।

ভন্তে, যদি মহামৌদ্‌গল্যায়ন সত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ ঋদ্ধিমান ভিক্ষু হইতেন তবে তিনি এইরূপে দণ্ডাঘাতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ কথা মিথ্যা। আর যদি দণ্ডাঘাতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তবে তাহা অসম্ভব যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঋদ্ধিমান ছিলেন। ঋদ্ধিবলে কেহ কেহ দেবতা ও মনুষ্য সহিত সমগ্র

সংসারের শরণ হইতে পারেন, তথাপি তিনি ঋদ্ধিবলে নিজের হত্যাকে রুদ্ধ করিতে পারিলেন না কেন? ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন... ।"

২. "মহারাজ, ভগবান ঠিক বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, আমার ঋদ্ধিমান ভিক্ষু শ্রাবকগণের মধ্যে মহামৌদ্‌গল্যায়ন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' আর ইহাও সত্য যে 'তিনি দণ্ডাহত হইয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' কিন্তু তাহা তাঁহার পূর্বজন্মের কর্মফলে হইয়াছে।"

"ভন্তে নাগসেন, ঋদ্ধিমান পুরুষের ঋদ্ধিবল ও কর্মফল উভয়ই অচিন্ত্যনীয়, সুতরাং অচিন্ত্যনীয় দ্বারা অচিন্ত্যনীয়কে বন্ধ করা উচিত নহে কি? যেমন কোনো ফলান্বেষী এক কপিত্থফল উৎক্ষেপ করিয়া বৃক্ষ হইতে অপর ফল পাতিত করে, এক আম্র উৎক্ষেপ করিয়া অপর আম্র পাতিত করিতে পারে সেইরূপ এক অচিন্ত্যনীয়ের বলে অপর অচিন্ত্যনীয় কেন বন্ধ করা যায় না?"

"মহারাজ, অচিন্ত্যনীয়সমূহের মধ্যে এক হইতে অপর অধিকতর বলশালী হইয়া থাকে। জগতে যেমন সমজাতীয় রাজা অনেকে থাকেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন অধিক বলশালী হন; তিনি সকলকে পরাভুত করিয়া আপনার আদেশে পরিচালিত করেন, সেইরূপ সমস্ত অচিন্ত্যনীয় বিষয় একসদৃশ হইলেও উহাদের মধ্যে কর্মফলই অধিকতর বলশালী হয়। কর্মফল সকলকে দমন করিয়া নিজের প্রভাবে পরিচালিত করে। ধর্মাধিকারী অপর ক্রিয়া কিছু করিবার সুযোগ পায় না।

৩. মহারাজ, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে অপরাধ করে, তবে তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী কিংবা বন্ধু-বান্ধব তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। রাজাই কেবল সকলকে দমন করিয়া আদেশ দিতে পারেন। ইহার কারণ কী?"

"সেই ব্যক্তির অপরাধই ইহার কারণ।"

"মহারাজ, সেইরূপ সমস্ত অচিন্ত্যনীয় বিষয়ের মধ্যে কর্মফল অধিক বলশালী, কর্মফল সকলকে দমন করিয়া নিজের প্রভাবে পরিচালিত করে। কর্মাধিকারীর অপর ক্রিয়াগুলি কিছু করিবার সুযোগ পায় না।

মহারাজ, পৃথিবীতে দাবাগ্নি প্রবল হইয়া জ্বলিতে থাকে। ইহার কারণ কী?"

"অগ্নির শক্তিমত্তা।"

"মহারাজ, সেইরূপ সমস্ত অচিন্ত্যনীয় বিষয়ের মধ্যে কর্মফল অধিক বলশালী, কর্মফল সকলকে দমন করিয়া নিজের প্রভাবে পরিচালিত করে। কর্মাধিকারীর অপর ক্রিয়াগুলি কিছু করিবার সুযোগ পায় না।

মহারাজ, সেই কারণে প্রবল কর্মের দরুন দণ্ডাহত হইবার সময় মহামৌদ্‌গলায়নের ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিল না।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনার কথানুসারে তাহা স্বীকার করি।”

ধর্মবিনয় আচ্ছন্ন-অনাচ্ছন্ন

৪. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, বুদ্ধের আবিষ্কৃত ধর্ম ও বিনয় অনাবৃত ও উজ্জ্বল, আবৃত্ত নহে।’ পুনরায়ও বলিয়াছেন, ‘প্রাতিমোক্ষের উপদেশ গোপন করিতে হয় এবং সমগ্র বিনয়পিটক গোপনভাবে রক্ষা করিতে হয়।’ ভন্তে নাগসেন, যদি বুদ্ধধর্মে উপযুক্ত কিংবা অনুকূল সময় লাভ হয় তবে বিনয়প্রজ্ঞাপ্তি অনাবৃত হইলেই শোভা পায়। কারণ কী? কেননা, উহাতে কেবল শিক্ষা, সংযম, নিয়ম, শীল, উত্তম গুণ, পবিত্র আচার, অর্থরস, ধর্মরস, ও বিমুক্তিরস সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভন্তে, যদি ভগবান সত্যই বলিয়া থাকেন—‘বুদ্ধের আবিষ্কৃত ধর্ম ও বিনয় অনাবৃত উজ্জ্বল হয়—আবৃত নহে।’ তবে প্রাতিমোক্ষের উপদেশ ও বিনয়পিটক গোপন করার বিষয় মিথ্যা হয়। আর যদি প্রাতিমোক্ষের উপদেশ তথা বিনয়পিটক গোপন সত্য হয় তবে ভগবানের কথিত এই বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, ‘ভিক্ষুগণ, বুদ্ধের আবিষ্কৃত ধর্ম ও বিনয় অনাবৃত উজ্জ্বল হয়—আবৃত নহে।’ ইহাও এক উভয়কোটিক প্রশ্ন... ।”

৫. “মহারাজ, ভগবান ঠিকই বলিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, বুদ্ধের আবিষ্কৃত ধর্ম ও বিনয় অনাবৃত উজ্জ্বল হয়, আবৃত নহে।’ পুনরায় ইহাও ঠিক যে প্রাতিমোক্ষ উপদেশ এবং সমগ্র বিনয়পিটক গোপনে রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু তাহা সকলের জন্য নহে—নির্দিষ্ট সীমার জন্যই গোপন করা হইয়াছে।

মহারাজ, তিন কারণে ভগবান সীমা নির্দিষ্ট করিয়া প্রাতিমোক্ষের উদ্দেশ গোপনে অনুমতি দিয়াছেন। যথা : (১) পূর্ব বুদ্ধগণের বংশরীতি অনুসারে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ এইরূপ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া অবরুদ্ধ ছিল, (২) ধর্মের গৌরববশত এবং (৩) ভিক্ষুপদের গৌরববশত অবরুদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব বুদ্ধগণের বংশরীতি অনুসারে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ কী প্রকারে সীমা নির্দিষ্ট করিয়া অবরুদ্ধ ছিল?

মহারাজ, সমস্ত পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের ইহাই বংশপ্রথা ছিল—যেমন ভিক্ষুদিগের নিজেদের মধ্যেই প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করা উচিত, অবশিষ্ট (গৃহী পণ্ডকাদি একুশ প্রকার) লোকের মধ্যে নহে।

মহারাজ, যেমন ক্ষত্রিয়দের ক্ষাত্র-মায়া তাহাদের মধ্যেই চলে, জগতের ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত থাকে, কিন্তু উহা অপর লোকে জানিতে পারে না, সেইরূপ সমস্ত পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের ইহাই বংশপ্রথা যে ভিক্ষুগণের নিজেদের মধ্যেই প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিতে হইবে, অবশিষ্টগণের জন্য তাহা নিবারিত।

মহারাজ, জগতে বহু প্রকার সম্প্রদায় আছে; যথা : মল্ল, অতোণ, পর্বত, ধর্মগিরিয়, ব্রহ্মগিরিয়, নটক, নৃত্যক, লঙ্ঘক, পিশাচ, মণিভদ্র, পূর্ণবদ্ধ, চন্দ্র, সূর্য, শ্রীদেবতা, কালিদেবতা, শৈব, বাসুদেব, ঘনিকা, অসিপার্শ ও ভদ্রীপুত্র। ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু না কিছু রহস্য থাকে যাহা নিজেদের মধ্যেই গোপনে করা উচিত—অপরের সামনে নহে।”

৬. ধর্মের গৌরববশত কী প্রকারে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ নিজেদের মধ্যে গোপন করিয়া করিতে হয়?

“মহারাজ, ধর্ম অত্যন্ত গৌরবার্হ ও গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্যক জ্ঞানের সাধনা করেন, ধর্মের পূর্বাপর অভিজ্ঞতার দরুন জ্ঞানলাভ হয়; পূর্বাপর অভিজ্ঞতা ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না। এমন সার ধর্ম ও উত্তম ধর্ম অনভিজ্ঞ ও মন্দ লোকের হাতে পড়িয়া নিন্দিত, অবজ্ঞাত, ঘৃণিত, অবহেলিত ও গর্হিত না হউক! এইরূপে ধর্মের গৌরববশত প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ সীমা নির্ধারণ করিয়া গোপন করা হইয়াছে।

মহারাজ, যেমন শ্রেষ্ঠ, উত্তম, সারবান, সুন্দর ও ভালো জাতীয় রক্তচন্দনও চণ্ডালদের গ্রামে পড়িয়া নিন্দিত ও অবহেলিত হয়; তাহারা ইহাকে হাস্যকর ও তুচ্ছ মনে করে, মহারাজ, সেইরূপ এমন সারবান ও উচ্চ ধর্ম হইয়াও পূর্বাপর অনভিজ্ঞ ও দুষ্ট ব্যক্তিদের হাতে পড়িয়া ইহা নিন্দিত, অবজ্ঞাত, ঘৃণিত, অবহেলিত ও গর্হিত না হউক। এইরূপে ধর্মের গৌবরবশত প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ সীমা নির্ধারণ করিয়া গোপন করা হইয়াছে।”

৭. ভিক্ষুপদের গৌরববশত প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ কী প্রকারে সীমা নির্ধারণ করিয়া গোপন করা হইয়াছে?

“মহারাজ, জগতে ভিক্ষুভাব অতুল্য, অপরিমেয় অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও অমূল্য। কিছুর সহিত ইহার তুলনা চলে না, পরিমাণ করা চলে না, মূল্য নির্ধারণ করা চলে না। এমন উচ্চতম ভিক্ষুভাবে স্থিত ব্যক্তি সাধারণ লোকে সমপর্যায় না হোক, এ কারণে ভিক্ষুগণের নিজেদের মধ্যেই প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ প্রচলিত হইয়াছে।

মহারাজ, যেমন সর্বাপেক্ষা উত্তম দ্রব্যসমূহ—বস্ত্র, আস্তরণ, হাতি,

ঘোড়া, রথ, সোণা, রূপা, মণি, মুক্তা, স্ত্রী, রত্নাদি, কিংবা উত্তম সুরা—এই সমস্তই রাজার নিকট উপনীত হয়, সেইরূপ মহারাজ, জগতে যেই পরিমাণ বৌদ্ধশ্রাস্ত্রানুকুল শিক্ষা, আচার, সংযম, শীল, সংবর আদি গুণসমূহ আছে তৎসমুদয় ভিক্ষুসংঘের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। এইরূপে ভিক্ষুদের গৌরববশত প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ সীমা নির্ধারণ করিয়া গোপন করা হইয়াছে।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা আমি স্বীকার করি।”

মিথ্যাবাক্যের গুরুত্ব লঘুত্ব

৮. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, ‘সজ্ঞানে মিথ্যা কহিলে পারাজিকা দোষ হয়।’ পুনরায় ইহাও বলিয়াছেন, ‘সজ্ঞানে মিথ্যা বলিলে লঘুদোষ হয়, যাহা কোনো ভিক্ষুর নিকট স্বীকার করিলে মুক্ত হয়।’ ভন্তে নাগসেন, এখানে বিশেষত্ব কী? কারণই বা কি? এক মিথ্যাবাক্য দ্বারা ভিক্ষুত্ব বিনষ্ট হয় আর এক মিথ্যাবাক্য দ্বারা প্রতিকারযোগ্য থাকে।

ভন্তে, ভগবান যদি সত্যই বলিয়া থাকেন—‘সজ্ঞানে মিথ্যা বলিলে পারাজিকা দোষ হয়’ তাহা হইলে এই বাক্য মিথ্যা হইবে যে, ‘সজ্ঞানে মিথ্যা বলিলে লঘু দোষ হয়’ যাহা কোনো ভিক্ষুর নিকট বলিলে স্বীকার করিলে মুক্ত হয়। আর যদি ইহা সত্য হয় যে, সজ্ঞানে মিথ্যা বলিলে লঘু আপত্তি হয়, তাহা কোনো ভিক্ষুর নিকট স্বীকার করিলে মুক্ত হয়, তবে এই বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে সজ্ঞানে মিথ্যা বলিলে পারাজিকা দোষ হয়।’ ইহাও এক উভয়কোটিক প্রশ্ন... ।’

৯. “মহারাজ, ভগবান ঠিকই বলিয়াছেন, ‘সজ্ঞানে মিথ্যা বলিলে পারাজিকা দোষ হয়’। তাহা কোনো ভিক্ষুর নিকট স্বীকার করিলে দোষমুক্ত হয়।’ দুইটাই ঠিক।

মহারাজ, বিষয় অনুসারে ইহা গুরু ও লঘু হয়। মহারাজ, যদি কেহ কোনো লোককে হস্ত দ্বারা প্রহার করে, তবে আপনি তাহার কী দণ্ড-বিধান করিবেন?”

“ভন্তে, যদি সে বলে, ‘আমি ক্ষমা করিব না; তবে আমার ক্ষমাপ্রাপ্ত না হইলে প্রহারকারীর এক কার্ষাপণ (তদানীন্তন টাকা) অর্থদণ্ড করিব।”

“মহারাজ, যদি সেই ব্যক্তিই আপনাকে হস্ত দ্বারা প্রহার করে, তাহার কী দণ্ড হইবে?”

"ভন্তে, আমরা তাহার হস্তচ্ছেদ, পদচ্ছেদ এবং কচি বাঁশ ছেদনের ন্যায় শিরশ্ছেদ পর্যন্ত করাইব। তাহার সমগ্র গৃহ অধিকার করাইব, উহার পরিবারে উভয় পক্ষের সাতপুরুষ পর্যন্ত যত লোক আছে সকলকে হত্যা করাইব।"

"মহারাজ, এক্ষেত্রে প্রভেদ কি, কারণই বা কি যে একজনকে হস্ত-প্রহারে সামান্য এক কার্ষাপণ দণ্ড হয়, আর আপনাকে প্রহারে হস্তচ্ছেদ, শিরশ্ছেদ, সমগ্র গৃহ অধিকার, তাহার পরিবারে উভয় পক্ষের সাত পুরুষ পর্যন্ত যত লোক আছে সকলকে হত্যা করা হইবে?"

"ভন্তে, দুই মানুষের মধ্যে প্রভেদের দরুনই।"

"মহারাজ, এই প্রকারে বিষয়ের গুরুত্বের দরুন সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ গুরু ও লঘু হইয়া থাকে।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আমি ইহা তদ্রুপেই স্বীকার করি।"

বোধিসত্ত্বের ধর্মতা

১০. "ভন্তে নাগসেন, ধর্মদেশনার সময় ভগবান ধর্মতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বোধিসত্ত্বদের মাতাপিতা পূর্ব হইতেই নিশ্চিত হইয়া থাকে। কোন বৃক্ষের নিম্নে বোধি লাভ করিবেন তাহাও নিশ্চিত থাকে। কাহারা অগ্রশ্রাবক (প্রধান শিষ্য) হইবেন তাহাও নিশ্চিত থাকে। কে পুত্র হইবেন তাহাও নিশ্চিত থাকে। এবং কে সেবা-পরিচর্যা করিবেন তাহাও নিশ্চিত থাকে। পুনরায় আপনারাও বলিয়া থাকেন, তুষিত দেবলোকে থাকিবার সময় বোধিসত্ত্ব আটটি প্রধান বিষয় দেখিয়া থাকেন—(১) মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণের কখন উচিত সময় হইবে, তাহাও দেখিয়া থাকেন। (২) কোন দ্বীপে জন্ম লইবেন, তাহাও দেখিয়া থাকেন। (৩) কোন দেশে জন্ম লইতে হইবে, তাহাও দেখিয়া থাকেন। (৪) কোন কুলে জন্ম লইবেন, তাহাও দেখেন। (৫) কে মাতা হইবেন, তাহা দেখিয়া থাকেন। (৬) তাঁহার আয়ুষ্কাল কতদিন হইবে তাহাও দেখিয়া থাকেন। (৭) কোন মাসে জন্ম হইবে, তাহাও দেখিয়া থাকেন। আর (৮) কখন গৃহত্যাগ করিবেন, তাহাও দেখিয়া থাকেন।

ভন্তে নাগসেন, জ্ঞান পরিপক্ব না হইলে কিছু বুঝা যায় না, জ্ঞান পরিপক্ব হইলে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা চলে না, এমন কোনো বিষয় নাই যাহা জ্ঞান পরিপক্ব হইবার পর জানা যায় না।

তবে, বোধিসত্ত্ব কোন কাল অবলোকন করেন—'আমি কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিব?'

ভন্তে, নাগসেন যদি বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা পূর্ব হইতেই নিশ্চিত থাকে, তবে 'কুল দেখিয়া থাকেন' এই যে বাক্য, তাহা মিথ্যা। যদি সত্যই কুল দেখিয়া থাকেন তবে বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা পূর্ব হইতেই নিশ্চিত থাকে' এই যে বাক্য, তাহা মিথ্যা। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন... ।"

১১. "মহারাজ, বোধিসত্ত্ব মাতাপিতা পূর্ব হইতেই নিশ্চিত থাকে, এ বিষয় সম্পূর্ণ সত্য। তিনি কুলও দেখিয়া থাকেন। কোন কুল দেখিয়া থাকেন? যাঁহারা আমার মাতাপিতা হইবেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ হইবেন? এই প্রকারে কুল দেখিয়া থাকেন?

মহারাজ, আট বিষয় উহাদের পূর্বেই দেখিয়া লইতে হয়। সেই আট বিষয় কী?

(১) বণিকের পক্ষে পূর্বেই তাহার বিক্রয় দ্রব্য দেখিতে হয়, (২) হস্তীর পদক্ষেপের পূর্বেই শুণ্ড দ্বারা ভবিষ্যতের পথ দেখিতে হয়, (৩) শকট চালকের নদীতীরে পৌঁছিবার পূর্বেই উহার ঘাট দেখিতে হয়, (৪) কর্ণধারের পরতীরে পৌঁছিবার পূর্বেই উহা দেখিয়া শুনিয়া নৌকা চালাইতে হয়, (৫) চিকিৎসকের চিকিৎসা আরম্ভের পূর্বেই উহা রোগীর আয়ু দেখিয়া লইতে হয়, (৬) পারাপারের সেতুতে উঠিবার পূর্বেই উহা দৃঢ় কী অদৃঢ় জানিয়াই আরোহণ করিতে হয়, (৭) ভিক্ষুর পক্ষে ভোজনের পূর্বেই সময় দেখিয়া খাদ্য ভোজন করিতে হয়, এবং (৮) বোধিসত্ত্বদের জন্মগ্রহণের পূর্বেই কুল দেখিতে হয়—ইহা ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণকুল? মহারাজ, এই আট বিষয়ে পূর্বেই উহাদের ভবিষ্যৎ দেখিয়া লইতে হয়।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনার উক্তি আমি স্বীকার করি।"

আত্মহত্যার বিষয়

১২. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, আত্মহত্যা করা অনুচিত, যে ভিক্ষু করে বিনয় অনুসারে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হইবে।' পুনরায় আপনারা বলিয়া থাকেন, 'ভগবান যেকোনো স্থানে শিষ্যগণকে ধর্মোপদেশ করিবার সময় জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সমুচ্ছেদের নিমিত্ত উপদেশ করেন; যে কেহ জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে ভগবান তাহার অতিশয় প্রশংসা করেন।'

ভন্তে, যদি ভগবান যথার্থই আত্মহত্যা নিষেধ করিয়া থাকেন, তবে এই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে তিনি শিষ্যদিগকে ধর্মোপদেশ করেন। আর যদি তিনি জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সমুচ্ছেদের নিমিত্ত ধর্মোপদেশ করেন তবে

এই বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে তিনি আত্মহত্যা নিষেধ করিয়াছেন। ইহাও এক উভয়কোটিক প্রশ্ন...।"

১৩. "মহারাজ, ভগবান ঠিকই বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, আত্মহত্যা করা অনুচিত, যে ভিক্ষু করে, বিনয় অনুসারে তাহার বিচার করিতে হইবে।' আমাদের কথাও ঠিক যে, 'ভগবান যেকোনো স্থানে শিষ্যগণকে ধর্মোপদেশ করিবার সময় সতত নানা প্রকারে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর উচ্ছেদের নিমিত্ত উপদেশ করেন।'

মহারাজ, ভগবানের এইরূপে বর্জন ও গ্রহণ করাইবার কারণ আছে।"

"ভন্তে, এই ক্ষেত্রে বর্জন ও গ্রহণ করাইবার কী কারণ আছে?"

"মহারাজ, প্রাণীদের ক্লেশরূপী বিষ বিনাশের নিমিত্ত শীলবান হওয়া উত্তম ওষুধস্বরূপ, সত্ত্বগণের ক্লেশরূপী রোগ উপশমের নিমিত্ত শীলবান হওয়া উত্তম ভৈষজ্য সম, সত্ত্বগণের ক্লেশ ময়লা বিদূরণ পরিষ্কার জল সদৃশ, সত্ত্বগণের সর্বসম্পত্তি প্রদানে স্পর্শমণি সদৃশ, চারি স্রোত (কাম, ভব, মিথ্যাদৃষ্টি, ও অবিদ্যা) অতিক্রম করিবার নিমিত্ত নৌকা সদৃশ, জন্ম-জন্মান্তররূপী দুর্গম মরুভূমি অতিক্রম করিবার নিমিত্ত উত্তম সারথি সম, সত্ত্বগণের ত্রিবিধ অগ্নি (লোভ, দ্বেষ, মোহ) নির্বাপণে বায়ুসম, সত্ত্বগণের মানস পরিপূরণে প্রবল মেঘ সদৃশ, কুশল শিক্ষাদানে সত্ত্বগণের আচার্য সদৃশ এবং নিরাপদ পথ প্রদর্শনে শীলবান সুদেশক সম। মহারাজ, এই প্রকারে অনন্ত গুণসম্পন্ন, বিশ্ব প্রাণীগণের শ্রীবৃদ্ধিকামী ভগবান 'শীলবান বিনষ্ট না হউক' এই উদ্দেশ্যে সত্ত্বদিগের প্রতি অনুকম্পাবশত এই শিক্ষাপদ উপদেশ দিয়াছেন 'ভিক্ষুগণ, আত্মহত্যা করা অনুচিত, যে করে বিনয় অনুসারে তাহার বিচার করিতে হইবে।' মহারাজ, ইহাই এখানে কারণ যে কারণে ভগবান ইহা বর্জন করিয়াছেন।

১৪. মহারাজ, পরলোক সম্বন্ধে পায়াসি রাজন্যকে প্রকাশ করিবার সময় বিচিত্রবক্তা স্থবির কুমার কাশ্যপ ভাষণ করিয়াছেন, 'রাজন্য, শীলবান ও ধর্মাত্মা শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণ যত অধিককাল জীবিত থাকেন ততকাল বহুপুণ্য সঞ্চয় করেন। বহুলোকের হিতের জন্য আত্মনিয়োগ করেন, বহুজনকে সুখের মার্গ প্রদর্শন করেন, লোকের প্রতি অনুকম্পাবশত দেবমানবের হিত ও সুখের সহায়তা করেন'।"

"কী কারণে ভগবান গ্রহণ করাইয়াছেন?"

"মহারাজ, জন্মগ্রহণও দুঃখ, জরাগ্রস্ত হওয়াও দুঃখ, রোগাক্রান্ত হওয়াও দুঃখ, মরণও দুঃখ, শোকও দুঃখ, রোদনও দুঃখ, দৈহিক আঘাতও দুঃখ,

দৌর্মনস্যও দুঃখ, অবপসাদও দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগও দুঃখ, প্রিয়বিয়োগও দুঃখ, মাতৃবিয়োগও দুঃখ, পিতৃবিয়োগও দুঃখ; ভ্রাতার মৃত্যুও দুঃখ, ভগ্নীর মৃত্যুও দুঃখ, পুত্রের মৃত্যুও দুঃখ, স্ত্রীর মৃত্যুও দুঃখ, দাসের মৃত্যুও দুঃখ, আত্মীয়ের মৃত্যুও দুঃখ, বন্ধু-বান্ধবের বিপত্তিও দুঃখ, রোগপীড়িত থাকাও দুঃখ, সম্পত্তি বিনাশও দুঃখ, শীলভ্রষ্ট হওয়াও দুঃখ, দৃষ্টিবিপর্যয়ও দুঃখ; রাজ-ভয়, চোর-ভয়, শত্রু-ভয়, দুর্ভিক্ষ-ভয়, অগ্নি-ভয়, জল-ভয়, তরঙ্গ-ভয়, আবর্ত-ভয়, কুম্ভীর-ভয়, শুশুক-ভয়, স্বীয় নিন্দা-ভয়, পরনিন্দাভয়, দণ্ডভয়, দুর্গতি ভয়, বড় সভার ভয়, জীবিকার ভয়, মরণের ভয়, বেত্রাঘাতের ভয়, কশাঘাতের ভয়, দণ্ডাঘাতের ভয়, হস্তচ্ছেদের ভয়, পাদচ্ছেদের ভয়, হস্ত-পাদ-উভয়চ্ছেদের ভয়, কর্ণচ্ছেদের ভয়, পাদচ্ছেদের ভয়, নাশিকাচ্ছেদের ভয়, কর্ণ-নাসিকা উভয়চ্ছেদের ভয়ও দুঃখ; বিলঙ্গ-থালিকও দুঃখ, শঙ্খ মুণ্ডিকও দুঃখ, রাহুমুখও দুঃখ, জ্যোতিমালিকাও দুঃখ, হস্ত প্রজ্যোতিকাও দুঃখ, এরকবর্তিকাও দুঃখ, চীরকবাসিকাও দুঃখ, ঐণেয়কও দুঃখ বড়শিমাংসিকও দুঃখ কার্ষাপণকও দুঃখ, ক্ষারপাতচ্ছিকাও দুঃখ, পরিঘ পরিবর্তিকাও দুঃখ, পলাপপীটকাও দুঃখ, তপ্ততৈল সিঞ্চনও দুঃখ, কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করানোও দুঃখ, জীবন্ত শূলে চড়ানোও দুঃখ, এবং অসি দ্বারা শিরশ্ছেদনও দুঃখ,। মহারাজ, এইরূপে আরও অনেক প্রকার দুঃখ সংসারে থাকিয়া লোককে ভোগ করিতে হয়।

১৫. মহারাজ, হিমালয় পর্বতে বর্ষণ হইলে জলধারা গঙ্গার মূল ও শাখাসমূহে পাথর, কাঁকর, উর্মি, আবর্ত অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয়। সেইরূপ সংসার প্রবাহে পতিত লোকেরা বহু দুঃখ ভোগ করে। সংসারে বারবার জন্মগ্রহণ দুঃখময়। জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ রুদ্ধ হওয়া পরম সুখ। এই প্রবাহকে রুদ্ধ করিবার উপদেশ দেবার সময় ভগবান নির্বতনের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত, জন্মাদি অতিক্রমের জন্য গ্রহণ করান।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, প্রশ্নের সুসমাধান হইল। বহু যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা তদ্রুপেই ইহা স্বীকার করি।”

মৈত্রী-ভাবনার ফল

১৬. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান ভাষণ করিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, চিত্তবিমুক্তিরূপ মৈত্রীর অনুশীলন করিলে, উহার ভাবনা করিলে, পুনঃপুন অভ্যাস করিলে, বিস্তার করিলে, উহাকে আধার করিলে, উহার অনুষ্ঠান

করিলে, উহা উত্তমরূপে শিক্ষা করিলে ও উহাতে উৎসাহে আত্মনিয়োগ করিলে একাদশবিধ ফল লাভ করা যায়। সেই একাদশ কী কী?

(১) সুখে নিদ্রিত হয়, (২) সুখে জাগ্রত হয়, (৩) দুঃস্বপ্ন দেখে না, (৪) মানুষদের প্রিয় হয়, (৫) অমানুদের প্রিয় হয়, (৬) দেবতারা তাহাকে রক্ষা করেন, (৭) অগ্নি, বিষ কিংবা অস্ত্র তাহার কোনো অনিষ্ট করে না, (৮) সহসা তাহার চিত্ত সমাধিস্থ হয়, (৯) তাহার মুখের চেহারা সতত সুপ্রসন্ন থাকে, (১০) মূর্ছিত না হইয়া তাহার দেহ ত্যাগ হয়, (১১) অর্হত্তপদ লাভ করিতে না পারিলেও তিনি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন।' পুনরায় আপনারা বলেন, মৈত্রীবিহারী সামকুমার মৃগযূথ পরিবৃত হইয়া গভীর বনে বিচরণ করিবার সময় পিলিযক্ষ রাজার বিষাক্ত শরবিদ্ধ হইয়া তথায় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ভন্তে, যদি ভগবান সত্যই মৈত্রী-ভাবনার এই সকল ফল বলিয়া থাকেন তবে এইকথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, সামকুমার মৈত্রী-ভাবনা অভ্যাস করিবার সময় শরবিদ্ধ হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আবার যদি সামকুমার মৈত্রী-ভাবনা অভ্যাস করিবার সময় শরবিদ্ধ হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে তবে উপরিউক্ত মৈত্রী-ভাবনার ফল মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন যাহা অতিশয় সূক্ষ্ম ও গভীর। ভন্তে, সুনিপুণ লোকদেরও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে স্বেদ বাহির হইতে পারে। সেই প্রশ্ন আপনার সম্মুখে উপস্থিত। এই জটিল প্রশ্নের সমাধান করুন। এই বিষয় পরিষ্কার দেখার জন্য ভবিষ্যতের বুদ্ধপুত্রগণকে চক্ষুদান করুন।"

১৭. "মহারাজ, ভগবান সত্যই বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, মৈত্রীর অনুশীলন করিলে, অগ্নি, বিষ কিংবা অস্ত্র তাহার কোনো অনিষ্ট করে না'। আবার ইহাও সত্য যে 'মৈত্রীবিহারী সামকুমার মৃগযূথ পরিবৃত হইয়া গভীর বনে বিচরণ করিবার সময় পিলিযক্ষ রাজার বিষাক্ত শরে বিদ্ধ হইয়া তথায় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।' মহারাজ, এক্ষেত্রে কারণ আছে। সেই কারণ কী?

মহারাজ, পূর্বোক্ত গুণসমূহ মানুষের নহে, কিন্তু মৈত্রী-ভাবনারই। মহারাজ, সেই সময় কলস তুলিতে গিয়া সামকুমার মৈত্রী-ভাবনায় বিরত ছিলেন। মহারাজ, যেই মানুষ মৈত্রী-ভাবনায় নিরত থাকে সেই সময় অগ্নি, বিষ কিংবা অস্ত্র তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না। মহারাজ, সেই সময় যদি কেহ তাহার অনিষ্ট করিতে আসিয়া থাকে তবে তাহাকে দেখিতে পায় না, কিংবা তাহা অনিষ্ট করিবার সুযোগ লাভ করে না। মহারাজ, পূর্বোক্ত গুণসমূহ কোনো মানুষের নহে কিন্তু মৈত্রী-ভাবনারই গুণ।

১৮. মহারাজ, কোনো সংগ্রাম-শূর সৈনিক অভেদ্য কবচ-জল সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত সমস্ত শর সমীপে গিয়া (কবচে না গিয়া) ইতস্তত পড়িয়া থাকে। তাহার কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না। মহারাজ, এই গুণ সেই সৈনিকের নহে। এই গুণ সেই অভেদ্য কবচ-জালেরই।

মহারাজ, এই প্রকার, এই গুণসমূহ কোনো মানুষের নহে। কিন্তু মৈত্রী-ভাবনারই। মহারাজ, যেই সময় মানুষ মৈত্রী-ভাবনায় নিযুক্ত থাকে সেই সময় অগ্নি, বিষ কিংবা অস্ত্র তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না। সেই সময় যদি কেহ তাহার অনিষ্ট করিতে আসে তবে সে তাহাকে দেখিতে পায় না; কিংবা তাহার কোনো অনিষ্ট করিবার সুযোগ লাভ করে না। মহারাজ, এই সকল গুণ কোনো মানুষের নহে, কিন্তু মৈত্রী-ভাবনারই গুণ।

১৯. মহারাজ, কোনো লোক অদৃশ্য হইবার নিমিত্ত জাদুবিদ্যার শিকড় হাতে লয়, যতক্ষণ সেই শিকড় তাহার হাতে থাকে ততক্ষণ সে অদৃশ্য হয় এবং কোনো সাধারণ মানুষ তাহাকে দেখিতে পায় না। মহারাজ, তবে এই গুণ সেই লোকের নহে কিন্তু অদৃশ্য হওয়ার শিকড়েরই এই গুণ, যাহাতে সেই ব্যক্তি সাধারণ মানুষদের দৃষ্টিপথে আসে না।

মহারাজ, এই সকল গুণ কোনো মানুষের নহে, কিন্তু মৈত্রী-ভাবনারই। মহারাজ, যেই সময় মানুষ মৈত্রী-ভাবনায় নিবিষ্ট থাকে সেই সময় অগ্নি, বিষ কিংবা অস্ত্র তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না। সেই সময় যদি কেহ তাহার অনিষ্ট করিতে আসে তবে সে তাহাকে দেখিতে পায় না; কিংবা তাহার অনিষ্ট করিবার সুযোগ লাভ করে না। মহারাজ, এই সকল কোনো মানুষের নহে, কিন্তু মৈত্রী-ভাবনারই গুণ।

২০. মহারাজ, কোনো ব্যক্তি উত্তমরূপে নির্মিত পর্বত গুহায় প্রবেশ করে, তখন বাহিরে মুসলধারায় বর্ষণ হইলেও তাহাকে সিক্ত করিতে পারে না। মহারাজ, ইহা সেই ব্যক্তির গুণ নহে। কিন্তু পর্বত গুহারই এই গুণ যাহাতে প্রবল বর্ষণও তাহাকে সিক্ত করিতে পারে না।

মহারাজ, এইরূপে, এই গুণসমূহ কোনো মানুষের নহে কিন্তু মৈত্রী-ভাবনারই মহারাজ, যেই সময় মানুষ মৈত্রী-ভাবনায় নিবিষ্ট থাকে সেই সময় অগ্নি, বিষ কিংবা অস্ত্র তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না, অথবা উহার কিছু অনিষ্ট করিবার সুযোগ লাভ হয় না। মহারাজ, এই সকল গুণ কোনো মানুষের নহে, কিন্তু মৈত্রী-ভাবনারই গুণ।“

“ভন্তে নাগসেন, অতি আশ্চার্য! অতি অদ্ভুত! মৈত্রী-ভাবনা সর্ববিধ পাপ

নিবারণ করে!"

"মহারাজ, মৈত্রী-ভাবনা হিতকারী ও অহিতকারী সকলের জন্য সর্ববিধ পুণ্য গুণ আহরণ করে। সংসারে যত প্রকার সজীব প্রাণী আছে সকলের মধ্যে মৈত্রী-ভাবনার মহাফল বিভাগ করিয়া লওয়া উচিত।"

পাপ-পুণ্যের বৈষম্য

২১. "ভন্তে নাগসেন, পুণ্যকামী ও পাপকারী উভয়ের ফল সমান সমান হয় অথবা কিছু ইতরবিশেষ আছে?"

"মহারাজ, পুণ্যকর্মের ফল ও পাপকর্মের ফলের মধ্যে ইতর বিশেষ আছে, পুণ্যকামী সুখ লাভ করে ও স্বর্গে গমন করে আর পাপকারী দুঃখ প্রাপ্ত হয় ও নরকে গমন করে।"

২২. "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন যে দেবদত্ত একান্ত কৃষ্ণ কর্মা, পাপকর্মে নিযুক্ত থাকিতেন। পক্ষান্তরে, বোধিসত্ত্ব একান্ত শুক্লকর্মা ছিলেন, সর্বদা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতেন। তথাপি দেবদত্ত বহুজন্মে যশ ও পক্ষ বিষয়ে বোধিসত্ত্বের সমান হইতেন, কদাচিৎ অধিকতরও হইতেন।

ভন্তে, দেবদত্ত যখন বারাণসীতে রাজা পুরোহিত পুত্র ছিলেন তখন বোধিসত্ত্ব জাদুবিদ্যাধর এক নীচজাতের চণ্ডাল ছিলেন। তিনি মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া অকালে আম্রফল ফলাইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে এক উদাহরণ যাহাতে বোধিসত্ত্ব দেবদত্ত অপেক্ষা জাতি ও যশ উভয় দিকে হীন ছিলেন।

ভন্তে, আবার যখন দেবদত্ত মহামহীপতি রাজা ছিলেন, কাম ভোগের সমগ্র উপকরণ পূর্ণ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহারই বাহক হস্তীনাগ ছিলেন যাহাতে সর্ব প্রকার উত্তম লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। উহার সুন্দর গজেন্দ্র গতি বিলাস সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা উহার বধের ইচ্ছায় মাহুতকে বলিলেন 'মাহুত, তোমার হস্তীনাগ অশিক্ষিত; উহাকে আকাশ গমন নামক চাল-চলন শিক্ষা দাও।' তাহাতেও বোধিসত্ত্ব দেবদত্ত অপেক্ষা জাতিতে হীন—সামান্য পশু যোনিতে জন্মিয়াছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত মানুষ হইয়া অরণ্যে শিকারীরূপে ভ্রমণ করিতেন, তখন বোধিসত্ত্ব মহাপৃথিবী নামে বানর ছিলেন। তাহাতেও মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়! তথায় জাতিতে বোধিসত্ত্ব দেবদত্ত অপেক্ষা নীচ ছিলেন।

আবার দেবদত্ত যখন শোণেত্তর নামক অত্যন্ত বলবান নিষাদ ছিলেন,

তখন বোধিসত্ত্ব ছদ্দন্ত নামে হস্তীরাজ ছিলেন। তখন সেই ব্যাধ হস্তীনাগকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই জন্মেও দেবদত্তই উন্নত ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত মানুষ হইয়া গৃহহীন বনবাসী ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব তিত্তির পক্ষী ছিলেন এবং বেদমন্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তখনও সেই বনচর তিত্তিরকে বধ করিয়াছিল। এই জন্মেও দেবদত্তই উন্নত ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত কলাবু নামে কাশিরাজা ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব ক্ষান্তিবাদী তপস্বী ছিলেন। তখন রাজা তপস্বীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হস্ত, পদ, কচি বাঁশের ন্যায় ছেদন করাইয়াছিলেন। এই জন্মেও দেবদত্তই উচ্চ জাতি ও অধিক যশস্বী ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত বনচর মানুষ ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব নন্দিয় নামে বানররাজ হইয়াছিলেন। তথায়ও বনচর মাতা ও ছোট ভাইসহ বানরকে হত্য করিয়াছিলেন। এই জন্মেও দেবদত্ত বড় ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত মানুষ হইয়া কারম্ভিয় নামে নগ্ন সাধু ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব পণ্ডরক নামে নাগরাজ ছিলেন। সেই জন্মেও দেবদত্তই উচ্চ ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত মানুষ হইয়া বনে জটাধারী সাধু ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব তচ্ছক নামে বড় শূকর ছিলেন। তথায়ও দেবদত্ত জাতিতে উন্নততর ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত চেতী জনপদে শূরপরিচর নামক রাজা ছিলেন যাহাতে এমন শক্তি ছিল যে, এক পুরুষ পরিমাণ উপরে আকাশে গমনাগমনে সমর্থ ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব কপিল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তথায়ও দেবদত্ত জাতি এবং যশ উভয়েতে উচ্চ ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত সাম নামে মানুষ হইয়াছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব রুরু নামে মৃগরাজ ছিলেন। তথায়ও দেবদত্ত জাতিতে উচ্চ ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত মানুষ হইয়া বনচর ব্যাধ ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব হস্তীনাগ ছিলেন। ব্যাধ সাতবার হস্তীনাগের দন্ত ছেদন করিয়া লইয়াছিল। তথায়ও দেবদত্তই জাতিতে উচ্চ ছিলেন।

পুনরায় এক সময় দেবদত্ত ক্ষত্রিয়ধর্মা যোদ্ধা (সিঙ্গালো) ছিলেন। তিনি জম্বুদ্বীপে যত প্রদেশ-রাজা ছিলেন সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বিধুর নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তথায়ও দেবদত্তই যশে উন্নত ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত হস্তীনাগ হইয়া লটুকিকা পক্ষীর শাবক

মারিয়াছিলেন তখন বোধিসত্ত্ব দলপতি হস্তীনাগ ছিলেন। তথায় তাঁহারা দুই জনই সমান ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত অধর্ম নামে এক যক্ষ ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব ধর্ম নামে এক যক্ষ ছিলেন। এখানেও দুইজন সমান ছিলেন।

পুনরায় এক সময় দেবদত্ত পঞ্চশত কুলের প্রধান নাবিক ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব অপর পঞ্চশত কুলের প্রধান নাবিক ছিলেন। এখানে দুইজন সমান ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত পঞ্চশত শকটের মালিক সার্থাবহ ছিলেন। সেই সময় বোধিসত্ত্বও অপর পঞ্চশত শকটের মালিক সার্থবাহ ছিলেন। এখানে দুইজন সমান ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত শাখ নামে মৃগরাজ ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব ন্যগ্রোধ নামে মৃগরাজ ছিলেন। তাহাতে দুইজন সমান ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত খণ্ডহাল নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব চন্দ নামে যুবরাজ ছিলেন। এখানে খণ্ডহালই উচ্চ ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত শাখ নামে সেনাপতি ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব ন্যগ্রোধ নামে রাজা ছিলেন। এ ক্ষেত্রেও দুজনই সমান ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্র মহাপদ্ম যুবরাজ ছিলেন। তথায় রাজা স্বীয় পুত্রকে পাহাড় হইতে নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন যাহা হইতে নিক্ষেপ করিয়া চোরদিগকে হত্যা করা হইত। যেকোনো প্রকারে পিতাই পুত্রদের অপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। অতএব এখানে দেবদত্তই উন্নত ছিলেন।

পুনরায় যখন দেবদত্ত মহাপ্রতাপ নামে রাজা হইয়াছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্র কুমার ধর্মপাল ছিলেন। রাজা স্বীয় পুত্রকে হস্ত, পদ ও শিরশ্ছেদ করাইয়াছিলেন। এখানেও দেবদত্তই উন্নত ছিলেন।

এই জন্মে দুই জনই শাক্যকূলে উৎপন্ন হইয়াছেন। বোধিসত্ত্ব সর্বজ্ঞ লোকনায়ক বুদ্ধ হইয়াছেন। দেবদত্ত সেই দেবাতিদেবের ধর্মে প্রব্রজিত হইয়াছেন এবং ধ্যান দ্বারা লৌকিক ঋদ্ধি উৎপাদন করিয়া বুদ্ধ হইবার আকাঙ্কা করিয়াছিলেন।

ভন্তে নাগসেন, দেখুন, আমি যাহা বলিলাম তাহা সত্য কি মিথ্যা?"

২৩. "মহারাজ, আপনি যে সকল বিষয় উল্লেখ করিলেন সেই সমস্তই সত্য, অন্যথা নহে।"

"ভন্তে, নাগসেন, যদি কৃষ্ণ ও শুক্ল সমান হয় তবে পাপ ও পুণ্যের ফল

সমানই হইয়া থাকে। “না মহারাজ, পাপ ও পুণ্যের ফল সমান হয় না। মহারাজ, দেবদত্ত সকল লোকের বিরুদ্ধ ছিলেন না। কেবল বোধিসত্ত্বের সহিতই তাঁহার বিরোধ। বোধিসত্ত্বের সহিত তাঁহার যে বৈরভাব ছিল তাহা সেই সেই জন্মে পরিপক্ব হইয়াছে, ফল প্রদান করিয়াছে। মহারাজ, দেবদত্তও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়া জনপদ রক্ষা করিতেন, সেতু, ন্যায়সভা, ধর্মশালা নির্মাণ করিতেন। তিনি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, অতিথি, নাথ, অনাথদিগকে তাঁহাদের প্রয়োজনানুসারে দান দিতেন। তাঁহার কর্মের ফলানুসারে জন্মে জন্মে সম্পত্তি লাভ করিতেন।

মহারাজ, এই কথা কে বলিতে পারে যে দান, দম, সংযম ও উপোসথ কর্ম ব্যতীত সম্পত্তি লাভ করিতেন।

মহারাজ, আপনি যে বলিতেছেন, ‘দেবদত্ত ও বোধিসত্ত্ব দুইজন একসঙ্গেই জন্ম, লইতেন।’ সেই সমাগম শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শতসহস্র জন্ম গত হইবার পর নহে, বরং কখন কখন তদপেক্ষা অধিক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেই সম্মিলন ঘটিত। মহারাজ, ভগবান যেমন মানবজন্ম লাভ করিবার নিমিত্ত কাণা কচ্ছপের উপমা দিয়াছেন, এই দুই জনের এক সঙ্গে জন্মগ্রহণ করা তদ্রুপই বুঝিতে হইবে।

মহারাজ, বোধিসত্ত্ব কেবল দেবদত্তের সহিত সম্মিলিত হন নাই, কিন্তু স্থবির সারিপুত্রও অনেক শত-সহস্র জন্মে বোধিসত্ত্বের পিতা ছিলেন, জেঠা ছিলেন, কাকা ছিলেন, ভ্রাতা ছিলেন, পুত্র ছিলেন, ভাগিনেয় ছিলেন, মিত্র ছিলেন। মহারাজ, বোধিসত্ত্ব অনেক শত-সহস্র জন্মে স্থবির সারিপুত্রের পিতা হইয়াছেন, জেঠা হইয়াছেন, কাকা হইয়াছেন, ভ্রাতা হইয়াছেন, পুত্র হইয়াছেন, ভাগিনেয় হইয়াছেন, মিত্র হইয়াছেন।

মহারাজ, সংসারে যত প্রকার প্রাণী আছে, যাহারা সংসার স্রোতে পড়িয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহারা প্রিয় এবং অপ্রিয় উভয়বিধ সাথির সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে—জল যেমন স্রোতে প্রবাহিত হইয়া শুচি ও অশুচি, ভালো ও মন্দ সকল সঙ্গে মিলিত হয়।

মহারাজ, দেবদত্ত নিজে পাপী হইয়া অনেককে অধর্মপথে পরিচালিত করিয়াছেন। ইহার ফলে সাতান্ন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর নরকে দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ধার্মিক যক্ষ হইয়া অনেককে সৎপথে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে তিনি সাতন্ন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর পর্যন্ত স্বর্গ-সুখ ভোগ করিয়াছেন।

মহারাজ, অথচ এইজন্মে অনাক্রমনীয় বুদ্ধকে আক্রমণ এবং সম্মিলিত

সংঘকে ভেদ করার দরুন দেবদত্তকে পাতালে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে তথাগত বুঝিবার যোগ্য সব তথ্য জ্ঞাত হইয়া বুদ্ধ হইয়াছেন এবং সংসার প্রবাহের যাবতীয় কারণ নাশ করিয়া নির্বাণশান্তি লাভ করিয়াছেন।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি স্বীকার করি।"

অমরাদেবীর বিষয়

২৪. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন :

'যদি লভে গুপ্তস্থান কিংবা যোগ্যক্ষণ;
তথাবিধ পাপীদের পায় প্রলোভন;
প্রায় নারী[১] পাপকার্য করে অকাতরে,
কুব্জসাথে অভিসারে না লভি অপরে।'

পুনরায় ইহাও বলা হয় মহৌষধের ভার্যা অমরাদেবী ছিলেন চরিত্রব্রতী নারী। স্বামী বিদেশে থাকায় তিনি নিরালা গ্রামে একাকী বাস করিতেন। এবং পতিকে হৃদয়েশ্বররূপে পূজা করিতেন। এই সময়ে সহস্র মুদ্রার প্রলোভনেও তিনি পাপকর্মে সম্মত হন নাই।

ভন্তে নাগসেন, যদি ভগবানের কথিত বাণী সত্য হয় তবে অমরাদেবী সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনি মিথ্যা প্রমাণিত হইবে। আবার যদি অমরাদেবী এতই পতিব্রতা থাকেন তবে ভগবানের বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন...।"

২৫. "মহারাজ, ভগবান নারী জাতি সম্বন্ধে উহা ঠিক বলিয়াছেন। অমরাদেবীর বিষয়ে লোকে যাহা বলে তাহাও ঠিক।

মহারাজ, সে এইরূপ পাপকর্ম করে কিংবা না করে ইহার পরীক্ষা তো তখনই হইতে পারিত, যখন উহার উপযুক্ত অবকাশ, নির্জন স্থান এবং যথাযোগ্য দুষ্ট লোকের প্রলোভন পাওয়া যাইত। মহারাজ, অমরাদেবীর সেই সকল মিলে নাই।

লোক-নিন্দার ভয়হেতু সে উপযুক্ত অবকাশ দেখে নাই। মৃত্যুর পর নরক গমনের ভয়হেতু সে উপযুক্ত অবকাশ দেখে নাই। পাপের কঠোর ফল হয়—

---

[১]। মূলে 'সর্বানারী' আছে। ড. রিস ডেবিড্স বলেন, "বুদ্ধ এই গাথা কখনও বলেন নাই। গ্রন্থকার প্রমাদবশত ইহা লিখিয়া থাকিবেন। এই গাথা জাতক ৫-৩৬-এ আছে। তথায় লোকোক্তি হিসেবে গৃহীত, বুদ্ধের উপদেশ হিসেবে নহে।"

এই চিন্তা করিয়া সে অবকাশ দেখে নাই। পরম প্রিয় পতিকে ছাড়িতে না পারায় সে অবকাশ দেখে নাই। পতিভক্তির দরুন সে অবকাশ দেখে নাই। ধর্মের প্রতি সম্মানবশত সে অবকাশ দেখে নাই। সেই হীন আচরণকে ঘৃণা করিয়া সে অবকাশ দেখে নাই। ব্রত ভঙ্গের অনিচ্ছায় সে উপযুক্ত অবকাশ দেখে নাই। এই প্রকারে অনেক কারণে অমরাদেবী উচিত ক্ষণ দেখে নাই।

সে অনুসন্ধান করিয়া জগতে গোপন স্থান না দেখায় পাপকার্য করে নাই। যদি মানুষ হইতে গোপন রাখা যায় তথাপি অমনুষ্য হইতে গোপন রাখা অসম্ভব। যদি অমনুষ্য হইতে গোপনস্থান লাভ হয় তথাপি অন্তর্যামী প্রব্রজিত হইতে গোপন-স্থান লাভ হয় না। যদি অন্তর্যামী প্রব্রজিত হইতে গোপনস্থান লাভ হয়, তথাপি অন্তর্যামী দেবতাদের হইতে গোপনস্থান লাভ হয় না। পরের মনের বিষয় জানে এমন দেবতাদের হইতে গোপন থাকিলেও নিজের মনে পাপের অনুশোচনা জন্মে। নিজের মনে অনুশোচনা না জন্মিলেও অধর্ম হইয়া থাকে। এইরূপ বহুবিধ কারণে গোপন স্থান লাভ না করায় অমরাদেবী পাপ করে নাই। অনুসন্ধানে সেইরূপ যোগ্য পুরুষ না পাওয়ায় অমরা পাপ করে নাই।

২৬. মহারাজ, মহৌষধ পণ্ডিত অষ্টবিংশতি গুণসম্পন্ন ছিলেন। কী কী অষ্টবিংশতি গুণযুক্ত ছিলেন?

মহারাজ, মহৌষধি পণ্ডিত (১) শূর, (২) পাপে লজ্জাশীল, (৩) পাপের প্রতি সঙ্কোচপরায়ণ, (৪) দলবল যুক্ত, (৫) বহু মিত্র সমাস্পন্ন, (৬) সহিষ্ণু, (৭) শীলবান, (৮) সত্যবাদী, (৯) পবিত্র, (১০) ক্রোধরহিত, (১১) অনভিমানী, (১২) ঈর্ষারহিত, (১৩) বীর্যবান, (১৪) পুণ্যসঞ্চয়ী, (১৫) পরোপকারী, (১৬) সকলের মধ্যে বিভাগ করিয়া ভোজনশীল, (১৭) মিত্র বৎসল, (১৮) অচঞ্চল স্বভাব, (১৯) সরল, (২০) শঠতাবিহীন, (২১) অমায়াবী, (২২) বুদ্ধিমান, (২৩) কীর্তিমান, (২৪) বিদ্বান, (২৫) আশ্রিতগণের হিতৈষী, (২৬) সর্বজনের প্রার্থিত, (২৭) ধনবান ও (২৮) যশস্বী ছিলেন।

মহারাজ, মহৌষধ পণ্ডিত এই অষ্টবিংশতি গুণসম্পন্ন ছিলেন। অমরাদেবী তাদৃশ লোকের প্রলোভন না পাওয়ায় পাপকর্ম করে নাই।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, তাহা তদ্রুপেই স্বীকার করি।"

অর্হৎদের অভয়

২৭. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'অর্হৎগণ ভয়-সন্ত্রাস হইতে

মুক্ত হইয়াছেন।' পুনরায় রাজগৃহ নগরে ধনপাল নামক হস্তীকে ভগবানের প্রতি আক্রমণ করিতে দেখিয়া—একমাত্র আনন্দ স্থবির ব্যতীত পঞ্চশত ক্ষীণাস্রব বুদ্ধকে ত্যাগ করিয়া ইতস্তত প্রস্থান করিয়াছিলেন। কেন, ভন্তে নাগসেন, সেই অর্হৎগণ ভয়হেতু প্রস্থান করিয়াছিলেন? কিংবা দশবলের স্বীয় কর্ম প্রভাব দেখা যাইবে, এই ভাবিয়া তাঁহার মরণ ইচ্ছায় ভিক্ষুরা পলায়ন করিলেন? অথবা ভগবানের অতুল, বিপুল, অসম ঋদ্ধিবল দর্শনের ইচ্ছায় তাঁহারা প্রস্থান করিলেন?

ভন্তে নাগসেন, যদি ভগবান ঠিকই বলিয়া থাকেন—'অর্হৎগণ ভয় ও সন্ত্রাস হইতে মুক্ত হন' তবে ধনপাল হস্তীর আক্রমণে অর্হৎ ভিক্ষুরা সত্যই পলাইয়া যান, তবে ভগবানের এই বাণী মিথ্যা সিদ্ধ হয় যে 'অর্হৎগণ ভয় ও সন্ত্রাস হইতে মুক্ত হন। ইহাও এক উভয়কোটিক প্রশ্ন... ।"

২৮. মহারাজ, ভগবান সত্যই বলিয়াছেন, 'অর্হৎগণ ভয় ও সন্ত্রাস হইতে মুক্ত হন।' এবং ইহাও সত্য যে রাজগৃহ নগরে ধনপাল হস্তীকে ভগবানের প্রতি আক্রমণ করিতে দেখিয়া—একমাত্র স্থবির আনন্দ ব্যতীত—পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু জিনবরকে ত্যাগ করিয়া ইতস্তত প্রস্থান করিয়াছিলেন।

কিন্তু, তাহা ভয়হেতু নহে, ভগবানকে একাকী মরিতে দেওয়ার ইচ্ছায়ও নহে। ভীত ও সন্ত্রস্ত হইবার যত প্রকার কারণ আছে অর্হৎদের সেই সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। অতএব তাঁহারা ভয় ও সন্ত্রাসমুক্ত হইয়াছে।

মহারাজ, যখন কোনো লোক মাটি খনন বা ছেদন করে তখন মহাপৃথিবী কি ভীত হয়? কিংবা বিশাল সমুদ্র, পর্বত, গিরিশৃঙ্গ ধারণে ভীত হয়?"

"না ভন্তে!"

"কী কারণে, মহারাজ!"

"ভন্তে, মহাপৃথিবীতে ভয়ের কোনো কারণ নাই।"

"মহারাজ, সেইরূপ অর্হৎদের মধ্যে এমন কোনো কারণ থাকে না যাহাতে তাঁহাদের ভয় বা সন্ত্রাস হইতে পারে।

মহারাজ, গিরিশৃঙ্গ ছিন্ন হইলে, বিদীর্ণ হইলে, পতিত হইলে কিংবা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে কি ভীত হয়?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, কারণ কী?"

"ভন্তে, যেহেতু উহার ভয় বা সন্ত্রাসের কোনো কারণ বিদ্যমান নাই।"

"মহারাজ, অর্হৎ সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য।

২৯. যদিও শতসহস্র লোকধাতু যত প্রকার প্রাণী আছে উহারা সকলেই

অস্ত্র হাতে একজন অর্হতের দিকে ধাবিত হইয়া ভয় দেখায় তথাপি অর্হতের কিছু মাত্র চিত্ত বিকার হয় না। কারণ কী? যেহেতু ভয় উৎপন্ন হইবার কোনো হেতু বা অবকাশ তাঁহার চিত্তে থাকে না।

মহারাজ, সেই অর্হৎগণের মনে এই বিবেচনা হইয়াছিল—অদ্য নরশ্রেষ্ঠ তথা জিতেন্দ্রিয়ের অগ্রণী বুদ্ধ নগরশ্রেষ্ঠ রাজগৃহে প্রবেশ করিলে রাস্তায় ধনপাল হস্তী আক্রমণ করিবে, দেবাতিদেব বুদ্ধের অনুগত সেবক স্থবির আনন্দ তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। যদি আমরা সকলে ভগবানকে পরিত্যাগ না করি তবে আনন্দের গুণ প্রকাশিত হইবে না। আর হস্তীও বুদ্ধের সমীপে আসিতে পারিবে না। সুতরাং আমরা সরিয়া গেলেই ভালো হয়। এইরূপে বহুলোক ক্লেশবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। এবং চতুর্দিকে আনন্দের অকৃত্রিম গুরুভক্তি প্রকট হইবে।' এই সুফল চিন্তা করিয়াই তাঁহারা ইতস্তত প্রস্থান করিয়াছেন।"

"ভন্তে নাগসেন, প্রশ্ন সুমীমাংসিত হইয়াছে—সত্যই অর্হৎগণের ভয়-সন্ত্রাস নাই। কেবল চিন্তা করিয়াই তাঁহারা ইতস্তত প্রস্থান করিয়াছেন।"

বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা

৩০. "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন। "'বুদ্ধ সর্বজ্ঞ।' পুনরায় ইহাও বলা হয় যে, 'বুদ্ধ কর্তৃক সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ বহিষ্কৃত হইলে চাতুমার শাক্যগণ ও ব্রহ্মাসহম্পতি ভগবানের নিকট গিয়াছিলেন। তাঁহারা বীজ ও তরুণ বাছুরের উপমা দিয়া ভগবানকে প্রসন্ন করিয়াছেন, ক্ষমা করাইয়াছেন ও নিবৃত্ত করাইয়াছেন।' ভন্তে নাগসেন, ভগবানের কি সেই উপমাগুলি অজ্ঞাত ছিল যাহা দ্বারা বুদ্ধের পক্ষ হইতে তাঁহার ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন?

ভন্তে নাগসেন, যদি ভগবানের সেই উপমাগুলি অজ্ঞাত থাকে, তবে বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ছিলেন না। আর যদি তাঁহার সেই উপমাগুলি জ্ঞাত থাকে, তবে তিনি বিশেষভাবে তাঁহাদের পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় বহিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপ হইলে তাঁহার করুণাহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন...।"

৩১. "মহারাজ, ভগবান সর্বজ্ঞ ছিলেন, তথাপি সেই উপমাগুলি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

মহারাজ, বুদ্ধ ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধের কথিত উপমা দ্বারা

তাঁহাকে আরাধনা, সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ভগবান প্রসন্ন হইয়া ‘সাধু’ বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন।

মহারাজ, যেমন পতির নিজের ধনে স্ত্রীলোক তাঁহাকে আরাধনা, তোষণ ও প্রসন্ন করে এবং উহা স্বামী ‘সাধু’ বলে অনুমোদন করে, মহারাজ, সেইরূপ চাতুমার শাক্য ও ব্রহ্মাসহম্পতি ভগবানেরই উক্ত উপমাগুলি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া নিবৃত্ত করিলেন। ভগবানও ‘সাধু’ বলিয়া আপনার স্বীকৃতি দিলেন।

মহারাজ, নাপিত যেমন রাজার নিজস্ব স্বর্ণচিরুণী দ্বারা তাঁহার শির সুসজ্জিত করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করে, প্রসন্ন রাজা ‘অতি উত্তম’ বলিয়া তাহাকে অনুমোদন করেন, নাপিতকে যথেচ্ছা পুরস্কৃত করেন, মহারাজ, এইরূপেই, চাতুমার শাক্যগণ ও ব্রহ্মা সহম্পতি ভগবানের নিজেরই উক্ত উপমাগুলি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া নিবৃত্ত করিলেন। বুদ্ধ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে ‘সাধু’ বাদে অনুমোদন করিলেন।

মহারাজ, অন্তেবাসী শিষ্য যেমন উপাধ্যায়ের আহরিত ভিক্ষান্ন হাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে ‘সাধু’ বাদে অনুমোদন করেন, মহারাজ, সেইরূপ চাতুমার শাক্যগণ ব্রহ্মা সহম্পতি ভগবানের নিজের উক্ত উপমাগুলি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া নিবৃত্ত করিলেন। ভগবানও ‘সাধু’ বাদে তাহাদিগকে অনুমোদন করিলেন এবং সর্ব দুঃখমুক্তির নিমিত্ত ধর্মোপদেশ করিলেন।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমি তদ্রুপ স্বীকার করি।”

চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত

পঞ্চম বর্গ

গৃহবাস প্রশ্ন

১. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান ইহা বলিয়াছেন :

‘প্রণয় বন্ধন হতে ভয়ের উদয়,
গৃহবাসে রজোরাশি হয় উপচয়;
প্রণয় ও গৃহবাস করিতে বর্জন,
মুনিদের এইমাত্র জীবন-দর্শন।’

পুনরায় তিনি ইহাও বলিয়াছেন :

'মনোজ্ঞ বিহাররাজি করিয়ে নির্মাণ,
বিজ্ঞদের তরে কর তাতে বাসস্থান।'

ভন্তে, যদি ভগবান সত্যই বলিয়া থাকেন, 'প্রণয় বন্ধন হতে...' তবে এইবাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে 'মনোজ্ঞ বিহাররাজি...'। আর যদি ইহা ঠিক হয় যে 'মনোজ্ঞ বিহাররাজি...' তবে এই বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, 'প্রণয়বন্ধন হতে...।' ইহাও এক উভয়কোটিক প্রশ্ন...।"

"মহারাজ, ভগবান যথার্থই উভয়বিধ উক্তি করিয়াছেন।

২. মহারাজ, ভগবান যে প্রথম উক্তি করিয়াছেন উহা সত্যবাণী, পরিপূর্ণ বাণী। তাহাতে আর কিছু সংযোগ করা চলে না। উহাতে আর টিকা ভাষ্যের প্রয়োজন নাই। উহা ভিক্ষুদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, সম্পূর্ণ যোগ্য ও উচিত...। মহারাজ, যেমন বনের হরিণ গভীর বনে গৃহের প্রতি আলয়হীন হইয়া স্বচ্ছন্ধে বিচরণ করে যথায় ইচ্ছা তথায় শয়ন করে, মহারাজ, সেইরূপ, সেই ভিক্ষুর পক্ষে সতত এই চিন্তা সমীচীন :

'প্রণয়-বন্ধন হতে ভয়ের উদয়,
গৃহবাসে রজোরাশি হয় উপচয়;
প্রণয় ও গৃহবাস করিতে বর্জন,
মুনিদের এইমাত্র জীবন-দর্শন।'

মহারাজ, ভগবান যে দ্বিতীয় উক্তি করিয়াছেন, উহা দ্বিবিধ প্রয়োজন লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন। সেই দুই প্রয়োজন কী? (১) বিহার দান সকল বুদ্ধই বর্ণনা করিয়াছেন, উহার অনুমতি দিয়াছেন, উহার ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়াছেন এবং উহা অতি প্রশস্ত পুণ্য বলিয়াছেন। বিহার দান দিয়া দাতারা জন্ম জরা ব্যাধি মরণ হইতে মুক্তি লাভ করেন। বিহার দানের ইহাই প্রথম ফল। পুনরায় (২) বিহার বিদ্যমান থাকিলে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বাসস্থান প্রকট থাকিবে। যিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাহার পক্ষে সুলভ হয়। যদি বিহার বিদ্যমান না থাকে তবে তাঁহাদের দর্শন লাভ সহজ হয় না। বিহার দানের ইহা দ্বিতীয় ফল। এই দ্বিবিধ প্রয়োজন লক্ষ করিয়াই ভগবান বলিয়াছেন :

'মনোজ্ঞ বিহারাজি করিয়ে নির্মাণ,
বিজ্ঞদের তরে তাতে বাসস্থান।'

তথাপি বুদ্ধপুত্র ভিক্ষুর পক্ষে বিহারকে নিজের গৃহ বলিয়া মনে করা অনুচিত।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, ইহা তদ্রুপই স্বীকার করি।"

ভোজনে সংযম

৩. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান ইহা বলিয়াছেন :

'জাগ্রত হও, প্রমত্ত হইও না, ভোজনে সংযম রক্ষা করো।'

পুনরায় তিনি ইহাও বলিয়াছেন, 'উদায়ি, কখন কখন আমি এই পাত্র পরিমাণ তৃপ্তির সহিত ভোজন করি অথবা অধিকও ভোজন করি।'

ভন্তে, যদি ভগবান ঠিকই বলিয়া থাকেন, 'জাগ্রত হও, প্রমত্ত হইও না; ভোজনে সংযম রক্ষা করো' তবে এই বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে এক পাত্র পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক ভোজন করিতেন। আর যদি ইহা ঠিক কথা যে ভগবান পাত্র পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক ভোজন করিতেন, তবে তিনি ইহা কখনো বলিতে পারেন না, 'জাগ্রত হও, প্রমত্ত হইও না; ভোজনে সংযম রক্ষা করো'। ইহাও এক উভয়কোটিক প্রশ্ন...।"

৪. "মহারাজ, ভগবান যথার্থই বলিয়াছেন, জাগ্রত হও, প্রমত্ত হইও না; ভোজনে সংযম রক্ষা করো।' এবং ইহাও বলিয়াছেন, 'উদায়ি, কখন কখন আমি এই পাত্র পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিকও ভোজন করি'।

মহারাজ, ভগবান যাহা বলিয়াছেন, জাগ্রত হও, প্রমত্ত হইও না; ভোজনে সংযম রক্ষা করো, তাহা সম্পূর্ণ সত্যবচন,... ঋষিবচন... তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন। মহারাজ, ভোজনে অসংযত লোক প্রাণী হিংসা করে, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যা বলে, নেশা সেবন করে, মাতৃহত্যা করে, পিতৃহত্যা করে, অর্হৎ হত্যা করে, সংঘভেদ করে এবং দুষ্ট চিত্তে বুদ্ধের রক্তপাত করে।

৫. মহারাজ, ভোজনে অসংযমের দরুন দেবদত্ত সংঘভেদ করিয়া এক কল্পস্থায়ী পাপকর্ম সঞ্চয় করিলেন নয় কি? মহারাজ, এইরূপ আরও বহুবিধ কারণ লক্ষ করিয়া ভগবান বলিয়াছেন, 'জাগ্রত হও, প্রমত্ত হইও না; ভোজনে সংযম রক্ষা করো।' মহারাজ, যিনি ভোজনে সংযম রক্ষা করেন তিনি চারি আর্য সত্যের জ্ঞান লাভ করেন, চারি শ্রামণ্য ফল সাক্ষাৎ করেন; চারি প্রতিসম্ভিদা, আট সমাপত্তি, ষড়বিধ অভিজ্ঞা বশীভূত করেন এবং সমস্ত শ্রমণধর্ম পরিপূর্ণ করেন।

৬. মহারাজ, শুক শাবক ভোজনে সংযত হইয়া তাবতিংস ভবন পর্যন্ত সমগ্র জগৎ কম্পিত করিয়া শক্র দেবেন্দ্রকেও আপন সেবায় নিয়োগ করিয়াছে নহে কি? মহারাজ, এইরূপ আরও বহুবিধ কারণ লক্ষ করিয়া ভগবান বলিয়াছেন, 'জাগ্রত হও, প্রমত্ত হইও না; ভোজনে সংযম রক্ষা

করো।’

মহারাজ, ভগবান অপর যাহা ভোজন বলিয়াছেন, উদায়ি, আমি কখন কখন এই পরিমাণ বা তদপেক্ষা অধিক ভোজন করি, তাহা তো তাঁহারই বাণী যিনি সমস্ত করণীয় সমাপ্ত করিয়াছেন, যিনি সিদ্ধ মনোরথ, সর্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভু, বুদ্ধ হইয়াছেন।

মহারাজ, যেমন যাহার বমন ও বিরেচন বন্ধ হয় নাই সেই রোগীর পক্ষে সাবধানে থাকা বাঞ্ছনীয়, সেই প্রকার, যাহার মধ্যে ক্লেশ রহিয়াছে, যাহার সত্য সাক্ষাৎকার হয় নাই, তাহার পক্ষে ভোজনে সংযম রক্ষা করা উচিত।

মহারাজ, যেমন সমুজ্জ্বল উত্তম জাতের পরিশুদ্ধ মণিরত্নের ঘর্ষণ, মার্জন ও শোধনের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ তথাগত বুদ্ধ সম্বন্ধে উচিত, অনুচিত কিছু বলা চলে না।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, তাহা আমি স্বীকার করি।”

বুদ্ধের নীরোগতা

৭. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ সর্বদা সংযত হস্ত, অন্তিম দেহধারী, উত্তম চিকিৎসক ও শল্যকর্তা।’ তিনি ইহাও বলিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, আমার নীরোগ ভিক্ষুশিষ্যগণের মধ্যে বাকুলই সর্বপেক্ষা অগ্রণী।’ ভগবানের শরীরেও বহুবার রোগ হইতে দেখা যায়।

ভন্তে নাগসেন, যদি ভগবান সত্যই উত্তম চিকিৎসক, তবে স্থবির বাকুল সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মিথ্যা। এবং স্থবির বাকুল সর্বাপেক্ষা অধিক নীরোগ থাকেন তবে ভগবানের উত্তম চিকিৎসক হওয়া মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন... ।”

৮. “মহারাজ, ভগবান যথার্থই বলিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, আমি ব্রাহ্মণ,... উত্তম চিকিৎসক, শল্যকর্তা।’ তিনি ইহাও ঠিক বলিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, আমার নীরোগ ভিক্ষুশিষ্যগণের মধ্যে বাকুলই সর্বাপেক্ষা অগ্রণী।’ কিন্তু তাহাও বলা হইয়াছে : অন্যদের আগম, অধিগম ও ত্রিপিটকের অভিজ্ঞতা তাঁহার নিজের মধ্যেও বিদ্যমানতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে।

মহারাজ, ভগবানের শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ দণ্ডায়মান থাকিয়া কিংবা চংক্রমণ করিয়া সাধনা করেন। তাঁহারা দাঁড়াইয়া কিংবা পায়চারী করিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন। মহারাজ, ভগবান কিন্তু দণ্ডায়মান, চংক্রমণ,

উপবেশন ও শয়ন করিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন। যে সকল ভিক্ষু দাঁড়াইয়া কিংবা পায়চারী করিয়া সাধনা করেন তাঁহারা কেবল সেই সেই বিষয়ে উন্নত।

মহারাজ, ভগবানের শিষ্যদের মধ্যে একাসন ধুতাঙ্গ ব্রতধারী ভিক্ষুরা আছেন। তাঁহারা বাঁচিয়া থাকার নিমিত্তও দিনে দুইবার ভোজন গ্রহণ করেন না। মহারাজ, ভগবান কিন্তু দৈনিক দুইবার তিনবার পর্যন্ত ভোজন করিয়া থাকেন।”

৯. যে সকল ভিক্ষু একবার ভোজন ব্রতধারী, তাঁহারা কেবল সেই বিষয়ে উন্নত। মহারাজ, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সর্ম্পকে বিভিন্ন কারণ বলা হইয়া থাকে। মহারাজ, ভগবান কিন্তু, সর্ব বিষয়ে উত্তম ছিলেন—শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন, দশবিধ বল, চতুর্বিধ বৈশারদ্য, অষ্টাদশ বুদ্ধগুণ ষড়ুবিধ অসাধারণ জ্ঞানে এবং কেবল বুদ্ধবিষয়ে সর্বোত্তম ছিলেন। যেই কারণেই বলা হইয়াছে : ভিক্ষুগণ, আমি ব্রাহ্মণ... শৈল্য কর্তা হই।

মহারাজ, পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে কেহ উচ্চকুলীন হয়, কেহ ধনবান হয়, কেহ বিদ্বান হয, কেহ শিল্পী হয়, কেহ শূর হয়, আর কেহ বিচক্ষণ হয়। কিন্তু রাজা তাহাদের সকলকে পরাজয় করিয়া সকলের উত্তম হইয়া থাকেন। মহারাজ, সেইরূপ ভগবান সকল বিষয়ে সর্বসত্ত্বের অগ্রণী হন, জ্যেষ্ঠ হন এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। কিন্তু আয়ুষ্মান বাকুল যে নীরোগ ছিলেন তাহা এক অভিহীনার বা প্রাক্তন সুকৃতির ফলে হইয়াছিল। মহারাজ, যখন ভগবান **অনোমদস্‌সীর** উদরে বাত রোগ উৎপন্ন হয়, এবং পুনরায় যখন ভগবান **বিপস্‌সী** স্বয়ং আটষষ্টি সহস্র ভিক্ষুর সহিত **তৃণপুষ্পক** রোগে প্রপীড়িত হন তখন তিনি **(বাকুল)** তপস্বী হইয়াও, নানাবিধ ওষুধ ও পরিচর্যা দ্বারা সেইরোগ বিদূরিত করিয়া তাঁহাদিগকে সুস্থ করিয়াছিলেন। এই কারণে বলা হইয়াছে, ‘আমার শিষ্য ভিক্ষুদের মধ্যে বাকুল সর্বাপেক্ষা নীরোগী।’

মহারাজ, রোগ উৎপন্ন হইলে কিংবা না হইলে, **ধুতাঙ্গ** ব্রত পালন করিলে কিংবা না করিলেও ভগবানের সদৃশ অপর কেহ নাই। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান **সংযুক্তনিকায়ে** ইহা বলিয়াছে :

‘ভিক্ষুগণ, যত জীব আছে—পদহীন, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ, রূপবিশিষ্ট, রূপহীন, সংজ্ঞাবান, সংজ্ঞারহিত এবং সংজ্ঞাবান ও সংজ্ঞারহিত নহে—উহাদের সকলের মধ্যে ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধই অগ্রগণ্য হন’।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, আমি তদ্রুপই স্বীকার করি।”

মার্গোৎপাদন

১০. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক।' পুনরায় ইহাও বলিয়াছেন :

'ভিক্ষুগণ, আমি সেই সনাতন মার্গ দর্শন করিয়াছি যাহাতে পূর্ববর্তী সম্যকসম্বুদ্ধগণই গমন করিয়াছেন।'

ভন্তে নাগসেন, যদি বুদ্ধ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক হন তাহা হইলে তাঁহার এই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে 'আমি সনাতন মার্গ দর্শন করিয়াছি যাহাতে পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ যাতায়ত করিয়াছেন।' আর যদি তথাগত বলিয়া থাকেন—'আমি পুরাতন মার্গ দর্শন করিয়াছি, যাহাতে পূর্ববতী বুদ্ধগণ যাতায়াত করিয়াছেন', তবে তাঁহার এই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে 'বুদ্ধ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক।' ইহাও এক উভয়কোটিক প্রশ্ন... ।"

১১. "মহারাজ, ভগবান যথার্থই বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক।' তিনি ইহাও ঠিক বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ আমি সেই সনাতন মার্গ দর্শন করিয়াছি যাহাতে পূর্ববতী বুদ্ধগণ গমনাগমন করিয়াছেন।

মহারাজ, সেই দুইই সত্য কথা। মহারাজ, পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের পরিনির্বাণ হইলে, অনুশাসকের অভাব ঘটিলে, মার্গেরও অন্তর্ধান হইয়াছিল। সেই অন্তর্হিত সনাতন মার্গকে স্বীয় প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া বুদ্ধ দেখিয়াছেন। সেই কারণে তিনি বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি সেই সনাতন মার্গ দেখিয়াছি যাহাতে পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ চলিয়া আসিয়াছেন।'

মহারাজ, পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের অন্তর্ধান হেতু যেই মার্গ নষ্ট, বিনষ্ট, গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন, প্রতিচ্ছন্ন হইয়াছে, তথাগত তাহাতে সঞ্চারণ করিয়াছেন। সেই কারণে বলা হয়—'ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক।'

১২. মহারাজ, চক্রবর্তী রাজা অর্ন্তধান হেতু মণিরত্ন গিরিশিখরান্তরে বিলীন হয়। অপর চক্রবর্তী রাজার সম্যক আচরণ হেতু তাহা উপলব্ধ হয়। মহারাজ, সেই মণিরত্ন তাহার নির্মিত কি?"

"না ভন্তে, সেই মণিরত্ন স্বাভাবিকই। তদ্বারা কেবল আবিষ্কৃত হইয়াছে।"

"মহারাজ, এইরূপ প্রাক্তন তথাগতগণের আচরিত প্রাকৃতিক অষ্টাঙ্গিক শিবকমার্গ অনুশাসকের অভাব ঘটিলে গুপ্ত... প্রতিচ্ছন্ন হইয়াছিল; ভগবান প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা তাহা দর্শন করিয়া উৎপাদন করিলেন, তাহাতে সঞ্চরণ

করিলেন। সেই কারণে বলা হয়—'ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক।'

১৩. যেমন মহারাজ, বিদ্যমান পুত্রকে যোনি দ্বারা জন্মাইয়া মাতা 'জননী' নামে পরিচিত হয়, সেইরূপই মহারাজ, তথাগত বিদ্যমান মার্গই... প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া উৎপাদন করিয়াছেন...।

১৪. অথবা যেমন মহারাজ, কোনো ব্যক্তি বন পরিষ্কার করিয়া ভূমি সংগ্রহ করে। 'সেই ভূমি তদ্বারা প্রবর্তিত নহে। সেই ভূমিকে নিমিত্ত করিয়া জনসাধারণ ব্যবহার করে। এই ভুমি তদ্বারা প্রবর্তিত নহে। সেই ভূমিকে নিমিত্ত সে ভূমিস্বামী নামে অভিহিত হয়। সেইরূপ মহারাজ, তথাগত বিদ্যমান মার্গই... প্রজ্ঞা চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া উৎপাদন করিয়াছেন, তাহাতে সঞ্চরণ করিয়াছেন। সেই কারণে বলা হয়—'ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক'।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, এইরূপে ইহা স্বীকার করি।"

বুদ্ধ অহিংসক

১৫. "ভন্তে নাগসেন, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে : 'আমি পূর্বে মনুষ্য অবস্থায় থাকার সময় সত্ত্বগণের প্রতি অহিংসাপরায়ণ ছিলাম।' পুনরায় বলা হইয়াছে : 'লোমশ কাশ্যপ নামক ঋষি অবস্থায় আমি অনেক শত প্রাণিকে হত্যা করাইয়া বাজপেয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছি।' ভন্তে নাগসেন, যদি তথাগত ভাষিত 'আমি পূর্বে... অহিংসাপরায়ণ ছিলাম' তাহা হইলে 'লোমশ-কাশ্যপ ঋষি কর্তৃক অনেক শত প্রাণীকে হত্যা করাইয়া বাজপেয় মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছে' বলে যেই বাণী তাহা মিথ্যা। যদি লোমশ ঋষি কর্তৃক... মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হয় তাহা হইলে 'পূর্বে আমি... অহিংসক ছিলাম' সেই বাক্যও মিথ্যা। ইহাও উভয়সংকট প্রশ্ন আপনার নিকট উপস্থিত, তাহা আপনাকেই মীমাংসা করিতে হইবে।

১৬. "মহারাজ, ইহা ভগবান কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে, 'আমি পূর্বে... অহিংসাপরায়ণ ছিলাম' এবং 'ঋষি লোমশ কাশ্যপ দ্বারা... প্রাণিহত্যা করাইয়া বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছে।' কিন্তু তাহা রাগবশত অসতর্ক অবস্থায়, সচেতন অবস্থায় নহে।"

১৭. "ভন্তে নাগসেন, আট ব্যক্তি প্রাণিহত্যা করে। সেই আট কাহারা? অনুরক্ত রাগবশত প্রাণিহত্যা করে, দ্বেষ্টা দ্বেষবশে করে, মূঢ় মোহবশে করে,

মানী মানবশে করে, লোভী লোভবশে করে, দরিদ্র জীবিকার নিমিত্তবশে করে, শিশু হাসিচ্ছলে (অজ্ঞানতাবশত) করে, রাজা দমনের জন্য প্রাণিহত্যা করেন। ভন্তে নাগসেন, এই আট ব্যক্তি প্রাণিহত্যা করেন। ভন্তে নাগসেন, বোধিসত্ত্ব তো স্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করিয়ছেন।"

"মহারাজ, বোধিসত্ত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় করেন নাই। মহারাজ, যদি বোধিসত্ত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় মহাযজ্ঞ সম্পাদনে নিযুক্ত হইতেন তবে এই গাথা বলিতেন না :

'সাগর কুণ্ডলসহ সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবীকে
নিন্দার সহিত ইচ্ছা করি না, এরূপ শ্রেষ্ঠ জানিয়া রাখো।'

মহারাজ, এইরূপ বাদী বোধিসত্ত্ব রাজকন্যা চন্দ্রবতীর দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন উন্মুক্তচিত্ত আসক্ত অজ্ঞানবস্থায় আকুলাকুল ও চঞ্চল হইয়াছিলেন এবং সেই বিক্ষিপ্ত ভ্রান্ত লোলিত চিত্ত দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ পশু হত্যাজনিত গলরুধির সঞ্চয়কারী বাজপেয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন।

১৮. যেমন মহারাজ, উন্মত্ত ক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি প্রজ্বলিত অগ্নিকে আলিঙ্গন করে, উত্তেজিত সর্পও ধারণা করে, মত্ত হস্তীর সমীপে গমন করে, অকুল সমুদ্রে ঝাপ দেয়, ময়লা-আবর্জনাও মর্দন করে, কণ্টক শিখরেও আরোহণ করে, প্রপাতে পতিত হয়, অশুচি ভক্ষণ করে, নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় বিচরণ করে, এবং অপর বহুবিধ অকার্য করে। মহারাজ, সেইরূপ রাজকন্যা চন্দ্রবতীর দর্শনে বোধিসত্ত্ব অজ্ঞান ক্ষিপ্তচিত্ত আসক্ত, অজ্ঞান অবস্থায় আকুলাকুল ও চঞ্চল হইয়াছিলেন। সেই বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত লোলিত চিত্তের দ্বারা মহাপশুঘাত ও গলরুধির সঞ্চয়কারী বাজপেয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন।

মহারাজ, ক্ষিপ্তচিত্তে কৃত পাপকর্ম ইহ-জীবনেও মহাদোষাবহ হয় না। পরকালে ফলও তদ্রুপ হয় না।

১৯. মহারাজ, এখানে যদি কোনো উন্মত্ত লোক বধ্যাপরাধ করে তবে আপনারা তাহার কী দণ্ডবিধান করেন?"

"ভন্তে, উন্মাদের কী দণ্ড হইবে? তাহাকে আমরা প্রহার করাইয়া বাহির করিয়া দিই, এইরূপ তাহার দণ্ড।"

"মহারাজ, উন্মাদের অপরাধে কোনো দণ্ডও হয় না। সেই কারণে অন্যায় করিলেও উন্মাদের কোনো দোষ হয় না, সে সচিকিৎস্য। এইরূপই মহারাজ, লোমশ কাশ্যপ ঋষির রাজকন্যা চন্দ্রবতীর দর্শন মাত্রই অজ্ঞান ক্ষিপ্তচিত্ত আসক্ত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বিষাদগ্রস্ত, আকুলাকুল ও চঞ্চল হইয়াছিলেন; সেই বিক্ষিপ্ত-ভ্রান্ত লোলিত চিত্ত দ্বারা মহৎ ও বৃহৎ পশুঘাতজনিত গলরুধির

সঞ্চয়কারী বাজপেয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। কিন্তু যখন স্বাভাবিক চিত্ত ও পুনর্লব্ধস্মৃতি হইয়াছিলেন, তখন পুনরায় প্রব্রজিত হইয়া পঞ্চ অভিজ্ঞা উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, ইহা সেইরূপই স্বীকার করি।”

ছদ্দন্ত জ্যোতিপাল সম্বন্ধে

২০. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে যে, ছদ্দন্ত নাগরাজ ‘ইহাকে বধ করিব এই চিন্তা করিতে করিতে (তাহার দেহে) ঋষিধ্বজা কাষায় বস্ত্র দেখিলাম। দুঃখাভিভূত অবস্থায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হইল যে, অর্হৎ ধ্বজাধারী সাধুপুরুষদের অবধ্য স্বরূপ।’

পুনঃ বলা হইয়াছে : জ্যোতিপাল মাণব অবস্থায় আমি ভগবান অর্হৎ কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধকে মুণ্ডক বাক্য, ভণ্ড শ্রমণ বাক্যে, অসভ্য ও কর্কশ বাক্যে আক্রোশ ও পরিভাষণ করিয়াছি।’ যদি ভন্তে, বোধিসত্ত্ব পশু যোনি অবস্থায় কাষায় বসনকে পূজা করেন, তাহা হইলে জ্যোতিপাল মানব কর্তৃক কাশ্যপ ভগবান... আক্রোশিত ও পরিভাষিত হইয়াছেন’ এই যে বচন, তাহা মিথ্যা। যদি জ্যোতিপাল মানব কর্তৃক... কাশ্যপ ভগবান আক্রোশিত ও পরিভাষিত হন, তাহা হইলে ‘ছদ্দন্ত নাগরাজ কর্তৃক কাষায় বসন পূজিত হইয়াছে’ সেই বচনও মিথ্যা। যদি পশুযোনিগত বোধিসত্ত্ব কর্কশ, তীক্ষ, কটু-বেদনা অনুভবকারীর দ্বারা শিকারী পরিহিত কাষায় বসন পূজিত হয়, তবে মনুষ্যরূপে পরিপক্ব ও জ্ঞানী পরিপক্ব বোধি অবস্থায় ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ দশবল লোকনায়ক উদিত উজ্জ্বল ব্যামজ্যোতি উত্তম অভিরুচির কাশীজাত কাষায় বসনধারী কাশ্যপ বুদ্ধকে দেখিয়া পূজা করেন নাই। ইহাও উভয়সংকট প্রশ্ন...।’

২১. মহারাজ, ভগবান ইহা বলিয়াছেন যে, ছদ্দন্ত নাগরাজ ‘ইহাকে বধ করিব...অবধ্যস্বরূপ।’ এবং জ্যোতিপাল মানব দ্বারা ভগবান কাশ্যপ বুদ্ধ আক্রোশিত ও পরিভাষিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা জাতি কুল হিসেবে হইয়াছে। মহারাজ, জ্যোতিপাল মাণব অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন কুলে জন্মিয়াছেন। তাঁহার মাতাপিতা, ভগ্নী ভ্রাতা, দাসদাসী সেবক প্রভৃতি পরিবারের মানুষেরা ব্রহ্মপূজক ব্রহ্ম উপাসক। তাঁহারা বলেন ‘ব্রাহ্মণেরাই উত্তম’ অবশিষ্ট প্রব্রজিতদিগকে তাঁহারা নিন্দা করেন, ঘৃণা করেন। তাঁহাদের সেই বাক্য শুনিয়া জ্যোতিপাল মানব শাস্তাকে দর্শনের নিমিত্ত ঘটিকার কুম্ভকার কর্তৃক

আহূত হইয়া এইরূপ বলিয়াছেন, সেই মুণ্ডক, ভণ্ড শ্রমণকে দেখার কী প্রয়োজন?

২২. মহারাজ, যেমন অমৃত বিষসংযুক্ত হইয়া তিক্ত হয়, সেইরূপ জ্যোতিপাল মানব অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন কুলে জন্মিয়াছেন, তিনি জাতি কুল হিসেবে অন্ধ হইয়া তথাগতকে আক্রোশ ও পরিভাষণ করিয়াছেন।

মহারাজ, যেমন প্রজ্জ্বলিত আভাযুক্ত বৃহৎ অগ্নিরাশি উদকসংযোগে আভা ও তেজ হীন, শীতল হয়, পরিপক্ব নিগুণ্ডি ফল সদৃশ কাল হইয়া যায় সেইরূপ জ্যোতিপাল মানব পুণ্যবান শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিপুল জ্ঞান প্রভাযুক্ত হইয়াও অশ্রদ্ধা অপ্রসন্ন কুলে জন্মিয়াছেন, তিনি কুলবলে অন্ধ হইয়া তথাগতকে আক্রোশ করিয়াছেন। আবার তথাগত সমীপে গমন করিয়া বুদ্ধগুণ অবগত হইয়া সেবকের ন্যায় হইয়াছিলেন। জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।"

"ভন্তে নাগসেন, সাধু, আমি তাহা তদ্রুপ স্বীকার করি।"

ঘটিকার প্রশ্ন

২৩. "ভন্তে নাগসেন, তথাগত ইহা ভাষণ করিয়াছেন যে 'ঘটিকার কুম্ভকারের বাসগৃহ সম্পূর্ণ তিনমাস অবধি আকাশ আচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু মেঘ বর্ষণ করে নাই।' এবং পুনরায় ইহাও বলিয়াছেন যে 'তথাগত কাশ্যপের পর্ণকুটিরে বৃষ্টিপাত হইয়াছে।'

ভন্তে নাগসেন, কী কারণে বুদ্ধসদৃশ পুণ্যাত্মার কুটিরে বৃষ্টিপাত হয়? অথচ বুদ্ধের প্রভাব সেইরূপ হওয়া উচিত! ভন্তে, যদি ঘটিকার কুম্ভকারের বাসগৃহ বর্ষণ হীন আকাশ-আচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে 'তথাগতের কুটিরে বৃষ্টিপাত হয়' এই বাক্য মিথ্যা। আর যদি 'তথাগতের কুটিরে বৃষ্টিপাত হয়', তাহা হইলে 'ঘটিকারের বাসগৃহ আবর্ষণীয় আকাশ-আচ্ছন্ন ছিল' এই বাক্য মিথ্যা। ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন...।"

২৪. মহারাজ, ভগবান ইহা ঠিক বলিয়াছেন, ঘটিকার কুম্ভকারের গৃহ পূর্ণ তিন মাসাবধি আকাশ-আচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু মেঘ বর্ষণ করে নাই।' এবং ইহাও বলিয়াছেন যে 'ভগবান কাশ্যপের পর্ণকুটিরে বৃষ্টিপাত হইয়াছে।'

মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার শীলবান ধার্মিক ও পুণ্যবান ছিলেন। তিনি স্বীয় বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতামাতাকে ভরণ-পোষণ করিতেন, তাঁহার অসাক্ষাতেও অনুমতি বিনাই লোকেরা তাঁহার গৃহের তৃণগুলি লইয়া গিয়া তদ্বারা ভগবানের

কুটী আচ্ছাদিত করে। এই প্রকারে গৃহের তৃণ হরণের দরুন তিনি বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হন নাই; বরং হৃদয়ে বিপুল প্রীতি উৎপাদন করেন। অতিশয় আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে চিন্তা করেন—'অহো! লোকোত্তম ভগবান আমার প্রতি নিশ্চয় প্রসন্ন।' সেই পুণ্যকর্মের ফল তাঁহার প্রত্যক্ষ জীবনে উৎপন্ন হইল।

মহারাজ, বুদ্ধ এই সামান্য বিষয়ে বিচলিত হন না। মহারাজ, গিরিরাজ সুমেরু যেমন প্রবল ঝড়-তুফানের প্রহারেও বিচলিত হয় না, মহাসাগর যেমন অসংখ্য নদনদীধারায় পূর্ণ হয় না, বিকারগ্রস্ত হয় না, সেইরূপ মহারাজ, বুদ্ধ সামান্য বিষয়ে বিচলিত হন না। মহারাজ, বিশাল জনগণের প্রতি বুদ্ধের অসীম করুণাবশত তাঁহার পর্ণকুটিরে বৃষ্টিপাত হইয়াছে।

২৫. মহারাজ, দুই কারণে বুদ্ধগণ স্বীয় যোগবলে উৎপন্ন আবশ্যকীয় দ্রব্য ব্যবহার করেন না। দুই কারণ কী কী? (১) 'এই শাস্তা অগ্রদানের যোগ্য' এই মনে করিয়া দেবমানুষেরা ভগবানকে আবশ্যকীয় দ্রব্য দান দিয়া সংসারের যাবতীয় দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আর (২) অন্যেরা এইরূপ নিন্দা করিতে না পারেন যে, বুদ্ধেরা প্রাতিহার্য বা অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শন করিয়া জীবিকার সন্ধান করেন।' এই দুই কারণে বুদ্ধগণ স্বীয় যোগবলে উৎপন্ন আবশ্যকীয় দ্রব্য ব্যবহার করেন না।

মহারাজ, যদি দেবরাজ ইন্দ্র কিংবা স্বয়ং ব্রহ্মা বুদ্ধের কুটিরে বৃষ্টিপাত না হয় মত করিতেন তবে তাহাও অন্যায় ও নিন্দনীয় হইত। কারণ তখন লোকে বলিতে পারিত যে, বুদ্ধগণ বিভূতি বা অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিয়া লোককে সম্মোহিত ও অধিকৃত করেন। সেই কারণে তাহা করা অনুচিত। মহারাজ, বুদ্ধগণ নিজের নিমিত্ত কোনো দ্রব্য কখনো যাচ্ঞা করেন না। সেই অলোভের দরুন তাঁহারা সর্বত্র অনিন্দনীয় হন।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, ইহা আপনার কথিত মতে স্বীকার করি।"

ব্রাহ্মণ-রাজবাদ

২৬. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি যাচকযোগী ব্রাহ্মণ।' পুনরায় ইহাও বলিয়াছেন, 'হে শৈলরাজ, আমি রাজা।'

ভন্তে, যদি ভগবান বলিয়া থাকেন—'ভিক্ষুগণ, আমি যাচকযোগী ব্রাহ্মণ' তাহা হইলে তিনি ইহা মিথ্যা বলিয়াছেন যে, 'শৈল, আমি রাজা।' আর যদি ইহা সত্যই বলিয়া থাকেন যে, 'শৈল, আমি রাজা তাহা হাইলে ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি হয়তো ক্ষত্রিয় হইবেন অথবা

ব্রাহ্মণ হইবেন এক জন্মে দুই বর্ণ কখনো হইতে পারেন না। ইহাও এক উভয়সংকট প্রশ্ন... ।"

২৭. "মহারাজ, ভগবান ঠিকই বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি যাচকযোগী ব্রাহ্মণ।' আর ইহাও ঠিক বলিয়াছেন, 'শৈল, আমি রাজা।" এই ক্ষেত্রে এমন কারণ আছে যদ্দ্বারা বুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয় হইতে পারেন? মহারাজ, যত প্রকার পাপ ও অধর্ম আছে সেই সমস্তই বুদ্ধ কর্তৃক প্রবাহিত পরিত্যক্ত অপগত নষ্ট ক্ষীণ বন্ধ নিবৃত ও শান্ত হইয়াছে। এই কারণে বুদ্ধকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলা যায় যিনি সংশয়, পক্ষপাত ও ভ্রম অতিক্রম করিয়াছেন। বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে তদ্রুপ হন, সুতরাং তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।

মহারাজ, ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই বলে, যিনি সর্ববিধ ভব, গতি ও যোনির সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এবং যিনি যাবতীয় মল-রজবিমুক্ত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইয়াছেন। আর যিনি পরের উপর ভরসা না করিয়া স্বাবলম্বী হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ এইরূপ গুণবান—এই কারণে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।

মহারাজ, ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই বলে, যিনি অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বর, প্রবর, দিব্যবিহারবহুল হন। বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে এইরূপ গুণবান এই কারণে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়।

মহারাজ, ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই বলে, যিনি স্বয়ং অধ্যয়নশীল হইয়া পরকে বিদ্যাদান করেন, দান গ্রহণ করেন, ইন্দ্রিয় দমন ও আত্মসংযম করেন, কর্তব্যপরায়ণ হন; আর যিনি বংশের ঐতিহ্যপ্রবাহ বজায় রাখেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ এইরূপ গুণান্বিত, সুতরাং তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।

মহারাজ, ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই বলে, যিনি ব্রহ্মবিহার (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার) ধ্যানে সতত নিবিষ্ট থাকেন। বুদ্ধ এইরূপ গুণের অধিকারী; সুতরাং তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

মহারাজ, ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই বলে, যিনি ভবাভব গতিতে স্বীয় পূর্বজন্মের বিবরণ অবগত আছেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের এই গুণ রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

মহারাজ, ভগবানের এই 'ব্রাহ্মণ' নামকরণ মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগ্নী, মিত্র-অমাত্য, ও জাতি-গোষ্ঠী, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেবতা কেহই করেন নাই। মোক্ষলাভের অনন্তর স্বাভাবিকভাবে তাঁহাদের এই নাম হইয়া থাকে। বোধিমূলে মারসৈন্য পরাজয়ের পর ত্রিকালের যাবতীয় পাপ ও অধর্ম প্রবাহিত করিয়া সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের 'ব্রাহ্মণ'

নামকরণ হইয়া থাকে। সেই কারণেই ভগবান বুদ্ধ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন।”

২৮. “ভন্তে নাগসেন, কী কারণে বুদ্ধ রাজা?”

“মহারাজ, রাজা তাঁহাকেই বলা হয়, যিনি রাজত্ব করেন, লোককে অনুশাসন করেন। মহারাজ, বুদ্ধও দশ সহস্র লোকধাতুতে (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে) ধর্মত রাজত্ব করেন, দেব মার ব্রহ্মা শ্রমণ ব্রাহ্মণসহ মানব প্রজাসম্পন্ন বিশ্বকে অনুশাসন করেন। এই কারণে বুদ্ধকে রাজা বলা হয়।

মহারাজ, রাজা তাঁহাকে বলে, যিনি সকল মানুষকে নিজের বশীভূত রাখেন, শিষ্ট জনকে আনন্দিত করেন, শত্রুগণকে দমন করেন; যাঁহার নামও যশ বহুদূর বিস্তৃত হয়, যিনি অত্যন্ত বলসম্পন্ন হন, আর যিনি অন্যূন শত শলাকাঙ্কিত উজ্জ্বল ও নির্মল শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করেন। মহারাজ, বুদ্ধও দুষ্ট মার সেনাকে দমন করেন, সুপথে প্রতিপন্ন দেব মনুষ্যদিগকে আনন্দিত করেন, দশসহস্র লোক ধাতুতে স্বীয় যশোরাশি বিস্তার করেন, ক্ষান্তি-বলে দৃঢ় থাকেন, শত উত্তম জ্ঞান শলাকাঙ্কিত অগ্রবর বিমুক্তি শোভিত নির্মল শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করেন। সেই কারণে বুদ্ধ রাজা হন।

মহারাজ, রাজা তাঁহাকে বলে, যিনি সমাগত জনগণের বন্দনীয় হন। মহারাজ, ভগবানও সমস্ত সমাগত জনগণের বন্দনীয় হন। সেই কারণে বুদ্ধ রাজা হন।

মহারাজ, রাজা তাঁহাকে বলে, যিনি যেকোনো আরাধকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রার্থিত বর দ্বারা তাহার বাসনা পরিতৃপ্ত করেন।

মহারাজ, বুদ্ধও কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা প্রসন্ন হইয়া যেকোনো আরাধককে সর্বদুঃখ মুক্তির বর দিয়া পরিতৃপ্ত করেন, যাহা পার্থিব সকল বর অপেক্ষা উত্তম। এই কারণেও বুদ্ধ রাজা হন।

মহারাজ, রাজা তাঁহাকে বলে, যিনি রাজাবিধি লঙ্ঘনকারীকে তিরস্কার, অর্থদণ্ড ও কারাবাস প্রভৃতি কঠোর শাস্তি দেন। মহারাজ, বুদ্ধও সেইরূপ যে ব্যক্তি লজ্জা ও ভয়হীন হইয়া বুদ্ধের আদেশ লঙ্ঘন করে তাহাকে নিন্দিত, অপমানিত ও জিনশাসন হইতে বহিষ্কৃত করেন। সেই কারণেও বুদ্ধ রাজা হন।

মহারাজ, রাজা তাঁহাকেই বলে, যিনি প্রাচীন ধার্মিক রাজাদের নির্ধারিত ন্যায় নীতিকে পরিচালিত করেন; ধর্মাধর্ম নির্ণয়পূর্বক ধর্মানুকূল রাজ্যশাসন করিয়া জনগণের অতিশয় প্রিয় হন। এবং ধর্মগুণ-বলে নিজের রাজবংশকে চিরস্থায়ী করেন। মহারাজ, ভগবানও সেইরূপ প্রাক্তন স্বয়ম্ভু বুদ্ধগণের

নির্ধারিত ন্যায়-নীতিকে প্রচলিত রাখেন, ধর্মাধর্ম নির্ণয় করিয়া ধর্মত লোককে শিক্ষা দিয়া থাকেন, দেবতা ও মনুষ্যদের প্রিয় হন, আর ধর্মগুণ-বলে নিজের শাসন চিরকাল প্রবর্তিত রাখেন। সেই কারণেও বুদ্ধ রাজা নামে অভিহিত হন।

মহারাজ, এইরূপ বহুবিধ কারণ বিদ্যমান যেই কারণে বুদ্ধ গুণগত ব্রাহ্মণ ও রাজা (ক্ষত্রিয়) উভয়ই হইতে পারেন। কোনো সুদক্ষ ভিক্ষু এই সকল কারণ সম্বন্ধে কল্পকাল পর্যন্ত বর্ণনা করিতে পারেন। অধিক বর্ণনার কী প্রয়োজন? আমি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছি, আপনি তাহা সেইভাবে গ্রহণ করিতে পারেন।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আমি তাহা তদ্রুপই স্বীকার করি।"

গাথা উচ্চারিত ভোজন অনুচিত

২৯. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন :

'ব্রাহ্মণ, ধর্মোপদেশ দ্বারা লব্ধ খাদ্য ভোজন করা আমার অনুচিত, ইহা ধর্মানুকূল নহে। ব্রাহ্মণ, সেই কারণে ধর্মোপদেশ লব্ধ খাদ্য বুদ্ধগণ ত্যাগ করেন, ধর্মপরায়ণদের পক্ষে ইহাই সদ্‌জীবিকা।'

পুনরায়, ভগবান ভক্তসমাগমে ধর্মোপদেশ করিবার সময় প্রারম্ভে প্রথম দানের প্রশংসা করেন, তৎপর শীলের সম্বন্ধে বলেন। সর্বলোকেশ্বর সেই ভগবানের ভাষণ শুনিয়া দেবতা ও মানুষ সকলেই আগ্রহ-সহকারে প্রচুর দান করেন। তাঁহার সেই আয়োজিত দান ভিক্ষুগণ পরিভোগ করেন।

ভন্তে, যদি ভগবান সত্যই বলেন, 'ধর্মোপদেশে লব্ধ ভোজন... অনুচিত' তাহা হইলে সেই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, 'ভগবান ধর্মোপদেশ করিবার সময়... দানের প্রশংসা করেন।' এইরূপে পরের কথা সত্য হইলে পূর্বের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ভন্তে, ইহার কারণ কী? যিনি দানের যথার্থ পাত্র তিনি গৃহীদের মধ্যে খাদ্য-ভোজ্য দানের ফল বর্ণনা করেন। তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিয়া প্রসন্নচিত্তে লোকেরা অন্যান্য দ্রব্য দান করেন। যাঁহারা সেই দান পরিভোগ করেন তাঁহারা সকলেই ধর্মোপদেশের দরুণেই ভোগ করেন বলা যায়। ইহাও এক উভয়সংকট প্রশ্ন...।"

৩০. "মহারাজ, ভগবান সত্যই বলিয়াছেন, 'ধর্মোপদেশে লব্ধ দ্রব্য ভোজন অনুচিত... ইহাই সদ্‌জীবিকা।' আর ইহাও বলিয়াছেন যে, 'ভগবান... দানের প্রশংসা করেন।' তাহাও সকল বুদ্ধের সাধারণ নিয়ম

তাহারা দানকথায় লোকের চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া তৎপর শীল পালনে উৎসাহিত করেন।

মহারাজ, মানুষেরা যেমন ছোট শিশুকে প্রথম প্রথম খেলার সমাগ্রীগুলি দিয়া থাকেন যথা : পুতুল, ঘট, তালপাতার তৈরি উড়ন্ত চক্র, তালপাতার তৈরি খেলনা, খেলার রথ, ধনু ইত্যাদি—ইহার পর তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্মে নিয়োগ করেন, মহারাজ, সেইরূপ বুদ্ধ প্রথমে দানের ফল বর্ণনায় লোকের চিত্ত প্রসন্ন করিয়া পরে শীল পালনে নিয়োগ করেন।

মহারাজ, চিকিৎসক যেমন শরীরে বলাধান ও শরীর স্নিগ্ধ করিবার নিমিত্ত রোগীকে প্রথমে চার পাঁচ দিন তেল পান করায়, তৎপর বিরেচন দেয়, মহারাজ, সেইরূপ বুদ্ধ প্রথমে দানের ফল বর্ণনায় লোকের চিত্ত প্রসন্ন করিয়া পরে শীল পালনে প্রেরণা দেন।

মহারাজ, দাতাও দানপতিদের চিত্ত মৃদু কোমল ও স্নিগ্ধ হয়। তাঁহারা দান-সেতু ও দান-নৌকার সাহায্যে সংসার সাগরের পরপারে গমন করেন। সেই কারণে ভগবান প্রথমে তাঁহাদের স্ব স্ব কর্মভূমির উপদেশ দেন। শুধু ইহাতে কোনো বিজ্ঞপ্তি বা যাচঞা দোষ হয় না।"

৩১. "ভন্তে, যে বিজ্ঞপ্তির বিষয় বলিতেছেন তাহা কয় প্রকার?"

"মহারাজ, কায় ও বাক্ হিসেবে বিজ্ঞপ্তি দুই প্রকার। উহাদের মধ্যে কায়বিজ্ঞপ্তি সদোষ ও নির্দোষ আছে। এবং বাক্‌বিজ্ঞপ্তি সদোষ ও নির্দোষ আছে।

কোন প্রকার কায়বিজ্ঞপ্তি সদোষ? কোনো ভিক্ষু গৃহস্থের ঘরে গিয়া অযোগ্যস্থানে দাঁড়ায়, স্থানান্তরে যায়। এইরূপ কায়বিজ্ঞপ্তি দোষযুক্ত। সেইরূপ বিজ্ঞপ্তি দ্রব্য আর্যগণ গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি এইরূপ করে সে বুদ্ধশাসনে অবজ্ঞাত, অবহেলিত, হাস্যাস্পদ, নিন্দিত, পরাভূত, অসম্মানিত ও ভ্রষ্টাজীবরূপে পরিগণিত হয়।

মহারাজ, পুনরায় কোনো ভিক্ষু ভিক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থদের বাড়ি গিয়া অযোগ্যস্থানে দণ্ডায়মান হয় এবং গ্রীবা নমিত করিয়া ময়ূর-দৃষ্টিতে ইতস্তত দেখ যে, এইভাবে লোকেরা আমাকে দেখিবে এবং দান দিবে। লোকেরা তাহাকে সেইভাবে দেখে। এই কায়বিজ্ঞপ্তি বা দৈহিক সংকেত দোষযুক্ত। এইরূপে বিজ্ঞপ্তি দ্রব্য আর্যগণ গ্রহণ করেন না...।

মহারাজ, পুনরায় কোনো ভিক্ষু হনু ভুরু কিংবা অঙ্গুলি দ্বারা সংকেত করেন। এই কায়বিজ্ঞপ্তিও দোষযুক্ত। এইরূপে বিজ্ঞাপিত দ্রব্য আর্যগণ গ্রহণ করেন না।

৩২। কোন প্রকার কায়বিজ্ঞপ্তি নির্দোষ? কোনো ভিক্ষু ভিক্ষার নিমিত্ত গৃহীদের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া স্থানে ও অস্থানে সাবধান, শান্ত ও জ্ঞানবান থাকেন, সুসংযতভাবে যোগ্যস্থানে দাঁড়ান। গৃহস্থেরা দিতে ইচ্ছুক মনে হইলে স্থির থাকেন, অনিচ্ছুক মনে হইলে চলিয়া যান। এইরূপ কায়বিজ্ঞপ্তি নির্দোষ। এইরূপ বিজ্ঞাপিত দ্রব্য আর্যেরা গ্রহণ করেন। আর সেই ব্যক্তিও বুদ্ধশাসনে স্তুত, প্রশংসিত, প্রশস্ত ও মার্জিতরুচি হন এবং শুদ্ধাজীবরূপে অভিহিত হন। মহারাজ, দেবাতিদেব বুদ্ধ বলিয়াছেন :

'প্রজ্ঞাবানেরা কখনো যাঞ্চা করেন না। (আর্যেরা যাচনাকে নিন্দা করেন।) জ্ঞানীর পক্ষে ইহা জানা উচিত। আর্যেরা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নির্বিকার অবস্থান করেন। ইহাই তাঁহাদের ধর্মানুকূল যাঞ্চা।'

৩৩. কোনো প্রকার বাক্‌বিজ্ঞপ্তি দোষযুক্ত? মহারাজ, কোনো ভিক্ষু বাক্য দ্বারা বহুবিধ দ্রব্য যাঞ্চা করেন—'আমার চীবর, খাদ্যসামগ্রী, শয্যাসন ও রোগের ওষুধপথ্য প্রয়োজন।' এইরূপ বাক্‌বিজ্ঞপ্তি দোষযুক্ত। তদ্বারা বিজ্ঞাপিত দ্রব্য আর্যেরা গ্রহণ করেন না।

মহারাজ, পুনরায় কোনো ভিক্ষু পরকে শুনাইয়া এইরূপ বলেন : 'আমার ইহা প্রয়োজন। এইরূপে বাক্য দ্বারা পরকে ঘোষণার দরুন তাহার লাভসৎকার বৃদ্ধি পায়। এই প্রকার যাচনাও দোষযুক্ত। তদ্বারা বিজ্ঞাপিত দ্রব্য আর্যেরা গ্রহণ করেন না।

মহারাজ, পুনরায় কোনো ভিক্ষু বাক্যোচ্চারণ করিয়া সভায় ঘোষণা করেন যে, 'ভিক্ষুদের এই এই দ্রব্য দান দেওয়া উচিত।' সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকেরা কথিত জিনিস সংগ্রহ করেন। এই বাক্যবিজ্ঞপ্তিও দোষযুক্ত। তদ্বারা বিজ্ঞাপিত দ্রব্য আর্যেরা গ্রহণ করেন না।

৩৪. মহারাজ, একবার স্থবির সারিপুত্র সূর্য অস্তগত হইলে রাত্রির সময়ে রোগাক্রান্ত হন। তখন স্থবির মহামৌদ্গাল্লায়ন ভৈষজ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাক্যোচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বাক্যেচ্চারণে ভৈষজ্য লাভ হইয়াছিল। তখন সারিপুত্র ভাবিলেন যে, 'বাক্যোচ্চারণে আমার এই ভৈষজ্য লাভ হইয়াছে। অতএব আমার শুদ্ধাজীব নষ্ট করিব না।' অজীব ভঙ্গের ভয় হেতু তিনি ভৈষজ্য গ্রহণ করিলেন না, ত্যাগ করিলেন। এইরূপে বাক্‌বিজ্ঞপ্তিও দোষযুক্ত। তদ্বারা বিজ্ঞাপিত দ্রব্য আর্যেরা গ্রহণ করেন না।

কোন প্রকার বাকবিজ্ঞপ্তি নির্দোষ? কোনো ভিক্ষুর প্রয়োজন হইলে জ্ঞাতি কুলে, কিংবা যাঁহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণের অনুরোধ করিয়াছেন সেই সমস্ত কুলে জ্ঞাপন করেন—এইরূপ বাক্‌বিজ্ঞপ্তি দোষাবহ নহে। তদ্বারা বিজ্ঞপিত

দ্রব্য আর্যেরা গ্রহণ করেন। যেই ব্যক্তি এইরূপ করেন তিনিও বুদ্ধশাসনে সংবর্ধিত, প্রশংসিত ও অভিস্তুত হন, এবং তিনি শুদ্ধাজীবরূপে অভিহিত হন। ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। মহারাজ, কৃষি-ভারদ্বাজ নামক ব্রাহ্মণের যেই ভোজন বুদ্ধ ত্যাগ করেন, তাহা অবেষ্টন-নিবেষ্টন-তর্ক-নিগ্রহ-প্রতিকার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কারণে ভগবান নিমন্ত্রণ ত্যাগ করেন, স্বীকার করেন নাই।"

৩৫. "ভন্তে নাগসেন, ভগবানের খাদ্যে দেবতারা সর্বদা কি দিব্য ওজ যোগ করিতেন, অথবা কেবল শূকর-মদ্দব ও মধুপায়স এই দ্বিবিধ খাদ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন?"

"মহারাজ, সর্বদাই বুদ্ধের ভোজনের সময় দেবতারা দিব্য ওজ লইয়া উপস্থিত থাকেন এবং প্রতি গ্রাসে তাহা নিক্ষেপ করেন। মহারাজ, যেমন রাজার পাচক রাজার ভোজন সময়ে সূপ লইয়া উপস্থিত থাকে, এবং প্রতি গ্রাসে সূপ মিশাইয়া দেয়, সেইরূপ সর্বদা বুদ্ধের ভোজন সময়ে দেবতারা দিব্য ওজ লইয়া উপস্থিত থাকেন এবং প্রতি গ্রাসে তাহা নিক্ষেপ করেন। বেরঞ্জায়ও বুদ্ধের শুষ্ক যবমুষ্টি ভোজন করিবার সময় দেবতারা দিব্য ওজ দ্বারা তাহা বারবার সিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তদ্বারা বুদ্ধের শরীর সুপুষ্ট ছিল। ভন্তে, সেই দেবতাগণ ধন্য যাঁহারা বুদ্ধের শরীর পরিচর্যায় সর্বদা তৎপর থাকিতেন।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আমি তাহা তদ্রুপ স্বীকার করি।"

ধর্মোপদেশে নিরুৎসাহ

৩৬. "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলেন 'বুদ্ধ চারি অসংখ্য লক্ষ কল্পকাল হইতে সংসারের জনগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ধীরে ধীরে সর্বজ্ঞতা পরিপূর্ণ করিয়াছেন।' পুনরায় বলেন 'সবর্জ্ঞতা প্রাপ্তির পর অন্যকে ধর্মদেশনা করিবার নিমিত্ত নহে, কিন্তু অনৌৎসূক্যের প্রতি তাঁহার চিত্ত নমিত হইয়াছিল।'

ভন্তে নাগসেন, যেমন কোনো ধনুর্ধর অথবা তাহার শিষ্য যুদ্ধে যাত্রার উদ্দেশ্যে বহুদিন হইতে শিক্ষা করিয়া প্রস্তুত থাকে, কিন্তু মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে অবসন্ন ও নিরুৎসাহ হয়, সেইরূপ বুদ্ধ চারি অসংখ্য লক্ষ কল্পকাল হইতে সংসারের জনগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ধীরে ধীরে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান পরিপূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তির পর ধর্মদেশনায় তিনি নিরুৎসাহ

হইলেন।

ভন্তে নাগসেন, যেমন কোনো কুস্তীগীর অথবা তাহার শিষ্য বহুদিন হইতে কুস্তী কৌশল শিক্ষা করিয়া মল্লযুদ্ধ উপস্থিত হইলে নিরুৎসাহ হয়, সেইরূপই বুদ্ধ চারি অসংখ্য লক্ষ কল্পকাল হইতে সংসারের জনগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ধীরে ধীরে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান পরিপূর্ণ করিয়াছেন অথচ সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তির পর তিনি ধর্মদেশনায় নিরুৎসাহ হইলেন।

ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধ কি ভয়হেতু, না জানার দরুন, অথবা সর্বজ্ঞতা না হওয়ার দরুন নিরুৎসাহ হইলেন? ইহার কারণ কী? ভন্তে, আমার সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত আপনি ইহার কারণ বলুন।

ভন্তে, যদি বুদ্ধের পূর্ব ভাষণ সত্য হয়, তবে পরের ভাষণ মিথ্যা হয়। আর পরের ভাষণ সত্য হইলে পূর্ব ভাষণ মিথ্যা হয়। ইহাও এক উভয়সংকট প্রশ্ন।”

৩৭. “মহারাজ, উভয় ভাষণ সত্য। বুদ্ধ সত্যই চারি অসংখ্য লক্ষ কল্পকাল হইতে সংসারের জনগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ধীরে ধীরে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু, সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তির পর তিনি ধর্মদেশনায় নিরুৎসাহ হইলেন।

মহারাজ, এই ইচ্ছার কারণ ছিল যে প্রথমত, তিনি ধর্মের গভীরতা, নিপুণতা, দুর্জ্ঞেয়তা, সূক্ষ্মতা ও দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করেন। দ্বিতীয়ত সংসারের জনগণ ভোগবাসনা লিপ্ত রহিয়াছে এবং **সৎকায়-দৃষ্টিতে** দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া বুদ্ধ ভাবিলেন, ‘কী করি? কিভাবে করি?’ এই চিন্তাতেই তাঁহার চিত্ত নিরুৎসাহে নমিত হয়, ধর্মদেশনায় নহে। জনগণের বোধশক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াই তদ্রুপ করিয়াছেন।

মহারাজ, কোনো শল্যর্কতা চিকিৎসক বহুবিধ ব্যাধিপীড়িত লোকের নিকট উপনীত হইয়া এইরূপ চিন্তা করেন : কী উপায়ে বা কোন ওষুধ দ্বারা ইহার রোগ উপশম করিতে পারি?’ মহারাজ, সেইরূপে বুদ্ধ একদিকে সর্ববিধ কলুষ-ব্যাধিপীড়িত জনগণকে দেখিলেন এবং অন্যদিকে তাঁহার আবিষ্কৃত ধর্মের গভীরতা দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন, ‘কী শিক্ষা দিব? কিভাবে শিক্ষা দিব?’ এই চিন্তাতে তাঁহার মন নিরুৎসাহে নমিত হইল, ধর্মদেশনায় নহে। জনগণের বোধশক্তি চিন্তা করিয়াই তিনি তদ্রুপ করিয়াছেন।

মহারাজ, কোনো অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার সম্মুখে দ্বারপাল, দেহরক্ষী, সভাসদ, নাগরিক, ভট্ট, সৈন্য, অমাত্য, রাজন্যবর্গ রাজোপজীবী প্রভৃতি জনগণকে দেখিয়া তাঁহার এইরূপ চিত্তোৎপন্ন হয় : ‘কী করিব? কী প্রকারে

ইহাদের পরিচালনা করিব?' মহারাজ, সেইরূপই বুদ্ধ একদিকে স্বীয় ধর্মের গভীরতা দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন, এবং অন্যদিকে জনগণের ভোগবাসনায় লিপ্ততা ও সৎকায় দৃষ্টিতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধতা দেখিলেন। তখন তিনি ইতস্তত করিলেন—'কী শিক্ষা দিব? কিভাবে শিক্ষা দিব?' এই চিন্তাতে তাঁহার চিত্ত নিরুৎসাহে নমিত হইল, ধর্মদেশনায় নহে। ইহা জনগণের বোধশক্তি সম্বন্ধে চিন্তা মাত্র ।

৩৮. মহারাজ, সকল বুদ্ধের রীতি যে, তাঁহারা ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইবার পর ধর্মদেশনা করেন। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই যে, সেই সময় সমস্ত লোক—এমনকি তপস্বী, পরিব্রাজক, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মার উপাসক ছিলেন, ব্রহ্মাকেই গৌরব করিতেন, এবং ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। সেই কারণে, যদি সেই বলবান যশস্বী, বিখ্যাত, জ্ঞানী, লোকোত্তর ও সর্বাগ্রগণ্য ব্রহ্মা প্রণত হন তাহা হইলে দেবতাদের সহিত সমগ্র লোক অবনত হইবে, ধর্মকে মান্য করিবে, আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিবে। মহারাজ, এই কারণেই বুদ্ধেরা ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ধর্মদেশনা করেন।

মহারাজ, যদি কোনো রাজা বা রাজমন্ত্রী কোনো লোককে সম্মান ও সমাদর করেন, তবে তাঁহাদের এই আচরণের দরুন প্রজারাও তাঁহাকে সম্মান ও সমাদর করেন। মহারাজ, সেইরূপ বুদ্ধদের সম্মুখে মহাব্রহ্মা প্রণত হইলে দেবতাদের সহিত সমগ্র মানুষ তাঁহাদের প্রতি অনুগত হইবেন। মহারাজ, জগৎ পূজিত পূজক অর্থাৎ বড় লোকেরা যাহার পূজা করেন তিনি সকলের পূজ্য হন। সেই কারণে মহাব্রহ্মা সকল বুদ্ধকে ধর্মদেশনার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, আর বুদ্ধগণও ব্রাহ্মার প্রার্থনায় ধর্মদেশনা করেন।"

"সাধু ভন্তে, আপনি প্রশ্নের সুসমাধান করিয়াছেন, অতি উত্তম উত্তর দিয়াছেন। ইহা আমি তদ্রুপেই গ্রহণ করিব।"

পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত

ষষ্ঠ বর্গ

বুদ্ধের আচার্য নাই

১. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন:

'আমার আচর্য নাই, নাই কেহ আমার সমান,
দেব-নরলোকে কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বিদ্যমান।'

পুনরায় ইহাও বলিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, এই আড়ার-কালাম আমার আচার্য হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে নিজের সমান স্থানে রাখিয়াছেন এবং উদারভাবে সম্মানিত করিয়াছেন।’

ভন্তে, যদি ভগবান সত্যই বলেন, ‘আমার আচর্য নাই... বিদ্যমান’ তবে তাঁহার সেই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, ‘ভিক্ষুগণ, এই আড়ার-কালাম আমার আচার্য।’ আর যদি তিনি সত্যই বলিয়া থাকেন যে, ‘ভিক্ষুগণ, আড়ার-কালাম আমার আচার্য।’ তবে তাঁহার এই বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, ‘আমার আচর্য’ নাই... বিদ্যমান।’ ইহাও উভয়কোটিক প্রশ্ন আপনার সমীপে উপস্থাপিত হইয়াছে। আপনাকেই ইহার সমাধান করিতে হইবে।”

১. “মহারাজ, ভগবান সত্যই বলিয়াছেন, ‘আমার আচর্য নাই...বিদ্যমান।’ আর তিনি ইহাও বলিয়াছেন, ‘ভিক্ষুগণ, এই আড়ার-কালাম আমার আচর্য ছিলেন।’ কিন্তু উহা তো তিনি বোধিজ্ঞান লাভের পূর্বের সম্বন্ধে বলিয়াছেন; তখন তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ হন নাই, বোধিসত্ত্ব অবস্থায় ছিলেন। ইহা সেই সময়ে আচার্য থাকার বিষয়।

মহারাজ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইবার পূর্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় তাঁহার পাঁচজন আচার্য ছিলেন, যাঁহাদের অনুশাসনে বোধিসত্ত্ব এখানে সেখানে সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন। সেই পাঁচজন কাহারা?

(১) মহারাজ, যেই আটজন ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের জন্মমাত্রেই আসিয়া তাঁহার লক্ষণসমূহ বিচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম : রাম, ধ্বজ, লক্ষণ, মন্ত্রী, যজ্ঞ, সুযাম, সুভোজ ও সুদত্ত। তাঁহারা বোধিসত্ত্বের স্বস্তি প্রকাশ করিয়া রক্ষাকর্ম করিয়াছেন। তাঁহারাই ছিলেন তাঁহার প্রথম আচার্য।

(২) মহারাজ, তাঁহার দ্বিতীয় আচার্য ছিলেন সর্বমিত্র নামক ব্রাহ্মণ। তিনি সেই সময়ে অভিজাত উদিত্য বংশে জন্মিয়াছিলেন এবং শব্দশাস্ত্রবিদ। ব্যাকরণ ও বেদের বড় অঙ্গের পণ্ডিত ছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন রাজকুমারকে তাঁহার সমীপে নিয়া গিয়া স্বর্ণ-ভুঙ্গারে শান্তি জল সিঞ্চন করিয়া সমর্পণ করিলেন; তিনিই তাঁহার দ্বিতীয় আচার্য।

(৩) মহারাজ, যেই দেবতা বোধিসত্ত্বকে জ্ঞানান্বেষণে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং যাঁহার বাণী শুনিয়া উদাস ও উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সেই ক্ষণেই তিনি গৃহ-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, সেই দেবতা তাঁহার তৃতীয় আচার্য।

(৪) মহারাজ, এই আড়ার-কালাম ঋষি তাঁহার চতুর্থ আচার্য ছিলেন, যিনি বোধিসত্ত্বকে আকিঞ্চনায়তন লাভের ধ্যান প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

(৫) মহারাজ, রামপুত্র উদ্দক তাঁহাকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন

লাভের ধ্যানপ্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং তিনি বোধিসেত্ত্বর পঞ্চম আচার্য।

মহারাজ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইবার পূর্বে, বোধিসত্ত্ব অবস্থাতেই এই পাঁচজন আচার্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা লৌকিক বিষয়ে তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন। মহারাজ, লোকোত্তর সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্তিতে বুদ্ধের অনুত্তর শিক্ষাদাতা কেহ ছিলেন না। আচার্যবিহীন স্বয়ম্ভুজ্ঞানে তিনি বুদ্ধ হইয়াছেন। সেই কারণে বুদ্ধ বলিয়াছেন :

'আমার আচার্য নাই, নাই কেহ আমার সমান,
দেব-নরলোকে কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বিদ্যমান'।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আমি তাহা তদ্রুপেই গ্রহণ করিব।"

একসঙ্গে দুই বুদ্ধের অনুৎপত্তি প্রশ্ন

৩. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, ইহা কখনো সম্ভব নহে, ইহার কোনো সুযোগ নাই যে, একই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে দুইজন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ একই সঙ্গে উৎপন্ন হইতে পারেন। ইহা কখনো হয় নাই, হইতে পারে না।'

ভন্তে নাগসেন, অথচ সকল বুদ্ধ উপদেশ দিবার সময় সপ্ত ত্রিংশ বোধি-পক্ষীয়-ধর্মদেশনা করেন, ভাষণের সময় চারি আর্যসত্য বলেন, এবং শিক্ষা দিবার সময় ত্রিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেন এবং অনুশাসন করিবার সময় সর্বদা সতর্কতার বিষয়ে শাসন করেন।

ভন্তে, যদি সকল বুদ্ধের এক দেশনা, এক কথা, এক শিক্ষা ও একই অনুশাসন হয়, তবে কী কারণে দুই বুদ্ধ একসঙ্গে উৎপত্তি হন না? এক বুদ্ধের উৎপত্তিতে এই জগৎ আলোকে উদ্ভাসিত হয়। যদি এক সঙ্গে দুই বুদ্ধ উৎপন্ন হন তবে দুইজনের প্রভায় এই জগৎ অধিক পরিমাণে আলোকোদ্ভাসিত হইতে পারে। উপদেশ দিবার সময় দুই বুদ্ধ সুখে উপদেশ দিবেন, সুখে অনুশাসন করিবেন। আপনি ইহার কারণ কী বলুন, যাহাতে আমি সন্দেহমুক্ত হইতে পারি।"

৪. "মহারাজ, এই দশ সহস্র সংখ্যক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একসময় এক বুদ্ধকে ধারণ করিতে পারে। একজন মাত্র বুদ্ধেরই গুণ ধারণ করিতে পারে। যদি দুইজন বুদ্ধ এক সঙ্গে উৎপন্ন হন তবে এই বিশ্ব উহা ধারণ করিতে পারে না। তখন বিশ্ব চঞ্চল হয়, কম্পিত হয়, নমিত হয়, অবনত হয়, বিনত,

বিক্ষিপ্ত ও বিধ্বংস হয়; যথাস্থানে স্থির থাকে না।

মহারাজ, যেমন এক ব্যক্তির ভার ধারণে সমর্থ নৌকা এক ব্যক্তি উহাতে আরোহণ করিলে পরপারে যাইতে পারে। তখন যদি তথায় অপর ব্যক্তি আসিয়া পড়ে তাহার আয়ু, বর্ণ, বয়স, পরিমাণ, কৃশ-স্থূল ও সর্বাঙ্গ-প্রত্যাঙ্গে সমান হয়, এবং সে ব্যক্তিও সেই নৌকার উপর উঠে, মহারাজ, তখন ওই নৌকা দুইজনকে বহন করিতে পারিবে?"

"না ভন্তে, উহা হেলিবে, দুলিবে, কাঁপিবে, নত হইবে, অবনত হইবে; বিনত হইবে, বিক্ষিপ্ত হইবে, সংঘর্ষ হইবে এবং বিধ্বংস হইবে; যথাস্থানে পৌঁছিতে পারিবে না। জলে ডুবিয়া যাইবে।"

"মহারাজ, সেইরূপ এই বিশ্ব একবারে একজন বুদ্ধকে ধারণ করিতে পারে। একাধিক বুদ্ধের গুণ ধারণ করিতে পারে না। যদি দ্বিতীয় বুদ্ধ উৎপন্ন হন তবে এই বিশ্ব ধারণ করিতে পারিবে না। তাহা হইলে বিশ্ব চঞ্চল হইবে, কম্পিত হইবে, নমিত হইবে, অবনত হইবে, বিনত হইবে, বিক্ষিপ্ত হইবে, বিনষ্ট ও বিধ্বংশ হইবে; লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে না।

মহারাজ, মনে করুন কোনো লোক প্রয়োজনমতো খাদ্য আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন করিল। সে সন্তুষ্ট, তৃপ্ত, পরিপূর্ণ; আর কিছু খাইবার মত পেটে স্থান নাই। সে তন্দ্রাবিষ্ট ও অবনত হইতে পারে না, দণ্ডের ন্যায় সোজা থাকে এই অবস্থায় পুনরায় যদি সে সেই পরিমাণে খাদ্য ভোজন করে তবে মহারাজ, সেই ব্যক্তি সুখী হইতে পারিবে কি?"

"না ভন্তে, আর একবার খাইলে সে মরিবে।"

"মহারাজ, সেইরূপ এই দশ সহস্র লোকধাতু একবারে এক বুদ্ধকে ধারণ করিতে পারে। যদি এক সঙ্গে দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হন তবে এই লোকধাতু তাহা ধারণ করিতে পারিবে না। তখন বিশ্ব চঞ্চল হইবে, বিধ্বংস হইবে; লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে না।"

৫. "ভন্তে, অত্যধিক ধর্মভারে পৃথিবী বিচলিত হয় কি?"

"মহারাজ, মূল্যবান রত্ন দ্বারা দুইটি শকট মুখ পর্যন্ত পরিপূর্ণ করা হইল। তৎপর যদি এক গাড়ির রত্নরাজি অপর গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হয় তবে সেই গাড়ি দুই গাড়ির বোঝা ধারণ করিতে পারিবে কি?"

"না ভন্তে, শকট ভাঙ্গিতে পারে।"

"মহারাজ, সেইরূপ অধিক ধর্ম-ভারে পৃথিবী কম্পিত হয়। পক্ষান্তরে মহারাজ, বুদ্ধবল প্রদর্শনার্থ এই বিষয় অনুসৃত হইয়াছে। এইক্ষেত্রে অন্য বিশেষ কারণও শুনুন, যাহাতে দুই জন সম্যকসম্বুদ্ধ এক সঙ্গে উৎপন্ন হন

না।

মহারাজ, যদি এক সঙ্গে দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হন তবে শিষ্যদের মধ্যে 'তোমাদের বুদ্ধ, আমাদের বুদ্ধ' বলিয়া বিবাদ উৎপন্ন হইতে পারে, দুই পক্ষে বিভক্ত হইতে পারে, যেমন দুই শক্তিশালী মন্ত্রীর অনুচরদের মধ্যে দুই দল হইয়া থাকে। মহারাজ, ইহাও এক কারণ যাহাতে দুইজন সম্যকসম্বুদ্ধ এক সঙ্গে উৎপন্ন হন না।

৬. মহারাজ, আর এক কারণও শুনুন যাহাতে সংসারে দুই বুদ্ধ এক সঙ্গে উৎপন্ন হন না।

মহারাজ, যদি সংসারে দুই বুদ্ধ একসঙ্গে উৎপন্ন হন তবে এই বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হইবে যে, বুদ্ধ সর্বাপেক্ষা অগ্র, বড়, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, উত্তম, প্রবর, অসম, অসমসম, অপ্রতিম, অসদৃশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকেন। মহারাজ, এই কারণও আপনি সার্থকভাবে স্বীকার করুন যাহাতে সংসারে একসঙ্গে দুই বুদ্ধ উৎপন্ন হন না।

৭. মহারাজ, বুদ্ধগণের ইহাই স্বভাব বুদ্ধের গুণের মহত্ত্ব। মহারাজ, জগতে যাহা মহৎ তাহা একবারে একাই হইয়া থাকে। পৃথিবী মহৎ তাহা একাই থাকে, সাগর মহৎ উহা একাই হয়, গিরিরাজ সুমেরু পর্বত মহৎ উহা একাই হয়, আকাশ মহৎ তাহা একাই হয়, দেবরাজ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ তিনি একাই হন, মার মহৎ তিনি একাই হন, মহাব্রহ্মা মহৎ তিনি একাই হন। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ মহৎ সংসারে তিনি একাকীই উৎপন্ন হন। যে-স্থানে তাঁহারা উৎপন্ন হন সে-স্থানে অন্যের উৎপত্তি অবকাশ থাকে না। মহারাজ, সেই কারণে বলা হইয়াছে যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ একবারে একজনই উৎপন্ন হন।"

"ভন্তে নাগসেন, আপনি যুক্তি ও উপমা-সহকারে প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছেন। অজ্ঞানীও ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে। আমাদের মতো প্রাজ্ঞদের কথাই বা কি? সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সেইরূপেই গ্রহণ করিলাম।"

গৌতমীর বস্ত্রদান

৮. "ভন্তে নাগসেন, ভগবানের মাসীমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী যখন তাঁহাকে বর্ষাকালীন বস্ত্র দান করিতে আসেন তখন তিনি বলিলেন, 'গৌতমী, এই বস্ত্র সংঘকে দান করো, উহা সংঘে প্রদত্ত হইলে আমি পূজিত হইব এবং

সংঘও পূজিত হইবে।'

ভন্তে, বুদ্ধ স্বয়ং সংঘরত্ন অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, গৌরবার্হ ও দানের যোগ্য পাত্র নহেন কি? তথাগতের আপন মাসীমা নিজের হাতে তুলা ছিড়িয়া, ধুনিয়া, পিঁছিয়া, সুতা কাটিয়া, যেই বস্ত্র বয়ন করিয়াছেন সেই বর্ষাকালীন বস্ত্রখানি বুদ্ধকে দিবার সময় তিনি তাহা সংঘকে দান করাইলেন। ভন্তে, যদি বুদ্ধ নিজকে সংঘরত্ন অপেক্ষা উচ্চ, শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টতর মনে করিতেন তবে 'আমাকে দিলে মহাফল হইবে' এই ভাবিয়া তিনি নিজে গ্রহণ করিতেন, তাহা সংঘকে দেওয়াইতেন না। ভন্তে, যে কারণে তথাগত নিজে প্রার্থী হইলেন না, নিজে রাখিলেন না, সেই কারণে বুদ্ধ তাঁহার মাসীমা দ্বারা সেই বস্ত্রখানি ভিক্ষুসংঘকে দান করাইলেন।"

৯. "মহারাজ, ভগবান ইহা বলিয়াছেন যে, তাঁহার মাসীমা মহাপ্রজাপতি গৌতমী যখন তাঁহাকে বর্ষাকলীন বস্ত্র দান করিতে আসেন, তখন তিনি বলিলেন, 'গৌতমী, এই বস্ত্রখানি সংঘকে দান করো, ইহা সংঘকে প্রদত্ত হইলে আমিও পূজিত হইব, সংঘও পূজিত হইবে।'

তাহা তিনি এই কারণে করেন নাই যে, নিজে গ্রহণ করিলে উহার ফল হইবে না, কিংবা তিনি দানের সুযোগ্য পাত্র নহেন। অথচ মহারাজ, সংঘের হিতের নিমিত্ত অনুকম্পাবশত—আমার অবর্তমানে ভবিষ্যৎকালে সংঘ সম্মানিত হইবে—এই চিন্তায় করিয়াছেন। সংঘের বিদ্যমান গুণ কীর্তন করিবার মানসে বলিলেন, 'গৌতমী, ইহা সংঘকে দাও, তাহাতে আমার ও সংঘের পূজা হইবে।'

মহারাজ, পিতা যেমন নিজের জীবদ্দশার মন্ত্রী, ভট দেহরক্ষী, দ্বার-পাল, সৈন্যদল ও পরিষদবৃন্দের মধ্যে রাজার সমীপবর্তী পুত্রের বিদ্যমান গুণকীর্তন করেন যে, 'এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভবিষ্যতে জনগণের সম্মানিত হইতে পারিবে।' মহারাজ, সেইরূপ বুদ্ধ সংঘের হিতের নিমিত্ত, অনুকম্পাবশত তাঁহার মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে সংঘ সম্মানিত হইবে, এই চিন্তা করিয়া সংঘের বর্তমান গুণ কীর্তন করিবার মানসে ইহা বলিয়াছেন, 'গৌতমী, ইহা সংঘকে দাও। তাহা হইলে আমার ও সংঘের পূজা হইবে।' মহারাজ, কেবল বর্ষকালীন বস্ত্রদানের দরুন বুদ্ধ অপেক্ষা সংঘরত্ন অধিকতর কিংবা বিশিষ্টতর হয় না।

১০. মহারাজ, মাতাপিতা আপন শিশুসন্তানদিগকে বাহ্য করান, মর্দন করেন, স্নান করান ও সেবা যত্ন করেন, তবে কি তদ্দারা সন্তানগণ মাতাপিতা অপেক্ষা বড় ও উচ্চ হইয়া যায়?"

"না ভন্তে, সন্তানগণ ইচ্ছা না করিলেও মাতাপিতার ইহা অবশ্য করণীয়, সেই কারণে মাতাপিতা সন্তানদিগকে সেবা যত্ন করেন... ।"

"মহারাজ, সেইরূপ কেবল বর্ষা-শাটক স্নানের দরুন সংঘরত্ন বুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট হইতে পারে না। অথচ বুদ্ধ স্বেচ্ছায় অপ্রত্যাশিতভাবে কর্তব্য করিবার জন্য মাসী-মাতার সেই বস্ত্রখানি সংঘকে দান করাইলেন।

১১. মহারাজ, কোনো ব্যক্তি রাজা উদ্দেশ্যে উপহার আনয়ন করিল। রাজা সেই উপহার কোনো দূত, দেহরক্ষী, সেনাপতি অথবা পুরোহিতকে দিয়া দিলেন। তবে কি সেই পুরুষ উপহার প্রাপ্তিমাত্রেই রাজা অপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠ হইবে?"

"না ভন্তে, সে ব্যক্তি রাজার ভাতায় পালিত ও বেতনে জীবিত থাকে। রাজাই সেই পদে রাখিয়া আপনার উপহার তাহাকে দিয়া থাকেন।"

"মহারাজ, এই প্রকার কেবল সেই বস্ত্র সংঘকে প্রদানের দরুন সংঘ বুদ্ধ অপেক্ষা উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ হয় না। অথচ সংঘ বুদ্ধের সেবক, বুদ্ধ সংঘের প্রভু হিসেবে স্বীকৃত। বুদ্ধই সংঘকে সেই পদে রাখিয়া ওই বস্ত্র দান করাইলেন।

১২. মহারাজ, বুদ্ধের মনে এই চিন্তা হইয়াছিল : 'স্বভাবত সংঘ পূজার যোগ্য, অতএব আমার বর্তমানেই সংঘকে পূজা করাইব'। এইজন্য সংঘকে বর্ষাশাটক দান করাইলেন। মহারাজ, বুদ্ধ কেবল নিজেকে পূজার প্রশংসা করেন না। অধিকন্তু জগতে যে সকল পূজনীয় আছেন, বুদ্ধ তাঁহাদের সকলের পূজার প্রশংসা করেন। মহারাজ, **মধ্যমনিকায়ে** দেবতাদিদেব ভগবান 'ধম্মদায়াদ' নামক সূত্রের উপদেশ করিবার সময় অল্পেচ্ছুতার প্রশংসাকল্পে বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, ইহাদের মধ্যে পূর্বের ভিক্ষুই অধিকতর পূজ্য ও প্রশংসাভাজন হয়।' মহারাজ, সারা সংসারে এইরূপ কেহ নাই, যিনি বুদ্ধ অপেক্ষা অধিক পূজনীয়, উত্তম বা বিশিষ্ট হইতে পারেন। বুদ্ধই সর্বাপেক্ষা বড় অধিক ও উচ্চে আছেন।

মহারাজ, দেবতা ও মুনষ্যদের মধ্যে ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানবগামিক নামক দেবপুত্র **সংযুক্তনিকায়ে** বলিয়াছেন :

'রাজগৃহে পর্বতের মাঝে বিপুল প্রধান গিরি,
হিমালয় শৃঙ্গ মাঝে শ্বেত খেচরেতে দিবাকর।
জলাশয়ে সমুদ্রই বড়, নক্ষত্রদের চন্দ্রমা,
দেবসহ নরলোকে শুধু বুদ্ধ অগ্রগণ্য হন।'

মহারাজ, মানবগামিক দেবপুত্র এই গাথা সুভাষিত, দুর্ভাষিত নহে।

ভগবানও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।

মহারাজ, ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবিরও বলিয়াছেন :

'মারসৈন্য পরাভবী বুদ্ধ ভগবান,
মনের প্রসাদ যোগ্য একাই মহান;
শরণাগমন কিংবা অঞ্জলি প্রণাম,
তরিবারে ভবসিন্ধু প্রেরণা জাগান।'

দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিত ও সুখের নিমিত্ত, জগতের প্রতি অনুকম্পাবশত এবং দেবতা ও মানবের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য এক ব্যক্তির জন্ম সার্থক হয়। সেই ব্যক্তি কে? তিনি তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আমি তাহা সেইরূপে স্বীকার করি।"

গৃহী ও ভিক্ষুর সদাচার

১৩. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, গৃহী কিংবা ভিক্ষু প্রত্যেকের পক্ষে সৎপথে চলাকেই আমি প্রশংসা করি। ভিক্ষুগণ, সৎপথগামী গৃহী কিংবা ভিক্ষু সৎপথে চলার দরুন ন্যায়, ধর্ম ও পুণ্যের আরাধক হইতে পারে।

ভন্তে, যদি শ্বেতবসনধারী বিষয়ভোগী, দারাপুত্রের বাধাবিঘ্নে বাস করিয়া কাশীর সুগন্ধ চন্দন চর্চিত, মালাগন্ধবিলেপনধারী, ধনরত্নের স্বাদ-গ্রাহী মণি-কুণ্ডল চিত্রিত মুকুট পরিহিত গৃহীও সৎপথে উপনীত হইলে ন্যায়, ধর্ম ও পুণ্যের আরাধক হইতে পারে। আর মুণ্ডিত শির, কাষায় বসন পরিহিত, ভিক্ষান্নভোজী, চতুর্বিধ শীলস্কন্ধ উত্তমরূপে পালনকারী, আড়াই শত শিক্ষাগ্রহণ ও আচরণকারী ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ ব্রতধারী সৎপথে পরিচালিত প্রব্রজিত ভিক্ষুও ঠিক পথে চলার দরুন ন্যায়, ধর্ম ও পুণ্যের আরাধক হইতে পারে, তাহা হইলে ভন্তে, গৃহী ও ভিক্ষুর মধ্যে প্রভেদ কী? পুনঃ তপশ্চর্যা নিষ্ফল হয়, প্রব্রজ্যা নিরর্থক হয়। শিক্ষাপদ পালন বৃথা ও ধুতাঙ্গব্রত-গ্রহণ ব্যর্থ হয়। ইহাতে দুঃখ-চর্যার কী প্রয়োজন? সুখের দ্বারা সুখ লাভ করা উচিত নহে কি?"

১৪. "মহারাজ, ভগবান যথার্থই বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি গৃহীদের কিংবা ভিক্ষুদের সম্যক আচরণের প্রশংসা করি। সদাচারে নিরত গৃহী কিংবা ভিক্ষু তাহাদের সদাচরণের দরুন ন্যায়, ধর্ম ও পুণ্যের আরাধক হইতে

পারে।” মহারাজ, যে ব্যক্তি সদাচারে নিরত সেই শ্রেষ্ঠ। মহারাজ, যদি প্রব্রজিত ‘আমি ভিক্ষু হইয়াছি’ এই ভাবিয়া উত্তম উদ্যোগ না করেন, তাহা হইলে তাহার শ্রামণ্য ও ব্রহ্মণ্য নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর শ্বেতবসনধারী গৃহীও সদাচারে নিবিষ্ট হইলে ন্যায়, ধর্ম ও পুণ্যের আরাধক হন।

মহারাজ, তথাপি প্রবজিতই শ্রামণ্যের ঈশ্বর ও অধিপতি। মহারাজ, প্রব্রজ্যার বহু গুণ, অনন্ত গুণ, অপরিমাণ গুণ। প্রব্রজ্যা গুণ পরিমাণ করা যায় না।

মহারাজ, যেমন কামদ মনিরত্নের মূল্য টাকা দ্বারা নির্ণয় করা যায় না যে, মণিরত্নের মূল্য এই পরিমাণ, সেইরূপ মহারাজ, প্রব্রজ্যার বহু গুণ, অনেক গুণ। প্রব্রজ্যার গুণ পরিমাণ করা সম্ভব নহে।

মহারাজ, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গরাশি কেহ গণনা করিতে পারে না যে, মহাসমুদ্রে এত সংখ্যক তরঙ্গ আছে, সেইরূপ প্রব্রজ্যার গুণ পরিমাণ করা যায় না।

১৫. মহারাজ, প্রব্রজিত যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা করে, সেই সমস্ত শীঘ্র পূর্ণ করিতে পারে—বিলম্ব হয় না। কারণ কী? মহারাজ, প্রব্রজিত অল্পেচ্ছু হন, বিরাগী হন, সংসারে অসংশ্লিষ্ট হন, উদ্যোগী হন, অনাগারিক হন, গৃহহীন হন, পূর্ণ শীলবান হন, বিশুদ্ধ আচারণসম্পন্ন হন ও ধুতাঙ্গ ব্রতধারী হন। সেই কারণে প্রব্রজিত যাহা করিতে ইচ্ছা করে তাহা অতি শীঘ্র পূর্ণ হয়—বিলম্ব হয় না।

মহারাজ, যেমন গ্রন্থিহীন, সমান অতিশয় মার্জিত, সোজা নির্মল শর সুসজ্জিত-ভাবে ছাড়িলে শীঘ্র উড়িয়া যায়, সেইরূপ প্রব্রজিত যাহা করিতে ইচ্ছা করে তাহা অতি শীঘ্র পূর্ণ হয়—বিলম্ব হয় না।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, আমি উহা সেইরূপে স্বীকার করি।”

প্রতিপদা বা চর্যার দোষ

১৬. “ভন্তে নাগসেন, বোধিসত্ত্ব যে দুষ্কর তপস্যা করিয়াছেন, তদ্রুপ উদ্যোগ, পরাক্রম, ক্লেশযুদ্ধ, মারসেনা পরাজয়, আহার-সংযম ও কঠিন ব্রতচর্যা অন্যত্র আর কেহ করে নাই। কিন্তু এইরূপ করিলেও তখন কিছুমাত্র ফললাভ হয় নাই। সুতরাং তিনি সেই চিন্তা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, ‘এই কঠিন দুষ্কর চর্যা দ্বারা যথার্থ আর্যজ্ঞান-দর্শনবিশেষ ও মনুষ্যোত্তর ধর্মলাভ করিলাম না। অতএব জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য অন্য কোনো উপায় আছে কি?

তিনি সেই দুঃখচর্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্য উপায়ে সর্বজ্ঞতা লাভ

করিয়াছেন। পুনরায় তিনি নিজের শিষ্যদিগকে সেই মার্গের উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন :

'উদ্যোগ করো, পরাক্রম করো, বুদ্ধধর্মে আত্মনিয়োগ করো,
হস্তীর নলাগার ভাঙ্গার ন্যায় মারসেনাকে প্রহার করো।'

ভন্তে নাগসেন, নিজে হতাশ হইয়া যেই মার্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, কী কারণে বুদ্ধ নিজের শিষ্যদিগকে তাহাতে নিয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন?

১৭. "মহারাজ, তখন আর এখনো উহাই মার্গ। সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া বোধিসত্ত্ব সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ, কিন্তু বোধিসত্ত্ব অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে গিয়া নিজের আহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়াছেন। আহার বন্ধের দরুন তাঁহার চিত্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। তিনি সেই দুর্বলতার দরুন সর্বজ্ঞতা লাভ করিতে অসমর্থ হন। তৎপর তিনি ধীরে ধীরে আহার ভোজন করিয়া সুস্থ হইলেন এবং সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া অচিরে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ, সকল বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা লাভের উহাই একমাত্র মার্গ।

মহারাজ, যেমন আহারই সমস্ত জীবের আধার, আহারের উপর নির্ভর করিয়া সকল প্রাণী সুখে অবস্থান করে। সেইরূপ সকল বুদ্ধের সর্বজ্ঞতালাভের উহাই একমাত্র উপায়। মহারাজ, ইহা উদ্যোগের দোষ নহে, পরাক্রমের ত্রুটি নহে, ক্লেশযুদ্ধেরও দোষও নহে, যদ্বারা তথাগত সেই সময় সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং উহা কেবল আহারোপচ্ছেদেরই দোষ। এই মার্গ সর্বদা প্রস্তুত আছে।

মহারাজ, যদি কোনো ব্যক্তি রাস্তায় অতিবেগে ধাবিত হয়, সে পড়িয়া যায়। তাহাতে উহার পক্ষাঘাত কিংবা মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইতে পারে, অথবা সে অচল হইয়া ধরাশয়ী হইতে পারে। মহারাজ, ইহাতে মহাপৃথিবীর কি দোষ আছে যদ্বারা সে ব্যক্তির পক্ষাঘাত হইল?"

"না ভন্তে, পৃথিবী তো সর্বদা বর্তমান আছে উহার দোষ কোথায়? সেই ব্যক্তিরই দোষ যে, তিনি অতিবেগে ধাবনের দরুন পড়িয়া গিয়াছেন।"

"মহারাজ, সেইরূপ উদ্যম, পরাক্রম কিংবা ক্লেশযুদ্ধের দোষ নহে, যদ্বারা বোধিসত্ত্ব সেই সময় সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন নাই। সুতরাং সম্পূর্ণ আহার বন্ধেরই এই দোষ। সেই মার্গ তো সর্বদা বর্তমান আছে।

মহারাজ, কোনো ব্যক্তি মলিন বসন পরিধান করে। যদি সে তাহা ধৌত না করে, তবে ইহা জলের দোষ নহে। জল তো সর্বদা বর্তমান আছে। এই দোষ সেই ব্যক্তিরই। মহারাজ, সেইরূপ এই দোষ কেবল আহারের সম্পূর্ণ বন্ধের দরুন হইয়াছে। এই কারণে বুদ্ধ নিজের শিষ্যদিগকে সেই মার্গে

আত্মনিয়োগের উপদেশ দিয়া থাকেন। মহারাজ, এইরূপে সেই অনবদ্য ও উত্তম মার্গ সর্বদা বর্তমান আছে।"

"ভন্তে নাগসেন, তদ্রুপেই স্বীকার করি।"

হীনতায় আবর্তন

১৮. "ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধের এই ধর্ম অতি উচ্চ, সারবান, মহৎ, উত্তম, শ্রেষ্ঠ, অনুপম, পরিশুদ্ধ, বিমল, স্বচ্ছ ও দোষরহিত। এই ধর্মানুসারে যেকোনো গৃহীকে প্রব্রজিত করা উচিত। কারণ কী? কেননা, অনেক দুর্জন লোক এই বিশুদ্ধ ধর্মে প্রব্রজিত হইয়া পরে চীবর ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ হইয়া যায়। তাহাদের প্রত্যাগমনে জনগণের এই চিন্তার সুযোগ হয় যে, 'শ্রমণ গৌতমের এই ধর্ম নিশ্চয় ভালো নহে। যেহেতু এই লোকেরা ধর্ম হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে।' এই ক্ষেত্রে মনে হয় ইহাই কারণ।"

১৯. "মহারাজ, যেমন শুচি নির্মল ও শীতল জলপূর্ণ কোনো সরোবর আছে যদি কোনো কর্দমাক্ত লোক সেই সরোবরে গিয়া স্নান না করিয়া পঙ্কিল অবস্থায় ফিরিয়া আসে, মহারাজ, তবে লোকে কাহার নিন্দা করিবে—কর্দমাক্ত লোকের, না সরোবরের?"

"ভন্তে, কর্দমাক্ত ব্যক্তিকেই জনগণ দোষারোপ করিবে। এই ব্যক্তি সরোবরে গিয়া স্নান না করিয়াই পঙ্কিল অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। স্নানে অনিচ্ছুক এই ব্যক্তিকে সরোবর নিজে কি স্নান করাইতে পারিবে? ইহাতে সরোবরের দোষ কী?"

"মহারাজ, সেইরূপ বুদ্ধ উত্তম বিমুক্তিরূপ সলিল-সম্পূর্ণ সদ্ধর্ম-সরোবর নির্মাণ করিয়াছেন। যাঁহারা ক্লেশমলে ক্লিষ্ট, সচেতন ও বুদ্ধিমান তাঁহারা এখানে স্নান করিয়া যাবতীয় ময়লা ধৌত করিবেন। আর যদি কোনো ব্যক্তি সেই সরোবরে গিয়াও স্নান না করিয়া মলিন অবস্থায় ফিরিয়া আসে—গৃহস্থ হইয়া যায়, তবে জনগণ তাহাকেই দোষারোপ করিবে যে, 'এই ব্যক্তি বুদ্ধ ধর্মে প্রব্রজিত হইয়া তাহাতে স্থির থাকিতে অসমর্থের দরুন গৃহী হইয়াছে।' নিজে উদ্যেগ না করিলে বুদ্ধধর্ম স্বয়ং তাহাকে শুদ্ধ করিতে পারিবে? আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে বুদ্ধধর্মের কী দোষ?

২০. মহারাজ, কোনো ব্যক্তি কঠিন রোগে পীড়িত হইয়া এক চিকিৎসকের নিকট গেল, যিনি রোগ-নির্ণয়ের অভিজ্ঞ ও চিকিৎসা বিষয়ে অব্যর্থ ও সিদ্ধহস্ত। অথচ যদি সেই ব্যক্তি চিকিৎসা না করাইয়া ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে লোকে কাহার নিন্দা করিবে—রোগীর না চিকিৎসকের?"

"ভন্তে, লোকে রোগীকে দোষারোপ করিবে যে, 'এমন চিকিৎসকের নিকট গিয়াও এই ব্যক্তি চিকিৎসা না করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।' রোগী নিজে অনিচ্ছুক হইলে চিকিৎসক কি জোর করিয়া চিকিৎসা করিতে পারে? ইহাতে চিকিৎসকের দোষ কী?"

"মহারাজ, সেইরূপ বুদ্ধ নিজের ধর্মভাণ্ডারে কেবল সর্ববিধ ক্লেশব্যাধি উপশম-কারক অমৃতৌষধ রাখিয়াছেন। 'যাহারা চতুর ও বুদ্ধিমান তাহারা এই অমৃতৌষধ সেবন করিয়া সর্ববিধ ক্লেশ-ব্যাধি উপশম করিবে।' যদি কেহ সেই ওষুধ সেবন না করিয়া স্বীয় কলুষের দরুন ফিরিয়া গৃহস্থ হয় তবে লোকে তাহার উপর দোষারোপ করিবে যে, 'এই ব্যক্তি বুদ্ধের ধর্মে প্রব্রজিত হইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারার দরুন গৃহস্থ হইয়াছে।' যে নিজে উদ্যেগ না করিলেন বুদ্ধধর্ম কি তাহাকে জ্ঞান দিতে পারিবে! ইহাতে বুদ্ধধর্মের দোষ কী?

২১. মহারাজ, যেমন কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি পুণ্যার্থে পরিচালিত বড় অন্নসত্রে উপস্থিত হয়। যদি সে তথায় খাদ্য না খাইয়া ফিরিয়া আসে তবে জণগণ কাহাকে দোষারোপ করিবে—ক্ষুধার্তকে অথবা পুণ্যার্থে পরিচালিত অন্নসত্রকে?"

"ভন্তে, লোকে ক্ষুধার্তকে দোষারোপ করিবে—'সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া অন্নসত্রে গিয়াছিল—ভোজন না করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।' নিজে না খাইলে খাদ্য কি স্বয়ং তার মুখে প্রবেশ করিবে? এখানে খাদ্যের দোষ কী?

মহারাজ, সেই প্রকারণ বুদ্ধের ধর্ম-ভাণ্ডারে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, শান্ত, শিব, প্রণীত, অমৃত ও পরম মধুর **কায়গতা-স্মৃতি** ভোজন সুরক্ষিত আছে, যাহারা ক্লেশকাতর, তৃষ্ণাতুর, চতুর ও বুদ্ধিমান আছেন তাঁহারা এই খাদ্য খাইয়া কামভব, রূপভব, ও অরূপ-ভবের যাবতীয় তৃষ্ণাকুল চিত্তে ফিরিয়া আসে এবং গৃহস্থ হয়, তবে লোকে তাহাকেই নিন্দা করিবে—'সে বুদ্ধধর্মে প্রব্রজিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ না করার দরুন ফিরিয়া আসিয়াছে এবং গৃহস্থ হইয়াছে।' যদি সে নিজে উদ্যোগ না করে তবে বুদ্ধধর্ম কি তাহাকে জোড় করিয়া শুদ্ধ করিতে পারিবে! আচ্ছা, ইহাতে বুদ্ধধর্মের দোষ কী?

২২. মহারাজ, যদি বুদ্ধ কোনো **ফলে**[১] প্রতিষ্ঠিত গৃহীকে প্রব্রজিত করেন, তবে ইহা বলার অর্থ থাকে না যে, প্রব্রজ্যা মানুষের ক্লেশ দূর করে এবং বিশুদ্ধি সাধন করে। তাহা হইলে প্রব্রজ্যার কোনো করণীয় থাকে না।

---

[১]। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্বফলের মধ্যে একটি।

মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি অনেক শত কর্মী নিয়োগ করিয়া দিঘি খনন করাইলেন। উহা তৈয়ার হইবার পর জনসমাজে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'মহাশয়গণ, কাদা-ময়লাযুক্ত কোনো লোক এই দিঘিতে অবতরণ করিবে না, কাদা-ময়লা ধৌত করিয়া পরিশুদ্ধ ও নির্মল ব্যক্তি এই দিঘিতে অবতরণ করিবে।' মহারাজ, যাহারা কাদা-ময়লা ধৌত করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়াছে, সেই দীঘিতে তাহাদের আর কী প্রয়োজন থাকিবে?"

"না ভন্তে, যে কাজের জন্য তাহারা সেই দিঘিতে যাইবে সেই কর্তব্য তাহারা অন্যত্র সমাধা করিয়াছে। এখন সেই দিঘিতে তাহাদের আর কী প্রয়োজন?"

"মহারাজ, সেইরূপই যদি বুদ্ধ কোনো এক ফলে প্রতিষ্ঠিত গৃহীকে প্রব্রজিত করেন তবে গৃহী অবস্থাতে তাহাদের করণীয় শেষ হওয়ায় প্রব্রজ্যায় তাহাদের আর কী প্রয়োজন?

২৩. মহারাজ, কোনো শল্যকর্তা ভিষক আছেন যিনি স্বভাবত প্রাচীন মুনি-ঋষিগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁহাদের শ্রুতি-মন্ত্র ও পদগুলি সযত্নে ধারণ করেন, রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে তর্কাতীত এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে অমোঘ, ধ্রুব, সিদ্ধহস্ত হন। তিনি সর্বরোগহর ওষুধ সমাবেশ করিয়া জনসমাজে ঘোষণা করেন যে, 'মহোদয়গণ, আমার কাছে কোনো রোগী আসিবে না, নীরোগ সুস্থেরা আমার কাছে আসিবে।' মহারাজ, সেই ভিষকের দ্বারা নীরোগ, পরিপূর্ণ সুস্থ ও সবল লোকদের কোনো প্রয়োজন সাধিত হইবে কি?

"না ভন্তে, যেই উদ্দেশ্যে তাহারা সেই ভিষকের কাছে যাইবে তাহাদের সেই করণীয় অন্যত্র সাধিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে সেই চিকিৎসকের আর কী প্রয়োজন?"

"মহারাজ, সেইরূপেই যদি বুদ্ধ কোনো এক ফলে প্রতিষ্ঠিত গৃহীকে প্রব্রজিত করেন তবে গৃহী অবস্থাতেই তাহাদের করণীয় শেষ হইয়া যাওয়ায় আর প্রব্রজ্যায় কি প্রয়োজন থাকিবে?

২৪. মহারাজ, কোনো পুরুষ অনেক শত থলি ভোজন সুসজ্জিত করিয়া জনসমাজে এই ঘোষণা করেন : 'এই খাদ্য পরিবেশন স্থানে কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা আসিতে পারিবে না। যাহারা উত্তমরূপে ভোজন করিয়াছে, যাহারা পরিতৃপ্ত সন্তুষ্ট ও প্রীতি হইয়াছে আর যাহাদের পেট ভরিয়া গিয়াছে, কেবল তাহারাই আসিতে পারিবে।' মহারাজ, তাহা হইলে সেই পেটভরা লোকদের, এই ভোজন দ্বারা কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কি?"

"না ভন্তে, যাহার জন্য তাহারা এই ভোজনশালায় আসিবে সেই করণীয় তাহাদের অন্যত্র সিদ্ধ হইয়াছে। এই ভোজনশালা তাহাদের আর কী কাজে লাগিবে?"

"মহারাজ, এই প্রকারেই, যদি বুদ্ধ কোনো এক ফলে প্রতিষ্ঠিত গৃহীকে প্রব্রজিত করেন তবে গৃহী অবস্থাতেই তাহার করণীয় সমাপ্ত হওয়ায় তাহার প্রব্রজ্যা আর কী প্রয়োজন?

২৫. মহারাজ, কিন্তু যাহারা প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়া গৃহী হন, তাঁহারাও বুদ্ধধর্মের পঞ্চবিধ অতুল্য গুণ দেখিতে পারেন। সেই পঞ্চবিধ গুণ কী কী? (১) তাঁহারা প্রব্রজ্যাভূমির মহত্ত্ব দেখিতে পারেন। (২) প্রব্রজ্যার শুদ্ধ ও নির্মল ভাব দেখেন। (৩) পাপসহ সংঘে বসবাসের অযোগ্যতা দেখেন। (৪) ধর্মের দুর্ভেদ্য ভাব দেখেন, এবং (৫) ভিক্ষু থাকিলে বহু সংযম রক্ষা করা উচিত এই ভাব দেখেন।

২৬. (১) কী প্রকারে প্রব্রজ্যা ভূমির মহত্ত্ব দেখেন?

মহারাজ, যদি কোনো লোক দরিদ্র নগণ্যবুদ্ধি ও বৈশিষ্ট্যহীন লোক বড় রাজ্য লাভ করে তবে অচিরেই তাহার রাজ-ঐশ্বর্য হইতে তাহার পতন, ধ্বংস ও পরিহানি ঘটে। সে রাজৈশ্বর্য ধারণ করিতে পারে না। ইহার কারণ কী? ঐশ্বর্যের মহত্ত্বই ইহার কারণ।

মহারাজ, সেইরূপ যদি পুণ্য ও বৈশিষ্ট্যহীন নির্বোধ ব্যক্তিরা জিনশাসনে প্রব্রজিত হয় তবে তাহারা সেই অত্যুত্তম প্রব্রজ্যা ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া জিনশাসন হইতে অচিরে পতিত, ধ্বংস ও পরিহীন হইয়া গৃহী হয়। তাহারা জিনশাসন সহ্য করিতে পারে না। ইহার কারণ কী? জিনশাসনে প্রব্রজ্যাভূমির মহত্ত্বই ইহার কারণ। এইরূপে তাঁহারা প্রব্রজ্যাভূমির মহত্ত্ব দর্শন করেন।

২৭. (২) প্রব্রজ্যার শুদ্ধ ও নির্মলভাব কী প্রকারে দেখেন?

মহারাজ, যেমন পদ্মপত্রে জল পড়িলে উহা সঞ্চালিত হয়, বিক্ষিপ্ত হয় ও পড়িয়া যায়, একস্থানে স্থির থাকে না, লিপ্ত হয় না। ইহার কারণ কী? পদ্মপত্রের পরিশুদ্ধি ও নির্মলতাই ইহার কারণ। মহারাজ, সেইরূপ শঠ, কপট, বঞ্চক, কুটিল ও বিষয়-দৃষ্টিসম্পন্ন যেই সকল লোক জিনশাসনে প্রব্রজিত হয়, তাহারা বিশুদ্ধ, নির্মল, নিষ্কণ্টক, স্বচ্ছ, পরম উৎকৃষ্ট শাসন হইতে অচিরেই বিচিলিত, বিক্ষিপ্ত, অস্থির ও অসংলগ্ন হইয়া হীনাবস্থায় ফিরিয়া গৃহী হয়। ইহার কারণ কী? জিনশাসনের নির্মলতা ও পবিত্রতাই ইহার কারণ। এইরূপে তাঁহারা শুদ্ধ ও নির্মল ভাব দর্শন করেন।

২৮. (৩) কী প্রকারে পাপসহ সংঘে বসবাসের অযোগ্যতা দেখেন?

মহারাজ, যেমন মহাসমুদ্রে মৃতদেহ থাকিতে পারে না, যদি সমুদ্রে মৃত কলেবর পতিত হয় তবে তাহা সত্বর তীরে উপনীত হয়, সৈকতে উঠিয়া যায়। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ সমুদ্র কেবল প্রাণীদের নিবাস স্থান। মহারাজ, সেইরূপ যে সকল প্রাণী, অসংযমী, নির্লজ্জ, হীনবীর্য, আলস্যপরায়ণ ও কলুষচিত্ত দুর্জনেরা বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়, তাহারা অচিরে অর্হৎ, বিমল ক্ষীণাস্রবরূপ মহাপ্রাণীদের বাসস্থান সদৃশ এই জিনশাসনে বাস করিতে অসমর্থ হেতু বাহির হইয়া গৃহী হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু বুদ্ধশাসন পাপীদের বাসের অযোগ্য স্থান। এইরূপে তাহারা পাপসহ সংঘবাসের অযোগ্যতা দর্শন করেন।

২৯. (৪) কী প্রকারে ধর্মের দুর্ভেদ্য ভাব দেখেন?

মহারাজ, যেমন কোনো অদক্ষ, অশিক্ষিত, শিল্পজ্ঞানহীন ও মতিভ্রম তিরন্দাজ শরনিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে না পারার দরুন সরিয়া পড়ে, অন্যত্র গমন করে। ইহার কারণ কী? যেহেতু লক্ষ্য অতি শুদ্ধ সূক্ষ্ম এবং দুর্ভেদ্য। মহারাজ, এইরূপ যেকোনো অবোধ অক্ষম হতবুদ্ধি মুর্খ ও দ্বিধাগ্রস্তচিত্ত লোকেরা জিনশাসনে প্রব্রজিত হয়; তাহারা চারি আর্যসত্যের সেই অতি শুদ্ধ, সূক্ষ্ম তত্ত্বরাজি হৃদয়ঙ্গম করিতে অসামর্থ্যের দরুন স্খলিত হইয়া অচিরে গৃহী হইয়া যায়। ইহার কারণ কী? যেহেতু আর্যসত্যের পরম শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম ভাব অতি দুর্জ্ঞেয়। এই প্রকারে দুর্জ্ঞেয় ভাব দেখিতে পারেন।

৩০. (৫) কী প্রকারে বহু পালনীয় সংযম দেখেন?

মহারাজ, যেমন কোনো পুরুষ মহাযুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইল, তথায় সে আশেপাশে সমীপস্থ স্থানে শত্রুসেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। অস্ত্রহস্তে শত্রুগণ নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া সে ভীত ও অবসন্ন হয় আর ফিরিয়া পলায়ন করে। ইহার কারণ কী? যেহেতু সমরে বহুবিধ যুদ্ধ-মুখ রক্ষা করিতে হয়। মহারাজ, তদ্রুপ যে সকল পাপাচারী, অসংযমী, অন্যায় কাজে লজ্জাহীন, অকমর্ণ্য. ধৈর্যহীন, চপল, চঞ্চল, অধম ও মুর্খজন জিনশাসনে প্রব্রজিত হয়; তাহারা বহুবিধ শিক্ষাপদ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া অবসন্ন ও নিবৃত্ত হয় এবং পলায়ন করিয়া অচিরে গৃহী হইয়া যায়। ইহার কারণ কী? যেহেতু জিনশাসনে বহুবিধ সংযম অবশ্যই পালন করিতে হয়। এই প্রকারে বহুবিধ সংযম রক্ষা করা উচিত, তাহারা ইহা দর্শন করেন।

৩১. মহারাজ, স্থলজ পুষ্পের মধ্যে সর্বোত্তম গুচ্ছেও কিছু কিছু কীটদষ্ট ফুল থাকে। সেই সঙ্কোচিত মুকুলগুলি গুচ্ছের ভিতর হইতে ঝরিয়া পড়ে। উহাদের পতনে সেই পুষ্পগুচ্ছ অনাদৃত হয় না। তাহাতে সেই কুসুমগুলি

বিদ্যমান থাকে, উহারা উত্তম গন্ধ দ্বারা দিকবিদিক পরিব্যাপ্ত করে। মহারাজ, সেই প্রকার যাহারা প্রব্রজিত হইয়া অবশেষে গৃহস্থ হয়, তাহারা বর্ণগন্ধ রহিত কদাকার কীটদষ্ট ফুলের ন্যায় জিনশাসনে উন্নতি লাভের অযোগ্য হয়। তাহাদের হীন আবর্তনের দরুন জিনশাসন অনাদৃত হয় না। যাঁহারা ভিক্ষুভাবে তাহাতে স্থিত থাকেন, তাঁহারা শীলরূপ সুগন্ধি দ্বারা দেব-নরলোক পরিব্যাপ্ত করেন।

মহারাজ, যেমন নীরোগ লাল শালি ধান্যের মধ্যে করুম্ভক নামে আগাছা উৎপন্ন হইয়া ভিতরেই বিনষ্ট হয়, উহাদের বিনষ্টের দরুন লাল শালি অনাদৃত হয় না, তাহাতে যে সকল শালি থাকে, উহারা রাজ্যভোগ্য হইয়া থাকে, মহারাজ, সেই প্রকার যাহারা জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়া হীন আবর্তন করে, তাহারা লাল শালির করুম্ভকের ন্যায় জিনশাসনে বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত না হইয়া ইতিমধ্যে গৃহী হইয়া যায়। অথচ তাহাদের গৃহী হওয়ার দরুন বুদ্ধধর্ম অনাদৃত হয় না। যে সকল ভিক্ষু তাহাতে স্থির থাকেন তাঁহারা অর্হতের অনুরূপ হন।

৩২. মহারাজ, কামদ মণিরত্নের একাংশে ক্বচিৎ রুক্ষতা উৎপন্ন হয়। তাহাতে রুক্ষতা উৎপত্তির দরুন মণিরত্ন অনাদৃত হয় না। মণিরত্নের যেই পরিশুদ্ধ অংশ থাকে, তাহা জনগণের আনন্দ বর্ধন করে। মহারাজ, সেইরূপ যাহারা জিনশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অবশেষে গৃহী হয়, তাহারা জিনশাসনে শুষ্ক ছালটি বিশেষ। তাহাদের প্রব্রজ্যা ত্যাগের দরুন জিনশাসন কলুষিত হয় না। ভিক্ষুভাবে যাহারা স্থির থাকেন তাঁহারা দেবমানবের আনন্দবর্ধক হন।

৩৩. মহারাজ, উচ্চ জাতের রক্তচন্দনও পঁচা লাগিয়া গন্ধহীন হয়। সেই কারণে রক্তচন্দন অনাদৃত হয় না। তাহাতে যে অংশ তাজা ও সুগন্ধযুক্ত থাকে, তাহা চতুর্দিকে সুগন্ধ বিস্তার করে, পরিব্যাপ্ত হয়। মহারাজ, তদ্রুপ যাহারা জিনশাসনে প্রব্রজিত হইয়া পরে গৃহী হয়, তাহারা রক্তচন্দনের মধ্যে পঁচা অংশের ন্যায় জিনশাসনে পরিত্যাজ্য হয়। যাহারা ভিক্ষুভাবে স্থিত থাকেন, তাঁহারা দেব-মনুষ্যলোকে শীলরূপ চন্দনের সুগন্ধ দ্বারা জগৎকে প্রমোদিত করেন।”

“সাধু, ভন্তে নাগসেন, একের পর এক যুক্তি ও উপমা দ্বারা আপনি জিনশাসনকে নির্দোষ প্রমাণিত করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে চীবর ত্যাগ করিয়া গৃহী হইয়াও তাঁহারা জিনশাসনের শ্রেষ্ঠত্বই প্রকাশ করেন।”

অর্হৎদের বেদনার অনুভূতি

৩৪. "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন যে, 'অর্হৎগণ একমাত্র শারীরিক বেদনা অনুভব করেন, মানসিক নহে।' ভন্তে, অর্হতের মন কি দেহকে আশ্রয় করিয়া চলে? দেহের উপর অর্হৎগণের কোনো অধিকার ও স্বাধীনতা নাই কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, সেইরূপই।"

"ভন্তে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে যে, নিজের চিত্ত প্রচলিত থাকার সময়ে অর্হৎগণ দেহের উপর অধিকারী ও স্বাধীন থাকিতে পারে না। ভন্তে, পক্ষীও যে বাসায় বাস করে তাহার উপর অধিকারী হয়।"

৩৫. "মহারাজ, এই দশবিধ দেহানুগত গুণ জন্মে জন্মে দেহের অনুসরণ করে, অনুপরিবর্তন করে। সেই দশগুণ কী কী? (১) শীত, (২) উষ্ণ, (৩) ক্ষুধা, (৪) পিপাসা, (৫) পায়খানা, (৬) প্রস্রাব, (৭) তন্দ্রালস্য, (৮) জরা, (৯) ব্যাধি ও (১০) মৃত্যু। মহারাজ, এই সকল বিষয়ে অর্হৎগণের কোনো অধিকার, স্বাধীনতা কিংবা বশিতা চলে না।"

"ভন্তে, কী কারণে দেহের প্রতি অর্হতের আদেশ ও প্রাধান্য চলে না? দয়া করিয়া আমাকে ইহার কারণ বলুন।"

"মহারাজ, পৃথিবীর উপর যে সকল প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া বাস করে, বিচরণ করে ও জীবিকা নির্বাহ করে। অথচ মহারাজ, পৃথিবীর উপর তাহাদের আদেশ কিংবা আধিপত্য চলে কি?"

"না ভন্তে!"

মহারাজ, এই প্রকারে অর্হতের চিত্ত দেহাশ্রয়ে চলে, কিন্তু দেহের উপর অর্হতের কোনো আদেশ বা আধিপত্য চলে না।"

৩৬. "ভন্তে নাগসেন, কী কারণে সাধারণ লোক দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ বেদনা অনুভব করে?"

"মহারাজ, সাধারণ লোকের চিত্ত ভাবনায় বশীভূত হয় নাই। সেই কারণে তাহারা দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ বেদনা অনুভব করে।"

"মহারাজ, যেমন ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর কোনো গরুকে অতি দুর্বল সামান্য তৃণরজ্জু কিংবা লতা দ্বারা খুঁটিতে বাধা যায়। কিন্তু যখন সেই গরু প্রকোপিত হয় তখন সে খুঁটিসহ ধাবিত হয়। মহারাজ, এইরূপে প্রভাবিত চিত্তের বেদনা উৎপন্ন হইয়া চিত্তকে প্রকোপিত করে, প্রকোপিত চিত্ত দেহকে আন্দোলিত, প্রকোপিত ও যথেচ্ছ পরিবর্তিত করে। মহারাজ, এই ক্ষেত্রে

ইহাই কারণ, যদ্বারা সাধারণ লোক দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ বেদনা অনুভব করে।"

"ভন্তে, যেই কারণে অর্হৎগণ কেবল দৈহিক বেদনা অনুভব করেন, সেই কারণ কী?"

মহারাজ, অর্হতের চিত্ত সমাধি ভাবনায় সুভাবিত, উত্তমরূপে দমিত, বাধ্য ও আজ্ঞাবহ হয়। সুতরাং তিনি যখন দৈহিক দুঃখবেদনার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন, তখন সংসারের অনিত্যতার ধারণাকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করেন, সমাধিরূপ স্তম্ভে স্বীয় চিত্তকে আবদ্ধ করেন। এই প্রকারে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইতে পারে না। উহা স্থির ও অবিক্ষিপ্ত থাকে। বেদনার বিকারজনিত বিস্ফারণের দ্বারা তাঁহার দেহ আলোড়িত, প্রকোপিত ও আমূল পরিবর্তিত হয়; মহারাজ, এই ক্ষেত্রে ইহাই কারণ, যাহাতে অর্হৎগণ কেবল দৈহিক বেদনা অনুভব করেন।"

৩৭. "ভন্তে নাগসেন, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে অর্হতের দেহ চঞ্চল হইলেও চিত্ত অচঞ্চল থাকে। এই সম্বন্ধে যুক্তি দিয়া আমাকে বুঝান।"

"মহারাজ, যেমন এক অতি বৃহৎ বৃক্ষ আছে। উহার কাণ্ড অনেক মোটা এবং শাখা-প্রশাখা বহু দীর্ঘ। যখন জোরে বায়ু প্রবাহিত হয় তখন উহার মোটা কাণ্ড কি আন্দোলিত হয়?"

"না ভন্তে, সেইরূপ হয় না।"

"মহারাজ, সেইরূপই অর্হৎগণ দুঃখ বেদনায় স্পৃষ্ট হইয়া সংসারের অনিত্যতার ধারণা দৃঢ়রূপে গ্রহণ করেন। সমাধিরূপ স্তম্ভে স্বীয় চিত্তকে আবদ্ধ রাখেন। সেই সমাধি স্তম্ভে উপনিবদ্ধ তাঁহার চিত্ত কম্পিত হয় না, বিচলিত হয় না। অবিক্ষিপ্তভাবে স্থিত থাকে। বেদনার বিকার-জনিত বিস্ফোরণের দ্বারা তাঁহার দেহ আলোড়িত, প্রকম্পিত ও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তাঁহার চিত্ত বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় অকম্পিত ও অবিচলিত থাকে।"

"ভন্তে নাগসেন, বড়ই আশ্চর্য ও অদ্ভুত যে এইরূপ সর্বদা প্রজ্জ্বলিত ধর্মপ্রদীপ আমি আর দেখি নাই।"

ধর্মজ্ঞান লাভের অন্তরায়

৩৮. ভন্তে নাগসেন, কোনো গৃহী পারাজিক পাপ[১] করিয়াছে।

---

[১]। মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ-হত্যা, ভিক্ষুণী-দূষক, বুদ্ধের রক্তপাত ও সংঘভেদ; এইগুলি গৃহীদের গুরুতর পাপ।

পরবর্তীকালে সে প্রব্রজিত হয়। সে নিজেও জানে না যে সে পারাজিক পাপ করিয়াছে। অপর কেহও তাহাকে বলে নাই যে, 'তোমার পারাজিক পাপ হইয়াছে।' যদি লোকোত্তর মার্গফল লাভের নিমিত্ত উদ্যোগ করে তবে তাহার উহা সফল হইবে কি?"

"না মহারাজ, হইবে না।"

"ভন্তে, কী কারণে?"

"মহারাজ, মার্গফল লাভের তাহার যে হেতু ছিল উহা সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেই কারণে তাহার সফলতা লাভ হইবে না।"

৩৯. "ভন্তে, আপনারা বলেন যে, নিজের পাপ জানিলে মনে অনুতাপ হয়, অনুতাপ হইলে চিত্ত আবৃত হয়, আর আবৃত চিত্ত মার্গফল লাভের অযোগ্য। কিন্তু পাপ যে সম্বন্ধে জানে না, তাহার অনুতাপ হয় না। সুতরাং চিত্তও আবৃত হয় না। তখন শান্ত চিত্তে অবস্থানকারীর পক্ষে কী কারণে লোকোত্তর ধর্ম ও জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না? এই জটিল প্রশ্ন পরস্পর বিষম পথে গমন করে। এই বিষয় একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিন।"

"মহারাজ, সুকর্ষিত কর্দমাক্ত ভূমিতে (বীজতলায়) শারদীয় শস্যবীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইবে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, অঙ্কুরিত হইবে।"

"মহারাজ, অথচ সেই একই বীজ কঠিন পার্বত্য পাষাণ-ফলকে বপন করিলে অঙ্কুরিত হইবে কি?"

"না ভন্তে, হইবে না।"

"মহারাজ, কী কারণে সেই একই বীজ কর্দমাক্ত ভূমিতে অঙ্কুরিত হয়, আর কেন তাহা কঠিন পাষাণে অঙ্কুরিত হয় না।"

"ভন্তে, কঠিন পাষাণে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইবার হেতু নাই, হেতু ব্যতীত জীব অঙ্কুরিত হয় না।"

"মহারাজ, এই প্রকারই যে হেতু দ্বারা তাহার লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে তাহার সেই হেতু সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে হেতু ব্যতীত লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান লাভ হয় না।"

৪০. "মহারাজ, যেমন দণ্ড, লোষ্ট্র, মুদ্গার, লগুড় প্রভৃতি মাটিতে স্থিত থাকে। সেইরূপ উহারা আকাশে স্থিত থাকিবে কি?"

"না ভন্তে, থাকিবে না।"

"মহারাজ, ইহার কারণ কী? যেহেতু উহারা মাটিতে থাকে। কিন্তু কী কারণে উহারা আকাশে স্থিত থাকে না?"

"ভন্তে, আকাশে উহাদের প্রতিষ্ঠার হেতু নাই, হেতু ব্যতীত উহারা আকাশে স্থিত থাকিতে পারে না।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই তাহারা সেই দোষের দরুন লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান লাভের হেতু সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। হেতু নষ্ট হইলে অহেতুকের ধর্মজ্ঞান লাভ হয় না।"

৪১. "মহারাজ, যেমন স্থলে অগ্নি জ্বলিয়া থাকে, সেইরূপ জলে সেই অগ্নি জ্বলিবে কি?"

"না ভন্তে, জ্বলিবে না।"

"মহারাজ, এই ক্ষেত্রে কারণ কী? যে কারণে সেই একই অগ্নি স্থলে জ্বলিয়া থাকে কিন্তু জলে জ্বলে না?"

"ভন্তে, অগ্নি জ্বলিবার মতো জলে হেতু নাই, হেতু ব্যতীত অগ্নি জ্বলে না।"

"মহারাজ, সেইরূপই তাহার সেই দোষে লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান লাভের হেতু সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। হেতু নষ্ট হইলে, অহেতুকের পক্ষে লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই।"

৪২. "ভন্তে নাগসেন, এই বিষয়ে পুনরায় একটু চিন্তা করুন। ইহাতে আমার চিত্তের সংগতি হইতেছে না যে, অজানিত ব্যক্তির অনুতাপ না থাকিলে আবরণ কেন হয়। যুক্তি দিয়া আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।"

"মহারাজ, কেহ না জানিয়া হলাহল বিষ পান করিল। তাহাতে সে মরিবে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, নিশ্চয় মরিবে।"

"মহারাজ, সেইরূপ না জানিলেও কৃত গুরুতর পাপ লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান লাভের অন্তরায়কর হয়।

মহারাজ, কেহ না জানিয়া অগ্নি আক্রমণ করিলে তাহাতে সে দগ্ধ হইবে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, দগ্ধ হইবে।"

"মহারাজ, এই প্রকারই না জানিয়া পাপ করিলে তাহা লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান লাভের অন্তরায়কর হয়।

মহারাজ, না জানিলেও যাহাকে সর্প দংশন করিয়াছে, তাহার মৃত্যু ঘটিবে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, নিশ্চয় ঘটিবে।"

"মহারাজ, সেইরূপ না জানিয়া পাপ করিলে তাহা লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান

লাভের অন্তরায়কর হইবে।

মহারাজ, কলিঙ্গরাজ শ্রমণ কৌলণ্য **সপ্তরত্ন** পরিবৃত হইয়া হস্তীতে আরোহণপূর্বক আত্মীয় দর্শনের নিমিত্ত যাইবার সময় না জানিলেও বোধিমণ্ডপের উপরে যাইতে পারেন নাই। মহারাজ, ইহাই এই ক্ষেত্রে কারণ, যেই কারণে না জানিয়া পাপ করিলেও তাহা লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান লাভের অন্তরায়কর হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধভাষিত বিষয় কেহ অন্যথা করিতে পারে না। আমি এই সম্বন্ধে স্বীকার করি।"

দুঃশীলতার পার্থক্য

৪৩. "ভন্তে নাগসেন, একজন গৃহী দুঃশীল (= দুরাচারী) ও একজন ভিক্ষু দুঃশীলের মধ্যে তারতম্য কি, প্রভেদ কী? তাহাদের দুঃশীলতা একই সমান, উভয়ের ফলও এক সমান হয়? অথবা দুইয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে?"

"মহারাজ, গৃহী দুঃশীল অপেক্ষা ভিক্ষু দুঃশীলের এই দশবিধ গুণে অধিকতর বিশেষত্ব আছে। আবার দশবিধ কারণে ভিক্ষু নিজের প্রাপ্ত দক্ষিণা (= দান) বিশুদ্ধ করেন।

সেই দশবিধ গুণ কী কী যাহাতে গৃহী দুঃশীল অপেক্ষা ভিক্ষু দুঃশীলের অধিকতর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

মহারাজ, ভিক্ষু দুঃশীল হইলেও (১) বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, (২) ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, (৩) সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, (৪) সতীর্থগণের প্রতি বিশ্বাস রাখেন, (৫) ধর্মবিষয়ে অধ্যয়নশীল ও গবেষণায় উদ্যোগী হন, (৬) ধর্ম শ্রবণে বহু আগ্রহন্বিত হন, (৭) মহারাজ, শীলভ্রষ্ট হইলেও দুঃশীল অবস্থায় সভায় গমন করিলে তিনি শিষ্ট ব্যবহার করেন। (৮) পরনিন্দার ভয়ে দৈহিক ও বাচনিক সংযম রক্ষা করেন, (৯) তাহার চিত্ত উন্নতি অভিমুখী থাকে এবং (১০) তিনি ভিক্ষু-সংজ্ঞার অন্তর্গত হন। মহারাজ, ভিক্ষু দুঃশীল দৈবাৎ পাপ করিলেও তাহা গোপনে আচরণ করেন। মহারাজ, যেমন কোনো সধবা নারী পাপ করিলে তাহা গোপনে লুকাইয়া আচরণ করে, সেইরূপ দুঃশীল ভিক্ষু অন্যায় করিলেও তাহা গোপনে আচরণ করেন। মহারাজ, এই দশবিধ গুণ, যাহা গৃহী দুঃশীল অপেক্ষা ভিক্ষু দুঃশীলের অধিকতর বিশেষত্ব প্রমাণিত করে।

৪৪. কোন দশ কারণে ভিক্ষু নিজের প্রাপ্ত দক্ষিণা অধিকতর বিশুদ্ধ

করেন? (১) ভিক্ষুবেশ বা নির্দোষ পোষাক ধারণ হেতু নিজের দক্ষিণা বিশুদ্ধ কনে। (২) ঋষিচিহ্নের ন্যায় মুণ্ডিতমস্তক ধারণের দরুন দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন। (৩) ভিক্ষুসংঘের অন্তর্গত হওয়ায় তিনি নিজের দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন। (৪) বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হওয়ার দরুন তিনি নিজের দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন। (৫) চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার পরিবেশে বাসের নিমিত্ত তিনি দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন। (৬) জিনশাসনের উচ্চ বিষয় অন্বেষণে নিরত থাকায় তিনি দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন। (৭) উত্তম ধর্মোপদেশ দিয়াও তিনি নিজের দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন। (৮) ধর্মদ্বীপে গতিশীলতার দরুন তিনি নিজের দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন। (৯) 'বুদ্ধ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এই বিষয়ে একান্ত সোজা ধারণা পোষণের দরুন তিনি নিজের দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন। এবং (১০) উপোসথ ব্রত পালন করার নিমিত্ত তিনি নিজের দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন। মহারাজ, এই দশবিধ কারণে ভিক্ষু নিজের দক্ষিণা অধিকতর বিশুদ্ধ করেন।

মহারাজ, দুঃশীল ভিক্ষু নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও দাতাদের প্রদত্ত দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন। যেমন যত ঘন কলল কর্দম রজ ময়লা হউক না কেন জল সমস্তই পরিষ্কার করে। মহারাজ, সেইরূপ ভিক্ষু দুঃশীল হইলেও নিজে বিপন্ন হইয়া দাতাদের প্রদত্ত দক্ষিণা সফল করিয়া তোলেন।

মহারাজ, যেমন সুপক্ব গরম জল প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধকে নির্বাপিত করে, সেইরূপ নিজেকে বিপন্ন করিয়াও দুঃশীল ভিক্ষু দাতাদের প্রদত্ত দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন। মহারাজ, যেমন খাদ্য সুস্বাদু না হইলেও মানুষের ক্ষুধার দুর্বলতা নিবৃত্ত করে, সেইরূপ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও দুঃশীল ভিক্ষু দাতাদের প্রদত্ত দক্ষিণা বিশুদ্ধ করেন।

মহারাজ, দেবাতিদেব বুদ্ধ '**মধ্যমনিকায়ে**' 'দক্ষিণাভিবঙ্গ সূত্রে' বলিয়াছেন :

> 'যিনি নিজে শীলবান হইয়া প্রসন্ন চিত্তে
> ধর্মার্জিত দ্রব্য দুঃশীলকে দান করেন এবং
> উদার কর্মফলে বিশ্বাস রাখেন, তাঁহার
> সেই দক্ষিণা দাতার পক্ষে বিশুদ্ধ হয়'।"

"ভন্তে নাগসেন, বড়ই আশ্চর্য! বড়ই অদ্ভুত!! আমরা সামান্য প্রশ্ন করিয়াছি। আপনি যুক্তি-উপমা দ্বারা তাহা অমৃতমধুর ও শ্রবণীয় করিয়াছেন। ভন্তে, যেমন দক্ষ পাচক বা পাচকের অন্তেবাসী সামান্য মাত্র মাংস লাভ করিয়া নানাবিধ মশলা সংযোগে রন্ধন করিয়া উহা রাজার ভোগ্য করিয়া তোলে, ভন্তে, সেইরূপ আম রা সামান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আর আপনি

তাহা যুক্তি-উপমা দ্বারা প্রকাশ করিয়া অমৃত-মধুর ও শ্রবণযোগ্য করিয়াছেন।

জলের প্রাণ আছে কি?

৪৫. "ভন্তে নাগসেন, এই জল অগ্নিতে তপ্ত হইবার সময় পুট্‌পুট্‌ ভুট্‌ভুট্‌ ইত্যাদি অনেক প্রকার শব্দ করিয়া থাকে। ভন্তে, জল কি জীবিত? ক্রীড়া করিবার সময় শব্দ করে কি? অথবা অন্যের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া শব্দ করে?"

"মহারাজ, জল জীবিত নহে, জলে প্রাণ বা জীবন নাই (প্রাণী থাকিতে পারে)। অথচ মহারাজ, অগ্নিসন্তাপবেগের আধিক্য-হেতু জল অনেক প্রকার শব্দ করে।"

"ভন্তে, কোনো কোনো ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা জল জীবিত মনে করিয়া শীতল জল ত্যাগ করেন এবং জল উত্তপ্ত করিয়া গরম গরম পান করেন। তাঁহারা আপনাদের নিন্দা, কুৎসা প্রচার করেন যে, 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একেন্দ্রিয় জীবকে কষ্ট দিতেছেন।' তাঁহাদের সেই নিন্দা-কুৎসা নিবারণ করুন, নিরসন করুন, অপসারণ করুন।"

"মহারাজ, জল জীবিত নহে, জলে প্রাণ বা জীবন নাই। কিন্তু অগ্নিসন্তাপের বেগ অধিক হইলে জলে নানা প্রকার শব্দ হয়।

মহারাজ, যেমন পরিখা, সরিৎ, সরোবর, হ্রদ, পুকুর, কন্দর গহ্বর ও পাতকুয়ার জল গরম বায়ুর বেগ প্রবল হইলে ক্ষয় হয় ও শুকাইয়া যায়। কিন্তু তাহাতে কি জল অনেক প্রকার শব্দ করে?"

"না ভন্তে, নীরবে শুকাইয়া যায়।"

"মহারাজ, যদি জল জীবিত থাকিত তবে সেই স্থানে শব্দ করিত। এই কারণেও জানিতে হইবে যে, 'জলে প্রাণ বা জীবন নাই। অগ্নিসন্তাপ বেগ অধিক হওয়াতেই জলে নানা প্রকার শব্দ হয়।'

৪৬. মহারাজ, পরবর্তী অপর কারণও শুনুন যে জলে জীব বা প্রাণ নাই। অগ্নিসন্তাপবেগের আধিক্যহেতু জল শব্দ করে। যখন জল তণ্ডুলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভাজনে সজ্জিত হইয়া থাকে, এখনো উনুনে স্থাপিত হয় নাই... এই অবস্থায় কি জল শব্দ করে?"

"না ভন্তে, তখন জল অচল ও অতি শান্ত থাকে।"

"মহারাজ, সেই একই ভাজনে স্থিত সেই একই জল যদি অগ্নি জ্বালিয়া উনুনে স্থাপিত হয় তবে সেই ক্ষেত্রে জল অচল ও শান্ত থাকিবে কি?"

"না ভন্তে, তখন জল চঞ্চল হয়, ক্ষুব্ধ হয়, পঙ্ক হয়, পঙ্কিল হয়, ঊর্মি উৎপাদন করে, ঊর্ধ্ব-অধ, দিগ্‌বিদিক গমন করে, উঠা-নামা করে, ফেনিল হয়। ভন্তে স্বাভাবিক জল কখনো চঞ্চল হয় না। কিন্তু অগ্নিগত জল সন্তাপবেগ অধিক হওয়ায় অনেক প্রকার শব্দ করে।"

"মহারাজ, এই কারণেও জানিতে হইবে যে, 'জলে প্রাণ বা জীবন নাই, অগ্নিসন্তাপ-বেগ অধিক হইলেই জল শব্দ করিয়া থাকে।'

৪৭. মহারাজ, তৎপর অপর কারণও শুনুন,। মহারাজ, সেই জল প্রতি গৃহে কলসগত হইয়া ঢাকা থাকে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, ঢাকা থাকে।"

"মহারাজ, তখন কি জল চঞ্চল হয়?"

"না ভন্তে, কলসে স্থিত জল স্বাভাবিক ও অচল থাকে।"

"মহারাজ, আপনি কি পূর্বে শুনিয়াছেন যে, মহাসমুদ্রে জল চঞ্চল হয়, ক্ষুব্ধ হয়, আবর্তিত হয়, আবিল হয়, মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, ঊর্ধ্ব-অধ, দিগ্‌বিদিক গমন করে, উপরে উঠে, নিচে নামে, ফেনপুঞ্জ হয়, লাফলাফি করিয়া বেলাভূমিতে আছড়াইয়া পড়ে ও নানা প্রকার শব্দ করে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি পূর্বে শুনিয়াছি এবং স্বয়ং ইহা দেখিয়াছি যে, মহাসমুদ্রে জল শতহস্ত ও দুই শতহস্ত পর্যন্ত আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়।"

"মহারাজ, কী কারণে কলসে স্থিত জল চঞ্চল হয় না, শব্দ করে না? আর কী কারণে মহাসমুদ্রের জল চঞ্চল থাকে ও শব্দ করে?"

ভন্তে, প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহের দরুন মহাসমুদ্রে জল চঞ্চল হয়, শব্দ করে। কিন্তু কলসে স্থিত জল কাহারও দ্বারা আলোড়িত হয় না, সেই কারণে চঞ্চল হয় না, শব্দ করে না।"

"মহারাজ, যেমন বায়ুবেগের প্রাবল্য হেতু মহাসমুদ্রের জল চঞ্চল হয় ও শব্দ করে। সেইরূপ অগ্নিসন্তাপ-বেগের আধিক্য হেতু জলে আলোড়ন সৃষ্টি হয় ও শব্দ করিতে থাকে।

৪৮. মহারাজ, ঢোলের শুষ্ক খোলকে শুষ্ক গো-চর্ম দ্বারা আবৃত করা হয় নহে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে!"

"মহারাজ, ঢোলে প্রাণ বা জীবন আছে?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, কী কারণে ঢোল শব্দ করে?"

"ভন্তে, নারী বা পুরুষের আঘাতে শব্দ করে।"

"মহারাজ, যেমন নারী কিংবা পুরুষের আঘাতে ঢোল শব্দ করে, সেইরূপ অগ্নির অধিক গরমে জল শব্দ করে। এই কারণেও জানা উচিত যে জলে প্রাণ বা জীবন নাই। কিন্তু অগ্নিসন্তাপ বৃদ্ধির দরুন জল শব্দ করে।

মহারাজ, এখন আপনার নিকট আমারও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, যাহাতে এই জটিল প্রশ্নের সুসমাধান হইবে। মহারাজ, সমস্ত ভাজনে স্থিত জল কি তপ্ত করিবার সময় শব্দ করে? অথবা কোনো কোনো ভাজনে তপ্ত হইবার সময়ে শব্দ করে?"

"না ভন্তে, সমস্ত ভাজনে তপ্ত হইবার সময় শব্দ করে, কোনো এক ভাজনে তপ্ত হইবার সময় নহে।"

মহারাজ, তাহা হইলে আপনি নিজের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং পরে আমাদের পক্ষে আসিয়াছেন। জলে প্রাণ বা জীবন নাই। মহারাজ, জল দুই প্রকার হইতে পারে না যে, (১) যাহা শব্দ করে তাহা জীবিত, আর (২) যাহা শব্দ করে না তাহা জীবিত নহে।

মহারাজ, যদি জল জীবিত থাকিত তবে স্থূলদেহবিশিষ্ট হস্তি-নাগদের শুণ্ড দ্বারা আসিঞ্চিত হইয়া মুখে প্রক্ষিপ্ত হইবার সময় অথবা উদরে প্রবেশের সময় সেই জল উহাদের দন্তান্তরে চাপ প্রাপ্ত হইয়া শব্দ করিত। শত হস্ত দীর্ঘ নৌকা গুরুভার বহুশত পণ্যদ্রব্য পূর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মহাসমুদ্রে বিচরণ করে। তাহাদের দ্বারা চাপ প্রাপ্ত জল শব্দ করিত। আর বৃহৎ বৃহৎ তিমি, তিমিঙ্গল, তিমিরপিঙ্গল প্রভৃতি মৎস্যগণ জলাভ্যন্তরে নিমগ্ন হইয়া মহাসমুদ্রের নিবাসস্থানে বাস করিবার সময় যখন খাবি খায় ও শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া করে তখন তাহাদের দন্তান্তরে বা উদয়ান্তরে চাপ প্রাপ্ত সেই জলও শব্দ করিত।

মহারাজ, যেহেতু এইরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রাণীদের পীড়নে প্রপীড়িত জল কোনো শব্দ করে না, সেই কারণেও জানা উচিত যে, 'জলে প্রাণ বা জীবন নাই'। মহারাজ, এই রূপ ধারনা করুন।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, প্রশ্ন দোষমুক্ত হইয়াছে। উপযুক্তভাবে বিভাজিত হইয়াছে। ভন্তে, যেমন মহামূল্য মণিরত্ন সুদক্ষ আচার্য, শিক্ষিত, মণিকারের হাতে পড়িলে কীর্তি, স্তুতি ও প্রশংসা লাভ করে, মুক্তারত্ন মুক্তাশিল্পী বস্ত্ররত্ন বস্ত্রশিল্পীর অথবা রক্তচন্দন গন্ধাজীবের হাতে পড়িলে যেমন কীর্তি, স্তুতি ও প্রশংসা লাভ করে, ভন্তে, সেইরূপ ত্রুটিহীন প্রশ্ন অনুরূপভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। ইহা তদ্রুপেই আমি স্বীকার করি।"

ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত

সপ্তম বর্গ

নিষ্প্রপঞ্চ প্রশ্ন

১. "ভন্তে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা প্রপঞ্চ (=বিভ্রান্তি) মুক্তিতে নিরত হও, প্রপঞ্চ মুক্তির প্রতি তৎপর হইয়া বাস করো।' সেই প্রপঞ্চ মুক্তি কী?"

"মহারাজ, স্রোতাপত্তিফল লাভ প্রপঞ্চ মুক্তি, সকৃদাগামীফল লাভ প্রপঞ্চ মুক্তি, অনাগামীফল লাভ প্রপঞ্চ মুক্তি এবং অর্হত্ত্বফল লাভ প্রপঞ্চ মুক্তি।"

"ভন্তে, যদি স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অর্হত্ত্বফল প্রপঞ্চ মুক্তি হয় তবে কী কারণে এই সকল ভিক্ষুগণ—সূত্র, গেয়্য, গাথা, ব্যাকরণ, উদান (=আনন্দোচ্ছ্বাস), ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম (=বিচিত্র ঘটনা) ও বেদল্ল অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন? নতুন বিহার নির্মাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেন? দান গ্রহণ ও পূজা পরিচালনে জড়িত হন? তাঁহারা বুদ্ধের পরিত্যক্ত কর্ম করিতেছেন নহে কি?"

২. "মহারাজ, যে সকল ভিক্ষু সূত্র, গেয়্য, গাথা, ব্যাকরণ, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম ও বেদল্ল অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন, নববিহার নির্মাণ করেন, দান গ্রহণ ও পূজা পরিচালনায় জড়িত হন, তাঁহারা সকলে প্রপঞ্চমুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যেই তাহা করিয়া থাকেন। মহারাজ, যাঁহারা স্বভাব-পরিশুদ্ধ, যাঁহাদের পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতি সঞ্চিত আছে, তাঁহারা একচিত্তক্ষণেই প্রপঞ্চমুক্ত হন। কিন্তু যে সকল লোক প্রবৃত্তিবহুল তাঁহারা এই প্রক্রিয়া দ্বারা ধীরে ধীরে প্রপঞ্চ মুক্ত হইতে পারেন।

মহারাজ, যেমন কোনো লোক শষ্যক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া চতুর্দিকে বেষ্টনী না দিয়াও নিজের শক্তি ও উদ্যমের দ্বারা ফসল উৎপাদন করেন; আর কোনো ব্যক্তি শস্যক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া বনে গমন করেন এবং তথা হইতে বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া ক্ষেত্রের চতুর্দিকে বেষ্টনী দিয়া ফসল উৎপাদন করেন। এই ক্ষেত্রে পরবর্তী ব্যক্তির ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই বেষ্টনীর অন্বেষণ হইয়া থাকে। মহারাজ, সেইরূপ যাঁহার স্বভাব-পরিশুদ্ধ, পূর্বে সঞ্চিত সুকৃতিবান বেষ্টনী ব্যতীত ফসল লাভী ব্যক্তির ন্যায় তাঁহারা এক চিত্তক্ষণেই প্রপঞ্চ মুক্ত হন। আর যে সকল ভিক্ষু প্রবৃত্তিবহুল তাহারা বেষ্টনী দিয়া ফসল-লাভী ব্যক্তির ন্যায় এই প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমশ প্রপঞ্চ মুক্ত হইতে পারেন।

৩. মহারাজ, যেমন সুবৃহৎ আম্রবৃক্ষের শীর্ষদেশে ফলগুচ্ছ ঝুলিতেছে।

তখন তথায় কোনো ঋদ্ধিমান পুরুষ আসিয়া সেই বৃক্ষের ফল অনায়াসে আহরণ করেন। যাহার ঋদ্ধি নাই সে কাষ্ঠলতা সংগ্রহ করিয়া সোপান নির্মাণ করে এবং উহার সাহায্যে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল আহরণ করে। এই ক্ষেত্রে ফল লাভের উদ্দেশ্যেই তাহাকে সোপান অন্বেষণ করিতে হইয়াছে। মহারাজ, এইরূপে যাঁহারা স্বভাব-পরিশুদ্ধ, পূর্বজন্মের সুকৃতিসম্পন্ন, বৃক্ষফল আহরণকারী ঋদ্ধিমানের ন্যায়, তাঁহারা সোপান সাহায্যে ফল আহরণকারী পুরুষের ন্যায় ক্রমশ সত্যসমূহ অধিগত করেন।

মহারাজ, কোনো এক চতুর লোক অর্থের প্রয়োজনে একাকী মালিকের নিকট উপস্থিত হইয়া উদ্দেশ্য সাধন করেন। আর অপর কোনো ধনবান ব্যক্তি ধনবশে পরিষদ বড় করিয়া উহাদের সহায়তায় উদ্দেশ্য সাধন করেন। এই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই তাহাদের পরিষদ অন্বেষণ করিতে হইয়াছে। মহারাজ, সেই প্রকার যাঁহারা স্বভাব-পরিশুদ্ধ এবং পূর্বজন্মের সুকৃতিসম্পন্ন, তাঁহারা একাকী উদ্দেশ্য সাধনকারীর ন্যায় একই চিত্তক্ষণে ষড়বিধ অভিজ্ঞায় বশিতা অর্জন করেন। আর যে সকল ভিক্ষু প্রবৃত্তিবহুল, তাঁহারা পরিষদের সহায়তায় উদ্দেশ্য সিদ্ধকারী ব্যক্তির ন্যায় এই প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমশ শ্রামণ্যের লক্ষ্য অধিগত হয়।

৪. মহারাজ, বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদনে ধর্মগ্রন্থ অধ্যায়নে বহু উপকার হয়, ধর্ম-সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় উপকার হয়, নতুন বিহার নির্মাণেও উপকার হয়। সেইরূপ দান গ্রহণ ও পূজা পরিচালনে বহু উপকার হয়। মহারাজ, যেমন মন্ত্রী, ভট, সৈন্য, দ্বারপাল, সেনাপতি প্রভৃতি পরিষদ জনের সহিত রাজার সেবক ও কার্যসম্পাদক পুরুষ থাকেন। রাজার কোনো কার্য উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপকার করিতে পারেন। মহারাজ, সেইরূপ বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদনে ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, ধর্মচর্চা, নতুন বিহার নির্মাণ, দানগ্রহণ ও পূজা পরিচালনে বহু উপকার হয়। মহারাজ, যদি সকলেই জন্মগত পরিশুদ্ধ হইত তবে অনুশাসনের প্রয়োজন থাকিত না। সুতরাং ধর্ম শ্রবণের প্রয়োজন আছে। মহারাজ, সারিপুত্র মহাথের অসংখ্য কল্পাধিক অপরিমিত কুশল কর্ম সঞ্চয় করিয়াছেন। প্রজ্ঞার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। তথাপি তিনি ধর্মশ্রবণ ব্যতীত আসবক্ষয়জ্ঞান অর্জন করিতে সমর্থ হন নাই। সেই কারণে মহারাজ, ধর্মশ্রবণ মহা উপকারী তথা অধ্যয়ন, অনুশীলনও। সেই কারণে অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা প্রপঞ্চ মুক্তি সংখ্যা নির্ধারিত হয় না।”

“ভন্তে, প্রশ্ন সুমীমাংসিত হইয়াছে। আমি ইহা তদ্রুপই স্বীকার করি।”

গৃহীর অর্হত্ত্ব

৫. "ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলেন, 'যেকোনো লোক গৃহী অবস্থায় অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহার দ্বিবিধ গতির একটি হয় ইহার অন্যথা হয় না। সেই দিবসেই তাহাকে প্রব্রজিত করিতে হয়, অথবা পরিনির্বাণ লাভ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত তিনি সেই দিবস অতিক্রম করিতে পারেন না।' ভন্তে, যদি তিনি সেই দিবসে আচার্য-উপাধ্যায় কিংবা পাত্রচীবর লাভ না করেন তাহা হইলে কি সেই অর্হৎ স্বয়ং প্রব্রজিত হইবেন, অথবা সেই দিবস অতিক্রম করিবেন? কিংবা অন্য কোনো ঋদ্ধিমান অর্হৎ আসিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা দিবেন অথবা তিনি সেই দিবসে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন?"

"মহারাজ, সেই অর্হৎ আচার্য-উপাধ্যায় ব্যতীত স্বয়ং প্রব্রজিত হইতে পারিবেন না। স্বয়ং প্রব্রজিত হইলে তাঁহার চৌর্য অপরাধ হইবে। অন্য অর্হতের আগমন হউক বা না হউক তিনি সেই দিবস অতিক্রম করিতে পারিবেন না। সেই দিবসেই তাঁহাকে পরিনির্বাণ লাভ করিতে হইবে।"

"ভন্তে, তাহা হইলে অর্হতের শান্তভাব তিরোহিত হয়। যিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন, উহা তাঁহার জীবন হরণ করে।"

মহারাজ, গৃহীবেশ অর্হতের অনুকূল নহে। প্রতিকুল বেশধারী চিহ্নের দুর্বলতা হেতু অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত গৃহী সেই দিনেই প্রব্রজিত হন অথবা পরিনির্বাণ লাভ করেন। মহারাজ, ইহা অর্হতের দোষ নহে। গৃহীবেশে থাকার অযোগ্যতাই ইহার কারণ। গৃহী অবস্থায় এমন শক্তি নাই যাহাতে অর্হত্ত্বকে ধারণ করিতে পারে।

৬. মহারাজ, যেমন খাদ্য সর্ব প্রাণীর আয়ু পালন করে ও জীবন রক্ষা করে। কিন্তু সেই খাদ্য মন্দ ও দুর্বল গ্রহণীয় যুক্ত লোকের বিষম উদরে অজীর্ণের দরুন জীবন হরণ করে। মহারাজ, ইহা খাদ্যের দোষ নহে, অগ্নি দুর্বলতা হেতু ইহা উদরের দোষ। মহারাজ, সেইরূপ অননুকূল ও বিষম বেশে দুর্বল চিহ্নের দরুন অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত গৃহী সেই দিবসেই প্রব্রজিত হন অথবা পরিনির্বাণ লাভ করেন। মহারাজ, এই দোষ অর্হতের নহে। চিহ্ন দুর্বলতায় গৃহী-বেশভূষারই দোষ।

৭. মহারাজ, যেমন গুরুভার পাষাণ উপরে স্থাপিত হইলে সামান্য তৃণশলাকা দুর্বলতাবশত ভাঙ্গিয়া পড়ে, তদ্রুপ মহারাজ, অর্হত্ত্ব লাভী গৃহী সেই বেশে অর্হত্ত্ব ধারণ করিতে পারে না। তদ্ধেতু তিনি সেই দিবসেই প্রব্রজিত হন অথবা পরিনির্বাণ লাভ করেন।

মহারাজ, যেমন স্বল্পপুণ্য, নীচ কুলোদ্ভব, অক্ষম ও দুর্বল মানুষ যদি বৃহৎ রাজ্য লাভ করে তবে সেই ক্ষণে সেই ব্যক্তি অবসন্ন হয়, ধ্বংস হয়; রাজৈশ্বর্য ধারণ করিতে অসমর্থ হয়। মহারাজ, সেইরূপ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত গৃহী সেইবেশে অর্হত্ত্ব ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। সেই কারণে সেই দিবসেই তাঁহাকে প্রব্রজিত হইতে হয় অথবা পরিনির্বাণ লাভ করিতে হয়।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, ইহা তদ্রুপেই গ্রহণ করি।"

অর্হতের স্মৃতিভ্রম

৮. "ভন্তে নাগসেন, অর্হতের স্মৃতিভ্রম আছে কি?"

"মহারাজ, অর্হতেরা স্মৃতিভ্রম মুক্ত, তাঁহাদের স্মৃতিসম্মোহ নাই।"

"ভন্তে, অর্হতেরা আপত্তিপ্রাপ্ত হন কি?"

"হ্যাঁ, মহারাজ!"

"কোন বিষয়ে প্রাপ্ত হন?"

"মহারাজ, কুটির নির্মাণ শিক্ষাপদে, ঘটকালি শিক্ষাপদে, বিকালে উচিত কাল ধারণায়, ভোজনের সময় নিবারিত হইয়া অনিবারিত ধারণায় এবং অতিরিক্ত বিনয়কর্ম না করিয়া করিয়াছে এই ভুল ধারণায়—এই জাতীয় কিছু শিক্ষাপদ বিষয়ে অর্হতের আপত্তি হইতে পারে।"

"ভন্তে, আপনারা বলেন, যাহাদের আপত্তি হয়, তাহাদের বিনয়ের প্রতি অনাদরবশত অথবা অজ্ঞতার দরুন—এই দুই কারণে আপত্তি হয়। তাহা হইলে কি ভন্তে, অর্হতের শিক্ষাপদের প্রতি অনাদর থাকে, যাহাতে অর্হৎ আপত্তিগ্রস্ত হন?"

"না মহারাজ!"

"ভন্তে, যদি অর্হৎ আপত্তিপ্রাপ্ত হন এবং অর্হতের অনাদরীয় না থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, অর্হতের স্মৃতিভ্রম আছে।"

"মহারাজ, অর্হতের স্মৃতিভ্রম থাকে না, কিন্তু অর্হৎ আপত্তিপ্রাপ্ত হন।"

"ভন্তে, তাহা হইলে যুক্তি-উপমা দিয়া আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন। এই বিষয়ের কারণ কী ?"

৯. "মহারাজ, লোক-বর্জনীয় ও প্রজ্ঞপ্তি-বর্জনীয় হিসেবে কলুষ দ্বিবিধ। মহারাজ, লোক-বর্জনীয় কি ? (প্রাণী-হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথা, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, প্রলাপ করা, লোভ, দ্বেষ ও ভ্রান্ত ধারণা) এই দশবিধ অকুশল কর্মপথ। ইহাদিগকে লোক-বর্জনীয় বলা হয়। আর প্রজ্ঞপ্তি

বা বুদ্ধের আদেশ হেতু বর্জনীয় কী? জগতে যাহা ভিক্ষুদের পক্ষে অন্যায় ও অনুচিত কাজ আছে, তাহা গৃহীদের পক্ষে দোষাবহ নহে। ভগবান ভিক্ষু শিষ্যদের জন্য যাবজ্জীবন অলঙ্ঘ্যনীয়রূপে যেই শিক্ষাপদসমূহ নির্দেশ করিয়াছেন; যেমন মহারাজ, বিকাল-ভোজন সাধারণ গৃহীর পক্ষে কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু ভিক্ষুদের পক্ষে তাহা সংগত নহে। পুষ্পপত্র ছেদন গৃহীদের পক্ষে দোষাবহ নহে। কিন্তু তাহা ভিক্ষুদের পক্ষে অন্যায়। জলে হাস্য-ক্রীড়া গৃহীদের পক্ষে নির্দোষ আনন্দ। কিন্তু ভিক্ষুদের পক্ষে তাহা বর্জনীয়। এইরূপে আরও অনেক বিষয় আছে যাহা ভিক্ষুদের পক্ষে অন্যায়। ইহাদিগকে প্রজ্ঞপ্তি-বর্জনীয় বা ভিক্ষু নিয়মের বহির্ভূত বলা হয়। যাহা লোকবর্জনীয় পাপকর্ম তাহা অর্হতের পক্ষে আচরণ করা অসম্ভব। যেকোনো প্রজ্ঞপ্তি-বর্জনীয় বিষয় না জানার দরুন আপত্তি হইতে পারে। মহারাজ, কোনো অর্হতের পক্ষে সমস্ত বিষয় জানা সম্ভব নহে। সমস্ত জানিবার মত তাঁহার শক্তি থাকে না। মহারাজ, নর-নারীর নাম ও অর্হতের অজ্ঞাত থাকিতে পারে! ভূতলের রাস্তা-ঘাট তাঁহার অজানা থাকিতে পারে। মহারাজ, যেকোনো অর্হৎ কেবল স্বীয় বিমুক্তি সম্বন্ধে জানিতে পারেন। ষড়ভিজ্ঞ অর্হৎগণ নিজেদের আরও বিষয় জানিতে পারেন। মহারাজ, কেবল সর্বজ্ঞ বুদ্ধই সমস্ত জানিতে পারেন।"

"সাধু ভন্তে, ইহা তদ্রুপেই স্বীকার করি।"

লোকে নাস্তিত্ব

১০. "ভন্তে নাগসেন, জগতে বুদ্ধগণকে দেখা যায়, প্রত্যেক বুদ্ধগণকে দেখা যায়, শ্রাবক বুদ্ধগণকে দেখা যায়। চক্রবর্তী রাজাদিগকে দেখা যায়। প্রদেশের রাজাদিগকে দেখা যায়, দেবমনুষ্যদিগকে দেখা যায়, ধনবানদিগকে দেখা যায়। দরিদ্রদিগকে দেখা যায়, সুখিত জনগণকে দেখা যায়, দুঃখগ্রস্ত জনগণকে দেখা যায়। পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, নারীর পুরুষ-লিঙ্গ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সু-অনুষ্ঠিত ও দুরনুষ্ঠিত কর্ম দেখা যায়। ভালো-মন্দ কর্মসমূহের ফলোপভোগী প্রাণীগণকে দেখা যায়।

জগতে অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও ঔপপাতিক (-অযোনিজ) জীবগণ আছে। পদহীন, দ্বিপদ, চতুষ্পদ ও বহুপদ প্রাণীরা আছে। লোকে যক্ষ, রাক্ষস, কুম্ভাণ্ড, অসুর, দানব, গন্ধর্ব, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি আছে। কিন্নর, মহোরগ, নাগ, সুপর্ণ, সিদ্ধ (=দেবযোনিবিশেষ) বিদ্যাধরগণ আছে। হস্তী,

অশ্ব, গরু, মহিষ, উঠ, গাধা, ছাগল, ভেড়া, মৃগ, শূকর, সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, ভল্লুক, মেষ, তরক্ষু, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি আছে। নানা জাতীয় সমূহ আছে। স্বর্ণ, রজত, মুক্তা, মণি, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, লোহিতমণি, মশারগল্ল (মণিবিশেষ), বৈদূর্য, বজ্র, স্ফটিক, লোহা, তামা, পিতল, কাঁসাসমূহ আছে। ক্ষৌম, কার্পাস, কোষেয়, শাল, ভঙ্গ বা মিশ্র, কম্বল রাশি আছে। শালি, ব্রীহি, যকব, প্রিয়ঙ্গু (কাকন), খেসারি, মটর, গোধুম, মুগ, মাষকলাই, তিল, বুট প্রভৃতি শস্যজাতি আছে। মূলগন্ধ, সারগন্ধ, বাকলগন্ধ, ত্বকগন্ধ, পত্রগন্ধ, পুষ্পগন্ধ, ফলগন্ধ, সর্বগন্ধ দ্রব্যনিচয় আছে। তৃণ, লতা, গাছ, বৃক্ষ, ওষুধ, বনস্পতি; নদী, পর্বত, সমুদ্র; মৎস্য ও কচ্ছপসমূহ সমস্তই জগতে আছে।"

"ভন্তে, জগতে যাহা নাই, দয়া করিয়া তাহা আমাকে বলুন।"

"মহারাজ, (১) সচেতন কিংবা অচেতন সংসারে অজর অমর কোনো কিছু নাই। (২) সংস্কারসমূহের নিত্যতা নাই এবং (৩) পরমার্থ হিসেবে সত্ত্বোপলব্ধি বা আত্মা নাই। মহারাজ, জগতে এই তিন অবস্থা নাই।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, ইহা আমি তদ্রুপেই গ্রহণ করিব।"

অনুৎপন্ন নির্বাণ

১১. "ভন্তে নাগসেন, সংসারে কর্মের কারণে কিছু উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। হেতুর দরুন উৎপন্ন দ্রব্য দেখা যায়। ঋতুর দরুন উৎপন্ন বস্তু দেখা যায়। জগতে যাহা কর্ম, হেতু কিংবা ঋতু হইতে উৎপন্ন হয় না, তাহা দয়া করিয়া আমাকে বলুন।"

"মহরাজ, দুই অবস্থা কর্ম, হেতু ও ঋতু হইতে উৎপন্ন হয় না। সেই দুইটি কি ? মহরাজ, (১) আকাশ কর্ম, হেতু ও ঋতু হইতে উৎপন্ন হয় না। (২) আর মহারাজ, নির্বাণ কর্ম, হেতু ও ঋতু হইতে উৎপন্ন হয় না। এই দুই বিষয় কর্ম, হেতু ও ঋতু হইতে উৎপন্ন হয় না।"

"ভন্তে, বুদ্ধবচন কলুষিত করিবেন না। না জানিয়া প্রশ্নের উত্তর দিবেন না।"

"মহারাজ, আমি এমন কি বলিয়াছি যাহার জন্য আপনি আমাকে সতর্ক করিতে পারেন যে, 'ভন্তে, বুদ্ধবচন কলুষিত করিবেন না, না জানিয়া প্রশ্নের উত্তর দিবেন না ?"

"ভন্তে, অবশ্য আকাশ কর্ম, হেতু ও ঋতু হইতে উৎপন্ন নহে, এই কথা

বলা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ভন্তে, ভগবান নিজের শ্রাবকদিগকে অনেক শত প্রকারে নির্বাণের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত মার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আপনি বলিতেছেন যে, 'নির্বাণ কোনো হেতু হইতে উৎপন্ন নহে'।"

"মহারাজ, সত্যই ভগবান নিজের শিষ্যগণকে অনেক শত প্রকারে নির্বাণের সাক্ষাৎকারের মার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু কোথাও তিনি নির্বাণ উৎপত্তির হেতু সম্বন্ধে বলেন নাই।"

১২. "ভন্তে, এখানে আমরা অন্ধকার হইতে অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছি, বন হইতে গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতেছি। গভীর হইতে গভীরতরে প্রবেশ করিতেছি। যেহেতু নির্বাণের সাক্ষাৎকারের হেতু আছে কিন্তু সেই নির্বাণ ধর্মের উৎপত্তি হেতু নাই! "ভন্তে, যদি নির্বাণের সাক্ষাৎকারের হেতু থাকে, তাহা হইলে উহার উৎপত্তির হেতু অবশ্যই অভিপ্রেত হয়।

ভন্তে নাগসেন, যেমন পুত্রের পিতা থাকে, সেই কারণে পিতারও পিতা অবশ্যই প্রত্যাশিত হয়। যেমন অন্তেবাসী আচার্য থাকে, সেই, যুক্তিতে আচার্যেরও আচার্য প্রত্যাশা করা বিধেয়। যেমন অঙ্কুরের বীজ থাকে, সেই যুক্তিতে বীজেরও বীজ অবশ্যম্ভাবী হয়। ভন্তে, এইরূপে যদি নির্বাণের সাক্ষাৎকারের হেতু বিদ্যমান থাকে তবে সেই যুক্তিতে নির্বাণের উৎপত্তির হেতু অবশ্যই প্রত্যাশা করা যায়। যেমন বৃক্ষ কিংবা লতার অগ্রভাগ থাকিলে সেই যুক্তিতে উহার মধ্যভাগ থাকে, মূলও থাকে। সেইরূপ ভন্তে, যদি নির্বাণের সাক্ষাৎকারের হেতু থাকে, তবে সেই যুক্তিতে নির্বাণের উৎপত্তির হেতু অবশ্যই প্রত্যাশিত হয়।"

"মহারাজ, নির্বাণ উৎপাদনের যোগ্য নহে। সেই কারণে নির্বাণের উৎপত্তির হেতু বলা হয় নাই।"

"ভন্তে নাগসেন, আচ্ছা, কারণ প্রদর্শন করিয়া যুক্তিসহকারে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন। যাহাতে আমি জানিতে পারি যে, নির্বাণ সাক্ষাৎকারের হেতু আছে, কিন্তু নির্বাণের উৎপত্তির হেতু নাই।"

১৩. "মহারাজ, তাহা হইলে ভালোভাবে শ্রোতাবধান করুন, এবং উত্তমরূপে শুনুন। আমি ইহার কারণ বলিব। মহারাজ, কোনো ব্যক্তি স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা এখান হইতে পর্বত হিমালয় সমীপে যাইতে পারিবেন কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, যাইতে পারিবেন।"

"মহারাজ, কিন্তু সেই ব্যক্তি স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা পর্বতরাজ হিমালয়কে এখানে আনিতে পারিবেন কি?"

“না ভন্তে, কখনো পারিবেন না।”

“মহারাজ, সেইরূপ নির্বাণের সাক্ষাৎকারের মার্গ বলিতে পারা যায়, কিন্তু নির্বাণের উৎপত্তির হেতু প্রদর্শন করা যায় না।”

মহারাজ, মানুষ স্বীয় স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা নৌকারোহণ করিয়া সমুদ্রের পরপারে যাইতে পারে কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে, যাইতে পারে।”

“মহারাজ, কিন্তু সেই মানুষ স্বীয় স্বাভাবিক বলে সমুদ্রের পরপারকে এই পারে আনিতে পারে কি?”

“না ভন্তে, পারে না।”

“মহারাজ, এইরূপই নির্বাণ সাক্ষাৎকারের মার্গ পারা বলিতে যায়; কিন্তু নির্বাণের উৎপাদক হেতু প্রদর্শন করা যায় না। কী কারণ? যেহেতু নির্বাণ অসংস্কৃত—কোনো হেতু হইতে উৎপন্ন নহে।”

১৪. “ভন্তে নাগসেন, নির্বাণ অসংস্কৃত—কোনো কারণ দ্বারা সঞ্জাত নহে—নয় কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, নির্বাণ অসংস্কৃত—কিছুর দ্বারা ইহা নির্মিত নহে। নির্বাণ সম্বন্ধে উৎপন্ন হওয়া কিংবা উৎপন্ন না হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। উৎপাদনের যোগ্য কি অযোগ্য এই প্রশ্নও নিরর্থক। নির্বাণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালের অন্তর্গত নহে। নির্বাণকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কর্ণ দ্বারা শোনা যায় না, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করা যায় না, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করা যায় না এবং দেহ দ্বারা স্পর্শ করা যায় না।”

“ভন্তে, যদি নির্বাণ উৎপন্ন নহে, অনুৎপন্ন নহে ও উৎপত্তির যোগ্য নহে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের অর্ন্তগত নহে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয় নহে, তাহা হইলে ভন্তে নাগসেন, অবিদ্যমান অবস্থাযুক্ত নির্বাণকে ‘নির্বাণ নাই’ বলিয়া আপনারা সোজাসোজি প্রকাশ করুন!”

“মহারাজ, নির্বাণ আছে। নির্বাণকে মনেন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায়। সম্যকভাবে প্রতিপন্ন—স্রোতাপত্তি, সকৃদাগমী, অনাগামী, কিংবা অর্হত্ত্বমার্গফললাভী আর্যশ্রাবক বিশুদ্ধ, উন্নত, সরল, আবরণহীন, নিষ্কাম লোকোত্তর চিত্ত দ্বারা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, জানিতে পারেন।”

“ভন্তে নাগসেন, সেই নির্বাণ কী প্রকার? যাহাতে উপমা দ্বারা প্রকাশিত হয় সেইরূপ যুক্তিসহকারে আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিন। যাহাতে উহার অস্তিত্ব উপমা দ্বারা প্রকাশনীয় হয়।”

"মহারাজ, বায়ু নামক কোনো বস্তু আছে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আছে।"

"মহারাজ, আচ্ছা, সেই বায়ু আমাকে দেখাইতে পারেন কি? উহার বর্ণ, আকৃতি, সূক্ষ্মতা, স্থূলতা, দীর্ঘতা কিংবা হ্রস্বতা কী প্রকার?"

"ভন্তে, বায়ু প্রদর্শন করা সম্ভব নহে। সেই বায়ু হস্ত দ্বারা গ্রহণ কিংবা মর্দনের যোগ্য নহে। তথাপি সেই বায়ু আছে।"

"মহারাজ, যদিও আপনি বায়ু প্রদর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলেও কি বায়ু নাই?"

"ভন্তে নাগসেন, আমি জানি, বায়ু আছে, ইহা আমার হৃদয়ের অনুভূতি। কিন্তু আমি বায়ু প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহি।"

"মহারাজ, তদ্রুপই নির্বাণ আছে, অথচ বর্ণ ও আকৃতি দ্বারা নির্বাণ প্রদর্শন করা সম্ভব নহে।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, উপমা সুষ্ঠু প্রদর্শিত হইয়াছে, যুক্তি সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, 'নির্বাণ আছে' ইহা আমি তদ্রুপ স্বীকার করি।"

উৎপত্তির কারণ

১৫. "ভন্তে নাগসেন, কর্মের কারণে কী উৎপন্ন হয়, হেতুর কারণে কী উৎপন্ন হয় ঋতুর কারণে কী উৎপন্ন হয়? কর্মের কারণে কী উৎপন্ন হয় না, হেতুর কারণে কী উৎপন্ন হয় না, আর ঋতুর কারণে কী উৎপন্ন হয় না?"

"মহারাজ, যে সকল সচেতন জীব আছে সে সমস্তই কর্মের কারণে উৎপন্ন হয়। অগ্নি ও সমগ্র বীজ হইতে জাত বস্তুগুলি হেতুর কারণে উৎপন্ন হয়। আর পৃথিবী, পর্বতরাজি, জল ও বায়ু ইত্যাদি ঋতুর কারণে উৎপন্ন হয়। আকাশ ও নির্বাণ এই দুইটি কর্ম, হেতু ও ঋতুর কোনো কারণে উৎপন্ন হয় না।

মহারাজ, নির্বাণ কর্ম, হেতু ও ঋতু হইতে উৎপন্ন বলা অনুচিত। উহা উৎপন্ন, অনুৎপন্ন বা উৎপাদনযোগ্য নহে। নির্বাণ অতীতে ছিল, ভবিষ্যতে থাকিবে, বর্তমানে আছে এই হিসেবে ত্রিকালের অন্তর্গত নহে। নির্বাণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বগেন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না।

মহারাজ, অথচ নির্বাণকে মনের দ্বারাই জানা যায়। যে সম্যক প্রতিপন্ন আর্যশ্রাবক পরম বিশুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত; লোকোত্তর চিত্ত দ্বারা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।"

"ভন্তে, আপনি সুন্দরভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। গণাচার্যদের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সমীপে আসিয়া আমার সন্দেহ নিরসন হইয়াছে, বিমতি সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে।”

যক্ষের শব

১৬. “ভন্তে নাগসেন, জগতে যক্ষ নামে কিছু আছে কি?”

“হ্যাঁ মহারাজ, জগতে যক্ষেরা আছেন।”

“ভন্তে, যক্ষগণের নিজ নিজ যোনিচ্যুতি হয় কি?’

“হ্যাঁ মহারাজ, নিজ নিজ যোনি যক্ষদের চ্যুতি হয়।”

“ভন্তে, তাহা হইলে সেই মৃত যক্ষদের শব কেন দেখা যায় না? আর কেন উহাদের পঁচা গন্ধ প্রবাহিত হয় না?”

“মহারাজ, মৃত যক্ষদের শরীর দেখা যায়। উহাদের পঁচা গন্ধও বাহির হয়। মহারাজ, মৃত যক্ষগণের শরীর কীটরূপে দেখা যায়, ক্রিমিরূপে দেখা যায়, পিঁপড়ারূপে দেখা যায়, পতঙ্গরূপে দেখা যায়, সর্পরূপে দেখা যায়, বিছারূপে দেখা যায়, শতপদীরূপে দেখা যায়, পক্ষীরূপে দেখা যায় অথবা পশুরূপে দেখা যায়।”

“ভন্তে নাগসেন, আপনার মতো বুদ্ধিমান লোক ব্যতীত আর কে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন!”

সকল শিক্ষাপদ একসঙ্গে

১৭. “ভন্তে নাগসেন, চিকিৎসাশাস্ত্রের যে সকল প্রাচীন আচার্যেরা ছিলেন—যেমন নারদ, ধন্বন্তরি, অঙ্গীরস, কপিল, কণ্ডরাগ্নিশাম, অতুল এবং পূর্বকাত্যায়ন ইত্যাদি। এই সকল আচার্যগণ এক সময়ে রোগোৎপত্তি, উহার নিদান, রোগের স্বভাব, রোগোপশম, চিকিৎসা, ওষুধের ক্রিয়া, সাফল্য এবং অসাফল্য সমস্তই নিঃশেষে জানিতেন। ‘এই দেহে এতটা রোগ উৎপন্ন হইবে।’ এই ধারণায় একনাগাড়ে গুচ্ছ হিসেবে গ্রহণ করিয়া সূত্র রচনা করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা কেহই সর্বজ্ঞ ছিলেন না। ভগবান বুদ্ধ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কী কারণে অনাগত প্রক্রিয়া বুদ্ধজ্ঞানে পরিজ্ঞাত হইয়া ‘এতটা ঘটনায় এত পরিমাণ শিক্ষাপদ বিধিবদ্ধ করিতে হইবে।’ এইরূপে সীমা নির্দিষ্ট করি নিঃশেষে শিক্ষাপদ নির্ধারিত করেন নাই? যেই সংঘটিত ঘটনায় দুর্নাম রচিত হইল, দোষ ছড়াইয়া পড়িল, বিচ্ছিন্নভাবে মানুষেরা নিন্দা করিতে লাগিল আর সেই সেই সময়ে তিনি ভিক্ষুদের জন্য শিক্ষাপদ বিধিবদ্ধ

করিলেন কেন?"

১৮. "মহারাজ, তথাগতের ইহা জ্ঞাত ছিল যে 'এই সময়ে এই মানুষের মধ্যে দেড় শত শিক্ষাপদ বিধিবদ্ধ করিতে হইবে।' অথচ তাঁহার এই চিন্তা হইয়াছিল : যদি আমি দেড় শত শিক্ষাপদ একসঙ্গে বিধিবদ্ধ করি, তাহা হইলে জনসাধারণ ভয় পাইবে যে, 'বুদ্ধের ধর্মে বহু নিয়ম পালন করিতে হয়। ওহে, শ্রমণ গৌতমের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা নিতান্ত দুষ্কর।' সুতরাং প্রব্রজ্যা ইচ্ছা থাকিলেও আর কেহ প্রব্রজিত হইবে না। আমার বাণী তাহারা বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস না করার দরুন সেই সকল মানুষ অধঃগামী হইবে। যেই সময়ে যেই ঘটনার উদ্ভব হয় সেই সময়ে তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া দোষ প্রকট হইলে শিক্ষাপদ বিধিবদ্ধ করা হইবে।"

"ভন্তে, বুদ্ধগণের ইহা বড়ই আশ্চর্য! বড়ই অদ্ভুত! বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান কত মহৎ! ভন্তে নাগসেন, ইহা তদ্রুপই। বুদ্ধের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। 'বুদ্ধের শাসনে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে' ইহা শুনিয়া জনগণের মনে আশঙ্কার উদয় হইত, সুতরাং বুদ্ধের ধর্মে একজনও প্রব্রজিত হইতেন না। আমি, ইহা মানিয়া লইলাম।"

সূর্যের তাপ

২৯. "ভন্তে নাগসেন, এই সূর্য সর্বদা প্রখর তাপ দেয়? অথবা কোনো কোনো সময় মন্দ তাপ দেয়?

"মহারাজ, সকল সময়ে সূর্য প্রখর তাপ দেয়। কোনো কালে মন্দ তাপ দেয় না।"

"ভন্তে, যদি সূর্য সর্বকালে প্রখর তাপ দেয় তবে কী কারণে সূর্যকিরণ এক সময় প্রখর হয় আবার এক সময় মন্দ হয়?"

"মহারাজ, সূর্যের এই চারি প্রকার রোগ আছে। ইহাদের অন্যতর রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে সূর্যের তাপ কমিয়া যায়।

সেই চারি রোগ কী কী?

মহারাজ, (১) বাদল সূর্যের রোগ, উহা দ্বারা আক্রান্ত হইলে সূর্যের তাপ মন্দ হয়। (২) কুয়াশা সূর্যের রোগ, উহাতে আচ্ছাদিত হইলে সূর্যের তাপ মন্দ হয়। (৩) মেঘ সূর্যের রোগ, এই রোগের আচ্ছন্ন হইলে সূর্যের তাপ মন্দ হয়। আর (৪) রাহু সূর্যের রোগ সেই রোগে গ্রাস করিলে সূর্যের তাপ

মন্দ হয়। মহারাজ, সূর্যের এই চারি প্রকার রোগ যাহাদের একটির দ্বারা প্রপীড়িত হইলে সূর্যের তাপ কমিয়া যায়।”

“ভন্তে নাগসেন, বড়ই আশ্চর্য! বড়ই অদ্ভুত! এইরূপ তেজসম্পন্ন সূর্যেরও রোগ উৎপন্ন হয়। অন্য লোকদের কথাই বা কী? ভন্তে, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যতীত অন্য কেহ ইহা বুঝাইতে পারিবেন না।”

সূর্যকিরণের তারতম্য

২০. “ভন্তে নাগসেন, হেমন্তকালে যেইরূপ সূর্যের কিরণ প্রখর হয়, গ্রীষ্মকালে সেইরূপ হয় না কেন?”

“মহারাজ, গ্রীষ্মকালে আকাশ ধূলিকণায় পূর্ণ থাকে। বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত রেণুরাজি আকাশে গমন করে। আকাশে মেঘরাশি গাঢ় হয়। প্রচণ্ড ঝড় অধিক মাত্রায় প্রবাহিত হয়। উহারা সকলে নানা দিক হইতে সম্মিলিত হইয়া সূর্যকিরণ আচ্ছাদিত করে। সেই কারণে গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ কমিয়া যায়।

মহারাজ, আবার হেমন্তকালে নিচের ভূতল শান্ত থাকে। উপরে প্রচুর মেঘ উপস্থিত থাকে। ধূলিজাল উপশান্ত থাকে। রেণুও শান্তভাবে গগনে বিচরণ করে। আকাশও তখন মেঘমুক্ত থাকে। বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। ইহাদের বিরাম হেতু সূর্যকিরণ বিশুদ্ধ হয়। তখন উপঘাতমুক্ত সূর্যের তাপ অতিশয় উজ্জ্বল হয়। মহারাজ, এই ক্ষেত্রে ইহাই কারণ, যেই কারণে সূর্য হেমন্তকালে প্রখর উত্তাপ দেয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তদ্রুপ উত্তাপ দেয় না।”

“ভন্তে, সর্ববিধ অন্তরায়মুক্ত সূর্য প্রখর তাপ দেয়। আর মেঘাদি সংযুক্ত হইলে প্রখর তাপ দেয় না।”

সপ্তম বর্গ সমাপ্ত

অষ্টম বর্গ

বেস্‌সন্তর রাজার দান

১. "ভন্তে নাগসেন, সকল বোধিসত্ত্ব কি স্ত্রী ও পুত্র দান করেন, অথবা রাজা **বেস্‌সন্তরই** কেবল স্ত্রী-পুত্র দান দিয়াছেন?"

"মহারাজ, সকল বোধিসত্ত্বই নিজের স্ত্রী ও পুত্র দান করেন, শুধু বেস্‌সান্তর রাজাই স্ত্রী ও পুত্র দান করেন নাই।"

"ভন্তে, তাঁহারা কি উহাদের সম্মতি লইয়া দান দিয়াছেন?"

"মহারাজ, তাঁহার ভার্যা সম্মত ছিলেন। কিন্তু সন্তানেরা অবোধ হেতু ক্রন্দন করিতে থাকেন। যদি তাঁহারা ইহার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতেন তবে তাঁহারাও সম্মত হইতেন। তাঁহারা রোদন করিতেন না।"

"ভন্তে নাগসেন, **বোধিসত্ত্ব** অতিশয় দুষ্কর কর্ম করিয়াছেন। তিনি নিজের **ঔরসজাত** প্রিয় পুত্রগণকে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্য দান দিয়াছেন!"

"ইহা অপেক্ষাও তিনি অধিকতর দ্বিতীয় দুষ্করতর কর্ম করিয়াছেন যে, তিনি নিজের ঔরসজাত প্রিয় কোমল বালক পুত্রগণকে লতায় বাঁধিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়াছেন। আর যেই ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে লতায় টানিয়া নিতে দেখিয়াও তাহার বিন্দুমাত্র চিত্ত বিকার হয় নাই। তৎপর ইহা অপেক্ষাও তিনি তৃতীয় দুষ্করতর কর্ম করিয়াছেন যে, তাঁহার ধর্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ নিজেদের শক্তিতে যখন লতা ছেদন করিল এবং বন্ধন মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল—তখন ভয়বিহ্বল বালকগণকে তিনি পুনরায় লতায় বাঁধিয়া দিয়া দিলেন।

ইহা অপেক্ষা তিনি চতুর্থ দুষ্করতর কর্ম করিয়াছেন যে, 'পিতঃ, এই যক্ষ আমাদিগকে খাইবার জন্য নিয়া যাইতেছে' এই বলিয়া বালকগণ বিলাপ করিতে থাকিলেও তিনি 'ভয় করিও না' বলে তাহাদিগকে আশ্বাস দেন নাই।

ইহা অপেক্ষা তিনি পঞ্চম দুষ্করতম কর্ম করিয়াছেন যে, তাহারা পদতলে নিপতিত হইয়া রোদনপরায়ণ জালি কুমারের প্রার্থনা ছিল—"আচ্ছা বাবা, আমিই যক্ষের সঙ্গে যাইব। যক্ষ আমাকে ভক্ষণ করুক। কিন্তু বোন কৃষ্ণাজিনাকে ফিরাইয়া লউন।' এই প্রার্থনা করিলেও তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না।

ইহা অপেক্ষা ষষ্ঠ দুষ্কর কর্ম করিয়াছেন যে—জালী কুমার যখন তাঁহাকে বলিলেন, 'পিতঃ, আপনার হৃদয় কী পাষাণে গড়া! যেহেতু জনমানবহীন

ভীষণ অরণ্যে যক্ষ যখন দুঃখ দিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে, তখন আপনি দেখিতেছেন, কেন নিবারণ করিতেছেন না? এই বলিয়া রোদন করিলেও তিনি তখনও করুণা প্রকাশ করিলেন না।

ইহা অপেক্ষাও তিনি সপ্তম দুষ্করতর কর্ম করিলেন যে, সেই ব্রাহ্মণ রাস্তার রক্ষারুক্ষ ও সীমাসীমা বিচার না করিয়া নির্দয়ভাবে বালকদিগকে লইয়া যাইতেছে। এইরূপে দৃষ্টিপথের বাহিরে যাইতে দেখিয়াও তাঁহার হৃদয় শত বা সহস্র ভাগে বিদীর্ণ হয় নাই।"

"ভন্তে, পুণ্যকামীর পক্ষে এই প্রকারে পরকে দুঃখ দেওয়া উচিত কি? বরং ইহা অপেক্ষা নিজকে দান দেওয়া তাঁহার উচিত ছিল নহে কি?"

২. "মহারাজ, এই অসাধ্য সাধনের দরুন **বোধিসত্ত্বের** কীর্তিঘোষ দশ সহস্র লোকধাতুর দেবমানবদের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে। দেবতারা দেব বিমানে তাঁহার প্রশংসা করেন। অসুরেরা অসুরলোকে তাঁহার প্রশংসা করেন। নাগেরা নাগলোকে তাঁহার প্রশংসা করেন। যক্ষেরা যক্ষ ভবনে তাঁহার প্রশংসা করেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে তাঁহার কীর্তিশব্দ লোক পরম্পরায়—বর্তমানে এখানে—আমাদের সময় পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা সেই দান উচিত কিংবা অনুচিত হইয়াছে উহার প্রশংসা অথবা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে উপবিষ্ট হইয়াছি।

মহারাজ, সেই কীর্তিশব্দ হইতে নিপুণ, বিজ্ঞ, বিদ্বানও বিভাবী বোধিসত্ত্বগণের দশবিধ গুণ জানা যায়। সেই দশগুণ কী কী? (১) অগৃধ্নুতা, (২) সাংসারিক বিষয়ে উদাসীনতা, (৩) ত্যাগ, (৪) বৈরাগ্য, (৫) সংকল্পে দৃঢ়তা, (৬) সূক্ষ্মতা, (৭) মহত্ত্বতা, (৮) দুরধিগমতা, (৯) দুর্লভতা ও (১০) বুদ্ধধর্মের অসদৃশতা। এই কীর্তিশব্দ হইতে নিপুণ, বিজ্ঞ, বিদ্বান ও বিভাবী বোধিসত্ত্বগণের এই দশবিধ গুণ জানা যায়।"

৩. "ভন্তে নাগসেন, যিনি পরকে কষ্ট দিয়া দান করেন, সেই দানের ফল কি ভালো হয়? উহাতে কি স্বর্গ লাভ হয়?"

"হ্যাঁ মহারাজ, ইহাতে বলার কি আছে?"

"আচ্ছা ভন্তে, ইহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া দেন।"

"মহারাজ, এখানে কোনো শীলবান, ধর্মপরায়ণ শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি পক্ষাঘাত, ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ অথবা তাদৃশ কোনো ব্যাধিগ্রস্ত হন। যেকোনো পুণ্যার্থী তাঁহাকে নিজের শকটে তুলিয়া লয় এবং তিনি যেখানে যাইতে ইচ্ছা করেন সেখানে নিয়া যায়। তাহা হইলে এই কাজের দরুন সেই ব্যক্তির কিছু সুখলাভ হইবে কি? সেই কর্ম স্বর্গ-ফলপ্রদ হইবে কি?"

হ্যাঁ ভন্তে, ইহাতে বলিবার কী আছে! ভন্তে, সেই ব্যক্তি এই পুণ্যফলে হস্তীযান, অশ্বযান, অথবা রথযান লাভ করিতে পারে। স্থলে চলিবার জন্য স্থলযান, জলে যাইবার জন্য জলযান, দেবতাদের মধ্যে দেববিমান পাইতে পারে; মানুষদের মধ্যে মনুষ্যযান লাভ করিতে পারে। উহার অনুরূপ ও অনুকূলভাবে সে উৎপন্ন হইতে পারে। উহার অনুরূপ ও অনুকূল সুখসমূহ লাভ করিতে পারে। সে সুগতি হইতে সুগতি যাইতে পারে। এবং কর্মের প্রভাবে ঋদ্ধিময় যানে আরোহণ করিয়া সকলের বাঞ্ছিত নির্বাণ নগরে পৌঁছিতে পারে।"

"মহারাজ, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে পরকে কষ্ট দিয়া প্রদত্ত দানেও স্বর্গদায়ক ও সুখজনক ফল পাওয়া যায়। যেহেতু সে ব্যক্তি শকটের বলদকে কষ্ট দিয়া এইরূপ সুখভোগ করিতে পারিল।

মহারাজ, অপর এক কারণ শুনুন, অপরকে কষ্ট দিয়া দান করিলে উহার স্বর্গজনক সুখফল লাভ হইয়া থাকে।

মহারাজ, কোনো রাজা রাজ্যবাসী প্রজাগণ হইতে ন্যায্য কর আদায় করেন, তৎপর আদেশ দিয়া লোকদের দান দেওয়ান। মহারাজ, তখন কি সেই রাজা এই কর্মের দরুন কিছু সুখভোগ করিবেন? সেই দান দেওয়ায় তাঁহার স্বর্গলাভ হইবে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, ইহাতে বলিবার কী আছে? এই পুণ্যের দরুন সেই রাজার শতগুণ, সহস্রগুণ অধিক লাভ হইবে। তিনি রাজাদের মধ্যে অধিরাজ হইবেন, দেবতাদের মধ্যে অতিদেব হইবেন, ব্রহ্মাদের মধ্যে মহাব্রহ্মা হইবেন এবং অর্হৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রমণ হইবেন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইবেন এবং অর্হৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্হৎ হইবেন।"

"মহারাজ, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পরকে কষ্ট দিয়া প্রদত্ত দানও সুখদায়ক হয়, স্বর্গ-উৎপাদক হয়। যেহেতু সেই রাজা করের দ্বারা প্রজাগণকে নিপীড়িত করিয়া দান দিবার ফলে এই প্রকারে অধিকতর যশ ও সুখভোগ করেন।"

৪. "ভন্তে নাগসেন, রাজা বেস্‌সান্তর দান দিবার সময় অতিদান করিয়াছেন। এমন কি তিনি নিজের ভার্যাকে পরের ভার্যা হইবার জন্য দান দিয়াছেন, স্বীয় ঔরসজাত পুত্রগণকে পর্যন্ত ব্রাহ্মণের দাসত্বের নিমিত্ত দান করিলেন। ভন্তে, অতিদানও বুদ্ধিমানের নিন্দিত ও গর্হিত।

ভন্তে নাগসেন, অধিক ভার তুলিয়া দিলে শকটের যুগদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, অতি বোঝায় নৌকা নিমজ্জিত হয়, অতি ভোজনের ফলে খাদ্য অজীর্ণ হয়,

অতিবর্ষণের ধান্য বিনষ্ট হয়, অধিক দান দিলে দরিদ্র হয়, অতি তাপের দ্বারা পৃথিবী জ্বলিয়া যায়, অতি প্রেম করিলে উন্মাদ হয়, অতি দ্বেষ করিলে বড় দণ্ডার্হ অপরাধ হয়, অতিমোহে দুর্দশাগ্রস্ত হয়, অধিক লোভের দরুন চোর ধরা পড়ে, অধিক ভয়ে কর্তব্যবিমূঢ় হয়, অতি জলপূর্ণ হইলে নদী উতলা হয়, অধিক বায়ু প্রবাহিত হইলে অশনিপাত হয়, অধিক অগ্নি দ্বারা ভাত পুড়িয়া যায়, আর অধিক দৌড়াদৌড়ি করিলে দীর্ঘদিন বাঁচে না।

ভন্তে, এই প্রকার জগতে অতিদান জ্ঞানীদের দ্বারা গর্হিত ও নিন্দিত হয়! ভন্তে, বেস্সন্তর রাজা দান করিবার সময় অতিদান দিয়াছেন। উহার কোনো ভালো ফল প্রত্যাশা করা যায় না।”

৫. “মহারাজ, জগতে বুদ্ধিমান লোকেরা অধিক দানের প্রশংসা করেন, গৌরব করেন আর মর্যাদা দেন। যে কেহ যেকোনো প্রকার দান করিতে পারেন, কিন্তু অধিক দানের দাতা সংসারে কীর্তিভাজন হইয়া থাকেন।

মহারাজ, অতি উৎকৃষ্ট হেতু দিব্যশক্তিশালী বনজ শিকড় ধারণ করিলে হাতের কাছে উপস্থিত জনগণেরও অদৃশ্য হইয়া যায়। অতি উত্তম জাতীয় ওষুধ ব্যাধির উপশম করেও রোগ নিরাময় করে। অধিক গরম হইবার দরুন অগ্নি জ্বালিয়া উঠে। অধিক শীতলতার দরুন জল অগ্নি নির্বাপিত করে। অতি পরিশুদ্ধতার দরুন পদ্ম জলকর্দমে লিপ্ত হয় না। অধিক গুণসম্পন্ন হেতু মণি কামনা পূর্ণ করিতে পারে। অধিক তীক্ষ্ণত্ব হওয়ার দরুন বজ্র মণি, মুক্তা ও প্রস্তর বিদ্ধ করে। অতি বৃহৎ হওয়ার দরুন সমুদ্র কখনো পূর্ণ হয় না। অতি ভারের দরুন সুমেরু পর্বত অচল হইয়াছে। অধিক বিস্তৃতির দরুন আকাশ অনন্ত হইয়াছে। অধিক প্রভার দরুন সূর্য অন্ধকার ধ্বংস করে। অতি উচ্চজাতের সিংহ নির্ভীক থাকে। অতি বলবান হেতু মল্ল প্রতিমল্লকে ধরাশায়ী করে। অতি পুণ্য হেতু রাজা সকলের অধিপতি হন। অতিশীলবান হেতু ভিক্ষু, নাগ, যক্ষ, মানুষ ও দেবতার নমস্য হন। অধিক শ্রেষ্ঠত্বের দরুন বুদ্ধ অনুপম হন।

মহারাজ, এই প্রকারে সংসারে বুদ্ধিমান লোকেরা অধিক দানের প্রশংসা করেন, গৌরব করেন, আর উহার মর্যাদা দেন। যে কেহ যেকোনো প্রকার দান দিতে পারেন; কিন্তু অতিদানের দাতা সংসারে কীর্তির অধিকারী হন। অতি দানের দ্বারা রাজা বেস্সন্তর দশ সহস্র লোকধাতুতে পণ্ডিতদের প্রশংসিত, স্তুত সম্মানিত, পূজিত ও কীর্তিভাজন হইয়াছেন।

৬. মহারাজ, সংসারে এমন কিছু স্থগিত রাখার দান আছে কি যাহা যাচক উপস্থিত থাকিলে দান না দেওয়া যায়?”

"হ্যাঁ ভন্তে এই দশ প্রকার বস্তু আছে—যেগুলি কখনো দান করা উচিত নহে, যেগুলি সংসারে দানসম্মত নহে; যে ব্যক্তি এইগুলি দান করে সে অপায় গমন করে, সেই দশবিধ কী কী?

ভন্তে নাগসেন, (১) মাদক দ্রব্য দান সংসারে দানসম্মত নহে, যে তাহা দান করে, সে নরকগামী হয়। (২) রঙ্গ তামাশা বা অভিনয় দান। (৩) [সম্ভোগের] স্ত্রী দান। (৪) ষাঁড় দান। (৫) অশ্লীল চিত্রকর্ম দান। (৬) অস্ত্রদান। (৭) বিষদান। (৮) শৃঙ্খল দান। (৯) খাদ্যের জন্য মূর্গী (পক্ষী) ও শূকর (পশু) দান। ও (১০) তুলাকুট ও জাল মাপনী দান সংসারে দানসম্মত নহে, যে তাহা দান করে সে নরকগামী হয়।

ভন্তে, এই দশবিধ দান সংসারে দানসম্মত নহে, যে সেইগুলি দান দেয়, সে নরকগামী হয়।"

"মহারাজ, আমি দানের অযোগ্য বস্তু সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। আমি আপনাকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, 'মহারাজ, সংসারে এমন কিছু স্থগিত রাখার জন্য যোগ্য দান আছে কি, যাহা দানের যোগ্যপাত্র উপস্থিত থাকিলে দান না দিয়া নিবৃত্ত থাকা যায়'?"

"না ভন্তে, সংসারে এমন কোনো দানীয় বস্তু নাই, যাহা দানের যোগ্যপাত্র উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও দান না করিয়া বন্ধ রাখা যায়। দাতার চিত্তের প্রসন্নতা উৎপন্ন হইলে কেহ দানের পাত্রদিগকে ভোজন দান করেন, কেহ বস্ত্রদান করেন, কেহ শয্যা দান করেন, কেহ বাসগৃহ দান করেন, কেহ কম্বল-বিছানা দান করেন, দাস-দাসী দান করেন, কেহ জায়গা-জমি দান করেন, কেহ দ্বিপদ-চতুষ্পদ প্রাণী দান করেন, কেহ শত, সহস্র কিংবা লক্ষ মুদ্রা দান করেন, আর কেহ নিজের জীবন পর্যন্ত দান দিয়া থাকেন।"

"মহারাজ, যদি কেহ নিজের জীবন পর্যন্ত দান দিতে পারেন, তবে কী কারণে আপনি দানপতি রাজা বেস্‌সন্তরের ধর্মপত্নী ও পুত্রদিগকে নিঃস্বার্থে দান দেওয়ায় তাঁহার প্রতি অতি গাঢ় দোষারোপ করিতেছেন?

মহারাজ, সংসারে লোকপ্রকৃতি ও লোকাচার প্রচলিত আছে নহে কি? পিতা নিজের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত কিংবা জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত আপন প্রিয়তম পুত্রকে বন্ধক দিতে পারেন কিংবা বিক্রয় করিতে পারেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, তাহা করিতে পারেন।"

"মহারাজ, যদি ঋণগ্রস্ত পিতা উহা পরিশোধের জন্য কিংবা জীবিকা নির্বাহের জন্য পুত্রকন্যাকে বন্ধক দিতে পারেন, কিংবা বিক্রয় করিতে পারেন, তবে মহারাজ, বেস্‌সন্তর রাজাও সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিতে না

পারায় চিন্তিত ও দুঃখিত ছিলেন। সেই কারণে তিনি ধর্ম-ধন অর্জনের জন্য স্বীয় পুত্র ও পত্নীকে বন্ধক দিয়াছেন কিংবা বিক্রয় করিয়াছেন, মহারাজ, এই প্রকারে অন্যে যেমন দান দেন রাজা বেস্সন্তর তেমন দান দিয়াছেন, অন্যেরা যেমন আচরণ করেন, তিনিও তেমন আচরণ করিয়াছেন। মহারাজ, কী কারণে আপনি সেই দানের নিমিত্ত দানপতি বেস্সন্তরকে অতি গাঢ়ভাবে অপ্রসাদিত করিতেছেন?"

৭. "ভন্তে, আমি দানপতি বেস্সন্তরের দানের নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু যাচক তাঁহার পুত্র ও পত্নীকে প্রার্থনা করিলেও উহাদের বিনিময়ে নিজকে দান দেওয়া তাঁহার অবশ্যই উচিত ছিল।"

"মহারাজ, প্রার্থী পুত্র ও পত্নীকে যাঞ্চা করিলে উহার বিনিময়ে নিজকে দান দেওয়া অন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত নহে। যাচক যাহা প্রার্থনা করেন তাহাকে দেওয়া উচিত। সৎপুরুষেরা এই কাজই করেন। মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি কাহারও নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করিল। যদি তিনি তাহাকে খাদ্য পরিবেশন করেন তবে কি মহারাজ, তিনি কর্তব্য সম্পাদনকারী হইবেন?"

"না ভন্তে, সে যেই বস্তু প্রার্থনা করে তাহাকে তাহা দিলেই তিনি কর্তব্যপরায়ণ হইবেন।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই ব্রাহ্মণ পুত্র ও পত্নী প্রার্থনা করিয়াছেন। রাজা বেস্সন্তর পুত্র ও পত্নীই দান দিয়াছেন। মহারাজ, যদি ব্রাহ্মণ বেস্সন্তরের শরীর যাঞ্চা করিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় নিজকে রক্ষা করিতেন না। তিনি বিচলিত হইতেন না। নিজের দেহের প্রতি অনুরাগ রাখিতেন না। তিনি নিজের দেহ পর্যন্ত দিয়া দিতেন। তাঁহার দেহ পরার্থে প্রদত্ত ও নিবেদিত হইয়াছে। মহারাজ, যদি কেহ দানপতি বেস্সন্তরের নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিত যে, 'আপনি আমার দাসত্ব করুন' তবে তিনি কখনো দান না দিয়া থাকিতে পারেন না। মহারাজ, বেস্সন্তরের দেহ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন।

মহারাজ, যখন কোনো বাড়িতে মাংস রান্না হয় তখন বাড়ির সকলেই তাহা ভাগ করিয়া খায়; সেইরূপ রাজা বেস্সন্তর স্বীয় দেহ জনগণকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। যেমন কোনো বৃক্ষ ফল ধারণ করিলে উহা নানা জাতীয় পক্ষীদের ভোগ্য হয়, সেইরূপ রাজা বেস্সন্তরের দেহের প্রতি কোনো মমতা নাই, জনগণের হিতার্থে উহা উৎসর্গীত। কারণ কী? তিনি এই ভাবিতেন যে 'আমি এইরূপ আচরণ দ্বারা নিশ্চয় সম্যক সম্বোধি লাভ করিতে সক্ষম হইব।'

মহারাজ, যেমন কোনো নির্ধন লোক ধনসঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধনান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। তিনি অজপথ, সংখ্যপথ (বিঘোর পথ), বেতস পথ প্রভৃতি শঙ্কট জনক পথে বিচরণ করেন, জল বাণিজ্য এবং স্থল বাণিজ্য করেন, কায়, বাক্য, মনে ধনের আরাধনা করেন, ধনার্জনের নিমিত্তই উদ্যেগ করেন। মহারাজ, সেইরূপ দানপতি বেস্সন্তর বুদ্ধরূপ ধনে নির্ধন ছিলেন। সর্বজ্ঞতা জ্ঞানরত্ন লাভের নিমিত্ত তিনি যাচকদিগকে ধন-ধান্য দাস-দাসী, যান-বাহন, সকল প্রকার সম্পত্তি, স্বীয় পুত্র-পত্নী এমন কি নিজকে পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া সম্যক সম্বোধি অন্বেষণ করিয়াছেন।

মহারাজ, যেমন কোনো অমাত্য মুদ্রালাভেচ্ছু হইয়া মুদ্রার নিমিত্ত গৃহে যাহা কিছু ধন-ধান্য, হীরা-সোনা আছে সেই সমুদয় দিয়াও মুদ্রা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উদ্যোগ করেন, মহারাজ, সেইরূপ দানপতি বেস্সন্তর তাঁহার ব্যাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত ধন-সম্পদ দিয়া এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত পরার্থে উৎসর্গ করিয়া সম্যক সম্বোধি অন্বেষণ করিয়াছেন।

৮. মহারাজ, অথচ দানপতি বেস্সন্তরের মনে এইরূপ হইয়াছিল : 'সেই ব্রাহ্মণ যাহা প্রার্থনা করেন আমি তাঁহাকে তাহাই দান দিয়া কর্তব্যনিষ্ঠ হইব।' এইরূপে তিনি ব্রাহ্মণকে নিজের পুত্র ও পত্নী দান দিয়াছেন। মহারাজ, দানপতি বেস্সন্তর দ্বেষের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণকে পুত্র ও পত্নী দান করেন নাই। তাহাদের অদর্শন ইচ্ছায় পুত্র ও পত্নী দান করেন নাই, 'আমার পুত্র-পত্নী খুব বেশি হইয়াছে, তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হইব না,' এই চিন্তায় পুত্র ও পত্নীকে দান করেন নাই। 'ইহারা আমার অপ্রিয়' এই ভাবিয়া ইহাদিগকে বাহির করিয়া দিবার (পরিত্যাগ করিবার) ইচ্ছায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পুত্র ও পত্নীকে দান করেন নাই। কেবল সর্বজ্ঞতা জ্ঞান রত্নের অভিলাষ হেতু সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের প্রয়োজনে রাজা বেস্সন্তরই এই প্রকার অতুল, বিপুল, অনুত্তর, প্রিয়তম, মনোহর, দয়িত, প্রাণসম পুত্রগণ ও অর্ধাঙ্গিণীরূপ উত্তম সম্পদ ব্রাহ্মণকে দান দিয়াছেন।

মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান বুদ্ধ 'চর্যাপিটক' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :

'পুত্র কন্যা দ্বেষ-পাত্র নহে কদাচন,
মাদ্রীদেবী ছিলনাক বিদ্বেষ ভাজন,
সর্বজ্ঞতা প্রিয় মম তাহারি কারণ,
প্রিয়পাত্রগণে আমি করিনু অর্পণ।'

৯. মহারাজ, রাজা বেস্সন্তর পুত্র (পত্নী) দান দিলেন এবং সেই স্থান হইতে নিজের পর্ণকুটিরে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন। অত্যধিক স্নেহবশত

তাঁহার দুঃখগ্রস্ত হৃদয়ে প্রবল শোক উৎপন্ন হইল, অন্তঃকরণ উষ্ণ হইল। নাসিকায় সংকুলান না হওয়ায় মুখের দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিলেন। অশ্রুকণা পরিবর্তিত হইয়া রক্তবিন্দুর ন্যায় দুইনেত্র হইতে বাহির হইতে লাগিল। মহারাজ, এই প্রকারে রাজা বেস্সন্তরের উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে—'আমার দানব্রত পরিহীন না হউক'—এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণকে পুত্র-পত্নী দিয়া দিলেন।

মহারাজ, অথচ রাজা বেস্সন্তর দুই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে সন্তান দান করেন। সেই উদ্দেশ্য কী কী? (১) 'আমার দানব্রত অপরিহীন থাকিবে এবং (২) বনের ফলমূল আহার করিয়া আমার পুত্রগণ দুঃখ ভোগ করিতেছে। এই দানের ফলে তাহাদের পিতামহ নিশ্চয় তাহাদিগকে মুক্ত করিবেন।' মহারাজ, রাজা বেস্সন্তর জানিতেন যে, 'আমার পুত্রগণকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া কেহ রাখিতে পারিবে না। এবং এই বালকগণকে তাহাদের পিতামহ নিশ্চয় ক্রয় করিয়া লইবেন। এই প্রকারে আমাদেরও রাজ্যে প্রতিগমন হইবে।' মহারাজ, এই দুই উদ্দেশ্যে তিনি ব্রাহ্মণকে বালকদ্বয় দান করিলেন।

১০. মহারাজ, অথচ বেস্সন্তর রাজা জানিতেন যে, 'এই ব্রাহ্মণ জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, অধিক বয়স্ক, দুর্বল, ভগ্নদেহ, দণ্ডপরায়ণ, স্বল্পায়ু এবং তাহার পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ব্যক্তি বালকগণকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না।' মহারাজ, এমন মহাতেজস্বী ও প্রভাবশালী চন্দ্র ও সূর্যকে কোনো ব্যক্তি নিজের স্বাভাবিক শক্তি বলে ধরিয়া মঞ্জুষা কিংবা সিন্ধুকে প্রক্ষেপ করিতে কিংবা উহাদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া থালার ন্যায় ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে কি?"

"না ভন্তে, তাহা কি কখনো হয়?"

"মহারাজ, এই প্রকারেই এই সংসারে বেস্সন্তরের চন্দ্র-সূর্য সদৃশ বালকগণকে কেহ দাসদাসীর ন্যায় কাজে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

১১. মহারাজ, অধিকতর অন্য এক কারণ শুনুন, যাহাতে রাজা বেস্সন্তরের সন্তানগণকে কেহ দাসদাসীর কাজে নিযুক্ত করিতে পারে না। মহারাজ, যেমন চক্রবর্তী রাজা মণিরত্ন—যাহা উজ্জ্বল, জাতিমান, অষ্টাংশ, সুপরিমার্জিত, চারি হাত প্রভাসম্পন্ন ও শকটের নাভিপরিমাণ হয়; উহাকে কেহ ছিন্নবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া মঞ্জুষায় ভরিয়া বণিকের নিশান হিসেবে ব্যবহার করিতে পারে না। মহারাজ, সেই প্রকার সংসারে চক্রবর্তী রাজা মণিসদৃশ বেস্সন্তরের পুত্রগণকে কেহ দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে পারে না।

মহারাজ, আর এক কারণ শুনুন, যাহাতে বেস্‌সন্তর রাজার পুত্রগণকে কেহ দাসত্ব নিযুক্ত করিয়া রাখিতে পারে না। মহারাজ, তিন প্রকারে প্রভিন্ন (—প্রস্ফুটিত, প্রকাশিত ও মদস্রাবী), পরিপূর্ণ শ্বেত, সাত প্রকারে প্রতিষ্ঠিত, আটহাত উচ্চ, নয় হাত দীর্ঘ, মনোরম, দর্শনীয় নাগরাজ উপোসথকে কেহ কুলা কিংবা সরা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে পারে না; কিংবা বাছুরের ন্যায় খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করাইয়া ব্যবহার করিতে পারে না। মহারাজ, সেইরূপ উপোসথ নাগরাজ সদৃশ রাজা বেস্‌সন্তরের সন্তানগণকে কেহ সাদরূপে পরিভোগ করিতে সমর্থ হইবে না।

১২. মহারাজ, আরও উন্নততর কারণ শ্রবণ করুন, যেই কারণে বেস্‌সন্তরের সন্তানগণকে কেহ দাসরূপে উপভোগ করিতে পারে না। মহারাজ, যেমন এই মহাসাগর দীর্ঘ-প্রস্ত-বিস্তারে প্রসারিত আছে, অত্যন্ত গভীর, অপরিমেয়, দুরতিক্রম্য, অগাধ জলরাশি অনাবৃত থাকে, কেহ উহাকে চতুর্দিকে বেষ্টনী দিয়া একই ঘাটে পরিণত করিতে ও ব্যবহার করিতে পারে না; মহারাজ, সেইরূপ সংসারে মহাসমুদ্র সদৃশ বেস্‌সন্তর রাজার সন্তাগণকে কেহ দাসভোগে উপভোগ করিতে পারে না।

১৩. মহারাজ, অপর উন্নততর কারণও শ্রবণ করুন, যেই কারণে রাজা বেস্‌সন্তরের সন্তানদিগকে কেহ দাসভোগে উপভোগ করিতে পারে না। মহারাজ, যেমন পর্বতরাজ হিমালয় পঞ্চশত যোজন উচ্চ আকাশে উত্থিত আছে, তিন সহস্র যোজনের অধিক বিস্তৃত রহিয়াছে, চুরাশি সহস্র কূট বা শিখর মণ্ডিত আছে, উহা হইতে পাঁচশত বড় বড় নদী উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বড় বড় জীবগণের বাসস্থান, উহাতে অনেক প্রকার গন্ধদ্রব্য আছে, শত শত দিব্য ওষুধে উহা পরিপূর্ণ, আর উহা আকাশে উত্থিত মেঘমালার ন্যায় অতি উচ্চে দেখা যায়। মহারাজ, সেইরূপ সংসারে হিমালয় পর্বতরাজ সদৃশ রাজা বেস্‌সন্তরের সন্তানগণকে কেহ দাসভোগে উপভোগ করিতে পারে না।

মহারাজ, অপর উন্নততর কারণও শ্রবণ করুন, যেই কারণে রাজা বেস্‌সন্তরের সন্তানগণকে কেহ দাসভোগে উপভোগ করিতে পারে না। মহারাজ, যেমন ঘনান্ধকার রজনীতে পর্বতশীর্ষে প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ অগ্নিরাশি বহুদূর হইতে দেখা যায়, সেইরূপ মহারাজ, পর্বতশীর্ষে প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ অগ্নিরাশি বহুদূর হইতে দেখা যায়, সেইরূপ মহারাজ, পর্বতশীর্ষে প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ অগ্নিরাজির ন্যায় রাজা বেস্‌সন্তর কীর্তি অতিশয় দূরেও প্রকট দেখা যায়। সুতরাং তাহাঁর সন্তানগণকে কেহ দাসভোগে উপভোগ করিতে পারে না।

মহারাজ, অতঃপর অপর কারণও শ্রবণ করুন, যেই কারণে রাজা বেস্সন্তরের সন্তানগণকে কেহ দাসত্বে নিযুক্ত করিতে পারে না। মহারাজ, যেমন হিমালয় পর্বতে নাগপুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার সময় সোজা বায়ু প্রবাহিত হইলে দশ-দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত পুষ্পগন্ধ প্রবাহিত হয়, মহারাজ, সেইরূপ রাজা বেস্সন্তরেরও সহস্র যোজন দূরে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত—মধ্যে সুর, অসুর, গরুড়, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মহোরগ, কিন্নর, ইন্দ্র ভবনাদিতে তাঁহার কীর্তি-শব্দ উদ্গত হইয়াছে। তাঁহার উত্তম শীলগন্ধ প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সন্তানগণকে কেহ দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে পারিবে না।

১৪. মহারাজ, জালীকুমার তাহার পিতা রাজা বেস্সন্তর কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে যে, 'বৎস, তোমাদের পিতামহ যদি অর্থ দিয়া তোমাদিগকে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তবে ব্রাহ্মণকে সহস্র নিষ্ক দিয়া তোমাকে ক্রয় করিতে পারেন। আর কৃষ্ণাজিনাকে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে শত দাস, দাসী, শত হস্তী, শত অশ্ব, শত ধেনু, শত বৃষ ও শত নিষ্ক প্রভৃতি সর্বশত দিয়া ক্রয় করিতে পারেন। বৎসগণ, যদি তোমাদের পিতামহ ব্রাহ্মণের হাত হইতে রাজাদেশে বল প্রয়োগে বিনামূল্যে তোমাদিগকে কাড়িয়া লন তাহা হইলে তোমার পিতামহের আদেশ পালন করিও না। তখন তোমরা ব্রাহ্মণের অনুগামী হইবে।' এই উপদেশ দিয়া তিনি পুত্রগণকে পাঠাইয়াছেন। তৎপর পিতামহ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া জালীকুমার বলিলেন :

'দাদু, সহস্রার্ঘ্যে পিতা মোরে দেন ব্রাহ্মণেরে,
হাতি আদি শত মূল্যে দিলেন কৃষ্ণারে।'

"ভন্তে নাগসেন, প্রশ্নের সদুত্তর হইয়াছে, দৃষ্টিজাল ছিন্ন হইয়াছে, পরবাদ বিমর্দিত হইয়াছে, স্বীয় ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রকাশিত বিষয় পরিশোধিত ও সুষ্ঠু বিশ্লেষিত হইয়াছে। আপনি যাহা বুঝাইলেন তাহা আমি স্বীকার করি।"

গৌতমের দুষ্কর চর্যা

১৫. "ভন্তে, নাগসেন, সকল বোধিসত্ত্বই কি দুষ্কর চর্যা করেন? অথবা কেবল বোধিসত্ত্ব গৌতম দুষ্কর করিয়াছেন?"

"মহারাজ, সকল বোধিসত্ত্বের দুষ্কর চর্যা করিতে হয় না। কেবল বোধিসত্ত্ব গৌতমই করিয়াছেন।"

"ভন্তে, যদি এইরূপ হয় তবে তাহা অসঙ্গত, যেহেতু ইহাতে এই

বোধিসত্ত্বের সহিত অপর বোধিসত্ত্বের বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।”

“মহারাজ, চারি স্থানে (বিষয়ে) এক বোধিসত্ত্ব হইতে অপর বোধিসত্ত্বের বৈষম্য হইয়া থাকে। কোন চারি স্থানে? (১) কুল বৈষম্য, (২) অধ্যবসায় বৈষম্য, (৩) আয়ুষ্কাল বৈষম্য ও (৪) প্রমাণ বৈষম্য। মহারাজ, এই চারি স্থানে এক বোধিসত্ত্ব হইতে অপর বোধিসত্ত্বের বৈষম্য হইয়া থাকে। কিন্তু মহারাজ, সমস্ত বুদ্ধগণের মধ্যে রূপে, শীলে, সমাধিতে, প্রজ্ঞায়, বিমুক্তিতে, বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনে, চতুর্বিধ বৈশারদ্যে, দশবিধ তথাগত বলে, ছয় অসাধারণ জ্ঞানে, চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধ জ্ঞানে, অষ্টাদশ বুদ্ধধর্মে এবং কেবল বুদ্ধ গুণে কোনো বৈষম্য নাই। বুদ্ধদের ধর্মে সকল বুদ্ধ সমান হইয়া থাকেন।”

১৬. “ভন্তে, যদি বুদ্ধদের ধর্মে সকল বুদ্ধ সমান হন, তবে কী কারণে কেবল বোধিসত্ত্ব গৌতম দুষ্কর চর্যা করিলেন?”

“মহারাজ, বোধিসত্ত্ব গৌতম জ্ঞান ও বোধি পরিপক্ক ইহারা পূর্বে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। সেই অপরিপক্ক জ্ঞানের পরিপক্বতার জন্যেই তিনি দুষ্কর চর্যা করিয়াছেন।”

“ভন্তে, কী কারণে বোধিসত্ত্ব জ্ঞান ও বোধির অপক্ব অবস্থায় মহাভিনিষ্ক্রমণ করিলেন? জ্ঞানে পরিপক্বতা অর্জন করিয়া পরিপক্ব জ্ঞানে অভিনিষ্ক্রমণ করা তাঁহার উচিত ছিল না কি?”

১৭. “মহারাজ, অন্তঃপুরে রমণীগণের বিকৃত দৃশ্য দেখিয়া বোধিসত্ত্ব উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার বৈরাগ্যে উন্মেষ হইল। বৈরাগ্য চিত্ত উৎপন্ন হইতে দেখিয়া একজন মার-লোকের দেবতা ‘তাঁহার চিত্তের অরতি বিনোদনের জন্য ইহা উপযুক্ত সময়’ এই বিবেচনায় আকাশে প্রকট হইয়া এই বাণী উচ্চারণ করিলেন :

‘মরিস, (মহাশয়) আপনি এইভাবে উৎকণ্ঠিত হইবেন না। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে সহস্র অরযুক্ত নেমি ও নাভি-সমন্বিত, সর্বাবয়বে পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্ন প্রাদুর্ভূত হইবে। পৃথিবীর ধনরাশি, আকাশে রত্নরাজি স্বয়ংই আপনার নিকট উপস্থিত হইবে। দ্বি-সহস্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পরিবৃত চারি মহাদ্বীপে একমাত্র আপনারই নির্দেশ প্রচলিত হইবে। আপনার শর, বীর, শক্তিশালী এবং শত্রুসৈন্য মর্দনকারী সহস্রাধিক পুত্র হইবে। সেই পুত্রদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সপ্তরত্ন-সমন্বিত চারি মহাদ্বীপ আপনি অনুশাসন করিবেন।’

মহারাজ, সারাদিনব্যাপী সন্তপ্ত জ্বলন্ত লৌহ শলাকা কেহ কর্ণপথে প্রবেশ করাইলে যেমন হয়, সেইরূপ বোধিসত্ত্বের কর্ণপথে এই বাক্য প্রবিষ্ট হইল। এই প্রকারে স্বভাবতই যেমন তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তেমনি সেই দেবতার

বাক্যে আরও অধিক মাত্রায় উদ্বিগ্ন, সংবিগ্ন ও সংবেগপ্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ, যেমন প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ অগ্নি রাশি নবতর কাষ্ঠ দ্বারা ইন্ধনযুক্ত হইলে আরও অধিক পরিমাণে জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ বোধিসত্ত্ব স্বভাবতই উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তদুপরি সেই দেবতার বাক্য শুনিয়া তিনি আরও অধিক পরিমাণে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় সংবেগপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।"

১৮. "আচ্ছা ভন্তে, যদি সপ্তম দিবসে বোধিসত্ত্বের সত্যই দিব্য চক্ররত্ন আবির্ভূত হইত তবে কি তিনি চক্ররত্ন উৎপত্তি হেতু প্রত্যাবর্তন করিতেন?"

"না মহারাজ, সপ্তম দিবসে বোধিসত্ত্বের চক্ররত্ন উৎপন্ন হইত না। অথচ তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার উদ্দেশ্যে সেই দেবতা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন।

মহারাজ, যদিও সপ্তম দিবসে তাঁহার দিব্য চক্ররত্ন প্রকট হইত, তথাপি বোধিসত্ত্ব প্রত্যাবর্তন করিতেন না। কারণ কী? মহারাজ, কেননা সংসারের যাবতীয় সংস্কার ধর্মের অনিত্যতা তাঁহার হৃদয়ে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে, সর্বসংস্কারে দুঃখময়তা তাঁহার হৃদয়ে গভীরভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং সর্ব ধর্মের নিঃসারতা বা অনাত্মতা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই প্রকারে সংসারের প্রতি তাঁহার প্রবল তৃষ্ণা ক্ষয় হইয়াছে।

মহারাজ, যেমন [হিমালয়ের] অনবতপ্ত হ্রদ (মানস সরোবর) হইতে জলধারা গঙ্গানদীতে প্রবেশ করে, গঙ্গানদী দ্বারা প্রবাহিত হইয়া মহাসগরে পতিত হয়, এবং মহাসমুদ্র হইতে উহা পাতাল মুখে প্রবেশ করে। মহারাজ, সেই পাতাল মুখগত জল কি প্রত্যাবর্তন করিয়া মহাসমুদ্রে, মহাসমুদ্র হইতে গঙ্গানদীতে এবং গঙ্গানদী হইতে পুনরায় অনবতপ্ত হ্রদে প্রবেশ করিতে পারে?"

"না ভন্তে, কখনো পারে না।"

"মহারাজ, সেই প্রকার বোধিসত্ত্ব কেবল এই অন্তিম জন্মে পৌঁছিবার প্রয়োজনে চারি অসংখ্য একলক্ষ কল্প হইতে কুশলকর্ম সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি এখন সেই অন্তিম জন্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বোধি-জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে। আর ছয় বর্ষ মধ্যে নিশ্চয় তিনি জগতে নরোত্তম সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হইবেন। মহারাজ, তবে কি বোধিসত্ত্ব চক্ররত্নের জন্য প্রত্যাবর্তন করিবেন?"

"ভন্তে, নিশ্চয় না।"

১৯. "মহারাজ, অথচ বড় বড় কানন ও উচ্চ পর্বতসহ এই মহাপৃথিবী পরিবর্তিত হইতে পারে, তথাপি সম্যক সম্বোধি (পূর্ণ-বুদ্ধত্ব) লাভ না করিয়া বোধিসত্ত্ব প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন না। মহারাজ, যদি গঙ্গানদীর জলধারা স্রোতের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়, তথাপি বোধিসত্ত্ব সম্যক সম্বোধি লাভ

না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন না। মহারাজ, যদি অপরিমিত জলধারা মহাসমুদ্র গোষ্পাদের জলের ন্যায় বিশোষিত হয়, তথাপি বোধিসত্ত্ব সম্যক সম্বোধি লাভ না করিয়া কখনো ফিরিতে পারেন না। মহারাজ, যদি পর্বতরাজ হিমালয় শত বা সহস্র ভাগে বিদীর্ণ হয় তথাপি বোধিসত্ত্ব সম্যক সম্বোধি লাভ না করিয়া কখনো ফিরিতে পারেন না। মহারাজ, যদি আকাশ হইতে খসিয়া চন্দ্র-সূর্য ঢিলের মত ভূতলে পতিত হয়, তথাপি বোধিসত্ত্ব সম্যক সম্বোধি লাভ না করিয়া কখনো ফিরিতে পারেন না। মহারাজ, যদি খড়কুটোর ন্যায় আকাশ আবর্তিত হয়, তথাপি বোধিসত্ত্ব সম্যক সম্বোধি অর্জন না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন না। কারণ কী? যেহেতু তিনি সংসারের সকল বন্ধন প্রদলিত করিয়াছেন।"

২০. "ভন্তে নাগসেন, জগতে বন্ধন কত প্রকার?"

"মহারাজ, জগতে বন্ধনসমূহ দশ প্রকার। যে সকল বন্ধনে আবদ্ধ প্রাণীগণ সংসার হইতে বাহির হইতে পারে না, বাহির হইয়াও পুনরায় বন্ধনে ফিরিয়া আসে। সেই দশ প্রকার বন্ধন কী কী? মহারাজ, সংসারে (১) মাতা বন্ধন, (২) পিতা বন্ধন, (৩) পত্নী বন্ধন, (৪) পুত্র বন্ধন, (৫) জ্ঞাতি বন্ধন, (৬) মিত্র বন্ধন, (৭) ধন বন্ধন, (৮) লাভ-সৎকার বন্ধন, (৯) আধিপত্য বন্ধন, এবং (১০) পঞ্চ কাম-গুণ (কাম্য বস্তু) বন্ধন। মহারাজ, সংসারে এই দশ প্রকার বন্ধন আছে, যাহাদের দ্বারা আবদ্ধ প্রাণীগণ বাহির হইতে পারে না, বাহির হইলেও পুনরায় বন্ধনে ফিরিয়া আসে। বোধিসত্ত্বের সেই বন্ধনসমূহ ছিন্ন ও প্রদলিত হইয়াছেন। মহারাজ যেই কারণে বোধিসত্ত্ব কখনো প্রত্যাবর্তন করিতে পারে না।"

২১. "ভন্তে নাগসেন, জ্ঞান ও বোধির অপরিপক্ব অবস্থায় বোধিসত্ত্বের চিত্তে দেবতার বাক্য যদি অরতি উৎপন্ন হয় এবং তিনি সংসার ত্যাগ করেন, তবে তাঁহার পক্ষে দুষ্কর চর্যার উদ্দেশ্য কী? জ্ঞান পরিপক্ব হইবার অপেক্ষায় সর্বাধিক বিষয় ভোগ করা তাঁহার উচিত ছিল না কি?"

"মহারাজ, সংসারে দশ প্রকার লোক (ব্যক্তি) আছে, যাহারা অসম্মানিত, নিন্দিত, নীচ (হীন), মন্দ, অপ্রতিষ্ঠিত, সর্বত্র দমিত এবং মর্যাদাভ্রষ্ট। সেই দশ প্রকার ব্যক্তি কারা? মহারাজ, (১) বিধরা নারী, (২) দুর্বল পুরুষ, (৩) জ্ঞাতিমিত্রহীন ব্যক্তি (৪) মহাপেটুক, (৫) নীচকুলোদ্ভব লোক, (৬) কু-সঙ্গ সহবাসী লোক, (৭) দরিদ্র লোক, (৮) সদাচার হীন লোক, (৯) নিষ্কর্মা লোক, এবং (১০) উদোগহীন লোক। মহারাজ, এই দশ প্রকার মানুষ সংসারে অসম্মানিত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত, মূল্যহীন, গর্হিত, তিরস্কৃত ও

অমর্যাদাগ্রস্ত হয়।

মহারাজ, এই দশ প্রকার কারণ চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্বের এই জ্ঞান উদয় হইল : 'আমি দেবমানুষের মধ্যে কর্মহীন ও উদ্যোগহীন হইয়া নিন্দিত হইব না। অতএব, আমি কর্মগুরু, কর্মাধিপতি, কর্মশীল, কর্মকুশল, কর্ম-তৎপর ও কর্মস্বামী হইব, এবং অপ্রমত্তভাবে জীবন যাপন করিব!' মহারাজ, এই প্রকারে বোধিসত্ত্ব স্বীয় জ্ঞান পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত দুষ্কর চর্যা অভ্যাস করিয়াছেন।"

২২. "ভন্তে নাগসেন, বোধিসত্ত্ব দুষ্কর চর্যা করিবার সময় এইরূপ বলিয়াছেন : 'এই কঠোর দুষ্কর চর্যা দ্বারা আমি লোকোত্তর পরম আর্য-জ্ঞানদর্শন (বিশেষ) লাভ করিতে পারিব না। বুদ্ধত্ব লাভের নিমিত্ত অন্য কোনো কর্ম অবশ্যই থাকিবে।' তবে কি সেই সময় মার্গ সম্বন্ধে বোধিসত্ত্বের স্মৃতিভ্রম হইয়াছিল?"

"মহারাজ, চিত্তকে দুর্বল করে এমন পঁচিশ প্রকার বিষয় আছে, যাহাদের প্রভাবে দুর্বল চিত্ত আসবসমূহের ক্ষয়ের নিমিত্ত উত্তমরূপে সমাহিত হইতে পারে না। সেই পঁচিশ প্রকার বিষয় কী কী?

মহারাজ, (১) ক্রোধ, (২) উত্তেজনা, (৩) স্তাবকতা, (৪) অন্তর্দাহ, (৫) ঈর্ষা, (৬) মাৎসর্য, (৭) মায়া, (৮) শঠতা, (৯) একগোয়েমি ভাব, (১০) কলহ-প্রিয়তা, (১১) মান-অভিমান, (১২) মদ, (১৩) প্রমাদ, (১৪) মানসিক জড়তা, (১৫) তন্দ্রা, (১৬) আলস্য, (১৭) কুসংসর্গ, (১৮) রূপ, (১৯) শব্দ, (২০) গন্ধ, (২১) রস, (২২) স্পর্শ্য, (২৩) ক্ষুধা, (২৪) পিপাসা, এবং (২৫) অসন্তোষ।—মহারাজ, চিত্তকে দুর্বল করিবার এই পঁচিশ প্রকার বিষয় আছে; যাহাদের প্রভাবে দুর্বলচিত্ত আসবসমূহের ক্ষয়ের নিমিত্ত উত্তমরূপে সমাহিত হইতে পারে না।

মহারাজ, সেই সময় এই সমুদয়ের মধ্যে ক্ষুধা ও পিপাসা বোধিসত্ত্বের শরীর দুর্বল করিয়াছে, শরীর দুর্বল হইবার দরুন আসবসমূহের ক্ষয়ের নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত উত্তমরূপে সমাহিত হইতে পারে নাই। মহারাজ, চারি অসংখ্য এক লক্ষ কল্প হইতে বোধিসত্ত্ব জন্মে জন্মে চতুর্বিধ আর্যসত্যের সাক্ষাৎকার অনুসন্ধান করিয়াছেন। তবে তাঁহার অন্তিম জন্মে—যখন আর্যসত্যের সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত—তখন তাঁহার মার্গ সম্বন্ধে স্মৃতিভ্রম হইবে কেন? মহারাজ, অথচ বোধিসত্ত্বের এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, 'বুদ্ধত্ব লাভের নিমিত্ত অন্য কোনো মার্গ অবশ্যই থাকিবে।'

২৩. মহারাজ, পূর্বে বোধিসত্ত্ব গৌতম যখন এক মাস বয়স্ক ছিলেন,

তখন পিতা শুদ্ধোদনের কৃষিক্ষেত্রে জম্বুবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায়, সুন্দর শয্যার উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া—কাম ও অকুশল প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত হইয়া বিতর্ক-বিচারযুক্ত, বিবেকজ প্রীতি ও সুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করিলেন। এই প্রকারে তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়াছিলেন।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, এই বিষয় আমি স্বীকার করি। নিজের জ্ঞানকে পরিপক্ব করিবার নিমিত্তই বোধিসত্ত্বই গৌতম দুষ্কর চর্যা করিয়াছেন।"

পাপ-পুণ্যের মধ্যে প্রবলতর কে?

২৪. "ভন্তে নাগসেন, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে কে অধিকতর বলবান?"

"মহারাজ, পুণ্যই অধিকতর বলবান, পাপ তদ্রুপ নহে।"

"ভন্তে, 'পুণ্য অধিক বলবান, পাপ তদ্রুপ নহে', এই কথা আমি স্বীকার করি না। ভন্তে, জগতে কত লোক দেখা যায়—যাহারা প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যাভিচার করে, মিথ্যা বলে, গ্রাম লুণ্ঠন করে, পথে ডাকাতি করে, জুয়াচোরি করে অথবা প্রতারণা করে। সেই সেই পাপকর্মের দরুন তাহাদের হস্তচ্ছেদ হয়, পদচ্ছেদ হয়, হস্ত-পদ দুই ছেদ হয়, কর্ণচ্ছেদ হয়, নাসিকাচ্ছেদ হয়, কর্ণ-নাসিকাচ্ছেদ হয় এবং কাহাকে বিলঙ্গথালিক[১] করা হয়... ইত্যাদি কঠোর দণ্ড দিতে দেখা যায়। কোনো লোক যেই রাত্রিতে পাপ করে সেই রাত্রিতেই উহার ফল ভোগ করে, কোনো লোক যেই রাত্রিতে পাপ করে সেই দিনেই উহার ফল ভোগ করে, কোনো লোক যেই দিনে পাপ করে সেই দিনেই ইহার ফল ভোগ করে, কোনো লোক যেই দিনে পাপ করে সেই রাত্রিতে উহার ফল ভোগ করে এবং কোনো লোক আজ পাপ করিয়া দুই কিংবা তিনদিন পর উহার ফল লাভ করে। তাহারা সকলে ইহজন্মে নিজের পাপকর্মের ফল লাভ করিয়া থাকে।

ভন্তে নাগসেন, কিন্তু এমন আছেন কি, যিনি সপারিষদ এক, দুই, তিন, চার পাঁচ, দশ, শত, সহস্র, কিংবা লক্ষ ভিক্ষুদিগকে দান দিয়া এই জন্মেই সম্পত্তি, যশ অথবা সুখ পাইয়াছেন? অথবা শীল পালন করিয়া, উপোসথ ব্রত রক্ষা করিয়া ইহজন্মে সম্পত্তি, যশ বা সুখ পাইয়াছেন?"

"মহারাজ, এই প্রকার চারি ব্যক্তি আছেন, যাহারা দান দিয়া শীল পালন

---

[১]। ইতিপূর্বে অন্যত্র এই সকল শাস্তির উল্লেখ থাকায় এই স্থানে লেখা হইল না।

করিয়া এবং উপোসথ ব্রত রক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ জীবনে এই দেহে সশরীরে দেবলোকে উপনীত হইয়াছেন।"

"ভন্তে, তাহারা কে কে?"

"মহারাজ, (১) রাজা **মান্ধাতা,** (২) রাজা **নিমি,** (৩) রাজা **স্বাধীন** এবং (৪) রাজা **গুপ্তিল** গন্ধর্ব।"

২৫. "ভন্তে নাগসেন, এই লোকদের বিষয় কত হাজার প্রজন্মের পূর্বেকার ঘটনা। উহাদিকে আপনিও দেখেন নাই আর আমিও দেখি নাই। যদি সমর্থ হন, তবে এই সম্বন্ধে ভগবানের সময় হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কিছু ঘটনা বলিতে পারেন কি?"

"মহারাজ, এই যুগেও পুণ্নক নামক দাস স্থবির সারিপুত্রকে ভোজন দান করিয়া ওই দিনেই শ্রেষ্ঠীপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি আজ পর্যন্ত পুণ্নক শ্রেষ্ঠী নামে খ্যাত আছেন।—রাণি গোপাল মাতা নিজের মাথার চুল বিক্রয় করিয়া লব্ধ আট কার্ষাপণে (সেই সময়ের টাকা) মহাকাত্যায়ন প্রমুখ আটজন স্থবিরকে খাদ্য-ভোজ্য দান করিয়া সেই দিনেই রাজা চন্দ্র প্রদ্যোতের (উদয়নের?) পাঠরাণীর পদ লাভ করিয়াছেন।—সুপ্রিয়া নামক উপাসিকা কোনো রোগী ভিক্ষুকে নিজের উরু-মাংসের পথ্য দিয়া দ্বিতীয় দিনে সুস্থ ও সবল করিয়াছেন। আর তাহার ক্ষতস্থান আরোগ্য হইয়াছে।—মল্লিকা দেবী ভগবানকে বাসি খৈয়ের লাড়ু দিয়া সেই দিনেই কোশলরাজের অগ্রমহিষী হইয়াছেন।—সুমন নামক মালী আট মুষ্টি সুমনপুষ্প দ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়া সেই দিনেই মহাসম্পত্তিশালী হইয়াছেন।—এক শাটক ব্রাহ্মণ নিজের উত্তরীয় দিয়া ভগবানকে পূজা করিয়া সেই দিনেই সর্ব বস্তুর আট-আট সংখ্যা লাভ করেন । মহারাজ, ইহারা সকলে স্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে নিজেদের প্রত্যক্ষ জীবনে (ইহা জীবনে) ভোগ ও যশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

"ভন্তে, বহু বিচার ও অন্বেষণ করিবার পর আপনি এই ছয়জনকে দেখাইলেন।"

"হ্যাঁ মহারাজ!"

২৬. "ভন্তে, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পুণ্য অপেক্ষা পাপ অধিক বলবান, পাপ অপেক্ষা পুণ্য নহে। ভন্তে, আমি কেবল এক দিনে দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শত ও সহস্র ব্যক্তিকে নিজের পাপকর্মের দরুন শূলের উপর চড়াইতে দেখিয়া থাকি।

ভন্তে নাগসেন, নন্দবংশের সেনাপতির ভদ্রশাল নামে এক পুত্র ছিল। রাজা চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষের

সৈন্যদের মধ্যে আশিটি কবন্ধ-রূপ ছিল। এক শীর্ষ কবন্ধ পতিত হইবার পর অপর এক শীর্ষ-কবন্ধ উঠিয়া দাঁড়াইত। ইহারা সকলেই নিজ নিজ পাপ-কর্মের দরুন এই ঘোর দুঃখ ভোগ করিয়াছে। ভন্তে, এই কারণেও আমি বলিতেছি যে, পুণ্য অপেক্ষা পাপ অধিকতর বলবান, পাপ অপেক্ষা পুণ্য নহে।

ভন্তে নাগসেন, শোনা যায় যে, বুদ্ধধর্মে কোশলরাজ অতুলনীয় দান দিয়াছেন।"

"হ্যাঁ মহারাজ, তাহা শোনা যায়।"

"ভন্তে, কোশলরাজ সেই অসদৃশ দান দিবার পর উহার ফলে এই জন্মে কিছু যশঃ বা সুখ লাভ করিয়াছেন কি?"

"না মহারাজ!

২৭. "ভন্তে নাগসেন, যদি কোশলরাজ এইরূপ অলৌকিক দান দিয়াও উহার ফলে এই জন্মে কিছু ভোগ, যশ বা সুখ লাভ না করেন তবে ভন্তে, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পাপই অধিকতর বলবান, পুণ্য নহে।"

২৮. "মহারাজ, সামান্যই হইবার দরুন পাপ সত্বর ফল প্রদান করে, মহৎ হইবার দরুন পুণ্যের ফল বিলম্বে লাভ হয়। মহারাজ, উপমা দিয়াও ইহা পরিষ্কার করা যাইতে পারে।—মহারাজ, অপরান্ত দেশে কুমুদভণ্ডিকা নামে এক জাতীয় ধান্য আছে যাহা বপনের পর এক মাসের মধ্যেই কাটিয়া ঘরে তোলা যায়। কিন্তু শালিধান পাঁচ কিংবা ছয় মাসে পরিপক্ব হয়। মহারাজ, তবে এই ক্ষেত্রে কুমদভণ্ডিকা ও শালি ধান্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য কি আর পার্থক্যই বা কোথায়?"

"ভন্তে, কুমুদভণ্ডিকা সামান্য হয়, আর শালি ধান্য অধিক হয়। এই কারণে একটি শীঘ্র তৈয়ার হয়, আর অপরটি বিলম্বে প্রস্তুত হয়। ভন্তে, শালি চাল রাজাদের যোগ্য, রাজারা উহা ভোজন করেন। আর কুমুদভণ্ডিকা চাল দাস কর্মচারীদের খাদ্য।"

"মহারাজ, এই প্রকারে ছোট হইবার দরুন পাপ শীঘ্রই নিজের ফল দিয়া থাকে! আর বড় হইবার দরুন পুণ্যের ফল দেরীতে লাভ হয়।"

"ভন্তে নাগসেন, যাহাই যাহার ফল সহসা লাভ হয় উহাই জগতে অধিক বলবান মনে হয়। কিন্তু পুণ্য তদ্রুপ নহে।

ভন্তে নাগসেন, যেই সৈন্য ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রবেশ করিয়া শত্রুকে কোমড়ে বাঁধিয়া শীঘ্র নিজের প্রভুর সমীপে উপনীত করে সে-ই সমর্থ এবং শূর নামে অভিহিত হয়।—যেই চিকিৎসক ক্ষিপ্রতার সহিত অস্ত্রোপচার

করিয়া রোগীর রোগ সত্বর দূরীভূত করে সেই চিকিৎসক দক্ষ বলে বিবেচিত হয়।—যে গণক সহসা গণনা করিয়া দেখাইতে পারে সেই গণক দক্ষরূপে স্বীকৃত হয়।—যেই মল্ল প্রতিমল্লকে উপরে তুলিয়া সহসা চিৎ করিয়া ভূতলে ফেলিতে পারে, সেই মল্ল সমর্থ ও শূর নামে কথিত হয় ভন্তে, এইরূপে পুণ্য বা পাপ যাহা সহসা ফল দেয় তাহাই জগতে অধিকতর বলবান বলা যায়।"

২৯. "মহারাজ, সেই উভয়বিধ কর্মের ফল পরজন্মে লাভ হইবে। কিন্তু পাপকর্ম মন্দ হওয়ার দরুন সময়ে ইহা জীবনের ফলপ্রদ হয়। মহারাজ, পূর্বকালের রাজারা এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, 'যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা করে সে দণ্ডার্হ হইবে। যে চুরি করে, যে ব্যভিচার করে, যে মিথ্যা বলে, যে গ্রাম লুণ্ঠন করে, যে পথে ডাকাতি করে, যে জুয়াচোরি করে এবং প্রতারণা করে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইবে, তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইবে, অঙ্গ ছেদন করা হইবে, বিদ্ধ করা হইবে ও তদ্রুপ তাহাকে হত্যা করা হইবে। সেই নিয়মানুসারে বিচারকেরা বিচার-বিবেচনা করিয়া দণ্ড বিধান করেন। মহারাজ, এইরূপ নিয়ম কেহ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন কি—'যিনি দান দিবেন, শীল পালন করিবেন, কিংবা উপোসথ ব্রত রক্ষা করিবেন, তাঁহাকে পুরষ্কার বা প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে?' পাপকর্মা চোরকে যেমন দণ্ড দেওয়া যেইরূপ সেই বিধান অনুসারে বিচার করিয়া পুণ্যকর্মাকে কোনো পুরষ্কার দেওয়া হয় কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, যদি বিচার-বিবেচনা করিয়া পুণ্যকর্মাদের পুরষ্কার বা উপাধি দান করিবার রীতি থাকিত তবে তাহা হইলে পুণ্যকর্মও এই জন্মে নিশ্চয় ফলপ্রদ হইত। মহারাজ, যেহেতু পুণ্যকর্মাদের পুরস্কার বা উপাধি প্রদান করা হয় না, সেই কারণে পুণ্যকর্ম এই জন্মে ফলপ্রদ হয় না। মহারাজ, এই কারণে পাপকর্ম এই জন্মেও ফলপ্রদ হয়, এবং পাপকর্ম অধিক দুঃখ দিয়া থাকে।"

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যতীত অপর কেহ এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিত না। ভন্তে, আমি লৌকিক দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিয়াছি আপনি তাহা লোকোত্তরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।"

মৃত লোকের উদ্দেশ্যে দান

৩০. "ভন্তে নাগসেন, এই দাতারা দান দিয়া ব্যক্তির উদ্দেশে বলেন,

‘এই পুণ্য তাঁহাদের লাভ হউক।’ তাহাতে মৃত ব্যক্তিদের কিছু ফল লাভ হয় কি?”

“মহারাজ, কেহ কেহ লাভ করেন, আর কেহ লাভ করেন না।”

“ভন্তে, কাহারা লাভ করেন? আর কাহারাই বা লাভ করেন না?”

“মহারাজ, যাহারা নরকে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহারা লাভ করেন না। পশুপক্ষী আদি নীচ যোনিতে যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদের লাভ হয় না। চারি প্রকার প্রেত লোকের মধ্যে (১) বন্তাসিক (বমনখাদক), (২) ক্ষুৎপিপাসী (যারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিব্রত), আর (৩) নিদ্ধামতৃষ্ণিক (পিপাসায় প্রজ্জ্বলিত), এই ত্রিবিধ প্রেতেরা লাভ করেন না। কেবল যাহারা ‘পরদত্তপজীবী’ প্রেত আছে, তাহারা নিশ্চয় লাভ করে। তবে তাহারাও স্মরণ রাখিলে কিংবা অনুমোদন জানাইলেই ফল লাভ করিতে পারে।”

“ভন্তে, যাহাদের উদ্দেশে দান করা হইল যদি তাহারা তাহা লাভ না করেন তবে দাতাদের দান নিরর্থক ও নিষ্ফল হয়।”

“মহারাজ, সেই দান নিষ্ফল ও বিপাকহীন হয় না। দাতারাই উহার ফল লাভ করিয়া থাকে।”

“ভন্তে, তাহা হইলে যুক্তি দ্বারা আমাকে বুঝাইয়া দিন।”

৩১. “মহারাজ, মনে করুন কোনো মানুষ মৎস্য-মাংস-সুরা-ভাত খাদ্যাদি সুসজ্জিত করিয়া আত্মীয়ের বাড়ি লইয়া গেল। যদি সেই আত্মীয় এই উপহার গ্রহণ না করে, তবে কি সেই উপহার নিষ্ফল হইবে, কিংবা বিনষ্ট হইবে?”

“না ভন্তে, সেই উপহার সামগ্রী যাহার ছিল তাহারই থাকে।”

“মহারাজ, এইরূপ দাতারাই উহার ফল ভোগ করে।”

“মহারাজ, যেমন কোনো লোক এক দ্বারবিশিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিয়াছে। যদি তাহার সম্মুখে বাহির হইবার অন্যদ্বার না থাকে তবে সে কোন পথে বাহির হইবে?”

“ভন্তে, যেই দ্বারে প্রবেশ করিয়াছে সেই দ্বারেই।”

“মহারাজ, সেইরূপ দাতারাই উহার ফলভোগ করিয়া থাকে।”

“ভন্তে নাগসেন, আচ্ছা, তাহাই হউক। আমি তাহা তদ্রুপেই স্বীকার করি যে দাতারাই উহার ফল ভোগ করে। আমরা সেই যুক্তি বিরোধিতা করিব না।”

৩২. “ভন্তে, যদি এই দাতাগণের প্রদত্ত দানের পুণ্য পরলোকগত আত্মীয়গণ প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা উহার সুফল ভোগ করে; তবে যদি কোনো

প্রাণিহত্যাকারী, শিকারী, রক্তরঞ্জিত হস্ত, হিংসাপ্রণোদিত চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন লোক নরহত্যাদিরূপ কঠোর পাপকর্ম সম্পাদন করিয়া পরলোকগত প্রেতদের উদ্দেশে বলে, 'আমার এই কৃতর্কমের ফল পরলোকগত আত্মীয়গণ প্রাপ্ত হউক' তবে কি উহার ফল পরলোকগত প্রেতদের হইবে?"

"না মহারাজ, তাহা হইবে না।"

৩৩. "ভন্তে, ইহার যুক্তি বা কারণ কী, যাহাতে পুণ্যকর্মের ফল পরলোক পর্যন্ত পৌঁছে আর পাপকর্মের ফল পৌঁছে না?"

"মহারাজ, এই জাতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। মহারাজ, উত্তরদাতা আছে বলিয়া আপনি অজিজ্ঞাস্য বা অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না। কী কারণে আকাশ নিরালম্ব? কেন গঙ্গা ঊর্ধ্বমুখে প্রবাহিত হয় না? কেন মানুষ ও পক্ষীরা দ্বিপদবিশিষ্ট, আর পশুরা চতুষ্পদী তাহাও কি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন?"

"ভন্তে, আমি আপনাকে বিব্রত করিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিতেছি না। নিজের সন্দেহ নিরসনের জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি। ভন্তে জগতে বহু মানুষ বামপন্থী ও দুর্বুদ্ধিপরায়ণ। তাহারা কী প্রকারে সুযোগ লাভ করিতে না পারে, এই ইচ্ছাতে আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"মহারাজ, যে স্বয়ং পাপ করে নাই, যে তাহা অনুমোদন করে নাই, তাহার সঙ্গে পাপকর্ম ভাগাভাগি করা সম্ভব নহে। মহারাজ, মানুষ নলের সাহায্যে বহুদূর পর্যন্ত জল লইয়া যায়। কিন্তু পর্বত হইতে বড় প্রস্তরখণ্ড নলের সাহায্যে যথেচ্ছ লইয়া যাইতে পারে কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, সেই প্রকার পুণ্যকর্মকে ভাগাভাগি করা যাইতে পারে কিন্তু পাপকর্মকে সংবিভাগ করা চলে না।

৩৪. "মহারাজ, যেমন তৈলের দ্বারা প্রদীপ জ্বালাইতে পারা যায়। কিন্তু জলের দ্বারা প্রদীপ জ্বলিবে কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, তদ্রুপ পুণ্য ভাগাভাগি করা চলে কিন্তু পাপ চলে না। যেমন কৃষকেরা সরোবর হইতে জল সেচন করিয়া ধান্য পরিপক্ব করে। কিন্তু মহাসমুদ্র হইতে জল আনিয়া ধান্য পরিপক্ব করা সম্ভব কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, সেই প্রকার পুণ্য সংবিভাগ করা সম্ভব, কিন্তু পাপ সংবিভাগ সম্ভব নহে।"

৩৫. "ভন্তে নাগসেন, কী কারণে পুণ্য বিভাগ করা যায় আর পাপ যায় না? যুক্তি দিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন। আমি অন্ধ এবং অজ্ঞানী নহি। সুতরাং আপনার নিকট শুনিয়া তাহা সম্যকভাবে বুঝিতে পারিব।"

"মহারাজ, পাপ সামান্য আর পুণ্য মহৎ, সামান্য হওয়ার দরুন পাপ কেবল কর্তাকেই অনুসরণ করে, আর পুণ্য মহৎ হওয়ার দরুন দেবলোক, মনুষ্যলোকসহ সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করে।"

"ভন্তে, উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, যেমন সামন্য এক বিন্দু জল যদি মাটিতে পরে তবে কি সেই জলবিন্দু দশ কিংবা দ্বাদশ যোজন পরিমিত জমি প্লাবিত করিতে পারে?"

"না ভন্তে, যে-স্থানে সেই জলবিন্দু পতিত হয়, সেই স্থানেই উহা শুকাইয়া যায়।"

"মহারাজ, কেন এইরূপ হয়?"

"ভন্তে, জলবিন্দু সামান্য বলিয়া শুকাইয়া যায়।"

"মহারাজ, এই প্রকারে পাপ অতি সামান্য হওয়ার দরুন কেবল কর্তাকেই অনুসরণ করে এবং তাহাকেই ফল দিতে পারে। তাহা অন্যের সঙ্গে ভাগ-বিভাগ করা চলে না।"

"মহারাজ, যেমন প্রচুর মেঘরাশি ধরণীতল তৃপ্ত করিয়া বর্ষিত হয়। তবে যেই প্রচুর বারিবর্ষণ চতুর্দিকে প্লাবিত করে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, অবশ্যই সেই প্রচুর মেঘ-দশ-দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত পরিখা, সরোবর, সরিৎ, শাখানদী, কন্দর, গহ্বর, হ্রদ, তড়াক, কূপ ও পুষ্করিণীসমূহ পরিপূর্ণরূপে প্লাবিত করিতে পারে।"

"মহারাজ, ইহার কারণ কী?"

"ভন্তে, যেহেতু মেঘের প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ শক্তি রহিয়াছে।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই পুণ্য পরিমাণে বহুল হওয়ার দরুন দেবতা ও মনুষ্যদের সংবিভাগ করিতে পারা যায়।"

৩৬. "ভন্তে, কী কারণে পাপ স্বল্প হয় আর পুণ্য অধিকতর হয়?"

"মহারাজ, সংসারে যে কেহ দান দেয়, শীল রক্ষা করে, উপোসথ ব্রত পালন করে, সে-ই হৃষ্ট, প্রহৃষ্ট, হর্ষিত, প্রমোদিত, প্রসন্নমানস ও সন্তুষ্ট চিত্ত হয়। তাহার অন্তরে পূর্বাপর প্রীতি হইলে পুণ্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

মহারাজ, যেমন প্রচুর জলসম্পন্ন কোনো পুষ্করিণীতে একদিক জল প্রবেশ করে, অন্যদিকে বাহির হয়। একদিকে বাহির হইলেও অন্যদিকে জল প্রবেশ করার দরুন উহা পূর্ণ থাকে। জল আর ক্ষয় হইতে পারে না। মহারাজ,

সেইরূপ পুণ্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। মহারাজ, যদি কোনো লোক নিজের কৃত পুণ্যকর্ম শতবর্ষ পর্যন্ত বারবার আবর্তন বা পুনঃপুন চিন্তা করে তবে চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই পুণ্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাহার সেই পুণ্য যত লোকের সহিত ইচ্ছা করে তত লোকের সঙ্গে ভাগ-বিভাগ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ, এই ক্ষেত্রে ইহাই কারণ, যে কারণে উভয়ের মধ্যে পুণ্য অধিকতর হয়।

মহারাজ, কিন্তু পাপ করিবার পরে লোকের মনে অনুতাপ হয়। অনুতপ্তের চিত্ত সঙ্কোচিত হয়, লীন হয়, প্রলীন হয় ও পরিবর্তিত হয় কিন্তু প্রসারিত হয় না; শোকার্ত হয়, তপ্ত হয়, হ্রাস পায়, ক্ষয় পায়, কিন্তু বর্ধিত হয় না। তাহাতেই সীমিত থাকে।

মহারাজ, যেমন উচ্চ তীরসম্পন্ন, উচ্চ-নিচ, আঁকা-বাঁকা, শুষ্ক নদীতে—উপর হইতে আগত সামান্য জল হ্রাস পায়, ক্ষয় হয়, বর্ধিত হয় না এবং তাহাতেই নিঃশেষ হয়। মহারাজ, সেইরূপেই পাপ করিবার সময় চিত্ত সঙ্কোচিত হয়, লীন হয়, বিলীন হয়, প্রত্যাবর্তন করে, কিন্তু প্রসারিত হয় না; শোর্কাত হয়, তপ্ত হয়, হ্রাস পায়, ক্ষয় হয়, কিন্তু বর্ধিত হয় না। তাহাতেই সীমিত থাকে। মহারাজ, ইহাই কারণ যে উভয়ের মধ্যে পাপ সামান্যতর মাত্র।"

"সাধু ভন্তে, ইহা এই প্রকারেই আমি মান্য করি।"

স্বপ্ন দর্শন

৩৭. "ভন্তে নাগসেন, এই সংসারে সকল নরনারী স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। ভালো ও মন্দ, পূর্বে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, পূর্বে ও অকৃত, শান্তি-প্রদ ও ভয়সঙ্কুল, দূরের বিষয় ও নিকটের বিষয়, বহুবিধ ও অনেক সহস্র রকম বর্ণবিশিষ্ট স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। এই স্বপ্ন কী? এবং কে ইহা দর্শন করে?"

"মহারাজ, এই স্বপ্ন নিমিত্ত মাত্র, যাহা চিত্রের গোচরে উপনীত হয়। মহারাজ, ছয় কারণে স্বপ্ন দেখা যায় : (১) বায়ুর প্রকোপে স্বপ্ন দেখা যায়, (২) পিত্তের প্রকোপে স্বপ্ন দেখা যায়, (৩) শ্লেষ্মার প্রকোপে স্বপ্ন দেখা যায়, (৪) দেবতার প্রভাবে কিছু স্বপ্ন দেখা যায়, (৫) কোনো কার্য বারবার করিবার অভ্যাস থাকিলে উহার স্বপ্ন দেখা যায় এবং (৬) পূর্বনিমিত্ত বা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিষয় সম্বন্ধে কখন কখনো স্বপ্ন দেখা যায়। মহারাজ, পূর্ব নিমিত্তরূপে যেই স্বপ্ন দেখা যায় তাহাই সত্য। বাকিগুলি নহে।"

"ভন্তে, পূর্বনিমিত্তরূপে যেই স্বপ্ন দেখা যায়, তখন কি তাহার চিত্ত স্বয়ং বাহিরে গিয়া সেই ঘটনাগুলি সঞ্চয় করে? অথবা সেই নিমিত্ত নিজে তাহার চিত্তের গোচরে আসিয়া থাকে? কিংবা অন্য কেহ আসিয়া তাহাকে বলে?"

"মহারাজ, দ্রষ্টার চিত্ত স্বয়ং বাহিরে গিয়া নিমিত্ত চয়ন করে না। আর অন্য কেহ আসিয়াও তাহাকে বলে না। অথচ ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিষয়ের সেই নিমিত্তই চিত্তের গোচরীভূত হয়।

মহারাজ, যেমন দর্পণ স্বয়ং কোথাও গিয়া ছবি চয়ন করে না। আর অন্য কেহও কোনো ছবি আনিয়া দর্পণে আরোপ করে না। অথচ যেকোনো স্থান হইতে ছবি আসিয়া দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। মহারাজ, এই প্রকার তাহার চিত্ত স্বয়ং বাহিরে গিয়া সেই নিমিত্ত চয়ন করে না। আর অপর কেহ আসিয়া তাহাকে বলে না। অথচ যেকোনো স্থান হইতে নিমিত্ত আসিয়া তাহার চিত্তে প্রতিবিম্বত হয়।"

৩৮. "ভন্তে যেই চিত্ত সেই স্বপ্ন দেখে সেই চিত্ত কি জানে যে, ইহার ফল শুভ বা অশুভ হইবে?"

"মহারাজ, সেই চিত্ত জানিতে পারে না যে ইহার ফল অশুভ কী শুভ হইবে। কিন্তু যে এইরূপ স্বপ্ন দেখে সে অন্য লোককে বলিয়া থাকে এবং তাহারা উহার অর্থ প্রকাশ করে।"

"আচ্ছা, ভন্তে, দয়া করিয়া আমাকে একটি উদাহরণ প্রদান করুন।"

"মহারাজ, মানুষের শরীরে তিল, ফোঁড়া বা দাদ উঠিয়া থাকে। ইহা তাহার লাভের নিমিত্ত বা অলাভের নিমিত্ত, যশের নিমিত্ত বা অযশের নিমিত্ত, নিন্দার নিমিত্ত বা প্রশংসার নিমিত্ত, সুখের নিমিত্ত বা দুঃখের নিমিত্ত হইয়া থাকে। মহারাজ, অথচ সেই তিলসমূহ কি জানিয়া উৎপন্ন হয় যে, 'আমরা এই প্রকার ফল উৎপাদন করিব'?"

"না ভন্তে, কিন্তু শরীরের যেই স্থানে তিল উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে তিল দেখিয়া তদনুসারে বিচার করিয়া জ্যোতিষীরা প্রকাশ করেন—'ইহার এইরূপ ফল ফলিবে'।"

"মহারাজ, এইরূপেই যেই চিত্ত স্বপ্ন দেখে, সেই চিত্ত জানে না যে, 'এইরূপ ইহার ভয়প্রদ বা শান্তিজনক ফল হইবে।' কিন্তু স্বপ্নের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে তাহা অন্যকে বলা হয়, তৎপর তাহারা উহার অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।"

৩৯. "ভন্তে, যে স্বপ্ন দেখে সে সুষুপ্ত অবস্থায় দেখে, অথবা জাগ্রত অবস্থায় দেখে? মহারাজ, যে স্বপ্ন দেখে সে সুষুপ্ত অবস্থায় দেখে না, আর

জাগ্রত অবস্থায়ও দেখে না। কিন্তু তন্দ্রাবেশের পর চিত্ত ভবাঙ্গে উপনীত হইবার পূর্বে অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্বে—এই সময়ের মধ্যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। মহারাজ, গাঢ় নিদ্রাভিভূতের চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত বা বিস্মৃত হয়। ভবাঙ্গগত চিত্ত পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দ্বারে কাজ করে না। চিত্ত কর্মক্ষম না থাকিলে সুখ-দুঃখ জানা যায় না। যখন চিত্ত কিছু জানে না তখন স্বপ্ন দর্শন হয় না। মনোদ্বারের চিত্ত সচল থাকিলে তখনই স্বপ্ন দর্শন হয়।

মহারাজ, ঘনান্ধকারে স্বচ্ছ দর্পণেও প্রতিবিম্ব পড়ে না। আকাশ যখন আলোকিত থাকে না তখন দেখা যায় না। মহারাজ, সেইরূপ গাঢ় নিদ্রাভিভূতের চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হইলে শরীর বিদ্যমান সত্ত্বেও পঞ্চদ্বার সম্পর্কিত চিত্ত কাজ করে না। যখন চিত্ত কর্মক্ষম থাকে না তখন স্বপ্ন দর্শনও হয় না; মহারাজ, শরীরকে দর্পণের ন্যায় জানিতে হইবে। গাঢ় নিদ্রাকে অন্ধকারের ন্যায় জানিতে হইবে। আর চিত্তকে আলোকের ন্যায় মনে করিতে হইবে।

মহারাজ, গাঢ় কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে সূর্যের প্রভা দেখা যায় না, সূর্যের রশ্মি নিষ্প্রভ হয়। সূর্যরশ্মি নিষ্প্রভ হইলে আলো উদ্ভাসিত হয় না। এইরূপে গাঢ় নিদ্রাভিভূতের চিত্ত ভবাঙ্গগত বা সুষুপ্তিতে নিমজ্জিত হয়। ভবাঙ্গগত চিত্ত কর্মক্ষম থাকে না। চিত্ত প্রবর্তিত না হইলে স্বপ্নদর্শন হয় না। মহারাজ, শরীরকে সূর্যের ন্যায় দেখিতে হইবে। গাঢ় নিদ্রাকে কুয়াশার ন্যায় দেখিতে হইবে। আর চিত্তকে সূর্যকিরণের ন্যায় দেখিতে হইবে।

৪০. মহারাজ, শরীর বিদ্যমান থাকিলেও দুই অবস্থায় চিত্ত কর্মক্ষম থাকে না। (১) গাঢ় নিদ্রাভিভূতের শরীর থাকিলেও চিত্ত প্রবাহ অচল হয়। আর (২) নিরোধধ্যানসমাপন্ন অবস্থায় যোগীর শরীর বিদ্যমান থাকিলেও চিত্ত-প্রবাহ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়।

মহারাজ, জাগ্রত অবস্থায় চিত্ত চঞ্চল, বিব্রত, প্রকট ও অনিবিষ্ট হইয়া থাকে। এই অবস্থায় চিত্তে কোনো নিমিত্ত প্রতিফলিত হয় না।

মহারাজ, রহস্যকামীরা যেমন বিব্রত, প্রকট, নিষ্ক্রিয় ও রহস্যাবৃত লোককে পরিবর্জন করে, সেইরূপ জাগ্রত অবস্থায় দিব্য উদ্দেশ্য গোচরীভূত হয় না। সেই কারণে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন হয় না।

মহারাজ, যেমন জীবিকাভ্রষ্ট, দুরাচারী, পাপমিত্র, দুঃশীল, অলস, হীনবীর্য ভিক্ষুর নিকট কুশল বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ জাগ্রত অবস্থায় দিব্য উদ্দেশ্য গোচরীভূত হয় না। এই কারণে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন সম্ভব নহে।”

৪১. "ভন্তে, নিদ্রার আদি, মধ্যে ও অন্ত থাকে কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, নিদ্রার মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্ত থাকে।"

"ভন্তে, উহার আদি কি, মধ্য কি, আর অন্ত কি?"

"মহারাজ, দেহের যে অবসাদ, অবসন্নতা, দুর্বলতা, মন্দতা ও অকর্মণ্যতাদি—মনে হয় উহা নিদ্রার আদি। মহারাজ, বানরের তন্দ্রাবেশের অনুরূপ (অর্ধ জাগ্রত ও অর্ধ সুপ্ত) যে তন্দ্রাবেশ হয়, উহা নিদ্রার মধ্যে। মহারাজ, আর চিত্তের যে ভবাঙ্গগতির বা সুষুপ্তি অবস্থা—উহা নিদ্রার অন্ত। মহারাজ, উহাদের মধ্যে যে মধ্য অবস্থা তাহাতেই স্বপ্ন দৃষ্ট হয়।

মহারাজ, যেমন কোনো সংযতচারী, সমাহিতচিত্ত, ধার্মিক, স্থিরবুদ্ধি যোগী কোলাহলবিহীন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম ও গভীর বিষয় অনুসন্ধান করেন, তথায় নিদ্রাভিভূত হন না, তথায় তিনি সমাধিপরায়ণ ও একাগ্রচিত্ত হইয়া গভীর সমস্যার সমাধান করেন, সেইরূপ জাগ্রত ও গাঢ় নিদ্রার মধ্য অবস্থাতে তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় স্বপ্নদর্শন হয়। মহারাজ, যেমন জনগণের কৌতুহল শব্দ হয়, সেইরূপ জাগ্রত অবস্থাকে বুঝিবেন। যেমন নির্জন অরণ্য সেইরূপ কপি-নিদ্রাবেশকে জানিতে হইবে। আর কৌতূহল বর্জিত ও সুষুপ্তিমুক্ত—মধ্য অবস্থাতে থাকিয়া সূক্ষ্ম অর্থে মনোনিবেশ করিতে হয়। সেইরূপ জাগ্রত ও গাঢ়নিদ্রামুক্ত বানরের নিদ্রাবশের মতো অবস্থায় স্বপ্নদর্শন হইয়া থাকে।"

"সাধু ভন্তে, ইহা সেইভাবেই আমি স্বীকার করি।"

অকাল মৃত্যু

৪২. "ভন্তে নাগসেন, যে সকল প্রাণী মরে তাহারা সকলে কি কালে (আয়ুপূর্ণ হওয়ায়) মরে, অথবা অকালে মরিয়া থাকে?"

"মহারাজ, কোনো কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর কালে মৃত্যু হয়। আর কোনো কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর অকালে মৃত্যু হয়।"

"ভন্তে, কাহারা কালে মরে, আর কাহারা অকালে মরে?" "মহারাজ, আপনি পূর্বে কখনো আম, জাম, কিংবা অন্য ফলন্ত বৃক্ষ হইতে কাঁচা ও পাকা ফলগুলি পড়িতে দেখিয়াছেন কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, দেখিয়াছি।"

"মহারাজ, যেই সকল বৃক্ষ হইতে পতিত হয় সেই সকল কেবল কালেই পতিত হয়? অথবা অকালে পতিত হয়?"

"ভন্তে, যেই সকল ফল পক্ব ও শুষ্ক হইয়াছে, উহারা কালে পড়িয়া থাকে। অবশিষ্ট ফলের মধ্যে কিছু ক্রিমিবিদ্ধ হইয়া, কিছু দণ্ডাহত হইয়া, কিছু বাত-প্রহৃত হইয়া এবং কিছু ভিতরে পঁচা লাগিয়া পতিত হয়। এই সমস্তই অকালে পড়িয়া থাকে।"

"মহারাজ, সেই প্রকারে যাহারা পূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের কালে মৃত্যু হয়। আর অন্যদের মধ্যে কেহ কেহ নিজের কর্মপ্রতিকূলকতায়, গতিপ্রতিবন্ধকতায় এবং ক্রিয়াবিকলতার দরুন মরে। ইহাকে অকালমৃত্যু বলে।"

"ভন্তে, যাহারা কর্ম-প্রতিকূলতায় মরে, যাহার গতি-প্রতিবন্ধকতায় মরে ও যাহারা বার্ধক্য বেগ বহুলতায় মরে, তাহারা সকলে কালেই মরে। যে মাতৃগর্ভে মরে উহাই তাহার কাল, এবং সে কালেই মরিয়া থাকে। যে সুতিকাগারে মরে, উহাই তাহার কাল, সেই কালেই মরিয়া থাকে। যে এক মাস বয়সে মরে, আর যে শতবর্ষ বয়সে মরে, উহাই তাহার কাল। সে কালেই মরিয়া থাকে। তাহা হইলে ভন্তে, অকালে কোনো মরণই হয় না। যাহারা মরে তাহাদের সকলেরই কালে মৃত্যু হয়।"

৪৩. "মহারাজ, সাত প্রকার লোক আয়ু অধিক থাকিলেও মৃত্যুবরণ করে। উহাদের অকাল মৃত্যু হয়।

সেই সাত কী কী?

মহারাজ, (১) ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ভোজন লাভ না করার দরুন স্বীয় অভ্যন্তরীণ উদর অগ্নিতে তপ্ত হইয়া আয়ু থাকিতেও অকালে মৃত্যুবরণ করে। (২) পিপাসিত ব্যক্তি পানীয় লাভ না করার দরুন অন্তঃকরণ শুষ্ক হইয়া আয়ু বিদ্যমান থাকিতেও অকালে মৃত্যুবরণ করে। (৩) সর্পদষ্ট ব্যক্তি বিষবেগে আহত অবস্থায় চিকিৎসক লাভ না করার দরুন অকালেই মৃত্যুবরণ করে। (৪) বিষক্লিষ্ট মানুষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রজ্বলিত হইলে ওষুধ লাভ না করার দরুন আয়ু থাকা সত্ত্বেও অকালে মৃত্যুবরণ করে। (৫) অগ্নিদগ্ধ মানুষ জ্বলন্ত অবস্থায় নির্বাপণ লাভ না করার দরুন আয়ু বিদ্যমান থাকিলেও অকালে মৃত্যুবরণ করে। (৬) জলে নিমজ্জিত ব্যক্তি আশ্রয় লাভ না করার দরুন আয়ু বিদ্যমান থাকিলেও অকালে মৃত্যুবরণ করে। এবং (৭) শরবিদ্ধ ব্যক্তি ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি চিকিৎসক লাভ না করিলে অধিক আয়ু থাকিতেও অকালে মৃত্যুবরণ করে। মহারাজ, এই সাত প্রকার লোক আয়ু বিদ্যমান থাকিতে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সকলকে আমি একান্তভাবে 'অকাল মৃত্যু' বলি।

মহারাজ, আট প্রকারে জীবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(১) বায়ুর প্রকোপে, (২) পিত্তের প্রকোপে, (৩) কফের প্রকোপে, (৪) সন্নিপাত দ্বারা, (৫) ঋতুর পরিণতিতে, (৬) বিষম ব্যবহারে, (৭) বাহিরের কোনো উপক্রম দ্বারা এবং (৮) কর্মবিপাকবশত জীবগণের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। মহারাজ, ইহাদের মধ্যে কর্মবিপাকবশত উচিত সময়ে যে মৃত্যু হয়, উহাই কাল মৃত্যু। অবশিষ্টের অসময়ে মৃত্যু হয়। বলা হইয়া থাকে :

'ক্ষুধায় পিপাসায় সর্পদষ্ট ও বিষের দরুন,
অগ্নি-জল আর শর দ্বারা অকালেই মৃত্যু হয়।
বাত-পিত্ত-কফ দ্বারা সন্নিপাত আর ঋতুর কারণে,
বিষম-উপক্রম কর্ম দ্বারা অকালে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।'

৪৪. "মহারাজ, কোনো কোনো লোক নিজের পূর্বজন্মকৃত বিভিন্ন পাপকর্মের ফলে মৃত্যুবরণ করে। মহারাজ, এই সংসারে যে এই জন্মে অপরকে ক্ষুধায় রাখিয়া মৃত্যু ঘটায়, সে বহু শত-সহস্র বৎসর পর্যন্ত বার্ধক্যে, যৌবনে কিংবা বাল্যকালে ক্ষুধার তাড়নায় প্রপীড়িত, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, শুষ্ক, মলিন হৃদয়ে বুভুক্ষিত ও বিশুষ্ক হইতে থাকে। এবং ভিতরে দাহ হইয়া ক্ষুধাতেই মৃত্যুবরণ করে। ইহা তাহার কালমৃত্যুই।

মহারাজ, এই সংসারে যে ব্যক্তি পিপাসায় রাখিয়া অপরের মৃত্যু ঘ্যাঁয়, সে বহুশত সহস্র বৎসর পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত প্রেত হইয়া দুর্বল, কৃশ, শুষ্ক হৃদয়ে বাল্য, যৌবন কিংবা বৃদ্ধকালে পিপাসায় মৃত্যুবরণ করে। ইহাও তাহার কালমৃত্যু।

মহারাজ, এই সংসারে যে ব্যক্তি অপরকে সর্প দ্বারা দংশন করাইয়া হত্যা করে, সে বহু শত-সহস্র বৎসর পর্যন্ত এক অজগরের মুখ হইতে অন্য অজগরের মুখে, এবং এক কৃষ্ণসর্পের মুখ হইতে অপর কৃষ্ণসর্পের মুখে পরিবর্তিত হয়। আর সেই সর্পসমূহ দ্বারা দংশিত হইয়া বাল্য, যৌবন বা বৃদ্ধকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাও তাহার কালমৃত্যু।

মহারাজ, এই সংসারে যে ব্যক্তি অপরকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে, তাহার বহু শত-সহস্র বৎসর পর্যন্ত বিষের দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্বলিতে থাকে, এবং তাহার ছিন্ন-ভিন্ন দেহ হইতে পঁচা গন্ধ প্রবাহিত অবস্থায় বাল্য, যৌবন বা বৃদ্ধকালে সে মৃত্যুবরণ করে। ইহাও তাহার কালমৃত্যু।

মহারাজ, এই সংসারে যে পূর্বে অপরকে অগ্নি দ্বারা হত্যা করে, সে বহু শত-সহস্র বৎসর পর্যন্ত এক অঙ্গারপর্বত হইতে অপর অঙ্গারপর্বতে, এক যমলোক হইতে অন্য যমলোকে পরিবর্তিত হইয়া দগ্ধ-বিদগ্ধ দেহে

অগ্নিদ্বারাই বাল্য, যৌবন বা বৃদ্ধকালে মৃত্যুবরণ করে। ইহাও তাহার কালমৃত্যু।

মহারাজ, যে পূর্বে অপরকে জলে নিমজ্জিত করিয়া হত্যা করে, সে পরে বহু শত-সহস্র বৎসর পর্যন্ত হত, বিলুপ্ত, ভগ্ন, দুর্বল দেহ ও ক্ষোভিত চিত্ত হইয়া জলে ডুবিয়া বাল্য, যৌবন বা বৃদ্ধকালে মৃত্যুবরণ করে। ইহাও তাহার কালমৃত্যু।

মহারাজ, এই সংসারে যে পূর্বে শেল বা তিরবিদ্ধ করিয়া অপরকে হত্যা করে, পরে সে বহুশত-সহস্র বর্ষ পর্যন্ত ছিন্ন-ভিন্ন, খণ্ডিত বিখণ্ডিত দেহে শেল বা তিরমুখে আহত অবস্থায় বাল্য, যৌবন বা বৃদ্ধকালে মৃত্যুবরণ করে। মহারাজ, ইহাও তাহার কালমৃত্যু।"

৪৫. "ভন্তে নাগসেন, অকালমৃত্যু আছে বলিয়া আপনি যাহা বলিতেছেন, সে বিষয়ে আমাকে যুক্তি প্রদর্শন করুন।"

"মহারাজ, যেমন তৃণ-কাষ্ঠ-শাখা-পলাশ সংযোগে অতি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। উহার ইন্ধন হইলে অগ্নি নিভিয়া যায়। তখন বলা যায়—সেই অগ্নি বাধা-বিপত্তি ছাড়া যথাসময়ে নির্বাপিত হইয়াছে। সেই প্রকার মহারাজ, যে কেহ বহু শত-সহস্র দিবস জীবিত থাকিয়া জরা-জীর্ণ অবস্থায় আয়ু শেষ হইবার পর বাধা-বিঘ্ন ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাকে বলা যায় সময়ে মৃত্যু।

মহারাজ, যেমন অতি বৃহৎ অগ্নিরাশি তৃণকাষ্ঠ, শাখাপত্র লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই তৃণকাষ্ঠ, শাখাপত্র জ্বলিয়া নিঃশেষ হইবার পূর্বে যদি অতি প্রচুর মেঘরাশি হইতে বারি প্রবর্ষিত হইয়া সেই অগ্নি নিভিয়া গিয়াছে বলা যায়?"

"না ভন্তে, বলা যায় না।"

"মহারাজ, কী কারণে সেই পরবর্তী অগ্নি পূর্বের অগ্নিরাশির সহিত সমগতি সম্পন্ন হয় না?"

"ভন্তে, আগন্তুক মেঘের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া সেই পরবর্তী অগ্নি অসময়ে নিভিয়া গিয়াছে।"

"মহারাজ, এইরূপেই যে কেহ অকালে মৃত্যুবরণ করে, সে সহসা আগন্তুক রোগের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া, বায়ু, পিত্ত, কিংবা কফের প্রকোপে, সন্নিপাত, ঋতু পরিবর্তন, বিষম-ব্যবহারজনিত রোগে, বিষভক্ষণে, অগ্নিদগ্ধ হইয়া, জলে ডুবিয়া এবং শেল বা তিরে আহত হইয়া অকালে মৃত্যুবরণ করে। মহারাজ, ইহাই এই ক্ষেত্রে কারণ, যে কারণে অকালে মৃত্যু হয়।

৪৬. মহারাজ, যদি আকাশে অতি বৃহৎ মেঘ উঠিয়া নিম্ন ও সমতল ভূমি পরিপূর্ণ করিয়া বর্ষিত হয়, তবে সেই মেঘ বাধা-বিঘ্ন ব্যতীত বর্ষিত হইয়াছে বলা যায়। মহারাজ, সেইরূপ যে কেহ চিরকাল জীবিত থাকিয়া জরা-জীর্ণ অবস্থায় আয়ু শেষ হইবার পর কোনো অন্তরায় উপদ্রব বা দুর্ঘটনা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে, ইহাকে সময়োচিত মৃত্যু বলা যায়।

মহারাজ, মনে করুন আকাশে অতি বৃহৎ মেঘ উঠিয়াছে। কিন্তু প্রবল বায়ুদ্বারা উহা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া নিঃশেষিত হইল। তবে কি মহারাজ, সেই মহামেঘ সময়ে বিগত হইয়াছে বলা যায়?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, কী কারণে সেই পরবর্তী মেঘ পূর্বেকার মেঘের সহিত সমগতিক হইল না?"

"ভন্তে, অকস্মাৎ প্রবল বায়ু দ্বারা আহত হইয়া সেই মেঘ সুযোগ পাইবার পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে।"

"মহারাজ, এই প্রকারেই যে কাহারও অকালে মৃত্যু হয়, সে হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া অথবা বায়ু প্রকোপে... অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মহারাজ, ইহাই এখানে কারণ, যাহাতে অকালে মৃত্যু হয়।

৪৭. মহারাজ, যেমন কোনো বিষধর সর্প কোপিত হইয়া কোনো ব্যক্তিকে দংশন করে। তাহার সেই বিষ নিরাপদে সর্প কোপিত হইয়া কোনো ব্যক্তিকে দংশন করে। তাহার সেই বিষ নিরাপদে মৃত্যু ঘ্যায়। সেই বিষ 'অন্তরায় উপদ্রব ব্যতীত শেষ লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে' বলা চলে। মহারাজ, সেইরূপ যে কেহ চিরকাল জীবিত থাকিয়া জরাজীর্ণ অবস্থায় আয়ুশেষে অন্তরায় উপদ্রব ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে, তাহাকে বলা হয় অন্তরায় উপদ্রব ছাড়া জীবনের শেষ সীমায় মৃত্যু মুখে পতিত।

মহারাজ, কোনো উত্তেজিত বিষধর সর্প দ্বারা দংশনের পরেই সাপুড়িয়া ওষুধ দিয়া যদি নির্বিষ করে, তাহা হইলে মহারাজ, সেই বিষ কি যথাসময়ে বিগত হয়?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, কী কারণে পরবর্তী বিষ পূর্ববর্তী বিষের সমগতিক হইল না?"

"ভন্তে, আগন্তুক ওষুধ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বিষ শেষ সীমায় পৌঁছিবার পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে।"

"মহারাজ, সেইরূপ যে কেহ অকালে মৃত্যুবরণ করে, সে আগন্তুক রোগে প্রপীড়িত হইয়া বায়ু প্রকোপে... অকালে মৃত্যুবরণ করে। মহারাজ, এখানে

ইহাই কারণ, যে কারণে অকালে মরণ আছে।

মহারাজ, কোনো তিরন্দাজ যদি শর নিক্ষেপ করে, এবং সেই শর স্বাভাবিক গতিতে লক্ষ্যে উপনীত হয় তবে সেই শর সম্বন্ধে বলা যায়—'অন্তরায় উপদ্রব ব্যতীত স্বাভাবিক গতিতে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছে'। মহারাজ, সেইরূপ যে কেহ চিরকাল জীবিত থাকায় জরাজীর্ণ অবস্থায় আয়ুশেষ হইবার পর নিরুপদ্রবে মৃত্যুবরণ করে, তাহাকে বলা হয়—'অন্তরায় ও উপদ্রব ব্যতীত যথাসময়ে মরণে উপনীত হইয়াছে'।

মহারাজ, যদি ধনুর্ধর শর নিক্ষেপ করে, তাহার সেই শর সেই ক্ষণেই কেহ ধরিয়া ফেলে, তবে কি মহারাজ, সেই শর শেষ লক্ষ্যে পৌঁছিয়া থাকে?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, কী কারণে সেই পরবর্তী শর পূর্ববর্তী শরের সহিত সমান গতিপ্রাপ্ত হইল না?"

"ভন্তে, অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন সেই শরের গতি সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে।"

"মহারাজ, সেইরূপ যে কেহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যে আগন্তুক রোগের দ্বারা... অকালে মৃত্যুবরণ করে। ইহাই এখানে কারণ, যে কারণে বলা যায় 'অকাল মৃত্যু আছে'।

৪৮. মহারাজ, যদি কেহ লৌহময় ভাজনে আঘাত করে, তবে তাহার আঘাতের দরুন শব্দ উৎপন্ন হইয়া তাহা যথাগতি গমন পথের শেষ স্থানে যায়। সেই শব্দকে বলা হয়—'অন্তরায় উপদ্রব ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে গতিপথের শেষে পৌঁছিয়াছে'। মহারাজ, সেইরূপ যে কেহ বহু সহস্র দিবস জীবিত থাকিয়া জরাজীর্ণ অবস্থায় আয়ু শেষে অন্তরায় উপদ্রব ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে, তাহাকে বলা যায়—'অন্তরায় উপদ্রব ব্যতীত যথা সময়ে মৃত'।

৪৯. মহারাজ, যদি কোনো লোক লৌহ ভাজনে আঘাত করে, তাহার আঘাতের দরুন শব্দ উৎপন্ন হয়, যেই শব্দ বেশিদূর না যাইতে কেহ ভাজন স্পর্শ করে, আর স্পর্শের সঙ্গেই শব্দ নিরুদ্ধ হয়, তবে কি মহারাজ, সেই শব্দ যথা গতিতে গমন পথের শীর্ষ স্থানে পৌঁছিতে পারিবে?"

"না ভন্তে, পারিবে না।"

"মহারাজ, কী কারণে পরবর্তী শব্দ পূর্ব শব্দের সহিত সমগতি সমপন্ন হইল না?"

"ভন্তে, আগন্তুক স্পর্শ দ্বারা সেই শব্দ নিরুদ্ধ হইয়াছে।"

"মহারাজ, সেইরূপ যে কেহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে আগন্তুক রোগের দ্বারা ... অকালে মৃত্যুবরণ করে। মহারাজ, ইহাই এখানে কারণ, যে কারণে বলা যায় 'অকাল মৃত্যু আছে'।

৫০. "মহারাজ, যেমন ক্ষেত্রে বর্ধিত ধান্যবীজ সময়োচিত উত্তমরূপে বর্ষণের দ্বারা আকীর্ণ হইয়া প্রচুর ফলসম্পন্ন হয় এবং শস্য পাকিবার সময় পক্ব হয়। সেই ধান্যকে বলা হয়—'বাধা-বিঘ্ন ব্যতীত যথা সময়ে প্রাপ্ত ফসল'। মহারাজ, সেইরূপ যে কেহ বহু সহস্র দিবস জীবিত থাকিয়া জরাজীর্ণ অবস্থায় আয়ু শেষ হইলে বাধা-বিঘ্ন ব্যতীত মৃত্যু বরণ করে, তাহাকে বলা হয় 'বাধাবিঘ্নহীনভাবে যথা সময়ে মরণে উপনীত হইয়াছে'।

মহারাজ, যদি ক্ষেত্রে বর্ধিত ধানগাছ জলের অভাবে শুকাইয়া মরে, তবে সেই ধান সময়ে প্রাপ্ত বলা যায় কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, কিসের জন্য পরবর্তী ধান পূর্ব ধানের সমগতিপ্রাপ্ত হইল না?

"ভন্তে, আগন্তুক খরা দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া সেই ধান গাছ মরিয়া গিয়াছে।"

"মহারাজ, সেইরূপ যে কেহ অকালে মৃত্যুবরণ করে, সে আগন্তুক রোগে... অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখানে ইহাই কারণ যে কারণে 'অকালে মৃত্যু আছে' বলা যায়।

৫১. "মহারাজ, আপনি পূর্বে শুনিয়াছেন কি সমৃদ্ধ শ্যামল শস্যকে ক্রিমি উঠিয়া সমূলে নাশ করে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, তাহা আমরা পূর্বে শুনিয়াছি এবং স্বচক্ষেও দেখিয়াছি।"

"মহারাজ, সেই শস্য কালে কিংবা অকালে নষ্ট হইল?"

"ভন্তে, অকালে যদি সেই শস্য কৃমিকূল না খাইত তবে উহা হইলে উহা শস্য পাকার সময় পর্যন্ত পৌঁছিত কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে!"

"মহারাজ, সেইরূপ যে কেহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যে আগন্তুক রোগের দ্বারা... অকালে মৃত্যুবরণ করে। এখানে ইহাই কারণ, যে কারণে 'অকাল মৃত্যু আছে' বলা যায়।

মহারাজ, আপনি পূর্বে শুনিয়াছেন কি শস্য সমৃদ্ধ হইলে ফলভারে অবনত অবস্থায় যখন মঞ্জরী যুক্ত হয়, তখন শিলা বৃষ্টি দ্বারা আহত হইয়া তাহা বিনষ্ট হয়, অফল হয়?"

"ভন্তে, তাহা আমরা পূর্বে শুনিয়াছি এবং স্বচক্ষেও দেখিয়াছি।"

"মহারাজ, তাহা হইলে সেই শস্য কালে অথবা অকালে নষ্ট হইয়াছে?"

"ভন্তে, অকালে। যদি সেই শস্যের উপর শিলাবৃষ্টি না হইত তবে শস্য কাটার সময় পর্যন্ত পৌঁছিত।

"মহারাজ, যে কাহারও অকালে মৃত্যু হয়, সে আগন্তুক রোগ, বায়ু, পিত্ত ও প্রকোপ, সন্নিপাত, ঋতু পরিণাম, বিষম ব্যবহার, উপক্রম, ক্ষুধা, পিপাসা, সর্পদংশন, বিষ পান, অগ্নি, জল, শেল প্রভৃতি দ্বারা প্রপীড়িত না হয় তবে সময়েই মৃত্যু ঘটে। মহারাজ, এখানে ইহাই কারণ, যে কারণে 'অকাল মৃত্যু আছে' বলা যায়।"

৫২. "ভন্তে নাগসেন, বড়ই আশ্চর্য! বড়ই অদ্ভুত! আপনি সুন্দররূপে যুক্তি ও উপমা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'অকাল মৃত্যু আছে' ইহা বিবৃত, বিভূত ও প্রকট করিয়াছেন। ভন্তে, অবিক্ষিপ্ত চিত্ত মানুষ আপনার এক এক উপমা দ্বারা সত্যনিষ্ঠ হইবে যে, 'অকাল মৃত্যু আছে'। সচেতন মানুষের কথাই বা কি? ভন্তে, আপনার প্রথম উপমায় আমিও জ্ঞাত হইয়াছি যে 'অকাল মৃত্যু আছে' অথচ অপরাপর সুসমাধান শোনার ইচ্ছায় তাহা স্বীকার করি নাই।"

চৈত্যের অলৌকিকত্ব

৫৩. "ভন্তে নাগসেন, নির্বাণপ্রাপ্ত সকলের চৈত্যে[১] অলৌকিক ভাব হইয়া থাকে, অথবা কাহারও চৈত্যে হয় আর কাহারও চৈত্যে হয় না?"

"মহারাজ, কাহারও চৈত্যে হয় আর কাহারও চৈত্যে হয় না।"

"ভন্তে, কাহাদের চৈত্যে হয় আর কাহারও চৈত্যে হয় না?"

"মহারাজ, তিনজনের মধ্যে একজনের অধিষ্ঠান হেতু পরিনির্বাণপ্রাপ্ত মহাপুরুষের চৈত্যে অলৌকিকতা দৃষ্ট হয়। কোন একজনের? মহারাজ, (১) এখানে অর্হৎগণ দেবমানবের প্রতি অনুকম্পাবশত জীবদ্দশায় অধিষ্ঠান করেন যে, 'আমার চৈত্যে এইরূপ-বশত অলৌকিক ভাব হউক'। এই অধিষ্ঠান হেতু তাঁহার চৈত্যে অলৌকিকতা দৃষ্ট হয়। অর্হতের এইরূপ অধিষ্ঠানবশত নির্বাণপ্রাপ্তের চৈত্যে অলৌকিকতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। (২) মহারাজ, পুনরায় দেবতারা মানুষের প্রতি অনুগ্রহবশত পরিনির্বাণপ্রাপ্ত অর্হতের চৈত্যে অলৌকিকতা প্রদর্শন করেন। এই অলৌকিক বিভূতি দ্বারা সদ্ধর্ম সর্বদা

১। সাধুসন্তের মৃত্যুর পর তাঁহার ভস্মের উপর যে সমাধি স্তূপ নির্মিত হয়।

অনুগৃহীত হইবে এবং মানুষেরা প্রসন্ন হইয়া পুণ্যকর্মে উন্নত হইবে। এইরূপে দেবতাদের অধিষ্ঠানবশত নির্বাণপ্রাপ্তের চৈত্যে অলৌকিকতা দেখা যায়। (৩) মহারাজ, কোনো শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন, পণ্ডিত, শাস্ত্রবেত্তা, মেধাবী, বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞানসহকারে চিন্তা করিয়া সুগন্ধ মালা, বস্ত্র, কিংবা অন্য কিছু অধিষ্ঠানপূর্বক চৈত্যে উপহার দিয়া প্রার্থনা করেন যে, 'এইরূপ হউক'। তাঁহার অধিষ্ঠান বা ইচ্ছাশক্তি-বশত নির্বাণ প্রাপ্ত অর্হতের চৈত্যে অলৌকিকতা দেখা যায়। মহারাজ, এই তিনজনের একজনের অধিষ্ঠানবশত নির্বাণপ্রাপ্তের চৈত্যে অলৌকিকতা দেখা যায়।

৫৪. মহারাজ, যদি তাঁহাদের অধিষ্ঠান না থাকে তবে ক্ষীণাস্রব, ষড়ভিজ্ঞ ও চিত্তবশিতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির চৈত্যের অলৌকিকতা দৃষ্ট হয় না। মহারাজ, অলৌকিকতা না থাকিলেও চরিত্র দেখিয়া পরিশুদ্ধভাবে বিশ্বাস করা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া ও শ্রদ্ধা করা উচিত যে, 'এই বুদ্ধপুত্র উত্তমরূপে নির্বাণ লাভ করিয়াছেন'।"

"সাধু ভন্তে, ইহা এই প্রকারে স্বীকার করি।"

ধর্মজ্ঞান

৫৫. "ভন্তে নাগসেন, যাহারা সত্যপথে চলে তাহাদের সকলেরই কি ধর্মজ্ঞান সাক্ষাৎকার হয়? অথবা কাহারও হয় না?"

"মহারাজ, কাহারও হয় আর কাহার হয় না।

"ভন্তে, কাহার হয়, আর কাহারও হয় না?"

"মহারাজ, (১) পশু-পক্ষী ইতর যোনিতে উৎপন্ন প্রাণীর সৎপথে চলিলেও ধর্মজ্ঞান সাক্ষাৎকার হয় না, (২) প্রেতলোকে উৎপন্নের..., (৩) মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের..., (৪) প্রতারকের... (৫) মাতৃঘাতকের..., (৬) পিতৃঘাতকের..., (৭) অর্হৎ হত্যাকারী..., (৮) সংঘে বিভেদ সৃষ্টিকারীর..., (৯) বুদ্ধের রুক্তপাতকারীর..., (১০) চৌর্যভাবে সংঘের বসাবাসকারীর..., (১১) অন্য তীর্থিয়পক্ষ অবলম্বনকারীর..., (১২) ভিক্ষুণীর উপর বলাৎকারীর..., (১৩) তেরো প্রকার গুরুতর আপত্তি বা অপরাধের কোনোটায় দোষী হইয়া যে ভিক্ষু প্রতিকার করে নাই তাহার, (১৪) নপুংসকের, (১৫) স্ত্রী ও পুরুষ উভয়লিঙ্গধারীর আর (১৬) মানুষের মধ্যে শিশুর—যাহার বয়স সাত বৎসর পূর্ণ হয় নাই—সৎপথে চলিলেও ধর্মজ্ঞান লাভ হয় না। মহারাজ, সুপ্রতিপন্ন হইলেও এই ষোলো প্রকার ব্যক্তির

লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান সাক্ষাৎকার হয় না।”

৫৬. “ভন্তে, পূর্বোক্ত যেই পঞ্চদশ অযোগ্য ব্যক্তি আছে, তাহাদের ধর্মজ্ঞান হউক বা না হউক, (তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না)। কিন্তু সাত বৎসরের কম বয়স্ক মানব শিশুর সৎপথে চলিলেও ধর্মজ্ঞান হয় না কেন? এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য—যেহেতু শিশুর রাগ হয় না এবং কামবিতর্ক হয় না। শিশুরা কলুষে নির্লিপ্ত থাকে। সেই সরল শিশুরা একেবারেই চারি আর্যসত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।”

“মহারাজ, এই কারণে ইহাই বলিতেছি যে, ‘সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের সৎপথে পরিচালিত হইলেও ধর্মজ্ঞান হয় না।’ যদি সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু রাগের বিষয়ে অনুরক্ত হয়, দ্বেষণীয় বিষয়ে বিদ্বেষ্টা হয়, মোহনীয় বিষয়ে মুগ্ধ হয়, মত্ততার বিষয়ে প্রমত্ত হয়, দৃষ্টি-জালে জড়িত হয়, রতি ও অরতি বুঝিতে পারে, এবং ভালো-মন্দ চিন্তা করে, তাহা হইলে শিশুর চিত্ত বলহীন, দুর্বল সামান্য, অল্প, স্বল্প, মন্দ এবং বুদ্ধি অবিকশিত থাকে। পক্ষান্তরে অসংস্কৃত (কার্যকরণ দ্বারা অনুৎপন্ন) নির্বাণধাতু গুরুতর, ভারী বিপুল ও মহৎ। মহারাজ, সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু সেই সামান্য মন্দ বুদ্ধি ও অবিকশিত চিত্ত দ্বারা এত গুরুতর, ভারী, বিপুল, মহৎ অসংস্কৃত নির্বাণ-ধাতু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না।

মহারাজ, যেমন পর্বতরাজ সুমেরু মহৎ, ভারী, বিপুল ও বৃহৎ কোনো লোক নিজের স্বাভাবিক শক্তি-সামর্থ্য-বল-বীর্য দ্বারা পর্বতরাজ সুমেরুকে উত্তোলন করিতে পারিবে কি?”

“না ভন্তে, কখনো পারিবে না।”

“মহারাজ, কেন পারে না।?”

“ভন্তে, যেহেতু সে ব্যক্তি অতি দুর্বল আর পর্বতরাজ অতি বৃহৎ।”

“মহারাজ, সেইরূপ সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর চিত্ত বলহীন, দুর্বল, অল্প, সামান্য, মন্দ ও বুদ্ধি অবিকশিত থাকে আর অসংস্কৃত নির্বাণধাতু গুরুতর, ভারী, বিপুল ও মহৎ। সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু সেই দুর্বল, সামান্য, মন্দবুদ্ধি ও অবিকশিত চিত্ত দ্বারা গুরুতর, ভারী, বিপুল, মহৎ অসংস্কৃত নির্বাণ ধাতুকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সেই কারণে সাত বৎসর বয়সে কম বয়স্ক শিশুর সৎপথে পরিচালিত হইলেও লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান হয় না।

৫৭. “মহারাজ, এই মহাপৃথিবী দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে বিস্তৃত, বিশাল বিস্তীর্ণ বিপুল ও মহৎ হয়। সেই মহাপৃথিবীকে সামান্য জলবিন্দু দ্বারা সিক্ত করিয়া

কর্দমাক্ত করা যায় কি?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, কারণ কী?”

“ভন্তে, জলবিন্দুর সামন্যত্ব হেতু আর মহাপৃথিবী সুবিস্তৃত বলিয়া।”

“মহারাজ, সেইরূপ সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর চিত্ত বলহীন, দুর্বল, সামান্য, অল্প, স্বল্প, মন্দ ও অবিকশিতবুদ্ধি থাকে। কিন্তু অসংস্কৃত নির্বাণ-ধাতু দীর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা ও বিস্তারে বিশাল, বিপুল ও মহৎ। সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু সেই দুর্বল, সামান্য, মন্দ বুদ্ধি ও অবিকশিত চিত্ত দ্বারা মহৎ অসংস্কৃত নির্বাণ ধাতু উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। সেই কারণে সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর সৎপথে চালিত হইলেও লোকোত্তর ধর্মজ্ঞান হয় না।

৫৮. “মহারাজ, যদি কোথাও হীনবল, দুর্বল, সামান্য, অল্প, কিঞ্চিৎ অগ্নি থাকে; তবে কি এই মন্দ অগ্নি দেবলোক ও নরলোক অন্ধকার ধ্বংস করিয়া আলো দেখাইতে সমর্থ হইবে?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, কী কারণে?”

“ভন্তে, যেহেতু অগ্নি সামান্য আর ওই দুই জগৎ অতি বিরাট।”

“মহারাজ, সেইরূপ সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর চিত্ত বলহীন, দুর্বল, সামন্য, অল্প, স্বল্প, মন্দ এবং অবিকশিত বুদ্ধি আর গাঢ় অবিদ্যান্ধকারে আচ্ছাদিত। তজ্জন্য জ্ঞানের আলো প্রদর্শন করা দুষ্কর। সেই কারণে সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর পক্ষে সৎপথে পরিচালিত হইলেও লোকোত্তর জ্ঞানলাভ হয় না।

৬৯. “মহারাজ, যেমন রোগাতুর, কৃশ, অনুপরিমিত ছোটদেহ শালক জাতীয় এক প্রকার কীট আছে। যদি সেই কীট তিন প্রকারে মদস্রাবী, নয় হাত দীর্ঘ, তিনহাত প্রস্থ, দশ হাত মোটা, আট হাত উচ্চ হস্তীনাগকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া গলাধঃকরণ করিবার জন্য ইচ্ছা করে, তবে সেই শালক কীট হস্তীনাগকে গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইবে কি?”

“না ভন্তে!”

‘ মহারাজ, কারণ কী?”

“ভন্তে, যেহেতু শালক কীট অতি ক্ষুদ্র আর হস্তীনাগ অতি বৃহৎ।”

“মহারাজ, সেইরূপ সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর চিত্ত হীনবল। দুর্বল, সামান্য, অল্প, স্বল্প, মন্দ ও অবিকশিত বুদ্ধি থাকে। পক্ষান্তরে নির্বাণ ধাতু

মহৎ এবং অসংজাত। সেই শিশুর দুর্বল, সামান্য, মন্দ ও অবিকশিত বুদ্ধি চিত্ত দ্বারা সেই মহৎ অসংজাত নির্বাণ ধাতুকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। সেই কারণে সৎপথে পরিচালিত হইলেও সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর লোকোত্তর জ্ঞান সাক্ষাৎকার হয় না।”

“সাধু ভন্তে, ইহা তদ্রুপেই স্বীকার করি।”

নির্বাণ পরম সুখ

“ভন্তে নাগসেন, নির্বাণ কি পরম সুখ, অথবা দুঃখমিশ্রিত?”

“মহারাজ, নির্বাণ পরম সুখ, দুঃখমিশ্রিত নহে।”

“ভন্তে, ‘নির্বাণ পরম সুখ’ এই বাক্য আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা ইহা বিশ্বাস করি যে, ‘নির্বাণ দুঃখ সংমিশ্রিত। নির্বাণ দুঃখ মিশ্রিত এই বিষয়ে পর্যাপ্ত যুক্তি দেখা যায়। সেই যুক্তি কী? ভন্তে, যাঁহারা নির্বাণ অন্বেষণ করেন তাঁহাদের দৈহিক ও মানসিক তাপ ও পরিতাপ, দাঁড়ান, চলন, উপবেশন, শয়ন, আহারনিগ্রহ, নিদ্রার অবরোধ, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রপীড়ন ও ধন-ধান্যের ন্যায় আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। কাম্যবস্তু দ্বারা সুখী ও সুখ-সমর্পিত হয়, তাহারা সকলেই পঞ্চবিধ কাম্যবস্তু দ্বারা ইন্দ্রিয়সূহকে রমিত করে, পরিপুষ্ট করে। মনোরম মনোহর বহুবিধ সুখাস্পদ রূপ বা দৃশ্য দ্বারা চক্ষুকে রমিত করে, তৃপ্ত করে। মনোরম-মনোহর গীত-বাদ্য প্রভৃতি বহুবিধ শুভ নিমিত্ত যুক্ত শব্দ দ্বারা কর্ণকে রমিত করে, তৃপ্ত করে। মনোরম, মনোহর পুষ্প-ফল-পত্র-ছাল-মূল সার প্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধযুক্ত গন্ধদ্রব্য দ্বারা নাসিকাকে রমিত করে, তৃপ্ত করে। মনোরম মনোহর খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয়-প্রভৃতি স্বাদীয়ান বহুবিধ সুস্বাদু রস দ্বারা জিহ্বাকে রমিত করে, তৃপ্ত করে। মনোরম মনোহর স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম, মৃদু, কোমল স্পর্শ্য বহুবিধ সুখাস্পদ স্পর্শ দ্বারা ত্বগেন্দ্রিয়কে রমিত করে, পরিতৃপ্ত করে। এবং মনোহর কল্যাণ-অকল্যাণ, শুভাশুভ বহুবিধ বিতর্কমূলক সঙ্কল্প দ্বারা মনকে রমিত করে, পরিতৃপ্ত করে। ভন্তে, আপনারা সেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনের পুষ্টিকে হনন ও আঘাত করিতেছেন, ছেদন ও উচ্ছেদ করিতেছেন, রোধ-উপরোধ করিতেছেন। সেই কারণে দেহ পরিতৃপ্ত হইতেছে, চিত্তরূপ পরিতপ্ত হইতেছে। দেহ পরিতপ্ত হইলে দৈহিক দুঃখ-বেদনা ভোগ করিতে হয়। আর মন পরিতপ্ত হইলে মানসিক দুঃখানুভূতি ভোগ করিতে হয়। পরিব্রাজক **মাগন্দিয়** ভগবানকে এইরূপ বলিয়াছেন নহে

কি—‘শ্রমণ গৌতম ইন্দ্রিয় পুষ্টির পরিপন্থী।” ইহাই এই স্থানে কারণ যে কারণে আমি বলি, ‘নির্বাণ দুঃখমিশ্রিত।’

“না মহারাজ, আপনি যে নির্বাণ দুঃখময় বলিতেছেন, বস্তুত নির্বাণ দুঃখমিশ্রিত নহে, নির্বাণ পরম সুখ। নির্বাণ কখনো দুঃখময় নহে; কিন্তু দুঃখ কেবল নির্বাণ সাক্ষাৎকারের পূর্বভাগে। নির্বাণ অন্বেষণে এই দুঃখ। মহারাজ, নির্বাণ পরম সুখ। দুঃখমিশ্রিত নহে। ইহার কারণ বলিতেছি।

“মহারাজ, রাজাদের রাজ্যসুখ আছে কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে, রাজাদের রাজ্যসুখ আছে।”

“মহারাজ, রাজ্যসুখ দুঃখমিশ্রিত কি?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, কেন সেই রাজাগণ সীমান্তদেশ কোপিত হইলে প্রত্যন্তবাসীদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অমাত্য, মন্ত্রী, ভট্ট ও সেনাবলে পরিবৃত হইয়া প্রবাসে দংশক, মশক, বাতাতপে প্রপীড়িত হইয়া সম-বিষমে ধাবিত হন, প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন? এমন কি জীবনক্ষয়ে পর্যন্ত উপনীত হন?

“ভন্তে, ইহা রাজ্যসুখ নহে। রাজ্যসুখ অন্বেষণের পূর্বভাগ। রাজারা দুঃখের দ্বারা রাজ্য অন্বেষণ করিয়া রাজ্য সুখ ভোগ করেন। এইরূপে রাজ্যসুখ দুঃখ মিশ্রিত নহে। রাজ্যসুখ এক আর দুঃখ অন্য।

“মহারাজ, সেইরূপই নির্বাণ পরমসুখ। দুঃখ মিশ্রিত নহে। যাঁহারা নির্বাণ অন্বেষণ করেন তাঁহারা দেহ ও মন তপ্ত করেন, দাঁড়ান, চলন, উপবেশন, শয়ন ও আহার নিহগ্র করেন, নিদ্রালস্য উপরোধ করেন, ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযম করেন, দেহ-মন উৎসর্গ করেন। এইভাবে দুঃখের দ্বারা নির্বাণ অন্বেষণ করেন। তৎপর শত্রু নিপাত করিয়া রাজ্যসুখ ভোগের ন্যায় তাঁহারা পরমসুখ নির্বাণ অনুভব করেন। মহারাজ, এইরূপে নির্বাণ পরমসুখ, দুঃখ মিশ্রিত নহে। নির্বাণ এক আর দুঃখ অন্য।

“মহারাজ, পরবর্তী কারণও শ্রবণ করুন। নির্বাণ পরম সুখ, দুঃখমিশ্রিত নহে, নির্বাণ এক আর দুঃখ অন্য।” মহারাজ, শিল্পাচার্যদের শিল্পসুখ নামে সুখ আছে কি?”

“হ্যাঁ প্রভু, শিল্পাচার্যদের শিল্পসুখ আছে।”

“মহারাজ, সেই শিল্পসুখ দুঃখমিশ্রিত কি?”

“না ভন্তে!”

“মহারাজ, কী কারণে সেই আচার্যগণ তাঁদের আচার্যদিগকে অভিবাদন-প্রত্যুত্থান দ্বারা, জলাহরণ, গৃহসম্মার্জন, দন্তকাষ্ট, মুখ ধোবার জলদান, উচ্ছিষ্ট

প্রতিগ্রহণ, উৎসাদন, স্নান করান ও পদপরিচর্যা দ্বারা আর স্বীয় চিত্তকে বিসর্জন দিয়া পরিচিত্তানুবর্তন দ্বারা, দুঃখ শয্যায় এবং বিষম ভোজনে দেহ তপ্ত করেন?”

“ভন্তে, ইহা শিল্প সুখ নহে। ইহা শিল্পান্বেষণের পূর্ব ভাগ, আচার্যগণ দুঃখে শিল্প অন্বেষণ করিয়া পরে শিল্পসুখ ভোগ করেন। এই প্রকারে শিল্পসুখ দুঃখমিশ্রিত নহে। সেই শিল্প সুখ আর দুঃখ অন্য।”

“মহারাজ, এই প্রকারেই নির্বাণ পরমসুখ। দুঃখ মিশ্রিত নহে। কিন্তু যাঁহারা নির্বাণ অন্বেষণ করেন, তাঁহারা দেহ-মনকে তপ্ত করেন, দাঁড়ান, চলন, উপবেশন, শয়ন ও আহার নিগ্রহ করেন, তন্দ্রালস্য রোধ করেন, ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করেন, দেহমন উৎসর্গ করেন। এইভাবে দুঃখে নির্বাণ অন্বেষণ করিয়া আচার্যের শিল্পসুখ ভোগ করার ন্যায় পরমসুখ নির্বাণ অনুভব করেন। মহারাজ, এই প্রকারে নির্বাণ পরমসুখ। দুঃখ এক আর নির্বাণ অন্য।

“সাধু ভন্তে, ইহা এই প্রকার স্বীকার করি।”

নির্বাণের স্বরূপ

“ভন্তে নাগসেন, নির্বাণ, নির্বাণ বলিয়া যাহা বলিতেছেন, সেই নির্বাণের স্বরূপ, আকার বয়স ও প্রমাণ যুক্তি, উপমা, হেতু ও প্রণালী দ্বারা প্রদর্শন করিতে পারা যায় কি?”

“মহারাজ, নির্বাণ অসদৃশ্য, নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স ও পরিমাণ উপমা যুক্তি ও প্রণালি দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না।”

“ভন্তে, বিদ্যমান তত্ত্ব নির্বাণের যেই স্বরূপ, আকার, বয়স, পরিমাণ ও যুক্তি উপমা, হেতু ও প্রণালি দ্বারা প্রকাশ হয় না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি যুক্তি দিয়া তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।”

“মহারাজ, তথাস্তু, কারণসহ বুঝাইয়া দিব। মহাসমুদ্র আছে কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে, মহাসমুদ্র আছে।”

“মহারাজ, যদি কেহ আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে। “মহারাজ, মহাসমুদ্রে জল কি পরিমাণ? কত সংখ্যক জীব তথায় বাস করে? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনি তাহাকে কি উত্তর দিবেন?”

“ভন্তে, যদি আমাকে কেহ এইরূপ জিজ্ঞাসা করে, ‘মহারাজ, মহাসমুদ্রে জল কি পরিমাণ? এবং তাহাতে কত সংখ্যক জীব বাস করে?” ভন্তে, আমি তাহাকে এইরূপ বলিতে পারি, ‘মহাশয়! আপনি আমাকে অবান্তর বিষয় প্রশ্ন

করিয়াছেন। এইরূপ প্রশ্ন কাহারও পক্ষে করা অনুচিত। এই প্রশ্ন স্থগিত যোগ্য। লোকতত্ত্ববাদীদের দ্বারা মহাসমুদ্রে বিভাজিত হয় নাই। মহাসমুদ্রের জলের পরিমাণ করা কিংবা তথায় যে সকল জীব বাস করে তাহাদের সংখ্যাগণনা করা সম্ভব নহে।" ভন্তে, আমি তাহাকে এই প্রত্যুত্তর দিতে পারি।"

"মহারাজ, আপনি বিদ্যমান বস্তু মহাসমুদ্র সম্বন্ধে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিতে যাইবেন কেন? উহা গণনা করিয়া তাহাকে বলা উচিত নহে কি যে, "মহাসমুদ্রে এই পরিমাণ জল এবং এত সংখ্যক জীব বাস করে।"

"ভন্তে, সম্ভব নহে। এই প্রশ্ন উত্তরের বিষয় নহে।"

"মহারাজ, যেমন বিদ্যমান বস্তু মহাসমুদ্রে জলের পরিমাণ কিংবা উহাতে যে সকল জীব উপস্থিত আছে, তাহাদের পরিমাণ করা সম্ভব নহে। সেইরূপ বিদ্যমান নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করা সম্ভব নহে। মহারাজ, বশীভূতচিত্ত ঋদ্ধিমানগণ মহাসমুদ্রের জলরাশি এবং তদাশ্রিত জীবগণকে গণনা করিতে পারেন। তথাপি সেই বশীভূত চিত্ত ঋদ্ধিমানগণ নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। মহারাজ, দেবতাদের মধ্যে (অরূপদেহী) নিরাকার দেবতা আছেন কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, দেবতাদের মধ্যে নিরাকার দেবতা আছেন, শুনা যায়।"

"মহারাজ, সেই নিরাকার দেবতাদের স্বরূপ, আকার, বয়স, কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিতে পারা যায় কি?"

"না ভন্তে!"

"মহারাজ, তাহা হইলে কি নিরাকার দেবতা নাই?"

"ভন্তে, নিরাকার দেবতারা আছেন। অথচ তাহাদের স্বরূপ বয়স কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না।

"মহারাজ, যেমন বিদ্যমান সত্ত্ব নিরাকার দেবতাদের স্বরূপ আকার বয়স কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করা চলে না। সেইরূপ বিদ্যমান অবস্থা নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স, কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করা চলে না।"

"ভন্তে, পরম সুখ নির্বাণ এখন থাক, আর উহার স্বরূপ, আকার বয়স কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না। তাহাই হউক। কিন্তু অন্যের এমন কোনো গুণ আছে যাহা নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, উহার কিছুমাত্র উপমা প্রদর্শন করা যায় কি?"

"মহারাজ, প্রকৃতপক্ষে নাই। অথচ গুণ হিসেবে কিছু উপমা দেওয়া চলে?"

"সাধু ভন্তে, আমি যে প্রকারে গুণ হিসেবে নির্বাণের একাংশের মাত্র ধারণা গঠন ও প্রকাশ করিতে পারি, তাহা শীঘ্রই বলুন; আপনার বিনয়-শীতল-মধুর-বাণী মরুতের দ্বারা আমার হৃদয়ে প্রদাহ নির্বাপিত করুন।"

"মহারাজ, পদ্মের একগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে। জলের দুইগুণ, ওষুধের তিনগুণ, মহাসমুদ্রের তিনগুণ, ভোজনের পাঁচগুণ, আকাশের দশগুণ, মণিরত্নের তিনগুণ, রক্তচন্দনের তিনগুণ, সর্পিঃমণ্ডের তিনগুণ এবং গিরিশিখরে পাঁচগুণ নির্বাণের অনুপ্রবিষ্ট আছে।"

"ভন্তে, "পদ্মের একগুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট" যাহা বলিতেছেন, পদ্মের কোন গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট?"

"মহারাজ, পদ্ম যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না। সেইরূপ নির্বাণ সর্ববিধ কলুষে নির্লিপ্ত থাকে। পদ্মের এই একগুণ নির্বাণের অনুপ্রবিষ্ট আছে।"

"ভন্তে, 'জলের দুইগুণ নির্বাণের অনুপ্রবিষ্ট' বলে যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট জলের সেই দুইগুণ কী কী?"

"মহারাজ, জল যেমন শীতল, দাহশান্তিকারক, সেইরূপ নির্বাণ শীতল এবং সর্ববিধ ক্লেশদাহ উপশমকারক। জলের এই প্রথম গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট আছে। পুনরায় জল যেমন ক্লান্ত, তৃষিত, পিপাসিত ও ঘর্মাক্ত মানুষ ও পশু-পক্ষীদের পিপাসা বিনোদন করে, সেইরূপ নির্বাণ কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণার পিপাসা দমন করে। জলের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। মহারাজ, জলের এই দুই গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে।"

"ভন্তে, 'ওষুধের তিন গুণ নির্বাণের অনুপ্রবিষ্ট' বলে যাহা বলিতেছেন, নির্বাণের প্রবিষ্ট ওষুধের সেই তিনগুণ কী?"

"মহারাজ, 'ওষুধ যেমন বিষ প্রপীড়িত প্রাণীদের আরোগ্য লাভের আশ্রয় হয়, সেইরূপ নির্বাণ ক্লেশ-বিষ-প্রপীড়িত প্রাণীদের আশ্রয়স্থল। ওষুধের এই প্রথম গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। পুনরায় ওষুধ রোগসমূহের অন্তকারক, সেইরূপ নির্বাণ সর্বদুঃখের অন্তকারক। ওষুধের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। পুনরায় ওষুধ অমৃত সেইরূপ নির্বাণও অমৃত স্বরূপ। ওষুধের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। মহারাজ, ওষুধের এই তিনগুণ নির্বাণে প্রবেশ করিয়াছে।"

"ভন্তে, 'মহাসমুদ্রের চারি গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট' বলে যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট মহাসমুদ্রের চারি গুণ কী কী?"

“মহারাজ, সমুদ্র যেমন সর্ববিধ পঁচা (শব) শূন্য, সেইরূপ নির্বাণ সর্ববিধ কলুষ শূন্য। মহাসমুদ্রের এই প্রথম গুণ নির্বাণে অনুপবিষ্ট। পনরায় মহাসমুদ্র মহৎ ও ওর-পার বা সীমা সংখ্যাহীন। সেইরূপ নির্বাণ মহৎ ও সীমা সংখ্যাহীন। মহাসমুদ্রের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণের অনুপ্রবিষ্ট। পুনরায় মহাসমুদ্র বড় বড় প্রাণীগণের আবাসস্থল। সেইরূপ নির্বাণ মহৎ অর্হৎ, বিমল ক্ষীণাস্রব, বলপ্রাপ্ত, বশীভূত মহাসত্ত্বদের আবাসস্থল। মহাসমুদ্রের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। পুনরায় মহাসমুদ্র অপরিতি বিবিধ-বীচী-কুসুমিত; সেইরূপ নির্বাণ অপরিমিত বিবিধ বিপুল-বিদ্যা ও বিমুক্তি কুসুম কুসুমিত। মহারাজ, মহাসমুদ্রের এই চারিগুণ নির্বাণে প্রবেশ করিয়াছে।”

“ভন্তে, ‘ভোজনের পাঁচগুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট বলে যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট ভোজনের সেই পাঁচগুণ কী কী?”

“মহারাজ, ভোজন যেমন সকল প্রাণীর জীবন-রক্ষকও আয়ুও বর্ধক, সেইরূপ সাক্ষাৎকৃত নির্বাণ সাধকের জরা-মরণ নাশের দরুন আয়ুবর্ধন করে।—ভোজনের এই প্রথম গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট।—পুনরায় ভোজন সর্বসত্ত্বের বলবর্ধক। সেইরূপ প্রত্যক্ষকৃত নির্বাণ সর্বসত্ত্বের ঋদ্ধিবলে বলবর্ধক।—ভোজনের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট।—পুনরায় ভোজন সকল জীবের সৌন্দর্য বর্ধক। সেইরূপ সাক্ষাৎকৃত নির্বাণ সকল জীবের গুণ-সৌন্দর্য বর্ধক।—ভোজনের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণের অনুপ্রবিষ্ট। পুনরায় ভোজন সকল প্রাণীর ক্ষুধার জ্বালা শান্ত করে, সেইরূপ সাক্ষাৎকৃত নির্বাণ সকল প্রাণীর সর্ববিধ ক্লেশ যন্ত্রণার উপশম করে। ভোজনের এই চতুর্থ গুণ নির্বাণে প্রবেশ করিয়াছে। পুনরায় ভোজন সর্বসত্ত্বের ক্ষুধা-দুর্বলতা বিনোদন করে, সেইরূপ সাক্ষাৎকৃত নির্বাণ সর্বসত্ত্বের যাবতীয় দুঃখরূপ ক্ষুধার দুর্বলতা অপনোদন করে। ভোজনের এই পঞ্চম গুণ নির্বাণে প্রবেশ করিয়াছে। মহারাজ, ভোজনের এই পাঁচ গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট আছে।”

“ভন্তে, ‘আকাশের দশবিধ গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট’ বলে যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট আকাশের সেই দশগুণ কী কী?”

“মহারাজ, আকাশ জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, কেহ লুণ্ঠন করিতে পারে না, কেহ চুরি করিতে পারে না, অনাশ্রিত-অবাধ, বিহগ গমনের অনুকূল আবরণহীন ও অনন্ত।—সেইরূপ নির্বাণ জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, কেহ লুণ্ঠন করিতে পারে না, চোর হরণ করিতে পারে না, অনাশ্রিত, আর্যদের গমনযোগ্য, নিবারণ ও অনন্ত। মহারাজ, আকাশের এই দশগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে।”

"ভন্তে 'মণিরত্নের ত্রিবিধ গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট' বলে যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট মণিরত্নের সেই তিনগুণ কী?"

"মহারাজ, মণিরত্ন যেমন কাম্যবস্তু দান করে, সেইরূপ নির্বাণ কাম্যবস্তু প্রদান করে। মণিরত্নের এই প্রথম গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট।—পুনরায় মণিরত্ন আনন্দবর্ধক, সেইরূপ নির্বাণ আনন্দবর্ধক। মণিরত্নের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। পুনরায় মণিরত্ন জ্যোতি বিকীরণ করে, সেইরূপ নির্বাণ জ্যোতি প্রকাশ করে। মণিরত্নের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে! মহারাজ, মণিরত্নের এই তিন গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।"

"ভন্তে, 'রক্তচন্দনের তিন গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট' বলে যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট রক্ত চন্দনের সেই তিন গুণ কী কী?"

"মহারাজ, 'রক্তচন্দন যেমন দুর্লভ, সেইরূপ নির্বাণও দুর্লভ। রক্ত-চন্দনের এই প্রথম গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পুনরায় রক্তচন্দন অসম সুগন্ধ, সেইরূপ নির্বাণ অসম সুগন্ধ। রক্ত চন্দনের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে! পুনরায় রক্তচন্দন সজ্জন প্রশংসিত, সেইরূপ নির্বাণ আর্যজনের প্রশংসিত। রক্তচন্দনের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে।

মহারাজ, রক্তচন্দনের এই তিনগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে"

"ভন্তে, 'সর্পিঃমণ্ডের তিন গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট' বলে যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট সর্পিঃমণ্ডের সেই তিন গুণ কী?"

"মহারাজ, সর্পিঃমণ্ড বর্ণসম্পন্ন, সেইরূপ নির্বাণ গুণ-বর্ণসম্পন্ন। সর্পিমণ্ডের এই প্রথম গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট।—পুনরায় সর্পিঃমণ্ড গন্ধসম্পন্ন, সেইরূপ নির্বাণ শীল-গন্ধসম্পন্ন। সর্পিমণ্ডের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। পুনরায় সর্পিমণ্ড রসসম্পন্ন, সেইরূপ নির্বাণ রসসম্পন্ন। সর্পিমণ্ডের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট রহিয়াছে।"

"ভন্তে, 'গিরিশিখরের পাঁচগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট' বলে যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট গিরি শিখরের সেই পাঁচ গুণ কী কী?"

মহারাজ, গিরিশিখর যেমন অতি উচ্চ, সেইরূপ নির্বাণও অতি উচ্চ। গিরিশিখরের এই প্রথম গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। পুনরায় গিরিশিখর অচল, সেইরূপ নির্বাণ অচল। গিরিশিখরের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বানে প্রবিষ্ট। পুনরায় গিরিশিখর দূরারোহ, সেইরূপ নির্বাণ দূরারোহ। গিরিশিখরের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। পুনরায় গিরিশিখর সর্ববিধ বীজের অনুৎপত্তিস্থান, সেইরূপ নির্বাণ সর্ববিধ ক্লেশের অনুৎপত্তির স্থান। গিরিশিখরের এই চতুর্থ গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট।—পুনরায় গিরিশিখর অনুরাগ-বিরাগমুক্ত, সেইরূপ নির্বাণ অনুরাগ-

বিরাগমুক্ত। গিরিশিখরের এই পঞ্চম গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে। মহারাজ, গিরিশিখরের এই পাঁচগুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে।"

"সাধু ভন্তে, ইহা আপনার দ্বারা ভাষিত হিসেবে স্বীকার করি।"

নির্বাণ সাক্ষাৎকার

"ভন্তে নাগসেন, আপনারা বলেন "নির্বাণ অতীত নহে, ভবিষ্যৎ নহে, বর্তমান নহে, উৎপন্ন নহে, অনুৎপন্ন নহে, এবং উৎপাদনীয় নহে।" ভন্তে, জগতে উত্তমরূপে সুনিয়োজিত যেকোনো লোক নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, সে উৎপন্ন (নির্বাণ) সাক্ষাৎ করে, অথবা উৎপাদন করিয়া সাক্ষাৎ করে?"

"মহারাজ, উত্তমরূপে নিয়োজিত যেকোনো লোক নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, সে উৎপন্ন সাক্ষাৎ করে না, উৎপাদন করিয়া সাক্ষাৎ করে না, অথচ মহারাজ, এই নির্বাণ ধাতু আছে যাহাকে সে উত্তমরূপে নিয়োজিত হইয়া সাক্ষাৎ করে।"

"ভন্তে, প্রশ্ন প্রতিচ্ছন্ন করিয়া উত্তর নিবেন না। উন্মুক্ত ও প্রকটিত করিয়া প্রকাশ করুন। আমার জানিবার ইচ্ছা ও উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে। আপনি যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা এখানেই সম্পূর্ণ আকীর্ণ করুন। এই বিষয়ে জনগণ মোহাচ্ছন্ন, বিমতিগ্রস্ত ও সংশয়াপন্ন রহিয়াছে। ইহা বিদীর্ণ করুন। দ্বেষ শল্যের অবসান হউক!"

"মহারাজ, সেই শান্ত সুখময় ও উত্তম নির্বাণধাতু আছে। তাহা সম্যক নিয়োজিত যোগী বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে সংস্কার ধর্মপুঞ্জকে পুনঃপুন চিন্তা করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ, অন্তেবাসী যেমন আচার্যের উপদেশ অনুসারে প্রজ্ঞা দ্বারা শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করে, সেইরূপ সম্যক নিয়োজিত যোগী বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

সেই নির্বাণকে কী প্রকার দেখা উচিত? নির্বিঘ্ন, নিরূপদ্রব, নির্ভয়, ক্ষেম, শান্ত, সুখ, স্বাদ, উত্তম, শুচি ও শীতল হিসেবে দেখা উচিত।"

অগ্নির বাহিরে

মহারাজ, কোনো লোক যেমন বহু কাষ্ঠ-সমন্বিত, প্রজ্জ্বলিত, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় স্বীয় উদ্যমের দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত হয়, এবং অগ্নিহীন স্থানে উপনীত হইয়া পরম সুখ লাভ করে, সেইরূপ যিনি সম্যক নিয়োজিত তিনি জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা ত্রিবিধ অগ্নি সন্তাপ নির্বাপিত করিয়া পরমসুখ

নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ, এখানে অগ্নির ন্যায় ত্রিবিধ (রাগ-দ্বেষ-মোহ) অগ্নিকে দেখা উচিত। অগ্নিগত লোকের ন্যায় সম্যক নিয়োজিত যোগীকে দেখিতে হইবে। আর অগ্নিহীন স্থানের ন্যায় নির্বাণকে দেখিতে হইবে।

পঁচা গন্ধের বাহিরে গমন

মহারাজ, যেমন মৃত সর্প, কুকুর ও মানুষের শব বা অংশ দ্বারা পূর্ণ কোনো গর্ত আছে, যাহা হইতে কুৎসিত গন্ধ বাহির হয়। সেই পঁচাশবের মধ্যে পতিত কোনো জীবন্ত মানুষ যদি হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া অনেক প্রচেষ্টায় বাহিরে চলিয়া আসে, তবে তখন তাহার অতি সুখ লাভ হয়। সেইরূপ কেহ সম্যকরূপে নিয়োজিত হইয়া মনকে ধ্যেয় বিষয়ে সংলগ্ন রাখিয়া কলুষরূপ শবাগার হইতে বাহিরে আসে, তাহা হইলে সে পরম সুখ নির্বাণের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। মহারাজ, পঞ্চ কাম বিষয়কে শবরাশির ন্যায় জানিতে হইবে। পঁচাশবের মধ্যে পতিত লোকের ন্যায় সম্যকরূপে নিয়োজিত যোগীকে জানিতে হইবে। পঁচাহীন অবকাশের ন্যায় নির্বাণকে বুঝিতে হইবে।

সংকটের বাহিরে

মহারাজ, যেমন ভীত, সন্ত্রস্ত, কম্পিত, বিপন্ন, বিভ্রান্তচিত্ত কোনো ব্যক্তি স্বীয় উদ্যোগের দ্বারা তথা হইতে মুক্ত হয়, এবং দৃঢ়-স্থির, অচল ও ভয়হীন স্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় পরম সুখ লাভ করে, সেইরূপ যিনি সম্যকরূপে নিয়োজিত, তিনি জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা সেই ভয় সন্ত্রাস-মুক্ত পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ-সংকুল সংসার ভ্রমণ ভয়স্বরূপ জানিতে হইবে। ভীত ব্যক্তির ন্যায় সম্যকরূপে নিয়োজিত যোগীকে জানিতে হইবে। নির্ভয় স্থানের ন্যায় নির্বাণকে বুঝিতে হইবে।

কললমুক্ত

মহারাজ, যেমন ময়লা দুর্গন্ধ কলল-কর্দম পূর্ণ স্থানে কোনো ব্যক্তি পতিত হয়। সে নিজের প্রচেষ্টায় সেই কলল-কর্দম অপসারণপূর্বক নির্মল ও পরিশুদ্ধ স্থানে গমন করিয়া পরম সুখ লাভ করে, সেইরূপ যিনি সম্যকরূপে নিয়োজিত, তিনি জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা ক্লেশ-মল-কর্দম অপসারিত করিয়া পরম নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ, লাভ-সৎকার সম্মানকে

কললের ন্যায় জানিতে হইবে। কললে পতিত ব্যক্তির ন্যায় সৎপথে নিয়োজিত যোগীকে জানিতে হইবে। আর নির্মল পরিশুদ্ধ স্থানের ন্যায় নির্বাণকে বুঝিতে হইবে।

সম্যক নিয়োজিত যোগী সেই নির্বাণ কিরূপে সাক্ষাৎ করেন?

মহারাজ, যিনি সম্যক নিবিষ্ট যোগী, তিনি সংসারের সংস্কারসমূহের প্রবর্তন (অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মরূপে) সন্মর্ষণ বা সমীক্ষণ করেন। পুনঃপুন সমীক্ষণ করিবার সময় উহাদিগকে উৎপন্ন হইতে দেখেন, জীর্ণ হইতে দেখেন, ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখেন, মরণ হইতে দেখেন, উহাদের আদি, মধ্য ও অন্তভাগে কিছুমাত্র সুখও আনন্দকর দেখেন না। তিনি তাহাতে গ্রহণযোগ্য কিছু দেখিতে পান না।

সংসার জ্বলন্ত লৌহ গোলা

মহারাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি সারাদিন সন্তপ্ত, জ্বলন্ত, কঠিন লৌহ গোলকের আদিতে, মধ্যভাগে ও অন্ত অবস্থায় কিছুমাত্র গ্রহণযোগ্য স্থান দেখিতে পায় না, সেইরূপ যিনি সংসারের সংস্কারসমূহের প্রবর্তন চিন্তা করেন, তিনি তখন উহাদের উৎপন্ন হইতে দেখেন, জীর্ণ হইতে দেখেন, ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখেন, এবং মৃত্যু হইতে দেখেন। ইহার আদিভাগে, মধ্যভাগে ও শেষভাগে কোথাও সুখ বা আনন্দজনক কিছু মাত্র দেখেন না। তিনি তথায় গ্রহণযোগ্য কিছু দেখিতে পান না। গ্রহণযোগ্য কিছু না দেখার দরুন তাঁহার হৃদয়ে অরতি জন্মে এবং শরীরে এক প্রকার দাহ উৎপন্ন হয়। তিনি নিজকে একান্ত অসহায়ও অশরণ মনে করেন, আর সংসার ভ্রমণের প্রতি উদ্বিগ্ন হন।

মহারাজ, যেমন কোনো লোক যদি প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে, তবে সে তথায় ত্রাণহীন, অশরণ ও নিরাশ্রয় হইয়া অগ্নির প্রতি উদ্বিগ্ন হয়, সেইরূপ তথায় গ্রহণযোগ্য কিছু না দেখার দরুন তাহার চিত্তে অরতি উপস্থিত হয় এবং শরীরে দাহ উৎপন্ন হয়। সে ত্রাণহীন, অশরণ ও নিরাশ্রয় হইয়া সংসার ভ্রমণের প্রতি উদ্বিগ্ন হয়।

সংসার ভয়ঙ্কর

সংসার ভ্রমণে ভয়দর্শী ব্যক্তির এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন হয় "হায়! এই সংসার প্রবৃত্তি প্রদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, বহু দুঃখ এবং ভয়ঙ্কর আশান্তিদায়ক। যদি

কেহ সর্ব সংস্কারের উপশম, সর্ববিধ উপাধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, রিবাগ, নিরোধ, নির্বাণরূপ নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে, তবে উহা শান্ত, উহা উত্তম এই প্রকারে তাহার চিত্ত নিবৃত্তির প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়, প্রসন্ন হয়, হর্ষান্বিত হয় এবং সে সন্তোষ প্রকাশ করে "অহো, আমার নিঃসরণ লাভ হইয়াছে!"

মহারাজ, যেমন কোনো বিদেশে প্রস্থানকারী নিমজ্জিত মানুষ উদ্ধারের উপায় দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রসন্ন হয়, হর্ষান্বিত হয়, সন্তুষ্ট হয়, আর বলিয়া উঠে "অহো, আমার উদ্ধারের উপায় লাভ হইয়াছে!" মহারাজ, সেইরূপ সংসার প্রবর্তনে কেবল ভয়দর্শীর চিত্ত নিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়, প্রসন্ন হয়, হর্ষান্বিত হয়, সন্তুষ্ট হয়, আর বলে, "অহো, আমার নিঃসরণ লাভ হইয়াছে!" তখন তিনি নির্বাণ লাভের নিমিত্ত মার্গের অনুসন্ধান করেন, গবেষণা করেন, মনোনিবেশ করেন, ভাবনা করেন, বৃদ্ধি করেন। তজ্জন্য তাঁহার স্মৃতি স্থির হয়, উদ্যম স্থির হয়, প্রীতি স্থির হয়। তখন তাঁহার চিত্ত পূর্বাপর মনোনিবেশ করার ফলে সংসার ভ্রমণ অতিক্রম করিয়া নির্বাণের দিকে অগ্রসর হয়। মহারাজ, যিনি সংসার ভ্রমণ রোধ করিয়াছেন, সেই সম্যক নিয়োজিত যোগীই নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন ইহা বলা হয়।"

"সাধু ভন্তে, এইরূপে ইহা স্বীকার করি।"

নির্বাণের অবস্থান

"ভন্তে নাগসেন, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ঊর্ধ্ব ও অধঃদিকে অথবা অপর দিকে এমন কোনো প্রদেশ আছে কি যেখানে নির্বাণ অবস্থিত আছে?"

"মহারাজ, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ঊর্ধ্ব ও অধঃদিকে অথবা অপর কোনো দিকে সেই স্থান নাই যেখানে নির্বাণ অবস্থিত আছে।"

"ভন্তে, যদি নির্বাণের অবস্থিত স্থান না থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় নির্বাণ নাই। আর যাহাদের নির্বাণ সাক্ষাৎকার হইয়াছে, বলা হয়, তাহাদের সাক্ষাৎকারও মিথ্যা। ইহার কারণ বলিতেছি। ভন্তে, ধান্য উৎপত্তির জন্য যেমন ক্ষেত্র আছে, গন্ধ উৎপত্তিরস্থান পুষ্প আছে, পুষ্প উৎপত্তির জন্য কিশলয় আছে, ফল উৎপত্তিরস্থান বৃক্ষ আছে ও রত্ন উৎপত্তিরস্থান আকর আছে। তাহাতে যে কেহ যাহা ইচ্ছা করে, তথায় গিয়া তাহা আহরণ করিতে পারে। ভন্তে, সেইরূপ যদি নির্বাণ থাকে তবে সেই নির্বাণ উৎপত্তির অবকাশও নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়। যেহেতু ভন্তে, নির্বাণের উৎপত্তিস্থান নাই; সেই কারণে নির্বাণও নাই, ইহা বলিতেছি। সুতরাং যাহাদের নির্বাণ সাক্ষাৎ

হইয়াছে, তাহাদের সাক্ষাৎকারও মিথ্যা।”

“মহারাজ, নির্বাণের সংস্থিতর কোনো অবসর নাই। তথাপি নির্বাণ আছে। সৎপথে নিবিষ্ট যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন। মহারাজ, অগ্নি আছে সত্য কিন্তু উহার অবস্থিতির কোনো স্থান নাই। দুই কাষ্ঠের সংঘর্ষণে অগ্নি পাওয়া যায়। সেইরূপ মহারাজ, নির্বাণ আছে, কিন্তু উহার সংস্থিতি-স্থান নাই। অথচ সৎপথে পরিচালিত যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

মহারাজ, যেমন চক্ররত্ন, অশ্বরত্ন, হস্তীরত্ন, নারীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও পরিনায়করত্ন এই সপ্তরত্ন আছে। এই সকল রত্নের সংস্থিতির কোনো অবকাশ নাই। তথাপি সত্যপথে পরিচালিত ক্ষত্রিয়ের ধর্মাচরণ প্রভাবে সেই সকল কোনো রত্ন উপস্থিত হয়। মহারাজ, সেইরূপ নির্বাণ আছে। উহার সংস্থিতির কোনো অবকাশ নাই। সৎপথে নিবিষ্ট যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।”

“ভন্তে, নির্বাণের অবস্থিতির স্থান না থাকুক কিন্তু এমন স্থান আছে কি যাহাতে স্থিত থাকিয়া সৎপথে পরিচালিত যোগী নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন?”

“হ্যাঁ মহারাজ, সেই স্থান আছে, যেখানে স্থিত থাকিয়া সৎপথে পরিচালিত যোগী নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন?

ভন্তে, সেই স্থান কী?

মহারাজ, শীলই সেই স্থান। শীলে প্রতিষ্ঠিত যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ করিলে শক-যবন রাজ্যে, চীন, বিলাতে, অলসন্দে, নিকুম্ভে, কাশী-কোশলে, কাশ্মীরে, গান্ধারে, পর্বত শিখরে এবং ব্রহ্মলোকে যেকোনো স্থানে অবস্থিত যোগী সৎপথে পরিচালিত হইয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ, যেকোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ যেমন শক-যবনে, চীন, বিলাতে, অসলন্দে নিকুম্ভে, কাশী-কোশলে, কাশ্মীরে, গান্ধারে, পর্বত শিখরে এবং ব্রহ্মলোকে যেকোনো স্থানে স্থিত হইয়া আকাশ দর্শন করে; সেইরূপ মহারাজ, শীলে প্রতিষ্ঠিত যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ করিলে শক-যবনে... যেকোনো স্থানে স্থিত হইয়া সৎপথে পরিচালিত যোগী নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

মহারাজ, যেমন শক-যবনে... যেকোনো স্থানে স্থিত ব্যক্তির পূর্বদিক নিশ্চয় আছে; সেইরূপ শীলে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশকারীর শক-যবনে... যেকোনো স্থানে অবস্থিত, সৎপথে পরিচালিতের পক্ষে নির্বাণ সাক্ষাৎকার অবশ্যম্ভাবী।

"সাধু, ভন্তে নাগসেন, আপনি নির্বাণ প্রকাশ করিয়াছেন। নির্বাণ সাক্ষাৎকার বিবৃত করিয়াছেন। শীলগুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্যক প্রতিপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্মের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছেন। ধর্মনেত্রী স্থাপন করিয়াছেন। উত্তমরূপে আত্মনিয়োগকারীর সৎ অধ্যবসায় কখনো নিরর্থক হয় না। হে গণাচার্য প্রবর, ইহা এইরূপে স্বীকার করি।"

অষ্টম বর্গ সমাপ্ত

মেণ্ডক প্রশ্ন সমাপ্ত

বুদ্ধের ধর্মনগর

অতঃপর রাজা মিলিন্দ আয়ুষ্মান নাগসেন যেখানে আছেন, তথায় গমন করিলেন। এবং আয়ুষ্মান নাগসেনকে বন্দনা করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট রাজা মিলিন্দের মনে আরও জানিবার ইচ্ছা উদয় হইল। নাগসেনের বাক্য শ্রবণে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল। এবং উহা ধারণ করিবার ঔৎসুক্য জন্মিল। জ্ঞানালোক দর্শনের ইচ্ছা হইল। অজ্ঞান ভেদ করিয়া জ্ঞানালোক উৎপাদনের ইচ্ছা প্রবল হইল, দর্শনের ইচ্ছা অজ্ঞানন্ধকার নাশ করিবার আশায় অধিক পরিমাণে—ধৈর্য্য, উৎসাহ, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া আয়ুষ্মান নাগসেনকে বলিলেন,

"ভন্তে নাগসেন, আপনি বুদ্ধকে দেখিয়াছেন কি?"

"না মহারাজ!"

"ভন্তে, আপনার আচার্যেরা বুদ্ধকে দেখিয়াছেন কি?"

"না মহারাজ!"

"ভন্তে, আপনিও বুদ্ধকে দেখেন নাই, আর আপনার আচার্যেরাও বুদ্ধকে দেখেন নাই, তাহা হইলে মনে হয় নিশ্চয় বুদ্ধ ছিলেন না। এই ক্ষেত্রে বুদ্ধের উপস্থিতির কোনো প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।"

"মহারাজ, যাঁহারা আপনার ক্ষত্রিয়বংশের পূর্বগামী আপনাদের পূর্বপুরুষ ক্ষত্রিয় রাজারা ছিলেন কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, ইহাতে সংশয় কি? যাঁহারা আমার ক্ষত্রিয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও পূর্বগামী তাঁহারা ছিলেন।"

"মহারাজ, আপনি পূর্বে সেই পূর্বপুরুষ ক্ষত্রিয়দিগকে দেখিয়াছেন কি?"

"ভন্তে, দেখি নাই।"

"মহারাজ, যাঁহারা আপনাকে শাসন করেন, সেই পুরোহিতগণ, সেনাপতিগণ, অক্ষদর্শীরা এবং মহাসচিবগণ আছেন, তাঁহারা সেই পূর্বপুরুষ ক্ষত্রিয়গণকে দেখিয়াছেন কি?"

"ভন্তে, তাঁহারাও দেখেন নাই।"

"মহারাজ, পূর্বের ক্ষত্রিয়গণকে যদি আপনি না দেখেন, আপনার অনুশাসকগণও না দেখেন তাহা হইলে কি পূর্ব ক্ষত্রিয়গণ ছিলেন না? এই ক্ষেত্রে পূর্ব ক্ষত্রিয়গণ সম্যক জানা যায় না।"

"ভন্তে, প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের ব্যবহৃত পরিভোগ্য দ্রব্যগুলি দেখা যায়। যেমন শ্বেতচ্ছত্র, উষ্ণীয়, পাদুকা, বালবিজনী (চামর), খড়্গরত্ন এবং মহার্ঘ শয্যা-সমূহ। যাহার দরুন আমরা জানিতে পারি ও বিশ্বাস করিতে পারি যে 'পূর্ব ক্ষত্রিয়রা ছিলেন।' "মহারাজ এই প্রকারেই আমরা ভগবান বুদ্ধকে জানিতে পারি ও বিশ্বাস করিতে পারি। সেই বিদ্যমান আছে, যেই কারণে আমরা জানিতে পারি ও বিশ্বাস করিতে পারি যে, "সেই ভগবান বুদ্ধ ছিলেন।" এখন সেই কারণ কী?"

"মহারাজ, সেই ভগবান সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী অর্হৎ সম্যক-সম্বুদ্ধ কর্তৃক ব্যবহৃত পরিভোগ্য দ্রব্যগুলি বিদ্যমান আছে। যেমন : (১) চারি প্রকার স্মৃতি-উপস্থান, (২) চারি প্রকার সম্যক অধ্যবসায়, (৩) চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ, (৪) পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, (৫) পঞ্চবল, (৬) সপ্ত-বোধি-অঙ্গ, এবং (৭) আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যাহার দরুন দেবতাসহ নরলোক জানে ও বিশ্বাস করে যে, "সেই ভগবান বুদ্ধ ছিলেন।" মহারাজ, এই কারণে, এই হেতুতে এই প্রণালিতে ও এই অনুমানে জানা উচিত যে, "সেই ভগবান বুদ্ধ ছিলেন।"

"বহু জনে মুক্ত করে' আয়ুশেষে লভেন নির্বাণ,
অনুমানে জানা যায় উপস্থিত সেই ভগবান।"

"ভন্তে, উপমা প্রদান করুন।"

মহারাজ, নতুন নগর নির্মাতা স্থপতি নগর নির্মাণ করিবার মানসে সর্ব প্রথম এমন স্থান অন্বেষণ করেন, যাহা অতি উচ্চ নহে, অতি নিচু নহে, সমান, পাথর কিংবা কংকরহীন, নিরুপদ্রব, ও নির্দোষ। এইরূপ রমণীয় ভূমি-ভাগ অবলোকনের পর তাহাতে যাহা অসমান তাহা সমান করেন। কন্টক বিশোধন করেন, এবং তাহাতে নগর নির্মাণ করেন। যাহা শোভন, বিভক্ত, ভাগ হিসেবে পরিমিত, প্রাকার-পরিখা সমাকীর্ণ, দৃঢ় তোরণ-যুক্ত, অট্টালিকা, দুর্গ, গড়বন্দি নিবাস, পৃথক পৃথক চত্বর, চৌরাস্তার সংযোগ, মাঝে মাঝে খোলা উদ্যান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সমতল রাজপথ, মধ্যে মধ্যে আপণ শ্রেণি, আরাম, বাগান, তড়াক, পুষ্করিণী, জলসত্রসমন্বিত। বহুবিধ দেবস্থান-মণ্ডিত ও সর্বপ্রকার দোষত্রুটি রহিত হয়। সেই নগর সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ হইলে তিনি অন্যস্থানে গমন করেন।

অতঃপর সময়ান্তরে সেই নগর বৃদ্ধি পায়, উন্নত হয়, ধনাঢ্য হয়, নির্ভয়

সমৃদ্ধ, শিব ও বাধাবিঘ্নহীন হয়। উহাতে কোনো উপদ্রব ও ভয় থাকে না, বহুজন সমাকূল হয়। বিভিন্ন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্রেরা; হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী, পদাতিক, ধনুর্ধর, অসিধারী, বস্ত্রধারী, পরিব্রাজক, খাদ্যদাতা, যুদ্ধপ্রিয় উগ্র রাজপুত্র, দ্রুতগামী, মহাবীর, শূর, বর্মধারী, সংগ্রামী, চাকর, পরিচারক, মল্লযোদ্ধা, গণক, পাচক, নাপিত, স্নাপক, চুণারী, চর্মকার, গাড়িনির্মাতা, হস্তীদন্তকার, রজ্জুকার, চিরুণীকার, সূত্রকার, খাদ্য প্রস্তুতকারী, ধনুনির্মাতা, ধনুর গুণ নির্মাতা, তির নির্মাতা, চিত্রকর, রং প্রস্তুতকারী, রজক, তন্তুবায়, সূচি কর্মজীবী, হীরার ব্যবসায়ী, বস্ত্র ব্যবসায়ী, গন্ধ ব্যাপারী, তৃণহারক, কাষ্ঠাহরণকারী, ভৃত্য, পানবিক্রেতা, ফল সরবরাহকারী, শিকড়গাছ-গাছড়া বিক্রেতা, ভাত বিক্রেতা, পিঠা বিক্রেতা, মৎস্য বিক্রেতা, মাংস বিক্রেতা, মাদক দ্রব্য বিক্রেতা, নাটককার, নৃত্যকার, কুর্দনকারী, ইন্দ্রজালপ্রদর্শক, বৈতালিক, মল্লগণ, শব সৎকারক, ফুলবিতরণকারী, ব্যবসায়ী, নিষাদ, গণিকা, বিলাসীনি, কুম্ভদাসী, শক-যবন-চীন-বিলাতবাসী, উজ্জয়িনীবাসী, ভারুকচ্ছবাসী, কাশী-কোশলবাসী, অপরান্ত বা পশ্চিম সীমান্তবাসী, মগধবাসী, সাকেত (অযোধ্যা) বাসী, সৌরাষ্ট্রবাসী, পাবেয়্যবাসী, কোটুম্বর-মথুরাবাসী, অলসন্দ, কাশ্মীর এবং গান্ধারের লোক সেই নগরে বাসের নিমিত্ত আসিয়া থাকে। নানা বিষয়ী জনগণ এই নতুন সুবিন্যস্ত নির্দোষ, নিরবদ্য রমণীয় নগর দেখিয়া অনুমান দ্বারা জানিতে পারেন যে, "অহো, যিনি এই নগর নির্মাণ করিয়াছেন সেই নগর নির্মাতা স্থপতি একান্তই দক্ষ!"

মহারাজ, এই প্রকারেই সেই ভগবান অসম, অসমসম, অপ্রতিম, অসদৃশ, অতুল, অসংখ্যেয়, অপ্রমেয়, অপরিমেয়, অমিতগুণ, সর্ববিধ গুণের পূর্ণতা প্রাপ্ত, অনন্ত ধীতিমান, অনন্ত তেজবান, অনন্ত বীর্যবান, অনন্ত বলবান, ও বুদ্ধবল পারমীপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সসৈন্য মারকে পরাজিত করিয়াছেন, ভ্রান্তি জালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন, অবিদ্যা পরিহার করিয়াছেন ও বিদ্যা উৎপাদন করিয়াছেন, ধর্ম-উল্কা ধারণ করিয়াছেন, সর্বজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, এবং সংগ্রাম জয়ী হইয়া ধর্মনগর নির্মাণ করিয়াছেন।

বুদ্ধের ধর্মনগর

মহারাজ, ভগবানের নির্মিত ধর্মনগরের চারিদিকে শীল-প্রাকার পরিবেষ্টিত আছে। হ্রী বা পাপে লজ্জারূপ পরিখা রচিত হইয়াছে। সদরদ্বারে

জ্ঞানরূপ প্রহরী রহিয়াছে। বীর্যের খিলান নির্মিত হইয়াছে, শ্রদ্ধার আবরণ আছে। সর্তকতা রূপ দ্বারপাল আছে। প্রজ্ঞার প্রাসাদ আছে। সূত্রান্তরূপ উদ্যান আছে। অভিধর্মরূপ চৌরাস্তা আছে। বিনয়রূপ ন্যায়ালয় আছে। স্মৃতি উপস্থানের সরণি আছে।

মহারাজ, স্মৃতি-উপস্থানরূপ রাজপথের ধারে এই সকল দোকান প্রসারিত রহিয়াছে: (১) ফুলের দোকান, (২) গন্ধের দোকান, (৩) ফলের দোকান, (৪) ভৈষজ্যের দোকান, (৫) শিকড়-ছালের দোকান, (৬) অমৃতের দোকান, (৭) রত্নের দোকান, ও (৮) সর্বদ্রব্যের দোকান আছে।

ফুলের দোকান

১. ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধের সেই ফুলের দোকান কী প্রকার?

মহারাজ, ভগবান সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ধ্যান-ভাবনা করিবার উপযুক্ত বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন: অনিত্য সংজ্ঞা, দুঃখ সংজ্ঞা, অশুভ সংজ্ঞা, আদীনব সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, নিরোধ সংজ্ঞা, সাংসারিক সর্ব বিষয়ে অনাভিরতি সংজ্ঞা, সকল সংস্কারের প্রতি অনিত্য সংজ্ঞা, আনাপানস্মৃতি, উদ্ধুমাতক (মৃতদেহের স্ফীত অবস্থা) সংজ্ঞা, নীলবর্ণ সংজ্ঞা, পুঁজ সংজ্ঞা, বিচ্ছিদ্র সংজ্ঞা, ভক্ষিত সংজ্ঞা, বিক্ষিপ্ত সংজ্ঞা, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংজ্ঞা, রক্তরঞ্জিত সংজ্ঞা, বিগলিত সংজ্ঞা, অস্থিময় সংজ্ঞা, মৈত্রী সংজ্ঞা, করুণা সংজ্ঞা, মুদিতা সংজ্ঞা, উপেক্ষা সংজ্ঞা, মরণানুস্মৃতি ও কায়গতাস্মৃতি। মহারাজ, ভগবান ধ্যান-সাধনা করিবার যোগ্য এই বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহাতে যে কেহ জরা-মরণ হইতে মুক্তিলাভের অভিলাষী হন, তিনি এই বিষয়গুলির মধ্যে এক প্রকার আলম্বন বা ধ্যানের বিষয় অনুশীলনের নিমিত্ত নির্বাচন করেন। সেই ধ্যান বিষয় অনুশীলন দ্বারা তিনি আসক্তি হইতে মুক্ত হন, হিংসা হইতে মুক্ত হন। মোহ হইতে মুক্ত হন, অভিমান হইতে মুক্ত হন, ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত হন। তিনি সংসার-সাগর অতিক্রম করেন, তৃষ্ণাস্রোত নিবৃত করেন, তিন প্রকার মনকে পরিশুদ্ধ করেন, আর সর্ববিধ কুলষকে সমুচ্ছেদ করিয়া মলহীন, রজহীন, শুদ্ধ ও দীপ্তিমান হন। তিনি জন্মান্তর ভ্রমণ হইতে মুক্ত হন এবং জরা-মরণহীন পরমসুখ, শীতল ও অভয় নগরের মধ্যে উত্তম নির্বাণ নগরে প্রবেশ করেন। অর্হৎ মার্গ-ফলে উপনীত হইয়া চিত্তকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করেন।—মহারাজ, ইহাকেই বুদ্ধের ফুলের

দোকান বলা হয়।

"কর্মমূল্য হাতে লয়ে প্রবেশ দোকান পর,
ধ্যেয় দ্রব্য ক্রয় করি' মুক্ত হও অতঃপর।"

গন্ধের দোকান

২. "ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধের গন্ধের দোকান কী?"

"মহারাজ, ভগবান বুদ্ধ মানুষের প্রতিপালনের জন্য কিছু সংখ্যক শীল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। সেই শীলগন্ধে অনুলিপ্ত হইলে বুদ্ধপুত্রগণ স্বীয় শীলগন্ধে দেবমানবসহ সমগ্র বিশ্বকে সুগন্ধময় করিয়া তোলেন, পরিপূর্ণ করেন। তাঁহাদের শীলের গন্ধ দিক-বিদিকের বায়ুর অনুকূল ও প্রতিকূলে বাহিত হয়, প্রবাহিত হয় এবং উত্তমরূপে প্রসারিত হয়।

সেই শীলসমূহের বিভাগ কত প্রকার?

মহারাজ, (১) শরণ শীল, (২) পঞ্চশীল, (৩) অষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচারী শীল, (৪) দশাঙ্গ শীল, (৫) পঞ্চবিধ উদ্দেশের অন্তর্গত (ভিক্ষুদের) প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল। ইহাকেই বুদ্ধের গন্ধের দোকান বলা হয়। মহারাজ, দেবাতিদেব বলিয়াছেন :

"পুষ্পগন্ধ প্রতিকূলে করে না গমন,
টগর মল্লিকা কিংবা সুগন্ধ চন্দন।
সাতের সুগন্ধ শুধু প্রতিকূলে যায়,
সর্বদিকে সৎলোক সমাদর পায়।
চন্দন টগর আর চামেলী উৎপল,
গন্ধের মাঝারে শীল অতীব অতুল।
স্বল্পমাত্র এই গন্ধ টগর চন্দনে রহে,
সুশীলের শ্রেষ্ঠগন্ধ দেবনর মাঝে বহে।"[১]

ফলের দোকান

৩. "ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধের ফলের দোকান কী?"

"মহারাজ, ভগবান এই সকল ফল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল, অর্হত্ত্বফল, শূন্যতা ফলসমাপত্তি, অনিমিত্ত ফল

---

[১]। ধম্মপদের পুষ্পবর্গ দেখুন।

সমাপত্তি, অপ্রণিহিত ফল সমাপত্তি। সাধক ইহাদের মধ্যে যেকোনো ফল লইতে ইচ্ছা করেন, তিনি কর্মমূল্য দিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত ফল ক্রয় করিতে পারেন।...

সংবৎসরের আম

মহারাজ, যেমন কোনো লোকের বারোমেসে আম্রবৃক্ষ আছে। যখন পর্যন্ত ক্রেতা না আসে তখন পর্যন্ত সে ফল ছিঁড়ে না বা পাড়ে না। ক্রেতা উপস্থিত হইলে সে মূল্য গ্রহণ করিয়া এইরূপ বলে : "ওহে মহাশয়, ইহা বারোমেসে আম্রবৃক্ষ। এই বৃক্ষ হইতে কচি, আঁটিযুক্ত, কেশী, অপক্ক কিংবা পক্ক, আপনি যাহা ইচ্ছা করেন পরিমাণ মতো ফল ছিঁড়িয়া লউন।" তিনি প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে যদি কচি লইতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা গ্রহণ করেন, যদি আঁটিযুক্ত ইচ্ছা করেন তবে তাহা গ্রহণ করেন। যদি কেশী ইচ্ছা করেন তবে তাহা গ্রহণ করেন, যদি অপক্ক লইতে ইচ্ছা করেন তবে অপক্ক গ্রহণ করেন আর যদি পক্ক লইতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা গ্রহণ করেন।

মহারাজ, এই প্রকারে যিনি যেই ফল ইচ্ছা করেন তিনি কর্মমূল্য দিয়া ঈপ্সিত স্রোতাপত্তিফল... অপ্রণিহিত ফলসমাপত্তি... ফল গ্রহণ করেন। মহারাজ, ইহাই বুদ্ধের ফলের দোকান।

"কর্মমূল্য দিয়া লোকে লভেন অমৃত ফল,
তাহাতে সুতৃপ্ত তারা যারা নেরে সেই ফল।"

ওষুধের দোকান

৪. "ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধের ওষুধের দোকান কী?"

"মহারাজ, ভগবান বুদ্ধ সেই ওষুধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যেই ওষুধ দ্বারা তিনি দেবমানবের সহিত সমগ্র সংসারকে কলুষ-বিষ হইতে মুক্ত করেন।

সেই ওষুধ কী প্রকার?

"মহারাজ, ভগবান (১) দুঃখ আর্যসত্য, (২) দুঃখসমুদয় আর্যসত্য, (৩) দুঃখনিরোধ আর্যসত্য ও (৪) দুঃখনিরোধগামী মার্গ আর্যসত্য; এই চারি আর্যসত্য ব্যক্ত করিয়াছেন। মোক্ষ লাভেচ্ছু যেই যোগীরা এই চারি আর্যসত্য-সমন্বিত বুদ্ধধর্ম শ্রবণ করেন তাঁহারা জন্মান্তর গ্রহণ হইতে মুক্ত হন, বার্ধক্য হইতে মুক্ত হন ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হন। মহারাজ, ইহাই বুদ্ধের ওষুধের দোকান :

"যেকোনো ওষুধ লোকে রোগহর বিদ্যমান,
ধর্মৌষধ সম নহে ইহা ভিক্ষু, করো পান।"

ভেষজ দ্রব্যের দোকান

৫. "ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধ ভেষজ-দ্রব্যের দোকান কী?"

"মহারাজ, যে সকল ভেষজ-দ্রব্য দ্বারা ভগবান দেবমনুষ্যদিগকে চিকিৎসা করেন, তিনি সেই সকল ভেষজ-দ্রব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন। তাহা এই চারি স্মৃতি-উপস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধি-অঙ্গ এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ভগবান এই সমস্ত ভেষজ-দ্রব্য দ্বারা বিরেচন দিয়া সাধকের মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধিকে বাহির করেন। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, সংশয়, ঔদ্ধত্য, তন্দ্রালস্য, নির্লজ্জতা, সংকোচহীনতা এবং সর্ববিধ কলুষকে বমন করান। মহারাজ, ইহাই বুদ্ধের ভেষজ-দ্রব্যের দোকান :

"যে কিছু ভেষজ লোকে বহুবিধ বিদ্যমান,
ধর্মৌষধ সম নাই করো ভিক্ষু ইহা পান।
ধর্মৌষধ পান করি হও জরামৃত্যু হীন,
ভাবিয়া দেখিয়া হও অনুপাধি নির্বাণ।"

অমৃতের দোকান

৬. "ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধের অমৃতের দোকান কী?"

"মহারাজ, ভগবান বুদ্ধ যেই অমৃত দ্বারা দেবতাসহ এই লোককে অভিষেক করিয়াছেন, তিনি সেই অমৃতের বিষয় বলিয়াছেন। যেই অমৃত দ্বারা অভিষিক্ত দেবমানবেরা জন্ম-জরা-ব্যাধি মৃত্যু-শোক-রোদন-দুঃখ-দুশ্চিন্তা ও মনস্তাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন। সেই অমৃত কী? তাহা এই কায়গতাস্মৃতি[১]। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান ইহাও বলিয়াছেন, "ভিক্ষুগণ, যাহারা কায়গতস্মৃতি অভ্যাস করিয়াছে, তাহারা অমৃত পরিভোগ করিয়াছে।" মহারাজ, ইহাই বুদ্ধের অমৃতের দোকান :

---

[১]। দীর্ঘনিকায়ে মহাস্মৃতি-প্রস্থান দেখুন।

"ব্যাধিগ্রস্ত জনতাকে করিয়া দর্শন,
অমৃত-দোকান আমি করি প্রসারণ;
কর্ম-মূল্যে ক্রয় করি ওহে ভিক্ষুগণ।
সে অমৃত তৃপ্তি ভরে করহ গ্রহণ।"

রত্নের দোকান

৭. "ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধের রত্নের দোকান কী?"

"মহারাজ, যেই রত্নসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত বুদ্ধপুত্রগণ কান্তিমান, দীপ্তিমান, প্রভাবান, ভাস্বর, উজ্বল ও সমুজ্জ্বল হন, ঊর্ধ্ব, অধঃ ও চতুর্দিকে আলো প্রদর্শন করেন; সেই রত্ন সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন। সেই রত্নগুলি কী কী? (১) শীলরত্ন, (২) সমাধিরত্ন, (৩) প্রজ্ঞারত্ন, (৪) বিমুক্তিরত্ন, (৫) বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন-রত্ন, (৬) প্রতিসম্ভিদা-রত্ন, এবং (৭) বোধ্যঙ্গ-রত্ন।

শীলরত্ন

"মহারাজ, ভগবানের শীল রত্ন কী কী? (১) প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল, (২) ইন্দ্রিয় সংবরশীল, (৩) আজীব পরিশুদ্ধ শীল, (৪) প্রত্যয় সংনিশ্রিত শীল, (৫) লঘু শীল, (৬) মধ্যম শীল, (৭) মহাশীল, (৮) মার্গশীল ও (৯) ফলশীল। মহারাজ, যেই লোক এই শীলরত্ন দ্বারা বিভূষিত হন, তাঁহাকে দেখিয়া দেবতা, মনুষ্য, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলে আকাঙ্ক্ষা করেন ও প্রার্থনা করেন। মহারাজ, ভিক্ষু শীলাভরণে সুসজ্জিত হইয়া নিজের শোভা দ্বারা দিকে, অনুদিকে, উপরে, নিচে, এবং পার্শ্বদেশসমূহ উজ্জ্বল করেন, সমুজ্জ্বল করেন। সর্বাপেক্ষা নিচ অবীচি নরক হইতে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ভবাগ্র বা অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ইহার মধ্যে অন্য যত রত্ন আছে, তিনি সেই সকলকে অতিক্রম করেন, পরাভূত করেন, পরাজয় করেন। মহারাজ, ভগবানের রত্নের দোকানে এইরূপ রত্নরাজি প্রসারিত আছে। ইহাকে ভগবানের শীলরত্ন বলা হয় :

"এতাদৃশ শীলরত্ন বুদ্ধাপণে বিদ্যমান,
কর্ম-মূল্যে ক্রয় করে, করো সবে পরিধান।"

সমাধিরত্ন

"মহারাজ, ভগবানের সমাধিরত্ন কী কী? (১) সবিতর্ক-সবিচার সমাধি, (২) অবিতর্ক-বিচার-মাত্র সমাধি, (৩) অবিতর্ক অবিচার সমাধি, (৪) শূন্যতা সমাধি, (৫) অনিমিত্ত সমাধি ও (৬) অপ্রণিহিত সমাধি। মহারাজ, সমাধি-রত্ন দ্বারা সুসজ্জিত ভিক্ষুর কামবিতর্ক, ব্যাপাদবিতর্ক, বিহিংসাবিতর্ক, মান, ঔদ্ধত্য, ভ্রান্ত দৃষ্টি, সংশয়, বিবিধ কলুষের বিষয় ও কুবিতর্ক আছে; সেই সমুদয় সমাধির প্রভাবে বিলীন হয়, নষ্ট হয়, বিধ্বংস হয় ও উহাদের মধ্যে লিপ্ত থাকে না।

মহারাজ, যেমন পদ্মপত্রে পতিত জল বিচলিত হয়, বিনষ্ট হয়, বিধ্বংস হয়, অস্থির হয় ও নির্লিপ্ত হয়। উহার কারণ কী? পদ্মপত্রের পরিশুদ্ধতা হেতু তাহা হয়। মহারাজ, সেই প্রকার সমাধিরত্নে সুসজ্জিত ভিক্ষুর যেই সকল কামবির্তক, ব্যাপাদবির্তক, বিহিংসাবির্তক, মান, ঔদ্ধত্য, আত্মদৃষ্টি, সংশয়, বিবিধ কলুষের বিষয় ও কুবিতর্ক আছে সেই সমুদয় সমাধির প্রভাবে বিচলিত হয়, বিনষ্ট হয়, বিধ্বংস হয়, অস্থির হয় ও নির্লিপ্ত হয়। উহার কারণ কী? সমাধির পরিশুদ্ধতা-হেতু তাহা হয়। মহারাজ, ইহাকে ভগবানের সমাধিরত্ন বলা হয়। এই জাতীয় সমাধিরত্ন ভগবানের রত্নের দোকানে প্রসারিত আছে :

"ধ্যানরত্ন পরিধানে কুবিতর্ক জন্মে না কখন,
বিক্ষিপ্ত হয় না চিত্ত ইহা সবে করহ গ্রহণ।"

প্রজ্ঞারত্ন

"মহারাজ, ভগবানের প্রজ্ঞারত্ন কী কী? মহারাজ, যেই প্রজ্ঞা দ্বারা আর্যশ্রাবক 'ইহা পুণ্য' যথাভূতভাবে জানিতে পারেন, 'ইহা পাপ' যথাভূতভাবে জানিতে পারেন, ইহা সদোষ, ইহা নির্দোষ; ইহা করার যোগ্য, ইহা করার অযোগ্য, ইহা হীন, ইহা শ্রেষ্ঠ, ইহা কৃষ্ণ, ইহা শুক্ল, ইহা কৃষ্ণ-শুক্ল উভয়বিধ; ইহা যথাভূতভাবে জানিতে পারেন। 'ইহা দুঃখ' যথার্থরূপে জানিতে পারেন 'ইহা দুঃখের কারণ' যথার্থরূপে জানিতে পারেন, 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' যথার্থরূপে জানিতে পারেন, 'ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়' যথার্থরূপে জানিতে পারেন। মহারাজ, ইহাকে ভগবানের প্রজ্ঞারত্ন বলা হয় :

"প্রজ্ঞারত্ন মালারূপে করিলে ধারণ,
অচিরে রবে না আর সংসার ভ্রমণ।

অতিশীঘ্র স্পর্শ করে অমৃত নির্বাণ,
পুনর্জন্মে রুচি তার হয় অবসান।”

বিমুক্তিরত্ন

“মহারাজ, ভগবানের বিমুক্তিরত্ন কী? মহারাজ, অর্হত্তপদকে বিমুক্তিরত্ন বলা হয়। অর্হত্তপদলাভী ভিক্ষু বিমুক্তিরত্ন দ্বারা সুশোভিত হন।

মহারাজ, যেমন কোনো লোক মণির হার, মুক্তার হার, ও প্রবালের হার দ্বারা সুসজ্জিত হয়। অগুরু, টগর, তালীস, রক্তচন্দন আদির প্রলেপ দ্বারা দেহকে সুবাসিত করে। নাগ, পুন্নাগ, শাল, দেবদারু, চম্পক, যুথিকা, মাধবী, পারুল, উৎপল, চামেলি, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের মালা দ্বারা সুরঞ্জিত হয়। তাহা হইলে সেই লোক মালা-গন্ধ-রত্নাভরণের দ্বারা অপর সাধারণ জনগণকে অতিক্রম করিয়া কান্তিমান হয়, দীপ্তিমান হয়, আলোকিত হয়, ভাস্বর হয়, প্রভাস্বর হয়, অতি প্রভাবান হয়, উজ্জ্বল হয়, সমুজ্জ্বল হয়, তাহাদিগকে অভিভূত করে, পরাভূত করে, এবং অধিক উল্লঙ্ঘন করে। মহারাজ, সেইরূপ সমুচ্ছেদ বিমুক্তিরত্ন পরিহিত অর্হত্ত প্রাপ্ত ক্ষীণাসব ভিক্ষু স্বীয় বিমুক্তি দ্বারা অপর কিছু কিছু আংশিক বিমুক্তি ভিক্ষুদিগকে (উপাদাযুপাদায় বিমুত্তানং ভিক্খূনং) অতিক্রম ও সমতিক্রম করিয়া কান্তিমান হন, দীপ্তিমান হন, আলোকিত হন, ভাস্বর হন, প্রভাস্বর হন, অতি প্রভাবান হন, উজ্জ্বল হন ও সমুজ্জ্বল হন, তাহাদিগকে অভিভূত করেন, পরাভূত করেন, এবং অধিকতর উল্লঙ্ঘন করেন। তার কারণ কী? যেহেতু মহারাজ, আভরণরাজির মধ্যে ক্ষীণাসবের বিমুক্তিরত্ন সর্বোচ্চ আভরণ। ইহাকেই ভগবানের বিমুক্তিরত্ন বলা হয় :

“মণিমালা ধারী লোক গৃহজনে দেখায় প্রধান,
বিমুক্তি-রতন মালী দেবেনের উত্তম দেখান।”

বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন-রত্ন

“মহারাজ, ভগবানের বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন কী? মহারাজ, যেই জ্ঞান দ্বারা আর্যশ্রাবক স্বীয় সাধনালব্ধ আর্যমার্গ, আর্যফল, অসংজাত নির্বাণ, প্রহীন ক্লেশ ও অবশিষ্ট ক্লেশকে প্রত্যেবেক্ষণ করেন, সেই পাঁচ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানকে ভগবানের বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন-রত্ন বলা হয় :

"যে জ্ঞানে আর্যেরা স্বীয় কৃতকৃত্য বুঝিতে সক্ষম,
সেই জ্ঞান লভিবারে চেষ্টাকর জিন পুত্রগণ।"

প্রতিসম্ভিদা-রত্ন

"মহারাজ, ভগবানের প্রতিসম্ভিদা রত্ন কী? মহারাজ, চারি প্রকার প্রতিসম্ভিদা আছে : (১) অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, (২) ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, (৩) নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা ও (৪) প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। মহারাজ, এই চারি প্রকার প্রতিসম্ভিদা-রত্ন দ্বারা সমলংকৃত হইয়া ভিক্ষু যেই যেই সভায়—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, গৃহস্থ কিংবা শ্রমণ সভায় গমন করেন, সেই সভায় তিনি নিপুণ, নিঃসঙ্কোচ, নির্ভীক, নিরাতংক ও রোমাঞ্চহীন-ভাবে গমন করেন।

তরুণ যোদ্ধা

"মহারাজ, যেমন কোনো তরুণ সংগ্রামশূর যোদ্ধা পঞ্চবিধ অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া নির্ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তিনি চিন্তা করেন : "শত্রু যদি কিছু দূরে থাকে তবে তির নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করিব, তদপেক্ষা নিকটতর হইলে শক্তি-শেল দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিব, যদি আরও কাছে আসে তবে তরবারি দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিব, আর যদি একেবারে আমার দেহসমীপে আসিয়া পড়ে তবে ছোরা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিব।"

"মহারাজ, সেই প্রকারে চারি প্রতিসম্ভিদামণ্ডিত ভিক্ষু নির্ভীকভাবে যেকোনো সভায় উপস্থিত হন। তিনি চিন্তা করেন : "যে কেহ আমাকে অর্থ প্রতিসম্ভিদা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহাকে অর্থের দ্বারা অর্থ বর্ণনা করিব, কারণের দ্বারা কারণে বলিয়া দিব, হেতু দ্বারা হেতু প্রকাশ করিব, যুক্তি দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন করিব, তাহার ভ্রান্তি নিরসন করিব, যাবতীয় সন্দেহ অপনোদন করিব এবং যথার্থ উত্তর দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিব।—যে কেহ আমাকে ধর্ম প্রতিসম্ভিদা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহাকে ধর্ম দ্বারা ধর্ম বর্ণনা করিব, অমৃত দ্বারা অমৃত বলিয়া দিব, অসংস্কৃত দ্বারা অসংস্কৃত বুঝাইয়া দিব, নির্বাণ দ্বারা নির্বাণ প্রদর্শন করিব, শূন্যতা দ্বারা শূন্যতাকে উদ্ভাষিত করিব, অনিমিত্ত দ্বারা অনিমিত্তকে প্রকাশ করিব, অপ্রণিহিত দ্বারা অপ্রণিহিতকে ব্যাখ্যা করিব, তৃষ্ণা মুক্তকে তৃষ্ণামুক্তভাবে বুঝাইয়া দিব, তাহার যাবতীয় সন্দেহ অপনোদন করিব, ভ্রান্ত ধারণা নিরসন

করিব, প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিব।—যে কেহ আমাকে নিরুত্তি প্রতিসম্ভিদা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহাকে নিরুক্তি দ্বারা নিরুক্তি, পদ দ্বারা পদ, অনুপদ দ্বারা অনুপদ, অক্ষর দ্বারা অক্ষর, সন্ধি দ্বারা সন্ধি, ব্যঞ্জন দ্বারা ব্যঞ্জন, অনুব্যঞ্জন দ্বারা অনুব্যঞ্জন, বর্ণ দ্বারা বর্ণ স্বর দ্বারা স্বর, প্রজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রজ্ঞপ্তি এবং ব্যবহার দ্বারা ব্যবহার প্রকাশ কবির। তাহার যাবতীয় সন্দেহ অপনোদন করিব, ভ্রান্তধারণা নিরসন করিব, প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিব।—যে কেহ আমাকে প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহাকে প্রতিভান দ্বারা প্রতিভাণ, উপমা দ্বারা উপমা, লক্ষণ দ্বারা লক্ষণ এবং রসের দ্বারা রস প্রকাশ করিব। প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া তাহার যাবতীয় সন্দেহ অপনোদন করিব, ভ্রান্তধারণা নিরসন করিব, এবং তাহাকে পরিতৃপ্ত করিব।” মহারাজ, ইহাকে ভগবানের প্রতিসম্ভিদা রত্ন বলা হয় :

“প্রতিসম্ভিদা অর্জন করে জ্ঞানে যিনি করেন স্পর্শন,
ভয়-উপদ্রব মুক্ত হয়ে দেব-নরে তিনি সমুজ্জ্বল হন।”

বোধ্যঙ্গ রত্ন

“মহারাজ, ভগবানের বোধ্যঙ্গ রত্ন কী কী? মহারাজ, বোধ্যঙ্গ সাত প্রকার: (১) স্মৃতি সম্বোধি অঙ্গ, (২) ধর্ম-বিচয় সম্বোধি অঙ্গ, (৩) বীর্য সম্বোধি অঙ্গ, (৪) প্রীতি সম্বোধি অঙ্গ, (৫) প্রশান্তি সম্বোধি অঙ্গ, (৬) সমাধি সম্বোধি অঙ্গ ও (৭) উপেক্ষা সম্বোধি অঙ্গ। মহারাজ, এই সাত প্রকার বোধ্যঙ্গ রত্ন দ্বারা সুসজ্জিত ভিক্ষু মোহতমকে পরাজয় করিয়া দেবসহ এই মরলোককে দীপ্তিমান করেন, সমুজ্জ্বল করেন এবং আলোকিত করেন। মহারাজ, ইহাকে ভগবানের বোধ্যঙ্গ রত্ন বলা হয় :

“বোধ্যঙ্গ রত্নের মালা যে করে ধারণ,
দেবনর লোকে তাঁকে করেন পূজন,
কর্মমূল্যে ক্রয় করে সে অমূল্য ধন,
আপন অঙ্গেতে রাখ ওহে ভিক্ষুগণ।”

সর্বদ্রব্যের দোকান

৮. “ভন্তে নাগসেন, ভগবান বুদ্ধের সর্বদ্রব্যের দোকান কী প্রকার?”

“মহারাজ, ভগবানের (১) নবাঙ্গযুক্ত বুদ্ধ বাণী, (২) শরীরের পূতাস্থি

বিশেষ, (৩) ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহ (৪) চৈত্য সমুদয় ও (৫) সংঘ রত্নই বুদ্ধের সাধারণ দোকান। মহারাজ, এই দোকানে জাতিসম্পত্তি, ভোগসম্পত্তি, আয়ুসম্পত্তি, এবং আরোগ্যসম্পত্তি, সৌন্দর্যসম্পত্তি, প্রজ্ঞাসম্পত্তি, মানবীয় সম্পত্তি, দিব্য সম্পত্তি এবং নির্বাণ সম্পত্তি প্রসারিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহারা সেই সম্পত্তি ইচ্ছা করেন তাঁহারা উচিত মূল্য দিয়া প্রার্থিত সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারেন। কেহ কেহ শীল পালন করিয়া উহা ক্রয় করেন, কেহ উপোসথ কর্ম দ্বারা উহা ক্রয় করেন, কেহ স্বল্পমাত্র পুণ্যদ্বারাও উহার অনুরূপ সম্পত্তি ক্রয় করেন। মহারাজ, বণিকের দোকানে যেমন তিল-মুগ-মাষরাশি সামান্যমাত্র তণ্ডুল, মুগ ও মাষ দিয়া অল্প মূল্যে উহার অনুরূপ দ্রব্য গ্রহণ করা যায়। মহারাজ, সেইরূপ ভগবানের সাধারণ দোকানে অল্প পরিমাণ কর্মমূল্যে অনুরূপ দ্রব্য গ্রহণ করা যায়। মহারাজ, ইহাকেই ভগবানের সাধারণ দোকান বলা হয় :

"আরোগ্য সৌন্দর্য আয়ু স্বর্গ উচ্চ কুলিনতা,
অসংস্কৃত অমৃত আছে জিনাপণে প্রসারিত;
অল্প কিংবা বহু কর্ম-মূল্যে করেন গ্রহণ,
শ্রদ্ধামূল্যে ক্রয় করি' সুসমৃদ্ধ হও ভিক্ষুগণ,"

ধর্মনগরের নাগরিক

মহারাজ, ভগবানের ধর্মনগরে এইরূপ জনগণ বাস করেন : সূত্রপিটকে পণ্ডিতেরা, বিনয়পিটকধারীরা, অভিধর্মে অভিজ্ঞগণ, ধর্মোপদেশকগণ, জাতক কাহিনি ভাষকেরা, দীর্ঘনিকায় ভাষীরা, মধ্যমনিকায় ভাষীরা, সংযুক্তনিকায় ভাষকেরা, অঙ্গুত্তরনিকায় ভাষকেরা, ক্ষুদ্রকনিকায় ভাষকগণ, শীলসম্পন্নেরা, সমাধিপরায়ণেরা, প্রজ্ঞাসম্পন্নেরা, বোধ্যঙ্গ-ভাবনায় নিরতগণ, বিদর্শন ভাবনাকারীরা, সৎ উদ্দেশ্যে নিয়ুক্তগণ, সাধনার নিরত অরণ্যে বাসকারীরা, বৃক্ষতলে বাসকারীরা, উন্মুক্ত আকাশতলে বাসকারীরা, পলালপুঞ্জে বসবাসকারীরা, শ্মশানে বাসকারীরা, শয্যাহীন ধ্যানে নিরতগণ, চারি লোকোত্তরমার্গে আরূঢ়গণ, চারি আর্যফলে উপনীতগণ, শৈক্ষ্য বা শিক্ষাব্রতীরা, ফললাভীরা, স্রোতাপন্নগণ, সকৃদাগামীগণ, অর্হৎগণ; ত্রি-বিদ্যালাভীরা, ছয় অভিজ্ঞা লাভীরা, ঋদ্ধিমানেরা, প্রজ্ঞার পারগামীরা, স্মৃতি-উপস্থান, সম্যক প্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ, মার্গ, উত্তম ধ্যান, বিমোক্ষ, রূপ ধ্যান, অরূপ ধ্যান, শান্ত, সুখ, সমাপত্তিতে কুশলগণ। সেই

ধর্মনগর নলবন ও শরবনের ন্যায় অর্হৎদের দ্বারা আকুল, সমাকুল, আকীর্ণ, সমাকীর্ণ ও পরিপূর্ণ ছিল।

এই স্থানে বলা হয় :

“বীতরাগ বীতদ্বেষ বীতমোহ অনাস্রবগণ
বীততৃষ্ণা অনাসক্ত ধর্মনগরবাসী তাঁরা হন।
আরণ্যক ধুতধারী ধ্যানরত রুক্ষ বস্ত্রধারীগণ
নির্জন নিরত ধীর ধর্মনগরবাসী তাঁরা হন।
শয্যাহীন উপবিষ্ট স্থিত আর করে চঙ্ক্রমণ
পাংশুবস্ত্রধারী সবে ধর্মনগরবাসী তাঁরা হন।
ত্রিচীবরধারী শান্ত চর্মখণ্ড[১] চতুর্থ সম্বল,
একাসনে রত বিজ্ঞ ধর্মপুরবাসী সে সকল।
স্বল্পেচ্ছু নিপুণ ধীর মিতাহার অলোলুপগণ,
লাভালাভে পরিতৃপ্ত ধর্মপুরবাসী তাঁরা হন।
ধ্যানী ধ্যানরতধীর শান্ত চিত্ত সমাহিতগণ,
অকিঞ্চন প্রত্যাশীরা ধর্মপুরে অধিবাসী হন।
মার্গে নিরত ফলেস্থিত শৈক্ষ্য ফলে প্রতিষ্ঠিতগণ,
উত্তমার্থ অন্বেষীরা ধর্মপুরে আধিবাসী হন।
স্রোতাপন্ন সুনির্মল সকৃদাগামী যাহারা হন,
অনাগামী অরহন্ত ধর্মপুরে অধিবাসী হন।
স্মৃতি প্রস্থানে কুশল বোধ্যঙ্গ ভাবনারতগণ,
বিদর্শক ধর্মধারী ধর্মপুরে অধিবাসী হন।
ঋদ্ধিপদে সুকুশল সমাধি ভাবনারতগণ,
সদুদ্যগে সুনিবিষ্ট ধর্মপুরে অধিবাসী হন।
অভিজ্ঞা চরম প্রাপ্ত পৈতৃক বিষয়ে রতগণ,
অন্তরীক্ষচারী যারা ধর্মপুরে অধিবাসী হন।
চক্ষুসংযমী মিতভাষী গুপ্তদ্বার সুসংযতগণ,
উত্তম দমনে দান্ত ধর্মপুরে অধিবাসী হন।
ত্রিবিদ্য-ষড়ভিজ্ঞ ঋদ্ধির চরমে গতগণ,
প্রজ্ঞার সীমান্ত প্রাপ্ত ধর্মপুরে অধিবাসী হন।”

---

[১]। ভিক্ষুগণ ধ্যান উপাসনার নিমিত্ত চর্মখণ্ড আসনরূপে ব্যাবহার করেন।

ধর্মসেনাপতি

“মহারাজ, যে সকল ভিক্ষু অপরিমিত জ্ঞানী, সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ত, অতুলনীয় গুণশালী, অতুল যশবান, অতুল বলবান, অতুল তেজবান, ধর্মচক্রের অনুপ্রবর্তনকারী এবং প্রজ্ঞার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন; মহারাজ, এই প্রকার ভিক্ষুরা ভগবানের ধর্মনগরে ‘ধর্মসেনাপতি’ নামে অভিহিত হন।

ধর্মনগরের পুরোহিত

মহারাজ, যে সকল ভিক্ষু ঋদ্ধিমান, যাঁহার প্রতিসম্ভিদা অধিগত হইয়াছে, বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, আকাশচারী, দুরাসাদ দুঃসহ পরের উপর নির্ভরশীল নহেন, সমুদ্র ও পাহাড়সহ সমগ্র মেদিনীকে কাঁপাইতে পারেন, মনের দৃঢ় সংঙ্কল্প ও উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন এবং ঋদ্ধিতে পারঙ্গম হইয়াছেন; এইরূপ ভিক্ষুরা ধর্মনগরের পুরোহিত।

ধর্মনগরের বিচারক

মহারাজ, যে সকল ভিক্ষু ধুতাঙ্গ ব্রত পালন করেন, অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, যাঞ্চা ও অনুসন্ধানে সঙ্কোচিত হন, ভ্রমর যেমন প্রতি ফুলের গন্ধ-রসাহরণ করিয়া বিবিক্ত কাননে প্রবেশ করেন। সেইরূপ প্রতি ঘরে সমভাবে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন; নিজের দেহ ও জীবনের প্রতি উদাসীন (কোনো মমতা রাখেন না), অর্হৎপদপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি ধুতাঙ্গ পালনকে অগ্রে স্থান দেন—সেই ভিক্ষুগণকে ধর্মনগরের বিচারক বলা হয়।

নগর প্রকাশক

মহারাজ, যে ভিক্ষু পরিশুদ্ধ নির্মল, কলুষরহিত, চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে কুশল এবং দিব্যদৃষ্টিতে পূর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের ধর্মনগরের প্রকাশক।

ধর্মনগরের রক্ষক

“মহারাজ, যেই ভিক্ষু বড় বিদ্বান, আগম বিশেযজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধারী, মাতৃকাকে মনে রাখে, শিথিল, ধ্বনিত, দীর্ঘ, হ্রস্ব, গুরু, লঘু, প্রভৃতি

উচ্চারণে কুশল এবং নব অঙ্গযুক্ত বুদ্ধধর্মকে জানেন—তাঁহার ভগবানের ধর্মনগরের রক্ষক।

ধর্মনগরের রূপদক্ষ

"মহারাজ, যেই ভিক্ষু বিনয়-বিশেযজ্ঞ, বিনয়ের গূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন, স্থানাস্থান (নিদান পুদ্গল বস্তু) কুশল, আপত্তি, অনাপত্তি, গুরু-লঘু আপত্তি, কুশল, সচিকিৎস্য অচিকিৎস্য, উত্থানগামী, দেশনাগামী, নিগ্রহ-প্রতিকার, অপসারণ (বা পুনরানয়ন) নিঃসারণ, প্রতিসারণ বিষয়ে সুদক্ষ, এবং বিনয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা জানিয়াছেন—তাঁহারা ভগবানের ধর্মনগরে রূপদক্ষ নামে কথিত হন।

ধর্মনগরের মালাকার

মহারাজ, যে সকল ভিক্ষু বিমুক্তি উত্তম কুসুমমালা পরিহিত হইয়াছেন, বর প্রবর, মহার্ঘ্য শ্রেষ্ঠ, অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বহু লোকের প্রিয় ও আদরণীয় হইয়াছেন,—তাঁহারা ভগবানের ধর্মনগরে পুষ্প-বিক্রেতা বা মালাকার নমে কথিত হন।

ধর্মনগরের ফল বিক্রেতা

মহারাজ, যে সকল ভিক্ষু চারি আর্যসত্যের রহস্য বুঝিয়াছেন, সত্য জ্ঞানের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যাহারা বুদ্ধের ধর্ম সম্পূর্ণ অবগত হইয়াছেন, যাহারা চতুর্বিধ শ্রামণ্যফলে সংশয়মুক্ত হইয়াছেন, সেই ফলসুখ অর্জন করিয়াছেন এবং অপর মার্গ-প্রতিপন্নদের মধ্যে সেই ফল বিতরণ করেন, তাঁহাদিগকে ভগবানের ধর্মনগরে ফল বিক্রেতা বলা হয়।

গন্ধ বিক্রেতা

"মহারাজ, যে ভিক্ষুরা শীল-সংবরের উত্তম গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়াছেন, অনেক প্রকার সদ্গুণ ধারণ করিয়াছেন এবং ক্লেশরূপ মলিন দুর্গন্ধকে বিদূরিত করিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবানের ধর্মনগরে গন্ধের দোকানদার।

ধর্মনগরে নিপুণ পিপাসু

"মহারাজ, যেই ভিক্ষুরা ধর্মকেই কামনা করেন, প্রিয়ভাষী হন, অভিধর্ম

ও বিনয়বিষয়ে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন, অরণ্যে থাকিয়া, বৃক্ষের নিচে বসিয়া, অথবা একান্ত নির্জন কুটিরে অবস্থান করিয়া, কেবল ধর্মেরই মধুর রস পান করেন, কায় বাক্য ও মনের দ্বারা একমাত্র উত্তম ধর্মরসের মধ্যে নিমর্জিত থাকেন, ধর্মেতেই অত্যধিকভাবে স্বীয় প্রতিভাকে নিযুক্ত রাখেন, ইতস্তত ধর্মের অন্বেষনেই সর্বদা নিবিষ্ট থাকেন। যেকোনো স্থানে অল্পেচ্ছুতার প্রশংসা করা হয়, সন্তুষ্টিতার প্রশংসা করা হয়, বিবেক-বৈরাগ্যের কথা আলোচনা হয়, সংসারিক বন্ধন হইতে দূরে থাকার উপদেশ দেওয়া হয়, সমাধি উপদেশ দেওয়া হয়, প্রজ্ঞার উপদেশ দেওয়া হয়, বিমুক্তির উপদেশ দেওয়া হয়, আর বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনের বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়। সেই সেই স্থানে গিয়া সেই সমুদয় কথামৃতের রস আস্বাদন করেন। এইরূপ ভিক্ষুদিগকে ভগবানের ধর্মনগরে 'নিপুণ জ্ঞানপিপাসু' বা দক্ষ গবেষক বলা হয়।

ধর্মনগরের প্রহরী

"মহারাজ, যে ভিক্ষু প্রথম রাত্রি হইতে শেষ রাত্রি পর্যন্ত জাগ্রত ও ধ্যানরত থাকেন, কেবল উপবেশন, দাঁড়ান ও চঙ্ক্রমণ দ্বারা দিবা-রাত্রি অতিবাহিত করেন, ভাবনায় নিরত থাকেন, নিজের ক্লেশ বিদূরণের নিমিত্ত সদা প্রযত্নশীল থাকেন; এইরূপ ভিক্ষুদিগকে ভগবানের ধর্মনগরে 'নগর প্রহরী' বলা হয়।

ধর্মনগরের আইনজীবী

মহারাজ, যে সকল ভিক্ষু ভগবানের নবাঙ্গ-সমন্বিত ধর্মবাণীকে অর্থ অনুরূপ, ব্যঞ্জ্যন অনুরূপ, যুক্তি অনুসারে, কারণ হিসেবে, হেতু হিসেবে এবং উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শিক্ষা দেন, উপদেশ দেন, ব্যাখ্যা করেন, ভাষণ দেন। এইরূপ ভিক্ষুদিগকে ভগবানের ধর্মনগরে 'আইন-ব্যবসায়ী বলা হয়।

ধর্মনগরের শ্রেষ্ঠী

মহারাজ, যে সকল ভিক্ষু ধর্মরূপ রত্ন দ্বারা ধনী, ধর্মশাস্ত্র, ত্রিপিটক ও শ্রুতি-সম্পত্তিতে বৈভবশালী, ধনবান, নির্দিষ্ট স্বর-ব্যঞ্জন-লক্ষণ-জ্ঞান-সম্পন্ন, বিজ্ঞ ও প্রকাশ কারী হন। এইরূপ ভিক্ষুদিগকে ভগবানের ধর্মনগরে ধর্মশ্রেষ্ঠী বলা হয়।

ধর্মনগরের বিখ্যাত আইনজ্ঞ

"মহারাজ, যে সকল ভিক্ষু উদার দেশনা-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, ধ্যান অনুশীলনের নিমিত্ত যে বিষয়গুলি নির্দিষ্ট আছে, উহাদের বিভাগ ও তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছেন; শিক্ষা ও গুণের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন। মহারাজ, এইরূপ ভিক্ষুদিগকে ভগবানের ধর্মনগরে 'বিখ্যাত আইনজ্ঞ' বলা হয়।

মহারাজ, ভগবানের ধর্মনগর এতই সুবিন্যস্ত হইয়াছে, এতই সুনির্মিত হইয়াছে, এইরূপ সুব্যবস্থিত হইয়াছে, এইরূপ উত্তম পরিপূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এইরূপে উহা এত সুরক্ষিত ও সুগোপিত করা হইয়াছে যে, শত্রু কোনো দিক হইতেও আক্রমণ করিতে পারিবে না।

মহারাজ, এই কারণে, এই হেতুতে, এই যুক্তিতে এবং এই অনুমানে জানা উচিত যে, সেই ভগবান অবশ্যই ছিলেন।

সুন্দররূপে বিভাজিত মনোরম নগর দেখিয়া যেমন শিল্পীর মহত্ত্ব অনুমান করিতে পারা যায়, সেইরূপ লোকনাথের উত্তম ধর্মপুর দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, সেই ভগবান নিশ্চয় ছিলেন।

সাগরের তরঙ্গ দেখিয়া লোকে অনুমান করেন যে, এই তরঙ্গ যেইরূপ দেখা যায় তদ্রুপ সমুদ্রও নিশ্চয় বৃহৎ হইবে।

সেইরূপ শোক আপনোদনকারী সর্বত্র অপরাজিত; তৃষ্ণাক্ষয় অনুপ্রাপ্ত, ভবসংসার মুক্তকারী বুদ্ধের উপস্থিতিকে অনুমানে জানা উচিত।

দেবতা ও মানুষের মধ্যে যেমন, ধর্ম তরঙ্গ দেখিয়া ধর্ম তরঙ্গ প্রসারক অগ্র বুদ্ধ থাকিয়া থাকিবেন ইহা অনুমানে জানা উচিত।

অতি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ দেখিয়া যেমন অনুমানে জানা যায় যে, এই অতি উচ্চ পর্বত নিশ্চয় হিমাচল হইবে। সেইরূপ রাগাগ্নি শীতল ও উপাধিরহিত ধর্মগিরি দর্শন করিয়া ভগবানের অত্যুন্নত সুপ্রতিষ্ঠিত অচল ধর্মপর্বত দেখিয়া অনুমানে জানা উচিত যে, তিনি শ্রেষ্ঠ মহাবীর বুদ্ধ নিশ্চয় হইবেন।

মানুষ গজরাজের পদ দেখিয়া যেমন অনুমানে জানিতে পারেন যে এই হস্তী অতি বৃহৎ হইবে, সেইরূপ বুদ্ধনাগের পদ দর্শন করিয়া বুদ্ধিমানেরা অনুমানে জানিতে পারেন যে, তিনি কত উদার হইবেন।

জঙ্গলে ভয়বিহ্বল ছোটখাট পশুদিগকে দেখিয়া অনুমানে জানা যায়, পশুরাজ সিংহের গর্জনের দরুন জঙ্গলের ছোটখাট পশুগণ সন্ত্রস্ত হইয়াছে। সেইরূপ ভীত ও অপ্রতিভ ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে দেখিয়া ধারণা হয় যে,

ধর্মরাজ বুদ্ধ গর্জন করিয়াছেন।

যেমন সিক্ত ভূমি, সবুজপত্র ও মহাপ্লাবন দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, মহামেঘ প্রবর্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ এই সংসারের জনগণকে আমোদ-প্রমোদ করিতে দেখিয়া অনুমানে জানা উচিত যে, (বুদ্ধের) ধর্ম বর্ষণের দ্বারা তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন। যেমন জলসংলগ্ন অধিক পঙ্ক ও কর্দমাক্ত ভূমি দেখিয়া ধারণা করা যায় যে, অবশ্যই এই স্থানে বৃহৎ জলধারা প্রবাহিত হইয়াছে। সেইরূপ পাপরজ ও পাপপঙ্ক বিরহিত জনগণকে দেখিয়া বুঝা যায়, ধর্ম-নদীসমূহ প্রবাহিত হইয়া ধর্ম সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

দেবতাসহ এই ধরণীকে ধর্মামৃত পানে নিরত দেখিয়া অনুমানে জানা উচিত যে, ধর্মের মহাপ্লাবন হইয়া গিয়াছে।

যেমন উত্তম গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অনুমান করা যায় যে, বৃক্ষরাজি নিশ্চয় পুষ্পিত হইয়া থাকিবে। সেইরূপ এই শীলের গন্ধ দেবতাসহ মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে অনুমানে জানা উচিত যে, নিশ্চয় অনুত্তর বুদ্ধ হইয়া থাকিবেন।

মহারাজ, এই প্রকারে শত ও সহস্র কারণ, হেতু, যুক্তি, উপমা দ্বারা বুদ্ধবল প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

মহারাজ, কোনো দক্ষ মালাকার আচার্যের উপদেশ অনুসারে এবং নিজের পুরুষকার দ্বারা নানা জাতীয় পুষ্পরাশি হইতে বিচিত্র মালা প্রস্তুত করিতে পারেন। মহারাজ, সেইরূপ ভগবান বিচিত্র পুষ্প রাশির ন্যায় অনন্ত গুণসম্পন্ন, অপরিমেয় গুণসম্পন্ন। আমরা সম্প্রতি জিনশাসনে মালাকারের ন্যায় ফুলের মালা গাঁথিতেছি। পূর্বাচার্যগণের কথা অনুসারে এবং আমরা নিজের বুদ্ধিবলে অসংখ্য কারণে ও অনুমানে বুদ্ধবল প্রকাশ করিব। এই বিষয় শ্রবণের জন্য আপনি ইচ্ছা জাগ্রত করুন।

ভন্তে নাগসেন, অন্যের পক্ষে এই প্রকার কারণ ও অনুমান সব বুদ্ধবল প্রদর্শন করা সত্যই দুষ্কর হইবে। ভন্তে, আপনার পরম বিচিত্র প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আমি একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছি।

অনুমান প্রশ্ন সমাপ্ত

ধুতাঙ্গ কথা প্রশ্ন

ধুতাঙ্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন

১. (১) রাজা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ধুতাঙ্গ ব্রত পালনকারী ভিক্ষুদিগকে দেখিয়াছেন। পুনরায় যাহারা অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন সেই গৃহীদিগকেও দেখিয়াছেন।

(২) উভয়কে অবলোকন করিয়া রাজার মনে মহা সংশয় উৎপন্ন হইল। গৃহীধর্মে থাকিয়া যদি ধর্মজ্ঞান লাভ হয় তবে ধুতাঙ্গ ব্রত নিষ্ফল।

(৩) আমি এখন পরের মত খণ্ডনকারী, ত্রিপিটকে নিপুণ বাগ্মীশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমার সংশয় নিরসন করিবেন।

২. তখন রাজা মিলিন্দ যেস্থানে আয়ুষ্মান নাগসেন আছেন সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান নাগসেনকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে বলিলেন, ভন্তে নাগসেন, এমন কোনো গৃহী আছেন কি যিনি গৃহে থাকিয়া সমস্ত কাম ভোগ করেন, স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে একত্রে বাস করেন। দেহে কাশীর চন্দন লেপন করেন, মালা, গন্ধ ও বিলেপন ধারণ করেন, টাকাপয়সা আদান-প্রদান করেন, মণি-মুক্তা-কাঞ্চনের বিচিত্র আভরণে শির অলংকৃত করিয়াও পরম শান্তপদ নির্বাণ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন?

মহারাজ, একশত নহে, দুইশত নহে, তিন-চার পঞ্চশত নহে, সহস্র নহে, শতসহস্র নহে, কোটিশত নহে, কোটি সহস্র নহে, কোটি শত-সহস্র নহে, এইরূপ অসংখ্য গৃহস্থ ছিলেন যাহারা নির্বাণ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। মহারাজ, দশ, বিশ, কিংবা সহস্রের ধর্ম সাক্ষাৎকারের বিষয় ছাড়িয়া দিন—কোন পর্যায়ে আমি আপনাকে বুঝাইতে পারি?

হ্যাঁ ভন্তে, আপনিই এই বিষয় বলুন।

মহারাজ, তাহা হইলে আমি আপনাকে শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি, শতকোটি, সহস্র কোটি কিংবা লক্ষকোটির ধর্ম সাক্ষাৎকারের বিষয় বলিব। নবাঙ্গসম্পন্ন বুদ্ধবচনে পরিমার্জিত সদাচার, সত্যমার্গের পরিক্রমা এবং ধুতাঙ্গের গুণ ধারণ সম্পর্কিত কথা আছে। এই ক্ষেত্রে সমস্তই প্রবেশ

করিবে।

মহারাজ, যেমন নিচে-উপরে অবস্থান, বিষম স্থান, স্থূল ও জল সর্বত্র ভূমি ভাগে প্রবলভাবে বর্ষিত জল প্রবাহিত হইয়া সেই সমস্তই তথা হইতে নির্গলিত হইয়া অবশেষে মহাসাগরে প্রবেশ করে, মহারাজ, সেইরূপ নবাঙ্গ-সম্পন্ন বুদ্ধবচনে যে কিছু পরিমার্জিত সদাচার, সৎপথে পরিচালনা, ধুতাঙ্গ ব্রতের উত্তম গুণধরের কথা আছে, দক্ষ সম্পাদক থাকিলে সেই সমস্তই—এখানে আসিয়া সম্মিলিত হইবে।

মহারাজ, এখানে আমার বুদ্ধির দক্ষতার দরুন কারণ প্রকাশ সম্মিলিত হইবে। তদ্বারাই ইহার উদ্দেশ্য সুবর্ণিত, বিচিত্র, পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ও সুআহরিত হইবে।

মহারাজ, যেমন অভিজ্ঞ শিল্পাচার্য অনুশাসিত শিল্প সম্মিলিত করিবার সময় নিজের বুদ্ধির দক্ষতার দরুন কারণ প্রকাশের দ্বারা শিল্পকে পরিপূর্ণ করেন—এইরূপে সেই শিল্প সমর্থ, পরিপূর্ণ ও অন্যূন হইবে, সেই প্রকারে আমার বুদ্ধি নৈপুণ্যের দরুন কারণ প্রকাশন সমাহৃত হইবে। তদ্বারাই ইহার উদ্দেশ্য সুবিভক্ত, বিচিত্র, পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ সমাহৃত হইবে।

৩. মহারাজ, শ্রাবস্তি নগরে পাঁচ কোটি পরিমাণ আর্যশ্রাবক ভগবানের উপাসক ও উপাসিকা বাস করিতেন। উহাদের মধ্যে তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই গৃহস্থ ছিলেন—প্রব্রজিত ছিলেন না। পুনরায় তথাকার কণ্ডাম্র বৃক্ষ তলে যুগল প্রাতিহার্য (ঋদ্ধি) প্রদর্শনে বিংশতি কোটি (দেবতা ও মনুষ্য) প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। পুনরায় ক্ষুদ্র রাহুলোবাদ সূত্র, মহামঙ্গল সূত্র, সমচিত্তপর্যায়, পরাভব সূত্র, পুরাভেদ সূত্র, কলহ-বিবাদ সূত্র, ক্ষুদ্রব্যূহ সূত্র, মহাব্যূহ সুত্র, তুবটক সূত্র ও সারিপুত্র সূত্র, দেশনার সময় অসংখ্য দেবতাদের ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল।

রাজগৃহ নগরে ভগবানের তিন লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র উপাসক ও উপাসিকা আর্য-শ্রাবক ছিলেন। পুনরায় তথায় ধনপাল নামক হস্তী দমনের পর নব্বই কোটি দেবতা, পাষাণ চৈত্যোপারায়ণ সমাগমে চৌদ্দ কোটি দেবতা ধর্মের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। পুনরায় ইন্দ্রশাল গুহায় আশি কোটি দেবতা, পুনরায় বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে সর্বপ্রথম ধর্মদেশনায় আঠার কোটি ব্রহ্মা এবং অপরিমাণ দেবতা ধর্মের জ্ঞান লাভ করেন। পুনরায় তাবতিংস ভবনে পাণ্ডুকম্বল শিলার উপর অভিধর্ম দেশনার সময় আশি কোটি দেবতা এবং দেবভবন হইতে অবতরণের সময় সাংকাশ্য নগরদ্বারে লোকবিবরণ

প্রাতিহার্যে (ঋদ্ধি) প্রসন্ন হইয়া ত্রিশ কোটি মানুষ ও দেবতার ধর্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছিল।

পুনরায় শাক্যদের কপিলবাস্তুর নিগ্রোধ আরামে বুদ্ধবংশ দেশনা ও মহাসময় সূত্র দেশনার পর অগণিত দেবতাদের ধর্মের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। পুনশ্চ সুমন নামক মালাকারের সঙ্গে সম্মিলিত হইলে, গরহদিন্নের সঙ্গে সম্মিলিত হইলে, আনন্দ শ্রেষ্ঠীর সহিত সম্মিলনে, জম্বুকাজীবকের সহিত সম্মিলনে, মণ্ডুক দেবপুত্রের সঙ্গে সম্মিলনে, সুলসা নামক নগরশোভিনীর সম্মিলনে, সিরিমা নামক গণিকার সম্মিলনে, তন্তুবায় কন্যার সহিত সম্মিলনে, ছোট সুভদ্রার সহিত সম্মিলনে, সাকেত ব্রাহ্মণের দাহক্রিয়া দর্শনে আগত লোকদের সম্মিলনে, সুনাপরান্তকের সহিত সম্মিলনে, শক্রের প্রশ্ন সম্মিলনে, তিরোকুড্ড সূত্র দেশনার সম্মিলনে এবং রত্নসূত্র দেশনার সম্মিলনে—প্রতিটি ক্ষেত্রে চুরাশি সহস্র প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

মহারাজ, ভগবান জগতে যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল ত্রিবিধ মণ্ডলে আর ষোলো প্রকার মহা জনপদের মধ্যে যেই যেই স্থানে ভগবান অবস্থান করিয়াছেন সেই সেই স্থানে অন্ততপক্ষে দুই, তিন, চারি, পাঁচ, শত, সহস্র, লক্ষ সংখ্যক দেবতা এবং মনুষ্যগণ পরমার্থ শান্ত নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

মহারাজ, ইহারা এবং অন্য অনেক কোটি দেবতারা গৃহস্থ, সাংসারিক বিষয় ভোগ করার সময় পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

৪. ভন্তে নাগসেন, যদি সাংসারিক কামভোগী গৃহীরা শান্ত পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন তবে এই সকল ধুতাঙ্গ ব্রত কি প্রয়োজন সাধন করে? সেই কারণে ধুতাঙ্গ ব্রতগুলি কার্যকর বা ফলদায়ক হয় না।

ভন্তে নাগসেন, যদি ওষুধ ও মন্ত্র ব্যতীত রোগের উপশম হয় তবে বমণ-বিরেচন আদি দ্বারা শরীর দুর্বল করার কী প্রয়োজন? যদি কিল-ঘুষি দ্বারা শত্রুকে পারজিত করা যায় তবে অসি, শেল, শর, ধনু, কোদাল, লাঠি, গদার কী প্রয়োজন? যদি গ্রন্থি, কুটিল, গর্ত, কাটা, লতা ও শাখা অবলম্বন করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করা সম্ভব হয় তবে দীর্ঘদণ্ড ও নিঃশ্রেণি সোপান অন্বেষণের প্রয়োজন কি? যদি মাটির শয্যায় ধাতুসমতা হয় তবে সুখস্পর্শ মূল্যবান কোমল শয্যা অন্বেষণের কী প্রয়োজন? যদি আশঙ্কা ও ভয়জনক ভীষণ-কান্তার একাকী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় তবে অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত বৃহৎ বৃহৎ সার্থ অন্বেষণে কী প্রয়োজন? যদি নদী কিংবা সরোবর বাহুবলে পার হইতে

সমর্থ হয় তবে ঘাটের নৌকা কিংবা সেতু অন্বেষণে কী প্রয়োজন? যদি নিজের ধনের দ্বারা নিরাপদে আপন ভরণ-পোষণ নির্বাহ করা সম্ভব হয় তবে পরের সেবায় স্তুতি ও স্তাবকতায় অগ্র-পশ্চাৎ ধাবনের কী প্রয়োজন? যদি প্রাকৃতিক উৎস হইতে জল লাভ সম্ভব হয় তবে কুপ, জলাশয় ও পুষ্করিণী খননের কী প্রয়োজন?—ভন্তে নাগসেন। এই প্রকারে যদি গৃহী সাংসারিক বিষয় ভোগীরা পরম শান্তিময় নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন তবে বড় বড় ধুতাঙ্গ ব্রত পালনের প্রয়োজন কী?

৫. মহারাজ, ধুতাঙ্গের প্রকৃতপক্ষে অষ্ট বিংশতি গুণ আছে, যে সকল গুণের দ্বারা ধুতাঙ্গ ব্রতসমূহ সকল বুদ্ধের প্রশংসিত ও প্রত্যাশিত হয়।

সেই অষ্ট বিংশতি গুণ কী কী?

মহারাজ, (১) ধুতাঙ্গ পালনকারীর জীবিকা পরিশুদ্ধ হয়। (২) ফল সুখপ্রদ হয়, (৩) জীবন নির্দোষ হয়, (৪) পরকে কোনো কষ্ট দেয় না, (৫) তিনি নির্ভয় থাকেন, (৬) কাহাকেও পীড়ন করেন না, (৭) একান্তভাবে বর্ধিত হয়, (৮) তাহার পরিহানি হয় না, (৯) অমায়িক হন, (১০) ধুতাঙ্গ উহার পালনকারীকে রক্ষা করে, (১১) ধুতাঙ্গ পালনকারী যাহা ইচ্ছা করেন তাহা লাভ করেন, (১২) ধুতাঙ্গব্রতী সকল প্রাণিকে দমন করেন, (১৩) ধুতাঙ্গ সংযমের সহায়ক, (১৪) ধুতাঙ্গ ভিক্ষু জীবনের অনুকূল, (১৫) ধুতাঙ্গব্রতী কাহারও উপর আশ্রিত থাকেন না, (১৬) ধুতাঙ্গব্রতী মুক্ত স্বচ্ছন্দ মনে থাকেন, (১৭) ধুতাঙ্গ সাংসারিক রাগ ক্ষয় করে, (১৮) দ্বেষ বা হিংসা ক্ষয় করে, (১৯) মোহ ক্ষয় করে, (২০) ধুতাঙ্গ পালনকারীর অভিমান থাকে না, (২১) কুচিন্তা সমুচ্ছেদ হয়, (২২) সংশয় বিদূরিত হয়, (২৩) অকর্মণ্যতা ধ্বংস হয়, (২৪) অসন্তোষ পরিত্যক্ত হয়, (২৫) সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়, (২৬) ইহার পুণ্য অতুলনীয় হয়, (২৭) ইহার পুণ্য অনন্ত হয়, এবং (২৮) ধুতাঙ্গ সর্ববিধ দুঃখকে ক্ষয় করিয়া নির্বাণে উপনীত করে। মহারাজ, ধুতাঙ্গের এই অষ্টবিংশতি যথার্থ গুণ আছে, যে সকল গুণের জন্য ধুতাঙ্গসমূহ সকল বুদ্ধের দ্বারা প্রশংসিত ও প্রত্যাশিত হয়।

মহারাজ, যাহারা ধুতাঙ্গ ব্রতগুলি সম্যকরূপে পালন করেন, তাঁহারা অষ্টাদশ গুণ কী কী?

মহারাজ, (১) তাহাদের আচার উত্তম ও পরিশুদ্ধ হয়, (২) আচরণ পরিপূর্ণ হয়, (৩) তাহাদের কায়িক ও বাচনিক ব্যবহার সুরক্ষিত থাকে, (৪) মানসিক ব্যবহার বিশুদ্ধ হয়, (৫) তাহাদের উৎসাহ বিরাজমান থাকে, (৬) তাহাদের ভয় উপশম হয়, (৭) উহাদের আত্ম-দৃষ্টি বিদূরিত হয়, (৮)

উহাদের প্রতিহংসা নিবৃত্ত হয়, (৯) উহাদের মধ্যে মৈত্রীভাব সর্বদা উপস্থিত থাকে, (১০) উহারা আহার সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, (১১) সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সম্মানিত হন, (১২) ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন, (১৩) তাঁহারা সতর্কতায় নিবিষ্ট থাকেন, (১৪) তিনি গৃহত্যাগী হন, (১৫) যে স্থান স্বচ্ছন্দ সেখানে বাস করেন, (১৬) তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, (১৭) তিনি বিবেকপ্রিয় হন, এবং (১৮) সর্বদা অপ্রমত্ত বা সাবধান থাকেন। মহারাজ, যাহারা ধুতাঙ্গ ব্রতগুলি যথার্থরূপে পালন করেন, তাঁহারা এই অষ্টাদশ গুণে সমন্বিত হন।

৬. মহারাজ, দশ প্রকারের লোক ধুতাঙ্গ পালনের যোগ্য পাত্র।

সেই দশ প্রকার কী কী?

(১) যিনি শ্রদ্ধাবান, (২) পাপকর্মে লজ্জাশীল, (৩) ধৈর্যবান, (৪) অবঞ্চক, (৫) আত্মসংযমী, (৬) নির্লোভ, (৭) শিক্ষাকামী, (৮) দৃঢ় সংকল্পবান, (৯) কলহপরায়ণ নহেন এবং (১০) মৈত্রী-ভাবনায় রত থাকেন। মহারাজ, এই দশ প্রকার লোক ধুতাঙ্গ পালনের যোগ্য পাত্র হন।

৭. মহারাজ, যে সকল বিষয়ভোগী সংসারী গৃহস্থ শান্ত পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন তাঁহারা সকলে অবশ্যই পূর্ব পূর্বজন্মে তেরো প্রকার ধুতাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্বজন্মে আচরণ ও প্রতিপত্তি পরিশুদ্ধ করিয়া আজ ইহ জীবনে গৃহস্থ অবস্থায় থাকিয়াও শান্ত, পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতেছেন।

৮. মহারাজ, কোনো কুশল ধনুর্ধর প্রথমে নিজের শিষ্যদিগকে অনুশীলন ক্ষেত্রে, ময়দানে নিয়া শিক্ষা দেয়—কত প্রকারের ধনু হয়, তাহার প্রভেদ, কী প্রকারে ধনুতে শরারোপণ করা হয়, কী প্রকারে ধনু ধরিতে হয়, কীভাবে মুষ্টি বাঁধিতে হয়, কী প্রকারে অঙ্গুলি নামাইতে হয়, কী প্রকারে পাদ স্থাপন করিতে হয়, তির কীভাবে সংযোজন করিয়া কীভাবে টানিতে হয়, কী প্রকারে শর সন্ধান করিতে হয়, উহাকে কীভাবে থামাইতে হয়, আর কীভাবে লক্ষ্যভেদ করিতে হয়। প্রথমে তৃণনির্মিত মনুষ্যরূপ বা পুতুল, ঘাস-পাতা বা মৃত্তিকা পুঞ্জ কিংবা কাষ্ঠফলকে লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দেওয়া হয়, যখন সেই শিষ্য শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রস্তুত হয়, তখন রাজার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া সে পুরস্কারস্বরূপ শ্রেষ্ঠ রথ, হাতি, ঘোড়া, ধন, ধান্য, সোনা, হীরা, দাসদাসী, ভার্যা ও উত্তম গ্রাম লাভ করে। মহারাজ, এই প্রকারে যে সকল বিষয়ভোগী সংসারী গৃহস্থকে পরম শান্ত নির্বাণ পদ লাভ করিতে দেখা যায় তাঁহারা অবশ্যই পূর্ব পূর্বজন্মে তেরো প্রকার ধুতাঙ্গ গুণের উপাসনা করিয়াছেন, ভিত্তি রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সেই জন্মেই নিজেদের

আচার ও প্রতিপত্তি পরিশুদ্ধ করিয়াছেন যাহার ফলে ইহজীবনে গৃহী অবস্থাতে থাকিয়াই পরম শান্ত নির্বাণ সাক্ষাৎকার করেন।

মহারাজ, ধুতাঙ্গ গুণের পূর্ব উপাসনা ব্যতীত এক জন্মেতেই অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎকার করা সম্ভব নহে। কিন্তু তাহাও উত্তম বীর্য দ্বারা উত্তম প্রতিপত্তি দ্বারা এবং তদ্রুপ গুরুর সাহচর্যে কল্যাণমিত্রের সহায়তায় অর্হত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

৯. মহারাজ, কোনো শৈল্য চিকিৎসক গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহাকে ধনের দ্বারা কিংবা নিজে সেবা পরিচর্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন—অস্ত্র কীভাবে ধরিতে হয়, কী প্রকারে ছেদন করিতে হয়, কীভাবে চিহ্নিত করিতে হয়, কীভাবে অস্ত্র প্রবেশ করাইতে হয়, কীভাবে উহা বাহির করিতে হয়, কীভাবে ব্রণ ধৌত করিতে হয়, পূঁজ হইলে কীভাবে উহা শোষণ করিতে হয়, ঘা কীভাবে ধুইতে হয়, কীভাবে উহা শুকাইতে হয়, উহাতে কীভাবে ওষুধ লাগাইতে হয়, রোগীকে কীভাবে বমন করাইতে হয়, কীভাবে বিরেচন করাইতে হয়, কী রসায়ন বা পুষ্টিকর ওষুধ-পথ্য খাইতে দিতে হয়। উহার শিক্ষানবীশ হিসেবে যাবতীয় শিক্ষাণীয় বিষয় শিক্ষা করিয়া সেই বিষয়ে কৃতাবিদ্য ও সিদ্ধহস্ত হইবার পর সে স্বতন্ত্ররূপে কোনো রোগীর চিকিৎসার নিমিত্ত উপস্থিত হয়।—মহারাজ, সেই প্রকারে যাহারা বিষয় ভোগী, সংসারী গৃহস্থ পরমার্থ শান্ত নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে দেখা যায় তাঁহারা অবশ্যই পূর্বজন্মে তেরো প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রত পালন করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা নিজেদের পূর্বজন্মেতেই আচার ও প্রতিপত্তিকে পরিশুদ্ধ করিয়া বর্তমান জীবনে গৃহস্থ থাকা অবস্থাতেই পরমার্থ শান্ত নির্বাণপদ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।

মহারাজ, ধুতাঙ্গ গুণরাজি দ্বারা যাহারা বিশুদ্ধ হন নাই তাঁহাদের ধর্মজ্ঞান সম্ভব লাভ হয় না।

মহারাজ, যেমন জলসেচন ব্যতীত বীজ অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না, সেইরূপ ধুতাঙ্গ গুণরাজি দ্বারা যাহাদের আত্মশুদ্ধি হয় নাই তাহাদের ধর্মজ্ঞান সম্ভব নহে।

মহারাজ, যেমন কুশল ও কল্যাণ কর্ম ব্যতীত কাহারও সুগতি গমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ ধুতাঙ্গ গুণের দ্বারা যাহাদের আত্মশুদ্ধি হয় নাই তাহদের পক্ষে ধর্মের দর্শন হইতে পারে না।

১০. মহারাজ, মুক্তিকামীদের পক্ষে ধুতাঙ্গ পৃথিবীর ন্যায় আধার। ধুতাঙ্গ মুক্তিকামীদের পক্ষে সর্ববিধ ক্লেশ মল ধৌত করার জন্য জলের সমান।

সর্ববিধ ক্লেশবন দগ্ধ করিবার জন্য ধুতাঙ্গ অগ্নির সমান; সর্ববিধ ক্লেশমল-ধুলা উড়াইয়া দিবার জন্য ধুতাঙ্গ বায়ুর সমান; সর্ববিধ ক্লেশ-বিষ নাশের নিমিত্ত ধুতাঙ্গ অমৃতের সমান; ভিক্ষুদের উপযুক্ত সর্ববিধ গুণরূপ ফসল উৎপাদনের জন্য ধুতাঙ্গ ক্ষেত্রের সমান; ইষ্ট ও প্রার্থিত সকল ফল দানের জন্য ধুতাঙ্গ চিত্তাকর্ষক মণি সদৃশ, ভবসাগরের পরপার গমনের জন্য ধুতাঙ্গ নৌকার সমান; জরা মৃত্যুর ভয়ে ভীত জনগণের বাঁচার নিমিত্ত ধুতাঙ্গ ভরসাস্থল সদৃশ, ধুতাঙ্গ ক্লেশ-দুঃখ প্রপীড়িত জনগণকে রক্ষাকারিণী মাতার সমান, ধুতাঙ্গ পুণ্য-বৃদ্ধিকামীদের জন্য ভিক্ষুর অনুকূল সকল প্রকার গুণ উৎপাদনকারী পিতার সমান, ধুতাঙ্গ ভিক্ষুদের উপযুক্ত গুণাবলী অনুসন্ধানকারী মিত্রের সমান, ক্লেশমলসমূহ দ্বারা অনুলিপ্ত না হওয়ায় পদ্মের সমান; ক্লেশের দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য ধুতাঙ্গ চারি (চন্দন, গোপাল, টগর ও চাঁপা) প্রকার সুগন্ধের সমান; আট প্রকার (লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ) লোক ধর্মের দ্বারা অকম্পিত গিরিরাজের সমান; সর্বত্র স্বচ্ছন্দ গমনযোগ্য নির্মল ও অতি বিস্তৃতের দরুন ধুতাঙ্গ আকাশের সমান; ক্লেশ, মল ভাসাইয়া লইবার নিমিত্ত স্রোতস্বিনীর সমান, ক্লেশরূপ গভীর অরণ্য ও জন্মান্তর রূপ মরুভূমি হইতে নিস্তারকারী মার্গ প্রদর্শকের সমান; সর্ববিধ ভয় হীন অভয় উত্তম নির্বাণনগর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ধুতাঙ্গ শ্রেষ্ঠ সার্থবাহ সদৃশ; সংস্কারসমূহের প্রকৃত স্বভাব দর্শনের নিমিত্ত ধুতাঙ্গ সুমার্জিত নির্মল দর্পণের ন্যায়। ক্লেশরূপী লাঠি, শর ও শেলের আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত ঢাল সদৃশ; ধুতাঙ্গ ক্লেশবর্ষণ ও ত্রিবিধ (রাগ, দ্বেষ, মোহ) অগ্নি সন্তাপ হইতে রক্ষাকারী ছত্রের সমান; বাঞ্ছিত ও প্রার্থিত রূপে চন্দ্রের সমান; ধুতাঙ্গ মোহ রূপ ঘনান্ধকার বিনাশকারী সূর্যের সমান। অনেক প্রকার শ্রামণ্য গুণ-রত্নের আকর হেতু অপরিমিত, অসংখ্য, অপ্রমাণ অর্থেও ধুতাঙ্গ সাগরের সহিত তুলনীয়।

১১. মহারাজ, এই প্রকারে বিশুদ্ধি (নির্বাণ) কামীদের জন্য ধুতাঙ্গ ব্রত অতিশয় উপকারী হয়, সর্ববিধ কষ্ট ও সন্তাপ দূর করে; অসন্তোষ ও ভয় দূর করে, ভব (সংসারে উৎপন্ন হওয়া) নষ্ট করে; মনের অর্গল খুলিয়া দেয়, সমস্ত মলিনতা দূর করে; শোক বিনাশ করে, দুঃখ দূর করে, রাগ ক্ষয় করে, দ্বেষ ক্ষয় করে; মোহ ক্ষয় করে, অভিমান দূর করে, আত্মদৃষ্টির ভ্রম দূর করে এবং সর্বপ্রকার পাপকে বিনাশ করে। ধুতাঙ্গ যশ বৃদ্ধি করে, হিত আহরণ করে, সুখ দেয়, আরাম দান করে, প্রীতি উৎপাদন করে, যোগক্ষেম বা কুশল-মঙ্গল আহরণ করে, নির্দোষ, ইষ্ট-সুখফলপ্রদ সদ্‌গুণরাজির পুঞ্জ এবং

অপরিমিত, অসংখ্য অপ্রমেয়, অগাধ শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ আহরণ করে।

১২. মহারাজ, যেমন মানুষ শরীর ধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে, পুষ্টির জন্য ওষুধ সেবন করে, উপকার পাইবার আশায় মিত্রের সাহচর্য কামনা করে, পার হইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করে, সুগন্ধির জন্য গন্ধ-মালা ব্যবহার করে, ভয় মুক্তির জন্য নির্ভয় স্থানে গমন করে, আধারের নিমিত্ত পৃথিবীতে দাঁড়ায়, শিল্প শিক্ষার জন্য আচার্যের সেবা-শুশ্রূষা করে, যশ লাভের জন্য রাজাদের পরিচর্যা করে, কামনার বস্তু পাইবার জন্য মণিরত্নের কাছে যায়। সেইরূপই আর্যরা সর্বপ্রকার গুণের দ্বারা শ্রমণ জীবনকে সার্থক করিবার জন্য ধুতাঙ্গ পালন করেন।

১৩. মহারাজ, যেমন জল বীজ অঙ্কুরিত হইবার জন্য, অগ্নি জ্বালানোর জন্য, আহার শরীরে শক্তি আহরণের জন্য, লতা বন্ধনের জন্য, অস্ত্র ছেদনের জন্য, পানীয় পিপাসা নিবৃত্তির জন্য, নিধি আশ্বস্ত করিবার জন্য, নৌকা পরপারে যাইবার জন্য, ভৈষজ্য ব্যাধি উপশমের জন্য, যান সুখে গমনের জন্য, নির্ভয় স্থান ভয় নিবারণের জন্য, রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য, ঢাল, দণ্ড, লগুড়, শর, শেল প্রভৃতির আঘাত রোধ করিবার জন্য, গুরু অনুশাসনের জন্য, মাতা পোষণের জন্য, দর্পণ অবলোকনের জন্য, অলঙ্কার শোভাবৃদ্ধির জন্য, বস্ত্র দেহ আচ্ছাদনের জন্য, সিঁড়ি উপরে উঠিবার জন্য, তুলাদণ্ড অসাম্য দূর করিবার (মাপিবার) জন্য, মন্ত্র জপ করিবার জন্য, আয়ুধ পরের তর্জন নিবারণের জন্য, প্রদীপ অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য, বায়ু দাহ নিবারণের জন্য, শিল্প জীবিকা উদ্‌ভাবনের জন্য, ওষুধ জীবন রক্ষার জন্য, আকর (খনি) রত্ন উৎপাদনের জন্য, রত্ন অলংকারের জন্য, আদেশ প্রতিপালনের জন্য এবং ঐশ্বর্য পরকে বশে আনার জন্য।—সেইরূপ মহারাজ, ধুতাঙ্গব্রত শ্রামণ্য বীজ বৃদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য, ক্লেশ মল দগ্ধ করিবার জন্য, ঋদ্ধি বল আহরণের জন্য, স্মৃতি-সংযম রক্ষার জন্য এবং বিমতি-সংশয় সমুচ্ছেদের জন্য, তৃষ্ণা পিপাসা নিবারণের জন্য, ধর্মজ্ঞান সাক্ষাৎকারের জন্য, চারি প্রকার স্রোত উত্তরণের জন্য, ক্লেশরূপ ব্যাধি উপশমের জন্য নির্বাণসুখ লাভের জন্য, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, রোদন, দুঃখ, দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও ভয় নিবারণের জন্য, শ্রামণ্য গুণসমূহ রক্ষার নিমিত্ত, অসন্তোষ ও কুচিন্তা রোধ করিবার জন্য, শ্রমণ জীবনের সকল বিষয় শিক্ষার জন্য, সর্ববিধ, শ্রমণ-গুণ প্রতিপালনের জন্য, শমথ, বিদর্শন, মার্গ ফল ও নির্বাণ দর্শনের জন্য, সকল সংসারে স্তুত, প্রশংসিত ও উত্তমরূপে শোভিত হইবার জন্য, সমস্ত নরকের দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য,

শ্রামণ্যফলরূপ পর্বত শিখরে আরোহণের জন্য, বক্র-কুটিল বিষম চিত্তকে নিক্ষেপ করিবার জন্য, সেবনীয় ও অসেবনীয় বিষয় উত্তমরূপে অধ্যয়ন করার জন্য, ক্লেশরূপী শত্রুকে দূর করার জন্য, অবিদ্যার অন্ধকার অপসারণের জন্য, ত্রিবিধ (রাগ-দ্বেষ-মোহ) অগ্নির সন্তাপ নির্বাপণের জন্য, অতিশয় স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম, শান্ত সমাপত্তি উৎপাদনের জন্য, সর্ববিধ শ্রামণ্য গুণ রক্ষার জন্য, শ্রেষ্ঠ বোধ্যঙ্গ রত্ন উৎপাদনের নিমিত্ত, যোগীজনের অলংকারের জন্য, নির্দোষ, নিপুণ সূক্ষ্ম শান্তি সুখ অতিক্রম না করার জন্য, সর্ববিধ শ্রামণ্য ও আর্য ধর্মসমূহ বশীভূত করিবার জন্য।—মহারাজ, এই প্রকারে এক এক ধুতাঙ্গ এই সকল গুণরাজির অধিগমের সাহায্য করে। মহারাজ, এই প্রকারে ধুতাঙ্গের গুণ অতুল্য, অনন্ত, অসম, অপ্রতিরূপ, অপ্রতিভাগ অত্যুত্তম শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, অধিক, আয়ত, বিপুল, নির্মল বিস্তৃত, গুরু, ভারী ও মহৎ হয়।

১৪. মহারাজ, যেকোনো ব্যক্তি পাপেচ্ছু, আপন ইচ্ছার বশবর্তী প্রতারণাকারী, লোভী, পেটুক, লাভের প্রত্যাশী, যশের প্রত্যাশী, খ্যাতির প্রত্যাশী, অযোগ্য, কোনো ভালো ফল প্রাপ্ত হয় নাই, অন্যায় কার্যে নিরত, অনুপযুক্ত ও অক্ষম ব্যক্তি ধুতাঙ্গ ব্রত গ্রহণ করে, সে দ্বিগুণ দণ্ড ভোগ করে, এবং পূর্ব সঞ্চিত সৎগুণাবলী নষ্ট করে। বর্তমান জন্মে সে লোকের অবহেলা, বিদ্রূপ, নিন্দা, প্রতিরোধ ও বহিষ্কার, সংস্রব ত্যাগ, অপসারণ, নিগ্রহ, বিতাড়ন ও বিসর্জন লাভ করে। পরজন্মে শতযোজন বিস্তৃত অবীচি মহানরকের উষ্ণ কঠোর তপ্ত সন্তপ্ত অগ্নির প্রজ্জ্বলিত শিখামালায় অনেক লক্ষ কোটি বর্ষব্যাপী উপরে-নিচে চতুঃপার্শে (তির্যক) ফেন পুঞ্জের ন্যায় উঠিয়া-নামিয়া পক্ব হইতে থাকে। যখন তথা হইতে মুক্ত হয় তখন এক বড় তৃষ্ণাদগ্ধ শ্রমণ প্রেতরূপে—বাহিরে দেখিতে ভিক্ষুর ন্যায়—শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাল, কৃশ, এবং বধ্যভূমিতে স্ফীত ও ছিদ্রযুক্ত শির লইয়া উৎপন্ন হয়, ক্ষুধা ও পিপাসায় ব্যাকুল থাকে, দেখিতে সে অতি কুৎসিত ও কদাকার, উহার সর্বদেহ পূঁজে পূর্ণ ও পক্ব হইতে থাকে। সারা দেহে কীটপূর্ণ হয়, বায়ুমুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় উহার পেট জ্বলিতে থাকে, যাহার জন্য উহার পিপাসা কখনো নিবৃত্ত হয় না। যেকোনো নিরাপদ স্থানে যাইতে পারে না, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কোনো সহায়ক থাকে না। সে কাতর স্বরে রোদন করিতে থাকে। এইরূপে শ্রমণ মহাপ্রেত ক্ষুধা-পিপাসায় জ্বলিতে জ্বলিতে সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে। উচ্চধ্বনি করে।

১৫. মহারাজ, যদি কোনো অযোগ্য, অপাত্র, অনুপযুক্ত, অনর্হ, অসদৃশ, হীন, ছোটলোক রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয় তবে সে দণ্ড ভোগ করিবে—

উহার হস্তচ্ছেদ হয়, কর্ণচ্ছেদ হয়, পাদচ্ছেদ হয়, নাসাচ্ছেদ হয়, কর্ণ-নাসাচ্ছেদ হয়, বিলঙ্গথালিক, শঙ্খমুণ্ডিক, জোতিমালিক, হস্তপ্রদ্যোতিক, এরকবর্তিক, চীরকবাসিক, এনেয়্যক, বড়শীমাংসিক, কার্ষাপণক, খারাপিতচ্ছিক, পলিঘপরিবত্তিক, পলালপীঠক[১] প্রভৃতি দণ্ড দেওয়া হয়। গরম তৈল উহার উপর সিঞ্চন করা যায়, কুকুর দ্বারা ভক্ষিত হইতে পারে, জীবিত অবস্থায় শূলে চড়ানো যায়, অসি দ্বারা শিরশ্ছেদ করা যায়, আরও নানাবিধ কর্মফল ভোগ করেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু সে—অযোগ্য, অপাত্র, অনুপযুক্ত, অনর্হ, অসদৃশ হীনজাতীয় ছোটলোক সত্ত্বেও এত মহৎ ও উচ্চ রাজপদে নিজেকে বসাইয়াছে। সে নিজের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।

মহারাজ, এই প্রকারে যে ব্যক্তি পাপেচ্ছু... সংসারে উচ্চধ্বনি করিতে থাকে।

১৬. মহারাজ, আর ইহার বিপরীত যে ব্যক্তি যোগ্য, ভালো উত্তম সৎস্বভাব, অল্পেচ্ছুক, সন্তুষ্ট, বিবেকবিহারী, সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ত, আরব্ধবীর্য, সমর্পিতচিত্ত, শঠতাহীন, অমায়াবী, অপেটুক, লাভের প্রত্যাশী নহেন, যশের প্রত্যাশী নহেন, কীর্তির প্রয়াসী নহেন, শ্রদ্ধাবান, শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত, জরা-মরণ হইতে মুক্তিকামী, শাসনকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় ধুতাঙ্গ ব্রত পালন করেন—তিনি দ্বিগুণ পূজা লাভ করেন, দেবগণের ও মনুষ্যগণের প্রিয় হন, উহাদের দ্বারা সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, স্নাত ও অনুলিপ্তের পক্ষে চামেলী মল্লিকা মালতী আদি পুষ্পের ন্যায়, ক্ষুধাতুরের পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্যের ন্যায়, তৃষ্ণার্তের পক্ষে নির্মল সুগন্ধি শীতল জলের ন্যায় হয়। বিষপায়ীর পক্ষে উত্তম ওষুধের ন্যায় হয় শীঘ্র গমনেচ্ছুর জন্য তেজি ঘোড়াযুক্ত উত্তম রথের ন্যায় হয়, ধনকামীর পক্ষে মনোহর কামদ মণি-রত্নের সমান, অভিষেককামীর পক্ষে উজ্জ্বল নির্মল শ্বেতছত্রের সমান হয়। ধর্মকামীর পক্ষে অনুত্তর অর্হত্ত্বফলের প্রাপ্তির সমান হয়; তাহার চারি প্রকার স্মৃতি উপস্থান ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে, শমথ ও বির্দশন ভাবনা অধিগত হয়, শিক্ষা ও আচরণের পূর্ণতা লাভ হয়, চারি লোকোত্তর ফল, চারি প্রকার স্মৃতি উপস্থান ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ হয়, চারি লোকোত্তর ফল, চারি প্রতিসম্ভিদা, ত্রিবিধ বিদ্যা, ষড়বিধ অভিজ্ঞা এবং শ্রমণের উপযোগী সকল ধর্ম তাহার আয়ত্তে আসে। বিমুক্তির উজ্জ্বল নির্মল শ্বেতছত্র দ্বারা তিনি অভিষিক্ত হন।

---

[১]। ৩১৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

মহারাজ, যেমন উচ্চকুলীন ক্ষত্রিয় রাজার রাজ্যাভিষেক হইবার পর স্বীয় রাজ্যের নগর ও গ্রামের প্রজাপুঞ্জ, সৈন্য ও সেবক সকলেই তাঁহার পরিচর্যায় নিরত হয়, আটত্রিশ জনেক রাজপরিষদ, নট ও নর্তক, মঙ্গল-স্তুতি পাঠক, স্বস্তিবাচক, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, নানা ধর্মাবলম্বীগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকে, পৃথিবীতে যাহা কিছু পট্টন, রত্নের আকর, নগরের শুল্কস্থান সকলেরই তিনি মালিক হন। তিনি বিদেশি ও অপরাধযুক্ত ব্যক্তিদের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা হন, মহারাজ, এই প্রকারে যে ব্যক্তি যোগ্য, ভালো, উত্তম... বিমুক্তির উজ্জ্বল নির্মল শ্বেতছত্র দ্বারা তিনি অভিষিক্ত হন।

১৭. মহারাজ, তেরো প্রকার ধুতাঙ্গ আছে, যাহাদের দ্বারা শুদ্ধিপ্রাপ্ত ভিক্ষু নির্বাণ রূপ মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া অনেক প্রকারের ধর্ম তরঙ্গে হিল্লোলিত হন। রূপ ও অরূপ আটপ্রকার সমাপত্তি লাভ করেন, বিবিধ ঋদ্ধি লাভ করেন, দিব্য শ্রবণ-শক্তি লাভ করেন। পরের চিত্তের বিষয় জানিতে পারেন, পূর্বজন্মের স্মৃতি লাভ করেন, দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হন এবং সকল আসক্তিক্ষয় প্রাপ্ত হন।

সেই তেরো প্রকার ধুতাঙ্গ কী কী?

(১) পাংশুকুলিক, (২) তেচীবরিক, (৩) পিণ্ডপাতিক, (৪) সপদানচারিক, (৫) একাসনিক, (৬) পাত্রপিণ্ডিক, (৭) পচ্ছাভত্তিক, (৮) আরণ্যক, (৯) বৃক্ষমূলিক (১০) অব্ভোকাসিক, (১১) শ্মশানিক, (১২) যথাসন্থতিক, (১৩) নৈসজ্যিক[১]। মহারাজ, এই তেরো প্রকার ধুতাঙ্গব্রত যাহারা পূর্ব হইতে পালন করেন, সেবন করেন, নিসেবন করেন, অভ্যাস করেন, পরিচয় করেন, আচরণ করেন, উপাচরণ করেন, পরিপূর্ণ করেন, কেবল তাঁহারাই শ্রামণ্য ফল লাভ করেন। তাঁহাদের কেবল শান্ত সুখময় সমাপত্তি আয়ত্তে আসিয়া যায়।

মহারাজ, যেমন কোনো ধনবান নাবিক বন্দরে নির্দিষ্ট শুল্ক দিয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া যাত্রা করে—বঙ্গ, তক্কোল, চীন, সৌবীর, সুরাষ্ট্র, অলসন্দ, কোলপট্টন অথবা সুবর্ণভূমি (বর্মা) এবং অন্য যেকোনো নৌকা সঞ্চরণ স্থানে গমন করে, সেইরূপ এই তেরো প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রত পরিপূর্ণ পালনকারী শ্রমণ সমস্ত ফল লাভ করেন। আর কেবল শান্ত মুখ (নিরোধ) সমাপত্তিসমূহ তাহার আয়ত্তে আসে।

১৮. মহারাজ, যেমন কৃষক প্রথমে ক্ষেত্রদোষ—তৃণ, কাষ্ঠ, কংকর,

---

[১]। পরিশিষ্ট দেখুন।

ক্ষেতের যে সব দোষ আছে তাহা দূর করে, তৎপর কর্ষণ, বপন, পর্যাপ্তরূপে জলসেচন, রক্ষাণাবেক্ষণ, ধান ছেদন ও ধান ঝারান করিয়া বহু ধান্য সংগ্রহ করে। তখন কত নির্ধন, দরিদ্র, কৃপণ ও দুর্গত মানুষ সকলেই তাহার বশীভূত হয়।—সেইরূপ এই তেরো প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রত পরিপূর্ণরূপে পালনকারী শ্রমণ সমস্ত ফল লাভ করেন। আর কেবল শান্ত সুখ সমাপত্তিসমূহ তাহার আয়ত্তে আসে।

১৯. মহারাজ, যেমন রাজপরিবারে জাত কুলীন ক্ষত্রিয় রাজ্যাভিষেকের পর অপরাধী জনগণকে বধার্থ দণ্ডদানে সমর্থ হন, অন্যদের উপর ইচ্ছানুসারে আধিপত্য করেন, এবং তখন সমগ্র পৃথিবী তাঁহার অধীন হয়।—সেইরূপ এই তেরো প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রত যিনি পূর্বে পরিপূর্ণভাবে পালন করিয়াছেন, তিনি বুদ্ধশাসনে প্রধান অধিপতি ও ইচ্ছানুসারে কাজ করিবার অধিকারী হন। সমস্ত শ্রামণ্যগুণ তাঁহার আয়ত্তে আসে।

২০. মহারাজ, কেমন আপনার মনে আছে যে, বঙ্গান্ত পুত্র স্থবির উপসেন পবিত্র ধুতাঙ্গ ব্রতসমূহ পরিপূর্ণভাবে পালন করায় শ্রাবস্তীতে সংঘের কথোপকথনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিবেক বিহারে স্থিত দম্য পুরুষের সারথি বুদ্ধের নিকট আপন শিষ্য পরিষদসহ উপনীত হইলেন, এবং ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবানও সেই সুবিনীত ভিক্ষু পরিষদ দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট, তুষ্ট, প্রমোদিত, উল্লসিত হইলেন, পরিষদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিলেন এবং আনন্দের সহিত সুন্দর স্বরে বলিলেন, উপসেন! তোমার ভিক্ষু পরিষদ বড়ই আনন্দ-দায়ক মনে হইতেছে, কী প্রকারে তুমি শিষ্যগণকে সুশিক্ষিত করিলে?

দেবাতিদেব সর্বজ্ঞ দশবল বুদ্ধের এই প্রশ্ন শুনিয়া যথাভূত স্বভাব গুণবশে তিনি বলিলেন, 'ভন্তে, যে কেহ আমার নিকট আসিয়া প্রব্রজ্যা বা আশ্রয় প্রার্থনা করেন তাহাকে আমি প্রথমে বলি—বন্ধুগণ আমি জঙ্গলে বাস করি, ভিক্ষা করিয়া ভোজন করি, পাংশুকূল চীরব পরিধান করি, কেবল ত্রি-চীবর ধারণ করি। যদি তুমিও আমার সহিত এইরূপে করিতে পার তবে আমি তোমাকে নিশ্চয় প্রব্রজিত করিব, আশ্রয় দিব। আমার কথা শুনিয়া সে যদি আনন্দসহকারে সম্মত হয়, তবে আমি তাহাকে প্রব্রজিত করি, আশ্রয় দান করি। যদি আনন্দসহকারে সম্মত না হয় তবে আমি তাহাকে প্রব্রজিত করি না, আশ্রয় দেই না। ভন্তে, এই প্রকারে আমি শিষ্যদিগকে বিনীত ও সুশিক্ষিত করি।' মহারাজ, এই প্রকারে যিনি উত্তম ধুতাঙ্গ ব্রত পালন করেন, তিনি বুদ্ধ শাসনে প্রধান হন, পরকে বশীভূত করেন, ইচ্ছানুসারে কাজ

করিবার সামর্থ অর্জন করেন, সকল শান্ত সুখময় সমাপত্তিসমূহ তাঁহার আয়ত্তে আসে।

২১. মহারাজ, যেমন উদীচ্য দেশজ পদ্ম অতি শুদ্ধ ও বিকশিত হয়, উহা স্নিগ্ধ, কোমল, লোভনীয়, সুগন্ধযুক্ত, প্রিয়, প্রার্থনীয়, প্রশস্ত, জল ও কর্দম লিপ্ত হয় না, যাহার প্রতিটি দল, কেশর ও বীজকোষমণ্ডিত, ভ্রমরগণ উপসেবিত এবং শীতল সলিলে বর্ধিত হয়। মহারাজ, এই প্রকারে এই তেরো প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রত যে পূর্বে পরিপূর্ণ পালন করিয়াছেন, সেই আর্যশ্রাবক ত্রিশ প্রকার উত্তম গুণে বিভূষিত হন।

সেই ত্রিশ প্রকার গুণ কী কী?

তাঁহার চিত্ত কোমল, স্নিগ্ধ, নরম ও মৈত্রীভাবে পূর্ণ হয়। উহার ক্লেশ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া থাকে, উহার গর্ব ও অহঙ্কার দূর হয়, উহার শ্রদ্ধা অচল, দৃঢ়, সবল ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি পূর্ণ পরিপুষ্ট, হর্ষজনক, লোভনীয় ও শান্ত সুখময় সম্পত্তিশালী হন; শীলরূপ উত্তম অসম গন্ধে সুরভিত হন, দেব, মানবের প্রিয় ও সুহৃদ হন; ক্ষীণাসব ও আর্যদের প্রার্থিত হন। দেবতা ও মানুষদের পূজিত ও বন্দিত হন, বধু, বিবুধ পণ্ডিত জনগণের প্রচুর স্তুত ও স্তুবিত ও প্রশংসিত হন। ইহলোক বা পরলোকের ভোগের বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকেন, স্বল্প দোষের প্রতি ভয়দর্শী হন, বিপুল ও উত্তম সম্পত্তিকামীদের লোকোত্তর মার্গ-ফল শ্রেষ্ঠ ধন লাভের উপায় হন। প্রার্থিত বিপুল উৎকৃষ্ট প্রত্যয় লাভ করেন, গৃহত্যাগী হন, ধ্যান অধ্যুষিত উত্তম বিহারী হন, ক্লেশের জালে জড়িত হন না, তাঁহার সংসার গতির আবরণগুলি সঙ্কুচিত, ছিন্ন-ভিন্ন ও ভগ্ন হয়, তিনি অকুপিত স্বভাব হন, বাসস্থান সঙ্গেই নিয়া যান, নির্দোষ ভোগী হয়, সংসার গতিমুক্ত হন, সর্ব সংশয় উত্তীর্ণ হন, বিমুক্তি অধ্যুষিত উদ্দেশ্য হন, ধর্ম দর্শন করেন, অচল ও দৃঢ় ভয়-ত্রাণ লাভ করেন। অনুশয় সমুচ্ছেদ করেন, সমস্ত আসব ক্ষীণ হয়, শান্ত ও সুখ সম্পত্তি বিহার বহুল হন, সর্ববিধ শ্রমণ গুণে সংযুক্ত হন, এই ত্রিশ গুণের দ্বারা তিনি সুশোভিত হন।

২২. মহারাজ, দশ সহস্র লোকধাতুতে লোকাচার্য দশবল বুদ্ধকে ছাড়া স্থবির সারিপুত্র অগ্র পুরুষ ছিলেন। তিনিও অপরিমিত অসংখ্য কল্প হইতে পুণ্যকর্ম সঞ্চয় করিয়াছেন। উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। মনোরম কামরতি ও অনেক শত সংখ্যক ঐশ্বর্যকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রব্রজিত হইয়া তিনি এই তেরো প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রত পালন দ্বারা কায় বাক্য চিত্ত সংযম করিয়াছেন। যার ফলে বর্তমান জীবনে

তিনি অনন্তগুণ-সমন্বিত হইয়াছেন, এবং ভগবান বুদ্ধের শাসনে ধর্মচক্রের অনুপ্রবর্তক হইয়াছেন। মহারাজ, অঙ্গুত্তরনিকায় নামক গ্রন্থে দেবাতিদেব বুদ্ধ বলিয়াছেন :

"ভিক্ষুগণ, সারিপুত্রকে ব্যতীত আর আমি অন্য একজনকেও দেখিতেছি না, তথাগত প্রবর্তিত অনুত্তর ধর্মচক্রকে উত্তমরূপে পুনরায় চালাইতে পারে।"

সাধু, ভন্তে নাগসেন, যাহা কিছু নবাঙ্গ বুদ্ধবচন আছে যাহা লোকোত্তর ক্রিয়া আছে আর সংসারে অধিগম্য যে বিপুল সম্পত্তি আছে, সেই সমস্তই তেরো প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রতের মধ্যে সম্মিলিত হইয়াছে।

ধুতাঙ্গ কথা প্রশ্ন সমাপ্ত

উপমা কথা প্রশ্ন

বিষয়সূচি

"ভন্তে নাগসেন, কী কী গুণে-সমন্বিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন?"

"মহারাজ, অর্হত্ত্বপদ লাভের নিমিত্ত ভিক্ষুর নিম্নলিখিত গুণসমূহ গ্রহণ করা উচিত :

১. গর্দভ বর্গ

১. গর্দভের এক গুণ (অঙ্গ)।
২. মুরগীর পাঁচ গুণ।
৩. কাঠবিড়ালের এক গুণ।
৪. চিতা বাঘিনীর এক গুণ।
৫. চিতাবাঘের দুই গুণ।
৬. কূর্মের পাঁচ গুণ।
৭. বাঁশের এক গুণ।
৮. ধনুর এক গুণ।
৯. কাকের দুই গুণ।
১০. বানরের দুই গুণ।

২.সমুদ্র বর্গ

১১. অলাবুলতার দুই গুণ।
১২. পদ্মের তিন গুণ।
১৩. বীজের দুই গুণ।
১৪. শালতরুর এক গুণ।
১৫. নৌকার তিন গুণ।
১৬. নোঙ্গরের দুই গুণ।
১৭. মাস্তুলের এক গুণ।
১৮. কর্ণধারের তিন গুণ।
১৯. কর্মকারে এক গুণ
২০.সমুদ্রের পাঁচ গুণ।

৩. পৃথিবী বর্গ

২১. পৃথিবীর পাঁচ গুণ।
২২. আপের পাঁচ গুণ।
২৩. তেজের পাঁচ গুণ।
২৪. বায়ুর পাঁচ গুণ।
২৫. পর্বতের পাঁচ গুণ।
২৬. আকাশের পাঁচ গুণ।
২৭. চন্দ্রের পাঁচ গুণ।
২৮. সূর্যের সাত গুণ।
২৯. ইন্দ্রের তিন গুণ
৩০. চক্রবর্তী রাজার চারি গুণ।

৪. উপচিকা বর্গ

৩১. পিপীলিকার এক গুণ।
৩২. বিড়ালের দুই গুণ।
৩৩. ইন্দুরের এক গুণ।
৩৪. বৃশ্চিকের এক গুণ।
৩৫. নকুলের এক গুণ।
৩৬. জড় শৃগালের দুই গুণ।
৩৭. মৃগের তিন গুণ।
৩৮. গরুর চারি গুণ।
৩৯. বরাহের দুই গুণ।
৪০. হস্তির পাঁচ গুণ।

৫. সিংহ বর্গ

৪১. সিংহের সাত গুণ।
৪২. চক্রবাকের তিন গুণ।
৪৩. পেণাহিক পক্ষীয় দুই গুণ।
৪৪. গৃহ-কোপতের এক গুণ।
৪৫. উলুকের দুই গুণ।
৪৬. সারস পক্ষীর এক গুণ।
৪৭. বাদুরের দুই গুণ।
৪৮. জলৌকার এক গুণ।
৪৯. সর্পের তিন গুণ।
৫০. অজগরের এক গুণ।

৬. মর্কট বর্গ

৫১. মাকড়সার এক গুণ।
৫২. স্তন্যপায়ী শিশুর এক গুণ।
৫৩. স্থল কচ্ছপের এক গুণ।
৫৪. গভীর বনের পাঁচ গুণ।
৫৫. বৃক্ষের তিন গুণ।
৫৬. মেঘের পাঁচ গুণ।
৫৭. মণিরত্নের তিন গুণ।
৫৮. মৃগ-শিকারীর চারি গুণ।
৫৯. বড়শী-শিকারীর দুই গুণ।
৬০. ছুতারের দুই গুণ।

৫. কুম্ভক বর্গ

৬১. লসের এক গুণ।
৬২. লৌহের দুই গুণ।
৬৩. ছাতির তিন গুণ।
৬৪. ধান্যক্ষেত্রের তিন গুণ।
৬৫. ওষুধের দুই গুণ।
৬৬. ভোজনের তিন গুণ।
৬৭. তিরন্দাজের চারি গুণ।
৬৮. রাজার চারি গুণ।
৬৯. দ্বারপালের দুই গুণ।
৭০. নিষাদের এক গুণ।
৭১. প্রদীপের দুই গুণ।
৭২. ময়ূরের দুই গুণ।
৭৩. তুরঙ্গের দুই গুণ।
৭৪. শৌণ্ডিকের দুই গুণ।
৭৫. স্তম্ভের দুই গুণ।
৭৬. তুলাদণ্ডের এক গুণ।

[মাতিকা (সূচিপত্র) শেষ]

গর্দভ বর্গ

গর্দভের এক গুণ

১. ভন্তে নাগসেন, 'গর্দভের গ্রহণীয় এক গুণ বলিয়া যাহা বলিলেন, সেই এক গ্রহণীয় গুণ কী?

মহারাজ, যেমন গর্দভ আবর্জনাস্তূপে, চৌমাথায়, চৌরাস্তায়, গ্রামের দরজার, ভুষির পুঞ্জে অথবা যেকোনো স্থানে শয়ন করে। তথায় সে নিদ্রাবহুল হয় না। সেইরূপ যোগ-সাধনকারী যোগীরও তৃণ-মাদুরে, পত্র-মাদুরে, কাঠের মঞ্চে, মাটিতে কিংবা যেকোনো স্থানে চর্মখণ্ড বিছাইয়া শয়ন করা উচিত। কিন্তু নিদ্রাবহুল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। মহারাজ, গর্দভের এই এক গুণ গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য।

মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন, "ভিক্ষুগণ, বর্তমানে আমার শিষ্যেরা ভূমির উপাধানে শয়ন করে, তাহারা অপ্রমত্ত তপস্যানিরত ও অধ্যবসায় নিবিষ্ট রহিয়াছে।"

মহারাজ, ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবিরও ইহা বলিয়াছেন :

"পদ্মাসনে উপবিষ্ট ভিক্ষুর জানু পর্যন্ত জলবর্ষিত হউক,
ধ্যাননিবিষ্ট ভিক্ষুর সুখ-বিহারের নিমিত্ত উহা পর্যাপ্ত।"

—থেরগাথা ৬৮৫

মোরগের পাঁচ গুণ

২. ভন্তে নাগসেন, আপনি মোরগের পঞ্চ গুণ গ্রহণীয় বলিয়া বলিতেছেন সেই গ্রহণীয় পঞ্চ গুণ কী কী?

মহারাজ, যেমন মোরগ ঠিক সময়ে শয়ন করে, সেইরূপ যোগ-সাধনকারী যোগী যথা সময়েই চৈত্যাঙ্গন সম্মার্জন করিবে, পানীয় ও ব্যাবহার্য জল যথাস্থানে রাখিবেন, ঠিক সময়ে শরীরকৃত্য সমাধা করিবেন, ঠিক সময়ে স্নান করিবেন, চৈত্য বন্দনা করিবেন, ঠিক সময় বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের দর্শন চাইবেন, এবং ঠিক সময় নির্জন কামরায় প্রবেশ করিয়া ধ্যাননিবিষ্ট হইবেন। মহারাজ, মোরগের এই প্রথম গুণ অবশ্যই গ্রহণীয়।

মহারাজ, পুনরায় মোরগ ঠিক সময়ে জাগ্রত হয়। সেইরূপ যোগসাধনকারী ভিক্ষুরও ঠিক সময়ে জাগ্রত হওয়া উচিত। ঠিক সময়ে চৈত্যের অঙ্গন সর্ম্মাজন করা উচিত, ঠিক সময়ে পানীয় ও ব্যবহার্য জল রাখা উচিত। ঠিক সময়ে শরীর কৃত্য সমাধা করিয়া চৈত্য বন্দনা করা উচিত। তৎপর নিজের নির্জন কামরায় প্রবেশ করিয়া ধ্যাননিবিষ্ট হওয়া উচিত। মোরগের এই দ্বিতীয় গুণ অবশ্যই গ্রহণীয়।

মহারাজ, মোরগ মাটি আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া খাদ্য গ্রহণ করে। সেইরূপ যোগসাধনকারী ভিক্ষুর প্রত্যবেক্ষণ করিয়া করিয়া আহার গলাধঃকরণ করা উচিত—আমি এই ভোজন গ্রহণ করিতেছি—মত্ততার জন্য নহে, মণ্ডণের জন্য নহে, বিভূষণের জন্য নহে—কেবল এই শরীর ধারণের জন্য, নিজের জীবন-যাপনের জন্য, ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য এবং ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিবার জন্য। এই প্রকারে পুরাতন বেদনা দূর করিব ও নতুন বেদনা উৎপন্ন হইবার সুযোগ দিব না। আর আমার নির্দোষ জীবনযাত্রা ও সুখবিহার হইবে

মহারাজ, মোরগের এই তৃতীয় গুণ অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।

মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"নির্জন কান্তারে স্বীয় পুত্রমাংস সম
অক্ষেতে যেমন চর্বি বিলেপন,
জীবন যাপনার্থ শুধু অনাসক্তভাবে,
এরূপে করেন যেগী আহার গ্রহণ।"

মহারাজ, মোরগ চক্ষু থাকিতেও রাত্রিতে অন্ধ হইয়া যায়। সেইরূপই যোগসাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে অন্ধ না হইয়া অন্ধের ন্যায় থাকা উচিত—অরণ্যে বিচরণ, গ্রামে ভিক্ষাচরণ করিবার সময়ও মনকে আকর্ষণকারী দৃশ্যে, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্যের প্রতি অন্ধ, বধির ও বোবার মত হইয়া থাকা উচিত। কোনো বিষয়ের স্বাদ গ্রহণ করা অনুচিত, কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্ত হওয়া অনুচিত।

মহারাজ, মোরগের এই চতুর্থ গুণ অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।

মহারাজ, স্থবির মহাকাত্যায়নও বলিয়াছেন :

"নিজের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ভিক্ষু
চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কান থাকিতে বধির,
জিহ্বা থাকিতে বোবা, বল থাকিতে দুর্বল,
প্রাণ থাকিতে মৃতের ন্যায় শয়ন করিবে।"

—থেরগাথা ৫০১

মহারাজ, পুনরায় মোরগ লোষ্ট্রে, লাঠি কিংবা মুগু দ্বারা উপদ্রুত হইলেও নিজের গৃহত্যাগ করে না। সেইরূপ যোগ-সাধনকারী ভিক্ষুর চীরব প্রস্তুত করিবার সময়, বিহার মেরামত করিবার সময়, স্বীয় ও পরের ব্রত পূরণ করিবার সময়, উপদেশ গ্রহণ করিবার সময়, উপদেশ দানের সময়—কোনো অবস্থাতেই মানসিক তৎপরতাকে ত্যাগ করা উচিত নহে।

মহারাজ, এই মানসিক তৎপরতা যোগীদের নিজস্ব গৃহ। মহারাজ, মোরগের এই পঞ্চম গুণ অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন, "ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৈত্রিক বিষয় কী কী? এই চারি স্মৃতি-উপস্থানই।" মহারাজ, ধর্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্রও ভাষণ করিয়াছেন :

"সুদান্ত মাতঙ্গ যথা স্বীয় শুণ্ড করে না মর্দন,
ভক্ষ্যাভক্ষ্য দ্রব্য জেনে করে সদা জীবনযাপন;
সেইরূপ বুদ্ধপুত্র সদা অপ্রমত্তভাবে রত,
মনোযোগ-সহকারে বুদ্ধবাণী করে না মর্দিত।"

কাঠবিড়ালের এক গুণ

৩. ভন্তে নাগসেন, কাঠবিড়ালের এক গুণ গ্রহণ করা উচিত বলিয়া যাহা বলিতেছেন, সেই এক গুণ কী?

মহারাজ, যেমন কোনো শত্রু উপস্থিত হইলে কাঠবিড়াল নিজের পুচ্ছ (লাঙ্গুর) স্ফীত করে এবং সেই পুচ্ছ-লগুড় দ্বারা শত্রুকে বিতাড়িত করে। সেইরূপ যোগ-সাধনকারী ভিক্ষুর ক্লেশরূপী শত্রু সমীপে আসিলে স্মৃতি-উপস্থানরূপ লগুড় প্রস্ফোটন করিয়া স্ফীত করিবে এবং তদ্বারাই সর্ববিধ ক্লেশকে দূরীভূত করিবে।

মহারাজ, ইহা গ্রহণীয় কাঠবিড়ালের এক গুণ। মহারাজ, স্থবির চুলপন্থকও বলিয়াছেন :

"শ্রমণের গুণ ধ্বংসি ক্লেশ যবে মনে হইবে উদয়,
স্মৃতি-উপস্থান দণ্ড দ্বারা বারবার তাহা দূর করা বিধেয়।"

চিতা বাঘিনীর এক গুণ

৪. ভন্তে নাগসেন, চিতা বাঘিনীর গুণ গ্রহণ করা উচিত বলিয়া যাহা বলিতেছেন সেই গ্রহণীয় এক গুণ কী?

মহারাজ, চিতা বাঘিনী একবার মাত্র গর্ভ ধারণ করে। পুনরায় বাঘের সান্নিধ্যে যায় না। মহারাজ, সেইরূপ যোগ-সাধনকারী ভিক্ষুর ভবিষ্যতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করা, গর্ভাশয়ে উৎপন্ন হওয়া, মৃত্যু বরণ করা, জীর্ণ হওয়া, ভেদ, ক্ষয়, বিনাশ, সংসারে ভয়াবহ দুর্গতি ও বিষমভাবে প্রপীড়ন দেখিয়া পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ হইতে মুক্ত হইবার সংকল্প গ্রহণ করা উচিত।

মহারাজ, চিতা বাঘিনীর এই এক গুণ অবশ্যই গ্রহণ করা কর্তব্য। মহারাজ, সূত্র নিপাতের ধনিয় গোপল সূত্রে দেবাতিদেব ভগবানও ভাষণ করিয়াছেন :

"ষাঁড়ের মতন বন্ধন ছিঁড়িয়া
হাতীর ন্যায় পুতিলতা দলিয়া
গর্ভাশয়ে আমি আসিব না আর
মেঘ, যদি ইচ্ছ, প্রবর্ষ এবার।"

—সুত্তনিপাত ১.২.১২.

চিতাবাঘের দুই গুণ

৫. ভন্তে নাগসেন, চিতাবঘের দুই গুণ গ্রহণ করা উচিত বলিয়া যাহা বলিতেছেন সেই গ্রহণীয় দুই গুণ কী কী?

মহারাজ, চিতাবাঘ অরণ্যের গহন ঘাস-পাতায়, ঝোপঝাড়ে কিংবা গভীর পর্বতের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া পশুর উপর আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে ধরে। সেইরূপ যোগসাধনকারী ভিক্ষুর নির্জনে আসন পাতিয়া বসা উচিত—অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, গিরিগুহায়, শ্মশানে বনপথে, (নির্জন স্থানে) খোলাস্থানে, তৃণপুঞ্জে, শব্দহীন স্থানে, নির্ঘোষহীন স্থানে, জনবার্তাহীন স্থানে, মানুষের গোপনীয় শয্যায়, এবং ধ্যানানুশীলনের অনুকূল স্থানে প্রবিষ্ট হওয়া উচিত।

মহারাজ, যোগনিরত সাধক এইরূপে সেবা করিলে অচিরে ষড়্‌বিধ অভিজ্ঞাকে বশীভূত করিতে পারে। মহারাজ, চিতাবাঘের এই প্রথম গুণ অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।

মহারাজ, ধর্ম সংগ্রাহক স্থবিরগণও ভাষণ দিয়াছেন :

> "চিতা যেমন গোপনে থাকিয়া পশুদিগকে গ্রহণ করে,
> সেইরূপ যোগযুক্ত বির্দশনরত এই বুদ্ধপুত্র ভিক্ষু,
> অরণ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম ফল আহরণ করেন।"

মহারাজ, পুনরায় যেকোনো নিহত পশু যদি বামপার্শ্বে পতিত হয় তবে চিতা বাঘ উহা খায় না। সেইরূপ, যোগ-সাধনকারী ভিক্ষু বেণু দানের দ্বারা, পত্র দান দ্বারা, পুষ্প দান দ্বারা, ফল দান দ্বারা, স্থান দানের দ্বারা, মাটি দানের দ্বারা, চূর্ণ দানের দ্বারা, দন্তকাষ্ঠ দানের দ্বারা, মুখ ধোয়ার নিমিত্ত জল দানের দ্বারা, খোশামোদ করার দরুন, সত্য মিথ্যা বলিয়া, তাঁবেদারী করিয়া, (অজ্ঞাধীন থাকায়), দৌত্যের কার্যে প্রেরণের দ্বারা, বৈদ্যকর্ম দ্বারা, দ্রুত কর্ম দ্বারা, প্রেরণ গমনের দ্বারা খাদ্যের বিনিময়ে, আদান-প্রদানের দ্বারা, বাস্তুবিদ্যা দ্বারা, নক্ষত্রবিদ্যা দ্বারা, অঙ্গবিদ্যা দ্বারা, অথবা যেকোনো বুদ্ধনিন্দিত, অপর যেকোনো মিথ্যা জীবিকা দ্বারা উপার্জিত খাদ্য ভোজন করা অনুচিত—যেমন, বামদিকে পতিত শিকারকে চিতাবাঘ খায় না। মহারাজ, চিতাবাঘের এই দ্বিতীয় গুণ গ্রহণ করা উচিত। মহারাজ, ধর্ম সেনাপতি স্থবির সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

> "বাক্যবিজ্ঞপ্তি প্রভাবে লব্ধ এই মধুর পায়স,
> যদি আমি খাই তবে মম জীবিকা হইবে নিন্দিত।

যদি মম নাড়িভুঁড়ি (মুখদিয়া) বাহিরিয়া আসে কভু,
প্রাণ গেলেও আমি সজ্জীবিকা নষ্ট করিব না তবু।

কচ্ছপের পাঁচ গুণ

৬. ভন্তে নাগসেন, 'কূর্মের পাঁচ গুণ গ্রহণ করা উচিত' বলিয়া যাহা বলিতেছেন সেই গ্রহণযোগ্য পাঁচগুণ কী কী?

মহারাজ, কূর্ম জলচর প্রাণী, জলেতেই বসবাস করে। সেইরূপ যোগসাধনকারী ভিক্ষুর সর্ব প্রাণী, ভূত ও মানব সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বৈরীভাব ও হিংসা রহিত হইয়া, অনন্ত ও বিপুল বিস্তার প্রাপ্ত মৈত্রীভাব দ্বারা সমগ্র প্রাণিজগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সতত তাহাতে বসবাস করা উচিত। মহারাজ, কূর্মের এই প্রথম গুণ গ্রহণীয়।

মহারাজ, কূর্ম নিজের শির বাহির করিয়া জলের উপর ভাসিবার সময় যদি কেহ উহা দর্শন করে তখনই জলে ডুব দিয়া গভীরে চলিয়া যায়—"আমাকে তাহারা পুনঃ যেন না দেখে।" সেইরূপ যোগসাধনকারী ভিক্ষুর ক্লেশসমূহ আসিয়া পড়িলে সত্বর নিজের ধ্যেয় বিষয়রূপ সরোবরে নিমজ্জিত হওয়া উচিত। গাঢ়রূপে অবগাহন করা উচিত যে, "আমাকে পুনরায় ক্লেশসমূহ দর্শন না করুক।" মহারাজ, কূর্মের এই দ্বিতীয় গুণ গ্রহণীয়।

মহারাজ, পুনরায় কূর্ম সময়মত জল হইতে উঠিয়া নিজের দেহকে তপ্ত করে। সেইরূপ, যোগসাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে উপবেশন, দাঁড়ান, শয়ন, ও পায়চারী অবস্থা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া সম্যক উদ্যমে উহাকে তপ্ত করা উচিত। মহারাজ, কূর্মের এই তৃতীয় গুণ গ্রহণীয়।

মহারাজ, পুনরায় কূর্ম মাটি খনন করিয়া একান্তে অবস্থান করে। যোগ-সাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে লাভ-সৎকার তথা প্রশংসা পরিহার করিয়া শূন্য, একান্ত, কানন বন্যপথ, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শব্দহীন, উচ্চধ্বনি হীন বিবেকস্থানে প্রবেশ করিয়া একান্তেই বাস করা উচিত। মহারাজ, কূর্মের এই চতুর্থ গুণ গ্রহণীয়! মহারাজ, বঙ্গন্তপুত্র স্থবির উপসেনও বলিয়াছেন :

"নিভৃত নিঃশব্দ আর হিংস্র জন্তু প্রপূরিত,
সমাধি নিবেশ তরে সেব ভিক্ষু যে শয্যা সতত।"

মহারাজ, পুনরায় কচ্ছপ বাহিরে বিচরণ করিবার সময় যদি কিছুর দেখা পায় কিংবা কোনো শব্দ শোনে তবে মাথাসহ পঞ্চ অঙ্গ স্বীয় দেহ-আবরণে গোপন করিয়া জীবন রক্ষার জন্য চুপচাপ থাকে। সেইরূপ, যোগসাধনকারী

যোগীর সকল দিক হইতে রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শের ও চিন্তার বিষয় আসিয়া পড়িলে ষড়বিধ ইন্দ্রিয়দ্বারে সংবর কবাট উন্মুক্ত করিবেন; মনকে সমাবৃত ও সংযত করিয়া নিজের শ্রমণোচিত ধর্ম রক্ষার মানসে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হইয়া বাস করা উচিত। মহারাজ, কূর্ম হইতে এই পঞ্চম গুণ গ্রহণীয়। মহারাজ, সংযুক্তনিকায়ে কূর্মোপম সূত্রান্তে দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"কূর্ম যথা অঙ্গগুলি কলেবরে সংগোপন।
মনের বিতর্ক ভিক্ষু সেইরূপে করিবে দমন,
অন্যকে না করি ঘৃণা হয়ে অনাসক্ত মন,
নির্বাপিত ভিক্ষু কারো নিন্দা করে না কখন।"

বাঁশের এক গুণ

৬. ভন্তে নাগসেন, 'বাঁশের এক গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই গ্রহণীয় গুণ কী?

মহারাজ, বায়ু যেদিকে প্রবাহিত হয় বাঁশ সেদিকে ঝুকিয়া পড়ে অন্যদিকে নহে। সেইরূপ, যোগসাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে যেই নবাঙ্গযুক্ত বুদ্ধবাণী ভগবান বুদ্ধ ভাষণ করিয়াছেন, উহার অনুকূলে সঙ্গত ও নির্দোষে স্থিত থাকিয়া শ্রমণের গুণাবলিই অন্বেষণ করা উচিত। মহারাজ, ইহা বাঁশের গ্রহণীয় এক গুণ। মহারাজ, স্থবির রাহুলও বলিয়াছেন :

"বুদ্ধের নবাঙ্গ উপদেশ সর্বদা করি অনুসরণ,
সঙ্গ নির্দোষ থাকি অপায়মুক্ত হইনু এখন।"

ধনুর এক গুণ

৮. ভন্তে নাগসেন, 'ধনুর এক গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই গ্রহণীয় গুণ কী?

মহারাজ, ধনু উত্তমরূপে মসৃণ করা হইলে উহা নরম হয়। অগ্র হইতে মূল পর্যন্ত সমানভাবেই নমিত হয়—দণ্ডের মতো শক্ত থাকে না। সেইরূপ, যোগ-সাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে স্থবির, নবীন, মধ্যম বয়সের ও সমানবয়সী ভিক্ষুদের প্রতি নম্র থাকা উচিত—উদ্ধত হওয়া অনুচিত। মহারাজ, ইহা ধনুর গ্রহণীয় এক গুণ। বিধুরপূর্ণক জাতকে দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন :

"ধীর পুরুষ ধনুর ন্যায় নম্র হয়,
বাঁশের ন্যায় কোমল ও সঞ্চালিত হয়।
কারো প্রতিকূলে তিনি চলে না কখন,
তাইত রাজপ্রাসাদে করেন অবস্থান।"

কাকের দুই গুণ

৯. ভন্তে নাগসেন, 'কাকের দুইগুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই গ্রহণীয় গুণ কী?

মহারাজ, কাক সর্বদা শঙ্কিত ও সাবধান হইয়া বিচরণ করে। সেইরূপ যোগসাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে নিজের ইন্দ্রিয়নিচয় বশীভূত করিতে হয়, অতি সংযত হইতে হয়, সর্বদা শঙ্কিত, চকিত ও সাবধান থাকা উচিত। স্মৃতি উপস্থিত রাখিয়া বিচরণ করা উচিত। মহারাজ, ইহা কাকের গ্রহণীয় প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায় যেকোনো খাদ্য দেখিয়া কাক নিজের জাতি ভাইদের সহিত ভাগ করিয়া ভোজন করে। সেইরূপ যোগসাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে ধর্মানুসারে যাহা কিছু লাভ হয়—অন্ততপক্ষে ভিক্ষাপাত্র পরিমাণ ও তথাবিধ লব্ধ দ্রব্য শীলবান সতীর্থগণের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোজন করা উচিত। মহারাজ, কাকের গ্রহণীয় এই দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

"তপস্বীর উপযোগী যেকোনো ভোজন
যদি লোকে মোরে করে সমর্পণ;
সকলের মধ্যে উহা করি বিভাজন,
তবে আমি করি সেই ভোজন গ্রহণ।"

বানরের দুই গুণ

১০. ভন্তে নাগসেন, 'বানরের দুই গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন' সেই গ্রহণীয় গুণ কী?

মহারাজ, সর্বত্র ঘন-শাখাসম্পন্ন বৃহৎ বৃক্ষের উপরে নিরালা স্থানে বানর বাস করে, যাহাতে কোনো প্রকার ভয়-বিঘ্ন থাকে না। সেইরূপ, যোগসাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে দেখা-শোনা করিয়া এমন গুরু নির্বাচন করা উচিত—যিনি লজ্জাশীল, কোমল-স্বভাব, শীলবান, কল্যাণধর্মা (পুণ্যাত্মা)

বিশেষজ্ঞ, ধার্মিক, বিনয়ধর, প্রিয়, গম্ভীর, সম্মানার্হ, বক্তা, যেকোনো বিষয় উত্তমরূপে বলিতে সমর্থ, শ্রেষ্ঠ উপদেশক, যথার্থ প্রকাশক, সত্য সিদ্ধান্ত প্রদর্শক, সত্য সংগ্রাহক, উৎসাহ-উদ্দীপক ও (সম্প্রহর্ষক) এইরূপ কল্যাণমিত্রের এবং আচার্যের আশ্রয়ে বাস করা উচিত। মহারাজ, ইহা বানরের গ্রহণীয় প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায় বানর বৃক্ষের উপরেই বিচরণ করে, দাঁড়ায় এবং উপবেশন করে। যদি নিদ্রা যায় তবে উহাতেই সারা রাত্রি বসবাস করে। সেইরূপ, যোগসাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে গভীর অরণ্যেই অবস্থান করা উচিত, অরণ্যেই চলা ফেরা, দাঁড়ান, উপবেশন, শয়ন, নিদ্রা উপগমন করা উচিত। তাহাতেই স্মৃতি-উপস্থানের অনুশীলন করা উচিত। মহারাজ, বানরের গ্রহণীয় এই দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

"বিচরণ অবস্থান উপবেশন কিংবা করিয়া শয়ন,
অরণ্যে শোভিছে ভিক্ষু, বুদ্ধ প্রশংসিত গাঢ় বন।"

গর্দভবর্গ সমাপ্ত

সমুদ্র বর্গ

অলাবুলতার এক গুণ

১১. ভন্তে নাগসেন, অলাবুলতার এক গ্রহণীয় গুণ বলিতেছেন তাহা কি?

মহারাজ, অলাবুলতা নিজের গুঁড় দ্বারা খড়, কাঠ কিংবা অপর লতাবলিকে আঁকড়াইয়া ধরে এবং উহার উপর বর্ধিত হয়। সেইরূপ যোগ-সাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে অর্হত্ত্বে অভিলাষী হইয়া মনের দ্বারা ধ্যানের বিষয় অবলম্বনপূর্বক অর্হত্ত্বপদে সমুন্নত হওয়া উচিত। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

"লাউলতা যথা তৃণকাষ্ঠ আর লতাবলিকে,
গুঁড়েতে আঁকড়ে ধরে বৃদ্ধি পায় ঊর্ধ্বদিকে।
অর্হত্ত্বফলাকাঙ্ক্ষী তথা সম্বুদ্ধের সুত,
অবলম্বি আলম্বন অশৈক্ষ্যতে[১] হবে সমুন্নত।"

---

[১]। (অশৈক্ষ্য—যেই অবস্থায় শিক্ষার আর কিছু বাকি থাকে না। অর্থাৎ অর্হত্ত্বপদ।)

পদ্মের তিন গুণ

১২. ভন্তে নাগসেন, ‘পদ্মের তিন গুণ গ্রহণীয়’ বলিতেছেন তাহা কী?

মহারাজ, পদ্ম জলেতে উৎপন্ন হয় এবং জলেতেই বৃদ্ধি পায়, তথাপি উহা জল দ্বারা লিপ্ত হয় না। সেইরূপ যোগ-সাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে কোনো কূলে, জনগণে, লাভে, যশে, সৎকারে, সম্মানে পরিভোগ্যের চারি প্রত্যয়েতে বা দ্রব্যেতে কিংবা অপর সর্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা পদ্মের প্রথম গ্রহণীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, পদ্ম জল হইতে উপরে উঠিয়া দণ্ডায়মান থাকে। সেইরূপই যোগসাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে সর্ববিধ সাংসারিক বিষয় পরিহার করিয়া অতি ঊর্ধ্বে লোকোত্তরধর্মে অবস্থান করা উচিত। মহারাজ, ইহা পদ্মের গ্রহণীয় দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, স্বল্পমাত্র বায়ু দ্বারা পদ্মের মৃণাল সঞ্চালিত হয়। সেইরূপ, যোগসাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে সামান্য মাত্র ক্লেশ হইতেও সংযত হওয়া উচিত—উহার প্রতি ভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করা উচিত। মহারাজ, ইহা পদ্মের গ্রহণীয় তৃতীয় গুণ। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন :

“অণুমাত্র দোষের প্রতিও ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ সযত্নে পালন করিবে।”[১]

বীজের দুই গুণ

১৩. ভন্তে নাগসেন, ‘বীজের দুই গুণ গ্রহণ’ করা উচিত বলিতেছেন, তাহা কি?

মহারাজ, অল্প পরিমাণ বীজও উর্বর ক্ষেত্রে বপন করিলে এবং ঠিকমত জলধারা বর্ষিত হইলে প্রচুর ফসল দিয়া থাকে। সেইরূপ, যোগসাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে যথোপযুক্তরূপে প্রতিপালিত শীলে শ্রমণের লভ্য যাবতীয় ফল লাভ করা সম্ভব। এইরূপ উত্তম আচরণ করা উচিত। মহারাজ, বীজের গ্রহণীয় এই প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, উত্তমরূপে পরিশোধিত ক্ষেত্রে রোপিত বীজ সত্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেইরূপ যোগসাধনকারী ভিক্ষুর পক্ষে শূন্যগারে সুসংযত ও পরিশোধিতচিত্ত স্মৃতি-উপস্থানের উত্তম ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইলে সত্বর বৃদ্ধি

---

[১] । দেখুন, মধ্যমনিকায় ১-৩৩, দীর্ঘনিকায়, ২-৪২।

পায়। মহারাজ, বীজের গ্রহণীয় ইহা দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, স্থবির অনুরুদ্ধ বলিয়াছেন :

“পরিশুদ্ধ ক্ষেত্রে যথা বীজ হলে আরোপিত,
প্রচুর ফসল জন্মে তাতে চাষী হয় আনন্দিত।
নিভৃতে যোগীর চিত্ত হলে তথা বিশোধিত,
স্মৃতি-উপস্থিত ক্ষেত্রে শীঘ্র হয় প্রবর্তিত।”

শালতরুর এক গুণ

১৪. ভন্তে নাগসেন, ‘শালতরুর এক গুণ গ্রহণযোগ্য’ বলিতেছেন, সেই এক গুণ কী?

মহারাজ, শাল তরু মাটির মধ্যেই শত হাত কিংবা ততোধিক পরিমাণ বর্ধিত হয়। সেইরূপ যোগসাধননিরত ভিক্ষুর চারি প্রকার শ্রামণ্য ফল, চতুর্বিধ প্রতিসম্ভিদা ষড়বিধ অভিজ্ঞা এবং শ্রমণের যাবতীয় গুণ শূন্যাগারেই পরিপূর্ণ করা উচিত। মহারাজ, শালবৃক্ষের এই এক গুণ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। মহারাজ, স্থবির রাহুল বলিয়াছেন :

“শাল নামে মহীরূপ পাদপবিশেষ,
পৃথিরীর মধ্যে বাড়ে হাত প্রবর্ধিত,
সময় হইলে দ্রুম হয়ে প্রবর্ধিত
একদিন ঊর্ধ্বে উঠে বাড়ে শত হাত।
তথা আমি মহাবীর! শালতরু মত,
শূন্যাগারে থাকি ধর্মে হইনু উন্নত।”

নৌকার তিন গুণ

১৫. ভন্তে নাগসেন, ‘নৌকার তিন গুণ গ্রহণীয়’ বলিতেছেন, সেই তিন গুণ কী?

মহারাজ, বহুবিধ কাষ্ঠখণ্ডের সমবায়ে নৌকা নির্মিত হয় এবং উহা অনেক জনকে পরপারে নিয়া যায়। সেইরূপ, যোগসাধনকারী ভিক্ষুকে আচার, শীল, গুণ, ব্রত, প্রতিব্রত প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মাঙ্গের সম্মিলনে দেবলোকসহ এই ভবসংসার পার হওয়া উচিত। মহারাজ, নৌকার এই প্রথম গ্রহণীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায় নৌকা বহুবিধ উত্তাল তরঙ্গ-উচ্ছ্বসিত বেগ ও প্রসারিত-আর্বত-বেগ সহ্য করে। সেইরূপ যোগ-সাধনকারী ভিক্ষুকে বহুবিধ

ক্লেশতরঙ্গবেগ ও লাভ-সৎকার, যশ-খ্যাতি, পূজা-বন্দনা পরকুলে নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ, সম্মান-অপমান আর বহুবিধ বিদ্বেষ তরঙ্গ-বেগ সহ্য করা উচিত। মহারাজ, নৌকার এই দ্বিতীয় গ্রহণীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায় নৌকা অগাধ অনন্ত অপার অক্ষুব্ধ গভীর বৃহৎ বৃহৎ গর্জনসম্পন্ন তথা তিমি তিমিঙ্গিল, মকর বড় বড় মৎস্যরাজি সমাকুল বৃহৎ সমুদ্রে বিচরণ করে। সেইরূপ যোগ-সাধনানিরত ভিক্ষুকে চারি আর্য সত্যের ত্রিগুণিত (সত্য, কৃত্য, কৃত) বারো প্রকারে অধিগত জ্ঞানে চিত্ত সঞ্চারিত করা উচিত। মহারাজ, নৌকার এই তৃতীয় গ্রহণীয় গুণ। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান সংযুক্ত-নিকায়ে সত্য সংযুক্তে বলিয়াছেন :

> "ভিক্ষুগণ, বিতর্ক করিবার সময় তোমাদের এইরূপ
> বিতর্ক করা উচিত যে; ইহা দুঃখ ইহা দঃখের কারণ,
> ইহা দুঃখের নিরোধ এবং ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়।"
>
> —সংযুক্তনিকায় ৫৫

নোঙ্গরের দুই গুণ

১৬. ভন্তে নাগসেন, 'নোঙ্গরের দুই গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই দুই গুণ কী?

মহারাজ, নৌকার নোঙ্গর মহাসমুদ্রের চঞ্চল তরঙ্গমালাকুল বিক্ষুব্ধ জলের তলে সংলগ্ন হয়, নৌকাকে স্থিত করিয়া দেয়। আর এদিক সেদিক যাইতে দেয় না। সেইরূপ যোগসাধনা নিরত ভিক্ষুর পক্ষে রাগ-দ্বেষ-মোহের বিতর্ক সংঘাতের বড় বড় তরঙ্গমালায় চিত্তকে নোঙ্গরাবদ্ধ করিয়া আপনাকে স্থির রাখা উচিত আর বিচলিত হইতে না দেওয়া উচিত। মহারাজ, নোঙ্গরের গ্রহণীয় এই প্রথম গুণ!

মহারাজ, পুনরায়, নোঙ্গর কখনো ভাসিয়া থাকে না, নিমজ্জিত হয়। কিন্তু শত হাত গভীর জলেও নৌকাকে সংলগ্ন করে আর সেই স্থানেই নৌকাকে স্থির রাখে। সেইরূপ, যোগসাধননিরত ভিক্ষুর পক্ষে লাভ-সৎকার, যশ-প্রশংসা, বন্দনা-পূজা ও গৌরব প্রদর্শনে—এমনকি স্বর্গীয় লাভ-যশেও ভাসিয়া যাওয়া অনুচিত। কেবল জীবন যাপনের উপরেই চিত্তকে স্থির রাখা উচিত। মহারাজ, নোঙ্গরের উহা গ্রহণীয় দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

> "সমুদ্রে নোঙ্গর যথা না ভাসিয়া হয় নিমজ্জিত,
> লাভ-সৎকারে তেমন ভাসিও না হও নিমজ্জিত।"

মাস্তুলের এক গুণ

১৭. ভন্তে নাগসেন, 'মাস্তুলের এক গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই গুণ কী?

মহারাজ, মাস্তুল রজ্জু, চর্মবন্ধ ও শিবল ধারণ করে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর পক্ষে সর্বদা স্মৃতিমান ও জ্ঞান-সমন্বিত থাকা উচিত—চলিতে, ফিরিতে, আলোকনে, বিলোকনে, সংকোচনে, প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র ও চীবর ধারণ করিবার সময়, ভোজন করিতে, পান করিতে, খাদ্য গ্রহণ করিতে, আস্বাদন করিতে, পায়খানা ও প্রস্রাবকর্মে, চলনে, দাঁড়ানে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণেও মৌনভাবে সর্বদা সচেতন থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা মাস্তুলের এক গ্রহণীয় গুণ। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবানও ইহা ভাষণ করিয়াছেন :

"ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে স্মৃতিমান ও জ্ঞানবান হইয়া অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ।"

কর্ণধারের তিন গুণ

১৮. ভন্তে নাগসেন, কাণ্ডারীর তিন গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, সেই তিন গুণ কী?

মহারাজ, কাণ্ডারী দিবা-রাত্রি সদা সর্বদা অপ্রমত্তভাবে ও অতি তৎপরতার সহিত নৌকাকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর পক্ষে চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ইচ্ছায় দিবা-রাত্রি সদা সর্বদা নিরন্তর অপ্রমত্তভাবে ও বিশেষ তৎপরতার সহিত—জ্ঞানযুক্ত মনঃসংযোগ দ্বারা নিজের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। মহারাজ, কাণ্ডারীর এই গ্রহণীয় প্রথম গুণ। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবানও ধর্মপদে ইহা ভাষণ করিয়াছেন :

"অপ্রমাদে রত থাক স্বীয় চিত্ত রক্ষ সযতনে,
পঙ্কে মগ্ন গজসম পাপ হতে উদ্ধার আপনে।"

মহারাজ, মহাসমুদ্রে কোথায় কল্যাণজনক ও ক্ষতিকর স্থান আছে, সেই সকল বিষয় কাণ্ডারীর সুবিদিত থাকে। সেইরূপ, যোগাসাধনানিরত ভিক্ষুর ইহা জানা উচিত—পাপ কী, পুণ্য কী, সদোষ কী, নির্দোষ কী, হীন কী, উত্তম কী, কৃষ্ণ কী, শুক্ল কী, অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা কী জানা উচিত। মহারাজ, কাণ্ডারীর এই দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, কাণ্ডারী নিজের যন্ত্রে তালা দেয়; কেহ যেন তাহা স্পর্শ

না করে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর স্বীয় চিত্তে সংযমের তালা লাগাইয়া রাখা উচিত—যাহাতে কোনো পাপ, অকুশলবির্তক তাহাতে আসিতে না পারে। মহারাজ, কাণ্ডারীর এই তৃতীয় গ্রহণীয় গুণ। মহারাজ, সংযুক্ত-নিকায়ে দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন :

"ভিক্ষুগণ, তোমরা কামবিতর্ক, ব্যাপাদবিতর্ক ও বিহিংসাবিতর্কের ন্যায় পাপ ও অকুশলবিতর্ক মনে উদয় হইতে দিও না।"

কর্মকারের (মাল্লার) এক গুণ

১৯. ভন্তে নাগসেন, 'মাল্লার এক গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, তাহা কী?

মহারাজ, মাল্লা এইরূপ চিন্তা করে : "আমি বেতন লইয়া এই নৌকায় কাজ করি। এই নৌকা চালাইবার দরুন আমি অন্নবস্ত্র পাইতেছি। সুতরাং আমার পক্ষে আলস্য করা অনুচিত। বরং অপ্রমাদের সহিত এই নৌকা চালিত করা আমার কর্তব্য।" সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর এইরূপ চিন্তা করা উচিত যে, "চারি মহাভূত নির্মিত আমার এই দেহ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় সর্বদা অপ্রমত্ত, উপস্থিত-স্মৃতিমান ও জ্ঞানবান, সমাহিত ও একাগ্র চিত্ত হইয়া—জন্ম-জরা ব্যাধি-মরণ শোক-রোদন দুঃখ-দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণা হইতে আমি মুক্ত হইব। এই ভাবিয়া কখনো প্রমত্ত হওয়া উচিত নহে। মহারাজ, নৌকার মাল্লার গ্রহণীয় এই এক গুণ। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্র বলিয়াছেন :

"আপন দেহের প্রতি করহ মনন,
বারবার জানিবে, ইহা জিনিস কেমন;
দেহের স্বভাব শুধু করি নিরীক্ষণ,
এতে কর দুঃখের সর্বান্ত সাধন।"

সমুদ্রের পাঁচ গুণ

২০. ভন্তে নাগসেন, সমুদ্রের গ্রহণীয় পাঁচ গুণ বলিতেছেন, সেই পাঁচ গুণ কী কী?

মহারাজ, সমুদ্র নিজের মধ্যে কোনো প্রাণীর মৃতদেহকে থাকিতে দেয় না। সেইরূপ যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর নিজের অভ্যন্তরে রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, আত্মদৃষ্টি চাটুতা, স্তাবকতা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, কুটিলতা, বিষমতা, দুশ্চরিত্র ও ক্লেশরূপ মলের সঙ্গে বাস করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা

সমুদ্রের গ্রহণীয় প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, মহাসমুদ্র নিজের বিবিধ মধ্যে মণি, মুক্তা বৈদূর্য, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, স্ফটিকমণি প্রভৃতি বিবিধ রত্ননিচয় ধারণ করে—উহাদিগকে গোপনে রক্ষা করে, বাহিরে নিক্ষেপ করে না। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষু নিজের মধ্যে মার্গ, ফল, ধ্যান, বিমোক্ষ সমাধি সমাপত্তি, বিপশ্যনা ও অভিজ্ঞা প্রভৃতি বিবিধ গুণরত্ন হইয়া তাহা গোপন রাখা উচিত—বাহিরে প্রকট করা উচিত নহে। মহারাজ, ইহা সমুদ্রের গ্রহণীয় দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সমুদ্র বড় বড় জীবদের সঙ্গে থাকে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর পক্ষে স্বল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, মিতভাষী, সদাচারী, পরিশুদ্ধাজীবি, আচরণসম্পন্ন, লজ্জাপরায়ণ, কোমলস্বভাব, গভীর, মাননীয়, বক্তা, ভাষণে সুদক্ষ, উৎসাহদাতা, পাপনিন্দুক, পরোপদেশক, অনুশাসক, পর বিজ্ঞাপক, সৎপথ প্রদর্শক, প্রেরণাদাতা, উৎসাহবর্ধক, হর্ষোৎপাদক ও কল্যাণমিত্র সবব্রহ্মচারীর আশ্রয়ে বাস করা উচিত। মহারাজ, ইহা সমুদ্রের গ্রহণীয় তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, মহাসমুদ্র নব সলিলসম্পন্ন—গঙ্গা, যুমনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী আদি শতসহস্র নদী হইতে আগত জলধারা এবং আকাশের মেঘধারায় পরিপূর্ণ হইলেও নিজের বেলাভূমি কখনো লঙ্ঘন করে না। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষু লাভ, সৎকার, প্রশংসা, বন্দনা, সম্মান ও পূজা প্রভৃতির দরুন কিংবা জীবন রক্ষার নিমিত্ত জ্ঞাতসারে শিক্ষাপদসমূহ লঙ্ঘন করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা মহাসমুদ্রের গ্রহণীয় চতুর্থ গুণ। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবানও ইহা ভাষণ করিয়াছেন :

"মহারাজ, মহাসমুদ্র যেমন স্থির স্বভাবের হয়, নিজের সীমা কখনো লঙ্ঘন করে না, সেইরূপ, আমার শিষ্যগণের জন্য যেই সকল শিক্ষাপদ আমা কর্তৃক নির্ধারিত করা হইয়াছে, তাহারা বাঁচিবার নিমিত্তও কখনো তাহা লঙ্ঘন করে না।"

মহারাজ, পুনরায়, মহাসমুদ্র গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী প্রভৃতি সমস্ত নদীর প্রবাহিত জলধারা এবং আকাশ হইতে বর্ষিত জলধারা দ্বারাও পরিপূর্ণ হয় না। সেইরূপ যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর কখনো শিক্ষার, ধর্মীয় আলোচনায়, উপদেশ শ্রবণে, উহাকে ধারণ করায়, উহার পরীক্ষায়, অভিধর্ম, বিনয় ও সূত্রের গভীর বিষয় অধ্যয়নে, বিগ্রহ বাক্যবিন্যাস, পদসন্ধি, পদবিভক্তি ও নব অঙ্গযুক্ত উত্তম বুদ্ধ বাণী শ্রবণের সময়ও পরিতৃপ্ত হওয়া—যথেষ্ট মনে করা উচিত নহে। মহারাজ, ইহা সমুদ্রের গ্রহণীয় পঞ্চম গুণ।

মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান ইহা সুতসোম জাতকে ভাষণ করিয়াছেন :

“অগ্নিসম তৃণকাষ্ঠ করিতে দাহন,
তৃপ্ত নহে নদীজলে সাগর কখন;
ওহে রাজশ্রেষ্ঠ, তথা সুপণ্ডিতগণ,
সুভাষিত শুনে কভু তৃপ্ত নাহি হন।”

সমুদ্র বর্গ সমাপ্ত

পৃথিবী বর্গ

পৃথিবীর পাঁচ গুণ

২১. ভন্তে নাগসেন, পৃথিবীর পাঁচ গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, সেই গ্রহণীয় পাঁচ গুণ কী কী?

মহারাজ, পৃথিবী যেমন ইষ্ট বা অনিষ্ট, কার্পুর, অগুরু, টগর, চন্দন, কুম্‌কুম্ আদি নিক্ষেপ করিলে কিংবা পিত্ত, কফ, পূঁজ, রক্ত, ঘর্ম, মেদ, থুথু, শিকনি, লালা, মূত্র, বিষ্ঠা আদি নিক্ষেপ করিলেও একই সমান থাকে, সেইরূপ যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর ইষ্ট-অনিষ্ট, লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ সর্ববিষয়ে সমান থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা পৃথিবীর প্রথম গ্রহণীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, পৃথিবী কোনো সাজসজ্জা করে না। নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে সুশোভিত থাকে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর পক্ষে প্রসাধনহীন হইয়া নিজের শীল গন্ধে সুবাসিত থাকা বাঞ্ছনীয়। মহারাজ, ইহা পৃথিবীর দ্বিতীয় গ্রহণীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, পৃথিবী নিরন্তর অখণ্ড, অছিদ্র, গর্তহীন, গভীর ঘনভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুকে নিরন্তর অখণ্ড, অছিদ্র, গর্তহীন, গভীর ঘন ও বিস্তৃতভাবে শীলবান হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা পৃথিবীর গ্রহণীয় তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, পৃথিবী গ্রাম, নিগম, নগর, জনপদ, বৃক্ষ, পর্বত, নদী, সরোবর, পুষ্করিণী এবং পশু-পক্ষী, মানুষ, নর-নারী সকলকে ধারণ করিলেও কখনো অবসন্ন হয় না। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুও ধর্মোপদেশ করিবার সময়, ধর্মশিক্ষা দানের সময়, ধর্মপ্রকাশের সময়, ধর্ম প্রদর্শনের

সময়, অপরের মধ্যে ধর্মভাব উৎপাদনের সময় এবং ধর্মদেশনাদি করিবার সময় ক্লান্তিহীন হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা পৃথিবীর গ্রহণীয় চতুর্থ গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, পৃথিবী কিছুর প্রতি অনুরাগ ও কিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। সেইরূপ যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর কাহারও প্রতি অনুরাগ এবং কাহারও প্রতি বিরাগযুক্ত হওয়া অনুচিত। তাঁহার চিত্ত পৃথিবীর ন্যায় সাম্য ভাবাপন্ন হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা পৃথিবীর গ্রহণীয় পঞ্চম গুণ। মহারাজ, নিজের ভিক্ষুসংঘকে প্রশংসা করিবার সময় উপাসিকা ছোট সুভদ্রা দ্বারাও ভাষিত হইয়াছে :

"ক্রুদ্ধচিত্তে যদি করে এক বাহু ক্ষুরেতে ছেদন,
হৃষ্টচিত্তে অন্য বাহু করে যদি সুগন্ধ লেপন;
একেতে বিদ্বেষ কিংবা অনুরাগ নাই অপরে কখন,
পৃথিবী সদৃশ চিত্ত তথাবিধ তারা মোদের শ্রমণ।"

(আপের) জলের পাঁচ গুণ

২২. ভন্তে নাগসেন, জলের পাঁচ গুণ অবশ্য গ্রহণীয় বলিতেছেন। সেই পাঁচ গুণ কী কী?

মহারাজ, কোনো আধারে রক্ষিত জল সুস্থির, অচঞ্চল, আলোড়নহীন ও স্বভাবপরিশুদ্ধ থাকে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর প্রতারণা, প্রলাপ, নৈমিত্তিক, প্রেষক কর্ম হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থির, অচঞ্চল, আলোড়নহীন ও স্বভাব পরিশুদ্ধাচারে নিবিষ্ট থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা জলের গ্রহণীয় প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, জল শীতল স্বভাবের হইয়া থাকে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর সকল জীবের প্রতি মমতাশীল, মৈত্রীপরায়ণ, দয়ালু, হিতৈষী ও অনুকম্পাকারী হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা জলের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, জল ময়লা পরিষ্কার করে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষু গ্রামে, অরণ্যে অথবা অন্য যেকোনো স্থানে নিজের উপাধ্যায়, উপধ্যায়স্থানীয়, আচার্য, আচার্যস্থানীয়গণের মধ্যে কোথাও কখনো কোনো বিবাদ না করা উচিত। মহারাজ, জলের ইহা তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, জলকে সকল লোকে প্রত্যাশা করে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুকে অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, নির্জনপ্রিয়, এবং ধ্যান-সাধনায় অভ্যস্ত হইয়া সর্বদা সকল লোকের বাঞ্ছিত হইয়া থাকা উচিত। মহারাজ,

জলের ইহা চতুর্থ গুণ।

মহারাজ, পুনরায় জল কাহারও অহিত করে না। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষু অন্যের সঙ্গে ঝগড়া, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদ করা উচিত নহে। কায়, বাক্য ও চিত্ত দ্বারা ধ্যানের অরতিজনক পাপকর্ম করা অনুচিত। মহারাজ, জলের গ্রহণীয় ইহা পঞ্চম গুণ। মহারাজ, কৃষ্ণ জাতকে দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

“সর্বভূতেশ্বর শক্র! রব দিতে ইচ্ছা যদি তব,
‘চিন্তা, বাক্য কর্ম দ্বারা কভু কারে দুঃখ নাহি দিব’
বর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইহা মোরে করুণ প্রদান।”

(তেজের) অগ্নির পাঁচ গুণ

২৩. ভন্তে নাগসেন, অগ্নির পাঁচগুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, সেই পাঁচ গুণ কী কী?

মহারাজ, অগ্নি তৃণ, কাষ্ঠ, শাখা ও পত্র দগ্ধ করে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর ভিতর ও বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট যে সকল ক্লেশ আছে, সেই সমস্তই জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা উচিত। মহারাজ, ইহা অগ্নির প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, অগ্নি নির্দয় ও নিষ্করুণ হয়। সেইরূপ যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর সর্ববিধ ক্লেশের প্রতি কোনো প্রকার দয়া ও করুণা প্রদর্শন করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা অগ্নির দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, অগ্নি শীত নিবারণ করে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর অন্তরে বীর্যসন্তাপাগ্নি উৎপাদন করিয়া ক্লেশরাশি দূর করা উচিত। মহারাজ, অগ্নির এই তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, অগ্নি কাহারও প্রতি দয়া করে না, আর কাহারও প্রতি দ্বেষ পোষণ করে না; কিন্তু সকলের প্রতি সমানভাবে উষ্ণতা জন্মায়। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর দয়া ও দ্বেষমুক্ত হইয়া অগ্নির ন্যায় তেজস্বী চিত্তে অবস্থান করা উচিত। মহারাজ, ইহা অগ্নির চতুর্থ গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, অগ্নি অন্ধকার দূর করে, এবং আলো বিস্তার করে। সেইরূপ, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর পক্ষে অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত করা উচিত। মহারাজ, ইহা অগ্নির গ্রহণীয় পঞ্চম গুণ। মহারাজ, নিজের পুত্র রাহুলকে শিক্ষা দিবার সময় দেবাতিদেব ভগবান

বলিয়াছে :

"রাহুল, অগ্নির সমান ভাবনার অভ্যাস করো। অগ্নির সমান ভাবনা অভ্যাস করিলে অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হইবে না এবং উৎপন্ন অকুশলধর্ম তোমার চিত্তকে অধিকার করিতে পারিবে না।"

বায়ুর পাঁচ গুণ

২৪. ভন্তে নাগসেন, বায়ুর পাঁচ গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, সেই পাঁচ গুণ কী? মহারাজ, বায়ু যেমন সুপুষ্পিত বন-জঙ্গলের ভিতরে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ যোগসাধনায় রত ভিক্ষুর পক্ষে বিমুক্তির উত্তম প্রস্ফুটিত করিয়া ধ্যানের বিষয়ারণ্যে রমিত হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা বায়ুর প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায় বায়ু মহীরুহ বৃক্ষরাজিকে আলোড়িত করে। সেইরূপ যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর অরণ্যে থাকিয়া সংসারের বস্তুসমূহের অনিত্যতা চিন্তা করিবেন এবং ক্লেশসমূহকে আলোড়িত করিবেন। মহারাজ, ইহা বায়ুর দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায় বায়ু আকাশে বিচরণ করে। সেইরূপ যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর মনকে লোকোত্তর ধর্মসমূহে সঞ্চারিত করা উচিত। মহারাজ, ইহা বায়ুর তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায় বায়ু গন্ধকে প্রবাহিত করে। সেইরূপ যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর উত্তম শীলসৌরভে সুবাসিত হইয়া প্রবাহিত হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা বায়ুর চতুর্থ গুণ।

মহারাজ, পুনরায় বায়ু নিবাসহীন—কোনো এক স্থানে বাস করে না। সেইরূপ যোগসাধনারত ভিক্ষু হইয়া সর্বত্র বিমুক্তভাবে থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা বায়ুর পঞ্চম গুণ। মহারাজ, সুত্তনিপাতে দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন :

"অনুরাগে ভয় জন্মে আলয়েতে রজের উদয়,
অনাসক্ত অনালয় মুনি চিহ্ন এই সমুদয়।"

পর্বতের পাঁচ গুণ

২৫. ভন্তে নাগসেন, পর্বতের পাঁচ গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, সেই পাঁচ গুণ কী কী?

মহারাজ, পর্বত অচল, অকম্পিত এবং স্থির স্বভাবের হয়। সেইরূপ,

যোগসাধনারত ভিক্ষুর সম্মান-অপমান, সৎকার-অসৎকার, প্রতিষ্ঠা-অপ্রতিষ্ঠা, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ, ইষ্ট-অনিষ্ট বিষয়ে সর্বত্র রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম প্রভৃতি আকর্ষণীয় বিষয়ে প্রলুব্ধ হওয়া অনুচিত। দ্বেষ উৎপাদনযোগ্য বিষয়ে দ্বেষ উৎপাদন অনুচিত। উহাতে কখনো কম্পিত ও বিচলিত হওয়া অনুচিত। পর্বতের ন্যায় অচঞ্চল ও স্থির থাকা বাঞ্ছনীয়। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন :

"নিবিড় পর্বত যথা বায়ুচাপে নহে হিল্লোলিত,
তথা নিন্দা-প্রশংসায় পণ্ডিতেরা নহেন কম্পিত।"

মহারাজ, কঠিন পর্বত কাহারও সহিত সংলগ্ন থাকে না—একাকী থাকে। সেইরূপ, যোগ-সাধনারত ভিক্ষুর পক্ষে কঠোর ও অসংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। কাহারও সঙ্গে সংসর্গ করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা পর্বতের দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন :

"গৃহস্থ-সন্ন্যাসী উভয়ে সাথে অসংশ্লিষ্ট জন,
অনাগারিক নিস্পৃহ তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ।"

মহারাজ, পুনরায় পাহাড়ের উপর বীজ অঙ্কুরিত হয় না। সেইরূপ যোগ-সাধনারত ভিক্ষু স্বীয় মানসে ক্লেশরাশি জন্মিতে দেওয়া অনুচিত। মহারাজ, ইহা পর্বতের তৃতীয় গুণ। মহারাজ, স্থবির সুভূতি বলিয়াছেন :

"রাগযুক্ত মম চিত্ত হইতেছে যেইক্ষণ,
নিজের বিচারি একা তাহা করি সুদমন।
অনুরাগ বিষয়েতে যদি তুমি অনুরক্ত হও,
দ্বেষের বিষয়ে দ্বেষ্টা মোহনীয়ে যদি মূঢ় হও,
অরণ্য আবাস হতে তবে তুমি চলে যাও
নির্মল বিশুদ্ধ আর তপস্বীদের এই তপোবন,
করো না বিশুদ্ধি নষ্ট তুমি বন হতে কর পলায়ন।"

মহারাজ, পুনরায়, পর্বত শিখর অতি উচ্চে উঠে। সেইরূপ যোগসাধনারত ভিক্ষুর জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করা উচিত। মহারাজ, ইহা পর্বতের চতুর্থ গুণ। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন :

"অপ্রমাদ দ্বারা যবে জ্ঞানী প্রমাদকে করে বিদূরণ,
প্রজ্ঞার প্রাসাদে উঠে নিজে হয়ে শোকহীন শোকার্ত জন;
পর্বতস্থ ভূমিস্থের মতো ধীর অজ্ঞে করেন দর্শন।"

মহারাজ, পুনরায়, পর্বত কখনো উন্নত ও অবনত হয় না। সেইরূপ, যোগসাধনারত ভিক্ষুর উন্নত ও অবনত হওয়া অনুচিত। মহারাজ, ইহা

পর্বতের পঞ্চম গুণ। মহারাজ, নিজেদের শ্রমণদের প্রশংসা করিতে গিয়া উপাসিকা ছোট সুভদ্রা বলিয়াছেন :

“লাভেতে উন্নত লোক অলাভেতে অবনত হয়,
মোদের শ্রমণ যারা লাভালাভে সমভাবে রয়।”

আকাশের পাঁচ গুণ

২৬. ভন্তে নাগসেন, আকাশের পাঁচ গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, সেই পাঁচ গুণ কী কী?

মহারাজ, আকাশ কোনো প্রকারে ধরা যায় না। সেইরূপ যোগসাধনারত ভিক্ষুর কোনো প্রকারে ক্লেশরাশির দ্বারা পরিচালিত না হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা আকাশের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, আকাশে ঋষি, তপস্বী, দেবতা ও পক্ষীরা বিচরণ করেন। সেইরূপ যোগসাধনারত ভিক্ষুর পক্ষে সংস্কারসমূহের উপর অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মার ভাবে মন সঞ্চারিত করা উচিত। মহারাজ, ইহা আকাশের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, উন্মুক্ত আকাশ সন্ত্রাসের যোগ্য হয়। সেইরূপ যোগসাধনারত ভিক্ষুর সর্ববিধ সংসারে বারবার জন্মের প্রতি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত—সেই বিষয়ে কোনোরূপ স্বাদ গ্রহণ করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা আকাশের তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, আকাশ অনন্ত, অপ্রমাণ ও অপরিমেয় হয়। সেইরূপ যোগসাধনারত ভিক্ষুর অনন্ত শীল ও অপরিমিত জ্ঞান থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা আকাশের চতুর্থ গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, আকাশ কিছুর সহিত সংলগ্ন থাকে না, সংশ্লিষ্ট থাকে না, কিছুর উপর স্থিত থাকে না, এবং কিছুর সহিত জড়িত থাকে না। সেইরূপ, যোগসাধনারত ভিক্ষুর গৃহীকুলে, গণে, লাভে, আবাসে, কোনো বাধায়, প্রত্যয়সমূহে, কিংবা সকল প্রকার ক্লেশে অলগ্ন, অনাসক্ত অপ্রতিষ্ঠিত ও নির্লিপ্তভাবে থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা আকাশের পঞ্চম গুণ।

মহারাজ, নিজের পুত্র রাহুলকে উপদেশ দিবার সময় দেবাতিদেব বুদ্ধ বলিয়াছেন :

“রাহুল, আকাশ যেমন কোথাও প্রতিষ্ঠিত নহে, সেইরূপ তুমি আকাশসম ভাবনা অভ্যাস করো। আকাশসম ভাবনার অনুশীলন করিলে উপস্থিত ইষ্ট ও

অনিষ্ট স্পর্শরাশি তোমার চিত্তকে অধিকার করিতে পারিবে না[১]।”

চন্দ্রের পাঁচ গুণ

২৭. ভন্তে নাগসেন, চন্দ্রের পাঁচ গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন! সেই পাঁচ গুণ কী কী?

মহারাজ, চন্দ্র শুক্লপক্ষে উদিত হইয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। সেইরূপ, যোগসাধনারত ভিক্ষুর আচরণ, শীল, গুণ, ব্রতপরায়ণতা, ধর্মগ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধিগম, ধ্যানানুশীলন, স্মৃতি-উপস্থান, ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা এবং জাগরণে তৎপরতায় উত্তরোত্তর বর্ধিত হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা চন্দ্রের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, চন্দ্র উদার অধিপতি হয়। সেইরূপ, যোগসাধনারত ভিক্ষুর আপন ইচ্ছাশক্তির প্রবল অধিপতি হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা চন্দ্রের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, চন্দ্র রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে। সেইরূপ, যোগসাধনারত ভিক্ষুর নির্জনবাসী হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা চন্দ্রের তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, চন্দ্র বিমানের কেতু হয়। সেইরূপ যোগসাধনারত ভিক্ষু শীলের কেতু হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহারাজ, ইহা চন্দ্রের চতুর্থ গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, চন্দ্র অযাচিত ও প্রার্থিত হইয়া উদিত হয়। সেইরূপ, যোগসাধনারত ভিক্ষুর অযাচিত ও প্রার্থিতভাবে গৃহীকুলে উপনীত হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা চন্দ্রের পঞ্চম গুণ। সংযুক্তনিকায়ে দেবাতিদেব বুদ্ধ বলিয়াছেন :

“ভিক্ষুগণ, নিত্য নবরূপে দেহ-মন করি সঙ্কোচন,
শিষ্টভাবে চন্দ্রতুল্য গৃহী ঘরে কর গমনাগমন।”

সূর্যের সাত গুণ

২৮. ভন্তে নাগসেন, সূর্যের সাত প্রকার গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, সেই সাত প্রকার গুণ কী কী?

মহারাজ, সূর্য সমস্ত জল শোষণ করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর

---

[১]। মধ্যমনিকায় - ৪২৪পৃ.।

যাবতীয় ক্লেশ নিঃশেষ শোষণ করা উচিত। মহারাজ, ইহা সূর্যের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সূর্য ঘোরান্ধকার বিদূরিত করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীকে রাগ-দ্বেষ, মোহ, মান, আত্মদৃষ্টি, ক্লেশ এবং সর্ববিধ দুশ্চরিতরূপ অন্ধকারকে বিদূরিত করিতে হইবে। মহারাজ, ইহা সূর্যের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সূর্য অনুক্ষণ চলিতে থাকে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর সদা সর্বদা জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ রাখা উচিত। মহারাজ, ইহা সূর্যের তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সূর্য অংশুমালী হয়। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর ধ্যান-সাধনার মালা পরিহিত থাকা বাঞ্ছনীয়। মহারাজ, ইহা সূর্যের চতুর্থ গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সূর্য সংসারের সকল প্রাণীকে সন্তপ্ত করিয়া বিচরণ করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী আচার, শীল, গুণ, ব্রতপরায়ণতা, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ, স্মৃতি-উপস্থান, সম্যক প্রধান ও ঋদ্ধিপাদের দ্বারা দেবতা ও মনুষ্যদের সহিত সারা সংসারকে সন্তপ্ত করা উচিত। মহারাজ, ইহা সূর্যের পঞ্চম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সূর্য সর্বদা রাহুর ভয়ে ভীত হইয়া চলে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর নিজের দুষ্কর্মের মন্দফল, নরক আর ক্লেশের ঘনীভূত ঝাড়পূর্ণ দুরাচার ও দুর্গতির গহন জঙ্গলে, আত্মদৃষ্টির সংঘাতে আবদ্ধ, কুপথে ধাবিত এবং কু-মার্গ চালিত জীবগণকে দেখিয়া নিজের মনে সতত সংবেগ উৎপাদন করা উচিত, সর্বদা ভীত থাকা বাঞ্ছনীয়। মহারাজ, ইহা সূর্যের ষষ্ঠ গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সূর্য (নিজের আলোতে) ভালো-মন্দ প্রদর্শন করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর দ্বারা ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ, স্মৃতি-উপস্থান, সম্যকপ্রধান, ঋদ্ধিপাদ, লৌকিক ও লোকোত্তর ধর্মসমূহ প্রদর্শিত হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা সূর্যের সপ্তম গুণ। মহারাজ, স্থবির বঙ্গীশও ইহা বলিয়াছেন :

"উদিত অরুণ যথা বিশ্ববাসী প্রাণীগণে,
শুভাশুভ ভালো-মন্দ দৃশ্য করে প্রদর্শন;
তথা ভিক্ষু ধর্মধর মোহাচ্ছন্ন জনগণে।
আদিত্যের মতো নানা পথ করে প্রদর্শন।"

ইন্দ্রের তিন গুণ

২৯. ভন্তে নাগসেন, ইন্দ্রের তিন গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, সেই তিনগুণ কী কী?

মহারাজ, ইন্দ্র অত্যন্ত সুখভোগ করেন। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর একান্ত সুখে রত থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা ইন্দ্রের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, ইন্দ্র দেবতাদিগকে দেখিয়া অনুগ্রহ করেন, হাসি উৎপাদন করেন। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর মনকে পুণ্যকর্মে উদ্যমশীল, অতন্দ্র ও শান্ত রাখা উচিত; হর্ষোৎপাদন, উত্থান, অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা কর্তব্য। মহারাজ, ইহা ইন্দ্রের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, ইন্দ্রের অসন্তোষ (অরুচি) উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর শূন্যাগারে অসন্তোষ উৎপাদন করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা ইন্দ্রের তৃতীয় গুণ। মহারাজ, স্থবির সুভূতি বলিয়াছেন :

"হে বুদ্ধ, যেদিন হতে তব ধর্মে হয়েছি দীক্ষিত,
জানি না হৃদয়ে কভূ কামভাব হয়েছে উদিত।"

চক্রবর্তী রাজার চারি গুণ

৩০. ভন্তে নাগসেন, চক্রবর্তী রাজা চারি গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, সেই চারি গুণ কী কী?

মহারাজ, চক্রবর্তী রাজা চারি প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য দ্বারা নিজের প্রজাগণকে সাহায্য করেন। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী দ্বারা চতুর্বিধ (ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা) পরিষদের মনকে সাহায্য, অনুগ্রহ হর্ষ উৎপাদন করা উচিত। মহারাজ, ইহা চক্রবর্তী রাজার প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায় চক্রবর্তী রাজার রাজ্যে চোর দস্যুরা থাকিতে পারে না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর মনে কাম, রাগ, দ্বেষ ও হিংসার বিতর্ক উৎপন্ন হইতে দেওয়া অনুচিত।

মহারাজ, ইহা চক্রবর্তী রাজার দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবানও ইহা বলিয়াছেন :

"বিতর্কের উপশমে যিনি সতত নিরত,
স্মৃতিমান হয়ে সদা অশুভ-ভাবনা রত,
নিঃশেষ করেন তিনি মারের বন্ধন,
তিনিই করেন উহা নিশ্চয় ছেদন।"

মহারাজ, পুনরায়, চক্রবর্তী রাজা ভালো-মন্দ যাচাই করিবার জন্য প্রতিদিন আসমুদ্র মহাপৃথিবীর উপর পরিভ্রমণ করেন। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর দৈহিক কর্ম বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম প্রতিদিন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত যে, 'অদ্যকার দিনে এই তিন প্রকার নির্দোষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে কি না।' মহারাজ, ইহা চক্রবর্তী রাজার তৃতীয় গুণ। মহারাজ, অঙ্গুত্তরনিকায়ে দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন :

"দিবারাত্রি কী প্রকারে হয় মম অতিক্রম,
প্রব্রজিত নিরন্তর করে তাহা নিরীক্ষণ।"

মহারাজ, পুনরায়, চক্রবর্তী রাজার রাজ্যে ভিতর ও বাহির কঠোরভাবে রক্ষার সুব্যবস্থা থাকে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর অন্তর ও বাহিরের ক্লেশরাশি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সতত স্মৃতির প্রহরী রাখিতে হইবে। মহারাজ, ইহা চক্রবর্তী রাজার চতুর্থ গুণ। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবান ভাষণ করিয়াছেন :

"ভিক্ষুগণ,

আর্যশ্রাবকের স্মৃতি হয় দাড়োয়ান,
অকুশল ত্যাগ করে কুশল বাড়ান।
সদোষ করেন ত্যাগ নির্দোষ গঠন,
নিজেকে বিশুদ্ধ রাখে তারা অনুক্ষণ।"

পৃথিবী বর্গ সমাপ্ত

উপচিকা বর্গ

উঁইপোকার এক গুণ

৩১. ভন্তে নাগসেন, উঁইপোকার এক গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, তাহা কী?

মহারাজ, উঁইপোকা উপরে আবৃত্ত করে, তাহাতে নিজেকে গোপনে রাখিয়া খাদ্যের জন্য বিচরণ করে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর শীল-সংযম দ্বারা নিজের মনকে আবৃত ও সংযত করিয়া ভিক্ষার্থ গমন করা উচিত।

মহারাজ, শীল-সংযমরূপ আবরণের দ্বারাই সাধনানিরত যোগী সর্ববিধ ভয় অতিক্রম করিতে পারেন। মহারাজ, ইহা উঁইপোকার গ্রহণীয় এক গুণ।

মহারাজ, বঙ্গান্তপুত্র স্থবির উপসেনও ইহা বলিয়াছেন :

"শীল-সংবরে যোগী স্বীয় চিত্ত করি আবরণ,
সংসারে নির্লিপ্ত থেকে ভয় হতে মুক্ত হন।"

বিড়ালের দুই গুণ

৩২. ভন্তে নাগসেন, বিড়ালের দুই গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, সেই দুই গুণ কী কী?

মহারাজ, বিড়াল গুহা, গর্ত ও হর্ম্যের ভিতরে থাকিলেও সর্বদা ইদুরেরই খোঁজ করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীরও গ্রাম, অরণ্য, বৃক্ষের মূল অথবা শূন্যগারে—যেকোনো স্থানে বাস করিবার সময়—সদা সর্বদা নিরন্তর অপ্রমত্তভাবে কায়গত স্মৃতিরূপ ভোজনেরই অন্বেষণ করা উচিত। মহারাজ, বিড়ালের গ্রহণীয় প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, বিড়াল নিজের আশেপাশেই শিকারের সন্ধান করে—দূরে নহে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর নিজের এই পাঁচ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে যেকোনোটির উদয়-বিলয় স্বভাব অনুধাবনে নিবিষ্ট থাকা উচিত। (১) ইহা রূপস্কন্ধ, ইহা রূপের সমুদয় বা উৎপত্তির কারণ এবং ইহা রূপের বিলয় বা অন্তর্ধান। (২) ইহা বেদনা বা অনুভূতি, ইহা বেদনার সমুদয়, ইহা বেদনার অন্তর্ধান। (৩) ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞার সমুদয়, ইহা সংজ্ঞার অন্তর্ধান। (৪) ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের সমুদয়, ইহা সংস্কারের অন্তর্ধান। (৫) আর ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের সমুদয়, ইহা বিজ্ঞানের অন্তর্ধান। মহারাজ, বিড়ালের এই দ্বিতীয় গুণ গ্রহণীয়। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"ইহা হতে দূরদর্শী হও না কখন,
দূরের ভবাগ্র তব কি করে সাধন?
বর্তমানকালে আর প্রতি ব্যবহারে,
সন্ধান মিলিবে তত্ত্ব স্বীয় কলেবরে।"

মুষিকের এক গুণ

৩৩. ভন্তে নাগসেন, মূষিকের এক গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, তাহা কী?

মহারাজ, মূষিক এদিক সেদিক ধাবিত হয়, তাহারা কেবল আহার সন্ধানী হইয়াই ভ্রমণ করে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগী এদিক সেদিক বিচরণের

সময় জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশকে শীর্ষস্থানে রাখা উচিত। মহারাজ, ইহা শিক্ষণীয় মূষিকের এক গুণ। মহারাজ, বঙ্গান্তপুত্র স্থবির উপসেনও বলিয়াছেন :

"ধর্মকে করিয়া লক্ষ যোগী করে অবস্থান,
উদ্যোগী প্রশান্তভাবে রহে সদা স্মৃতিমান।"

বৃশ্চিকের এক গুণ

৩৪. ভন্তে নাগসেন, বৃশ্চিকের এক গুণ শিক্ষণীয় বলিতেছেন, তাহা কী?

মহারাজ, বৃশ্চিকের লেজই উহার অস্ত্র; সুতরাং সে লেজ উঠাইয়া চলে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর প্রজ্ঞাস্ত্র-সমন্বিত থাকা ও প্রজ্ঞাকে উপরে উঠাইয়া অবস্থান করা উচিত। মহারাজ, ইহা বৃশ্চিকের শিক্ষণীয় এক গুণ। মহারাজ, বঙ্গান্তপুত্র স্থবির উপসেনও বলিয়াছেন :

"প্রজ্ঞা-অস্ত্র উচ্চে ধরে বৃশ্চিক করে বিহরণ,
অজেয় তিনিই ভবে যিনি সর্বভয়মুক্ত হন।"

নকুলের এক গুণ

৩৫. ভন্তে নাগসেন, নকুলের এক গুণ শিক্ষণীয় বলিতেছেন, তাহা কী?

মহারাজ, নকুল সর্প-সমীপে যাইবার পূর্বে ছাল-মূল-ভৈষজ্য দ্বারা নিজের দেহকে অনুলিপ্ত করে, তৎপর সর্প ধরিতে যায়। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে ক্রোধ, বৈরবহুল, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ ও বিরোধ অভিভূত জনগণের নিকট যাইবার সময় মৈত্রীরূপ ভৈষজ্য দ্বারা নিজের চিত্তকে অনুলিপ্ত করা উচিত। মহারাজ, ইহা নকুল হইতে শিক্ষণীয় গুণ। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

"সেইহেতু নিজ আর অপর সকলে,
মৈত্রী ভাবে করিবে লেপন;
প্রসারিবে মৈত্রীচিত্ত অসীম জগতে,
বুদ্ধদের ইহানুশাসন।"

জরশৃগালের দুই গুণ

৩৬. ভন্তে নাগসেন, জরশৃগালের দুই গুণ শিক্ষণীয় বলিতেছেন, সেই দুই

গুণ কী কী?

মহারাজ, জরশৃগাল খাদ্য লাভ করিলে তাহা ঘৃণিত মনে না করিয়া ইচ্ছামত ভোজন করে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগী খাদ্য লাভ করিলে ঘৃণাহীন চিত্তে শরীর ধারণের উপযুক্ত পরিমাণে তাহা ভোজন করিবেন। মহারাজ, জরশৃগালের এই প্রথম গুণ শিক্ষণীয়। মহারাজ, স্থবির মহাকাশ্যপও বলিয়াছেন :

"নিজের আশ্রম হতে হইয়া বাহির
ভিক্ষার্থ গ্রামেতে আমি করিনু গমন;
ভোজনে নিরত এক কুষ্ঠীর সমীপে,
ক্রমান্বয়ে পৌঁছি আমি ভিক্ষার দরুন।
গলিত হাতেতে ধরি একমুষ্টি ভাত,
দিল সে আমাকে উহা অতি সন্তর্পণে;
ভাত দিতে তার এক আঙ্গুল খসিল,
মম ভিক্ষাপাত্রে তাহা আসিয়া পড়িল।
দেবালের পাশে বসি আমি সেই খাদ্য,
তৃপ্তিতে ভোজন করি অতি সমাদরে;
খাইবার সময় কিংবা খাইবার পরে,
কোনো ঘৃণা জন্মে নাই আমার অন্তরে।"

মহারাজ, পুনরায়, জরশৃগাল খাদ্য লাভ করিয়া উহা রুক্ষ কি সুস্বাদু তাহার বিচার করে না। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর ভোজন লাভ করিয়া তাহা 'রুক্ষ কিংবা সুস্বাদু, সরস কিংবা রসহীন' এই বিচার করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা জরশৃগালের দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, বঙ্গান্তপুত্র স্থবির উপসেনও বলিয়াছেন :

"রুক্ষ ভোজনেও তৃপ্ত রহিবে—আর বেশিরসে হওয়া তৃষিত,
রসেতে আসক্ত জনের চিত্ত—সমাধিতে কভু হয় না রমিত;
ইতর-বিশেষে পরিতৃপ্ত জন—শ্রমণের ব্রত করিছে পুরণ[১]।"

মৃগের তিন গুণ

৩৭. ভন্তে নাগসেন, মৃগের তিন গুণ শিক্ষণীয় বলিতেছেন, সেই তিন গুণ

---

[১]। থেরগাথা ৫৮০।

কী কী?

মহারাজ, হরিণ সারাদিন অরণ্যে বিচরণ করে, আর রাত্রিতে খোলা স্থানে শয়ন করে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগী দিনের বেলায় অরণ্যে বাস করিবেন আর রাত্রিতে খোলা স্থানে বিচরণ করিবেন। মহারাজ, ইহা হরিণের শিক্ষণীয় প্রথম গুণ। মহারাজ, লোমহর্ষণ পর্যায়ে দেবাতিদেব ভগবানও ভাষণ করিয়াছেন :

"হে সারিপুত্র, সেই শীত-ঋতুর সুশীতল রাত্রিতে অন্তরাষ্ট্রক হিমপাত সময়ে, তথাবিধ ঠাণ্ডা রজনীতে গভীর রাত্রে আমি খোলা স্থানে বাস করি, দিনের বেলায় ঘোর জঙ্গলে বাস করি। গ্রীষ্মঋতুর শেষ মসে প্রখর গরমের সময় দিনের বেলায় খোলা মাঠে এবং রাত্রি বেলায় গভীর অরণ্যে বাস করি[১]।"

মহারাজ, পুনরায় হরিণ শর কিংবা শেলের সম্মুখীন হইলে দেহ সঞ্চালন করিয়া উহাকে পরিহার করে, নিজে পলায়ন করে আর তাহা দেহে লাগিতে দেয় না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর চিত্তে ক্লেশরাশি উৎপন্ন হইতেই উহাদিগকে পরিহার করা উচিত, পলায়ন করা উচিত, আর চিত্তে আসিতে না দেওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা হরিণের শিক্ষণীয় দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায় হরিণ মানুষদিগকে দেখিয়া এদিক সেদিক পলাইয়া যায় যে, 'তাহারা যেন আমাকে না দেখে'। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর পক্ষে ঝগড়া, কলহ, বিবাদ, ও বিরোধপরায়ণ দুঃশীলদিগকে আর অলস ও জন-সঙ্গপ্রিয় লোকদিগকে দেখিয়া যেকোনো উপায়ে পলায়ন করা উচিত যে, 'তাহারা যেন আমাকে না দেখে আর আমিও যেন তাহাদিগকে না দেখি।' মহারাজ, ইহা হরিণের তৃতীয় গুণ। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

"পাপেচ্ছু অলস আর হীনবীর্যগণ,
জ্ঞানহীন দুরাচারী কোথাও কখন;
তাদের সঙ্গেতে মম না হোক মিলন।"

গরুর চারি গুণ

৩৮. ভন্তে নাগসেন, 'গরুর চারি গুণ শিক্ষণীয়' বলিতেছেন, সেই চারি

---

[১]। মধ্যমনিকায় 'লোমহর্ষণ পর্যায়' সূত্র দেখুন।

গুণ কী কী?

মহারাজ, গরু নিজের ঘর ত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া যায় না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর কখনো নিজের দেহকে ত্যাগ করা অনুচিত—কেননা, এই দেহ অনিত্য-উৎসাদন, পরিমর্দন, ভেদন, বিকীরণ, ও বিধ্বংসন-স্বভাব। মহারাজ, গরুর ইহা প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায় গরু যখন গাড়িতে সংযোজিত হয় তখন সুখে কিংবা দুঃখে উহা বহন করিতেই থাকে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগী যিনি একবার প্রব্রজ্যাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তখন সুখে কিংবা দুঃখে যেকোনো প্রকারে তাঁহার জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রাণপণে ব্রহ্মচর্য পালন করা বিধেয়। মহারাজ, ইহা গরুর দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায় গরু আঘ্রাণ লইয়া ইচ্ছানুসারে জলপান করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর আচার্য ও উপাধ্যায়ের উপদেশ আদর, যত্ন, প্রসন্নতা ও মনোযোগ-সহকারে আঘ্রাণ করিতে করিতে গ্রহণ করা উচিত। মহারাজ, ইহা গরুর তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায় গরু যে কাহারও দ্বারা গাড়িতে যুক্ত হইলে উহা বহন করে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর পক্ষে স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুদের এবং গৃহী-উপাসকদের মধ্যে যেকোনো জনের উপদেশ ও অনুশাসন নতশিরে স্বীকার করা উচিত। মহারাজ, ইহা গরুর চতুর্থ গুণ। মহারাজ, ধর্ম সেনাপতি স্থবির সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

> "অদ্যই প্রব্রজ্যালাভী সপ্ত বর্ষীয় শ্রমণ,
> মোরে যদি শিক্ষা দেয় নতশিরে করিব ধারণ।
> তীব্র ইচ্ছা আর শ্রদ্ধা দেখি তাকে নিবেদিব,
> সসম্মানে গুরুপদে বারবার তাহাকে বরিব।"

বরাহের দুই গুণ

৩৯. ভন্তে নাগসেন, 'বরাহের দুই গুণ শিক্ষণীয়' বলিতেছেন, সেই দুই গুণ কী কী?

মহারাজ, বরাহ গ্রীষ্মের সময়ে তীব্র গরম পড়িলে জলে ডুবিয়া থাকে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর চিত্ত দ্বেষের দ্বারা আলোড়িত, স্খলিত, বিভ্রান্ত ও সন্তপ্ত হইলে সুশীতল অমৃতস্বরূপ মৈত্রীভাবনায় নিবিষ্ট থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা বরাহের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায় বরাহ কাদা-জলে নাসিকা দ্বারা মাটি খনন করিয়া দ্রোণি রচনা করে ও তাহাতে শয়ন করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর মন দেহেতে নিবিষ্ট রাখিয়া যেকোনো আলম্বন লইয়া শয়ন করা উচিত। মহারাজ, ইহা বরাহের দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, স্থবির পিণ্ডোল ভারদ্বাজও বলিয়াছেন :

"দেহের স্বভাব দেখে বির্দশক করিয়া চিন্তন,
নিভৃতে নিবিষ্টভাবে আলম্বনে থাকে নিগমন।"

হস্তীর পাঁচ গুণ

৪০. ভন্তে নাগসেন, 'হস্তীর পাঁচ গুণ শিক্ষণীয়' বলিতেছেন, সেই পাঁচ গুণ কী কী?

মহারাজ, হস্তী স্বভাবত চলিবার সময় পৃথিবীকে প্রদলিত করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর কায়গতাস্মৃতি-ভাবনায় দেহকে বিশ্লেষণ করিতে করিতেই সমস্ত ক্লেশকে প্রদলিত করিতে হইবে। মহারাজ, ইহা হস্তীর প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায় হস্তী সারা শরীরেই অবলোকন করে, সোজা-সোজিই দেখে, দিকবিদিকে বিলোকন করে না। সেইরূপ, সধনানিরত যোগী সমস্ত দেহেই অবলোকন করিবেন, দিকবিদিকে বিলোকন করিবেন না, ঊর্ধ্ব ও অধোদিকে দেখিবেন না। কেবল চারি হাত পরিমাণ সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন। মহারাজ, ইহা হস্তীর দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায় জঙ্গলী হস্তী নিজের বাসের জন্য কোনো স্থান নির্দিষ্ট করে না। খাদ্যান্বেষণে গিয়া বাসের নিমিত্ত পূর্বস্থানে আর ফিরিয়া আসে না। হস্তীর নিত্য বাসস্থান থাকে না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে অনাগারিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিরালয় হইয়া ভিক্ষার নিমিত্ত গমন করা উচিত। যদি মনোরম, অনুকূল ও সুন্দর জায়গায় গৃহ, মণ্ডপ, বৃক্ষমূল, গুহা ও পর্বতের ঢালু স্থান দেখা যায় তবে তাহাতেই বিদর্শকের সাময়িকভাবে বাস করা উচিত। সর্বদা বাসের স্থান নির্ধারণ করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা হস্তীর তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায় হস্তী কুমুদ, উৎপল, পদ্ম, শ্বেতপদ্ম সমাকীর্ণ, শুচি বিমল শীতল জলপূর্ণ সুবৃহৎ পদ্ম সরোবরে অবগাহণ করিয়া আনন্দের সহিত জল-ক্রীড়া করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর শুচি, বিমল, প্রসন্ন, অনাবিল,

ধর্ম-সলিলপূর্ণ এবং বিমুক্তি কুসুম সমাকীর্ণ মহাস্মৃতি-উপস্থান রূপ পুষ্করিণীতে অবগাহণ করিয়া জ্ঞানের দ্বারা সংস্কারসমূহকে ধুনিত, বিধুনিত করা উচিত—যোগীদের এইরূপ সাধনা-ক্রীড়া করা উচিত। মহারাজ, ইহা হস্তীর চতুর্থ গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, হস্তী সতর্কতার সহিত পাদ উত্তোলন করে, সতর্কতার সহিত পাদ নিক্ষেপ করে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর সতর্কতার সহিত ও জ্ঞাতসারে পাদ উত্তোলন করা কর্তব্য, সন্তর্পণে পাদ নিক্ষেপ করা কর্তব্য, অভিগমন-প্রতিগমনে, সংকোচন-প্রসারণে, সর্বত্র সতর্কভাবে ও সজ্ঞানে থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা হস্তীর পঞ্চম গুণ। মহারাজ, সংযুক্ত-নিকায়ে দেবাতিদেব ভগবান ভাষণ করিয়াছেন :

"দেহের সংযম প্রশংসনীয়, বাক্যের সংযম প্রশংসনীয়,
মনের সংযম প্রশংসনীয়, সর্ব বিষয়ে সংযম প্রশংসনীয়;
সর্বথা সংযত ভিক্ষু লজ্জী ও রক্ষিত নামে অভিহিত হয়।"

উপচিকা বর্গ সমাপ্ত

সিংহ বর্গ

সিংহের সাত গুণ

৪১. ভন্তে নাগসেন, 'সিংহের সাত গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই সাত গুণ কী কী?

মহারাজ, সিংহ শুভ্র, বিমল, পরিশুদ্ধ সমুজ্জ্বল থাকে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর শুভ্র, বিমল, পরিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল চিত্তে পশ্চাদ্‌তাপ হীন হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা সিংহের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সিংহ চারি পদের উপর অতি বিক্রমে চলে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর চারি ঋদ্ধিপাদ চরণে চলা উচিত। মহারাজ, ইহা সিংহের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সিংহ, অভিরূপ, উজ্জ্বল কেশরসম্পন্ন। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীকে অভিরূপ, সমুজ্জ্বল শীলকেশর যুক্ত থাকিতে হইবে। মহারাজ, ইহা সিংহের তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সিংহ প্রাণান্তেও কাহারও সম্মুখে অবনমিত হয় না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর চীবর, আহার্য, শয়নাসন ওষুধ-পথ্য প্রভৃতি

উপকরণের নিমিত্ত কাহারও প্রতি নত হওয়া অনুচিত। মহারাজ, ইহা সিংহের চতুর্থ গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সিংহ ক্রমান্বয়ে ভক্ষণশীল, যেই স্থানে শিকার পতিত হয়, সেই স্থানেই প্রয়োজনমত উহা ভক্ষণ করে, ভালো মাংসের সন্ধান করে না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর কোনো ঘর বাদ না দিয়া ক্রমান্বয়ে (সপদান) ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা উচিত, কুল বাছাই করা অনুচিত—পূর্বগৃহ বাদ দিয়া পরবর্তী গৃহে উপনীত হইবেন না। কোনো প্রকার খাদ্য বিচার করা অনুচিত। যেই স্থানে খাদ্য লাভ হয় সেই স্থানেই জীবন ধারণের উপযোগী ভোজন করা উচিত। সুস্বাদু খাদ্য অন্বেষণ করিতে নাই। মহারাজ, ইহা সিংহের পঞ্চম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সিংহ খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে না। শিকার একবার ভক্ষণ করিয়া পুনঃ উহার কাছে যায় না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর খাদ্য সঞ্চিত রাখা অনুচিত। মহারাজ, ইহা সিংহের ষষ্ঠ গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সিংহ খাদ্য না পাইলে ত্রাসিত হয় না। খাদ্য পাইলে অলুব্ধ, অমূর্ছিত, অধাবিত ও শান্তভাবে পরিভোগ করে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর পক্ষে ভোজন না পাইলেও ত্রাসিত হওয়া অনুচিত, আর পাইলেও নির্লোভ, নির্মোহিত, অধাবিত ও শান্তভাবে সতর্কতার সহিত ভোজনের প্রতি জ্ঞান রাখিয়া কেবল শরীর ধারণের জন্য—নিঃসরণ অভিপ্রায়ে ভোগ করা উচিত। মহারাজ, ইহা সিংহের সপ্তম গুণ।

মহারাজ, সংযুক্তনিকায়ে স্থবির মহাকাশ্যপকে প্রশংসা করিবার সময় ভগবানও বলিয়াছে :

"ভিক্ষুগণ, এই কাশ্যপ যাহা-তাহা খাদ্যে সন্তুষ্ট থাকে। উহাতে সন্তুষ্ট থাকার প্রশংসা করে। খাদ্যের জন্য অসঙ্গত অন্বেষণ ও দোষ হইতে দেয় না। কোনো খাদ্য না পাইলেও ত্রাস করে না। কোনো খাদ্য লাভ করিয়া লুব্ধ, মূর্ছিত ও ধাবিত হয় না। দোষদর্শী, নিঃসরণ-অভিলাষী ও পরিশুদ্ধ থাকে[১]।"

চক্রবাকের তিন গুণ

৪২. ভন্তে নাগসেন, 'চক্রবাকের তিন গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই তিন গুণ কী কী?

---

[১]। সংযুক্তনিকায় ১৬০-১৩ দেখুন।

মহারাজ, চক্রবাক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের সহচরকে ত্যাগ করে না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ ত্যাগ করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা চক্রবাকের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, চক্রবাক শৈবাল ও জলজ শাকপাত ভোজনে সন্তুষ্ট থাকে। সেই সন্তোষের দরুন উহার বল ও সৌন্দর্যের পরিহানি ঘটে না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর যাহা লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। মহারাজ, যথালাভে সন্তুষ্ট যোগীর শীলের পরিহানি ঘটে না, সমাধির পরিহানি ঘটে না, প্রজ্ঞার পরিহানি ঘটে না, বিমুক্তির পরিহানি ঘটে না, বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনের পরিহানি ঘটে না, আর সর্ববিধ কুশলধর্মের পরিহানি ঘটে না। মহারাজ, ইহা চক্রবাকের গ্রহণীয় দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, চক্রবাক কোনো প্রাণিকে কষ্ট দেয় না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর কোনো প্রাণিকে আঘাত বা হত্যা করা অনুচিত, বরং তাহাকে দয়ালু, লজ্জাশীল ও সমস্ত জীবের প্রতি করুণাপরায়ণ হইতে হইবে। মহারাজ, ইহা চক্রবাকের গ্রহণীয় তৃতীয় গুণ। মহারাজ, চক্রবাক জাতকে দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"প্রাণিহত্যা করে না যে আর হয় না কারণ,
প্রাণীদের কষ্ট দেয় না দেওয়ায় না কখন;
সকল জীবের প্রতি যিনি অহিংসাপরায়ণ,
কাহারও সহিত তার শত্রুতা থাকে না কখন।"

পেণাহিক (ঈর্ষালু) পক্ষীর দুই গুণ

৪৩. ভন্তে নাগসেন, 'পেণাহিক পক্ষীর দুই গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই দুই গুণ কী?

মহারাজ, পেণাহিক পক্ষী স্বীয় পতির প্রতি ঈর্ষাবশত শাবকদিগকে পর্যন্ত পোষণ করে না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর স্বীয় চিত্তে কলুষ উৎপন্ন হইলে উহাকে ঈর্ষা করা উচিত। স্মৃতি-উপস্থাপন দ্বারা উত্তম সংযমের গর্তে উহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া মনোদ্বারে কায়-গত-স্মৃতি অনুশীলন করা উচিত। মহারাজ, ইহা পেণাহিক পক্ষীর প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, পেণাহিক পক্ষী সারা দিন গহন বনে খাদ্যের জন্য বিচরণ করে, সন্ধ্যার সময় নিজের পক্ষীদলে মিশিয়া যায়। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে নিজের অভ্যন্তরীণ সংযোজন সমুচ্ছেদের নিমিত্ত

বিবেক স্থানে একাকী বাস করা উচিত। যদি তাহাতে মন রমিত না হয় তবে অপবাদভয় হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সংঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংঘ-রক্ষিত ভাবে বাস করা উচিত। মহারাজ, ইহা পেণাহিক পক্ষীর দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, সহম্পতি ব্রহ্মা ভগবানের নিকট ইহা বলিয়াছেন :

"স্মৃতিমান,
বন্ধন ছেদন যদি ইচ্ছা তব মনে,
একাবাস করো তবে গভীর কাননে;
তথা যদি প্রীতিলাভ না হয় অন্তরে,
আত্মরক্ষা হেতু থাক সংঘের মাঝারে[১]।"

ঘর কপোতের এক গুণ

৪৪. ভন্তে নাগসেন, ঘর কপোতের এক গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, তাহা কী?

মহারাজ, গৃহপালিত কপোত পর গৃহে বাস করিবার সময় তাহাদের দ্রব্যের প্রতি লালসা উৎপন্ন করে না, উহাদের প্রতি নিরপেক্ষ ও সংজ্ঞা-বহুল হইয়া বাস করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী গৃহী-কুলে গমন করিলেও সেই কুলের নর, নারী, মঞ্চপীঠ, বস্ত্র, অলংকার ও ভোজনাগারে ব্যবহৃত তৈজসপত্র দেখিয়া লালসাবশে মনে কোনো নিদর্শন গ্রহণ করা অনুচিত। উহাদের প্রতি অনাসক্ত ও উদাসীন থাকা উচিত। 'আমি শ্রমণ' এই সংজ্ঞা বা ধারণা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। মহারাজ, ইহা গৃহপালিত কপোতের গ্রহণীয় গুণ। মহারাজ, চূলনারদ জাতকে দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"ভোজন-পানের তরে গৃহী কুলে করিয়া প্রবেশ,
মিতভোজী হও সদা গৃহীদ্রব্যে করো না লালস।"

উলুকের দুই গুণ

৪৫. ভন্তে নাগসেন, উলুকের দুই গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন, সেই দুই গুণ কী?

মহারাজ, উলুক ও কাকের মধ্যে স্বাভাবিক শত্রুতা আছে। উলুক রাত্রিতে কাকের দলে গিয়া বহু কাককে হত্যা করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর

---

[১] থেরগাথা ১৪২।

অবিদ্যার সহিত শত্রুতা করা উচিত। একাকী নির্জনে উপবিষ্ট থাকিয়া অবিদ্যাকে উত্তমরূপে সমুচ্ছেদ করা উচিত, সমূল ছেদন করা উচিত। মহারাজ, ইহাই উলুকের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, উলুক গোপনে চিন্তানিবিষ্ট থাকে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর গোপনে ধ্যানে রমিত হওয়া ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা উলুকের দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, সংযুক্তনিকায়ে দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছে :

"ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু নিভৃতে ধ্যানরত ও ধ্যাননিমগ্ন হইয়া যথাভূতরূপে জানিতে পারে যে, ইহা দুঃখ সত্য, ইহা দুঃখ সমুদয় সত্য, ইহা দুঃখ নিরোধ সত্য ও ইহা নিরোধগামী মার্গ সত্য।"

সারস পক্ষীর এক গুণ

৪৬. ভন্তে নাগসেন, 'সারস পক্ষীর এক গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই এক গুণ কী?

মহারাজ, সারস পক্ষী ভীত হইয়া উচ্চ রবে ভয় ও নির্ভয়ের বিষয় পরকে জানাইয়া দেয়। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে পরকে ধর্মদেশনা করিবার সময়—নরক কত ভয়ঙ্কর আর নির্বাণও কত ক্ষেমঙ্কর তুলনা করিয়া উত্তমরূপে প্রর্দশন করা উচিত। মহারাজ, ইহা সারস পক্ষীর গ্রহণীয় এক গুণ। মহারাজ, স্থবির পিণ্ডোল ভারদ্বাজও বলিয়াছেন :

"নির্বাণ পরম সুখ আর নিরয়ের ভ্রয়ত্রাস,
উভয় তুলনা করে যোগী করিবেন সুপ্রকাশ।"

বাদুড়ের দুই গুণ

৪৭. ভন্তে নাগসেন, 'বাদুড়ের দুই গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই দুই গুণ কী কী?

মহারাজ, বাদুড় গৃহে প্রবেশ ও বিচরণ করিয়া বাহির হয়, তাহাতে আবদ্ধ থাকে না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ করিয়া ক্রমান্বয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা এবং ভিক্ষালাভ করিয়া সত্বর বাহির হইয়া আসা উচিত। তথাকার কিছুতেই জড়িত হওয়া উচিত নহে। মহারাজ, ইহা বাদুড়ের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, বাদুড় পরগৃহে বাস করিবার সময় তাহাদের কোনো

অনিষ্ট করে না। সেইরূপ, সাধনানিরত ভিক্ষুর পক্ষে গৃহীকুলে উপনীত হইয়া পুনঃপুন যাচনায় তাহাদিগকে বিরক্ত না করা উচিত। যাচনা বাহুল্যে কাহাকেও বিরক্ত করা অনুচিত। দৈহিক দোষ বহুলতায়, অধিক ভাষণের দরুন অথবা সুখ-দুঃখের সহভাগিতার দ্বারা গৃহীদের কোনো মূল কাজের পরিহানি না করা বিধেয়। সর্বপ্রকারে গৃহীদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করা উচিত। মহারাজ, ইহা বাদুড়ের গ্রহণীয় দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, দীর্ঘ-নিকায়ের লক্ষণ সূত্রান্তে দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"শ্রদ্ধায় শীলেতে আর শ্রুতি ও বুদ্ধিতে,
ত্যাগে ধর্মে আর বহু সুসাধু কর্মেতে।
ধন-ধান্য ক্ষেত্র আর বাস্তু সমুদয়ে,
দারা-পুত্র আর চতুষ্পদ সম্পদেতে।
আত্মীয়-স্বজন আর বান্ধব সম্পর্কে,
বল ও সৌন্দর্য সুখ ইহ-পরলোক।
যাতে কারো পরিহানি না ঘটে কখন,
পরের সমৃদ্ধি হিত ইচ্ছা করো অনুক্ষণ।"

জলৌকার এক গুণ

৪৮. ভন্তে নাগসেন, 'জলৌকার এক গুণ গ্রহণীয় বলিতেছেন' তাহা কি?

মহারাজ, জলৌকা যেখানে সংলগ্ন হয় সেখানেই দৃঢ়ভাবে থাকিয়া রক্ত পান করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে যে বিষয়ে চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সেই বিষয়ের বর্ণ, আকার, দিক, অবকাশ, পরিচ্ছেদ, চিহ্ন ও নিমিত্ত প্রভৃতিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেই বিষয়ের মাধ্যমেই মনোরম বিমুক্তিরস পান করা উচিত। মহারাজ, ইহা জলৌকার গ্রহণীয় গুণ। মহারাজ, অনিরুদ্ধও বলিয়াছেন :

"পরিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা ধ্যানে হয়ে প্রতিষ্ঠিত,
সেচিত্তে বিমুক্তি রস পান করো অবিরত।"

সর্পের তিন গুণ

৪৯. ভন্তে নাগসেন, 'সর্পের তিন গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই তিন গুণ কী কী?

মহারাজ, সর্প বক্ষের উপর ভর করিয়া গমন করে। সেইরূপ,

সাধনানিরত যোগীকে প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া চলা উচিত। মহারাজ, প্রজ্ঞাসহকারে বিচরণকারী যোগীর চিত্ত ন্যায়পথে বিচরণ করে, প্রতিকূলকে বর্জন করে, আর অনুকূলকে গঠন করে। মহারাজ, ইহা সর্পের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সর্প বিচরণ করিবার সময় লতাপাতা বাদ দিয়া গমন করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে কদাচার বর্জন করিয়া বিচরণ করা উচিত। মহারাজ, ইহা সর্পের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, সর্প মানুষদিগকে দেখিয়া চঞ্চল হয়, ব্যাকুল হয় ও চিন্তিত হয়। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর দৈবাৎ কুচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, তাহাতে অরতি উৎপাদন করিয়া চঞ্চল হওয়া উচিত, ব্যাকুল হওয়া উচিত, আর চিন্তা করা উচিত যে, 'আহা, আমার আজকের দিন প্রমাদে গত হইল! এই দিন আর ফিরিয়া পাইব না!' মহারাজ, ইহা সর্পের তৃতীয় গুণ। মহারাজ, ভল্লাটিয় জাতকে দুই কিন্নর সম্পর্কে ভগবান বলিয়াছেন :

"হে ব্যাধ, অনিচ্ছায় পরস্পরে করিয়া স্মরণ,
বিরহেতে একরাত্রি গত মোদের জীবন;
অনুতাপে সারারাত হই মোরা জর্জরিত,
চিন্তা করি উহা যেন পুনঃ না হয় আগত!"

অজগরের এক গুণ

৫০. ভন্তে নাগসেন, 'অজগরের এক গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই গুণ কী কী?

মহারাজ, অতিবিশালকায় অজগর বহুদিন পর্যন্ত খালি পেটেও দীনভাবে থাকে, পেটভরা আহার পায় না। তথাপি শরীর ধারণের উপযোগী যৎসামান্য অপূর্ণ আহারে যাপন করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর ভিক্ষালব্ধ পরের অন্ন দ্বারা ভরণ-পোষণ নির্বাহকারী, পরের দান প্রত্যাশী এবং নিজে উপার্জনে নিরত ভিক্ষুর সর্বদা পেটভরা আহার লাভ করা সহজ নহে। তথাপি আত্ম-সংযত কুলপুত্রের পক্ষে চারি কিংবা পাঁচ গ্রাস কম খাইয়া অবশিষ্ট খালিপেট জলপানে পূর্ণ করা উচিত। মহারাজ, ইহা অজগরের গ্রহণীয় গুণ। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

"সরস নিরস খাদ্য করিতে ভোজন;
অতিপুর্ণভাবে তাহা খাবে না কখন;
উনোদর মিতাহার স্বাস্থ্যের কারণ,

স্মৃতিমান ভিক্ষু তাতে করেন যাপন।
চারি কিংবা পাঁচ গ্রাস কম খেয়ে কর জলপান,
স্বচ্ছন্দ বাসের তরে ত্যাগী ভিক্ষুর ইহাই প্রমাণ।”
সিংহ বর্গ সমাপ্ত

মাকড়সা বর্গ

পথ মাকড়ের এক গুণ

৫১. ভন্তে নাগসেন, ‘পথ মাকড়ের এক গুণ গ্রহণীয়’ বলিতেছেন, সেই এক গুণ কী?

মহারাজ, পথ-মাকড় রাস্তায় নিজের জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে। যদি কোনো পোকা, মাছি, কিংবা পতঙ্গ সেই জালে আবদ্ধ হয় তখন সে উহাকে ধরিয়া ভক্ষণ করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীকে ছয় দ্বারেতে স্মৃতি উপস্থানরূপ জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। যদি তাহাতে কোনো ক্লেশমক্ষিকা আসিয়া পড়ে, তবে সেই স্থানেই উহাকে ধরিয়া নিঃশেষ করা উচিত। মহারাজ, ইহা পথ-মাকড়ের গ্রহণীয় গুণ। মহারাজ, স্থবির অনুরুদ্ধও বলিয়াছেন :

“ছয় দ্বারে চিত্ত করি নিয়মিত,
শ্রেষ্ঠ ও উত্তম স্মৃতি রাখ জাগরিতে,
যদি তাতে কোনো ক্লেশ হয় উপনীত,
বির্দশক তবে তাহা নাশিবে নিশ্চিত।”

স্তন্যপায়ী শিশুর এক গুণ

৫২. ভন্তে নাগসেন, ‘স্তন্যপায়ী শিশুর এক গুণ গ্রহণীয়’ বলিতেছেন, তাহা কী?

মহারাজ, স্তন্যপায়ী শিশু স্তন্যর জন্য লালায়িত থাকে, তন্নিমিত্ত রোদন করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী সদুদ্দেশ্যে নিবিষ্ট থাকা উচিত। সর্বত্র ধর্মজ্ঞান-সমন্বিত থাকা বিধেয়—শিক্ষা গ্রহণে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসায়, উত্তম আচরণে, বিবেক বাসে, গুরুজনদের সহিত অবস্থানে ও মহাকল্যাণমিত্র সেবনে। মহারাজ, ইহা স্তন্যপায়ী শিশুর গ্রহণীয় গুণ। মহারাজ, দীর্ঘ-

নিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্তে দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"আনন্দ, তোমরা নিশ্চয় সারের জন্য উদ্যোগ করো,
সদর্থে আত্মনিয়োগ করো, সারার্থে অপ্রমত্তভাবে
সদুদ্যমশীল ও আত্মনিবেদিত হইয়া বিহার করো।"

চিত্রধর কচ্ছপের এক গুণ

৫৩. ভন্তে নাগসেন, 'চিত্রধর কূর্মের এক গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, তাহা কী?

মহারাজ, চিত্রধর কূর্ম ভয়ের দরুন জল ছাড়িয়া স্থলে বিচরণ করে। সেই জল ত্যাগের দরুন উহার আয়ুর পরিহানি ঘটে না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে প্রমাদে ভয়দর্শী হওয়া উচিত। সেই ভয়দর্শিতার দরুন তিনি শ্রমণের গুণ হইতে ভ্রষ্ট হন না। নির্বাণের সমীপেই উপনীত হন। মহারাজ, ইহা চিত্রধর কূর্মের গ্রহণীয় গুণ। মহারাজ, ধম্মপদে দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"অপ্রমাদে রত ভিক্ষু প্রমাদেতে ভয় করেন দর্শন,
পতনে অভব্য তিনি নির্বাণ সমীপে উপনীত হন।"

গভীর বনের পাঁচ গুণ

৫৪. ভন্তে নাগসেন, 'গভীর বনের পাঁচ গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই পাঁচ গুণ কী?

মহারাজ, গভীর বন চোর-ডাকাত প্রভৃতি অশুচিজনকে গোপন করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর অন্যের অপরাধ ও স্খলন গোপন রাখা উচিত, প্রকাশ করা বিধেয় নহে। মহারাজ, ইহা গভীর বনের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায় গভীর বন প্রচুর জনবিরল। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী রাগ, দ্বেষ, মোহ, ভ্রান্ত দৃষ্টি ও সর্ববিধ মালিন্য শূন্য থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা গভীর বনের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, গভীর বন নির্জন এবং জনপ্রতিবন্ধক রহিত। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী পাপ, অকুশল ও অনার্য ধর্ম দ্বারা রিক্ত থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা গভীর বনের তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায় গভীর বন শান্ত ও শুদ্ধ থাকে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর শান্ত, পরিশুদ্ধ, নম্র, নিরভিমান ও শঠতা মুক্ত থাকা উচিত।

মহারাজ, ইহা গভীর বনের চতুর্থ গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, গভীর বন মুনি-ঋষি আদি আর্যজনের বাসস্থান। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর আর্যজনের সংসর্গে থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা গভীর বনের পঞ্চম গুণ। মহারাজ, সংযুক্তনিকায়ে দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"নির্জনবিহারী সৎপুরুষগণ,
নিবেদিতপ্রাণ ধ্যানপরায়ণ;
সদা বীর্যবান পণ্ডিত সুজন,
তাদের সঙ্গেতে থাক অনুক্ষণ।"

বৃক্ষের তিন গুণ

৫৫. ভন্তে নাগসেন, 'বৃক্ষের তিন গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই তিন গুণ কী?

মহারাজ, বৃক্ষ পুষ্প ও ফল ধারণ করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর বিমুক্তি-কুসুম ও শ্রামণ্যফল ধারণ করা উচিত। মহারাজ, ইহা বৃক্ষের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, বৃক্ষ নিজের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট জনগণকে ছায়া দান করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর নিজের সমীপে আগত ও উপবিষ্ট জনগণকে আতিথেয় কিংবা ধর্মোপদেশ দ্বারা আপ্যায়িত করা উচিত। মহারাজ, ইহা বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, বৃক্ষ ছায়াদানে বৈষম্য করে না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর সমস্ত জীবনের প্রতি বৈষম্য পরিহার করা উচিত। চোর, বধক ও শত্রুদের প্রতি এবং নিজের প্রতি সমান মৈত্রী-ভাব পোষণ করা উচিত যে, কী প্রকারে এই প্রাণীগণ বৈরীহীন, বিপদহীন ও দুঃখহীন হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে নিজেদের জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে পারে! মহারাজ, ইহা বৃক্ষের তৃতীয় গ্রহণীয় গুণ। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

"হত্যাকারী দেবদত্তে আর ডাকাত অঙ্গুলিমালে,
ধনপালে আর রাহুলে মুনিচিত্ত সর্বত্র সমান।"

মেঘের পাঁচ গুণ

৫৬. ভন্তে নাগসেন, 'মেঘের পাঁচ গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই পাঁচ

গুণ কী কী?

মহারাজ, মেঘ বর্ষণ করিয়া উৎপন্ন ধূলিপতন উপশান্ত করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর মনে উৎপন্ন ক্লেশধূলি পটল উপশমিত করা বিধেয়। মহারাজ, ইহা মেঘের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, মেঘ বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর উষ্ণতা শীতল করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর মৈত্রী-ভাবনা দ্বারা দেবতা ও মনুষ্যসহ এই প্রাণিজগৎকে সুশীতল করা উচিত। মহারাজ, ইহা মেঘের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, মেঘ সর্ববিধ বীজকে অঙ্কুরিত করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর সকল লোকের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া—সেই শ্রদ্ধাবীজ দিব্যসম্পত্তি, মনুষ্যসম্পত্তি ও পরমার্থ নির্বাণসম্পত্তি—এই ত্রিবিধ সম্পত্তির জন্য রোপন করা উচিত। মহারাজ, ইহা মেঘের তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, মেঘ ঋতু অনুযায়ী উত্থিত হইয়া ধরণীতলে উৎপন্ন ঘাস, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ঔষধি ও বনস্পতিসমূহকে রক্ষা করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা শ্রমণব্রত পালন করা উচিত। কারণ যাবতীয় কুশলধর্ম জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশের উপর নির্ভর করে। মহারাজ, ইহা মেঘের চতুর্থ গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, মেঘ প্রবর্ষণের ফলে জলপ্রবাহ দ্বারা নদী, জলাশয়, পুষ্করিণী, কন্দর, গর্ত, সরোবর, কূপ ও জলাধারগুলি পরিপূর্ণ করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী ত্রিপিটক শাস্ত্রের মাধ্যমে ধর্মমেঘ প্রবর্ষণ করিবেন এবং ধর্মাববোধ-কামীদের মন পরিপূর্ণ করিবেন। মহারাজ, ইহা মেঘের পঞ্চম গুণ। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

"বোধিতব্য জন করিয়া দর্শন সহস্র যোজন দূরে।
সেইক্ষণে মুনি উপনীত হয়ে প্রবুদ্ধ করেন তারে।"

মণিরত্নের তিন গুণ

৫৭. ভন্তে নাগসেন, 'মণিরত্নের তিন গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই তিন গুণ কী কী?

মহারাজ, মণিরত্ন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ হয়। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধজীবী হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা মণিরত্নের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, মণিরত্নকে অপর কোনো পদার্থের সঙ্গে মিশানো যায়

না। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পাপ ও পাপিষ্ঠ-মিত্রের সঙ্গে মেলা-মেশা করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা মণিরত্নের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, মণিরত্নকে অন্য মূল্যবান রত্নের সঙ্গে রাখা যায়। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সঙ্গে বসবাস করা উচিত—যাঁহারা আর্যমার্গে উপনীত হইয়াছেন, আর্যফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, শৈক্ষ্যফল-সমন্বিত হইয়াছেন, যাঁহারা স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্বপদে পৌঁছিয়াছেন, আর যাঁহারা ত্রিবিদ্যা, ষড়ভিজ্ঞা অর্জন করিয়াছেন—শ্রমণরূপ সেই মণিরত্নের সঙ্গে বসবাস করা উচিত। মহারাজ, ইহা মণিরত্নের তৃতীয় গুণ। মহারাজ, সুত্তনিপাতে দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"বিশুদ্ধেরা চিন্তাশীল হয়ে সদা,
শুদ্ধদের সাহচর্যে কর অবস্থান;
অতঃপর সম্মিলিত জ্ঞানীগণ,
করিবে স্বকীয় দুঃখান্ত সাধন।"

শিকারীর চারি গুণ

৫৮. ভন্তে নাগসেন, 'শিকারীর চারি গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই চারি গুণ কী কী?

মহারাজ, শিকারী নিদ্রাহীন থাকে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর নিদ্রহীন হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা শিকারীর প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায় শিকারী হরিণদের উপর চিত্ত নিবদ্ধ রাখে সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর ধ্যেয় বিষয়ের প্রতি চিত্ত নিবদ্ধ রাখা উচিত। মহারাজ, ইহা শিকারীর দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, শিকারী নিজের কাজের উচিত সময় জানে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর ধ্যান-নিমগ্ন হইবার সঠিক সময় জানা উচিত যে, "ইহা ধ্যান নিবিষ্ট হইবার কাল, ইহা ধ্যান হইতে উত্থিত হইবার কাল।" মহারাজ, ইহা শিকারীর তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, শিকারী হরিণ দেখিয়া 'ইহাকে ধরিব' এই আশায় আনন্দিত হয়। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী ধ্যানের বিষয়ে অভিরমিত হওয়া উচিত। আর অন্তরে সন্তোষ উৎপাদন করা উচিত যে, 'এই উপায়ে আমি তদুত্তর বিশেষ অবস্থা অধিকার করিব।' মহারাজ, ইহা শিকারীর চতুর্থ

গুণ। মহারাজ, স্থবির মোঘরাজও ইহা বলিয়াছেন :

"আত্মনিবেদিত ভিক্ষু লাভ করে ধ্যানালম্বন,
'পৌঁছিব চরম লক্ষ্যে' এতে আরও আনন্দিত হন।"

বড়শিধারীর দুই গুণ

৫৯. ভন্তে নাগসেন, 'বড়শিধারীর দুই গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই দুই গুণ কী কী?

মহারাজ, বড়শিধারী বড়শি দ্বারা মৎস্যদিগকে উত্তোলন করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর জ্ঞানের দ্বারা উত্তরিত শ্রামণ্যফলসমূহ উদ্ধার করা উচিত। মহারাজ, ইহা বড়শিধারীর প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, বড়শিধারী স্বল্পমাত্র চার (খাদ্য) ফেলিয়া বড় বড় মৎস্য লাভ করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে তুচ্ছ সাংসারিক ভোগ ত্যাগ করা উচিত। মহারাজ, সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া সাধনানিরত যোগী বিপুল শ্রামণ্যফলসমূহ অধিকার করেন। মহারাজ, ইহা বড়শিধারীর দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, স্থবির রাহুলও ভাষণ করিয়াছেন :

"গৃহীভোগে পরিহরি চারি ফল ছয় অভিজ্ঞান,
শূন্যতা-নিমিত্তাপ্রণিহিত মুক্তি লভেন ধীমান।"

ছুতারের দুই গুণ

৬০. ভন্তে নাগসেন, 'ছুতারের দুই গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই দুই গুণ কী কী?

মহারাজ, ছুতার কালসুতার নিশানা দিয়া বৃক্ষকে কর্তন করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী বুদ্ধোপদেশের নিশানা দিয়া শীলরূপ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। শ্রদ্ধাহস্ত দ্বারা প্রজ্ঞাস্ত্র ধারণ করিবেন এবং ক্লেশরাশি ছেদন করিবেন। মহারাজ, ইহা ছুতারের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, ছুতার গাছের বাকল পরিহার করিয়া সারই গ্রহণ করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর উল্লিখিত ব্যর্থ বিবাদে জড়িত না হওয়া উচিত যে, 'শাশ্বতবাদ, উচ্ছেদবাদ, যেই জীব সেই দেহ (দেহাত্মবাদ), জীব এক দেহ অন্য; ইহা উত্তম, উহা উত্তম; পুরুষকার কিছু করিতে পারে না, ব্রহ্মচর্য ব্রতের কোনো উদ্দেশ্য নাই; সত্ত্ব বিনষ্ট হয়, পুনঃ নতুন জীব উৎপন্ন হয়; সংস্কারসমূহ নিত্যস্বভাব হয়; যে কর্ম করে সে ফলভোগ করে; একে

কর্ম করে অপরে তাহার ফলভোগ করে; কর্মফল দর্শনকারী ও ক্রিয়াফল ধারণকারী হয়।' এই প্রকারে সমুদয় এবং অন্য প্রকার বিবাদের বিষয়সমূহ অপনোদন করিয়া—সংস্কারধর্মের স্বভাব পরম শূন্যতা নিরীহ, নির্জীবতা ও অত্যন্ত শূন্যতাকে গ্রহণ করা উচিত। মহারাজ, ইহা ছুতারের দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, সুত্তনিপাতে দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"ভুষি উড়াইয়া দাও আবর্জনা কর অপসারণ,
শ্রমণ-প্রলাপী অশ্রমণে তথারূপে কর বিতাড়ন।
পাপেচ্ছু আর পাপাচার গোচরে করিয়া বর্জন,
স্মৃতিমান বিশুদ্ধেরা শুদ্ধদেব সাথে থাক অনুক্ষণ;
অতঃপর সম্মিলিত জ্ঞানীগণ কর দুঃখান্ত সাধন।

মাকড়সা বর্গ সমাপ্ত

কুম্ভ বর্গ

কলসের এক গুণ

৬১. ভন্তে নাগসেন, 'কলসের এক গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, তাহা কী?

মহারাজ, কলস জল পূর্ণ থাকিলে শব্দ করে না। সেইরূপ সাধনানিরত যোগী শাস্ত্র সম্বন্ধে সত্যোপলব্ধিতে, ধর্মশিক্ষা বিষয়ে এবং শ্রমণের গুণে পারঙ্গম হইয়াও উচ্চশব্দ করা অনুচিত। তজ্জন্য অভিমান ও দর্প প্রদর্শন করা উচিত নহে। নিরভিমান ও নিরহংকার হওয়া উচিত। আর সরল ও মিতভাষী হওয়া কর্তব্য। মহারাজ, ইহা কলসের গ্রহণীয় গুণ। মহারাজ, সুত্তনিপাতে দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"শূন্য কুম্ভ শব্দ করে, পূর্ণ শান্ত রহে সদা,
শূন্য কূম্ভ সম মূর্খ জ্ঞানী পূর্ণ সরোবর যথা।"

কলহংসের দুই গুণ

৬২. ভন্তে নাগসেন, 'কলহংসের দুই গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই দুই গুণ কী কী?

মহারাজ, কলহংস বেশি জলপান করিয়া বমন করে। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীকে জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ দ্বারা পীত মানস বমন করিতে হয়। মহারাজ, ইহা কলহংসের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, কলহংস একবার যে জলপান করে, তাহা আর বমন করে না। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর একবার যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কখনো বমন করা অনুচিত। "সেই ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ অতিশয় মহান, তাঁহার ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শিষ্যসংঘ উত্তম মার্গে আরূঢ়। রূপ অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কারসমূহ অনিত্য এবং বিজ্ঞান অনিত্য" বিষয়ে একবার যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা পুনঃ বমন করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা কলহংসের দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"দর্শন বিষয়ে পরিশুদ্ধ জন,
আর্যধর্মে নিয়ত বিশেষজ্ঞ হন;
অনেকাংশে তিনি অকম্পিত রন,
সর্বপ্রকারে তিনিই অগ্রগণ্য হন।"

ছাতার তিন গুণ

৬৩. ভন্তে নাগসেন, 'ছাতার তিন গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই তিনগুণ কী কী?

মহারাজ, ছাতা মাতার উপরে থাকে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর ক্লেশরাশির উপরে-শীর্ষস্থানে বিচরণশীল হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা ছাতার প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায় ছাতা মাথার উপরে স্থির থাকে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর জ্ঞানযুক্ত মননশীলতায় স্থির থাকা উচিত। মহারাজ, ইহা ছাতার দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, ছাতা বায়ু, তাপ, মেঘ ও বৃষ্টি রাজি প্রতিরোধ করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর ভিন্ন ভিন্ন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বায়ু, তিন প্রকার (রাগ-দ্বেষ-মোহ) অগ্নির সন্তাপ ও যাবতীয় ক্লেশের বর্ষণকে প্রতিরোধ করা উচিত। ইহা ছাতার তৃতীয় গুণ। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

"অচ্ছিদ্র বিশাল দৃঢ় স্থিরছত্র যেইরূপ,
বাতাতপ মহামেঘ বৃষ্টি করে নিবারণ;
শীলছত্রধারী শুদ্ধ বুদ্ধপুত্র সেইরূপ,
ত্রিবিধ সন্তাপ ক্লেশবর্ষা করিবে বারণ।"

ক্ষেত্রের তিন গুণ

৬৪. ভন্তে নাগসেন, 'ক্ষেত্রের তিন গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই তিন গুণ কী কী?

মহারাজ, ক্ষেত্র নালাসম্পন্ন হয়। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী সচ্চরিত্র, ব্রত-প্রতিব্রতরূপ নালাসম্পন্ন হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা ক্ষেত্রের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, ক্ষেত্র মর্যাদা বা সীমাযুক্ত হন। সেই সীমায় জল রক্ষা করিয়া শস্য পরিপক্ক করা হয়। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী শীল ও লজ্জারূপ মর্যদাসম্পন্ন হওয়া উচিত। সেই শীল ও মর্যাদা ভিক্ষুত্ব রক্ষা করিয়া চারি প্রকার শ্রামণ্য ফল অধিকার করা উচিত। মহারাজ, ইহা ক্ষেত্রের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায় ক্ষেত্র ফসল উৎপাদনক্ষম হয়। উহা কৃষকের উৎসাহজনক হয় যে, 'অল্পবীজ বপন করিলে বহু ফসল হয়, আর বহুবীজ বপন করিলে ফসলও বহুতর হয়।' সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর সৎগুণের দ্বার অভ্যুদয়সম্পন্ন ও বিপুল ফলপ্রদ হওয়া উচিত; দাতাদের উৎসাহ বর্ধন করা উচিত যে, অল্প দান দিলে বহু ফল হয়, আর বহু দান দিলে ফলও হয় বহুতর। মহারাজ, ইহা ক্ষেত্রের তৃতীয় গুণ। মহারাজ, বিনয়ধর স্থবির উপালিও বলিয়াছেন :

> "বিপুল উৎপাদনশীল ক্ষেত্র সম হইবে নিশ্চয়,
> ইহাই শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বেশি শস্য ফল হয়।"

ওষুধের দুই গুণ

৬৫. ভন্তে নাগসেন, 'ওষুধের দুই গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই দুই গুণ কী কী?

মহারাজ, ওষুধে ক্রিমি থাকিতে পারে না। সেইরূপ সাধনানিরত যোগীর অন্তরে ক্লেশ উৎপাদন করা অনুচিত। মহারাজ, ইহা ওষুধের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, ওষুধ যাহা দংশিত হইয়াছে, স্পর্শিত হইয়াছে, দৃষ্ট হইয়াছে, খাওয়া গিয়াছে, পান করা হইয়াছে, ভোজন করা হইয়াছে এবং লেহন করা হইয়াছে সেই সকল প্রকার বিষয়কে ধ্বংস করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর রাগ-দ্বেষ-মোহ-মান ও মিথ্যাদৃষ্টিরূপ বিষয়ে সর্বপ্রকারে

ধ্বংস করা উচিত। মহারাজ, ইহা ওষুধের দ্বিতীয় গুণ। মহারাজ, দেবাতিদেব ভগবানও বলিয়াছেন :

"সংস্কারের স্বভাবতা দর্শনার্থী যোগীজন,
ক্লেশবিষ নাশে হবে ওষুধের সমগুণ।"

ভোজনের তিন গুণ

৬৬. ভন্তে নাগসেন, 'ভোজনের তিন গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই তিন গুণ কী কী?

মহারাজ, ভোজন সকল প্রাণীর আশ্রয় হয়। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে সকল প্রাণীর নির্বাণগামী মার্গের আশ্রয় হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা ভোজনের প্রথম গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, ভোজন সর্বজীবের বলবৃদ্ধি করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পুণ্যবৃদ্ধির দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা ভোজনের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, ভোজন সকল প্রাণীর প্রত্যাশিত হয়। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী সমস্ত লোকের অভিলাষিত হওয়া উচিত। মহারাজ, ইহা ভোজনের তৃতীয় গুণ। মহারাজ, স্থবির মহামৌদ্গাল্লায়নও বলিয়াছেন :

"সংযম নিয়ম শীল প্রতিপত্তি আচরণ,
সর্বলোক-প্রত্যাশিত যোগী ইহাতেই হন।"

তিরন্দাজের চারি গুণ

৬৭. ভন্তে নাগসেন, 'তিরন্দাজের চারি গুণ গ্রহণীয়' বলিতেছেন, সেই চারি গুণ কী কী?

মহারাজ, তিরন্দাজ তির চালাইবার জন্য নিজের পাদদ্বয় মাটিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে। জানুকে সোজা করে, শরকলাপ কোমরসন্ধিতে রাখে, সারা দেহকে দৃঢ় করে, একহাতে ধনু ধরে, আর অন্য হাতে শর সংযোগ করে, মুষ্টিকে সজোরে চাপিয়া ধরে, অঙ্গুলিদিগকে নিরবচ্ছিন্ন করে, গ্রীবা টানিয়া রাখে, এক চক্ষু ও মুখ বন্ধ করে, এক চক্ষু সংলগ্ন করে, নিশানা সোজা করে, আর লক্ষ্যভেদ করিবার আশায় আনন্দিত হয়। মহারাজ,

সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর পক্ষে শীলভূমিতে বীর্যরূপ পাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ক্ষমাশীলতা ও কোমলতা সক্ষম রাখিতে হইবে। চিত্তকে সংবরে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। সংযম ও নিয়মে নিজকে নিবিষ্ট রখিবেন। ইচ্ছা ও উৎকণ্ঠাকে দমন করিতে হইবে। জ্ঞানযুক্ত মনঃসংযোগে চিত্তকে নিরবচ্ছিন্ন রাখিবেন। উদ্যোগ আরম্ভ করিবেন। ষড়বিধ (ইন্দ্রিয়) দ্বার বন্ধ রাখিবেন। সতর্কতা উপস্থিত রাখিবেন। আর মনে হর্ষ উৎপাদন করিবেন যে, 'জ্ঞানরূপ শর সাহায্যে সর্ববিধ কলুষকে বিদ্ধ করিব।" মহারাজ, ইহা তিরন্দাজের প্রথম গ্রহণীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, তিরন্দাজ বাঁকা ও কুটিল শরের সোজা বিন্যাস করিবার জন্য আরা-অস্ত্র (আড়ক) ব্যবহার করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী নিজের বাঁকা ও কুটিল চিত্তকে সোজা করিবার নিমিত্ত এই দেহে স্মৃতি-উপস্থানরূপ আরা সর্বদা ব্যবহার করিবেন। মহারাজ, ইহা তিরন্দাজের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, তিরন্দাজ নিশানা রচনা করিয়া উহার উপর অভ্যাস করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগী নিজের দেহের উপর অভ্যাস করা উচিত। মহারাজ, সাধনানিরত যোগী নিজের দেহে মননশীলতার অভ্যাস কী প্রকারে করিবেন! এই দেহ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম হিসেবে অভ্যাস করিবেন। রোগ... গণ্ড, শল্য, কষ্ট, পীড়াজনক, পর হিসেবে, নাশশীল, বিঘ্নকারক, উপদ্রব, মহাভয়, উপসর্গ, চঞ্চল, ভঙ্গুর, অ-ত্রাণ, নিরাশ্রয়, অশরণ, রিক্ত, তুচ্ছ, শূন্য, দোষ হিসেবে, পরিণাম স্বভাববশে, অসার হিসেবে, দুঃখবিপত্তির মূল হিসেবে, বধক হিসেবে, বিভব হিসেবে, আসবযুক্ত ভাবে, সংস্কৃত হিসেবে, মারের ভক্ষ্য হিসেবে, জন্মস্বভাব, জরাস্বভাব, ব্যাধি-স্বভাব ও মরণ স্বভাববশে, শোকপ্রদ হিসেবে, পরিদেব স্বভাববশে, অধিক ক্লান্তি স্বভাববশে এবং কলুষ স্বভাববশে—এইরূপে মননশীলতার অনুশীল করা উচিত। মহারাজ, সাধনানিরত যোগীর নিজের এই দেহে অভ্যাস করিতে হইবে। মহারাজ, ইহা তিরন্দাজের গ্রহণীয় তৃতীয় গুণ।

মহারাজ, পুনরায়, তিরন্দাজ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অভ্যাস করে। সেইরূপ, সাধনানিরত যোগীর প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাবেলায় ধ্যানের অভ্যাস করিতে হইবে। মহারাজ, তিরন্দাজের ইহা গ্রহণীয় চতুর্থ গুণ। মহারাজ, ধর্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্রও বলিয়াছেন :

"তিরন্দাজ যথারীতি সকাল-বিকাল অভ্যাস করেন,
অভ্যাস না ছাড়িলেই ভাতা ও বেতন লাভ করেন;

সেইরূপ বুদ্ধপুত্র এই দেহে করেন অনুশীলন,
ধ্যানানুশীলনে নিবিষ্ট থাকিতে অর্হত্ত্ব অধিগত হন।”

কুম্ভ বর্গ সমাপ্ত[১]

*** *** ***

[এইরূপে ছয় খণ্ডে ও বাইশ বর্গে প্রতিমণ্ডিত দুই শত বাষট্টি প্রকার প্রশ্ন-সম্বলিত গ্রন্থ ‘মিলিন্দ-প্রশ্ন’ সমাপ্ত হইল। কিন্তু ইহাতে অনাগত প্রশ্ন রহিয়াছে বিয়াল্লিশ প্রকার। আগত ও অনাগত প্রশ্নসমূহ এক স্থানে সংগ্রহ করিলে তিন শত চারি (৩০৪) প্রশ্ন হয়। এই সমস্তই ‘মিলিন্দ-প্রশ্ন’ নামে অভিহিত হইয়াছে।]

৬৮. রাজা মিলিন্দ ও স্থবির নাগসেনের প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত হইবার পর চুরাশি লক্ষ যোজন বিস্তৃত ও জল পর্যন্ত এই মহাপৃথিবী ছয় বার প্রকম্পিত হইল। বিদ্যুৎ চমকিত হইল। দেবতারা দিব্যপুষ্প বর্ষণ করিলেন। মহাব্রহ্মা সাধুবাদ দিতে থাকেন। আর মহাসমুদ্রগর্ভে মেঘ গর্জনের ন্যায় মহাঘোষ আরম্ভ হইল। এই সকল অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া রাজা মিলিন্দ ও অন্তঃপুরবাসীরা স্থবির নাগসেনকে করজোড়ে নতশিরে প্রণাম করিলেন।

৬৯. রাজা মিলিন্দের হৃদয় অতিশয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তাঁহার সমস্ত অভিমান চূর্ণ হইয়া গেল। বুদ্ধের ধর্ম কত উচ্চ এবং সত্য তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। ত্রিরত্ন (বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ) সম্বন্ধে তিনি সংশয়মুক্ত হইলেন। তাঁহার সমস্ত বিষয় প্রকট হইল। পরিপূর্ণ বিস্ময় জন্মিল। শ্রদ্ধেয় নাগসেন স্থবিরের গুণ, প্রব্রজ্যা ও আচার-ব্যবহার দেখিয়া রাজা মিলিন্দ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার অন্তরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপন্ন হইল। তিনি বীততৃষ্ণ হইলেন। অহংকার দূর হইল। তিনি দন্তোৎপাটিত বিষধর সর্পের ন্যায় হইয়া এইরূপ বলিলেন : সাধু, সাধু, ভন্তে নাগসেন, স্বয়ং বুদ্ধের নিকট জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর আপনি সযত্নে দিয়াছেন। এই বুদ্ধশাসনে ধর্মসেনাপতি শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র ব্যতীত অপর কেহ আপনার ন্যায় এই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিবেন না। ভন্তে নাগসেন, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ভন্তে

---

[১]। অতঃপর রাজার গুণ সম্বন্ধীয় আটত্রিশ প্রকার প্রশ্ন বিনষ্ট হইয়াছে। যাহারা সেই সকল প্রশ্ন দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা দয়া করিয়া জানাইবেন, যাহাতে পুনর্মুদ্রণে তাহা সংযুক্ত করা সম্ভব হয়।

নাগসেন, অদ্য হইতে সারা জীবনব্যাপী আমাকে আপনার শরণাগত উপাসকরূপে স্বীকার করুন।

৭০. তখন, রাজা মিলিন্দ নিজের সেনাপতিদের সহিত স্থবির নাগসেনকে অত্যন্ত সম্মান প্রর্দশন করিলেন। রাজা তথায় 'মিলিন্দ বিহার' নামে এক সংঘারাম নির্মাণ করাইলেন এবং উহা স্থবির নাগসেনকে উৎসর্গ করিলেন। উহাতে কয়েকজন অর্হৎ ভিক্ষু রাখিয়া চারি প্রত্যয় দ্বারা তাঁহাদের নিত্য সেবা-পরিচর্যার ব্যাবস্থা করিলেন। পুনরায়ও স্থবিরের প্রজ্ঞায় রাজার শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে সাম্রাজ্যের ভার পুত্রের হাতে সমর্পণ করিয়া রাজা মিলিন্দ আগার হইতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হইলেন! এবং বিদর্শন ভাবনার অনুশীলন করিয়া অর্হত্ত্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই কারণে বলা হইয়াছে :

"সদ্ধর্মস্থিতির তরে প্রজ্ঞাই প্রশস্ত এই সংসারে,
প্রজ্ঞাতে বিমতি নাশি' পণ্ডিতেরা শান্তি লাভ করে।
যেই ভাণ্ডে স্থিত প্রজ্ঞা স্মৃতি তাতে থাকে পূর্ণতর,
বিশেষ পূজার পাত্র তিনি অগ্রশ্রেষ্ঠ অনুত্তর।
সে কারণে পণ্ডিত মানুষ আত্মহিত করি' দর্রশন,
প্রজ্ঞাবানে করে পূজা অতি সমাদরে চৈত্যের মতন।"
"শ্রীলংকায় দ্রোণিপুরবাসী দ্রোণি নামে সুধীজন,
মহাথের লিপিবদ্ধ করে' যথাশ্রুত করেন স্থাপন।
মিলিন্দ রাজার প্রশ্ন আর নাগসেনের উত্তর মহান,
মহাপ্রাজ্ঞ মিলিন্দ হন সুপণ্ডিত থের নাগসেন।
এই পুণ্যকর্ম বলে এথা হতে যাব তুষিত ভূবন,
ভাবী মৈত্রী বুদ্ধ দেখে উত্তম সর্ধম শুনিব তখন[১]।"

*** *** ***

[খুদ্দকনিকায়ে মিলিন্দ-প্রশ্ন সমাপ্ত]

---

[১]। ব্রহ্মদেশীয় মিলিন্দ-প্রশ্নের শেষে এই তিনটি গাথা সংযুক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসমূহের পরিচয়

সূত্র বিনয়-অভিধর্ম—মৌলিক বুদ্ধবচনসমূহকে সংকলিত করিয়া ত্রিপিটক নামকরণ করা হইয়াছে। ‘পিটক, শব্দের অর্থ হইতেছে পেটিকা বা ঝুড়ি। ত্রিপিটকের অর্থ হইতেছে তিনটি পিটক—সূত্রপিটক, বিনয়পিটক এবং অভিধর্মপিটক। বুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা পরিষদ এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে সূত্রপিটকে। বিনয়পিটকে আছে সংঘের ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের নিয়ম-কানুন, আচার, দোষ, দোষস্খলন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ এবং তৎসম্বন্ধে বুদ্ধের বাণী। অভিধর্মপিটকে আছে বুদ্ধধর্মের গূঢ় ও গভীর বিষয়সমূহের নিয়মমাফিক সংকলন এবং ইহাদের তাত্ত্বিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা।

সূত্রপিটক পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত—দীর্ঘনিকায় (৩৪টি সূত্র), মধ্যমনিকায় (১৫২টি সূত্র), সংযুক্তনিকায় (৫৬টি সংযুক্ত) অঙ্গুত্তনিকায় (১১টি নিপাত) এবং ক্ষুদ্দকনিকায় (১৫টি গ্রন্থ)।

ক্ষুদ্দকনিকায়ের ১৫টি গ্রন্থ হইতেছেঃ খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, প্রেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেস, অপদান, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক এবং পটিসম্ভিদামগ্‌গ।

বিনয় পিটকের তিনটি ভাগ :

১। বিভঙ্গ — **১। পারাজিক**, **২। পাচিত্তিয়**

২। খন্ধক — **১। মহাবগ্‌গ**, **২। চূলবগ্‌গ**

এবং ৩। পরিবার

অভিধর্মপিটকে সাতটি গ্রন্থ :

ধম্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক এবং পট্‌ঠান।

কাশ্যপ বুদ্ধ—গৌতমবুদ্ধসহ বিশ্বে ২৮জন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে। গৌতমবুদ্ধের ঠিক আগে যে বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহার নাম কাশ্যপ বুদ্ধ এবং ভবিষ্যতে যে বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন তাঁহার নাম মৈত্রেয় বুদ্ধ।

বুদ্ধান্তর—এক বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বিশ্বে অন্য একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত সময়কে এক ‘বুদ্ধান্তর’ কাল বলা হয়।

ভিক্ষু এবং শ্রামণের—মুণ্ডিতমস্তক কাষায়বসনধারী দশ শিক্ষাপদ পালনকারী প্রব্রজিতকে শ্রামণের বলা হয়। অন্যূন সাত বছর বয়স্ক ছেলেকে প্রব্রজ্যা বা প্রাথমিক দীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যতদিন পর্যন্ত না তাঁহাকে ‘উপসম্পদা’ দেওয়া হয়, ততদিন তিনি ‘শ্রামণের’ নামেই অভিহিত হইবেন।

কমপক্ষে কুড়ি বছর (মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণসহ) বয়স না হইলে ‘উপসম্পদা’ বা চরম দীক্ষা দেওয়া হয় না। শুধু তাহাই নহে শ্রামণের অবস্থায় সংঘের নিয়মকানুন সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে ওয়াকিবহাল না হওয়া পর্যন্ত কাহাকেও ‘উপসম্পদা’ দেওয়া বিনয়বিরুদ্ধ। উপসম্পদাপ্রাপ্ত শ্রামণেরকে ‘ভিক্ষু’ বলা হয়। ভিক্ষুকে কমপক্ষে ২২৭টি শিক্ষাপদ (যাহা প্রাতিমোক্ষ নামক বিনয়পিটকের নির্য্যাস-গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে) পালন করিতে হয়। উপসম্পদা ও প্রব্রজ্যা বিষয়ে আর বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য মূল বিনয়পিটক দ্রষ্টব্য।

জম্বুদ্বীপ—পৃথিবীকে মোটামুটিভাবে চারিটি মহাদ্বীপে ভাগ করা হইয়াছে, যেমন উত্তরে কুরু, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ, পূর্বে বিদেহ এবং পশ্চিমে গোদানীয়। সাধারণত অখণ্ডিত ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন চতুর্দিকে আরও কিছু কিছু প্রতিবেশী রাষ্ট্র লইয়া প্রাচীন জম্বুদ্বীপ গঠিত ছিল।

তীর্থঙ্কর—অতীত ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের পরিপোষক ও প্রচারক কিছু কিছু আচার্য ছিলেন। যে আচার্য স্বীয় মতবাদের পৃষ্টপোষকমণ্ডলী লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাঁহাকে তীর্থঙ্কর বলা হইত। এই গ্রন্থে পূরণ-কাশ্যপ, মক্খলি গোশাল প্রমুখ ছয়জন তীর্থঙ্করে উল্লেখ আছে যাঁহাদের সঙ্গে রাজা মিলিন্দের বির্তক হইয়াছে। এই ছয়জন সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে দীর্ঘনিকায়ের শ্রামণ্যফল সূত্র দ্রষ্টব্য।

অবীচি—পাতালস্থিত সর্বনিম্ন নরক যাহাতে এক শত যোজন বিস্তৃত তপ্ত লৌহ কটাহে অগ্নি সতত জাজ্বল্যমান থাকে। অত্যন্ত গর্হিত দুষ্কর্মের ফলে সত্ত্বগণ এই নরকে উৎপন্ন হইয়া তপ্ত লৌহে কটাহে বারবার দগ্ধ হয়।

তাবতিংস ভবন—ছয়টি কামলোকে দেবভবনের অন্যতম। অন্যগুলি হইতেছে চাতুর্মহারাজিক ভবন, যাম ভবন, তুষিত ভবন, নির্মাণরতি ভবন এবং পরিনির্মিতবশবর্তী ভবন।

বিমান—দেবভবনে দেবতাদের বসবাসের জন্য বিভিন্ন প্রাসাদের নাম। প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন কেতুমতী বিমান।

স্থবির—সাধারণত ভিক্ষুত্ব লাভ করিবার পর নিরবচ্ছিন্নভাবে দশ বৎসর ভিক্ষুজীবন অতিবাহিত করিলে স্থবির (পালি থের) উপাধি দেওয়া হয় এবং অনুরূপভাবে কুড়ি বৎসর অতিবাহিত করিলে মহাস্থবির (পালি মহাথের) উপাধি দেওয়া হয়।

মহাপুরুষ লক্ষণ শাস্ত্র—মহাপুরুষগণের শরীরে ৩২ প্রকার বিশেষ চিহ্ন বা লক্ষণ বর্তমান থাকে যাহা দেখিয়া লাক্ষণিকগণ বলিয়া থাকেন ভবিষ্যতে কে মহাপরুষরূপে জগতে প্রসিদ্ধ হইবেন। বুদ্ধগণের শরীরে এই ৩২টি লক্ষণই পরিপূর্ণভাবে প্রকট থাকে। দীর্ঘনিকায়ের 'লক্ষণ সূত্র' দ্রষ্টব্য।

বর্ষাবাস—বর্ষাঋতুর তিন মাস (আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত) বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নির্দিষ্ট এক স্থানে বা বিহারে বাস করেন, যত্রতত্র বিচরণ করেন না। ইহাই বর্ষাবাস।

প্রতিসম্ভিদা—প্রতি-সম্+ভিদ্ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ অর্থাৎ লোকোত্তর মার্গাদি বিষয়ে বিশেষ (Analytical or discriminating) ব্যুৎপত্তি। প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান চারি প্রকার; অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা এবং প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। প্রতিসম্ভিদামার্গ নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পরিবেণ—যে-স্থানে আসিয়া ভিক্ষুগণ ধর্মগ্রন্থাদির পঠন পাঠন করেন। লংকা বার্মা প্রভৃতি দেশে এইরূপ বহু পরিবেণ এখনো আছে যেখানে বহুসংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করেন। সাধারণত পরিবেণসমূহের মাঝখানে একটি বড় অঙ্গন এবং তাহার চতুর্দিকে বাসগৃহ থাকে। সেই জন্য পরিবেণ (পরিবেণ) নাম হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারসমূহের ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহা উপলব্ধি করা যায়।

ধর্মচক্র প্রবর্তন—বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর সারনাথে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর কাছে বুদ্ধের যে সর্বপ্রথম ধর্মোপদেশ দান তাহাই ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র নামে বিখ্যাত। অর্থাৎ ওই সূত্রের মাধ্যমেই তিনি ধর্মের চক্রকে চালাইয়া দিলেন বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়। বুদ্ধের ধর্মের আসল প্রতিপাদ্যবিষয় অর্থাৎ চারি আর্যসত্য এই ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রেই আছে।

নবাঙ্গ (বুদ্ধ) শাসন—ত্রিপিটক সংকলিত হইবার পূর্বে বুদ্ধের বচনসমূহ ৯টি ভাগে বিভক্ত ছিল। সেই জন্য 'নবাঙ্গসত্থুসাসন' বলা হয়। সেই ৯টি অঙ্গ হইতেছে—সুত্ত, গেয়্য, গাথা ব্যাকরণ, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্‌ভুতধম্ম এবং বেদল্ল।

চীবর—ভিক্ষুদের পরিধেয় কাষায় বস্ত্রের নাম চীবর। ভিক্ষুদের তিনটি চীবর ধারণ করার বিধান আছে যথা : অর্ন্তবাস (ভেতরে পরার কাপড়,

অনেকটা লুঙ্গীর ন্যায়), উত্তরাসঙ্গ (পাঁচ হাত লম্বা, চার হাত চওড়া উপরে পরার কাপড়) এবং সজ্ঘাটি (পাঁচ হাত লম্বা এবং চার হাত চওড়া দোপাট্টা কাপড়। শীত নিবারণ এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনে ইহা ব্যবহৃত হয়।)

পিণ্ডপাত—ভিক্ষান্ন। ভিক্ষুদের আহার্য। সাধারণত ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া 'পিণ্ডপাত' নাম হইয়াছে।

শয়নাসন—ভিক্ষুদের বাসস্থান। বিহার, মঠ বা অন্যত্র বাসোপযোগী কুটির।

গ্লান-প্রত্যয়—রোগীর ভৈষজ্যাদি। সাধারণত ভিক্ষুরা 'পূতিমুত্ত ভেসজ্জ' অর্থাৎ হরীতকী ও গোমূত্র দ্বারা প্রস্তুত ওষুধ ব্যবহার করেন। বিশেষ আবশ্যক হইলে অন্য চিকিৎসাও চলিতে পারে। বিকালে প্রয়োজন হইলে শরবত বা ফলরস ভৈষজ্যরূপে গ্রহণ বিধেয়। এতদ্ব্যতীত ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু ও গুড়—এই পঞ্চ ভৈষজ্যও বিধেয়।

আনন্তরীয় কর্ম—৫ প্রকার যথা : মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, বুদ্ধের শরীর হইতে রক্তপাত ঘ্যানো এবং সংঘভেদ। ইহাদিগকে আন্তরায়িক পাপকর্ম বলার কারণ ইহার কোনো একটি সম্পাদন করিলে মানুষ কখনো ক্ষীণাস্রব হইয়া মুক্ত হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়—নিজ নিজ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, ও প্রজ্ঞা—এই পাঁচটিকেও পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে।

বল—নিজ নিজ বিষয়ে শক্তিমান বলিয়া শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পাঁচটিকে পঞ্চ বল বলা হইয়াছে।

বোধ্যঙ্গ—বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার অঙ্গ বা উপায়, বোধ্যঙ্গ ৭ প্রকার, যথা : স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি এবং উপেক্ষা।

মার্গাঙ্গ—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

স্মৃত্যুপস্থান—স্মৃতির আরোপণ। চারি প্রকার, যথা : কায়ে কায়ানুদর্শী, বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী।

সম্যক প্রধান—সম্যক প্রচেষ্টা। চারি প্রকার; যথা : অনুৎপন্ন অকুশলের অনুৎপত্তির জন্য প্রচেষ্টা, উৎপন্ন অকুশলের বিনাশের জন্য প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশলের উৎপত্তির জন্য প্রচেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশলের বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা।

ঋদ্ধিপাদ—ঋদ্ধির ভিত্তি। চারি প্রকার; যথা : ছন্দ-সমাধি-প্রধান

সংস্কারযুক্ত, বীর্য-সমাধি-প্রধান সংস্কারযুক্ত, চিত্ত-সমাধি-প্রধান সংস্কারযুক্ত এবং বিমর্ষ-সমাধি-প্রধান সংস্কারযুক্ত।

ধ্যান—চারি প্রকার; যথা : প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, এবং চতুর্থ ধ্যান।

বিমোক্ষ—আট প্রকার; যথা : (১) রূপী রূপসমূহকে দর্শন করেন, (২) অধ্যাত্ম অরূপসংজ্ঞী বাহিরের রূপসমূহ দর্শন করেন, (৩) 'সুন্দর' এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হন, (৪) রূপ সংজ্ঞা ও প্রতিঘ-সংজ্ঞার অতীত হইয়া এবং নানাত্ব সংজ্ঞার উদাসীন হইয়া 'আকাশ অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন, (৫) আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন, (৬) বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত 'অকিঞ্চন-আয়তন' উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন, (৭) অকিঞ্চন-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন' উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন, এবং (৮) নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ' উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন।

সমাপত্তি—ধ্যানের দ্বারা লব্ধ সাফল্য। ৮ প্রকার; যথা : প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চনায়তন এবং নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন।

স্রোতাপত্তি—(নির্বাণের) স্রোতে পতিত হওয়া। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা এবং শীলব্রত-পরামর্শ—এই তিন বন্ধন ছিন্ন করিলে নির্বাণের স্রোতে পতিত হওয়া যায় এবং এই স্রোতে পতিত হইলে মাত্র সাতবার পুনর্জন্মগ্রহণ করিয়া নির্বাণলাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। যিনি স্রোতাপত্তিস্তর লাভ করেন তাঁহাকে স্রোতাপন্ন বলা হয়।

সকৃদাগামী—একবার মাত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা। স্রোতাপন্ন ব্যক্তি স্বীয় ঊর্ধ্বমুখী প্রচেষ্টার দ্বারা কামরাগ (ইন্দ্রিয়লিপ্সা) এবং প্রতিঘ (বিদ্বেষ) রূপ বন্ধনকে আংশিকভাবে জয় করিতে পারিলে সকৃদাগামী স্তরে উপনীত হন। যদি তিনি এই জন্মেই অর্হৎ হইতে না পারেন তাহা হইলে অনধিক মাত্র একবার জন্মগ্রহণ করিলেই তিনি অর্হৎ হইবেন নিঃসন্দেহে। যিনি এই স্তর লাভ করেন তাঁহাকে ও সকৃদাগামী বলা হয়।

অনাগামী—আর জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা না থাকা সকৃদাগামী ব্যক্তি ঊর্ধ্বগামী প্রচেষ্টার দ্বারা উক্ত কামরাগ এবং প্রতিঘ সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে

পারিলে অনাগামীস্তরে উপনীত হন। তাঁহাকে আর মনুষ্যলোকে বা দেবলোকে কোথাও পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। দেহত্যাগের পর তিনি শুদ্ধবাস দেবলোকে অবস্থান করেন এবং সেখানেই নির্বাণলাভ করেন। যিনি এই স্তর লাভ করেন তাঁহাকেও অনাগামী বলা হয়।

অর্হৎ—যোগ্য, অর্থাৎ নির্বাণে যোগ্য। অনাগামী স্বীয় ঊর্ধ্বমুখী প্রচেষ্টার দ্বারা রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা—এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া 'অর্হত্ত্ব' লাভ করেন। অর্হৎ সর্বতোভাবে বীতক্লেশ, ক্ষীণাস্রব, কৃতকৃত্য, সর্বদুঃখান্তকামী এবং অনুপাদায়ী হইয়া থাকেন। এই অর্হত্ত্বই হইতেছে নির্বাণ বা চরম মুক্তি।

প্রত্যেক বুদ্ধ—যিনি বা যাঁহার স্বয়ং বুদ্ধ হইয়া (অর্থাৎ আচার্য ব্যতিরেকে) গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন এবং ধর্ম প্রচার করেন না।

সম্যকসম্বুদ্ধ—যিনি (প্রথম দিকে আচার্যের সাহায্যে এবং শেষের দিকে স্বয়ং) সম্যকরূপে সম্বুদ্ধ হইয়া বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায় ধর্ম প্রচার করেন।

দশবল—সম্যকসম্বুদ্ধ দশটি বলসমন্বিত, যথা :

(১) তিনি সম্ভবকে সম্ভব এবং অসম্ভবকে অসম্ভবরূপে যথার্থত জানেন।

(২) তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্মবিপাককে হেতুপূর্বক যথার্থত জানেন।

(৩) তিনি সর্বত্রগামিনী প্রতিপদ অর্থাৎ সর্বসত্ত্বের হিতকর মার্গ এবং জ্ঞান যথার্থত জানেন।

(৪) তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অনেকধাতু এবং নানাধাতুযুক্ত জগৎসমূহকে যথার্থত জানেন।

(৫) তিনি নানা অধিমুক্ত (স্বভাব) যুক্ত সত্ত্বসমূহকে যথার্থত জানেন।

(৬) তিনি অন্য সত্ত্বগণের ইন্দ্রিয়সমূহের পরত্ব-অপরত্ব (প্রবলতা, দুর্বলতা) যথার্থত জানেন।

(৭) তিনি ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি এবং সমাপত্তি বিষয়ে সংক্লেশ (মলিনতা), ব্যবদান (বিশুদ্ধি) এবং উত্থানকে যথার্থত জানেন।

(৮) তিনি স্বীয় পূর্ব পূর্ব জন্মবৃত্তান্তর যথাযথভাবে স্মরণ করিতে পারেন।

(৯) তিনি দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান কর্মানুসারে সত্ত্বগণ কীভাবে বিভিন্ন জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং মৃত্যুবরণ করিতেছে।

১০। তিনি আসবসমূহ ক্ষয় করে আসবরহিত চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান করেন।

বুদ্ধের চারি বৈশারদ্য—তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের চারি প্রকার বৈশারদ্য আছে যাহার প্রভাবে তিনি সর্বপরিষদে সিংহনাদ করিয়া স্বীয় উপলব্ধ জ্ঞানের বিষয় বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন নির্ভয়ে। সেই চারি বৈশারদ্য হইতেছে নিম্নরূপঃ

(১) 'নিজেকে সম্যকসম্বুদ্ধ বলিয়া থাকেন অথচ সেই জ্ঞান তাঁহার হয়নি'—এইরূপ কোনো কথা কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্ম বা জগতের কেহই বুদ্ধ সম্বন্ধে বলিতে পারেন না। এইজন্যই বুদ্ধ ক্ষেমপ্রাপ্ত হইয়া, অভয়প্রাপ্ত হইয়া এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন।

(২) 'নিজেকে ক্ষীণাসব বলিয়া থাকেন অথচ তাঁহার আসবসমূহ ক্ষীণ হয় নাই' এইরূপ কোনো কথা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্ম বা জগতের কেহই বুদ্ধ সম্বন্ধে বলিতে পারেন না। এইজন্যই বুদ্ধ ক্ষেমপ্রাপ্ত হইয়া, অভয়প্রাপ্ত হইয়া এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন।

(৩) 'বুদ্ধ যাহাকে অন্তরায় ধর্ম বলিয়াছেন তাহা সেবন করিলে অন্তরায় বা বিঘ্ন হয় না।'—এইরূপ কোনো কথা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্ম বা জগতের কেহই বুদ্ধ সম্বন্ধে বলিতে পারেন না। এইজন্যই বুদ্ধ ক্ষেমপ্রাপ্ত হইয়া, অভয়প্রাপ্ত হইয়া এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন।

(৪) 'বুদ্ধ দুঃখান্তকর যে সমস্ত ধর্মোপদেশ দিয়াছেন তাহা মানিয়া চলিলে দুঃখান্ত হয় না'—এইরূপ কোনো কথা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্ম বা জগতের কেহই বুদ্ধ সম্বন্ধে বলিতে পারেন না। এইজন্যই বুদ্ধ ক্ষেমপ্রাপ্ত হইয়া, অভয়প্রাপ্ত হইয়া এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন।

বুদ্ধধর্ম—১৮ প্রকার; যথা : অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহ সম্বন্ধে বুদ্ধের অপ্রতিহত জ্ঞান। বুদ্ধের সকল প্রকার কায়কর্ম, বাককর্ম, ও মনঃকর্ম জ্ঞানপূর্বক হয়। ছন্দ, স্মৃতি, সমাধি, বীর্য, বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিষয়ে বুদ্ধের দৃঢ়তা আছে। এবং বুদ্ধের স্খলিত, রবিত, মুষিতস্মৃতিতা, অসমাহিত চিত্ত, নানাত্বসংজ্ঞা এবং অবিবেচনা নাই। সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে এইগুলিকে 'আবেণিক বুদ্ধধর্ম' বলা হইয়াছে।

ত্রিবিদ্যা—অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তিনটি বিদ্যায় পারদর্শী হন; যথা : পূর্বনিবাসানুস্মৃতি, পরচিত্ত-বিজানন এবং আসবক্ষয়জ্ঞান।

অভিজ্ঞা—ঊর্ধ্বভাগীয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। ছয় প্রকার; যথা : ঋদ্ধিবিধা, দিব্যশ্রোত্র, দিব্যচক্ষু, পরচিত্তবিজানন, পূর্বনিবাসানুস্মৃতি এবং আসবক্ষয়জ্ঞান।

অসাধারণ জ্ঞান—ছয় প্রকার; যথা : ইন্দ্রিয়-পরোপরিয়ত্তি জ্ঞান,

আশয়ানুশয় জ্ঞান, যমক-প্রাতিহার্য জ্ঞান, মহাকরুণা-সমাপত্তি জ্ঞান, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান এবং অনাবরণ জ্ঞান।

বোধিপক্ষীয় ধর্ম—বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করার উপায়সমূহ। ৩৭ প্রকার; যথা : চারি স্মৃত্যুপস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় (শ্রদ্ধাদি), পঞ্চবল (শ্রদ্ধা), সপ্তবোধ্যঙ্গ এবং আর্যষ্টাঙ্গিকমার্গ।

শরণশীল—শরণ বলিতে ত্রিশরণ বুঝায়; যথা : বুদ্ধের শরণ, ধর্মের শরণ এবং সংঘের শরণ। শীল সাধারণত ৩ শ্রেণির; যথা : পঞ্চশীল, অষ্টশীল, এবং দশশীল।

পঞ্চশীল সাধারণ গৃহীদের জন্য; যথা : প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হইতে বিরতি, কামবিষয়ে মিথ্যাচার হইতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ হইতে বিরতি এবং সুরাদি মাদকদ্রব্য হইতে বিরতি।

অষ্টশীল উপোসথ ব্রতধারীদের জন্য নির্দিষ্ট; যথা : প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হইতে বিরতি, অব্রহ্মচর্য হইতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ হইতে বিরতি, নৃত্য-গীত-বাদিত ও অশ্লীল-দর্শন, মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন হইতে বিরতি এবং উচ্চাশয়ন ও মহাশয়ন হইতে বিরতি।

দশশীল প্রব্রজিত শ্রামণেরগণের জন্য নির্দিষ্ট যথা, প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হইতে বিরতি, অব্রহ্মচর্য হইতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ হইতে বিরতি, সুরাদি মাদকদ্রব্য সেবন হইতে বিরতি, বিকাল ভোজন হইতে বিরতি, নৃত্য-গীত-বাদিত ও অশ্লীল দর্শন হইতে বিরতি, মালা-গন্ধ-বিলেপন, ধারণ ও মণ্ডন হইতে বিরতি, উচ্চাশয়ন-মহাশয়ন হইতে বিরতি এবং জাতরূপ-রজত গ্রহণ হইতে বিরতি।

উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের শীলকে প্রাতিমোক্ষ-সংবরশীল বলা হয়। ইহাদের সংখ্যা ২৭৭। প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থটিতে এই ২২৭ প্রকার শীলের পরিচয় আছে।

[সমাপ্ত]

খুদ্দকনিকায়ে

পিটকোপদেশ

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু ও শ্রীমৎ রাহুল ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশ : ২৫ আগস্ট ২০১৭
প্রথম প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে পিটকোপদেশ

মুখবন্ধ

'পিটকোপদেশ' (পালি : পেটকোপদেস) সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ভুক্ত সর্বশেষ গ্রন্থ। বইটির প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে বুদ্ধের শিষ্য কাচ্চায়ন স্থবিরই এই বইটির রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এই বইটির রচয়িতা কে, এই কাচ্চায়ন স্থবির কি বুদ্ধের সময়কালের কাচ্চায়ন স্থবির, নাকি পরবর্তীকালের অন্য কোনো কাচ্চায়ন নামধারী স্থবির ভিক্ষু, এগুলো নিয়ে বৌদ্ধ ইতিহাসবিদ ও আধুনিক পণ্ডিতদের মাঝে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে।

চূলগ্রন্থবংশ নামক এক পালি গ্রন্থমতে, আচার্য তিন ধরনের; যথা : পুরাণাচার্য, অর্থকথাচার্য ও গ্রন্থকার-আচার্য। এই গ্রন্থের রচয়িতা বলে খ্যাত কাচ্চায়ন স্থবির হচ্ছেন গ্রন্থকার-আচার্য। কাচ্চায়ন স্থবির দ্বারা রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ছয়টি; যথা : কচ্চাযনগন্থো, মহানিরুত্তিগন্থো, চুল্লনিরুত্তিগন্থো, যমকগন্থো, নেত্তিগন্থো, পেটকোপদেসগন্থো। যাই হোক, আসলেই বুদ্ধ সমকালীন কাচ্চায়ন স্থবিরই এই গ্রন্থের রচয়িতা কি না সেটি নির্ধারণ করা আমার মূল উদ্দেশ্য নয়। অতএব সেই আলোচনায় আর বেশিদূর এগোতে চাই না।

এই বইটির বাংলা অনুবাদ এই প্রথম নয়। বছর খানেক আগেও এই বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ভদন্ত সম্বোধি ভিক্ষু। সেই হিসেবে আমাদের এই যৌথ অনুবাদ হচ্ছে দ্বিতীয় বাংলা অনুবাদ। বর্তমান এই বাংলা অনুবাদটি আমি আর শ্রীমৎ রাহুল ভিক্ষু দুজনে মিলেই অনুবাদ করেছি। অনুবাদ যে খুব একটা ভালো হয়েছে এমন দাবি করবো না। কারণ অনুবাদ করার সময় আমার মনে হয়েছে, বইটিতে যথেষ্ট ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। বইটির ইংরেজি অনুবাদক ভিক্ষু ঞাণমলিও তার অনূদিত বইটিতে একই মত ব্যক্ত করেছেন। আর বইটির বিষয়বস্তুর আলোচনা পদ্ধতিটিও সেকেলে, জটিল ও দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে।

কাজেই বলতে দ্বিধা নেই যে, এমন একটি সেকেলে, জটিল ও দুর্বোধ্য বইয়ের বর্তমান বাংলা অনুবাদেও সেসব সমস্যা পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। অনুবাদকে খুব একটা প্রাঞ্জল করাও সম্ভব হয়নি। পাঠক বইটি পড়তে গিয়ে বারবার হোঁচট খাবেন। দুর্বোধ্যতার মারপ্যাঁচে বারবার আটকা পড়বেন। তবে এর ওপর পালি ভাষায় লিখিত কোনো ভাষ্যগ্রন্থ অথবা ভিক্ষু ঞাণমলির ইংরেজি অনুবাদ যদি হাতের কাছে থাকতো তাহলে আরও কিছুটা

প্রাঞ্জল করা সম্ভব হতো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ভবিষ্যতে উক্ত বইগুলো হাতের কাছে পেলে সেই চেষ্টা অবশ্যই করবো, এমন আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

যাই হোক, এবার একটু সংক্ষেপে বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যাক।

পিটকোপদেশ গ্রন্থে মোট অধ্যায় রয়েছে আটটি। যথা :

১. আর্যসত্য প্রকাশ বিষয়ক প্রথম ভূমি

২. শাসনপ্রস্থান বিষয়ক দ্বিতীয় ভূমি

৩. সূত্রাধিষ্ঠান তৃতীয় ভূমি

৪. সূত্রবিচয় চতুর্থ ভূমি

৫. পঞ্চম ভূমি

৬. সূত্রার্থ সমুচ্চয় ভূমি

৭. হার সম্পাত বা সংযোগ ভূমি

৮. সূত্র শ্রেণিভাগ করণীয়

উপর্যুক্ত আটটি অধ্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে মূলত ষোলো প্রকার হার (ব্যাপক বিশ্লেষণ), পাঁচ প্রকার নয় (বিশ্লেষণের ধারা বা পদ্ধতি) ও আঠারো প্রকার মূলপদ বা মূল বিষয়—এই তিনটি বিষয়কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তন্মধ্যে ষোলো প্রকার হার (ব্যাপক বিশ্লেষণ) হচ্ছে :

(১) দেশনা, (২) বিচার, (৩) যুক্তি, (৪) আশু কারণ, (৫) লক্ষণ, (৬) চার ব্যূহ বা বেষ্টনী, (৭) আবর্তন, (৮) বিভক্তি, (৯) পরিবর্তন, (১০) বিশেষণ, (১১) পরিচিতি, (১২) অবতরণ, (১৩) শোধন, (১৪) অধিষ্ঠান, (১৫) পরিষ্কার, ও (১৬) সমানভাবে আরোপিতকরণ।

পাঁচ প্রকার নয় (বিশ্লেষণের ধারা বা পদ্ধতি) হচ্ছে :

(১) নন্দিয়াবর্ত, (২) ত্রিপুকখলো, (৩) আহ্লাদিত সিংহ, (৪) দিকদর্শনকারী ও (৫) অঙ্কুশ।

আর আঠারো প্রকার মূলপদ বা মূল বিষয় হচ্ছে :

১) অবিদ্যা, ২) তৃষ্ণা, ৩) লোভ, ৪) দ্বেষ, ৫) মোহ, ৬) শুভসংজ্ঞা, ৭) সুখসংজ্ঞা, ৮) নিত্যসংজ্ঞা, ৯) আত্মাসংজ্ঞা, ১০) শমথ, ১১) বিদর্শন, ১২) অলোভ, ১৩) অদ্বেষ, ১৪) অমোহ, ১৫) অশুভসংজ্ঞা, ১৬) দুঃখসংজ্ঞা, ১৭) অনিত্যসংজ্ঞা, ১৮) অনাত্মসংজ্ঞা।

তন্মধ্যে নয়টি বিষয় হচ্ছে অকুশল যেগুলোর মধ্যে সমস্ত অকুশলকে জড়ো করা হয়েছে। আর অন্য নয়টি বিষয় হচ্ছে কুশল যেগুলোতে সমস্ত

কুশলকে জড়ো করা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, এই বইয়ের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে **'আর্যসত্য প্রকাশ বিষয়ক প্রথম ভূমি'**। এই অধ্যায়ে দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখসমুদয় আর্যসত্য, দুঃখনিরোধ আর্যসত্য ও দুঃখনিরোধের উপায় আর্যসত্য বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে পিটকীয় উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এসব পিটকীয় উদ্ধৃতি পাঠককে এর বিষয়বস্তুর গভীর মর্মার্থ বুঝতে যথেষ্ট সহায়তা করবে বলে আমি মনে করি। জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয়বিয়োগ প্রভৃতি দুঃখকে পিটকীয় উদ্ধৃতি দিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাসনপ্রস্থান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো : সংক্লেশভাগীয় সূত্র, বাসনাভাগীয় সূত্র, নির্বেধভাগীয় সূত্র, অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র, সংক্লেশভাগীয় ও বাসনাভাগীয়, সংক্লেশভাগীয় ও নির্বেধভাগীয়, সংক্লেশভাগীয়, নির্বেধভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়, বাসনাভাগীয় ও নির্বেধভাগীয়। আদেশ, ফল, উপায়, আদেশ ও ফল, ফল ও উপায়, আদেশ, ফল ও উপায়। আস্বাদ, দোষ, নিঃসরণ, আস্বাদ ও দোষ, আস্বাদ ও নিঃসরণ, দোষ ও নিঃসরণ, আস্বাদ, দোষ ও নিঃসরণ। লোকিক, লোকোত্তর, লোকিক ও লোকোত্তর। কর্ম, বিপাক, কর্ম ও বিপাক। নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞেয়। দর্শন, ভাবনা, দর্শন ও ভাবনা। বিপাককর্ম, বিপাককর্ম নয়, বিপাকও নয়, বিপাককর্মও নয়। নিজের কথা, পরের কথা, নিজের ও পরের কথা। সত্ত্বাধিষ্ঠান, ধর্মাধিষ্ঠান, সত্ত্বাধিষ্ঠান ও ধর্মাধিষ্ঠান। প্রশংসা, নিজের কথার অধিষ্ঠান, পরের কথার অধিষ্ঠান, নিজের ও পরের কথার অধিষ্ঠান। ক্রিয়া, ফল, ক্রিয়া ও ফল। অনুজ্ঞাত, প্রত্যাখ্যাত, অনুজ্ঞাত ও প্রত্যাখ্যাত।

ওপরের লম্বা তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। কিছু কিছু জায়গায় পিটকীয় উদ্ধৃতি দিয়ে অস্পষ্ট বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি এসব উদ্ধৃতি পাঠকদের বুঝতে বেশ সহায়তা করবে।

তৃতীয় অধ্যায়টির নাম হচ্ছে "সূত্রাধিষ্ঠান তৃতীয় ভূমি"। এখানে মোট চৌদ্দটি অধিষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যথা : লোভাধিষ্ঠান, দ্বেষাধিষ্ঠান, মোহাধিষ্ঠান, অলোভাধিষ্ঠান, অদ্বেষাধিষ্ঠান, অমোহাধিষ্ঠান, কায়কর্মাধিষ্ঠান, বাক্যকর্মাধিষ্ঠান, মনোকর্মাধিষ্ঠান, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান, বীর্য-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান, সমাধি-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান, প্রজ্ঞা-

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান।

এই অধ্যায়ে খুব সুন্দরভাবে এই চৌদ্দ প্রকার অধিষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টি হচ্ছে "সূত্রবিচয় চতুর্থ ভূমি"। এই অধ্যায়ে মূলত কুশল-অকুশল ধর্ম বিষয়ে আনপূর্বিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সূত্রের উদ্ভব, সূত্রের শ্রেণিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, সূত্র পাঁচ প্রকার; যথা : সংক্লেশভাগীয়, বাসনাভাগীয়, দর্শনভাগীয়, ভাবনাভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়। এগুলোর হেতু, নিঃসরণ, ফল, নির্দেশ, ক্ষুদ্র-মধ্যম-চূড়ান্ত, অর্থত ও ব্যঞ্জনত প্রকারভেদ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে "পঞ্চম ভূমি"। এই অধ্যায়ে মূলত ষোলোটি হার সম্পর্কে পিটকীয় উদ্ধৃতি দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়টি হচ্ছে "সূত্রার্থ সমুচ্চয় ভূমি"। এই অধ্যায়ে সবিস্তারে স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তন, পরিজ্ঞা, ধর্মাধিষ্ঠান, সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম, শমথ-বিদর্শন, শুভসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে চার ধ্যান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই চার ধ্যানকে মূলত এখানে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ (বোধ্যঙ্গ)-বিপ্রযুক্ত, আর অপরটি হচ্ছে বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ-সম্প্রযুক্ত। বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ-বিপ্রযুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে বাহ্যিক, আর বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ-সম্প্রযুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে মার্গলাভী আর্যপুদ্গলের। এগুলো সম্পর্কে আরও নানাভাবে নানা আঙ্গিকে সবিস্তার আলোচনা আছে এই অধ্যায় জুড়ে।

আর সর্বশেষ অধ্যায়টি হচ্ছে "সূত্র শ্রেণিভাগ করণীয়"। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, চার আহার, উপাদান, যোগ, গ্রন্থি, ওঘ, শৈল্য বিজ্ঞানস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে : অবিদ্যা নীবরণের কারণে ও তৃষ্ণা সংযোজনের কারণে সত্ত্বদের পূর্বসীমা জানা যায় না।... যারা দৃষ্টিচরিত হয়ে আর্যধর্মবিনয়ে অবতরণ করেন তারা ধর্মানুসারী হন। আর যারা তৃষ্ণাচরিত হয়ে আর্যধর্মবিনয়ে অবতরণ করেন তার শ্রদ্ধানুসারী হন।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, এই বইয়ে যেসব বিষয় নিয়ে এবং যে পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে মূলত সেই পদ্ধতিটাই অন্যান্য পিটকীয় বই থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে আলোচনার মেজাজটা ভিন্ন, ধারাটি ভিন্ন। এই ভিন্ন

ধারার ও ভিন্ন মেজাজের আলোচনা পড়তে গিয়ে পাঠক হয়তো দুর্বোধ্যতার বেড়াজালে আটকা পড়বেন, নতুবা নতুন একধরনের স্বাদ পাবেন।

এই পিটকোপদেশ গ্রন্থের সঙ্গে কেবল অন্য একটি গ্রন্থের তুলনা করা যেতে পারে, সেটি হলো **নেত্তিপ্রকরণ**। ভিক্ষু ঞাণমলি তার নেত্তিপ্রকরণের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেটির সহায়তা নিয়ে ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির অনূদিত নেত্তিপ্রকরণ গ্রন্থের **পূর্বাভাষ**-এ কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন। আমিও সেখান থেকে এখানে হুবহু তুলে ধরছি। তজ্জন্য আমি ভিক্ষু ঞাণমলি ও ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়াকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নেত্তিপ্রকরণের সহিত পেটকোপদেসের তুলনা

"নেত্তিপ্রকরণের সহিত পেটকোপদেস গ্রন্থের তুলনামূলক সম্পর্ক আলোচনা করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে ভিক্ষু ঞাণমলির এই সম্পর্কিত আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এখানে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করবো। ভিক্ষু ঞাণমলির মতে, এই পর্যন্ত প্রাপ্ত পেটকোপদেস বিভিন্ন প্রকার ত্রুটিতে ভরপুর। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে পাণ্ডুলিপি লিখবার সময় লিপিকার বেশির ভাগ ভুল করিয়াছেন। পেটকোপদেসের দ্বিতীয় বার্মিজ সংস্করণের [১][পেটকোপদেস বার্মিজ অক্ষরে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দুবার রেঙ্গুনে মুদ্রিত হয়েছিল। তা ছাড়া পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক রোমান অক্ষরে লন্ডনে মুদ্রিত হয়েছে। শ্রীলংকায় সিংহলী অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি।] এই ভুলের অনেকটা সংশোধন করা হলেও আরও অনেকটা ভুল সংশোধন করা আপাতত সম্ভব নয়। ত্রিপিটক থেকে গৃহীত বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতিও অনেক স্থানে ভুল দেখা যায়। তা ছাড়া লিপিকার ভুলে 'সামন্তপাসাদিকা' গ্রন্থে কিছু অংশ পেটকোপদেস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বইতে অনেক পৃষ্ঠায় বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। ভিক্ষু ঞাণমলি এইসব ভুলগুলির উদাহরণ-সহকারে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। ভিক্ষু ঞাণমলি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বার্মায় এবং শ্রীলংকায় প্রাপ্ত পেটকোপদেস গ্রন্থের লিপিকারের ভুল সংশোধন করার পর দেখা গেছে যে অন্যান্য ভুলগুলি সবস্থানে একই জাতীয়। তিনি মনে করেন যে শ্রীলংকা হতে বার্মায় প্রেরিত

---

[১] । টিকা।

পেটকোপদেস গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হয় ক্রটিযুক্ত ছিল, না হয় সামন্তপাসাদিকা গ্রন্থের সহিত মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরও ধারণা করেন যে, রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য শ্রীলংকায় হয়তো এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পুনঃ লিপিবদ্ধ হয়নি। তাই এই কয়েক শতাব্দীতে পাণ্ডুলিপির অনেক অংশ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বিচিত্র নহে। পেটকোপদেস সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লিপিকার পুনঃ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে অনেক ভুল করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মতে নেত্তিপ্রকরণের মতো পেটকোপদেস গ্রন্থও বুদ্ধের বিশিষ্ট এবং পণ্ডিত শিষ্যপরম্পরা চলে আসতেছে। তাই এই গ্রন্থ ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

নেত্তিপ্রকরণের সহিত পেটকোপদেসের তুলনা করতে হলে এই গ্রন্থ দুটোর অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়ে শুরু করতে হয়।

নেত্তিপ্রকরণ (অধ্যায়ের শিরোনাম)

১. হার বিভঙ্গ
২. হার সম্পাত
৩. নয় সমুট্‌ঠান
৪. সাসনপট্‌ঠান

পেটকোপদেস (অধ্যায়ের শিরোনাম)

১. অরিযসচ্চপ্পকাসন
২. সাসনপট্‌ঠান
৩. সুত্তাঠিট্‌ঠান
৪. সুত্ত বিচয়
৫. হার বিভঙ্গ
৬. সুত্তত্থসমুচয়
৭. হারসম্পাত
৮. নয় সমুট্‌ঠান

এই গ্রন্থ দুইটির অধ্যায়ের শিরোনামগুলিতে নেত্তির চারটা শিরোনাম পেটকোপদেসের ৮টা শিরোনামের মধ্যে ৫, ৭, ৮ এবং ২ অধ্যায়ের শিরোনাম এক। প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু বর্ণনাও এক। পেটকোপদেসের ১, ৩, ৪ এবং ৬ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু নেত্তিতে প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

নেত্তির প্রথম এবং পেটকোপদেসের পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম, আকার

গঠন এবং বিষয়ের বর্ণনা প্রায় এক। তবে নেত্তিতে বিষয়বস্তু আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পেটকোপদেসের চাইতে আকারে তিনগুণ, নেত্তিতে হার উদ্দেশ ভাগের সংক্ষিপ্ত গাথা হার নির্দেশ ভাগের শুরুতে এবং শেষে উল্লেখ আছে। পেটকোপদেসে প্রথম ১০টি হারে এইরূপ আছে। পেটকোপদেসে ১-৭ এবং ১০ হারের গাথা অন্য রকম। এদিক দিয়ে নেত্তির গাথাগুলি সুন্দর যথোপযুক্ত মনে হয়। পেটকোপদেসের ১৫ এবং ১৬ হার নির্দেশের ব্যাখ্যা অন্য প্রকার।

নেত্তির দ্বিতীয় এবং পেটকোপদেসের সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম এক হলেও বিষয়বস্তুর বিশদ ব্যাখ্যায় অনেক পার্থক্য আছে। পেটকোপদেসে ১৬ প্রকার হারের জন্য ১৬ প্রকার গাথা এবং ১৬ প্রকার গদ্য ৮ প্রকারের প্রত্যেক যুক্ত হতে গৃহীত হয়েছে। নেত্তিতে এইরূপ পুনরুক্তি নেই। তা ছাড়া পেটকোপদেসে সুত্ত নির্দেশ বা সুত্তত্থ দিয়ে বিষয়কে আরও ভারাক্রান্ত করা হয়েছে। নেত্তিতে বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে।

নেত্তির তৃতীয় এবং পেটকোপদেসের অষ্টম অধ্যায়ের একই শিরোনাম হলেও পেটকোপদেস হইতে অনেক সময় 'সুত্ত বিভঙ্গিয়' শিরোনামও দেখা যায়। তবে এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এক হলেও নয়ের ধারাবাহিকতা পেটকোপদেসে রক্ষিত হয়নি। নেত্তিতে নয়ের বর্ণনা বিশদ এবং বিস্তারিত।

নেত্তির চতুর্থ এবং পেটকোপদেসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুত্তকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু নেত্তিতে সুত্তকে দুভাগে এবং পেটকোপদেসে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নেত্তিতে প্রথম ভাগে সংক্লেশভাগীয় দিয়ে শুরু করে সুত্তকে ১৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু পেটকোপদেসে এইভাবে সুত্তকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নেত্তির দ্বিতীয় ভাগের সহিত পেটকোপদেসের তৃতীয় ভাগের সাদৃশ্য আছে। এখানে সুত্তকে ৯ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগে তিন প্রকার অর্থ সূচনা করলেও তাদের প্রত্যেকটা এক একটা নাম। পেটকোপদেসে আরও দুটা তিনটা অর্থসূচক সুত্তের বিভাগ দেখা যায়। পেটকোপদেসে প্রত্যেক সুত্তের জন্য একটা গাথা এবং একটা গদ্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। নেত্তিতে কিন্তু এইগুলি ছাড়া আরও অনেক বাড়তি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। পেটকোপদেসের দ্বিতীয় প্রকারের সুত্তের শ্রেণি বিভাগ নেত্তিতে নেই। নেত্তির প্রথম অধ্যায়ে আস্বাদ দিয়ে দেশনাহারকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে, সেইভাবে পেটকোপদেসে সুত্তকে ১৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তা ছাড়া বুদ্ধের দশবল বর্ণনার সহিত প্রথম ও তৃতীয় সুত্ত শ্রেণিবিভাগে একত্রিত হয়ে গেছে। নেত্তির বিচয়হারের সহিত এই বিভাগের

অনেকটা মিল আছে। পেটকোপদেসে বুদ্ধের দশবলের ব্যাখ্যা নেত্তিতে ছাড়িয়ে ত্রিপিটকের কাছাকাছি গেছে।

পেটকোপদেসের বাকি ১, ৩, ৪ এবং ৬ অধ্যায়গুলি এই চার অধ্যায়ের পূর্বাভাস অথবা বিশদ বর্ণনা। এইসব অধ্যায়ের বিষয়বস্তুগুলি পরীক্ষা করে দেখলে এইটাই প্রতীয়মান হয় যে নেত্তিতে এই বিষয়গুলি হয় অন্যভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, না হয় ১৬ প্রকার হার বর্ণনায় এই বিষয়গুলির কোনো প্রয়োজন নেই।

পেটকোপদেসের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূমিকা মাত্র। এই অধ্যায়ে দুটা ভাগ আছে এবং তা ছাড়া চতুরার্যসত্যের ব্যাখ্যা আছে। প্রথম ভাগের সহিত নেত্তিতে অক্ষরে অক্ষরে মিল আছে। দ্বিতীয় ভাগ নেত্তিতে দেখা যায় না। তবে নেত্তির দেশনা হারের সহিত সাদৃশ্য আছে। পেটকোপদেসের এই অধ্যায়ে এই ভাগ কেন উপস্থাপিত হয়েছে বুঝা যায় না। নেত্তিতে দেশনাহারের সহিত এই অংশের উল্লেখ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

পেটকোপদেসের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সুত্তাধিট্‌ঠান নেত্তির ১৪ হারের প্রতিলিপি। সুত্তাধিট্‌ঠানে তিনটা ভাগ আছে :

১. ৬টা মূলপদের ব্যাখ্যা,

২. ৩টা কর্মতত্ত্বের পরিচয়,

৩. পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ব্যাখ্যা

উপরিউক্ত বিষয়গুলি এখানে কেন ব্যাখ্যা করা হয়েছে বুঝা যায় না, পেটকোপদেসের চতুর্থ অধ্যায় আকারে ছোটো। এই অধ্যায়ের আলোচনার ভঙ্গি এবং বিষয় অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য। বিচয়হারের বিপরীতে সুত্তবিচয়ের অতিরিক্ত বিষয় বলে মনে হয়। এখানে বিচয়হারের চার মহা অপদেশ বা প্রমাণ প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পেটকোপদেসকে প্রমাণ করতে এই তিনটা বিষয় বিবেচনা করে দেখতে হয় :

১. কুশলাকুশলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয়েছে কি না।

২. শর্তসাপেক্ষ রক্ষিত হয়েছে কি না।

৩. বুদ্ধের অনুমতি (অনুঞ্‌ঞাত) আছে কি না।

তা ছাড়া এই অধ্যায়ে ‘সুত্ত সংকর’ নামক একটা ছোট অনুচ্ছেদ আছে। নেত্তিতে তাহা নেই।

পেটকোপদেসের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বহু বিষয় সম্বলিত একটা সংকলন আছে। উহা কেন এখানে সংযোজিত হয়েছে বুঝা যায় না। উহা সপ্তম অধ্যায়ের

ভূমিকা বলে মনে হয়। নেত্তিতে এইরূপ কোনো ভূমিকা নেই। কতকগুলি সাধারণ বিষয় নেত্তির সহিত পেটকোপদেসের তুলনা করে আমরা লক্ষ করিয়াছি যে পেটকোপদেস নেত্তির চাইতে অনেকটা সুত্তপিটকের সমপর্যায়ের। পেটকোপদেস গ্রন্থে অর্হৎকে ৯ প্রকারে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। পালি সাহিত্যে অন্য কোনো গ্রন্থে এই বিভাগ দেখা যায় না। নেত্তিতে শাসনপ্রস্থানে অশৈক্ষ্যভাগীয় সুত্তে অশৈক্ষ্যদের ৯ ভাগের সহিত তুলনীয়। পেটকোপদেসে স্রোতাপত্তিদের ৪ প্রকার ভূমি উল্লেখ করা হয়েছে : ১. দর্শনভূমি ২. তনুভূমি ৩. বীতরাগভূমি এবং ৪. কতাবীভূমি। কিন্তু নেত্তিতে মাত্র দুটা ভূমির উল্লেখ আছে : ১. দর্শনভূমি এবং ২. ভাবনা ভূমি। পেটকোপদেসে বুদ্ধের দশবলের ব্যাখ্যা নেত্তির ব্যাখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। পেটকোপদেসে অনেক সময় সুত্তের উদাহরণ বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নেত্তিতে সুত্তের উদাহরণ সুত্ত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে।

শাসন-প্রস্থান অধ্যায়ে নেত্তি এবং পেটকোপদেস গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলি ঠিক একই ধরনের নহে। তবে নেত্তির উদ্ধৃতিগুলি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। বিষয়বস্তু আলোচনায় নেত্তিতে অতি অল্প কথায় সুন্দরভাবে জটিল বিষয়কে সহজ করে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস দেখা যায়, পেটকোপদেসে বিষয়কে জটিল করা হয়েছে এবং আলোচনা দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। এদিক দিয়ে নেত্তি পেটকোপদেস হতে অনেকটা সার্থক। বিষয় বিন্যাসেও নেত্তিতে সুন্দররূপে বিধিবদ্ধভাবে গঠনমূলক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। কোনো বিষয়ে আরম্ভ ও শেষ যথাযথ হয়েছে এই উপস্থাপনা সঠিক স্থানে স্থাপিত হয়েছে। পেটকোপদেসে এই নীতিগুলি যথাযথ রক্ষিত হয়নি।

নেত্তির ভাষা ও রচনাশৈলী সুন্দর এবং সুসংঘবদ্ধ। শব্দবচনও স্বাভাবিক ও যথার্থ। এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে নেত্তিকে পেটকোপদেসের উন্নত সংস্করণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, অথবা পেটকোপদেস গ্রন্থের ধারাবাহিক সংস্করণ হলো নেত্তিপ্রকরণ। কিন্তু বৌদ্ধ পণ্ডিতমহলের ধারণা এই দুটো গ্রন্থ বুদ্ধের সমসাময়িক আমলের এবং বুদ্ধের আচার্য-শিষ্যপরম্পরা তা চলে আসতেছে।”

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। পূজ্য বনভন্তে তার শিষ্য ভিক্ষুসংঘকে ও উপাসক-উপাসিকাদেরকে দেশনা দেওয়ার সময় প্রায়শই একটি স্বপ্নের কথা বলতেন সেটি হলো, একদিন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনূদিত হবে। সবাই ত্রিপিটক পড়বে। ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক

আচরণ করে দুঃখমুক্তির দিকে অগ্রসর হবে। সবাই নির্বাণ লাভ করবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভিক্ষু-গৃহী উভয়েই মিলে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যে বছর পূজ্য বনভন্তে পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। তারপর বছর দুয়েক পরে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসের দিকে সিদ্ধান্ত হয় সমগ্র আকারে পুরো ত্রিপিটকটি প্রকাশ করার। তারই অংশ হিসেবে এই পিটকোপদেশ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ।

সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকদের কাছে সবচেয়ে খুশির খবর হচ্ছে এই যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পূজ্য বনভন্তের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে এতদঞ্চলে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হোক, এই কামনা করি। ভবতু সব্ব মঙ্গলং!

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
১৬ জুন ২০১৭

“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার”

খুদ্দকনিকায়ে
পিটকোপদেশ

১. আর্যসত্য প্রকাশ বিষয়ক প্রথম ভূমি

“পরমার্থ তথা পরম সত্যকে দর্শনকারী, শীল প্রভৃতি
গুণপারমীর অধিকারী সম্যকসম্বুদ্ধগণকে নমস্কার।”

১. একজন শ্রাবকের সম্যক দৃষ্টি উৎপন্নের জন্য দুটি হেতু (আছে), দুটি কারণ (আছে)। (সেই দুটি হেতু বা কারণ হচ্ছে,) অন্যের দেওয়া সত্য বিষয়ক দেশনা এবং অধ্যাত্ম বিষয়বস্তুর প্রতি জ্ঞানযোগে মনোনিবেশ। এখানে **‘অন্যের দেওয়া সত্য বিষয়ক দেশনা’** মানে কী? অন্যজনের দেশনা, উপদেশ, অনুশাসনমূলক কথা, সত্যকথা ও সত্যের উপযোগী কথা। সত্য চার ধরনের; যথা : দুঃখসত্য, দুঃখের কারণ সত্য, নিরোধসত্য ও মার্গসত্য। এই চার ধরনের সত্য সম্পর্কে যাবতীয় দেশনা, প্রদর্শন, বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও সহজবোধ্য করার জন্য প্রকাশকরণ; এগুলোকেই বলা হয় **"অন্যের দেওয়া সত্য বিষয়ক দেশনা"**।

২. এখানে **"অধ্যাত্ম বিষয়বস্তুর প্রতি জ্ঞানযোগে মনোনিবেশ"** মানে কী? **"অধ্যাত্ম বিষয়বস্তুর প্রতি জ্ঞানযোগে মনোনিবেশ"** মানে হচ্ছে উপরিউক্ত দেশনা প্রভৃতিকে বাহ্যিক বিষয়বস্তুর দিকে পরিচালিত না করে জ্ঞানযোগে দক্ষতার সঙ্গে সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, মনোনিবেশ করা; এটিকেই বলা হয় **"অধ্যাত্ম বিষয়বস্তুর প্রতি জ্ঞানযোগে মনোনিবেশ"**।

জ্ঞানযোগে মনোনিবেশ করার ধরন, দ্বার, বিধি ও উপায় হচ্ছে এই : কোনো একজন ব্যক্তি যেমন শুকনো, ভেজা নয় এমন কাঠকে শুকনো জায়গায় রেখে আগুন জ্বালানোর জন্য বারবার ঘষাঘষি করলে আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয়। তার কারণ কী? আগুন জ্বালানোর কাজটি সে যথাযথ উপায়ে করেছে তাই। ঠিক অনুরূপভাবে এই দুঃখসত্য, দুঃখের কারণ সত্য, নিরোধসত্য ও মার্গসত্য বিষয়ে সঠিক ধর্মদেশনার প্রতি সঠিক উপায়ে জ্ঞানযোগে মনোনিবেশ করা; এটিকেই বলা হয় **"জ্ঞানযোগে মনোনিবেশ"**।

যেমন, এই তিনটি অশ্রুতপূর্ব উপমা তাঁর মনে স্বতঃই উৎপন্ন হয়ে থাকে। কেউ কেউ কাম্য বিষয়ের প্রতি নিরাসক্ত... দুটি উপমা অযথাযথ উপায়ে মনোনিবেশ করা উচিত তাই সেগুলো সবশেষে বলা হবে। এখানে **"অন্যের দেওয়া সত্য বিষয়ক দেশনা"** ও **"অধ্যাত্ম বিষয়বস্তুর প্রতি জ্ঞানযোগে মনোনিবেশ"**—এই হচ্ছে দুটি কারণ। অপরের কাছ থেকে শুনে যেই প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় সেটিকে বলা হয় **শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা**। অধ্যাত্ম বিষয়বস্তুর প্রতি জ্ঞানযোগে যথাযথ উপায়ে মনোনিবেশ করার মধ্য দিয়ে যেই প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় সেটিকে বলা হয় **চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা**। এই দুই ধরনের প্রজ্ঞাকে জানা কর্তব্য। আগের দুটি কারণকেও এভাবে জানা কর্তব্য। একজন শ্রাবকের সম্যক দৃষ্টি উৎপন্নের জন্য এই দুটি হেতু (আছে), এই দুটি কারণ (আছে)।

৩. এখানে অন্যের দেওয়া চার সত্য বিষয়ক দেশনার অর্থ (তাৎপর্য) না জেনে কেউ একজন এর অর্থ উপলব্ধি করবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। আর এর অর্থ উপলব্ধি না করে জ্ঞানযোগে যথাযথ উপায়ে এতে মনোযোগ দেবে, মনোনিবেশ করবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। অন্যের দেওয়া চার সত্য বিষয়ক দেশনার অর্থ ভালো করে জেনে এর অর্থ উপলব্ধি করবে, এটা অবশ্যই সম্ভব। আর এর অর্থ উপলব্ধি করে জ্ঞানযোগে যথাযথ উপায়ে এতে মনোযোগ দেবে, মনোনিবেশ করবে, এটা অবশ্যই সম্ভব। একজন শ্রাবকের মুক্তির পক্ষে এই হচ্ছে হেতু, এই হচ্ছে অবলম্বন, এই হচ্ছে উপায়; অন্য কোনো পথ বা উপায় নেই। সূত্রের অর্থ ভালো করে না জেনে ও অন্যের দেশনা শুনে দেশনার অর্থ ভালো করে না জেনে কারো পক্ষেই অসাধারণ ও শ্রেষ্ঠ আর্যজ্ঞানদর্শন লাভ করা কখনো সম্ভব নয়। অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তির পক্ষে চার সত্য বিষয়ক দেশনা শোনার মধ্য দিয়েই অর্থের খোঁজ করা উচিত। চার সত্য বিষয়ক দেশনার অর্থ (গভীর তাৎপর্য) খোঁজার আনুক্রমিক ধারাটি হচ্ছে এই : ষোলো প্রকার হার (ব্যাপক বিশ্লেষণ), পাঁচ প্রকার নয় (বিশ্লেষণের ধারা বা পদ্ধতি) ও আঠারো প্রকার মূল বিষয়।

এখানে এর স্মারক-গাথা হচ্ছে এই :

আর্যধর্মের দিকে নিয়ে যায় এমন ষোলোটি হার,
শাসন তথা ধর্মের খোঁজ করে এমন পাঁচটি ধারা,
আর আঠারোটি মূল বিষয়, কাচ্চায়ন স্থবির কর্তৃক বর্ণিত।

৪. এখানে ষোলোটি হার (ব্যাপক বিশ্লেষণ) কী কী?

(১) দেশনা, (২) বিচার, (৩) যুক্তি, (৪) আশু কারণ, (৫) লক্ষণ, (৬) চার ব্যূহ বা বেষ্টনী, (৭) আবর্তন, (৮) বিভক্তি, (৯) পরিবর্তন, (১০)

বিশেষণ, (১১) পরিচিতি, (১২) অবতরণ, (১৩) শোধন, (১৪) অধিষ্ঠান, (১৫) পরিষ্কার, ও (১৬) সমানভাবে আরোপিতকরণ। এই হচ্ছে ষোলোটি হার।

এখানে এর স্মারক-গাথা হচ্ছে এই :

দেশনা, বিচার, যুক্তি, আশু কারণ ও লক্ষণ,
চার ব্যূহ বা বেষ্টনী, আবর্তন, বিভক্তি ও পরিবর্তন,
বিশেষণ, পরিচিতি, অবতরণ, শোধন ও অধিষ্ঠান,
পরিষ্কার ও আরোপিতকরণ, মোট হার ষোলোটি।

৫. এখানে পাঁচ প্রকার নয় (পদ্ধতি বা ধারা) কী কী?
নন্দিয়াবর্ত, ত্রিপুকখলো, আহ্লাদিত সিংহ, দিকদর্শনকারী, অঙ্কুশ।

এখানে এর স্মারক-গাথা হচ্ছে এই :

প্রথম নন্দিয়াবর্ত, দ্বিতীয় হচ্ছে তিপুকখলো,
আহ্লাদিত সিংহ হচ্ছে তৃতীয় নয় বা ধারা;
আর দিকদর্শনকারীকে বলা হয় চতুর্থ নয়ের দ্বীপ,
আর অঙ্কুশ হচ্ছে পঞ্চম, সর্বমোট এই পাঁচটি নয় বা ধারা।

৬. এখানে আঠারোটি মূল বিষয় (মূলপদ) কী কী?

১) অবিদ্যা, ২) তৃষ্ণা, ৩) লোভ, ৪) দ্বেষ, ৫) মোহ, ৬) শুভসংজ্ঞা, ৭) সুখসংজ্ঞা, ৮) নিত্যসংজ্ঞা, ৯) আত্মাসংজ্ঞা, ১০) শমথ, ১১) বিদর্শন, ১২) অলোভ, ১৩) অদ্বেষ, ১৪) অমোহ, ১৫) অশুভসংজ্ঞা, ১৬) দুঃখসংজ্ঞা, ১৭) অনিত্যসংজ্ঞা, ১৮) অনাত্মসংজ্ঞা—এই হচ্ছে আঠারোটি মূল বিষয় বা পদ। তন্মধ্যে নয়টি বিষয় হচ্ছে অকুশল যেগুলোর মধ্যে সমস্ত অকুশলকে জড়ো করা হয়েছে। আর অন্য নয়টি বিষয় হচ্ছে কুশল যেগুলোতে সমস্ত কুশলকে জড়ো করা হয়েছে।

নয়টি অকুশল বিষয় কী কী যেগুলোতে সমস্ত অকুশলকে জড়ো করা হয়েছে?

অবিদ্যা হতে আত্মাসংজ্ঞা পর্যন্ত এই হচ্ছে নয়টি অকুশল বিষয় যেগুলোতে সমস্ত অকুশলকে জড়ো করা হয়েছে।

নয়টি কুশল বিষয় কী কী যেগুলোতে সমস্ত কুশলকে জড়ো করা হয়েছে?

শমথ হতে অনাত্মাসংজ্ঞা পর্যন্ত এই হচ্ছে নয়টি কুশল বিষয় যেগুলোতে

সমস্ত কুশলকে জড়ো করা হয়েছে। এই হচ্ছে মোট আঠারোটি মূল বিষয় বা পদ।

এখানে এর স্মারক-গাথা হচ্ছে এই :

তৃষ্ণা ও অবিদ্যা, লোভ, দ্বেষ তদ্রূপ মোহ,
চারটি বিপর্যয় (বিপল্লাসা) ও ক্লেশভূমি এই নয়টি বিষয়।
যে স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা শমথ ও বিদর্শন কুশলমূল,
এই সমস্ত হচ্ছে কুশল, ইন্দ্রিয়ভূমি নয়টি বিষয়।
সমস্ত কুশলকে নয়টি বিষয় দিয়ে যুক্ত করে,
সমস্ত অকুশলকেও নয়টি বিষয় দিয়ে যুক্ত করে,
নয়টি মূল বিষয়ের একেকটি, উভয়ে মিলে মোট আঠারোটি মূল বিষয়।

এই আঠারো প্রকার মূল বিষয়গুলোর মধ্যে যেই নয়টি বিষয় অকুশল সেগুলো দুঃখসমুদয়। আর যেই নয়টি বিষয় কুশল সেগুলো দুঃখনিরোধের উপায়। এভাবে দুঃখসমুদয়ের ফল হচ্ছে দুঃখ, আর দুঃখনিরোধের ফল হচ্ছে নিরোধ। এই হচ্ছে চার আর্যসত্য যেগুলো ভগবান বারাণসীতে দেশনা করেছিলেন।

৭. এক্ষেত্রে দুঃখ আর্যসত্যের অসংখ্য অক্ষর, পদ, চিহ্ন, আকার, নিরুক্তি, নির্দেশ দেশনা করা হয়েছে, (মূলত) এর নিগূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য, প্রকাশ করার জন্য, বিবৃত করার জন্য, বিভাজিত করার জন্য, সহজবোধ্য করার জন্য, দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। অন্য সত্যগুলোর ক্ষেত্রেও এভাবেই জ্ঞাতব্য। এভাবে একেকটি সত্য অসংখ্য অক্ষর, পদ, চিহ্ন, আকার, নিরুক্তি, নির্দেশের দ্বারা খুঁজে দেখা কর্তব্য; সেই চিহ্নকে অর্থভিন্নতার মধ্য দিয়ে এবং অর্থকে ব্যঞ্জনভিন্নতার মধ্য দিয়ে।

যদি কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এভাবে বলে থাকেন : "আমি এই দুঃখ প্রত্যক্ষ করে অন্য দুঃখ দেখিয়ে দেব"; (তাহলে) তার সেই দাবি কথার কথা মাত্র, কিন্তু তিনি ঠিকঠাকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। অন্যান্য সত্যের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। ভগবান যেই রাতে অভিসম্বুদ্ধ হয়েছিলেন সেই রাতেই অনুপাদিশেষ পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে ভগবান যা কিছু সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম, বেদল্য—সবকিছুই সেই প্রবর্তিত ধর্মচক্রের মধ্যে নিহিত আছে। ভগবান বুদ্ধের ধর্মদেশনার কোনো কিছুই ধর্মচক্রের বাইরে নয়, অতএব সমস্ত সূত্রকে আর্যধর্মগুলোর মধ্যে খুঁজে দেখা কর্তব্য। সেখানে এটা মেনে নেওয়ার

জন্যই (মূলত) এই আলোকোজ্জ্বল স্থির চার আর্যসত্য।

সেখানে দুঃখ কী রকম? জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি, মরণ প্রভৃতি সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধই হচ্ছে দুঃখ। এখানে সেগুলোর লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলা হচ্ছে : জন্মের লক্ষণ হচ্ছে প্রাদুর্ভাব, বার্ধক্যের লক্ষণ হচ্ছে পরিপক্ব হওয়া, ব্যাধির লক্ষণ হচ্ছে দুঃখ ও দুঃখীভাব, মরণের লক্ষণ হচ্ছে চ্যুত হওয়া, শোকের লক্ষণ হচ্ছে প্রিয় ব্যক্তি বা জিনিসকে হারানোর ফলে সৃষ্ট পরিতাপ, হাহুতাশের লক্ষণ হচ্ছে শব্দ করে করে বিলাপ করা, দুঃখের লক্ষণ হচ্ছে শারীরিক কষ্ট, নিরানন্দের লক্ষণ হচ্ছে মানসিক কষ্ট, যন্ত্রণার লক্ষণ হচ্ছে ক্লেশের দ্বারা দগ্ধ হওয়া, অপ্রিয়-সংযোগের লক্ষণ হচ্ছে অপ্রিয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া, প্রিয়বিয়োগের লক্ষণ হচ্ছে প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুকে হারানো, অলাভের লক্ষণ হচ্ছে ইচ্ছা চরিতার্থ করতে না পারা জনিত হতাশা, পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের লক্ষণ হচ্ছে অজ্ঞতা, বার্ধক্য-মরণের লক্ষণ হচ্ছে পরিপক্ব হওয়া ও চ্যুত হওয়া, চ্যুতি-উৎপত্তির লক্ষণ হচ্ছে প্রাদুর্ভাব ও লুপ্ত হওয়া, সমুদয় বা উদ্ভবের লক্ষণ হচ্ছে প্রতিসন্ধি হওয়া বা জন্মানো, নিরোধের লক্ষণ হচ্ছে উদ্ভূত বিষয়কে পরিত্যাগ, মার্গের লক্ষণ হচ্ছে অনুশয় বা সুপ্তপ্রবণতাগুলোর সমূলে উচ্ছেদ। দুঃখের লক্ষণ হচ্ছে ব্যাধি, সমুদয় বা উদ্ভবের লক্ষণ হচ্ছে জন্ম হওয়া, মার্গের লক্ষণ হচ্ছে দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনা করা, নিরোধের লক্ষণ হচ্ছে শান্তি। অনপাদিশেষ নির্বাণধাতুর লক্ষণ হচ্ছে জন্মহীন অবস্থা, দুঃখ ও সমুদয়, দুঃখ ও নিরোধ, দুঃখ ও মার্গ, সমুদয় ও দুঃখ, সমুদয় ও নিরোধ, সমুদয় ও মার্গ, নিরোধ ও সমুদয়, নিরোধ ও দুঃখ, নিরোধ ও মার্গ, মার্গ ও নিরোধ, মার্গ ও সমুদয়, মার্গ ও দুঃখ।

৮. তথায় এগুলোই হচ্ছে সূত্র।

> যে নিশিতে পশে জীব জননীজঠরে
> সে নিশি হতে সতত বহে জীবনের স্রোত;
> ফিরে না কখনো তাহা মুহূর্তের তরে।
> বাতাহত মেঘ যথা একই দিকে ধায়,
> তেমনি জীবনস্রোত; কে তারে ফিরায়?

হে আনন্দ, একুত্তরিক সূত্রে এই আট প্রকার উৎপত্তি, এই হচ্ছে জন্ম।

তথায় বার্ধক্য কী রকম?

> যথাসময়ে ব্রহ্মচর্যা অনুশীলন না করলে,
> যৌবনে ধনসম্পত্তি উপার্জন না করলে,

মাছ নেই এমন সরোবরে বুড়ো সারস পাখির ন্যায়
মাছ শিকার করা।

দেবতাদের মধ্যে পাঁচটি পূর্বনিমিত্ত, এই হচ্ছে বার্ধক্য। (সেই পাঁচটি পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে ফুলের মালা শুকিয়ে যাওয়া, কাপড়চোপড় মলিন হওয়া, শরীর হতে ঘাম বের হওয়া, গায়ের রং ফ্যাকাসে হওয়া ও দেবলোকে চিত্ত রমিত না হওয়া।)

তথায় ব্যাধি কী রকম?

তুমি নিজেই জরা-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত বলে জানো,
কোথায় আবার রাজা! ক্ষত্রিয় হচ্ছে কর্মের ফল।
কেউই কর্মকে এড়াতে পারে না।

তিন প্রকার রোগী, এই হচ্ছে ব্যাধি।

তথায় মরণ কী রকম?

যেমন কুমারের তৈরি করা মৃৎপাত্র
সেটি ছোটো হোক আর বড়ো হোক,
কাঁচা হোক আর পাকা হোক—সবগুলোই ভঙ্গুর;
মানুষের জীবনও ঠিক তদ্রূপ
যেকোনো মুহূর্তে মৃত্যু এসে গ্রাস করতে পারে।
অল্প জলে ও ক্ষীণস্রোতে পতিত মাছের ন্যায়
মমত্বে (বা আসক্তিতে) কম্পমান সত্ত্বদের দেখো।
এটি দেখে ভবগুলোতে আসক্তির দ্বারা কম্পিত না হয়ে
মমত্বহীন হয়ে বিচরণ করো।

উদকপ্পন সূত্র, এই হচ্ছে মরণ।

তথায় শোক কী রকম?

পাপী ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে,
সে নিজের খারাপ কাজগুলো দেখে অনুতপ্ত ও মর্মাহত হয়।

তিন ধরনের দুশ্চরিত্র, এই হচ্ছে শোক।

তথায় পরিতাপ কী রকম?

যারা কামে আসক্ত, কামান্বেষী, কামে বিহ্বল;
কৃপণতারূপ অধর্মে রত হয়।

দুঃখপ্রাপ্ত হয়ে তারা এভাবে বিলাপ করে :
"এখান হতে চ্যুত হলে আমরা কোথায় জন্ম নেবো?"
তিন প্রকার বিপত্তি, এই হচ্ছে পরিতাপ।

তথায় দুঃখ কী রকম?
তাতে পৃথক পৃথক বেদনা প্রদানকারী
একশ প্রজ্জ্বলিত লৌহশূল ছিল।
সেগুলো অগ্নিশিখাময় হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছিল।
সংযুক্তনিকায়ের সত্য সংযুক্তের এক সূত্রে, অহো! সে যে কতো বড়ো যন্ত্রণা, এই হচ্ছে দুঃখ।

তথায় নিরানন্দ কী রকম?
সে সংকল্পে বশীভূত হয়ে দরিদ্রের মতো চিন্তা করে।
অপরের নিন্দা শুনে সে তদনুরূপভাবে নীরব থাকে।
এই দুটি বিষয় অনুতাপজনক, এই হচ্ছে নিরানন্দ।

তথায় যন্ত্রণা কী রকম?
কামারের হাপর যেমন ভিতরে দগ্ধ হয়,
কিন্তু বাইরে দগ্ধ হয় না;
ঠিক অনুরূপভাবে জলে পদ্ম জন্ম নিয়েছে শুনেই
আমার হৃদয় দগ্ধ হতে থাকে।
তিন ধরনের আগুন, এই হচ্ছে যন্ত্রণা।

তথায় অপ্রিয়-সংযোগ কী রকম?
লোহা হতে উৎপন্ন ময়লা যেমন নিজের
উৎপত্তিস্থানকেই ক্ষয় করে,
তদ্রূপ পাপকর্মকারী ব্যক্তিকে নিজের করা
কর্মগুলোই দুর্গতিতে নিয়ে যায়।
একুত্তরিক সূত্রে এই দুজন ব্যক্তি তথাগতকে নিন্দা করে, এই হচ্ছে অপ্রিয়-সংযোগ।

তথায় প্রিয়বিয়োগ কী রকম?

স্বপ্নে দেখা কোনো কিছুকে যেমন
স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা ব্যক্তি দেখতে পায় না,
তদ্রূপ নিজের প্রিয় ব্যক্তি মারা গেলে
তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।

সেই দেবতারা চ্যুত হওয়ার বিষয়গুলো জেনে তিনটি কথায় উপদেশ দেন। এই হচ্ছে প্রিয়বিয়োগ।

তিনজন মারকন্যা যা ইচ্ছা করে তা পায় না।
সেই কামভোগ প্রার্থনাকারী ও কামচ্ছন্দ উৎপন্নকারীর
সেই কাম্যবস্তুগুলো বিনষ্ট হতে থাকে,
অনেকটা শল্যবিদ্ধ ব্যক্তি কষ্ট পাওয়ার মতো।

সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধই দুঃখ।

চোখ, কান, নাক, জিভ, শরীর ও মন
এগুলোতে ঘোরতর আসক্তি তথা লোভ লুকিয়ে থাকে।
এখানেই সাধারণ ব্যক্তিরা লুব্ধ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, স্কন্ধ পাঁচ প্রকার, এই হচ্ছে দুঃখ।

তথায় বার্ধক্য ও মরণ কী রকম?

এই জীবন ভীষণ ক্ষণস্থায়ী,
একশ বছরের নিচেও মৃত্যু হয়;
তার চেয়ে বেশি যে ব্যক্তি বাঁচে
সেও বুড়ো বয়সে মারা যায়।

সংযুক্তনিকায়ে প্রসেনজিৎ সংযুক্তের এক সূত্রে "আমার বর্ষীয়ান বৃদ্ধা পিতামহী মৃত্যুবরণ করেছেন", এই হচ্ছে বার্ধক্য ও মৃত্যু।

তথায় চ্যুতি ও উৎপত্তি কী রকম?

সমস্ত সত্ত্বই একদিন মারা যাবে,
জীবন প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিক ধাবিত হচ্ছে।
সত্ত্বগণ পাপ-পুণ্য নিজেদের কর্মফল অনুসারে গমন করবে।

এই হচ্ছে চ্যুতি ও উৎপত্তি।

এই এগারোটি সূত্র ও অন্য নয়টি অনুপ্রবেশ করা সূত্রের মাধ্যমে লক্ষণবশে দুঃখকে জেনে সাধারণ ও অসাধারণ সমস্ত দুঃখ আর্যসত্যকে নির্দেশ করা কর্তব্য। গাথাগুলোর মাধ্যমে গাথাগুলোকে অথবা ব্যাখ্যাগুলোর মাধ্যমে ব্যাখ্যাগুলোকে বুঝে নেওয়া কর্তব্য। এই হচ্ছে দুঃখ।

৯. তথায় দুঃখসমুদয় তথা দুঃখের উদ্ভব কী রকম?

কামেতে আসক্ত কামসঙ্গরত ব্যক্তি
সংযোজনের দোষ দেখতে পায় না,
সেই তৃষ্ণাযুক্ত সংযোজনে আবদ্ধ সত্ত্বগণ
বিপুল বিশাল প্লাবন অতিক্রম করতে পারে না।

সূত্রে আসব চার প্রকার, এই হচ্ছে দুঃখসমুদয় তথা দুঃখের উদ্ভব।

তথায় দুঃখের নিরোধ কী রকম?

যার মধ্যে মায়া কিংবা মান কোনোটাই বাস করে না,
যিনি বীতলোভ, মমত্বহীন, আশামুক্ত,
ক্রোধহীন ও নির্বাপিত মন;
তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু।

বিমুক্তি এই দুই প্রকার—লোভহীন চিত্তবিমুক্তি ও অবিদ্যাহীন প্রজ্ঞাবিমুক্তি, এই হচ্ছে নিরোধ।

তথায় মার্গ বা পথ কী রকম?

দেখাটাকে বিশুদ্ধ করার জন্য
এটিই মার্গ বা পথ, অন্য কোনো পথ নেই।
আর সেটি হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পথ।
এই পথেই মারকে দমন করা যায়।

হে ভিক্ষুগণ, বোজ্ঝাঙ্গ সাত প্রকার, এই হচ্ছে মার্গ বা পথ।

তথায় চার আর্যসত্য কী রকম?

যেসব ধর্ম হেতুর কারণে উৎপন্ন হয়,
সেগুলোর হেতুর কথাই কথা তথাগত বলেন।
সেগুলোর নিরোধের কথাও বলেন।
আমাদের মহাশ্রমণ এরূপ মতবাদী।

হেতুর কারণে উৎপন্ন ধর্মগুলো হচ্ছে দুঃখ, হেতুর উদ্ভব, এগুলো ভগবানের কথা। এই ধর্মই হচ্ছে নিরোধ। যারা সংযোজনের উপযোগী ধর্মগুলোতে আস্বাদদর্শী হয়ে বাস করে তাদের তৃষ্ণা ক্রমশ বাড়তে থাকে, তৃষ্ণার কারণে উপাদান... এভাবেই কেবল দুঃখরাশির উদ্ভব হয়ে থাকে। তথায় যা সংযোজন তা-ই হচ্ছে সমুদয় বা উদ্ভব। আর যেসব ধর্ম সংযোজনের উপযোগী, শোক-পরিতাপ-দুঃখ-নিরানন্দ-যন্ত্রণা প্রভৃতির জন্ম

দেয় সেগুলোই হচ্ছে দুঃখ। সংযোজনের উপযোগী ধর্মগুলোর মধ্যে দোষ দেখতে পাওয়াটাই হচ্ছে মার্গ বা পথ। জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিতাপ হতে যন্ত্রণা পর্যন্ত প্রভৃতি দুঃখ হতে মুক্ত হওয়াই হচ্ছে নির্বাণ। এই হচ্ছে চার সত্য।

তথায় অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু কী রকম?

> অস্তগতের (পরিনির্বাপিতের) কোনো চিহ্নই থাকে না,
> অথবা সেটিকে অন্য কিছু দিয়ে দেখিয়েও দেয়া যায় না।
> জ্ঞানী ব্যক্তির সমস্ত সঙ্গ তথা আসক্তি ক্ষয় হওয়ায়
> সমস্ত বাদ-বিবাদ প্রশমিত হয়।

এই সূত্রগুলো অসাধারণ। যেখানে যেখানে আর্যসত্যগুলো নির্দেশ করা হয়েছে সেখানে সেখানে আর্যসত্যের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তুলে ধরে অসংখ্য চিহ্ন (ব্যঞ্জন) দিয়েই সেই অর্থ খুঁজে নেওয়া কর্তব্য। সেখানে অর্থ অনুযায়ী পরিবর্তনশীল চিহ্নের দ্বারা, পুনরায় চিহ্ন অনুযায়ী পরিবর্তনশীল অর্থের দ্বারা প্রত্যেকটির অসংখ্য চিহ্নকে এই সমস্ত সূত্রের মাধ্যমে চার আর্যসত্য নির্দেশ করা কর্তব্য। পাঁচটি নিকায়ে অনুপ্রবিষ্ট গাথাগুলোর মাধ্যমে গাথাগুলো ও ব্যাখ্যাগুলোর মাধ্যমে ব্যাখ্যাগুলো বুঝে নিতে হবে। এই হচ্ছে অসাধারণ সূত্রগুলো।

সেগুলোর স্মারক-গাথা হচ্ছে এই :

যে নিশিতে প্রথমে, আট প্রকার উৎপত্তি;
পাঁচটি পূর্বনিমিত্ত, সরোবরে বুড়ো সারস।
তুমি নিজেই, কোথায় আবার রাজা,
তিনজন দেবতা রোগী;
যেমন কুমারের মৃৎপত্র, যেমন উদকপ্পনা।
ইহকাল-পরকালে অনুশোচনা করে, তিন প্রকার দুশ্চরিত্র;
কামাসক্ত, কামান্বেষী, তিনটি বিপত্তি পর্যন্ত।
একশত লোহার শূল ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল যন্ত্রণা;
সংকল্পে বশীভূত হয়ে ও তথায় অনুতাপজনকের দ্বারা।
কামারের হাপর যেমন, তিন ধরনের আগুন প্রকাশিত;
লোহা হতে উৎপন্ন মল, তথাগতকে নিন্দাবাদ।
তিনটি দেবতাদের অনুশাসন,
স্বপ্নের মাধ্যমে ও কামসঙ্গরত যেমন;

তিনজন মারকন্যা, শল্যবিদ্ধের মতো কষ্ট পায়।
চোখ, কান, নাক, পঞ্চস্কন্ধ প্রকাশিত;
জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী, আমার বর্ষীয়ান বুদ্ধা পিতামহী।
সমস্ত সত্ত্বই মারা যাবে, উৎপত্তি ও চ্যুতি;
কামে আসক্ত সত্ত্বগণ ও চার আসবের দ্বারা।
যার মধ্যে মায়া বাস করে না, এই দুই প্রকার চিত্তবিমুক্তি;
এটিই মার্গ, অন্য কোনো মার্গ নেই, বোজ্ঝাঙ্গ সুদেশিত।
অস্তগতের কোনো চিহ্নই থাকে না, গোধিক পরিনির্বাপিত।
যেসব ধর্ম হেতুর কারণে উৎপন্ন, সংযোজন অনুদর্শী।
এই হচ্ছে সেগুলোর দশটি স্মারক-গাথা।

১০. এই হচ্ছে সাধারণ সূত্রগুলো, যেই সূত্রগুলোতে সাধারণ সত্যগুলো অনুলোম, প্রতিলোম ও মিশ্রিত করে দেশনা করা হয়েছে।

[অজিতকে ভগবান বললেন :]
জগৎ অবিদ্যার দ্বারা আবৃত,
কৃপণতা ও প্রমাদের কারণে দীপ্তিমান হয় না।
দুঃখই এর মহাভয়, আমি এটিকে তৃষ্ণার আবিলতা বলি।

তথায় অবিদ্যা ও কৃপণতাই হচ্ছে দুঃখের সমুদয় বা উদ্ভব। আর মহাভয় হচ্ছে দুঃখ। দুঃখ ও দুঃখের সমুদয় এই দুই সত্য। "সংযোজন ও সংযোজনের উপযোগী ধর্ম" এটি সংযুক্তনিকায়ের চিত্ত-সংযুক্তের ব্যাখ্যা। তথায় সংযোজনই হচ্ছে দুঃখের সমুদয়। আর সংযোজনের উপযোগী ধর্মগুলো হচ্ছে দুঃখ। এখানেও দুঃখ ও দুঃখের সমুদয় এই দুটি সত্য।

তথায় দুঃখ ও নিরোধ কী রকম?

যেই ভিক্ষুর ভবতৃষ্ণা ও ভবনেত্তি (ভবাসক্তি) সমূলে ছিন্ন হয়েছে,
সেই ভিক্ষুর জন্ম ও সংসার বিশেষভাবে ক্ষীণ হয়েছে।
তাই তার আর পুনর্জন্ম নেই।

এখানে চিত্তই হচ্ছে দুঃখ। আর ভবতৃষ্ণা ছিন্ন করাটা হচ্ছে দুঃখের নিরোধ। "জন্ম ও সংসার বিশেষভাবে ক্ষীণ হয়েছে, এখন আর পুনর্জন্ম নেই" এটি হচ্ছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখানে দুঃখ ও দুঃখের নিরোধ এই দুটি সত্য। হে ভিক্ষুগণ, এই দুই ধরনের বিমুক্তি; যথা : লোভমুক্ত চিত্তবিমুক্তি ও অবিদ্যামুক্ত প্রজ্ঞাবিমুক্তি। এখানে চিত্তই হচ্ছে দুঃখ। আর বিমুক্তিই হচ্ছে নিরোধ। এখানেও দুঃখ ও দুঃখের নিরোধ এই দুটি সত্য।

তথায় দুঃখ ও মার্গ কী রকম?

এই দেহকে কলসির ন্যায় (ভঙ্গুর) জেনে,
এই চিত্তকে নগরের ন্যায় সুরক্ষিত করে,
প্রজ্ঞাস্ত্র দিয়ে মারের সঙ্গে যুদ্ধ করো।
এভাবে বিজিত ধনকে সযত্নে রক্ষা করো।
কিন্তু তার প্রতি আসক্তি রেখো না।

তথায় "কলসির ন্যায় দেহকে ও নগরের ন্যায় চিত্তকে" এটি হচ্ছে দুঃখ। আর "প্রজ্ঞাস্ত্র দিয়ে মারের সঙ্গে যুদ্ধ করো" এটি হচ্ছে মার্গ। এই হচ্ছে দুটি সত্য। হে ভিক্ষুগণ, "যা তোমাদের নয় তা পরিত্যাগ করো"। এখানে সংযোজনই হচ্ছে মার্গ। রূপ হতে বিজ্ঞান পর্যন্ত যেসব ধর্ম নিজের নয় সেসব পরিত্যাগ করা কর্তব্য, এটিই হচ্ছে দুঃখ ও মার্গ।

তথায় দুঃখ, দুঃখের সমুদয় ও দুঃখের নিরোধ কী রকম?

জগতে যা কিছু শোক, পরিতাপ ও অনেক প্রকার দুঃখ,
এগুলো প্রিয়ের কারণেই উৎপন্ন হয়,
প্রিয় না থাকলে এগুলো উৎপন্ন হয় না।

শোক, পরিতাপ ও নানা ধরনের দুঃখ, যেগুলো প্রেম হতে উৎপন্ন হয়, এগুলোই হচ্ছে দুঃখ। আর প্রেমই হচ্ছে দুঃখের সমুদয় তথা উদ্ভব। তথায় ছন্দরাগ তথা কামনা-বাসনাকে দমন করে প্রিয়-ভালোবাসা না করা, এটিই হচ্ছে দুঃখের নিরোধ। এই তিনটি হচ্ছে সত্য। তিম্বরুকো পরিব্রাজক উপলব্ধি করে যে, "নিজের কৃত ও পরের দ্বারা কৃত"। এখানে যেমনটি বিচার করা হয়েছে তা-ই হচ্ছে দুঃখ। এই দুই অন্ত অনুশীলন না করে মধ্যম পথ অবিদ্যার কারণে সংস্কার হতে জন্মের কারণে বার্ধক্য-মরণ প্রভৃতি, এটিই হচ্ছে দুঃখ ও দুঃখের সমুদয়। বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, ভব, জন্ম, বার্ধক্য-মরণ এগুলোই হচ্ছে দুঃখ। অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান এগুলো হচ্ছে দুঃখের সমুদয়। এভাবেই "এটি নিজের কৃত হিসেবে বিচার করে" প্রতীত্যমসুৎপাদে যা দুঃখ, এটিই দুঃখের সমুদয় হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। অবিদ্যা নিরুদ্ধ হলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয় হতে বার্ধক্য-মরণ নিরুদ্ধ হয় পর্যন্ত, এটি হচ্ছে দুঃখের নিরোধ। দুঃখ, দুঃখের সমুদয় ও দুঃখের নিরোধ, এই হচ্ছে তিনটি সত্য।

১১. তথায় দুঃখ, দুঃখের সমুদয় ও মার্গ কী রকম?

যিনি কামকে দুঃখের নিদান বা উৎপত্তি বলে দেখেছেন,
সেই ব্যক্তি কামের দিকে কিভাবে নত হবেন?

জগতে কামনাকে আসক্তি হিসেবে জেনে
সেই স্মৃতিমান ব্যক্তি সেটিকে দমনের জন্য শিক্ষা করেন।

যিনি দুঃখকে দেখেছেন, এটি হচ্ছে দুঃখ। যেখান থেকে উৎপন্ন হয়, এটি হচ্ছে সমুদয় তথা উদ্ভব। নিদান বা উৎপত্তি দেখা থেকে শুরু করে সেটিকে দমনের জন্য শিক্ষা করা পর্যন্ত, এটি হচ্ছে মার্গ। এই তিনটি সত্য।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের একাদশ নিপাতের মধ্যে গোপালকোপম সূত্র।

তথায় রূপসংজ্ঞা পর্যন্ত যা ষড়ায়তন, ব্রণ ঢেকে রাখার ন্যায় যা তীর্থ, যেভাবে ধর্মসম্মত বিপুল প্রীতি-প্রমোদ্য লাভ করা যায়, এই চতুর্বিধ আত্মভাব ও কাহিনী, এটিই হচ্ছে দুঃখ। মাছির ডিম হরণকারী হওয়া পর্যন্ত, এটি দুঃখের সমুদয়। রূপসংজ্ঞা, মাছির ডিম হরণ, ব্রণ ঢেকে রাখা, বীথি বিষয়ে দক্ষতা, গোচর বিষয়ে দক্ষতা, এটিই হচ্ছে মার্গ। বাদবাকি ধর্ম, যেগুলোর মধ্যে হেতু আছে, কারণ আছে, নিশ্রয় আছে, সাবশেষ দোহনকারী, অনেক পূজা, কল্যাণমিত্রতার কারণ ধর্মগুলো, বীথি বিষয়ে দক্ষতা ও হেতু, এগুলোই হচ্ছে তিনটি সত্য।

তথায় দুঃখ, মার্গ ও দুঃখের নিরোধ কী রকম?

কায়গতস্মৃতি স্মরণ করে, ছয়টি স্পর্শ-আয়তনকে
সংযত করে, সব সময় যে ভিক্ষু সমাহিত অবস্থায় থাকেন,
তিনি আপন কাজ শেষে নির্বাণ লভেছি বলে জানেন।

তথায় যা কায়গতস্মৃতি, যা ষড়ায়তন, তৎসমস্তই দুঃখ। কায়গতস্মৃতি, শীলসংযম, সমাধি, স্মৃতি, এগুলোই হচ্ছে প্রজ্ঞাস্কন্ধ। সমস্ত শীলস্কন্ধ ও সমাধিস্কন্ধই হচ্ছে মার্গ। এভাবে যারা অবস্থান করেন তাদের পক্ষেই নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়। এটিই হচ্ছে নিরোধ, এই তিনটি হচ্ছে সত্য। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শমথ ও বিদর্শন এই দুটি ধর্ম ভাবনা করা কর্তব্য। তথায় চিত্ত-সহজাত ধর্মগুলোই হচ্ছে দুঃখ। শমথ ও বিদর্শনই হচ্ছে মার্গ। লোভমুক্ত চিত্তবিমুক্তি ও অবিদ্যামুক্ত প্রজ্ঞাবিমুক্তি, এ দুটিই হচ্ছে নিরোধ। এই তিনটি হচ্ছে সত্য।

তথায় সমুদয় ও নিরোধ কী রকম?

আশা, কামনা, অভিনন্দন, অনেক ধাতুর মধ্যে প্রতিষ্ঠা,
অজ্ঞানের কারণে উৎপন্ন তৃষ্ণা,
এসব কিছুই মূলসহ আমার দ্বারা অপসারণ করা হয়েছে।

"অজ্ঞানের কারণে উৎপন্ন তৃষ্ণা" এটি পূর্বোক্তগুলোসহ হচ্ছে সমুদয় তথা উদ্ভব। আমার দ্বারা এসব কিছুই মূলসহ অপসারণ করা হয়েছে, এটি

নিরোধ। এই হচ্ছে দুটি সত্য। চারটি বিষয়কে উপলব্ধি করতে না পারা, বুঝতে না পারা, এটিকে বিস্তারিত করে বুঝা উচিত। আর্যশীল, আর্যসমাধি, আর্যপ্রজ্ঞা ও আর্যবিমুক্তি। তথায় এই চারটি বিষয়কে উপলব্ধি করতে না পারা, বুঝতে না পারা, এটি হচ্ছে সমুদয়। ভবনেত্তি তথা ভবাসক্তিকে বুঝতে পারা, উপলব্ধি করতে পারা, এটি হচ্ছে নিরোধ। এটিই হচ্ছে সমুদয় ও নিরোধ।

তথায় সমুদয় ও মার্গ কী রকম?

[ভগবান অজিতকে বললেন :]
জগতে যেসব স্রোত বিদ্যমান,
স্মৃতি একমাত্র সেগুলোকে রোধ করতে পারে।
প্রজ্ঞা দ্বারাই সেসব স্রোতকে সংযত করা যায়,
রোধ করা যায় বলে আমি বলি।

যেসব স্রোত, এটি সমুদয়। রোধ ও নিবারণ করতে সক্ষম এমন প্রজ্ঞা ও স্মৃতিই হচ্ছে মার্গ। এই দুটি হচ্ছে সত্য। দৃঢ়নেমিযুক্ত যাননির্মাতা সঞ্চেতনিয় সূত্রটিকেই ছয়টি মাসের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। তথায় যা বক্র, দোষযুক্ত ও ভ্রমযুক্ত কায়কর্ম, যা বক্রতা, দোষযুক্ততা ও ভ্রমযুক্ততা তা-ই হচ্ছে সমুদয় তথা উদ্ভব। তদ্রূপ যা বক্র, দোষযুক্ত ও ভ্রমযুক্ত বাককর্ম, মনঃকর্ম, যা বক্রতা, দোষযুক্ততা ও ভ্রমযুক্ততা তা-ই হচ্ছে মার্গ বা পথ। তদ্রূপ বাককর্ম ও মনঃকর্ম। এই হচ্ছে দুটি সত্য—দুঃখসমুদয় ও মার্গসত্য।

তথায় সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ কী রকম?

"তৃষ্ণা-দৃষ্টির অধীন ব্যক্তিরই চঞ্চলতা আসে। যিনি তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করেছেন কিছুতেই তার মনে চঞ্চলতা আসে না। চঞ্চলতা না থাকলে মনে প্রশান্তি আসে। প্রশান্তি আসলে কামরাগ দূর হয়। কামরাগ দূর হলে আর সংসারে আসতে হয় না। তাই বারংবার জন্ম-মৃত্যুও হয় না। যার জন্ম-মৃত্যু হয় না তিনি ইহলোকেও নন, পরলোকেও নন। এভাবেই দুঃখের অবসান হয়।"

তথায় দুই প্রকার নিশ্রয়ই হচ্ছে সমুদয়। যা নিশ্রয়হীন ও কামরাগহীন তা-ই হচ্ছে মার্গ। যা সংসারে না আসতে হয় না, বারংবার জন্ম-মৃত্যু হয় না, এভাবেই দুঃখের অবসান হয়, এটাই হচ্ছে নিরোধ। এই হচ্ছে তিন প্রকার সত্য। কায়গতস্মৃতি অনুপস্থিত থাকলে... যা বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শন, এটিই হচ্ছে সমুদয়। বিমুক্তি হতে উপনিশ্রয়-উপসম্পদা পর্যন্ত এগারো প্রকার উপনিশ্রয়কে ভিত্তি করে কায়গতস্মৃতি সমুপস্থিত রেখে অবস্থান করা।

শীলসংযম শ্মশানিক হয় এবং যা বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শন, এটিই হচ্ছে মার্গ। আর যা বিমুক্তি তাই হচ্ছে নিরোধ। এই তিন প্রকার সত্য। দুঃখসমুদয়, দুঃখের নিরোধ ও মার্গ।

১২. তথায় নিরোধ ও মার্গ কী রকম?

যিনি নিজের করা সত্যের দ্বারাই নিজে
সন্দেহহীন হয়ে নির্বাণগত হন,
জগতে বিভবকে জানেন,
তার পুনর্জন্ম ক্ষীণ হয় ও তিনিই মূলত ভিক্ষু।

সত্যের দ্বারা যা বলা হয়েছে তা-ই হচ্ছে মার্গ। পুনর্জন্ম ক্ষীণ হয় বলে যা বলা হয়েছে তা-ই নিরোধ। এই দুই প্রকার সত্য। শাস্তা পাঁচটি বিমুক্তি-আয়তন ধর্ম দেশনা করেছেন, অথবা অন্য কোনো বিজ্ঞ সব্রহ্মচারী দেশনা করেছেন, এভাবে বিস্তারিত করা কর্তব্য। যিনি সেই অর্থ বুঝেন তার মনে আনন্দ উৎপন্ন হয়, আনন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেটির প্রতি তিনি নির্লিপ্ত থেকে দুঃখমুক্ত হন, এটিই হচ্ছে মার্গ। আর বিমুক্তিই হচ্ছে নিরোধ। এভাবে পাঁচটি বিমুক্তি-আয়তন বিস্তারিতভাবে বুঝে নিতে হবে। এই হচ্ছে দুই প্রকার সত্য—নিরোধ ও মার্গ।

এগুলো হচ্ছে সাধারণ সূত্র। যথাস্থানে বর্ণিত এই সাধারণ সূত্রগুলোর সঙ্গে উপলব্ধি ও লক্ষণ অনুসারে বিচার করে অন্যান্য সূত্রগুলো নির্দেশ করা কর্তব্য কোনোটি পরিহার বা বর্জন না করেই। গাথা অনুসারে গাথাগুলো আর ব্যাখ্যা অনুসারে ব্যাখ্যাগুলো বুঝতে হবে। এগুলোই হচ্ছে সাধারণ দশটি, পরিবর্ধক একটি ও সাধারণ নির্দেশ চারটি করে। এই হচ্ছে মিশ্র নির্দেশ। একটি, পাঁচটি, ছয়টি ও এগারোটি সবগুলো। এই দুই প্রকার পরিবর্জন ও আগের দশটি। এই হচ্ছে বারো প্রকার পরিবর্ধক সত্য। এতক্ষণ পর্যন্ত এখানে সমস্ত সূত্রগুলো নেই, অনেকটা ব্যাখ্যা বা গাথার ন্যায়। এই বারোটি পরিবর্ধকের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার না করতে অপ্রমত্তভাবে খোঁজ নিয়ে নির্দেশ করা কর্তব্য।

এখানে মোটামুটি এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সমস্ত দুঃখই সাতটি পদের মাধ্যমে একত্রে বুঝায়। কোন সাতটি? অপ্রিয়-সংযোগ ও প্রিয়বিয়োগ এই দুটি পদের দ্বারা সমস্ত দুঃখকে নির্দেশ করা যায়। তার আবার দুটি নিশ্রয়; যথা : কায় ও চিত্ত। তাই বলা হয় : "কায়িক ও চৈতসিক দুঃখ।" কায়িক বা চৈতসিক কোনো দুঃখই নেই। সমস্ত দুঃখকেই কায়িক ও চৈতসিক এই দুই দুঃখের দ্বারা নির্দেশ করা যায়। দুঃখ-দুঃখতা, সংস্কার-দুঃখতা ও পরিবর্তন-

দুঃখতা এই তিন দুঃখতার শ্রেণিভুক্ত। এভাবেই সেই সমস্ত দুঃখ তিন দুঃখতার অন্তর্ভুক্ত। এভাবেই এই দুঃখ তিন প্রকার। কায়িক ও চৈতসিক দুঃখ দুই প্রকার। অপ্রিয়-সংযোগ ও প্রিয়বিয়োগ দুই প্রকার দুঃখ। মোটমাট এই সাত প্রকার দুঃখ।

তথায় চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যতীত তিনটি সমুদয়। কোন তিনটি? তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও কর্ম। তথায় তৃষ্ণা ও ভবসমুদয় কর্ম। তদ্রূপ জন্ম নেওয়া ব্যক্তির হীনতা ও উত্তম অবস্থা হচ্ছে সমুদয়। এরূপে যা ভবগতির মধ্যে হীনতা ও উত্তম অবস্থা, যা তিনটি দুঃখতার শ্রেণিভুক্ত, যা দুই মূলের সঙ্গে একীভূত, অবিদ্যায় আবৃত ও ভবতৃষ্ণা-সংযুক্ত ব্যক্তির সচিত্তক শরীর, তাও তিনটি দুঃখতার অন্তর্গত।

তদ্রূপ বিপর্যয় তথা বিকৃতি (বিপল্লাস) হতে দৃষ্টি ও ভবে গমন করা কর্তব্য। সেটি সাত প্রকারে নির্দেশ করা কর্তব্য। একটি বিপর্যয় তিনটি নির্দেশ করে এবং আরও অন্য চারটি বিপর্যয়ের বিষয়। তথায় একটি বিপর্যয় কী রকম? কোনো কিছুকে বিপরীতভাবে গ্রহণ করা, যেমন : "অনিত্যকে নিত্য" বলে গ্রহণ করা। তদ্রূপ চার ধরনের বিপর্যয়। এই হচ্ছে এক প্রকার বিপর্যয়। সংজ্ঞা, চিত্ত ও দৃষ্টি। কোন চারটি বিপর্যয়ের বিষয়? কায়, বেদনা, চিত্ত ও ধর্ম। এভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তির অকুশল বাড়িয়ে তোলে। তথায় সংজ্ঞাবিপর্যয় দ্বেষ অকুশলমূলকে বাড়িয়ে তোলে। চিত্তবিপর্যয় লোভ অকুশলমূলকে বাড়িয়ে তোলে। দৃষ্টিবিপর্যয় মোহ অকুশলমূলকে বাড়িয়ে তোলে। তথায় দ্বেষ অকুশলমূলের তিনটি মিথ্যাপথে প্রতিপন্ন ফল; যেমন : মিথ্যা কথা, মিথ্যা কর্ম ও মিথ্যা জীবিকা। লোভ অকুশলমূলের তিনটি মিথ্যাপথে প্রতিপন্ন ফল; যেমন : মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা সমাধি। মোহ অকুশলমূলের দুটি মিথ্যাপথে প্রতিপন্ন ফল; যেমন : মিথ্যাদৃষ্টি ও মিথ্যাস্মৃতি। তদ্রূপ অকুশল সহেতু, সপ্রত্যয়, বিপর্যয় ও প্রত্যয়। সহেতু অকুশলমূলগুলো এভাবে প্রতিপক্ষতার মাধ্যমে অন্যূন অনধিক দুটি প্রত্যয়ের দ্বারা নির্দেশ করা কর্তব্য। নিরোধ ও মার্গে বিপর্যয়ের কারণে প্রতিপক্ষতা অনুসারে চারটি।

তথায় এই হচ্ছে স্মারক-গাথায় :

অবিদ্যায় আবৃত জগৎ, চিত্ত ও সংযোজন,
সেই প্রচ্ছিন্ন ভবতৃষ্ণা ও দুই প্রকার বিমুক্তি।
কলসির মতো এই দেহ, যা তোমার নয় তা ত্যাগ কর,
যা কিছু শোক পরিতাপ, তিম্বরুকের নিজের কৃত।

দুঃখ ও দৃষ্টি উৎপন্ন, যা গোপালকোপম,
বললেন, কায়গতস্মৃতি, শমথ ও বিদর্শনের কথা।
আশা, কামনা, অভিনন্দন, চারটি বিষয় অনুপলব্ধি,
জগতে যেসব স্রোত, দৃঢ়নেমিযুক্ত যাননির্মাতা।
তৃষ্ণা-দৃষ্টির অধীন ব্যক্তির চঞ্চলতা, অনুপস্থিত কায়গতস্মৃতি,
নিজের কৃত সত্য ও বিমুক্তি-আয়তনের দ্বারা।

মহাকাচ্চায়ন স্থবিরের দ্বারা পিটকোপদেশ গ্রন্থে আর্যসত্য প্রকাশ বিষয়ক প্রথম ভূমি ভাষিত হয়েছে। আমার মতো করে উদ্ধৃতি ও স্মারক-গাথাসহ ভগবান তথাগত বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় ভাষণ করেননি।

২. শাসনপ্রস্থান বিষয়ক দ্বিতীয় ভূমি

১৩. তথায় শাসনপ্রস্থান কী রকম?

সংক্লেশভাগীয় সূত্র, বাসনাভাগীয় সূত্র, নির্বেধভাগীয় সূত্র, অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র, সংক্লেশভাগীয় ও বাসনাভাগীয়, সংক্লেশভাগীয় ও নির্বেধভাগীয়, সংক্লেশভাগীয়, নির্বেধভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়, বাসনাভাগীয় ও নির্বেধভাগীয়। আদেশ, ফল, উপায়, আদেশ ও ফল, ফল ও উপায়, আদেশ, ফল ও উপায়। আস্বাদ, দোষ, নিঃসরণ, আস্বাদ ও দোষ, আস্বাদ ও নিঃসরণ, দোষ ও নিঃসরণ, আস্বাদ, দোষ ও নিঃসরণ। লোকিক, লোকোত্তর, লোকিক ও লোকোত্তর। কর্ম, বিপাক, কর্ম ও বিপাক। নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞেয়। দর্শন, ভাবনা, দর্শন ও ভাবনা। বিপাককর্ম, বিপাককর্ম নয়, বিপাকও নয়, বিপাককর্মও নয়। নিজের কথা, পরের কথা, নিজের ও পরের কথা। সত্ত্বাধিষ্ঠান, ধর্মাধিষ্ঠান, সত্ত্বাধিষ্ঠান ও ধর্মাধিষ্ঠান। প্রশংসা, নিজের কথার অধিষ্ঠান, পরের কথার অধিষ্ঠান, নিজের ও পরের কথার অধিষ্ঠান। ক্রিয়া, ফল, ক্রিয়া ও ফল। অনুজ্ঞাত, প্রত্যাখ্যাত, অনুজ্ঞাত ও প্রত্যাখ্যাত। এই ছয়টি প্রত্যাখ্যান।

১৪. তথায় সংক্লেশভাগীয় সূত্র কী রকম?

কামে অন্ধ মানুষেরা তৃষ্ণার জালে আচ্ছন্ন,
বাসনার জালে আবদ্ধ, মারের পাতা ফাঁদে বাঁধা,
অনেকটা কুমিরের মুখে মাছের মতো।
দুধ খাওয়া শিশু যেমন মায়ের দিকে যায়
তেমনি তারাও ক্রমশ বার্ধক্য ও মরণের দিকে যায়।

হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার নিবরণ।

তথায় বাসনাভাগীয় সূত্র কী রকম?

মন ধর্মগুলোর মধ্যে পূর্বগামী,
মনই শ্রেষ্ঠ, আর সেগুলো মন হতে জাত।
কেউ যদি প্রসন্ন মনে কথা বলে বা কাজ করে,
সেই থেকে সুখ তাকে অবিচ্ছিন্ন ছায়ার মতো
অনুসরণ করে।

সংযুক্ত সূত্রে শ্রদ্ধা-শীল পরিভাবিত এই সূত্রটি ভগবান শাক্যদের কপিলবাস্তু নগরে বিস্তারিতভাবে মহানাম শাক্যকে শেষ বয়সে দেশনা করেছিলেন।

তথায় নির্বেধভাগীয় সূত্র কী রকম?

যিনি ওপর-নিচের সব ধরনের পাপ হতে সুবিমুক্ত,
"এটি আমি" এই বলে দেখে না।
তিনিই এভাবে বিমুক্ত হন,
আগে কখনো পার হননি এমন স্রোত পার হন
যাতে করে আর জন্মাতে না হয়।

আনন্দ শাস্তাকে জিজ্ঞেস করেন, ভন্তে, কী উদ্দেশ্যে শীল হয়?

তথায় অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র কী রকম?

যার চিত্ত শিলাময় পাহাড়ের মতো স্থির,
রঞ্জনীয় স্থানে রঞ্জিত হয় না,
ক্রোধের স্থানে থাকে ধীর হয়ে।
এমন ভাবিতচিত্ত ব্যক্তির কোথায় দুঃখ থাকবে!

ভগবান বললেন, সারিপুত্র নামে জনৈক স্থবির সে আমার কাছে কাছে থেকে, আমার সঙ্গ ত্যাগ না করে ধর্মপ্রচারে বের হয়। এখানে সারিপুত্রের ব্যাকরণ করা কর্তব্য। ভগবান কি বলেননি যে, যার কায়গতস্মৃতি অভাবিত, অবহুলীকৃত... প্রভৃতি বিস্তারিত করা কর্তব্য।

১৫. তথায় সংক্লেশভাগীয় ও বাসনাভাগীয় কী রকম?

ঢেকে রাখলে বেশি বৃষ্টি পড়ে,
খুলে রাখলে অত বৃষ্টি পড়ে না।
তাই ছাউনি থাকলে খুলে ফেল,
এতে আর বৃষ্টি পড়বে না।

"ঢেকে রাখলে বৃষ্টি পড়ে" এটি হচ্ছে সংক্লেশ। "খুলে রাখলে অত বৃষ্টি

পড়ে না" এটি বাসনা। "অন্ধকার অন্ধকারপরায়ণ" এটিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে। তথায় যা অন্ধকার ও অন্ধকারপরায়ণ তা হচ্ছে সংক্লেশ। আর যা আলো ও আলোপরায়ণ তা হচ্ছে বাসনা।

তথায় সংক্লেশভাগীয় ও নির্বেধভাগীয় সূত্র কী রকম?

জ্ঞানী ব্যক্তিরা লোহা, কাঠ,
কিংবা তৃণের বাঁধনকে শক্ত বাঁধন বলেন না।
মণিকুণ্ডল ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি
সার মনে করে যে আসক্তি বা অভিলাষ জন্মে
তা-ই শক্ত বাঁধন বলে বলেন।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা লোহা, কাঠ, কিংবা তৃণের বাঁধনকে শক্ত বাঁধন বলেন না। মণিকুণ্ডল ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি সার মনে করে যে আসক্তি বা অভিলাষ জন্মে, এটিই হচ্ছে সংক্লেশ। এই বাঁধন ছিড়েই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পরিবর্জন করেন, এবং অনাসক্ত হয়ে সব রকম কাম্য বিষয় পরিত্যাগ করেন, এটি হচ্ছে নির্বেধ। যা চেতয়িত ও প্রকল্পিত, এবং যা নামরূপের প্রাদুর্ভাব হয়। এই চারটি পদ সংক্লেশ। আর শেষের চারটি নির্বেধ।

তথায় সংক্লেশভাগীয়, নির্বেধভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র কী রকম?

এই জীবলোক সতত জ্বলছে,
স্পর্শ-বিমর্দিত হয়ে দুঃখত্রয়ে নিত্য নিপীড়িত;
স্কন্ধরোগে বলছে আত্মা নিজের।
মনে মনে যা যা মনে করে,
তা কিন্তু অন্য কিছু হয়ে যাচ্ছে।
অন্যথা ভাবী ভবাসক্ত, ভব-প্রপীড়িত ব্যক্তি
ভবকেই অভিনন্দিত করে।
যাকে অভিনন্দিত করে তা-ই হচ্ছে ভয়,
যাকে ভয় করে সেটিই হচ্ছে দুঃখ।
এই ভবকে পরিত্যাগ করার জন্যই
এই ব্রহ্মচর্যা অনুশীলন।

যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ভবের দ্বারা ভব হতে মুক্ত হওয়া যায় বলে বলেন, তাদের সবাইকে "ভব হতে অবিমুক্ত" বলে বলি। অথবা যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিভবের দ্বারা ভব হতে নিঃসরণ হওয়া যায় বলে বলেন, তাদের সবাইকে "ভব হতে অনিঃসরিত" বলে বলি। এটি হচ্ছে দৃষ্টিসংক্লেশ। দৃষ্টিসংক্লেশ ও তৃষ্ণাসংক্লেশ উভয়ই সংক্লেশ। ভবে পুনর্জন্মকে পরিত্যাগের জন্য ব্রহ্মচর্য

অনুশীলন করা, যতদিন পর্যন্ত সমস্ত উপাদান ক্ষয় করা সম্ভব না হয়, এটি হচ্ছে নির্বেধভাগীয়। সেই নিবৃত ভিক্ষুর সমস্ত ভব অতিক্রম না করা পর্যন্ত, এটি হচ্ছে অশৈক্ষ্যভাগীয়। চার ধরনের অনুস্রোতগামী ব্যক্তি হচ্ছে সংক্লেশে স্থিত, আর প্রতিস্রোতগামী ব্যক্তি হচ্ছে নির্বেধ। স্থলে দাঁড়ায় এই অর্থে অশৈক্ষ্যভূমি।

১৬. তথায় বাসনাভাগীয় ও নির্বেধভাগীয় সূত্র কী রকম?

দাতার পুণ্য হুর হুর করে বেড়ে যায়,
সংযমী ব্যক্তির শত্রু বাড়ে না।
কৌশলী ব্যক্তি অকুশল পাপ ত্যাগ করেন,
আর লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় করে পরিনির্বাপিত হন।

দাতার পুণ্য হুর হুর করে বেড়ে যায়, সংযমী ব্যক্তির শত্রু বাড়ে না, এটি হচ্ছে বাসনা। কৌশলী ব্যক্তি অকুশল পাপ ত্যাগ করেন, আর লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় করে পরিনির্বাপিত হন, এটি হচ্ছে নির্বেধ।

ভালোভাবে নিয়মিত ধর্মশ্রবণ করলে, মনে মনে বিচার-বিশ্লেষণ করলে ও দৃষ্টি প্রতিবিদ্ধ হলে পাঁচটি নিশ্চিৎ সুফল লাভ হয়। এই জগতে কেউ কেউ ধর্ম বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম ধারণকারী, স্মৃতিশীল, বাক্যবাগীশ, সুপরিচিত, মনোনিবেশকারী ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; সে তাতে যুক্ত থেকে, নাড়াচাড়া করতে করতে, প্রচণ্ড চেষ্টা করতে করতে এই জীবনেই ধর্ম বিষয়ে বিশেষ কিছু লাভ করে। এই জীবনে বিশেষ কিছু না পেলে অসুস্থ অবস্থায় পায়। অসুস্থ অবস্থায় না পেলে মৃত্যুর সময় পায়। মৃত্যুর সময় না পেলে দেবতা হয়ে জন্ম নিয়ে সেখানে পায়। দেবতা হয়ে জন্ম নিয়ে সেখানে না পেলে সেই ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও আনন্দের ফলে পচ্চেকবোধি পায়।

তথায় এই জীবনেই পায়, এটি হচ্ছে নির্বেধ। যা জন্মপরম্পরা পচ্চেকবোধি পায় সেটি হচ্ছে বাসনা। এই ষোলোটি সূত্র সমস্ত উপদেশকে ভালোভাবে ধারণ করে স্থিত হয়। এই ষোলোটি সূত্র নয় ধরনের সূত্রে বিভক্ত হয়। তাও আবার প্রজ্ঞাবানের জন্য, দুষ্প্রজ্ঞের জন্য নয়; যোগ্যের জন্য, অযোগ্যের জন্য নয়; নিষ্কর্মা আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জগতে সংক্লেশ হয়ে বিচরণ করে। সেই সংক্লেশ তিন প্রকার; যথা : তৃষ্ণা-সংক্লেশ, দৃষ্টি-সংক্লেশ ও দুশ্চরিত্র-সংক্লেশ। সেই সংক্লেশ হতে উঠে এসে সংক্লেশ ধর্মগুলোতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, লোকিয় ধর্মগুলোতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তথায় অকুশলকে দেখার কারণে সেই শীল ও দৃষ্টিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে, আর তাতে করে সেটি তৃষ্ণা-সংক্লেশ হয়। যদি তার এই মনোভাব উৎপন্ন হয়

যে, "এই শীল, ব্রত বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা আমি দেবতা হবো, বা বিশেষ দেবতা হবো" এভাবে যার মনে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় তার মিথ্যাদৃষ্টি-সংক্লেশ হয়। যদি শীলে প্রতিষ্ঠিত থেকে অপরামৃষ্ট শীলবান হয়, তার সেই শীল ও ব্রত যথাযথ মনোযোগ দিয়ে গৃহীত হয়, বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন লাভ না করা পর্যন্ত অনুতাপ জন্মায় না, তা এই জীবনেই সেই কালগত ব্যক্তির জন্মজন্মান্তরে অন্য স্কন্ধগুলোতে এভাবে শ্রুত হয় : "সুচরিত বাসনার দিকে নিয়ে যায়" এটিকে বাসনাভাগীয় সূত্র বলা হয়। তথায় শীলে স্থিত ব্যক্তির চিত্ত সম্পূর্ণ নীবরণমুক্ত হয়। তারপর ভগবান তাকে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগ করার জন্য ধর্মদেশনা করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠ নির্বাণ লাভ করেন, অথবা বুদ্ধশাসনের শেষে একান্ত নির্বাণ লাভ করেন, অথবা এক বসাসেই ষড়ভিজ্ঞা লাভ করেন। তথায় দুজন ব্যক্তি আর্যধর্ম লাভ করেন, তারা হলেন : শ্রদ্ধানুসারী ও ধর্মানুসারী। তথায় ধর্মানুসারী হচ্ছে উদ্ঘাটিতজ্ঞ, আর শ্রদ্ধানুসারী হচ্ছে জ্ঞেয়। তথায় উদ্ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তি দু প্রকার : কেউ কেউ তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় ও কেউ কেউ মৃদু-ইন্দ্রিয়। তথায় জ্ঞেয় ব্যক্তি দু ধরনের : কেউ কেউ কেউ তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় ও কেউ কেউ মৃদু-ইন্দ্রিয়। তথায় যে ব্যক্তি উদ্ঘাতিজ্ঞ কিন্তু মৃদু-ইন্দ্রিয়, আর যে ব্যক্তি জ্ঞেয় কিন্তু তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয়, এই ব্যক্তিরা অসম-ইন্দ্রিয় হয়। তথায় এই ব্যক্তিরা সম-ইন্দ্রিয় হয়ে পরিত্যাগ করে ও উদ্ঘাটিতজ্ঞ হয়, আর বিশেষজ্ঞ জ্ঞেয়, এই ব্যক্তিরা মধ্যম ভূমির বিশেষজ্ঞ হয়। এই তিন ধরনের ব্যক্তি।

১৭. তথায় চতুর্থ ও পঞ্চম উদ্ঘাটিতজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ (বিপঞ্চিতঞঞু), জ্ঞেয় ব্যক্তি। তথায় উদ্ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলো লাভ করে দর্শনভূমিতে স্থিত থেকে স্রোতাপত্তিফল লাভ করেন। এই প্রথম স্রোতাপন্ন হচ্ছেন একবীজী। তথায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় লাভ করে দর্শনভূমিতে স্থিত থেকে স্রোতাপত্তিফল লাভ করেন। এই দ্বিতীয় স্রোতাপন্ন হচ্ছেন কোলংকল। তথায় জ্ঞেয় ব্যক্তি ইন্দ্রিয় লাভ করে দর্শনভূমিতে স্থিত থেকে স্রোতাপত্তিফল লাভ করেন। এই তৃতীয় স্রোতাপন্ন হচ্ছেন সত্তকখত্তুপরমো। এই তিন প্রকার ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গতভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে স্রোতাপত্তিফলে স্থিত।

উদ্ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তি একবীজী হন, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কোলংকল হন, আর জ্ঞেয় ব্যক্তি সত্তকখত্তুপরম হন। এটি নির্বেধভাগীয় সূত্র। কিন্তু যদি তার চেয়ে বেশি চেষ্টা করেন এই জীবনেই নির্বাণ লাভ করেন। তথায় তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় উদ্ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তি দুই প্রকার হয়ে থাকেন; যথা : অনাগামীফল লাভ করে অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী ও উপহচ্চ পরিনির্বাণলাভী। তথায় তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয়

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দুই প্রকার হয়ে থাকেন; যথা : অনাগামীফল লাভ করে অসংস্কার পরিনির্বাণলাভী ও সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী। তথায় জ্ঞেয় ব্যক্তি অনাগামীফল লাভ করে ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে অকনিষ্ঠগামী হয়, উদ্ঘাটিতজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রিয় নানাত্বের কারণে তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় উদ্ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তি অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী হন, মৃদু-ইন্দ্রিয় উদ্ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তি ঊর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী হন। উদ্ঘাটিতজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় নানাত্বের কারণে তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় উদ্ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তি সসংস্কার ও অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী হন, মৃদু-ইন্দ্রিয় উদ্ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তি উপহচ্চ পরিনির্বাণলাভী হন। তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হন, মৃদু-ইন্দ্রিয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হন, জ্ঞেয় ব্যক্তি উপহচ্চ পরিনির্বাণলাভী হন, তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হন। মৃদু-ইন্দ্রিয় বিশেষজ্ঞ সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হন, জ্ঞেয় ব্যক্তি ঊর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী হন। এভাবে পাঁচ ধরনের অনাগামী, ছয় প্রকার সকৃদাগামী ও তিন প্রকার স্রোতাপন্ন—এই নয় প্রকার শৈক্ষ্য।

তথায় তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় উদ্ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তি অর্হত্ত্ব লাভ করে দুই ধরনের ব্যক্তি হন; যথা : উভয়ভাগ বিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত। তথায় মৃদু-ইন্দ্রিয় উদ্ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তি অর্হত্ত্ব লাভ করে দুই ধরনের ব্যক্তি হন—স্থিতকল্পী ও উপলব্ধীকারী। তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যক্তি অর্হত্ত্ব লাভ করে দুই প্রকার ব্যক্তি হন—চেতনাভব্য ও রক্ষণভব্য। তথায় মৃদু-ইন্দ্রিয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অর্হত্ত্ব লাভ করে দুই প্রকার ব্যক্তি হন; যথা : চিন্তা করে পরিনির্বাণলাভী নন, চিন্তা না করে পরিনির্বাণলাভী হন। রক্ষা করে পরিনির্বাণলাভী নন, রক্ষা না করে পরিনির্বাণলাভী হন। তথায় জ্ঞেয় ব্যক্তি ভাবনায় নিয়োজিত হয়ে পরিত্যাগধর্মী হন, কর্মনিয়ত অথবা সমশীর্ষ হন। এই নয় প্রকার অর্হৎ এই চার প্রকার সূত্র সংক্লেশভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়। এই ব্যক্তিদের মধ্যে তথাগতের দশবল প্রবর্তিত হয়।

১৮. দশ প্রকার বল কী কী?

এই জগতে ভগবানগণ প্রবর্তন করতে না চাইলে মহাসকখ দেবপুত্র প্রার্থনা করে বলেন : "হে সুগত, ধর্ম দেশনা করুন!" তিনি অনুত্তর বুদ্ধচক্ষু দিয়ে অবলোকন করে দেখতে পেলেন যে, সত্ত্বগণ তিন শ্রেণির; যথা : সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত, মিথ্যা স্বভাবে নিশ্চিত ও অনিশ্চিত। তথায় সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত শ্রেণির সত্ত্বগণ মিথ্যাস্মৃতিতে নিয়োজিত হবে, এটি সম্ভব নয়। শাস্তাহীন হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করবে, এটি সম্ভব নয়। সমাপত্তি লাভ

করবে, এটি সম্ভব নয়। তথায় মিথ্যা স্বভাবে নিশ্চিত শ্রেণির সত্ত্বগণ আর্যসমাপত্তিতে নিয়োজিত হবে, এটি সম্ভব নয়। বরং অনার্য মিথ্যা চর্চায় নিয়োজিত হবে, এটি সম্ভব। তথায় অনিশ্চিত শ্রেণির সত্ত্বগণ যথাযথ উপায়ে নিয়োজিত হয়ে সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত শ্রেণিতে গমন করবে, এটা সম্ভব। মিথ্যা উপায়ে নিয়োজিত হয়ে সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত শ্রেণিতে গমন করবে, এটা সম্ভব নয়। যথাযথ উপায়ে নিয়োজিত হয়ে সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত শ্রেণিতে গমন করবে, এটা সম্ভব। মিথ্যা উপায়ে নিয়োজিত হয়ে মিথ্যা স্বভাবে নিশ্চিত শ্রেণিতে গমন করবে, এটা সম্ভব। এই তিনটি অনুত্তর বুদ্ধচক্ষু দিয়ে অবলোকনের সময় সম্যকসম্বুদ্ধকে "স্মৃতিমান হয়ে এই ধর্মগুলো অভিসম্বুদ্ধ হয়নি" বলে আমাকে কেউ সহধর্মের মাধ্যমে নিন্দা করবে, এটা সম্ভব নয়। বীতরাগ ব্যক্তিকে কেউ জেনেশুনে আসব ক্ষীণ হয়নি বলে নিন্দা করবে, এটা সম্ভব নয়। এই অনিশ্চিত শ্রেণির ব্যক্তিদের যেই ধর্মদেশনা তা দুঃখক্ষয়ের দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায় না বলা, এটা সম্ভব নয়। তদ্রূপ উপদিষ্ট হয়ে আমার যে অনিশ্চিত শ্রেণির শ্রাবক আছে সে আগেরটি দিয়ে অন্য বিশেষটি সাক্ষাৎ করবে না, এটি সম্ভব নয়।

১৯. যেই মুনি নানা ধরনের নিরুক্তিগুলো দিয়ে দেবতা-নাগ-যক্ষদের দমন করেন, সেই মুনি ধর্মগুলোকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে কারণবশে অন্য পাড়ে গমন করবে, এটা সম্ভব নয়। ধর্মপ্রতিসম্ভিদা। এই নিরুক্তি হতে সাত সাতটি নিরুক্তি উৎপন্ন হবে না, এটা সম্ভব নয়। নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। নিরুক্তি একসঙ্গে বাস করা শ্রাবকদের সেই অর্থ বোধগম্য হবে না, এটি সম্ভব নয়। অর্থপ্রতিসম্ভিদা। মহাসকখ দেবপুত্ররা কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করেছিল। কায়িক, মানসিক বা প্রপীড়িত ব্যক্তি যার হাত বাঁকা বা খঞ্জ সেই অর্থ ভাগাভাগি করা হবে না, এটা সম্ভব নয়। প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা। যার মধ্যে সেটি থাকবে তার মধ্যে তা থাকবে না, এটা সম্ভব নয়। যার মধ্যে বিনাশ না থাকে, তার মধ্যে বিনাশ হবে, এটা সম্ভব নয়। এভাবে দুঃখসমুদয়ের নিরোধের জন্য দশ অকুশল কর্মপথ। মার, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, তথাগত অথবা চক্রবর্তী রাজা একজন মেয়ে হবে, সেটা সম্ভব নয়। একজন পুরুষই চক্রবর্তী রাজা, সক্ক দেবরাজ ইন্দ্র হবেন, এটা সম্ভব। এরূপ বল, এরূপ জ্ঞান, এটিকেই বলা হয় স্থান-অস্থান বিষয়ে জ্ঞান, যা প্রথম তথাগতবলকে নির্দেশ করা উচিত। তিনটি শ্রেণি, চার বৈশারদ্য ও চার প্রতিসম্ভিদার সঙ্গে প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রবর্তিত হয়। কুশল স্ত্রী-পুরুষদের কুশল-বিপাকগুলোতে উৎপন্ন হয়। এটিই প্রথম তথাগতবল এমনটি জানা

যায়।

সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত রাশি, এটি সর্বত্রগামিনী প্রতিপদা নয়, বরং এটি নির্বাণগামিনী প্রতিপদা। তথায় মিথ্যা স্বভাবে নিশ্চিত রাশিও আছে, কিন্তু এটি সর্বত্রগামিনী প্রতিপদা নয়। এটি সৎকায়-সমুদয়গামিনী প্রতিপদাই হোক, এটি সেখানে আচরণে স্থিত হয়ে নির্বাণে গমন করে, অপায়ে গমন করে, দেবমনুষ্যলোকে গমন করে। অথবা যেই যেই প্রতিপদায় নিয়োজিত হয়ে সর্বত্র গমন করা যায় সেটিই হচ্ছে সর্বত্রগামিনী প্রতিপদা। এখানে যেই জ্ঞান যথার্থ তা-ই হচ্ছে সর্বত্রগামিনী প্রতিপদা জ্ঞান, দ্বিতীয় তথাগতবল।

এটিই সেই সর্বত্রগামিনী প্রতিপদা নানাধিমুক্ত, কেউ কামে, কেউ দুষ্কর কাজে, কেউ আত্মপীড়নে নিযুক্ত হয়ে, কেউ সংসারের মাধ্যমে শুদ্ধি প্রত্যক্ষ করে, কেউ আবার অনবদ্য ভাবনায় নিয়োজিত হয়ে। সেই সেই চরিত্রে বাঁধা সত্ত্বগণের যেই যথার্থ জ্ঞান নানাগত লোকের অনেকাধিমুক্ত সেটিকে যথার্থরূপে জানে। এটিই হচ্ছে তৃতীয় তথাগতবল।

তথায় সত্ত্বগণ অধিমুক্ত হয়, বারংবার চর্চা করে, বর্ধিত করে, ব্যাপকতা দান করে। সেই সত্ত্বগণের কর্ম-উপচয় তদাধিমুক্ত। সেটিই ধাতুকে বহন করে নিয়ে যায়। এই ধাতুগুলো কী কী? নৈষ্ক্রম্যধাতু, বলধাতু, কোনো কোনোটি সম্পত্তি, কোনো কোনোটি মিথ্যাত্ব ধাতু-অধিমুক্ত হয়ে থাকে। অন্যেরা তার চেয়ে বেশি দেখতে পায় না। তারা তাতেই নিজের বার্ধক্য-মরণের প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়ে সিদ্ধান্ত নেন : "মনে হয়, সত্যই এটি তুচ্ছ"। ভগবান যেমনটি সক্ক দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেছিলেন। তথায় যা যথার্থ জ্ঞান সেটিকেই বলা হয় চতুর্থ তথাগতবল।

তথায় যেই ধাতুটি শ্রেষ্ঠ সেটি কায় বা বাক্যের দ্বারা আরম্ভ করে এই অর্থে চৈতসিক। আরম্ভ চেতনাকর্ম কায়িক ও বাচনিক আরম্ভ চৈতসিক হওয়ায় কর্মের অনন্তরে তথাগত এভাবে জেনে থাকেন : "এই সত্ত্বের দ্বারা, এমন ধাতুর দ্বারা এরূপ কর্ম করা হয়েছে। অতীতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এই হেতুর দ্বারা তার এরূপ বিপাক উৎপন্ন হয়, ভবিষ্যতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এরূপ বিপাক উৎপন্ন হবে।" এভাবে বর্তমানেও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এভাবে জেনে থাকেন : "এই ব্যক্তি এরূপ ধাতুসম্পন্ন, এই কাজ করেন।" তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও হেতুর দ্বারা এই জীবনেই তার এমন বিপাক উৎপন্ন হবে না, বা উৎপন্ন হয় না"। অথবা অন্য পর্যায়ে এভাবে জেনে থাকেন : "এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে এরূপ কাজ করবে, এই হেতুতে তার এমন বিপাক উৎপন্ন হবে, এই হেতুতে যেই চারটি কর্মস্থান, যেমন- এই

কর্মস্থানটি বর্তমানে সুখ, ভবিষ্যতেও সুখবিপাকী"... এভাবে এই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কর্মসমাদানবশে ও হেতু-কারণবশে উচ্চ-নীচ ও হীন-উত্তম বিপাকের মাত্রা সম্বন্ধে জানেন, এটিকেই বলা হয় কর্মবিপাক জ্ঞান পঞ্চম তথাগতবল।

তদ্রূপ সত্ত্বগণ যেই কর্মসমাদানকে গ্রহণ করার সময় তথায় এভাবে জানেন : "এই কর্মাধিমুক্ত লোভচরিত ব্যক্তির নৈষ্ক্রম্যধাতু পরিপূর্ণ হতে যাচ্ছে। তার লোভযুক্ত মানশূন্য প্রথম ধ্যান সংক্লিষ্ট হবে। যদি পুনরায় আরো বেশি করে চেষ্টা করায় ধ্যানবিশুদ্ধ মন লাভ করে তাহলে বিশেষভাগীয় প্রতিপদায় নিয়োজিত হয়। ধ্যানভাগীয় প্রথম ধ্যানে স্থিত ব্যক্তির দ্বিতীয় ধ্যান বিশুদ্ধিতা অর্জন করে। তৃতীয় ধ্যানে মনোনিবেশ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় চিত্ত পুরোপুরি স্থিত হয়। তার সেই প্রীতি অবিশেষভাগীয় তৃতীয় ধ্যান আদিতে স্থিত হয়। যদি সে তার নিঃসরণকে যথার্থরূপে জানতে পরে। তথাগতের চতুর্থ ধ্যান তো অবশ্যই বিশুদ্ধিতা অর্জন করে। চতুর্থ ধ্যানের পরিহানীভাগীয় ধর্মগুলো, সেই পরিহানীভাগীয় ধর্মগুলো যেখানে জন্মায় সেই চতুর্থ ধ্যানে বিশুদ্ধিতা দেখা যায়।" এভাবে অনুশীলিত সমাপত্তির চারটি সমাপত্তি, তিনটি বিমোক্ষমুখ, আটটি বিমোক্ষধ্যান, চারটি ধ্যানবিমোক্ষ। "সমাধি" বলতে চার ধরনের সমাধি; যথা : ছন্দসমাধি, বীর্যসমাধি, চিত্তসমাধি ও বীমাংসাসমাধি। অনুশীলিত সমাপত্তি মোট চারটি, এভাবে এই ধ্যানগুলোর বিমোক্ষসমাপত্তি। লোভচরিত ব্যক্তির এরূপ সংক্লেশ বিদ্যমান থাকে। দ্বেষচরিত ও মোহচরিতের বেলায়ও তদ্রূপ। লোভচরিত ব্যক্তির এরূপ বিশুদ্ধিতা, যা এখানে সকল সত্ত্বের অসাধারণ যথার্থ জ্ঞান। এটিকেই বলা হয় ছষ্ঠ তথাগতবল।

তথায় তথাগত এভাবে জেনে থাকেন : লোকিক ও লোকোত্তর ধর্মগুলো ভাবনাভাগীয় ইন্দ্রিয় নাম ধারণ করে। অধিপতিযুক্ত ভূমিকে ভিত্তি করে বল নাম ধারণ করে। শক্তিশালী মন মনিন্দ্রিয় নাম ধারণ করে। আরম্ভধাতুকে ভিত্তি করে বীর্য নাম ধারণ করে। এভাবে এরূপ জ্ঞান সম্বন্ধে এই ধর্মগুলোর দ্বারা এই ব্যক্তিরা সমন্বিতভাবে ধর্মদেশনা করেছিলেন। তারা আকারবশে, ভিন্নতাবশে ও অনুশীলনশীল অধিমুক্ত-সমন্বিত বশে দেশনা করেছিলেন। এটিকেই বলা হয় পরসত্ত্বের ও পরপুদ্গালের ইন্দ্রিয়-বল-বীর্য মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান সপ্তম তথাগতবল।

তথায় তথাগত বিভিন্ন লোকে ও ভূমিতে সংযোজনে আবদ্ধ শৈক্ষ্যদের দুটি বলের দ্বারা গতির কথা জেনে থাকেন। পূর্বনিবাসানুস্মৃতির দ্বারা অতীতে

সংসারে এই অবস্থা, বর্তমানে এই অবস্থা, আর দিব্যচক্ষুর দ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি—এভাবে এই দুটি বল দিব্যচক্ষু হতে আহরিত হয়। সে অতীতে দীর্ঘ সময় পর দিব্যচক্ষুর গোচর হয়, সে এরূপ স্মৃতিগোচর হয়, এভাবে নিজের ও পরের পূর্বনিবাস সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক প্রকার নানা প্রকার বর্তমান সময়ের দিব্যচক্ষুর দ্বারা এই দুই তথাগতবলকে বুঝায়, একটি অষ্টম পূর্বনিবাস, আর অপরটি নবম দিব্যচক্ষু।

পুনরায়, তথাগত আর্যপুদ্গলদের নির্বেধভাগীয় ধ্যানবিশুদ্ধিতা সম্বন্ধে জানেন। এই ব্যক্তি এই মার্গ দিয়ে এই প্রতিপদায় আসব ক্ষয় করে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জীবনেই সাক্ষাৎ করে উৎপন্ন করে অবস্থান করেন। এভাবে নিজের আসবক্ষয় জ্ঞান চার ভূমি হতে শুরু করে নয় প্রকার অর্হৎগণের আসবক্ষয় পর্যন্ত, অথবা শৈক্ষ্য হতে অশৈক্ষ্য তথা অর্হৎ পর্যন্ত। তথায় চিত্তবিমুক্তি হচ্ছে কামাসব ও ভবাসব এই দুই আসব হতে মুক্ত, আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি হচ্ছে দৃষ্টাসব ও অবিদ্যাসব এই দুই আসব হতে মুক্ত। এই দুই বিমুক্তিলাভীর যথার্থ জ্ঞান। এটিকেই বলা হয় আসবক্ষয়ে জ্ঞান। দশম তথাগতবল।

২০. এই দশটি বলের ওপর দাঁড়িয়ে তথাগত পঞ্চবিধ শাসন (উপদেশ) দেশনা করেন; যথা : সংক্লেশভাগীয়, বাসনাভাগীয়, দর্শনভাগীয়, ভাবনাভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়। তথায় যা তৃষ্ণাসংক্লেশ তা-ই হচ্ছে এর অলোভ নিঃসরণ। যা দৃষ্টিসংক্লেশ তা-ই হচ্ছে এর অমোহ নিঃসরণ। যা দুশ্চরিত্রসংক্লেশ তা-ই হচ্ছে এর তিনটি কুশল নিঃসরণ। এর উৎস কী? এই তিনটি মনোদুশ্চরিত্র—লালসা (অভিজ্ঝা), বিদ্বেষ ও মিথ্যাদৃষ্টি। তথায় লালসা মনোদুশ্চরিত্র কায়কর্ম উৎপাদন করে, চুরিসহ তৎসংশ্লিষ্ট বাক্যকর্ম উৎপাদন করে, মিথ্যাবাক্যসহ মিথ্যাপথে পরিচালনাকারী সমস্ত মিথ্যাকথা, কপটতা, নির্দয়তা, লালসা অকুশলমূল। আর সুচরিতের ক্ষেত্রে মিথ্যাকথা ও চুরি হতে বিরতিমূলক চেতনা। তথায় বিদ্বেষ মনোদুশ্চরিত্র কায়কর্ম উৎপাদন করে, প্রাণিহত্যাসহ সমস্ত টানা-হেঁচড়া করা, বাঁধা, আঘাত করা প্রভৃতি উৎপাদন করে; ভেদমূলক কথা, কর্কশ কথা, মিথ্যাদৃষ্টি, মনোদুশ্চরিত্র লালসা, বিদ্বেষ, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কাজে নিয়োজিত করে। তার যা কিছু মিথ্যাদৃষ্টি, ত্যাগ, লোভ, দ্বেষ—সবকিছুই মিথ্যাদৃষ্টি হতে উদ্ভূত। এই সমস্ত কারণেই মিথ্যাদৃষ্টি উৎপাদন করে। মিথ্যা কামাচার, আজেবাজে কথার বাক্যকর্ম উৎপাদন করে। এই তিনটি হচ্ছে দুশ্চরিতের অকুশলমূল।

যা লালসা তা-ই লোভ। যা বিদ্বেষ তা-ই দ্বেষ। যা মিথ্যাদৃষ্টি তা-ই মোহ।

এই তিনটি আট ধরনের মিথ্যা স্বভাব উৎপাদন করে। এই তিনটি অকুশলমূলের মধ্যেই মূলত দশ প্রকার অকুশলমূল পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র-সংক্লেশের বাসনাভাগীয় সূত্র নিঃসরণ। তথায় বহু ধরনের বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে; যথা : লোভ, দ্বেষ, মোহ। তথায় লোভ হচ্ছে একধরনের ঝামেলা। এ কারণেই এই বিষয়গুলোর মধ্যে লোভকে চেনা যায়। তথায় অকুশলের মোহ হচ্ছে অবিদ্যা। সেটি চার আকারে প্রকাশিত হয়; যথা : রূপকে আত্মা হিসেবে দেখা, অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়ে রূপবানকে আত্মা হিসেবে দেখা, আত্মার মধ্যে রূপকে দেখা, অথবা রূপের মধ্যে আত্মাকে দেখা। তথায় কোন পদে সৎকায়দৃষ্টির মাধ্যমে উচ্ছেদকে বলা যায়—"যা জীব তা-ই শরীর"। নাস্তিকদৃষ্টি অধীত্যসমুৎপন্নদৃষ্টি আবার অন্য কিছু করে, অন্য কিছু অনুভব করে। শেষ ষাট কল্পের তিনটি পদ সৎকায়দৃষ্টির দ্বারা শাশ্বতকে বিভাজিত করে—"জীব ও শরীর ভিন্ন ভিন্ন"। অক্রিয়া সেই দুঃখকে ইচ্ছা করায় অহেতুক হয়ে যায়, অজয়ী সমস্ত কর্মকে মেনে চলে। তথায় "মনে হয় এই সত্য অতি তুচ্ছ" এই বলে সংসারে শুদ্ধ জীবিকাধারী ছিয়াশিজন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। সৎকায়দৃষ্টির দ্বারা যেভাবে চার বত্থু, অনুরূপভাবে পাঁচ স্কন্ধের মধ্যে মোট বিশটি বত্থুবিশিষ্ট সৎকায়দৃষ্টির দ্বারা শাশ্বতকে ভজনা করে। অন্য আজীবক সন্ন্যাসীরা ও শাশ্বতবাদীরা শীলবানকে ভজনা করে, শীলবানের সাহচর্যে থাকে। তারা ভাবে, "আমি এর দ্বারা দেবতা বা দেবতার চেয়ে বেশি কিছু হবো"। এটাই হচ্ছে শীলব্রত পরামর্শ। তথায় সৎকায়দৃষ্টির কারণে সে রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে। "যা জীব তা-ই শরীর" এই বলে তাতে সন্দিগ্ধ হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, খুশি হতে পারে না, অতীত, ভবিষ্যৎ ও অতীত-ভবিষ্যৎ... এই হচ্ছে বাসনাভাগীয়ের মধ্যে স্থিত থাকা উপক্লেশ।

২১. তথায় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উদয়-ব্যয় দর্শন হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করা যায়, বীর্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চেষ্টা করা যায়। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রদ্ধানুসারী ব্যক্তি অচলা প্রসাদসম্পন্ন হয়ে অশেষ সমাধি উৎপন্ন করে। সে "এটি দুঃখ" বলে যথাযথভাবে জানে। তাই সত্যগুলো হচ্ছে দর্শনভাগীয় সূত্র। সেই পাঁচ প্রকার নিম্নভাগীয় সংযোজনের মধ্যে তিনটি সংযোজন দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য, আর বাকি দুটি ব্যক্তির দ্বারা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তথায় তিনটি অকুশলমূল ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য, সেগুলো ওপরের ছয় ভবে (ভূমিতে) জন্মগ্রহণ করায়। তথায় তাদের মধ্যে লালসা ও বিদ্বেষ ক্ষীণ

হয়ে আসায় ছয়টি ভব পরিক্ষয়ের দিকে যায়। বাকি দুটি ভব অবশিষ্ট থাকে। তখন তার লালসা ও বিদ্বেষ সর্বতোভাবে ক্ষীণ হয়ে যায়। তখন একটি মাত্র ভব অবশিষ্ট থাকে। সে তখন মানবশে জন্মগ্রহণ করে। এখানে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অন্য চারটি ক্লেশ রূপরাগ, ভবরাগ, অবিদ্যা ও উদ্ধত্য—এগুলো অস্মিমানে অভিভূত হয়ে অস্মিমানকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয় না। এগুলো সবই অস্মিমানের পরিত্যাগে চেষ্টা করে। ক্ষীণ হয়ে আসা সেই ওপরের দর্শনভূমির পাঁচ শৈক্ষ্য ব্যক্তির মধ্যে, তিন প্রতিপন্নক ব্যক্তির মধ্যে ও দুই ফলস্থ ব্যক্তির মধ্যে এটি ভাবনাভাগীয় সূত্র। তার ওপরে অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র, সেটি কোনো ভূমিতেই কষ্ট পায় না। এটি পঞ্চম সূত্র। তিনজন ব্যক্তির মধ্যে দেশিত সাধারণ ব্যক্তি, শৈক্ষ্য ও অশৈক্ষ্যের পক্ষে সংক্লেশভাগীয় ও বাসনাভাগীয়। আর সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে দর্শনভাগীয়। শৈক্ষ্যদের পক্ষে ভাবনাভাগীয়। প্রথমে নির্দিষ্ট করা অশৈক্ষ্যভাগীয়টি সমস্ত অর্হৎদের জন্য। সেটি আবার পাঁচ ধরনের এবং সেগুলোকে সাতাশ প্রকারে খোঁজ করতে হয়। এগুলোর মধ্যে সেটির গতি ওপরের দিকে। সেটি আবার সংক্ষেপে পঞ্চাশ প্রকার হয়ে যায়। যেই পঞ্চাশটি আকার-প্রকার শাসনে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেগুলো সংক্ষিপ্ত করলে দশ প্রকার হয়ে যায়। যেই আর্যসত্য সংক্ষিপ্ত বর্ণনামূলক সেটি আরও সংক্ষিপ্ত করলে আট প্রকার হয়ে যায়। চারটি সাধারণ সূত্রের মধ্যে যেগুলো হারসম্পাতের ভূমি সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করলে পাঁচটি সূত্র হয়ে যায়। সেগুলো হলো সংক্লেশভাগীয়, বাসনাভাগীয়, ভাবনাভাগীয়, নির্বেধভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র। সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করলে চারটি সূত্র হয়ে যায়। সেগুলো হলো সংক্লেশভাগীয়, বাসনাভাগীয়, নির্বেধভাগীয় ও পূর্বযোগভাগীয় সূত্র। সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করলে তিনটি সূত্র হয়ে যায়। সেগুলো হলো সাধারণভাগীয়, শৈক্ষ্যভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র। সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করলে দুটি সূত্র হয়ে যায়। সেগুলো হলো নির্বেধভাগীয় ও পূর্বযোগভাগীয় সূত্র। ভগবান যেভাবে বলেছেন সেই দুই অর্থবশে দেখেই তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ ধর্ম দেশনা করেন সূত্র, গেয়্য... শাস্তাগণ পূর্বযোগ-সমন্বিত হয়ে অনায়াসে বাস করেন, এবং সেই পূর্বযোগগুলো ভবিষ্যতেও হবে। তথায় প্রজ্ঞাকে নিজের বলে দেখার মাধ্যমে আট ধরনের সূত্রসংক্ষেপ হয়। যেখানে যেখানে সম্ভব হয় সেখানে সেখানে যোগ করতে হবে। যথাস্থানে যোগ করে সূত্রের অর্থ নির্দেশ করতে হবে। স্মৃতি, বেদনা, মন প্রভৃতি ধরে ধরে কারো পক্ষেই সূত্রের অর্থ যথার্থভাবে নির্দেশ করা সম্ভব নয়।

তথায় পূর্বেকার সূত্রগুলোর স্মারক-গাথা হচ্ছে এই :

কামান্ধ, জালে আচ্ছন্ন ও পঞ্চ নীবরণ,
মন ধর্মগুলোর পূর্বগামী, মহানাম ও শাক্য।
ঊর্ধ্ব, অধো, বিপ্রযুক্ত, যা শীল কী উদ্দেশ্য,
যার শিলাময় পাহাড়তুল্য চিত্ত, উপতিষ্য, প্রশ্ন প্রভৃতি।
যার কায়গতস্মৃতি, ছয় অন্ধকার-পরায়ণ,
সেটি দৃঢ় চৈতসিক নয়, "এটিই জগৎ" প্রভৃতি।
চারজন ব্যক্তি, দান দিলে পুণ্য ক্রমশ বাড়তে থাকে,
শ্রোতানুগত ধর্মগুলোতে, এই হচ্ছে সেগুলোর স্মারক-গাথা।

২২. তথায় আদেশ কী রকম?

যদি দুঃখকে ভয় পেয়ে থাকো,
যদি তোমাদের কাছে দুঃখ অপ্রিয় হয়ে থাকে,
তাহলে প্রকাশ্যে বা গোপনে পাপকাজ করো না।

"হে রাধ, অতীতের রূপের প্রতি অনাগ্রহী হও" এভাবে বিস্তারিত করা উচিত। "হে আনন্দ, শীলবান ব্যক্তির পক্ষে সব সময় 'কীভাবে আমাকে অনুতাপ করতে হবে না' সেভাবে কাজ করা উচিত। এটিকে বলা হয় আদেশ।

তথায় ফল কী রকম?

ধর্মই ধর্মচারীকে রক্ষা করে,
বড়ো ছাতা যেমন বর্ষাকালে মানুষকে রক্ষা করে।
ধর্ম ভালোভাবে আচরণকারীও এই সুফল লাভ করে :
ধর্মচারী কখনো দুর্গতিতে যায় না।

এটি হচ্ছে ফল।

তথায় উপায় কী রকম?

"সবকিছুই অনাত্ম" বলে কোনো ব্যক্তি যখন
প্রজ্ঞাযোগে দেখে,
এতে করে সে দুঃখের প্রতি নির্লিপ্ত থাকে।
এটিই হচ্ছে বিশুদ্ধির পথ।

"সাত অঙ্গ সমন্বিত ভিক্ষুও পর্বতরাজ হিমালয়কে আন্দোলিত করতে পারেন, সত্ত্বগণের মৃতদেহের কথাই বা কী" এভাবে ব্যাখ্যা করা কর্তব্য। এই হচ্ছে উপায়।

তথায় আদেশ ও ফল কী রকম?

যদি দুঃখকে ভয় পেয়ে থাকো,
যদি তোমাদের কাছে দুঃখ অপ্রিয় হয়ে থাকে,
তাহলে প্রকাশ্যে বা গোপনে পাপকাজ করো না।
যদি তোমরা পাপকাজ করে থাকো বা ভবিষ্যতে করবে,
তাহলে কেঁদে কেঁদে পালিয়ে গেলেও
তোমরা দুঃখ হতে মুক্তি পাবে না।

দুটি গাথার মধ্যে আগের গাথায় আদেশ, আর পরের গাথায় ফলের কথা আছে। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দুটি ধর্ম (বিষয়) ভাবনা করা উচিত, সেগুলো হলো : চিত্তভাবনা ও প্রজ্ঞাভাবনা যা আদেশ, এবং লোভ হতে মুক্তি যা ফল।

তথায় ফল ও উপায় কী রকম?

প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হন শীলে প্রতিষ্ঠিত,
শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় নিরত,
তিনি হন উদ্যমী ভিক্ষু বিচক্ষণ,
তিনিই এই জট খুলতে সমর্থ হন।

গাথাটির গোড়ার দিকের অর্ধেক গাথায় আছে উপায়, আর একদম শেষের দিকের অর্ধেক গাথায় আছে ফল। নন্দিয় শাক্য ইসিবুখপুরিরিকামএকরকেখ সূত্রে মূল হতে শুরু করে ছয় ধর্ম পর্যন্ত ব্যাখ্যা আছে। আরও পাঁচটি ধর্মের মধ্যে যা যোগ করা কর্তব্য, এটিই হচ্ছে উপায়। অসহগত কামাসব হতেও চিত্ত মুক্ত হয়। সবকিছুর মধ্যে, ছয়টি ও তিনটির মধ্যে। এই হচ্ছে উপায় ও ফল।

তথায় আদেশ, ফল ও উপায় কী রকম?

হে মোঘরাজ, সব সময় স্মৃতিমান হয়ে
জগৎকে শূন্যরূপে দেখো।
এভাবে আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করলে
মরণের ধরাছোঁয়ার বাইরে যেতে পারবে।

"হে মোঘরাজ, জগৎকে শূন্যরূপে দেখো" এটি হচ্ছে আদেশ। "সব সময় স্মৃতিমান হয়ে" এটি হচ্ছে উপায়। "এভাবে আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করলে মরণের ধরাছোঁয়ার বাইরে যেতে পারবে" এটি হচ্ছে ফল। হে ভিক্ষুগণ, সমাধির চর্চা করো, কারণ সমাহিত ভিক্ষুই রূপকে অনিত্য বলে বিশেষভাবে জানে। এভাবে দেখেই আর্যশ্রাবক জন্ম হতে মুক্তি লাভ করে... হা-হুতাশ হতেও মুক্তি লাভ করে, এখানে এই তিনটি।

২৩. তথায় আস্বাদ কী রকম?

কাম্য বিষয়কে আকাঙ্ক্ষা করলে তার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। এটিই হচ্ছে আস্বাদ।

"হে ব্রাহ্মণ, ধর্মচর্যা, সমচর্যা ও কুশলচর্যার কারণেই এই জগতে কোনো কোনো সত্ত্ব মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" এটিই হচ্ছে আস্বাদ।

তথায় দোষ (আদীনব) কী রকম?

সমস্ত মানুষই কাম্য বিষয়গুলোতে আহত-নিহত হয়, এটিই হচ্ছে দোষ। প্রসেনজিৎ-সংযুক্তের এক সূত্রের পর্বতের উপমা, এটিই হচ্ছে দোষ।

তথায় নিঃসরণ কী রকম?

> যে ব্যক্তি সাপের মাথায় পা রাখা থেকে বিরত থাকার ন্যায়
> কাম্য বিষয়গুলো পরিবর্জন করেন,
> তিনিই এই তৃষ্ণাজর্জরিত জগতে
> স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণাকে অতিক্রম করতে পারেন।

সংযুক্ত সূত্রের পারিচ্ছত্তক, পণ্ডুপলাস ও সন্নিপলাস, এই হচ্ছে নিঃসরণ।

তথায় আস্বাদ ও দোষ কী রকম?

> কোনো একজন ব্যক্তি যা কিছু করে
> সেগুলো নিজেই দেখতে পায়,
> যে ভালো কাজ করে সে ভালো কাজ দেখতে পায়,
> আর যে মন্দ কাজ করে সে মন্দ কাজ দেখতে পায়।

তথায় পাপী যা ভোগ করে তা-ই হচ্ছে আস্বাদ। লাভ-অলাভ অষ্টকের মধ্যে যা তথায় অলাভ, অযশ, নিন্দা ও দুঃখ এগুলো হচ্ছে দোষ। লাভ, যশ, সুখ ও প্রশংসা এগুলো হচ্ছে আস্বাদ।

তথায় আস্বাদ ও নিঃসরণ কী রকম?

> পুণ্যের বিপাক সুখজনক, পুণ্যবানের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।
> এবং অতি দ্রুতই তার পরমা শান্তি নির্বাণ অধিগত হয়।

পুণ্যের যেই বিপাক, এবং কামনাকারীর যে ইচ্ছাপূরণ, এই হচ্ছে আস্বাদ। আর অতি দ্রুত পরমা শান্তি নির্বাণ অধিগত হওয়া, এটি হচ্ছে নিঃসরণ।

বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তির দুটিই মাত্র গতি হয়, আর তা হলো : তিনি যদি ঘরে বাস করেন তাহলে চক্রবর্তী রাজা হন যাবত বিজয়ীর বেশে থাকেন, এটি হচ্ছে আস্বাদ। আর যদি তিনি ঘর ছেড়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাহলে সমস্ত স্রোত তথা প্লাবন হতে নিঃসৃত হন, এটিই হচ্ছে আস্বাদ ও নিঃসরণ।

তথায় দোষ ও নিঃসরণ কী রকম?

জন্ম-মরণ হতে উদ্ভূত আসক্তির ভয় জেনে,
জন্ম-মরণের ক্ষয়ে অনাসক্তির জন্ম হয়।

গাথাটির গোড়ার দিকের অর্ধেক গাথায় জন্ম-মরণ হতে উদ্ভূত, এটি হচ্ছে দোষ। জন্ম-মরণের ক্ষয়ে অনাসক্তির জন্ম হয়, এটি হচ্ছে নিঃসরণ।

অহো, এই লোকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন। যাবৎ নিজের বা পরের দুঃখের অন্তসাধন না হবে ততদিন এখানে যা পর্যবেক্ষণ তা-ই হচ্ছে দোষ। যে ব্যক্তি লোভকে জেনে পুরাতন রাজধানী হতে অভিনিষ্ক্রান্ত হয়, এটিই হচ্ছে নিঃসরণ। এই হচ্ছে দোষ ও নিঃসরণ।

তথায় আস্বাদ, দোষ ও নিঃসরণ কী রকম?

এ জগতে বিচিত্র, মধুর ও মনোরম কাম্য বিষয়গুলো
নানা প্রকারে প্রাণীদের চিত্তকে মর্দন করে,
সেই কারণে প্রব্রজ্যায় অভিরমিত হতে দেয় না।
তাই হে রাজন, আমি কাম্যবস্তুতে
দোষ দেখেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।
এমন নিষ্কলঙ্ক প্রব্রজ্যা জীবনই শ্রেষ্ঠ।

"এ জগতে বিচিত্র, মধুর ও মনোরম কাম্য বিষয়গুলো" এটি হচ্ছে আস্বাদ। "নানা প্রকারে প্রাণীদের চিত্তকে মর্দন করে" এটি হচ্ছে দোষ। "তাই হে রাজন, আমি কাম্যবস্তুতে দোষ দেখেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। এমন নিষ্কলঙ্ক প্রব্রজ্যা জীবনই শ্রেষ্ঠ।" এটি হচ্ছে নিঃসরণ।

বলবান বালোপম সূত্র যা আশার দ্বারা অনুভবনীয় কর্মে নিযুক্ত করে, তদ্রুপ যেই যেই পাপকর্ম ভোগ করে, তথায় দুঃখবেদনীয় কর্মের দ্বারা ও অভাবিক কায়ের দ্বারা সামান্য চেতনার দোষ না দেখা পর্যন্ত এবং সুখবেদনীয় কর্মের দ্বারা আস্বাদ অনুভব না করা পর্যন্ত। এটি পূর্বের মতো হয়ে থাকে। ভাবিতচিত্ত, ভাবিতকায় ও ভাবিত-প্রাজ্ঞ মহানাম অসামান্য চেতনাসম্পন্ন, এটিই হচ্ছে নিঃসরণ।

২৪. তথায় লৌকিয় সূত্র কী রকম?

নিজের করা পাপকর্ম সদ্য দোহন করা দুধের ন্যায়
তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয় না,
ছাইয়ের ভেতর লুকিয়ে থাকা আগুনের ন্যায়
সেটি মূর্খকে পোড়াতে পোড়াতে তাকে অনুসরণ করে।

চার ধরনের অগতি-গমন, এই হচ্ছে লৌকিয় সূত্র।

তথায় লোকোত্তর সূত্র কী রকম?

যার ইন্দ্রিয়গুলো সারথি দ্বারা সংযত ঘোড়ার ন্যায়
শান্ত হয়েছে, যিনি অভিমানহীন ও নিষ্কলুষ,
তেমন ব্যক্তিদের সাহচর্য দেবতারাও আগ্রহ করেন।

"হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের আর্য সম্যক সমাধি সম্পর্কে দেশনা করবো" এটি হচ্ছে লোকোত্তর সূত্র।

তথায় লৌকিক ও লোকোত্তর সূত্র কী রকম?

দগ্ধমান মাথায় ছুড়ি দিয়ে স্পর্শ করার ন্যায়,
স্মৃতিমান ভিক্ষু কামরাগ পরিত্যাগের জন্য বিচরণ করেন।

"দগ্ধমান মাথায় ছুড়ি দিয়ে স্পর্শ করার ন্যায়" এটি লৌকিক। আর "স্মৃতিমান ভিক্ষু কামরাগ পরিত্যাগের জন্য বিচরণ করেন" এটি লোকোত্তর। কবলীকৃত আহারের মধ্যে ছন্দ (ইচ্ছা) আছে, এটি লৌকিক। আর ছন্দ তথা ইচ্ছা নেই, এটি লোকোত্তর সূত্র।

তথায় কর্ম কী রকম?

যে ব্যক্তি জগতে প্রাণিহত্যা করে, মিথ্যা কথা বলে,
চুরি করে, ব্যভিচার করে।
যে ব্যক্তি মদ সুরা পান করে,
এই পঞ্চ বৈরী ত্যাগ না করে,
তাকেই দুঃশীল বলা হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হচ্ছে দুশ্চরিত্র। এটি হচ্ছে কর্ম।

তথায় বিপাক কী রকম?

ষাট হাজার বছর ধরে যেভাবে বিপাক ভোগ করেছি।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি ছয় স্পর্শ-আয়তনিক নামে নিরয়কে দেখেছি। হে ভিক্ষুগণ, ছয় স্পর্শ-আয়তনিক নামে স্বর্গকে দেখেছি।" এটি হচ্ছে বিপাক।

তথায় কর্ম ও বিপাক কী রকম?

লোহার ময়লা যেমন লোহাকে ধ্বংস করে,
তদ্রূপ দুষ্কর্মকারীকে নিজের কৃত দুষ্কর্মই
দুর্গতিতে নিয়ে যায়।

লোহার ময়লা যেমন হতে **নিজের কৃত দুষ্কর্ম** পর্যন্ত, এটি হচ্ছে কর্ম। দুর্গতিতে নিয়ে যায়, এটি হচ্ছে বিপাক।

সম্যক পথে নিয়োজিত মা, বাবা, তথাগত বা তথাগতের শিষ্য এই চারজন ব্যক্তির যেই সম্যক অনুশীলন বা চর্চা, তা-ই হচ্ছে কর্ম। দেবতাদের

মধ্যে উৎপন্ন হওয়া, এটি হচ্ছে বিপাক। এই হচ্ছে কর্ম ও বিপাক।

২৫. তথায় নির্দিষ্ট সূত্র কী রকম?

পবিত্রতাকে আগে রেখে, সাদা কাপড় পরে,
স্মৃতিরূপ রথে করে আসে;
পাপহীন এক ব্যক্তি আসে তাকে দেখ,
সেই ব্যক্তির তৃষ্ণাস্রোত ছিন্ন হয়েছে,
সে সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছে,
শ্রমণদের মনের মধ্যে যা আছে
সেটি চিত্তগৃহপতি দেখে থাকেন।

এভাবে এই গাথার অর্থ একদম নির্দিষ্ট।

গোপালকোপম সূত্রে এগারোটি পদ। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু রূপ বিষয়ে অভিজ্ঞ হন। তিনি অতিরিক্ত পূজায় পূজিত হন। এই এগারোটি পদ যেভাবে ভাষণ করা হয়েছে তার অর্থ একদম নির্দিষ্ট।

তথায় অনির্দিষ্ট অর্থ কী রকম?

যিনি বিবেকে তুষ্ট তার সুখ হচ্ছে শ্রুতির দেখে থাকলে,
প্রাণীদের দয়া করলে জগতে অহিংস সুখ লাভ করা যায়।
কাম অতিক্রম করে সংসারে বৈরাগ্যসুখ লাভ করা যায়,
অস্মিমান পরিত্যাগ করাই হচ্ছে পরম সুখ।

এটি হচ্ছে অনির্দিষ্ট। আট প্রকার মহাপুরুষ বিষয়ক চিন্তা। এটি হচ্ছে অনির্দিষ্ট।

তথায় নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কী রকম?

আপনার চোখ খুবি প্রসন্ন, আপনি সুমুখ,
বৃহৎ, সরল, শক্তিমান ও শ্রমণসংঘের মধ্যে
আপনি সূর্যের মতো প্রভাবশালী।

আপনার চোখ খুবি প্রসন্ন হতে আপনি সূর্যের মতো প্রভাবশালী পর্যন্ত এটি হচ্ছে নির্দিষ্ট। প্রসন্ননেত্র ভগবান কিভাবে প্রসন্ননেত্র হন, কিভাবে সুমুখ হন, কিভাবে বৃহৎ হন, কিভাবে সরল হন, কিভাবে শক্তিমান হন, কিভাবে প্রভাবশালী হন, সেটি একদম অনির্দিষ্ট। ফেণাপিণ্ডোপমের ব্যাখ্যা : ফেণাপিণ্ড যেমন তেমনি রূপ, যেমন জলের বুদবুদ তেমনি বেদনা, এভাবে মায়া, বিজ্ঞান, পঞ্চস্কন্ধকে পাঁচটি উপমার দ্বারা নির্দিষ্ট। কী কারণে ফেণাপিণ্ডোপম রূপ সমস্তই চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য, এবং অন্যগুলো অন্য চার আয়তনের দ্বারা জ্ঞাতব্য? কিভাবে বেদনা বুদবুদতুল্য? কোন বেদনাগুলো সুখ, দুঃখ ও

অদুঃখ-অসুখ? এভাবে এগুলো অনির্দিষ্ট। এভাবেই নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

২৬. তথায় জ্ঞান কী রকম?

জগতে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ কুশল,
যা নির্বেধের দিকে নিয়ে যায়,
এবং যার দ্বারা জন্ম-মরণের ক্ষয়
সম্যকরূপে জানা যায়।

এই তিনটি হচ্ছে ইন্দ্রিয়, যেমন : জ্ঞাত-জ্ঞাতার্থ-ইন্দ্রিয়, জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে জ্ঞান।

তথায় জ্ঞেয় কী রকম?

সত্ত্বগণ কামেতে আসক্ত, কামসঙ্গরত,
সংযোজনের মাঝে দোষ দেখে না;
এমন তৃষ্ণাযুক্ত সত্ত্বগণ বিপুল বিশাল স্রোত
পার হতে পারে না।

চার অঙ্গে সমন্বিত সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর দেবতাদের মাঝে উৎপন্ন হয়। উদানে নির্দোষ প্রসাদনীয় কাপিয় সূত্র, এটিই হচ্ছে জ্ঞেয়।

তথায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় কী রকম?

"সমস্ত ধর্মই অনাত্ম" কেউ যখন প্রজ্ঞার
দ্বারা এটি দেখতে পান,
তাতে করে তিনি দুঃখের প্রতি
নির্লিপ্ত থাকেন, এটিই হচ্ছে বিশুদ্ধির পথ।

যখন দেখতে পান, এটি হচ্ছে জ্ঞান। সমস্ত ধর্মগুলোকে অনাত্মার আকারে উৎপাদন করে, এটি হচ্ছে জ্ঞেয়।

চার আর্যসত্য, তথায় তিনটি হচ্ছে জ্ঞেয়, যথা : মার্গসত্য, শীলস্কন্ধ ও প্রজ্ঞাস্কন্ধ, এগুলো হচ্ছে জ্ঞান ও জ্ঞেয়।

২৭. তথায় দর্শন কী রকম?

দর্শনবিশুদ্ধির জন্য এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র পথ,
অন্য কোনো পথ নেই।
তোমরা এই পথই অনুসরণ করো,
এটি মারেরই সম্মোহন।

চার অঙ্গে সমন্বিত আর্যশ্রাবক নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত করেন : "যখনি আমি স্রোতাপন্ন হবো তখন আমার নিরয় ক্ষীণ হয়ে আসবে, তখন আমি হবো অবিনিপাতস্বভাবী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" এটিই হচ্ছে দর্শন।

তথায় ভাবনা কী রকম?

যার অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলো সুভাবিত,
সেই ব্যক্তি মতিমান ও রূপসংজ্ঞী হন,
কোনোভাবেই মোহাচ্ছন্ন হন না।

চার প্রকার ধর্মপদ, যথা : অলালসা, অবিদ্বেষ, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই হচ্ছে ভাবনা।

তথায় দর্শন ও ভাবনা কী রকম?

বাক্য, মন ও কর্মের দ্বারা যিনি
কারো প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হন না।
ধর্মকে যিনি সঠিকভাবে জেনে নির্বাণপদ লাভেচ্ছু,
সেজন জগতে যথাযথভাবে বিচরণ করেন।

স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎকরতে ইচ্ছুক ব্যক্তির দ্বারা কোন ধর্মগুলোতে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য, ভগবান বলেন, পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ। এটিই হচ্ছে দর্শন ও ভাবনা।

২৮. তথায় বিপাকস্বভাবধর্মী কী রকম?

পুরুষ যা কিছু করে, এভাবে বিস্তারিত করা কর্তব্য। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হচ্ছে সুচরিত। এগুলোই হচ্ছে বিপাকস্বভাবধর্মী।

তথায় বিপাকস্বভাবধর্মী নয় কী রকম?

যা রূপ, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, চেতনা সবই বেদয়িত,
আমি সেগুলো নই, সেগুলো আমার আত্মা নয়,
এভাবে দেখে সেগুলোর প্রতি রমিত হন না।

হে ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে পাঁচ প্রকার স্কন্ধ। এগুলোই হচ্ছে বিপাকস্বভাবধর্মী নয়।

তথায় বিপাকও নয়, বিপাকস্বভাবীও নয় কী রকম?

যারা এভাবে বুদ্ধের দেশিত পদ্ধতিতে
আত্মনিয়োগ করেন,
তারাই শাস্তার উপদেশ রক্ষাকারী,
তারাই দুঃখের অন্তসাধন করবেন।

এভাবে যা সম্যক অনুশীলন বা চর্চা, যা নিরোধ, এই উভয়ই বিপাকও নয়, বিপাকস্বভাবীও নয়। হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের ব্রহ্মচর্যা দেশনা করবো, ব্রহ্মচর্যের ফল ও ব্রহ্মচর্যা, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ব্রহ্মচর্যাফল, স্রোতাপত্তিফল হতে অর্হত্ত্ব পর্যন্ত দেশনা করবো।

২৯. তথায় নিজের কথা কী রকম?

সমস্ত পাপকাজ না করা, কুশলকর্ম করা,
নিজের চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা,
এই হচ্ছে বুদ্ধগণের অনুশাসন।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হচ্ছে বিমোক্ষমুখ। এটি হচ্ছে নিজের কথা।

তথায় পরের কথা কী রকম?

পুত্রের মতো প্রেম নেই, গরুর মতো ধন নেই,
সূর্যের মতো আভা নেই, সমুদ্রের মতো সরোবর নেই।

মারিস, সুভাষিত কথার মাধ্যমে সংগ্রামবিজয়ী হওয়া যায়। হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ ইন্দ্র সক্ক নিজের ফল পরিভোগ করতে করতে, এভাবে বিস্তারিত করা কর্তব্য। এটি হচ্ছে পরের কথা।

তথায় নিজের ও পরের কথা কী রকম?

যা প্রাপ্ত, আর যা প্রাপ্তব্য, এই উভয়ই আবর্জনাপূর্ণ।

যার এরূপ মতবাদ নেই তাদের মধ্যে

কাম্যবস্তুতে দোষ দেখা যায়।

এটি হচ্ছে পরের কথা। যারা এই উভয় পথে না গিয়ে প্রজ্ঞার দ্বারা বৃত্তের অবসান ঘটান, এটিই হচ্ছে নিজের কথা।

"পুত্রবান পুত্র নিয়ে আনন্দ করে।
গোধনের অধিকারী তেমনি গোধন নিয়ে আনন্দ করে।
উপধি বলে উক্ত ভোগসম্পদ লোকের সুখের উৎস।
যার কোনো সম্পদ নেই সে আনন্দ করে না।"
"পুত্রবান পুত্রের জন্য শোকগ্রস্ত হয়।
গোধনের অধিকারী গরুগুলোর জন্য শোক পায়।
উপধি বলে ভোগ্যবস্তু ও কামনা লোকের শোকের উৎস।
যিনি উপধিহীন বা অনাসক্ত তিনি শোকগ্রস্ত হন না।"

এটি হচ্ছে নিজের ও পরের কথা।

৩০. তথায় সত্ত্বাধিষ্ঠান কী রকম?

যেসব জীব জন্মগ্রহণ করবে,
আর যেসব জীব দেহত্যাগ করে পরলোকে যাবে,
পণ্ডিত ব্যক্তি সবই ভঙ্গুর বলে জেনে,
ধর্মে স্থিত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করবে।

হে ভিক্ষুগণ, শাস্তা তথাগত অর্হতের এই তিন প্রকার শৈক্ষ্য প্রতিপদা।

এটি হচ্ছে সত্ত্বাধিষ্ঠান।

তথায় ধর্মাধিষ্ঠান কী রকম?

সকল তৃষ্ণার ক্ষয়ে এত সুখ অনন্ত অপার,
কাম আর স্বর্গসুখ নহে ভবে ষোড়শাংশ তার।

হে ভিক্ষুগণ, এই সাত প্রকার বোজ্ঝঙ্গ। এটি হচ্ছে ধর্মাধিষ্ঠান।

তথায় সত্ত্বাধিষ্ঠান ও ধর্মাধিষ্ঠান কী রকম?

দুর্দশ সত্য মূর্খের পক্ষে আসলেই দুর্দশ ও দুর্বোধ্য, এবং সত্যকে জানতে ও দেখতে কোনো আনন্দ পায় না বলেই আমি বলি। দুর্দশ সত্য মূর্খের পক্ষে আসলেই দুর্দশ ও দুর্বোধ্য, এটি হচ্ছে ধর্মাধিষ্ঠান। আর সত্যকে জানতে ও দেখতে কোনো আনন্দ পায় না, এটি হচ্ছে সত্ত্বাধিষ্ঠান। গঙ্গার তীরে কাষ্ঠখণ্ডতুল্য এপাড়ে, ওপাড়ে অথবা স্থলে কোনোটাতেই ভিড়ে না, মাঝখানে মানুষ-অমানুষ কারো দ্বারাই গৃহীত হয় না এবং ভিতরে পঁচাভাব দেখা যায় না, এটি হচ্ছে ধর্মাধিষ্ঠান। এভাবে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে নমিত হবে, নির্বাণপরায়ণ হবে, এটি হচ্ছে সত্ত্বাধিষ্ঠান। এই হচ্ছে সত্ত্বাধিষ্ঠান ও ধর্মাধিষ্ঠান।

তথায় প্রশংসা (থবো) কী রকম?

মার্গের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ,
সত্যের মধ্যে চার আর্যসত্য শ্রেষ্ঠ,
ধর্মগুলোর মধ্যে বিরাগই শ্রেষ্ঠ,
দ্বিপদবিশিষ্টদের মধ্যে চক্ষুষ্মান বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ; যথা : সত্ত্বগণের মধ্যে বুদ্ধ, ধর্মগুলোর মধ্যে বিরাগ, আর গণের মধ্যে সংঘই শ্রেষ্ঠ। এটি হচ্ছে প্রশংসা।

৩১. তথায় অনুজ্ঞাত কী রকম?

কায়িকভাবে যে সংযত সে সাধু,
বাচনিকভাবে যে সংযত সে সাধু,
মানসিকভাবে যে সংযত সে সাধু,
যে সব দিক দিয়ে সংযত সে সাধু,
সব দিক দিয়ে সংযত ভিক্ষুই
সমস্ত দুঃখ হতে মুক্ত হয়।

এটি ভগবান কর্তৃক অনুজ্ঞাত।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি কাজ করা উচিত; যথা : কায়সুচরিত, বাক্যসুচরিত ও মনোসুচরিত। এটি হচ্ছে অনুজ্ঞাত।

তথায় প্রত্যাখ্যাত কী রকম?

পুত্রের সমান প্রেম নেই। এটির বিস্তারিত কথাটি হচ্ছে প্রত্যাখ্যাত।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হচ্ছে অকরণীয়, আমি নিজেই অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে দেশনা করেছি। কোন তিনটি? কায়দুশ্চরিত, বাক্যদুশ্চরিত ও মনোদুশ্চরিত। এটি প্রত্যাখ্যাত।

তথায় অনুজ্ঞাত ও প্রত্যাখ্যাত কী রকম?

কায় দিয়ে কুশল কর্ম করে
কায়িকভাবে সংযত হয়,
কায়দুশ্চরিত ত্যাগ করে
কায়সুচরিত আচরণ করে।

প্রথম দুটি পদ দিয়ে ও চতুর্থ পদ দিয়ে অনুজ্ঞা প্রকাশ পায়। আর কায়দুশ্চরিত ত্যাগ করে এই তৃতীয় পদ দিয়ে প্রত্যাখ্যান বুঝায়। এটিই হচ্ছে মহাবিভঙ্গর আচরিত পদ।

তথায় স্মারক-গাথাগুলো হচ্ছে এই :

যদি দুঃখকে ভয় পেয়ে থাকো,
ভবিষ্যতে তাকে অভিনন্দন জানিও না,
বর্ষাকালে যেমন ছাতা, মাথার ওপর কুশল কর্মগুলো।
তোমাদের দুঃখ হতে মুক্তি নেই, শমথ ও বিদর্শন,
কামচ্ছন্দের কারণে, যে বিতর্কের দ্বারা খায়,
বোজ্ঝাঙ্গ সুভাবিত হলে, সে-ই এই জট খুলতে সমর্থ হন।
জগৎকে শূন্যরূপে দেখা, সমাধি ভাবনা করো,
কাম্যবস্তু কামনাকারীর, ধর্মচর্চার মাধ্যমে সুগতিতে।
সমস্ত মানুষকে আঘাত করা, চারদিকে নিপীড়ন না করে,
যে কামগুলো পরিবর্জন করে, পারিচ্ছত্তুতুল্য।
পুরুষ যেগুলো করে, লোকধর্ম প্রকাশিত,
পুণ্যের বিপাক সুখজনক, অন্য তৃতীয়টি বিদ্যমান নেই।
আসক্তির ভয় জেনে, জন্মায় আর মৃত্যুবরণ করে,
কাম অত্যন্ত বিচিত্র, নানা প্রকারের,
অতঃপর লবণাক্ত শল্যসদৃশ।
কৃত পাপকর্ম নয়, অগতিতে গমন করে,
যার ইন্দ্রিয়গুলো শান্ত, তদ্রূপ পঞ্চ জ্ঞানী।

ছুড়ি দিয়ে স্পর্শ করা, বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত,
যে প্রাণিহত্যা করে, তিনটি দুশ্চরিত।
ষাট হাজার বছর, দুর্লভ ক্ষণ লাভ করে,
লোহা হতে জন্মানো মল, চার প্রতিপত্তিতে।
নেলঙ্গ, শ্বেত পরিচ্ছেদ, অতঃপর গোপালকোপম,
বিবেক তুষ্টের সুখ, ও বিতর্ক সুদেশিত।
ফেণাপিণ্ডোপম রূপ, বৃহৎ, সরল, প্রভাবশালী,
জগতে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ, অন্য তিনটি ইন্দ্রিয় নয়।
সত্ত্বগণ কামাসক্ত, কামসঙ্গরত, অতঃপর বর্ণ, রহস্য,
সমস্ত ধর্মই অনাত্ম, আর্যসত্য দেশিত।
এটিই একমাত্র মার্গ, অন্য মার্গ নেই,
স্রোতাপন্ন বলে ব্যাখ্যা করে,
যার ইন্দ্রিয়গুলো সুভাবিত, অতঃপর ধর্মপদের দ্বারা।
বাক্যে ও মনে, পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য হিসেবে,
পুরুষ যেগুলো করে, তিনটি সুচরিত।
রূপ, বেদয়িত সংজ্ঞা, পঞ্চস্কন্ধ প্রকাশিত,
যে এভাবে আত্মনিয়োগ করে, ব্রহ্মা ও ফলগুলো।
সমস্ত পাপ না করা, বিমোক্ষগুলো দেশিত,
পুত্রের সমান প্রেম নেই, দেবতা ও অসুরদের।
যা প্রাপ্ত, আর যা প্রাপ্তব্য, নিত্য আনন্দ করে, শোক করে,
যেসব ভূতগণ ভবিষ্যতে হবে, শাস্তার দ্বারা প্রকাশিত।
জগতে যা কামসুখ, বোজ্ঝাঙ্গ সুদেশিত,
মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গই শ্রেষ্ঠ, তিনটি অগ্রপ্রাপ্তি।
কায়ে সংযত ব্যক্তি সাধু, করণীয় দেশিত,
নিজের সমান প্রেম নেই, তিনটি আর্য দেশিত।
কায় দ্বারা কুশলে অভিরত, জগতে বিনয় ও কামসুখ,
বোজ্ঝাঙ্গ সুদেশিত, দুর্দশ, অনত ও পরাপর।

পিটকোপদেশে শাসন-প্রস্থান নামে দ্বিতীয় ভূমি সমাপ্ত।

৩. সূত্রাধিষ্ঠান তৃতীয় ভূমি

৩২. তথায় সূত্রাধিষ্ঠান কী রকম?

লোভাধিষ্ঠান, দ্বেষাধিষ্ঠান, মোহাধিষ্ঠান, অলোভাধিষ্ঠান, অদ্বেষাধিষ্ঠান, অমোহাধিষ্ঠান, কায়কর্মাধিষ্ঠান, বাক্যকর্মাধিষ্ঠান, মনোকর্মাধিষ্ঠান, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান, বীর্য-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান, সমাধি-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান।

তথায় লোভাধিষ্ঠান কী রকম?

বিতর্কপীড়িত তীব্র রাগে অনুরক্ত
এবং শুভদর্শী ব্যক্তির তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।
এই ব্যক্তি বাঁধনকেই শক্ত করে।

বিতর্কপীড়িত ব্যক্তির, এটি হচ্ছে কামরাগ। শুভদর্শী ব্যক্তির, এটি হচ্ছে কামরাগের বিষয়। তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, এটি হচ্ছে কামতৃষ্ণা। এই ব্যক্তি বাঁধনকেই শক্ত করে, এটি হচ্ছে লোভ। এভাবে যে যে ধর্ম মূল হতে নিক্ষিপ্ত, সে সে ধর্মই এখানে শিক্ষা করা কর্তব্য। ভগবান এক বিষয়ের কথা অবতারণা করে অন্য বিষয়ের কথা বলেন না। যে ব্যক্তি কামচিন্তা করে সেই বিতর্ক তথা চিন্তাকে তিনি কামচিন্তা হিসেবেই নির্দেশ করেন। তীব্র লোভের মূল বিষয়বস্তু তিনি নির্দেশ করেন। শুভদর্শী ব্যক্তির তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, এর মধ্যে উল্লিখিত লোভকে তিনি কামতৃষ্ণা হিসেবে নির্দেশ করেন। এই ব্যক্তি বাঁধনকেই শক্ত করে, এর কথার মধ্যে তিনি তৃষ্ণা-সংযোজনকেই নির্দেশ করেন। এভাবে গাথাগুলোতে তলিয়ে দেখা কর্তব্য। এভাবে বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যেও তলিয়ে দেখতে হবে।

তথায় ভগবান একটি ধর্মকে তিন প্রকার বলে নির্দেশ করেন, যেমন : পরিণতি, হেতু বা কারণ ও ফলবশে।

দাতা সকলের প্রিয় হয়,
তাকে সকলেই ভজনা করে,
তার কীর্তি লাভ হয়, যশ বাড়ে।
সেই ব্যক্তি পরিষদে নীরবে মাথা নিচু হয়ে থাকে না,
আত্মবিশ্বাসী ও অকৃপণ হয়।

যা যা দান দেয়, এটি দানময় পুণ্যকাজ। তথায় এটি হেতু। তাকে বহু লোক ভজনা করে, জগতে তার যশ-কীর্তি ব্যাপকভাবে প্রচার হয়, সে বহু লোকের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়। এই ব্যক্তি কোনো ধরনের অনুতাপ-অনুশোচনা ছাড়াই মারা যায়, এই হচ্ছে পরিণতি। মৃত্যুর পর দেবতাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ

করে, এটি হচ্ছে ফল। এই হচ্ছে লোভাধিষ্ঠান।

৩৩. তথায় দ্বেষাধিষ্ঠান কী রকম?

যে ব্যক্তি জগতে প্রাণিহত্যা করে, মিথ্যা কথা বলে,
চুরি করে, ব্যভিচার করে।
যে ব্যক্তি মদ সুরা পান করে,
এই পঞ্চ বৈরী ত্যাগ না করে,
তাকেই দুঃশীল বলা হয়।
সেই দুষ্প্রাজ্ঞ মৃত্যুর পর নিরয়ে জন্মায়।

"যে ব্যক্তি জগতে প্রাণিহত্যা করে" বলতে দ্বেষচিত্তেই প্রাণিহত্যা করে। "মিথ্যা কথা বলে" বলতে দ্বেষের কারণেই মিথ্যা কথা বলে। "যে ব্যক্তি মদ সুরা পান করে" এর উৎস হচ্ছে দ্বেষ। যে ব্যক্তি মদ সুরা পান করে সেই ব্যক্তি ব্যভিচারী হয় ও খারাপ লোকের সংসর্গকারী হয় বলে জানবে।

পঞ্চ বৈরী ত্যাগ না করে, এটি পঞ্চ ভিক্ষাপদান অতিক্রম করে সমস্ত দ্বেষজাতগুলোর সেটিই প্রজ্ঞপ্তি। সেই দ্বেষজাত কর্মগুলোর মাধ্যমে তাকে দুঃশীল বলা হয়। সেটি হেতুর দ্বারাই নির্দেশ করা উচিত, পরিণতি ও ফলের দ্বারাও নির্দেশ করা উচিত।

মূর্খের তিনটি লক্ষণ; যথা : মূর্খ দুর্বাক্য ভাষণ করে, দুশ্চিন্তা করে, দুষ্কর্ম করে। তথায় কায় ও বাক্য দিয়ে প্রচেষ্টা করার মাধ্যমে মূর্খ দুষ্কর্মকারী হয়। মূর্খ ব্যক্তি যখন পূর্বোক্তমতে মিথ্যা কথা বলে তখন এটিকে বলা হয় দুর্বাক্য ভাষণ। যখন মনে মনে বিদ্বেষবশে চিন্তা করে তখন এটিকে বলা দুশ্চিন্তা। মূর্খ ব্যক্তি যখন এই তিনটি মূর্খলক্ষণসম্পন্ন হয় তখন তা থেকে উৎপন্ন দুঃখ-বিষণ্নতা অনুভব করে, তখন সে সেভাবেই কথা বলে। যখন সে প্রাণিহত্যা প্রভৃতি অকুশল কর্মপথে হাঁটে তখন সেই কারণে সে দুঃখ-বিষণ্নতা ভোগ করে না। পুনরায় যখন সে দেখে যে, রাজদণ্ডে দণ্ডিত চোরকে রাজা ধরে এনে প্রাণে মেরে ফেলছে, খুব স্বাভাবিকভাবেই তখন তার মনে এই ভাবের উদয় হয়, অহো, রাজা খবর পেলে আমাকেও শাস্তি দেবেন। এতে করে সে দুঃখ-বিষণ্নতা অনুভব করে। পুনরায় মূর্খ যখন বুঝে যে, এতে করে মৃত্যুর পর সে দুঃখ-বিষণ্নতা ভোগ করবে। এই হচ্ছে মূলত মূর্খের লক্ষণ। তা থেকে উৎপন্ন তিন ধরনের দুঃখই হচ্ছে পরিণতি। মৃত্যুর পর নিরয়ে উৎপন্ন হয়, এটি হচ্ছে ফল। এই হচ্ছে দ্বেষাধিষ্ঠান।

৩৪. তথায় মোহাধিষ্ঠান কী রকম?

লক্ষকল্প ধরে সে সংসারে সংসরণ করবে,

অথবা তার চেয়েও বেশি গর্ভ হতে গর্ভে গমন করবে।
বুদ্ধবচন না পেয়ে, সংস্কারগুলোকে আত্মা বলে ভেবে,
দুঃখের অন্তসাধন করবে, এটা সম্ভব নয়।

এই অনাদি সংসারে থেকে জন্মগ্রহণ করা, মৃত্যুবরণ করা, এটি অবিদ্যার কারণেই হয়ে থাকে। সমস্ত সংস্কারগুলোই হচ্ছে অবিদ্যার কারণে হয়ে থাকে, বুদ্ধের বচনকে না দেখা, এটি অবিদ্যা সূত্রের মধ্যেই নির্দিষ্ট করা আছে। যে ব্যক্তি সংস্কারগুলোকে আত্মা হিসেবে বিবেচনা করে, পঞ্চস্কন্ধের প্রতি পাঁচটি দৃষ্টি উৎপন্ন করে : "এটি আমার, এটি আমি ও এটি আমার আত্মা" এই সূত্রটি অবিদ্যার মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে শাস্তা বিভিন্ন সূত্রে ধর্মের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তথায় তা অসাধারণভাবে নির্দেশ করা উচিত, অন্য কিছু নয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ "এটি দুঃখ" বলে জানে না, চার সত্যকে বিস্তারিতভাবে জানে না, তথায় যা অজ্ঞতা তা-ই দুঃখ, তা-ই হেতু। বিবিধ সংস্কার আরও সৃষ্টি করে বলে না জানাটাই হচ্ছে পরিণতি। মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে "এটিই সত্য, অন্যটি মিথ্যা" এভাবে কোনো একটা মতবাদকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকা, এটি হচ্ছে পরিণতি। ভবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করাটা হচ্ছে ফল। এই ধর্মটি হেতু, ফল ও পরিণতিবশে সুনির্দিষ্ট।

এখানে কিছু বিষয় আছে যেগুলো খুব সাধারণ। হেতু তো শুরুতেই সূত্রে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন হে ভিক্ষুগণ, ভবে অগতিগমন চারটি। তথায় যা ছন্দগতিতে যায় ও যা ভয়গতিতে যায়, এটি হচ্ছে লোভ অকুশলমূল। যা দ্বেষ তা দ্বেষই। আর যা মোহ তা মোহই। এভাবে এই তিনটি অকুশলমূল গোড়াতেই যাচাই-বাছাই করা কর্তব্য। যথায় একটি বিষয় নির্দেশ করা কর্তব্য তথায় একটি বিষয় নির্দেশ করা। তদ্রূপ যেখানে দুটি বা তিনটি নির্দেশ করা কর্তব্য সেখানে সেভাবেই নির্দেশ করা। এভাবে হেতু, পরিণতি বা ফল নির্দেশ করা কর্তব্য।

এখানে এই হচ্ছে গাথা :

ছন্দ, দ্বেষ, ভয়, মোহ—যা ধর্মকে অতিক্রম করে,
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ন্যায় ধর্মের যশকে ঢেকে রাখে।

ছন্দ ও লোভ বিষয়ে আগে যথাস্থানে নির্দেশ করা হয়েছে। এই হচ্ছে মোহাধিষ্ঠান।

৩৫. তথায় অলোভাধিষ্ঠান কী রকম?

যিনি বাহ্য শোভা দেখা থেকে বিরত,

ইন্দ্রিয়গুলোতে সুসংযত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ,
শ্রদ্ধাবান ও আরব্ধবীর্য,
বাতাসে অবিচলিত শিলাময় পর্বতের ন্যায়
মার তাকে কখনো পরাজিত করতে পারে না।

তথায় বাহ্য শোভা দেখা থেকে বিরত থাকা, এটি কামে দোষ দেখার মাধ্যমে পরিত্যাগ করা। ইন্দ্রিয়গুলো সুসংযত, এতে অলোভকে পরিপূর্ণ করার জন্য, আমার আয়তনগুলোকে শুদ্ধ রাখার জন্য। ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, এতে রসতৃষ্ণার পরিত্যাগ বুঝায়। এভাবে এই অলোভ বাহ্য শোভা দেখা থেকে বিরত থাকার জন্য বত্থুবশে ধারণ করা হয়েছে, সেটি অলোভের কারণে। ইন্দ্রিয়গুলোতে সুসংযত থাকার জন্য গোচরবশে ধারণ করা হয়েছে, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতার জন্য ধারণ করা হয়েছে, এটি হচ্ছে পরিণতি। বাতাসে অবিচলিত শিলাময় পর্বতের ন্যায় মার তাকে কখনো পরাজিত করতে পারে না, এটি হচ্ছে ফল। এভাবেই যেই ধর্ম গোড়াতেই উল্লিখিত হয়েছে সেটিই মাঝখানে ও শেষেও বলা হয়েছে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য একটি জিনিসও দেখছি না যেটি অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন করে দেয় না, উৎপন্ন কামচ্ছন্দ ক্ষয় করে দেয়, যেমন অশুভচিহ্ন। তথায় অশুভচিহ্নে মনোযোগ দিলে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন কামচ্ছন্দ ক্ষয় হয়। এটি অলোভের বিষয়। পুনরায় অনুৎপন্ন কামরাগ রূপরাগ ও অরূপরাগকেও ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়, এটি হচ্ছে ফল। এভাবেই এই বিষয়টি হেতু, পরিণতি ও ফলবশে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই হচ্ছে অলোভাধিষ্ঠান।

তথায় অদ্বেষাধিষ্ঠান কী রকম?

যার মনে একটি প্রাণীর প্রতিও ক্রোধ নেই,
সব সময় মৈত্রী পোষণ করেন,
তার কুশল লাভ হয়।
মনে মনে সমস্ত প্রাণীকে করুণাধারায় সিক্ত করে,
অনন্ত পুণ্যের সঞ্চয় করেন।

একটি প্রাণীর প্রতিও ক্রোধ না করে মৈত্রী পোষণ করা, এটি অদ্বেষ। কষ্ট না দিয়ে আস্বাদ অনুভব করা, এতে কুশল হয়, সেই কুশল ধর্মে সংযুক্ত বিষয় ধর্মপ্রজ্ঞপ্তিতে গমন করে। প্রজ্ঞার দ্বারা প্রজ্ঞাবান, পাণ্ডিত্যের দ্বারা পণ্ডিত বলেই কুশল। অনন্ত পুণ্যের সঞ্চয় করেন, এর মধ্যে 'পুণ্য' বলতে তারই বিপাক, এটি লৌকিয়, লোকোত্তর নয়। তথায় যা মৈত্রী পোষণ করা, এটি

হেতু। যা কুশল তা-ই হচ্ছে পরিণতি। অবিদ্বেষ তথা মৈত্রী জগতে অনেক পুণ্য প্রসব করে, এটি ফল। এভাবেই হেতু, পরিণতি ও ফলবশে অদ্বেষ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

মৈত্রীচিত্তবিমুক্তির মোট এগারোটি সুফল। তথায় মৈত্রীচিত্তবিমুক্তিই হচ্ছে আর্যধর্মে লোভবিগত চিত্তবিমুক্তি, লৌকিয় ভূমির হেতু, যা মানুষদের ভবিষ্যতের সুখ ও প্রিয়ের কারণ হয়, এই হচ্ছে এগারোটি পরিণতি। যারা ভালোভাবে মৈত্রীভাবনা করেন তারা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। এটি হচ্ছে ফল। এই হচ্ছে অদ্বেষাধিষ্ঠান।

৩৬. তথায় অমোহাধিষ্ঠান কী রকম?

জগতে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ, যা নির্বেধের দিকে নিয়ে যায়।
এই প্রজ্ঞার দ্বারাই জন্ম-মরণের ক্ষয়কে
সম্যকরূপে জানা যায়।

জগতে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ, এটি হচ্ছে বিষয়। নির্বেধের দিকে নিয়ে যায়, এটি নির্বাণগামিনী প্রতিপদকে যথাযথভাবে জানে। জন্ম-মৃত্যুর ক্ষয়কে সম্যকরূপে জানে, এটি হচ্ছে অমোহ। প্রজ্ঞাই হচ্ছে হেতু। যা বিশেষভাবে জানে, তা-ই হচ্ছে পরিণতি। যা জন্ম-মৃত্যুর ক্ষয়, তা-ই হচ্ছে ফল। এভাবেই হেতু, পরিণতি ও ফলের দ্বারা অমোহকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় তিন প্রকার, যথা : অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়। তথায় অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয় কী রকম? হে ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু অনুপলব্ধ দুঃখ আর্যসত্যকে উপলব্ধির জন্য ইচ্ছা উৎপন্ন করে, চেষ্টা করে, প্রবল প্রচেষ্টা চালায়, মানসিকতা উৎপন্ন করে। এভাবে চার আর্যসত্যকে করা উচিত। তথায় লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় কী রকম? হে ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু "এটি দুঃখ আর্যসত্য" বলে যথাযথভাবে জানে, যা মার্গ তা-ই হচ্ছে লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয়। আসব ক্ষয় করে অনাসব হয়, এটিকে বলা হয় লোকোত্তর জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়। তদ্রূপ এই প্রজ্ঞা, এটি হেতু। যা ইচ্ছা উৎপন্ন করে, চেষ্টা করে, যা বিশেষভাবে জানে, তা-ই হচ্ছে পরিণতি। যার দ্বারা আসবের ক্ষয় হয়, যা ক্ষয় হলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অনুৎপত্তিতে জ্ঞান, তা-ই হচ্ছে পরিণতি। যা অর্হত্ত্ব তা-ই হচ্ছে ফল। তথায় আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য অনুশীলিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এটি হচ্ছে ক্ষয়ে জ্ঞান। এর পরে আর আমার জন্ম হবে না, এটা বিশেষভাবে জানা, এটিই হচ্ছে অনুৎপত্তিতে জ্ঞান। এভাবে এই ইন্দ্রিয়গুলো তথা অমোহকে হেতু, পরিণতি ও ফলের দ্বারা

নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এগুলোই হচ্ছে অসাধারণ নির্দিষ্ট।

তথায় সাধারণ কুশলমূগলো কী রকম? হে ভিক্ষুগণ, কুশল ও কুশলমূল সম্বন্ধে তোমাদেরকে দেশনা করবো। তথায় কুশলমূল কী কী? অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ। তথায় কুশল কী কী? সম্যক দৃষ্টি হতে সম্যক সমাধি পর্যন্ত আটটি সম্যক স্বভাবে নিয়োজিত বিষয়। তথায় যেগুলো কুশলমূল সেগুলোই হেতু। অলোভ তিনটি কর্ম উৎপন্ন করায়; যথা : সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক সমাধি। এগুলোই হচ্ছে অলোভের পরিণতি। তথায় যা অদ্বেষ তা-ই হচ্ছে হেতু। এই অদ্বেষই সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা এই তিনটি বিষয়কে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এটিই হচ্ছে পরিণতি। তথায় যা অমোহ হেতু, যা অবিপরীত দর্শন ও সুবাক্য ভাষণ এই দুটি বিষয়কে উৎপন্ন করায়, তা-ই হচ্ছে পরিণতি। এই ব্রহ্মচর্যের যা ফল, তা-ই হচ্ছে দুই প্রকার বিমুক্তি লোভবিরাগ চিত্তবিমুক্তি ও অবিদ্যা-বিরাগ প্রজ্ঞাবিমুক্তি, এই হচ্ছে ফল। এভাবেই এই তিনটি কুশলমূল হেতু, পরিণতি ও ফলবশে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এভাবেই সাধারণ কুশলগুলো উপলব্ধি করা কর্তব্য।

যথায় দুটি তথায় তিনটি। এখানে এই হচ্ছে গাথা :

তুল্য-অতুল্যের উদ্ভব ভবসংস্কারকে
মুনি বিসর্জন দিয়েছেন,
অধ্যাত্ম সমাহিত মুনি আত্মসম্ভূত ক্লেশকে
ভেঙে ফেলতে পেরেছিলেন।

তুল্য-অতুল্যের উদ্ভব, এটি হচ্ছে তুল্য-অতুল্যের অন্তর্গত। তথায় যা সৃষ্ট তা হচ্ছে তুল্য, সেই দুটি ধর্ম আস্বাদ ও দোষ—এভাবে তুলনা করা হয়। কামে আস্বাদ এই পরিমাণ। এর দোষ এই পরিমাণ, এটি নিঃসরণ, এভাবেই নির্বাণকে বিশেষভাবে জানে। দুটি কারণে অতুল্যকে তুলনা করা সম্ভব হয় না। এই পরিমাণ পরম আছে এভাবে তুলনা করা যায় না বিধায় অতুল্য। অতঃপর রত্নে পরিণত করে আশ্চর্য অর্থে অতুল্য। তথায় কুশলের উদ্ভব, জানা ও দেখা, এটি হচ্ছে অমোহ। তথায় ভবসংস্কারের অপসারণ, জানা, এটি হচ্ছে অলোভ। অধ্যাত্মরত সমাহিত অর্থে চিত্তের বিক্ষিপ্ততা দূর করে দেওয়া, এটি হচ্ছে অদ্বেষ। এভাবে এই তিনটি কুশলমূল। তুল্য-অতুল্যের উদ্ভব, এটি হচ্ছে অমোহ। যা ভবসংস্কারের অপসারণ অলোভ, সম্যক সমাধি প্রভৃতির আস্বাদ, এটি হচ্ছে হেতু। যা অধ্যাত্মরত অবিদ্যা অণ্ডকোশকে ভেদ করে তা-ই হচ্ছে পরিণতি। এভাবে প্রবর্তিত এই তিনটি কুশলমূল হেতু,

পরিণতি ও ফলবশে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত প্রবর্তি অকুশলমূলের দ্বারাই উৎপন্ন হয়, নিবর্তি কুশলমূলের দ্বারাই উৎপন্ন হয়। এই তিনটি বিষয় সমস্ত অকুশলমূলকে অপসারণের দিকে নিয়ে যায়। এসব কথার মাধ্যমে যেসব বিষয় নির্দিষ্ট হয়েছে যেমন- তৃষ্ণা, ক্রোধ, অসম্প্রজ্ঞান, অনুশয়, ঘৃণা, নীচতা, ঈর্ষা, কৃপণতা, অজ্ঞান প্রভৃতি সবগুলো সেই সেই বিষয়ের দ্বারা নির্দেশ করা কর্তব্য। এই দুই বচন ও ধর্মপদ যেভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলোর ক্লেশ নেই। সেগুলো নয়টি পদের মধ্যে একীভূত হয়। এটি হচ্ছে ক্লেশ, লোভ নয়, দ্বেষ নয়, মোহ নয়।

অকুশলমূল সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে প্রতিপক্ষের দ্বারা নির্দেশ করা কর্তব্য। এই হচ্ছে অমোহাধিষ্ঠান।

৩৭. তথায় কায়কর্মাধিষ্ঠান কী রকম?

কায়িকভাবে কুশল কর্ম করো,
কায়িকভাবে সংযত হও,
কায়দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে, কায়সুচরিত আচরণ করো।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সুচরিত। প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, চুরি হতে বিরতি, ব্যভিচার হতে বিরতি। এই হচ্ছে কায়কর্মাধিষ্ঠান।

তথায় বাক্যকর্মাধিষ্ঠান কী রকম?

সুবাক্য ভাষণ করা উত্তম, এটি প্রথম।
ধর্মই ভাষণ করবে, অধর্ম নয়, এটি দ্বিতীয়।
প্রিয়কথা বলবে, অপ্রিয় নয়, এটি তৃতীয়।
সত্যকথা বলবে, অসত্য নয়, এটি চতুর্থ।

হে ভিক্ষুগণ, এই চারটি বাক্যসুচরিত। এই হচ্ছে বাক্যকর্মাধিষ্ঠান।

তথায মনোকর্মাধিষ্ঠান কী রকম?

মানসিকভাবে কুশল কর্ম করো,
মানসিকভাবে সংযত হও,
মনোদুশ্চরিত্র ত্যাগ করে, মনোসুচরিত আচরণ করো।

এই তিনটি হচ্ছে মনোসুচরিত; যেমন : অলালসা, অবিদ্বেষ, সম্যক দৃষ্টি। এই হচ্ছে মনোকর্মাধিষ্ঠান। এই সূত্রগুলো অসাধারণ।

তথায় সাধারণ সূত্রগুলো কী রকম?

বাক্য রক্ষাকারী ও মানসিভাবে সুসংযত হয়ে
কায়িকভাবে অকুশল কর্ম করবে না,

এই তিনটি কর্মপথকে পরিশুদ্ধ করবে,
ঋষি তথা বুদ্ধ-প্রবর্তিত মার্গকে আরাধনা করবে।

হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধি তিন প্রকার, যথা : কায়কর্মপরিশুদ্ধি, বাক্যকর্মপরিশুদ্ধি, মনোকর্মপরিশুদ্ধি।

তথায় কায়কর্মপরিশুদ্ধি কী রকম? প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকা, চুরি হতে বিরত থাকা, ব্যভিচার হতে বিরত থাকা। তথায় বাক্যকর্মপরিশুদ্ধি কী রকম? মিথ্যাবাক্য হতে বিরত থাকা... আজেবাজে কথা বলা থেকে বিরত থাকা। তথায় মনোকর্মপরিশুদ্ধি কী রকম? অলালসা, অবিদ্বেষ ও সম্যক দৃষ্টি। এই হচ্ছে সাধারণ সূত্র।

এভাবেই সাধারণ ও অসাধারণ সূত্রগুলো বুঝে নিতে হবে। বুঝার পর বাক্যে ও কায়ে সূত্রের অর্থ নির্দেশ করা কর্তব্য।

৩৮. তথায় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান কী রকম?

তথাগতের প্রতি যার শ্রদ্ধা অচলা ও সুপ্রতিষ্ঠিত,
যার শীল কল্যাণকর,
আর্যগণের কাছে যিনি প্রিয় ও প্রশংসিত,
সংঘের প্রতি যার প্রসন্নতা আছে,
দেখাটা যার সারল্যে মাখা,
তাকে কোনোভাবেই দরিদ্র বলা যায় না।
বলা যায় তার জীবন ধন্য।
সেই কারণে মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধের শাসনকে
অনুস্মরণ করে শ্রদ্ধা, শীল, সন্তুষ্টি ও
ধর্মদর্শনজাত প্রসাদে অনুযুক্ত হন।

এই হচ্ছে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান।

তথায় বীর্য-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান কী রকম?

বুদ্ধের শাসনে উদ্যমশীল হও, পরাক্রমশীল হও,
এবং আত্মনিয়োগ করো,
হাতি যেমন নলখাগড়ায় তৈরি ঘরকে ভেঙে চুরমার করে,
অনুরূপভাবে মৃত্যুর সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন করো।

হে ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার সম্যক প্রচেষ্টা। এই হচ্ছে বীর্য-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান।

তথায় স্মৃতি-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান কী রকম?

স্মৃতিমান ব্যক্তি সব সময় ভদ্র,
ভদ্র ব্যক্তি সব সময় স্মৃতিমান,
স্মৃতিমান ব্যক্তি সব সময় শ্রেষ্ঠ হন এবং
স্মৃতিমান ব্যক্তিই সুখ লাভ করেন।

চার স্মৃতিপ্রতিষ্ঠাকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা কর্তব্য। এই হচ্ছে স্মৃতি-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান।

তথায় সমাধি-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান কী রকম?

সেই নরদমনকারী সারথী,
দেবতা ও মানুষেরা যাকে আকাঙ্ক্ষা করে,
মনে মনে তার বিষয়ে চিন্তা করে,
তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃৎস্ন ভাবনায় নিয়োজিত,
শান্ত, অরণ সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সমাধি; যথা : সবিতর্ক সবিচার, অবিতর্ক বিচারমাত্র, অবিতর্ক অবিচার। এই হচ্ছে সমাধি-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান।

তথায় প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান কী রকম?

"জগতে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ" এটিকে বিস্তারিত করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার প্রজ্ঞা; যথা : শ্রুতময়, চিন্তাময়, ভাবনাময়। এই হচ্ছে প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান সূত্র। এগুলো হচ্ছে অসাধারণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান সূত্র।

৩৯. তথায় সাধারণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান সূত্রগুলো কী রকম?

যিনি কামে অবীতরাগ, যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় কোমল,
শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, শমথ ও বিদর্শন,
সে রকম ভিক্ষুর কাছে যাবার আগেই ধ্বংস হয়।

এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে দেখা কর্তব্য। তিন প্রকার অবিচলিত প্রসন্নতার মাঝে সূত্রকে বিস্তারিত করতে হবে। এগুলো হচ্ছে সাধারণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান সূত্র। কুশল বা অকুশল যার সাথে যার সম্বন্ধ, সেই সেই অধিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই সূত্রকে নির্দেশ করা কর্তব্য। অন্য কোনো ধর্ম বা বিষয়কে নির্দেশ করা উচিত নয়। তথায় সাধারণ কুশল সাধারণ কুশলমূলের মতো নয়, সাধারণ অকুশল সাধারণ অকুশলের মতো নয় যে উৎপন্ন কামবিতর্ককে পরিত্যাগ করবে... চার সম্যক প্রচেষ্টা কুশল ও অকুশল।

তথায় এই হচ্ছে স্মারক-গাথা :

বিতর্ক, আমার আছে এই চিন্তাকারী,
দাতা মানুষের কাছে প্রিয় হয়,
যে প্রাণিহত্যা করে, মূর্খের লক্ষণ তিনটি।
শত সহস্র বছর ধরে, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
ছন্দ, দ্বেষ, ভয়, মোহ, চার অগতি গতি।
অশুভদর্শী হয়ে অবস্থানকারী, চিহ্নগুলোতে অশুভ,
একটিও প্রিয় প্রাণীকে, যদি বন্ধু ও সুভাষিত।
জগতে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ, তিনটি ইন্দ্রিয় অনুজ্ঞাত,
কুশলাকুশলমূল, তুল্য-অতুল্য হতে জাত।
কায়িকভাবে কুশল কর্ম করো, তিনটি সুচরিত,
সুভাষিতকে উত্তম বলা হয়, শান্ত বাক্য সুচরিত।
কায়িকভাবে কুশল কর্ম করবে, মনোদুশ্চরিত,
সব সময় কায়ানুরক্ষী, তিনটি পরিশুদ্ধি।
তথাগতের প্রতি যার শ্রদ্ধা, প্রতীত্যসমুৎপাদ সুদেশিত,
চেষ্টা করো, উদ্যম করো, যা সম্যক প্রচেষ্টা।
স্মৃতিমান সব সময় ভদ্র, স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা ভাবনা,
জ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষাকারী, যে তিনটি সমাধান।
জগতে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ, তিনটি প্রজ্ঞা প্রকাশিত,
কামে অবীতরাগ, তদ্রূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

এই হচ্ছে জম্বুবনবাসী মহাকচ্চায়ন স্থবিরের
পিটকোপদেশ গ্রন্থের সূত্রাধিষ্ঠান তৃতীয় ভূমি।

৪. সূত্রবিচয় চতুর্থ ভূমি

৪০. এখানে সূত্রবিচয় কিরূপ?

এখানে কুশল ধর্মের দ্বারা অকুশল ধর্ম আনুপূর্বিকভাবে উত্তমরূপে আলোচনা করা উচিত। কী কারণে এই সূত্রের উদ্ভব হয়েছিল?... সেই সূত্র অধিসন্নিষ্টের সাথে সংযুক্ত হয়, নাকি সংযুক্ত হয় না?

উদাহরণস্বরূপ, ভগবান কর্তৃক ক্লেশগুলোর আদি হতে তথায় দেশনা করা হয়। কী দেশনা করা হয়? তন্মধ্যে ক্লেশগুলোর প্রহান দেশিত হয়েছে নাকি

হয়নি এভাবে আলোচনা করা উচিত। যদি ভগবান কর্তৃক দেশনা করা না হয়, তন্মধ্যে ক্লেশগুলোর প্রহান কুশল ধর্মগুলো অনুসন্ধান করা উচিত, যেখানে সেই অকুশলগুলো প্রহানের দিকে গমন করে। যদি অন্বেষণ করা সত্ত্বেও লাভ না হয়। এখানে অকুশল ধর্মগুলো অপসারিত ও মীমাংসিত করা উচিত, আবার তিনি যদি ক্লেশগুলো অপসারিত করে দেন তাহলে তাকে সংক্লেশভাগীয়-সূত্র বলে জ্ঞাতব্য। অথবা যিনি অপসারিত করে না দেন তাহলে সেখানে আলোচনার মাধ্যমে আর্যমার্গ ধর্মগুলো সেই ভূমিগুলোর মধ্যে ক্লেশগুলো প্রহানের দিকে গমন করে, নাকি গমন করে না। যে-পরিমাণ ক্লেশ দেশিত হয় সে পরিমাণ আর্যধর্ম দেশিত হয় না। যেখানে ক্লেশগুলো প্রহানের দিকে গমন করে, সেখানে যেই ক্লেশগুলো আর্যধর্মগুলোকে প্রতিপক্ষের সাথে সংযুক্ত করে না, সেগুলো অনুসন্ধান করা কর্তব্য, যদি অনুসন্ধান করে নিয়ে সংযোজন করে দেয়। সেখানে এভাবে মীমাংসা করে নেয়া উচিত। দুই, তিন কিংবা তারও অধিক ক্লেশগুলো একেকটি আর্যমার্গের মাধ্যমে প্রহানের দিকে যায়। যদি এভাবে মীমাংসা করার সময় সংযোজন করে, তাহলে তা খতিয়ে দেখা উচিত। অথবা পরম্পরার মাধ্যমে অথবা ত্রিপিটক সম্পাদনের দ্বারা সূত্রের অর্থ এবং অনর্থ কোনোটাই নেই। অথবা যেই সূত্রকে নির্দেশ করা সম্ভব নয়, সেই সূত্র সম্বন্ধে সন্ধিহান নিয়ে থাকাও উচিত নয়। এভাবে যেমন আদি হতে কুশল ধর্মগুলো হয়। যে-সমস্ত ক্লেশের বিদ্যমানতা রয়েছে সেসব প্রহীন হয়ে থাকে। সে-সমস্ত পর্যালোচনা করা উচিত। অথবা পূর্বে কুশল প্রতিপক্ষে পূর্ব দেশনা, অন্যূন অনধিক শিক্ষা করা কর্তব্য। যেমন, প্রথম বর্ণিত মতে এখন যেসব ক্লেশগুলোর যেই আর্যধর্মগুলো দেশিত হয়েছে এসব ক্লেশগুলো এই আর্যধর্মের দ্বারা প্রহীন হয়, নাকি প্রহীন হয় না তা গবেষণা করা কর্তব্য (*বিচিনিতব্বা*)। যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে সংযুক্ত হয়, তাহলে তা গ্রহণীয়। অধিকন্তু সংযুক্ত না হলে, যেসব ক্লেশগুলো অপ্রতিপক্ষ হয়, সেসব ক্লেশগুলো পর্যালোচনা করা উচিত নয়। এবং যেসব আর্যধর্ম প্রতিপক্ষ হয়, সেসব আর্যধর্ম অনুসন্ধান করা উচিত। আর্যধর্মগুলো অনাগামী ক্লেশগুলো প্রহীনের দিকে নিয়ে যায় না। অধিকন্তু আর্যধর্মগুলো সর্বক্লেশের প্রহানের দিকে সংবর্তিতও হয় না। যেমন, কুশল হলো মৈত্রী ও অকুশল হলো রাগ; কুশল নামক মৈত্রী লাভ না করে কিন্তু অকুশল রাগের প্রহান করা সম্ভব, ব্যাপাদ মৈত্রীর প্রহান করে অবস্থান করে থাকে। তদ্ধেতু উভয় ক্লেশগুলো পরীক্ষা করা কর্তব্য। যেই যেই ধর্ম কুশল বা অকুশল নির্দেশ করা হয় সেটি

অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যদি সেসব অনুসন্ধানের দ্বারা সংযুক্ত হয় তাহলে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। দুই প্রকার ক্লেশ এক প্রকার আর্যধর্মের দ্বারা প্রহীন হতে পারে অথবা দুই প্রকার আর্যধর্মের দ্বারা এক প্রকার ক্লেশ প্রহীন হয়।

তথাপি এভাবেও অনুসন্ধান করার দরুন সংযুক্ত হয়, সেখানে মীমাংসিতব্য অথবা যেভাবে সংযুক্ত হয়েছে সেভাবে মীমাংসিতব্য। যেখানে সূত্র নির্দেশ করতে সক্ষম নয়, সেই সূত্রে সংশয় পোষণ করা অনুচিত। ক্লেশ আমাকে আর্যধর্ম দেশনা করার মধ্যে উভয় হতে উপপরীক্ষিতব্য। নাকি এখানে গাথা ও ব্যাকরণের মাধ্যমে যেসব ক্লেশ দেশিত হয়েছে এবং যেসব আর্যধর্ম দেশিত হয়েছে, এই ক্লেশ এই আর্যধর্মের দ্বারা প্রহীন হয়, নাকি প্রহীন হয় না? এসব আর্যধর্ম এসব ক্লেশগুলোর প্রহানের দিকে সংবর্তিত হয়। এখানে কিছুসংখ্যক হলেও কুশল ধর্মের মাধ্যমে অকুশল ধর্মগুলো প্রহান করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সমস্ত আর্যধর্মের দ্বারা সর্বকুশল প্রহান করতে সক্ষম হয় না। যেমন, মৈত্রী হলো কুশল ও অকুশল হলো রাগ; কুশল মৈত্রী অকুশল রাগ না থাকলে মৈত্রীর মাধ্যমে রাগ প্রহান হয়, ব্যাপাদ মৈত্রীর প্রহান করে। এভাবে ক্লেশের বিদ্যমানতা সূত্রের মাধ্যমে প্রহান হয়। সূত্র ধর্ম উৎপন্ন না করে সর্বক্লেশের প্রহানের দিকে সংবর্তিত করে। যা সূত্রের আর্যধর্ম সংক্লেশের প্রতিপক্ষ, সেটি সেভাবেই প্রহানের দিকে যায়।

৪১. এখানে দেশিত কুশলে, সূত্রে, ব্যাকরণে সংক্লেশ বা আর্যধর্মগুলো সংযুক্ত হয় না। সেই মহাপদেশে নির্দেশিতব্য উপকরণের দ্বারা অপসারণ করা উচিত। এখানে ক্লেশগুলোর দ্বারা দেশিত আর্যধর্মের মধ্যে যদিও সেই আর্যধর্মের দ্বারা ক্লেশগুলোর প্রহানের দিকে যায়। তথাপি উত্তমরূপে উপপরিক্ষীতব্য। কোন কারণের সাহায্যে এই ক্লেশগুলো পরিত্যাগযোগ্য? কোন কারণের সাহায্যে আর্যধর্ম দেশিত হয়েছে? যেই যেই আকারের দ্বারা আর্যধর্মগুলো দেশিত হয়েছে, তার সেই সেই প্রকারের দ্বারা এই ক্লেশ স্থিত হয়। এমন এক প্রকার ক্লেশ আছে, সে-কারণে আর্যধর্মগুলো ভিন্ন ভিন্নরূপে পরিত্যাজ্য নয়। যেমন : দৃষ্টি, রাগ ও অবিদ্যা দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য। যদি এরূপ হয় তাহলে অবিদ্যা ভাবনার ভূমি বা ধর্মগুলো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য। একসময়ে ঊর্ধ্বভাগীয় অসংস্কৃত দর্শন বিমুক্তির দ্বারা অনিমিত্ত চিত্তসমাধি অমনস্কারের দ্বারা প্রহীন হয়। এরূপে অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনযুক্ত উপপরিক্ষীতব্য। যেই দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ক্লেশগুলো দর্শনাকারে আর্যধর্ম দেশিত হয়েছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ভাবনাকারে আর্যধর্ম

দেশিত হয়েছে, প্রতিসেবনের দ্বারা পরিত্যাজ্য প্রতিসেবনাকারে আর্যধর্ম দেশিত হয়েছে, এভাবে বিদূরণের মাধ্যমে পরিত্যাজ্য সাত প্রকার আসব করণীয় পর্যন্ত, অন্যথাভাব পর্যন্ত। ভিন্নরূপে অবশিষ্ট ধর্ম পরিত্যাজ্য অন্যপ্রকারে আর্যধর্ম দেশিত হয়েছে, সেই আর্যধর্ম ভিন্নরূপে অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যদি এই ধর্ম অনুসন্ধান করে যেই যেই আকারের দ্বারা যা দেশনা করা হয়, সেই আর্যধর্ম অনুসন্ধান করা কর্তব্য, সেই আকারের দ্বারা ক্লেশ প্রহীন হয়। সেটি এখানে উপপরিক্ষীতব্য। তাতে যদি সংযুক্ত না হয়, সেই সূত্রের দ্বারা বিন্যস্ত সূত্র মীমাংসিতব্য। যা সংযুক্ত হয় তা গ্রহণ করা কর্তব্য। যা সংযুক্ত হয় না, তা গ্রহণীয় নয়। অবশ্যই এটি ভগবান কর্তৃক ভাষিত নয়, অথবা আয়ুষ্মান কর্তৃক ভুলভাবে গৃহীত। যা মহাপদেশে নির্দেশিতব্য। ভগবান কর্তৃক সঠিকরূপে দেশিত হয়েছে, কুশল ও অকুশল যেই ধর্ম দেশিত হয়েছে সেই ধর্মের প্রত্যয় অনুসন্ধান করা কর্তব্য। প্রত্যয় বিনা অপ্রত্যয় ধর্ম উৎপন্ন হয় না। এখানে অনুসন্ধানের আকার কী রকম?

এখানে ওইরূপ সহেতু সপ্রত্যয় সমন্বিত ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এটি মীমাংসিতব্য। সেই প্রত্যয় ত্রিবিধ—ক্ষুদ্র, মাঝারি, বিশাল। এখানে ক্ষুদ্র প্রত্যয়ে ক্ষুদ্রধর্ম গ্রহণ করা কর্তব্য, এরূপে সহেতুক প্রত্যয় দ্বিবিধ—পরম্পরা-প্রত্যয় এবং সমনন্তর-প্রত্যয়। সেই প্রত্যয় ক্ষুদ্রতার দরুন ব্যাধিমাত্র অনুসন্ধান করা কর্তব্য। কারণ কী? অন্যতর প্রত্যয় অন্য প্রত্যয়ের সাহায্যে পরিয়ত্তি বা পূর্ণতা সাধন করে।

এখানে যেই ধর্ম দেশিত হয়েছে, সেই ধর্মের এই প্রকারে বা কারণের দ্বারা হেতু অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যেই প্রত্যয় হেতুর মাধ্যমে প্রত্যয় হয়, সেই সেই ধর্মের শেষ ফল অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যেই নির্দিষ্ট অধিষ্ঠানে প্রধানকে অনুসন্ধান করা হয়, সেই প্রত্যয় অনুসন্ধান করা কর্তব্য। ক্ষুদ্রধর্মের চূড়ান্ত শেষ ফল নেই, অথবা চূড়ান্ত শেষ ফলের ক্ষুদ্রধর্ম। অধিকন্তু ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র, মধ্যমের মধ্যম ও চূড়ান্তের চূড়ান্ত সংযোজন, তা গ্রহণ করা কর্তব্য; অধিকন্তু যা সংযুক্ত নয়, তা গৃহীতব্য নয়।

যা ভগবান কর্তৃক ধর্ম দেশনা প্রদানে আরম্ভ করা হয়েছে, সেভাবে ধর্মকে মধ্যমান্তপর্যবসান দেশনা করেন, যেভাবে সূত্রাধিষ্ঠানে ধর্মগুলো আদি হতে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তা-ই সেই বহু সূত্রের পর্যবসান। সেই ধর্মবশে সেই সূত্র, গাথা, ব্যাকরণ, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হয়। কিন্তু যেমন, দ্বিবিধ অনুরূপ বা স্থাপক এবং দেশনা স্থাপক। রূপও ধর্মের পর্যাবসান করা কর্তব্য। যেমন, ভগবান কর্তৃক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংবরণ সম্পর্কে দেশিত হয়েছে, যেটি তৃষ্ণার বিনাশ

সাধনের ইচ্ছায় বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে গোপালক উপমা সূত্রে দেশনা করা হয়েছে এবং অন্যান্য সূত্রেও ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে ঠিক এই ইচ্ছাই হয়েছে। মধ্যমনিকায়ে বিতর্ক, এটি ভগবানের দেশনানুরূপ, এভাবেই সেই ধর্ম অন্যান্য ব্যাকরণেও অনুসন্ধান করা কর্তব্য। শুধুমাত্র একটি সূত্রে দ্রষ্টব্য নয়। সংশ্লিষ্ট সবই গ্রহণ করা কর্তব্য।

৪২. এখানে অনুজ্ঞাত কিরূপ?

যৎকিঞ্চিৎ সূত্র ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়নি তা-ই সূত্রের মধ্যে দেখা যায়, এরূপেই অনুধাবন করা কর্তব্য। যেমন, অমুক কর্তৃক ভাষিত, সেই সূত্রটি সেভাবেই মীমাংসিতব্য। এই সূত্র ভগবান কর্তৃক অনুজ্ঞাত সহ্য-ধৈর্য নাকি না-অনুজ্ঞাত সহ্য-ধৈর্য? সূত্রে কিছু রূপ ভগবান কর্তৃক অনুজ্ঞাত সহ্য-ধৈর্য, আবার কিছু রূপ ভগবান কর্তৃক না-অনুজ্ঞাত সহ্য-ধৈর্য কী কারণে?

যা সমস্ত অবতারণা না করে দশবলের বিচরণকে দেশনা করেছেন, সেই সমস্ত সূত্রই ভগবান কর্তৃক অনুজ্ঞাত নয় সহ্য-ধৈর্য। এমনো আছে যে, সেই শ্রাবক সীমিতভাবে ও বিস্তারিতভাবে দশবলগুলোর বিচরণকে জানেন, সেই বল কিন্তু শ্রবণ ব্যতীত সবাই জানেন না। যেমন, আয়ুষ্মান সারিপুত্র কর্তৃক যেই ব্রাহ্মণ উপদিষ্ট হয়েছেন, সেই আয়ুষ্মানের নেই কোনো ইন্দ্রিয়, বল, বিতর্ক ও জ্ঞান। সেই শ্রেষ্ঠ পুদ্গাল অন্যকে তা জ্ঞাত না করার দরুন উপর্যুপরি করণীয় সম্পাদনে স্মৃতি উৎপন্ন করে, তিনি ভগবান কর্তৃক দোষারোপিত হন।

যেমন, আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ ভাগিনেয়্যকে উপদেশ প্রদান করেন, আনন্তরিয় সমন্নাগত ঋদ্ধিপ্রাতিহার্যের মাধ্যমে আঙুলের সাহায্যে প্রজ্জ্বালন না করে যেই সমস্ত ধর্ম কর্মসমাদানগুলোর হেতু স্থানমূলক যথাভূত জ্ঞান, সেই আয়ুষ্মান জাগ্রত হলে সেটি দিয়েই তাকে উপদেশ দিলেন, তাকে ভগবান বললেন :

> ‘হে কশ্যপ, যদি দশটি প্রদীপও ধারণ করো,
> তারপরও সে রূপ দেখতে পাবে না,
> কারণ তার চক্ষু বিদ্যমান নেই।’

এমনকি যেমন দূত রাজবচনের দ্বারা সত্ত্বগণকে অনুশাসন করেন, এরূপে অবশিষ্ট অনুগামী অপরিচিত কথায় অপরজনকে দেশনা করেন। এরূপে অনুজ্ঞাত সহ্য-ধৈর্য সূত্র গ্রহণ করা কর্তব্য। না-অনুজ্ঞাত সহ্য-ধৈর্য গ্রহণ করা কর্তব্য নয়।

এখানে সূত্র-সংকর কিরূপ?

পঞ্চবিধ সূত্র—সংক্লেশভাগীয়, বাসনাভাগীয়, দর্শনভাগীয়, ভাবনাভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়। অন্যকে পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে অন্যজন দেশনা করেন, অন্য সূত্রের অর্থ অন্য সূত্রে নির্দেশ করে। অথবা সূত্রের অনেক আকার ও অর্থ নির্দেশ করে। আর্যধর্ম সাধনে অর্থ বিবৃত করা হয়। বাসনাভাগীয়ের অর্থ দর্শনভাগীয়ের মধ্যে নির্দেশ করে। অধঃভাগীয় সংযোজনগুলোর অর্থ ঊর্ধ্বভাগীয়ের নির্দেশ করে। ক্ষুদ্র-মধ্যম ইন্দ্রিয়গুলোর জন্য চূড়ান্ত সূত্রের মধ্যে নির্দেশ করে। এভাবে এই সূত্র সংমিশ্রণ হেতু, নিঃসরণ, ফল, নির্দেশ, ক্ষুদ্র-মধ্যম-চূড়ান্ত, অর্থত ও ব্যঞ্জনত সবগুলোর যে একটা সংমিশ্রণ—একেই বলা হয় সূত্র-সংকর।

এখানে যা অসংমিশ্রণ—একেই বলা হয় সূত্র-বিচয়।

এখানে এই হচ্ছে স্মারক-গাথা :

পূর্বগুলোতে জ্ঞানদৃষ্টি, যথাভূত প্রত্যয়,
নিঃসরণ, তৃষ্ণার সংযুক্ততা, অনুজ্ঞা, আর সূত্র-সংকর।

স্থবির মহাকাচ্চায়নের এই সূত্র-বিচয় নামক চতুর্থ ভূমি সমাপ্ত।

৫. পঞ্চম ভূমি

৪৩. এখানে হার বিভঙ্গ কিরূপ?

যেখানে ষোলো প্রকার হার লিখন-পঠন সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভেদ করে গমন করে। এখানে আদিতে রয়েছে দেশনা হার। এখানে এই গাথা কুশল, অকুশল, সত্যগুলো বা সত্যের একটি অংশ।

কী দেশনা করেন? সূত্রে মীমাংসা দেশনা হার। যেমন, আর্যসত্যগুলো প্রকাশ করে চারি আর্যসত্য সাধারণ ও অসাধারণ বলে দেশনা করেন। যার আঠারো প্রকার পদ, দুঃখ হতে সাতটি পদ, সংক্ষেপে কায়িক-চৈতসিক দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ, প্রিয়-বিয়োগ দুঃখ এই তিনটি সংস্কৃত।

এখানে ত্রিবিধ সংস্কৃত লক্ষণগুলো ত্রিবিধ দুঃখতা উৎপন্ন করে তা-ই সংস্কৃত লক্ষণ। সংস্কার-দুঃখতার দরুন দুঃখতা এটি সংস্কৃত লক্ষণ, বিপরিণাম-দুঃখতায় দুঃখতা পরিবর্তনশীল সংস্কৃত লক্ষণ, দুঃখ-দুঃখতায় দুঃখতা। এই ত্রিবিধ সংস্কৃত লক্ষণের ত্রিবিধ বেদনা ভূমি অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন করে সংস্কৃত লক্ষণ। সংস্কার-দুঃখতায় দুঃখতা ত্রিবিধ সংস্কৃত লক্ষণ, সুখ-বেদনা বিপরিণাম-দুঃখতায় দুঃখতা পরিবর্তনশীল সংস্কৃত লক্ষণ,

দুঃখ-বেদনা দুঃখ-দুঃখতায় দুঃখতা। এরূপে এদের নয়টি পদে, প্রথম সাতটি পদে, ষোলোটি পদে দুঃখ অনুসন্ধান করা কর্তব্য। এগারো প্রকার দুঃখতায় লক্ষণ নির্দেশ নির্দিষ্ট হয়।

প্রতিসন্ধি লক্ষণ হতেই জন্ম হয়, আর প্রতিসন্ধি-চ্যুতি লক্ষণ হতেই চ্যুতি হয় বিস্তারিতভাবে পনেরোটি পদ করা কর্তব্য, এভাবে সাধারণ-অসাধারণ সাতটি ও দশটি পদের মধ্যে ত্রিবিধ সংজ্ঞা, শাসনপ্রস্থানে আঠারো প্রকার সূত্রাধিষ্ঠানে দশবিধ, সূত্রবিধেয্য ষোলো প্রকার হারের মধ্যে এগারো প্রকার বিধায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার দ্বারা মীমাংসা এটি দেশিত হয়েছে। যথাভূতভাবেই দেশিত হয়েছে, একেই বলা হয় দেশনা হার।

৪৪. এখানে বিচয় হার কিরূপ?

> পদ, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা,
> কি অতীত এবং কি ভবিষ্যৎ
> অনুগীতি সেই বিচয়
> এই প্রকারে নির্দিষ্ট হার বিচয়।

এখানে **'পদ'** মানে হচ্ছে প্রথম পদ। তার কী অর্থ? যা ভগবান কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে আয়ুষ্মান অজিতের মাধ্যমে তা গৃহীতব্য। এখানে কয়টি পদ জিজ্ঞাসিত হয়েছে? যা কিভাবে? 'কেন আবৃত জগৎ?' এই গাথা[২]। এরূপ কয়টি পদ? চারটি। এভাবে উত্তর প্রদানের মাধ্যমে প্রশ্ন করা হয়েছে। যতগুলো পদের দ্বারা ভগবান কর্তৃক উত্তর প্রদত্ত হয়েছে পদগুলোর এরূপ প্রশ্নের যা গুণ ও ব্যাখ্যা, একেই বলা হয় 'পদ'।

'প্রশ্ন' মানে হচ্ছে এই চারটি পদ। কয়টি প্রশ্ন? এক বা দুই কিংবা তার অধিক এই চারটি পদে একটি প্রশ্ন। অর্থানুরূপ বিষয়ীভূত হয়ে ব্যঞ্জন হয়। বহুসংখ্যক পদ একই অর্থে প্রশ্ন করেছেন। এরূপ চারটি পদ অনুরূপ বিষয়ীভূত হয়। সেই ব্যঞ্জনের দ্বারা একটি প্রশ্ন হয়।

'কেন আবৃত জগৎ?' এটি জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে। কী কারণে দীপ্তিমান হয় না? জগতের আবিলতা কী রকম? তা-ই এখানে প্রশ্ন করছেন।

'মহাভয়ই বা কী রকম?' তা-ই এখানে প্রশ্ন করছেন। এভাবে অর্থানুরূপ বিষয়ীভূত ব্যঞ্জন একটি প্রশ্ন হয়, সেই প্রশ্ন চতুর্বিধ—একাংশ-ব্যাকরণীয়,

---

[২] সূত্রনিপাত অজিতমানব প্রশ্ন সূত্র গাথা নং ১০৩৮
আয়ুষ্মান অজিত বললেন, 'কেন আবৃত জগৎ? কী কারণে জগৎ দীপ্তিমান হয় না? জগতের আবিলতা কী রকম? মহাভয়ই বা কী রকম? তা প্রকাশ করুন।'

বিভাজ্য-ব্যাকরণীয়, প্রতিপ্রশ্ন-ব্যাকরণীয় ও স্থাপনীয়।

এখানে, 'চক্ষু অনিত্য' এটি একাংশ-ব্যাকরণীয় ।

'যা অনিত্য তা' এভাবে বিভাজ্য-ব্যাকরণীয়।

'চক্ষু যদি অনিত্য না হয়, যেসব আয়তন চক্ষু নয়, সেসব চক্ষু অনিত্য নয়' এটি বিভাজ্য-ব্যাকরণীয়।

'যা চক্ষু তা চক্ষু-ইন্দ্রিয়' এটি প্রতিপ্রশ্ন-ব্যাকরণীয়।

'সেই চক্ষু তথাগতের' এটি স্থাপনীয়। 'অন্যত্র চক্ষুর দ্বারা' এটি স্থাপনীয় প্রশ্ন। এই প্রশ্নে ভগবান কী জিজ্ঞেস করেছেন? জগতের সংক্লেশ জিজ্ঞেস করেছেন। কারণ কী? এই সংক্লেশ ত্রিবিধ—তৃষ্ণা-সংক্লেশ, দৃষ্টি-সংক্লেশ ও দুশ্চরিত-সংক্লেশ।

এখানে 'অবিদ্যায় আবৃত'[৩] বলতে অবিদ্যাকে প্রদর্শন করছেন। 'লোভ' বলতে তৃষ্ণাকে প্রদর্শন করছেন। 'মহাভয়' বলতে অকুশল কর্মের বিপাককে প্রদর্শন করছেন। স্রোত নামক সুখবেদনীয় কর্মের দুঃখবেদনীয় বিপাক ভোগ করতে হবে, এমন কোনো কারণ বিদ্যমান নেই এরূপে ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেই চারটি পদের দ্বারা জগৎ অবিদ্যায় আবৃত... এরূপ বলা হয়েছে।

৪৫. এর পরে আরও অধিক প্রতিপ্রশ্ন করা হয়। 'সর্বত্র স্রোতগুলো (তৃষ্ণার স্রোতের) প্রবাহিত হয়'[৪] এই গাথায়, চারটি পদে প্রশ্ন করা হলে তা ভগবান দুটি পদে বর্ণনা করেন।

[ভগবান অজিতকে বললেন]

জগৎমাঝে যেসব স্রোত বিদ্যমান রয়েছে,
একমাত্রই স্মৃতিই তাদের নিবারণ;
প্রজ্ঞায় স্রোতগুলো বিনাশ সাধনে সক্ষম হয়,
সেটাকেই আমি স্রোতগুলোর সংবরণ বলি।

[অজিত মানব প্রশ্ন সূত্র গাথা নং ১০৪১ সূত্রনিপাত]

---

[৩] সূত্রনিপাত অজিতমানব প্রশ্ন সূত্র গাথা নং ১০৩৯
ভগবান অজিতকে বললেন, 'জগত অবিদ্যায় আবৃত; মাৎসর্য, প্রমাদের কারণে দীপ্তিমান হয় না। লোভ হলো জগতের আবিলতা, দুঃখই মহাভয়। আমি এরূপ বলি।'

[৪] অজিত মানব প্রশ্ন সূত্র গাথা নং ১০৪০ সূত্রনিপাত
আয়ুষ্মান অজিত বলেন, সর্বত্র [আয়তনাদিতে] স্রোতগুলো প্রবাহিত হয়, এই স্রোতগুলো কী প্রকারে নিবারিত হয়? স্রোতগুলোর সংবরণ কী? কীভাবে স্রোতগুলো বিনাশসাধন হয়? তা বলুন।

এই চারটি পদের দুটি পদ যোগে উত্তর প্রদত্ত হয়েছে। এই পদগুলো জিজ্ঞাসিত হয়েছে। সেই সংক্লিষ্ট জগতের বিশুদ্ধিতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়েছে, স্রোতগুলো ছয় তৃষ্ণাকায় বহুলসংজ্ঞায় ভবগুলোতে সকল আয়তনে নির্দিষ্ট।

'সেই স্রোতগুলো কী প্রকারে নিবারিত হয়?' বলতে এখানে এই বিষয়ে সংযোজনের (পরিযুট্ঠান) প্রহান জিজ্ঞাসিত হয়েছে।

'কী প্রকারে স্রোতগুলো বিনাশ সাধন হয়?' বলতে এখানে অনুশয় [সুপ্ত তৃষ্ণ] ধ্বংসসাধন জিজ্ঞাসিত হয়েছে। এখানে ভগবান ছয়টি [চক্ষু প্রভৃতি] দ্বারের মধ্যে স্মৃতি রক্ষা করতে দেশনা করেছেন। যিনি স্মৃতিকে দ্বাররক্ষকের ন্যায় নিযুক্ত করে সম্প্রজ্ঞানে [জ্ঞান সহকারে] দিন যাপন করেন, একমাত্র সেই স্মৃতিমান ব্যক্তিরই ইন্দ্রিয়গুলো সংযত রাখা সম্ভব হবে। এখানে সংযত ইন্দ্রিয়ের যেসব বিদর্শন রয়েছে, সেসব ওই সমস্ত স্রোতগুলোর যেই জগৎ আবৃত সেই অবিদ্যা হতে পুরোপুরি নির্মূলের দিকে সংবর্তিত করে। এরূপে স্রোতগুলো ভবে আবদ্ধ বলে তথা হতে অধিক প্রশ্ন করা হয়।

[অজিত মানব ভগবানকে প্রশ্ন করেন—]

প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও নাম-রূপের বিষয়ে সেই ভগবানের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করছি, কীভাবে উপশম লাভ হয়। [গাথা নং ১০৪২ সূত্রনিপাত]

এই চারটি পদকে ভগবান এক পদে করে উত্তর প্রদান করেন :

'হে অজিত, যেই প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞেস করেছ, তা আমি তোমাকে বলছি...

বিজ্ঞানের নিরোধের দ্বারা। এই প্রকারে এটি উপশম লাভ হয়।'

[অজিত মানব প্রশ্ন সূত্র গাথা নং ১০৪৩ সূত্রনিপাত]

এই প্রশ্নের দ্বারা কী জিজ্ঞাসিত হয়? অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুকে জিজ্ঞেস করা হয়। সেই ভগবান অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু সম্পর্কে উত্তর প্রদান করেন।

এখানে প্রথম প্রশ্নের দ্বারা সংক্লেশ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের মাধ্যমে বিশুদ্ধতা বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। তৃতীয় প্রশ্নের দ্বারা সোপাদিশেষ নির্বাণধাতু বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। চতুর্থ প্রশ্নের দ্বারা অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু বিষয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে, তথা হতে উত্তরিতর প্রতিপ্রশ্ন করা হয়।

[অজিত মানব ভগবানকে প্রশ্ন করেন—]

'হে মারিষ [প্রভু], আমি প্রশ্ন করছি, এই জগতে
যাঁরা জ্ঞাতধর্মী এবং যাঁরা জ্ঞানী শৈক্ষ্য;

তাদের জ্ঞানপূর্ণ জীবনাচরণ আমার নিকট প্রকাশ করুন।'

এই চারটি পদ দ্বারা প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু সেই প্রশ্নে জ্ঞাতধর্মীগণ, অর্হৎগণ ও শৈক্ষ্যগণ কয় প্রকার হয়? আগে কী শেষে কী, এটি হচ্ছে অর্থ। এখানে কোনটি প্রথম প্রশ্ন, কোনটি পরবর্তী প্রশ্ন? অর্হৎগণকে প্রথম প্রশ্ন করা হয়। শৈক্ষ্যধর্মে এখানে কোন পদের দ্বারা জ্ঞাতধর্মী হন? অর্হৎগণকে এখানে গৃহীত হয়েছে। 'জ্ঞানী' বলতে এখানে শৈক্ষ্যগণকে গৃহীত হয়েছে। 'তাদের জ্ঞানপূর্ণ জীবনাচরণ আমার নিকট প্রকাশ করুন' বলতে এটি সাধারণ পদে ভগবানকে প্রশ্ন করছেন। সেই সাধারণ ও অসাধারণ প্রশ্ন আকারে প্রশ্ন করা কর্তব্য। তা ভগবান কর্তৃক উত্তর প্রদত্ত হয়েছে।

এটি প্রথম জিজ্ঞাসায় তদ্রূপ জিজ্ঞাসিত হয়নি, তা পরবর্তীতে উত্তর প্রদান করা হয়েছে। যা পরবর্তীতে জিজ্ঞাসিত হয়েছে তা প্রথমে উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এখানে কি জিজ্ঞাসিত হয়েছে বিশুদ্ধদের ও বিশুদ্ধিলাভীর কী জীবনাচরণ? এটিই জিজ্ঞাসিত হয়েছে, তাঁরা কামবিষয় আকাঙ্ক্ষা করেন না।

[১০৪৫ গাথা সু.নি.] 'মনকে বিচলিত হতে দিবে না'[৫] বলতে সংযোজনগুলো এবং বিতর্ক ভগবান নিবৃত করেছেন। দুই প্রকার বিতর্ক অনাবিলতার পর্যুত্থান, যেখানে নীবরণগুলোকে নির্দিষ্ট করা হয়। 'সর্বধর্মে পারদর্শী' বলতে অর্হৎগণকে এরূপ বলা হয়ে থাকে।

'কী প্রকারে ওঘ উত্তীর্ণ হয়?' [স.নি.] এই গাথা, এখানে এই চারটি পদ হয়। চারটিই প্রশ্ন হয়। কী কারণ? এখানে অর্থানুপরিবর্তন ব্যঞ্জন নেই [সং.নি.১.২৯], যেখানে প্রথমে অজিত প্রশ্নে লাভ হয়েছিল। তাতে নিশ্চিতরূপে বহু উত্তর নয়, বহু প্রশ্ন, একটিও হয় না, সমস্তই জিজ্ঞাসিত হয়। পূর্বে উত্তর প্রদত্ত হয়, যেমন চতুর্থ অজিত প্রশ্নে। যা এখানে যথাভূত পর্যাবসান পদের বন্ধনের দ্বারা উত্তরগুলো এভাবে যাথাযথরূপে অনুসন্ধান করে।

পুনঃ যিনি এখানে যা এভাবে প্রশ্ন করেন, সেখানে এই আকারে প্রশ্নকরণে 'ভিতরে জট বাইরে জট' [সং.নি.১.১.৩.৩][৬] এই গাথা প্রশ্ন-উত্তর করণের মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। কীভাবে উত্তরকরণের মাধ্যমে ভগবান

---

[৫] সূত্রনিপাত অজিতমানব প্রশ্ন সূত্র গাথা নং ১০৪৫
'ইন্দ্রিয় সুখান্বেষী হবে না, মনকে বিচলিত হতে দিবে না, ভিক্ষু সর্বধর্মে পারদর্শী ও চিত্ত স্মৃতিসম্পন্ন হয়ে বিচরণ করবেন।'

[৬] ভিতরের জট, বাইরে জট—জটে জড়িয়ে আছে লোকজন;
তাই গৌতমকে জিজ্ঞেস করি—কে এই জট খুলতে সমর্থ হন?

বর্ণনা করেন? ‘প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হন শীলে প্রতিষ্ঠিত’ [সং.নি.১.১.৩.৩] এই গাথা।[৭]

এখানে চিত্তভাবনায় হয় শমথ এবং প্রজ্ঞাভাবনায় হয় বিদর্শন। এখানে এভাবে অনুমান করা হয়, যে ধর্মগুলো শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় প্রহীন হয়, তা হলো এই ভিতর জট ও বাইরের জট। এখানে উত্তর হচ্ছে শমথের দ্বারা রাগ প্রহীন হয়, আর বিদর্শনের দ্বারা অবিদ্যা প্রহীন হয়। আধ্যাত্মিক বিষয়ে রাগ হচ্ছে ভিতরের জট, আর বাহ্যিক বিষয়ে রাগ হচ্ছে বাইরের জট। আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো হলো সৎকায়দৃষ্টি, এটি ভিতরের জট। একষট্টি প্রকার [মিথ্যা] দৃষ্টিগত বাহ্যিক বিষয়গুলো হলো বাইরের জট। যা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো যা [মিথ্যা] দৃষ্টিভাগীয়ের দ্বারা হবে, এটি জট। তদ্রূপ সংক্ষেপে যা যেকোনো আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো তৃষ্ণা এবং দৃষ্টি, এটি হলো ভিতরের জট। যা যেকোনো বাইরের বিষয়গুলোতে তৃষ্ণা এবং দৃষ্টি, এটি হলো বাইরের জট।

যেমন, দেবতা কর্তৃক ভগবানকে প্রশ্ন করা হয় ‘চারি চক্রবিশিষ্ট, নবদ্বারযুক্ত’ [সং.নি.১.২৯][৮] এই গাথা। এখানে, ভগবান উত্তর প্রদান করেন ‘কামনা-বাসনা ও অহমিকাকে ছিন্ন করে’[৯] এই গাথা, এর দ্বারা ভগবান দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদ উত্তর প্রদান করেন। এর দ্বারা উত্তর প্রদানের দরুন ভগবান নিষ্পত্তিকৃত ক্লেশগুলো এখানে পূর্বের গাথায় নির্দেশ করা কর্তব্য। সেই ‘চারি চক্র’ বলতে চারটি হস্ত-পাদ। ‘নবদ্বার’ বলতে নয়টি ব্রণমুখ।

যেমন, ‘চারি চক্রবিশিষ্ট’ মানে হচ্ছে চার প্রকার উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ হয়। ‘নবদ্বারযুক্ত’ মানে হচ্ছে নয় প্রকার মান। মানবজাতি দুঃখে সংকুচিত হয়ে কোনো বিষয়ে অপরকে [উত্তম, মধ্যম ও হীন] এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রে তুলনা করতে গিয়ে প্রত্যেক বিষয়ে তিনটি করে পূর্ণতা লাভ করে। পঞ্চকামগুণিক রাগ-সংক্রান্ত বিষয়ে এই তিন প্রকার সংযুক্ত হয়।

---

[৭] প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হন শীলে প্রতিষ্ঠিত—শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় নিরত;
তিনি হন উদ্যমী ভিক্ষু বিচক্ষণ—তিনিই এই জট খুলতে সমর্থ হন।

[৮] দেবতা ভগবানকে প্রশ্ন করেন, ‘হে মহাবীর, চারি চক্রবিশিষ্ট, নবদ্বারযুক্ত, অশুচিপূর্ণ, লোভযুক্ত ও পঙ্কজাত শরীরের যাত্রা কীরূপ হবে?’

[৯] ভগবান উত্তর প্রদান করেন, ‘কামনা-বাসনা, অহমিকা, ক্লেশবন্ধন, অনুরাগ, নীচ লোভ ছিন্ন করে সমূলে তৃষ্ণা উৎপাটন করে যাত্রা করে।’

এখানে, 'কামনা-বাসনা' বলতে তৃষ্ণা বলে প্রকাশ করেন। 'অহমিকা' বলতে মান বলে প্রকাশ করেন। 'আশা-প্রত্যাশা এবং লোভ হচ্ছে পাপধর্মী' মানে হচ্ছে পঞ্চকামগুণিক রাগ। এখানে 'তুচ্ছ লোভ পাপধর্মী' বলতে তৃষ্ণার মূলকে নির্দেশ করা হয়েছে। 'অজ্ঞানমূলক তৃষ্ণা' বলতে অজ্ঞানমূলক তৃষ্ণা, তৃষ্ণা ও দৃষ্টির প্রহীন। পুনঃ অন্যান্য কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যারা চারি চক্রযোগে সেই কারণের দ্বারা সংযুক্ত করেন। সংসারগামী ধর্মগুলো সমস্তই নির্দেশ করা কর্তব্য।

এখানে এই গাথা উত্তরকরণ হতে এবং প্রশ্নের উত্তরকরণ সম্পর্কযুক্ত হয়। যা যদি প্রবহমান ব্যাকরণসহ অনুগীতিতে সেই বিচয় (বিচার) ভগবান যেসব পদ ব্যাখ্যা করেছেন, সেসব গুণকীর্তন করেছেন।

৪৬. হে ভিক্ষুগণ, অষ্ট অঙ্গে সমন্বিত ভিক্ষু দূত হিসেবে গমনের উপযুক্ত হয়। [অ.নি.৮.১৬]। এই আটটি পদ ব্যাখ্যাত হয়েছে। ছয়টি পদ ভগবান কর্তৃক গুণ কীর্তিত হয়েছে।

'যিনি উগ্রবাদী পরিষদলাভী হয়েও কম্পিত হয় না,
উপদেশ দানে ব্যর্থ হন না কিংবা গোপন করেন না।
সুগতের শাসনে অসন্ধিগ্ধভাবে ভাষণ করেন,
জিজ্ঞাসিত হলেও তিনি ক্রুদ্ধ হন না,
সেই ভিক্ষুই দূতকার্যে গমনের যোগ্য হন।'

এখানে, ভগবান যে-সমস্ত পদ ব্যাখ্যা করেছেন, সে-সমস্তই গুণকীর্তিত হয়েছে। 'হে ভিক্ষুগণ, সাত প্রকার অঙ্গে সমন্বিত ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, প্রিয় ও গৌরবণীয় হয়' এভাবে বিস্তার করা কর্তব্য, এটি ভগবান সাতটি পদের দ্বারা গুণকীর্তিত করেছেন। এটি বহুশ্রুততার গুণকীর্তিত হয়েছে, অল্পতর কথা বা পদ ব্যাখ্যাত হয়েছে, বহুশ্রুততা নয়টি পদ ব্যাখ্যা করে অল্পতর অনুগীতিতে বহুতর গুণকীর্তিত হয়। একে বলা হয় সেই অনুগীতি বিচয়, এটি হলো বিচয় নামক হার।

এখানে যুক্তি হার কিরূপ?

সমস্ত হারগুলোর যা ভূমি এবং
যে গোচর, সেগুলোর যুক্তাযুক্তি অনুসন্ধান
এরূপে নির্দিষ্ট হয় যুক্তি হার।

ষোলো প্রকার হারের যেই দেশনা যেই বিচয় এবং যেই বর্ণনা করা হয়, এটিই হলো নির্দেশ। এই প্রশ্ন সূত্রের মধ্যে সংযুক্ত হয় না, যে সেখানে মীমাংসা, এটিই হলো যুক্তি।

যেমন, সহেতু সপ্রত্যয় যোগে সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়, সত্ত্বদের সংক্লিষ্ট করার হেতু আছে, প্রত্যয় আছে, সহেতু সপ্রত্যয় যোগে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়। সত্ত্বেদের বিশুদ্ধি লাভের হেতু আছে, প্রত্যয় আছে।

'হে আনন্দ, শীলবান পুদ্গলের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় যে কীসে আমার মনস্তাপ উৎপন্ন হয়... ব্যাখ্যা করা কর্তব্য নয়, এটিই হলো বিশুদ্ধির মার্গ। এর হেতু ও প্রত্যয় তী? শীলস্কন্ধের চারটি চারটি হেতু ও প্রত্যয় রয়েছে। যিনি সৎপুরুষের সংসর্গ করেন এবং প্রতিরূপ দেশে বাস করেন, এটি হলো উপাদা বা উৎপন্ন প্রত্যয়তা সপ্রত্যয়।

যেটি পুরাতন কর্ম, এটি হলো বিপাক-প্রত্যয়, সেই প্রত্যয়ের দ্বারা স্বীয় চিত্তের একাগ্রতা সাধন হয়, এটিই হলো হেতু। এই শীলস্কন্ধ সহেতু সপ্রত্যয়, এটি হলো লৌকিক শীল।

কিন্তু যা লোকোত্তর শীল, তার তিনটি ইন্দ্রিয় প্রত্যয়—শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় ও সমাধি-ইন্দ্রিয়, এটি হলো প্রত্যয়। স্মৃতি ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হলো হেতু। প্রজ্ঞার নির্বেধগামিনীর দরুন যেই শীলের জন্ম হয়। স্রোতাপন্নের শীল সে-কারণে, এটি হেতু এটি প্রত্যয়। পুনঃ যা সমাধির প্রশ্রদ্ধি, প্রীতি ও প্রমোদ্য প্রত্যয় হয়। যা সুখ হেতু সে-কারণে সমাধিস্কন্ধ হলো সহেতু সপ্রত্যয়। যা সমাহিত যথাভূত বিশেষভাবে জানেন, এটি হলো প্রজ্ঞা। সেই পরের কাছ থেকে শোনা ধর্মকথা ও জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ হেতু এবং প্রত্যয় হয়, এটি এরূপ তিনটি স্কন্ধ সহেতু সপ্রত্যয় এরূপে সাত প্রকার প্রজ্ঞা হয়। সাত প্রকার ব্যাকরণীয় সূত্রের মধ্যে সংযুক্ত হয় না। এটি হলো যুক্তি হার। সেই চারটি মহাপদেশের মধ্যে দ্রষ্টব্য।

৪৭. এখানে কাছাকাছি কারণ কীরূপ?

ভগবান ধর্ম দেশনা করেন, সেই ধর্মের যেই কাছাকাছি কারণ,

এরূপে সর্বধর্ম পর্যন্ত, এটি হলো কাছাকাছি কারণ হার।

এখানে, পঞ্চকামগুণ কামরাগের কাছাকাছি কারণ। যাদের কোনোপ্রকার কামরাগ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হচ্ছে কিংবা উৎপন্ন হবে, এর মধ্যে যেই পঞ্চ রূপ আয়তনের মধ্যেই উৎপন্ন হবে, অন্য কোনোখানে কিন্তু হবে না, এটিই হলো কামরাগের কাছাকাছি কারণ। বলতে গেলে, সেই পঞ্চ কামগুণ কামরাগের কাছাকাছি কারণ। পঞ্চইন্দ্রিয় রূপরাগের কাছাকাছি কারণ। মন-ইন্দ্রিয় ভবরাগের কাছাকাছি কারণ। পঞ্চস্কন্ধ সৎকায়দৃষ্টির কাছাকাছি কারণ। একষট্টি প্রকার [মিথ্যা] দৃষ্টিগত [চিত্তাচার] দৃষ্টিরাগের কাছাকাছি কারণ। কামধাতু কামরাগের কাছাকাছি কারণ। অরূপধাতু অরূপরাগের কাছাকাছি

কারণ। সুখসংজ্ঞা কামরাগের কাছাকাছি কারণ। ব্যাপাদসংজ্ঞা ব্যাপাদের কাছাকাছি কারণ। অসম্প্রজ্ঞানতা সম্মোহ বা স্মৃতিহীনতার কাছাকাছি কারণ। নয় প্রকার আঘাতবখু ব্যাপাদের কাছাকাছি কারণ। নয় প্রকার মান মানের কাছাকাছি কারণ। সুখবেদনা রাগানুশয়ের কাছাকাছি কারণ। দুঃখবেদনা প্রতিঘানুশয়ের কাছাকাছি কারণ। অদুঃখ-অসুখবেদনা অবিদ্যানুশয়ের কাছাকাছি কারণ। আত্মবাদ-উপাদান ও মিথ্যাবাক্য লোভের কাছাকাছি কারণ। প্রাণিহত্যা, পিশুনবাক্য ও কর্কশবাক্য ব্যাপাদের কাছাকাছি কারণ। মিথ্যাবিষয় ও বৃথাবাক্য মোহের কাছাকাছি কারণ। ভব ভোগ ও স্কন্ধ অহংকারের কাছাকাছি কারণ। বাহ্যিক অধিকারভুক্ত দ্রব্য আমিত্বের কাছাকাছি কারণ। কায়ের প্রতি অনুরাগ [মিথ্যা] দৃষ্টির কাছাকাছি কারণ। কায়িক দোষ দ্বেষের কাছাকাছি কারণ। কায়িক কাসাব [চীবর] লোভের কাছাকাছি কারণ।

যে যে ধর্ম সত্যাধিষ্ঠান, ধর্মাধিষ্ঠান বা অনুশয়নের দ্বারা যেই যেই আলম্বন উৎপন্ন হয় সেই ধর্ম তার কাছাকাছি কারণ হয়। সে-কারণে স-আলম্বনের দ্বারা সেই ধর্ম উৎপন্ন হয়।

যেমন, মানুষ পূর্ব পদের কাছাকাছি কারণ লাভ না করে দ্বিতীয় পদ উদ্ধার করেন, এভাবে সেই পরবর্তী অনুপদ সংগ্রহ করে। কিন্তু যদি যিনি দ্বিতীয় পদে কাছাকাছি কারণ লাভ না করেন, তিনি অপর পদ উদ্ধার করেন। তার যেকোনো প্রত্যয় লাভ হয়। এরূপ ধর্ম কুশল, অকুশল বা অব্যাকৃত [পাপও নয়, পুণ্যও নয়] কাছাকাছি কারণ লাভ না করে প্রবর্তিত হয়। যেমন অভিনিবিষ্ট ধর্মের জ্ঞানলাভ হয়, একেই বলা হয় কাছাকাছি কারণ হার।

৪৮. এখানে লক্ষণ হার কিরূপ?

এক ধর্মে যা বর্ণিত হয়, যেই ধর্ম একলক্ষণযুক্ত হয়;
সে-কারণে সর্ব ভবেও বর্ণিত হয়, সেই হারের নাম লক্ষণ হার।

'যার দ্বারা নিত্য কায়গতানুস্মৃতি উত্তমরূপে ভাবিত হয়' এই গাথায় কায়গতানুস্মৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে। এক স্মৃতিপ্রস্থানের দ্বারা (*সতিপট্‌ঠানেন*) বেদনাগত, চিত্তগত ও ধর্মগত স্মৃতি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান বর্ণিত হয়েছে।

চিত্ত এক প্রকার বিজ্ঞানস্থিতির দরুন প্রবর্তিত হয় না। নানাগতির মধ্যে প্রবর্তিত হয়। কায়গতানুস্মৃতিতে বর্ণনার নিয়মে বেদনাগত ও চিত্ত ও ধর্মগত বর্ণিত হয়েছে। কায়গতাস্মৃতি ভাবিত না হলে পরে স্মৃতিপ্রস্থানের চারি ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ হয় না। এরূপে ওই প্রকার ধর্মের মধ্যে বর্ণিত মতে

সর্বধর্ম বর্ণিত হয়।

'স্বীয় চিত্তের পরিশুদ্ধতা সাধনা করা, এটিই বুদ্ধের অনুশাসন' (ধর্মপদ) এই গাথায় চৈতসিক ধর্মগুলো বর্ণিত হয়েছে, চিত্তজরূপ বলা হয়েছে। এই নাম-রূপ হলো দুঃখ। তথা হতে স্বীয় চিত্তের পরিশুদ্ধতা সাধনে যা যা টিকে যায়, তা হলো দুঃখ। যার দ্বারা টিকে থাকে, সেটি হলো মার্গ। যা হতে টিকে থাকে, সেটি হলো নিরোধ।

চক্ষু এবং রূপকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় চক্ষুবিজ্ঞান। এখানে, সহজাত বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্পর্শ, মনস্কার এর মধ্যে সেই ধর্মগুলো উপাদা-লক্ষণের দ্বারা এক লক্ষণ হয়। যিনি রূপগুলোতে নির্বেধপ্রাপ্ত হন, তিনি বেদনায় নির্বেধপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানেও তিনি নির্বেধপ্রাপ্ত হন। এই যে এক লক্ষণ ধর্ম, সেই এক ধর্মে নির্দিষ্ট হলে সর্বধর্ম নির্দিষ্ট হয়—একেই বলা হয় লক্ষণ হার।

এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

নিরুক্তি, অভিপ্রায়, ব্যঞ্জনে, দেশনায়
সূত্রার্থ, পূর্বাপরসন্ধি—এসব হলো চতুর্ব্যূহ হার।

এখানে নিরুক্তি কিরূপ? সেই কথা অনুসন্ধান করা কর্তব্য? যেমন, ভগবান কর্তৃক বর্ণিত এগারো প্রকার অঙ্গে সমন্বিত ভিক্ষু দ্রুত ধর্মে মহত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম হন—তিনি অর্থ-কুশল হন, ধর্ম-কুশল হন, নিরুক্তি [ভাষা ও ব্যাকরণ]-কুশল হন, স্ত্রী অধিবচন-কুশল [স্ত্রীর স্বভাব উপলব্ধিতে দক্ষ] হন, পুরুষাধিবচন-কুশল হন, বিপুরুষাধিবচন-কুশল হন, অতীতাধিবচন-কুশল হন, অনাগতাধিবচন-কুশল হন এবং বর্তমানাধিবচন-কুশল হন।

এক উপায়ে দ্বারা কুশল নানা উপায়ে দ্বারা কুশল। কিরূপে দেশিত হয়? অতীত-অনাগত-বর্তমান। স্ত্রী অধিবচন, পুরুষাধিবচন ও বিপুরুষাধিবচনের দ্বারা যাবতীয় সমস্ত সূত্র নির্দিষ্ট হয়। সেই ব্যঞ্জন নিরুক্তি-দক্ষতা হতে যে যা সূত্রের সুনিরুক্তি-দুর্নিরুক্তি পর্যালোচনা করে, এটি এরূপে নিরোপিত করা উচিত, একে বলা হয় নিরুক্তি-দক্ষতা।

৪৯. এখানে অভিপ্রায় দক্ষতা (*কোসল্ল*) কিরূপ?

যথা দেশিত সূত্র সর্বত্রের পদক্ষেপ (*বার*) অতিক্রম করে, এভাবে ভগবান কর্তৃক দেশনা করা কর্তব্য। যেমন কি? 'অপ্রমাদ অমৃত লাভের উপায়, আর প্রমাদ মৃত্যুর পথ' (ধর্মপদ) এই গাথা। এখানে ভগবানের কী অভিপ্রায়? যারা অশীতিকে আকাঙ্ক্ষা করেন, তারা অপ্রমত্তভাবে বিহার করেন, এটি হলো অভিপ্রায়।

যারা সাধনাকালে উদ্যম করে না, তারা ভব হতে উদ্ধার হয় না,
বেদনা, নীবরণ, রজ, আসব ও দুঃখ হতে মুক্তির জন্য
মার্গাভিজ্ঞ ঋষির দ্বারা প্রচারিত হয়েছে।

এখানে ভগবানে কী অভিপ্রায়? যারা দুঃখতে আস্বাদন করে, তারা বীর্য জাগ্রত করে দুঃখক্ষয়ের চেতনায়—এখানে এটি ভগবানের অভিপ্রায়। এই গাথায় বা ব্যাকরণের দ্বারা দেশিত, এর দ্বারা সূত্রের কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম। যিনি এরূপ ধর্মানুধর্ম অনুসরণ করেন তিনিই হলো অভিপ্রায়—একে বলা হয় দেশনা অভিপ্রায়।

এখানে পূর্বাপরসন্ধি কিরূপ? যেই গাথায়, সূত্রে ও পদে অশীতি তা-ই হয়ে থাকে, অথবা এরূপ এরূপ হয়, সেই গাথা বা সূত্রের যেই পূর্বপদ যেই পরবর্তী পদ সেসব একত্রিত করা কর্তব্য। এরূপে একে পূর্বাপরসন্ধি বলে সম্বোধন করা হয়। যা একটি আবৃত্তি করা গাথা, দুই বা তিনটি তার একটি অংশ ভাষিত-অভাষিত গাথা অনির্দিষ্ট অর্থ হয় তা পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। যেই সমস্ত এরূপে অনুসন্ধানকারীর অনুসন্ধান করতে গিয়ে সংশয় উৎপন্ন হয়, অথবা সেই ব্যক্তির প্রজ্ঞপ্তিগুলোকে অপরলোকের দ্বারা অনুসন্ধান করা কর্তব্য। একেই বলা হয় পূর্বাপরসন্ধি।

'দক্ষতা' বলতে বত্থুবশে নিদান-দক্ষতা। ব্যঞ্জনবশে নিরুক্তি-দক্ষতা হয়। দেশনা অভিপ্রায় দক্ষতা হয়। পূর্বাপরের দ্বারা সন্ধি-দক্ষতা হয়। এখানে সেই গাথা বা নিদান অনুসন্ধানকৃত। উপলব্ধি করতে অর্থ নির্দেশ করা উচিত নয়, বত্থুবশে নিদান-দক্ষতা ও অর্থ-দক্ষতা এই চারটি পদের দ্বারা অর্থ অনুসন্ধান করতে করতে যথাযথভাবে অন্বেষিত হয়। অতঃপর সমস্ত বত্থুবশে বা নিদানবশে যেই অভিপ্রায়, ব্যঞ্জন, নিরুক্তি, সন্ধি এবং অনুত্তর এটি পূর্বাপরের দ্বারা সূত্রের অর্থ দেশনা করা কর্তব্য, এটি হলো চতুর্ব্যূহ হার।

৫০. এখানে আবর্ত হার কিরূপ?

একটিমাত্র কাছাকাছি কারণে
শেষ কাছাকাছি কারণ অন্বেষিত হয়;
প্রতিপক্ষে আবর্তিত হয়, এর নাম আবর্ত হার।

যেমন, 'অহংকারী প্রমত্তদের কি?' এই গাথায়। যা প্রমাদ, এটি কীসের কাছাকাছি কারণ? কুশল ধর্মগুলোর ক্ষয়করণের। কুশল ধর্ম ক্ষয়করণ কীসের কাছাকাছি কারণ? অকুশল ধর্ম প্রতিসেবনের। কীসের কাছাকাছি কারণ, কুশল ধর্ম প্রতিসেবনের? কীসের কাছাকাছি কারণ ক্লেশবত্থু প্রতিসেবনের?

এরূপ প্রমাদ হলো মোহপক্ষীয়, দৃষ্টি-অবিদ্যা হলো ছন্দরাগপক্ষীয়।

এখানে তৃষ্ণা, দৃষ্টি চারি আসব, তৃষ্ণা হলো কাম-আসব, ভব-আসব, দৃষ্টি-আসব ও অবিদ্যা-আসব। এখানে চিত্তে সব সময় দৃষ্টি-চৈতসিকের সংযুক্ততা আছে। পঞ্চকামগুণের যে প্রবাহ তা হলো কামাসব, [ভবে] উৎপন্ন হওয়ার আসক্তি, এটি হলো ভবাসব। এখানে রূপকায় কাম-আসবের এবং ভব-আসবের কাছাকাছি কারণ। নামকায় দৃষ্টি-আসবের এবং অবিদ্যা-আসবের কাছাকাছি কারণ।

এখানে অনুরাগাবদ্ধ আধ্যাত্মিক বাহন কাম-আসবের লক্ষণ। প্রার্থনা, গ্রন্থি, অভিসংস্কার, কায়সংস্কার ভব-আসবের লক্ষণ, [এটিই সত্য] অভিনিবেশ ও পরামাস দৃষ্টি-আসবের লক্ষণ। অপ্রতিবেধ [জ্ঞানাভাব] ধর্মের মধ্যে অসম্প্রজ্ঞান অবিদ্যা-আসবের লক্ষণ—এই চারি আসব আবার চারি উপাদান হয়। কাম-আসব হলো কাম-উপাদান, ভব-আসব হলো ভব-উপাদান, দৃষ্টি-আসব হলো দৃষ্টি-উপাদান ও অবিদ্যা-আসব হলো আত্মবাদ-উপাদান—এই চারি উপাদানের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধ হয়।

এখানে অবিদ্যা-আসব চিত্তের দ্বারা পরিত্যাজ্য, সেই চিত্তের দ্বারা চিত্তানুদর্শীর প্রহীন হয়। দৃষ্টি-আসব ধর্মের দ্বারা পরিত্যাজ্য, তা ধর্মে ধর্মানুদর্শীর প্রহীন হয়। ভব-আসব অতিশয় মনোযোগের দ্বারা পরিত্যাজ্য, তা বেদনায় বেদনানুদর্শীর প্রহীন হয়। কাম-আসব পঞ্চকামগুণের মধ্যে পরিত্যাজ্য, তা কায়ে কায়ানুদর্শীর প্রহীন হয়।

এখানে কায়ানুদর্শন দুঃখ আর্যসত্যকে অনুসরণ করে। বেদনানুদর্শন পঞ্চইন্দ্রিয়ের প্রত্যয়—সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের, সপ্ত ক্লেশ উপচার তার দ্বারা সমুদয়কে অনুসরণ করে। চিত্তে চিত্তানুদর্শন নিরোধকে অনুসরণ করে। ধর্মে ধর্মানুদর্শন মার্গকে অনুসরণ করে। সেই কারণে চার প্রকার দর্শনের দ্বারা [সাধকের] মনের সমস্ত [আসব] প্রহীন হয়। যার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে প্রথমে অহংকারী প্রমত্তদের সেই আসবগুলো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অকুশল ধর্মগুলো জানা ও দেখার মাধ্যমে আসবগুলোর ক্ষয়, দুঃখ-সমুদয়, নিরোধ ও মার্গজ্ঞান লাভ হয়। এভাবে অনুসন্ধান করা কর্তব্য। সেই অকুশলের গতি পর্যন্ত তথা হতে প্রতিপক্ষ অকুশল ধর্মগুলোকে অনুসন্ধান করে, তাদের ক্লেশগুলোর হারের দ্বারা আবর্তিত হয়। একেই বলা হয় আবর্ত হার। এরূপে সূক্ষ্ম [গুরুগম্ভীর] ধর্ম তথা বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা কর্তব্য। অকুশল ধর্মগুলোতে গমনকারীর [এরূপ করা কর্তব্য]।

এখানে আবর্ত হারের এই হলো ভূমি—স্মৃতিপ্রস্থান, বিপর্যয় এবং চারি

জ্ঞান সৎকায়-সমুৎপাদগামিনী প্রতিপদা এবং সৎকায়-নিরোধগামিনী প্রতিপদা।

৫১. এখানে বিভক্তি হার কিরূপ?

যৎকিঞ্চিৎ বিভাজ্য-ব্যাকরণীয় রয়েছে তাকে বলা হয় বিভক্তি হার। যেমন, ব্যক্তি কি আগমনকারী হয় অথবা গমনকারী হয়? একের অধিক প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্নের দ্বারা পরিভাষণ করে না—একেই বলা হয় বিভক্তি হার।

এখানে পরিবর্তন হার কিরূপ?

যৎকিঞ্চিৎ প্রতিপক্ষ নির্দেশ—একেই বলা হয় পরিবর্তন হার। যথাব্যক্ত সম্যক দৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষলোকের মিথ্যাদৃষ্টি নিজীর্ণ হয়। এরূপে সমস্ত মার্গঙ্গগুলো বিস্তার করা কর্তব্য—একেই বলা হয় পরিবর্তন হার।

এখানে বেবচন [গুণবাচক সংজ্ঞা] হার কিরূপ?

অনেক বেবচনের দ্বারা এক ধর্ম প্রকাশিত হয়;
[তন্মধ্যে] যিনি সূত্র জানেন তিনি সূত্রজ্ঞ হন—
একেই বলা হয় বেবচন হার।

যেমন, আয়ুষ্মান সারিপুত্র এক বত্থু বেচনের দ্বারা নানাভাবে বর্ণনা করে ভগবান কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছেন, 'সারিপুত্র, মহাপ্রাজ্ঞ, হসনপ্রজ্ঞা, জবনপ্রাজ্ঞা' এটি প্রজ্ঞার বেবচন। যেমন, মার্গবিভঙ্গে মুক্তি একমাত্র মার্গাঙ্গ বেবচনের দ্বারা নির্দিষ্ট। এরূপ অবিদ্যার বেবচন। এক অকুশলমূলকে তৎক্ষণাৎ সেই সেই জনপদের মধ্যে অনুরূপভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তদক্ষণেই আলাপিত না করে অন্যকে ভজনা করেন। 'সর্বকাম পরিত্যাগকারী ভিক্ষুগণ' বলতে এখানে কামগুলো বর্ণিত হয়েছে। 'যার নিত্তীর্ণ শঙ্কা' বলতে এখানে তাদের কামে শঙ্কাগুলো বর্ণিত হয়েছে। 'শ্রবণকারীর অতি সত্বর পরিতৃপ্ত হয়' বলতে তাদের সেই কামগুলোতে পরিতৃপ্ত হয় বলে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে সূত্রে যে ধর্ম দেশনা করা হয় তার অনুসন্ধান করা হয় 'কিরূপ ধর্মের এই নাম, কিরূপ এই বেবচন'। 'সর্বজ্ঞদের যাঁর যা নিরুক্তি লাভ হয়, যথাগামী তদ্বারাই দেশনা করেন' সেই বেবচন অনুসন্ধান করা কর্তব্য—এটিই হলো বেবচন হার।

৫২. এখানে প্রজ্ঞপ্তি হার কিরূপ?

চারি আর্যসত্যনীতি সূত্রকে নির্দেশ করে, এটি হলো নিক্ষেপ-প্রজ্ঞপ্তি। যা সমুদয়-প্রজ্ঞপ্তি। কবলীকৃত আহারে সব সময় প্রতিষ্ঠিত ছন্দ ও রাগ আছে। এখানে বিজ্ঞান প্রভব-প্রজ্ঞপ্তি প্রজ্ঞাপন করে। কবলীকৃত আহারে ছন্দ নেই... এটি সমুদ্ঘাটিত-প্রজ্ঞপ্তি।

এখানে ‘কাম-আসব হতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভব-আসব হতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যা-আসব হতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়’, এটি প্রহান প্রজ্ঞপ্তি প্রজ্ঞাপন করে। তৃষ্ণা যার সম্মুখে অবস্থান করে প্রজ্ঞা পরিবর্তন করে গাথা মনোজ্ঞ-প্রজ্ঞপ্তি প্রজ্ঞাপন করে। কিন্তু এরূপে মনোজ্ঞ-প্রজ্ঞপ্তি এক ধর্ম ভগবান প্রজ্ঞাপন করেন। তৃষ্ণাকে দুঃখসমুদয় না করে সর্বত্র তৃষ্ণাসমুদয় নির্দেশ করা কর্তব্য। যেমন, উৎপন্ন কামবিতর্ককে সহ্য, বিদূরিত ও পরিত্যাগ করে না, এটি হলো প্রতিক্ষেপ-প্রজ্ঞপ্তি। এভাবে সর্বধর্মগুলোর কুশল ও অকুশল যেই ধর্মক্ষেত্র লাভ হয়, সেই ধর্ম এখানে পরিবর্তিত হয়। তার বাদবাকি ধর্মগুলো তারই অনুগামী হয়। তার দ্বিবিধ প্রজ্ঞপ্তি—পরাধীন-প্রজ্ঞপ্তি ও স্বাধীন-প্রজ্ঞপ্তি।

এখানে স্বাধীন প্রজ্ঞপ্তি কিরূপ?

‘হে ভিক্ষুগণ, সমাধি ভাবিত করো; ভিক্ষুগণ, সমাহিত ভিক্ষু যথাভূত জানতে পারে।’ [সং.নি.] ‘রূপ অনিত্য’ যথাভূত জানতে পারে, এটি স্বাধীন-প্রজ্ঞপ্তি ও পরাধীন-প্রজ্ঞপ্তি। সেই প্রজ্ঞপ্তি প্রজ্ঞার ও শীলের, যেভাবে চারি ধ্যান ভাবনা করেন। তার সমাধি-ইন্দ্রিয় ও মৃদু চার ইন্দ্রিয় আছে, সেগুলো চারি পরাধীন ইন্দ্রিয়। ‘তিন প্রকার অবিচল প্রসন্ন’ বলতে পরাধীন সমাধি-ইন্দ্রিয় বুঝায়। ‘চারি ইন্দ্রিয় পারধীন’ বলতে চারি আর্যসত্য অপরাধীন, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় সতিপট্‌ঠানের মধ্যে, সম্যক প্রধানের মধ্যে বীর্য-ইন্দ্রিয় বুঝায়। এরূপ নিজ কাছাকাছি কারণে নিজ ক্ষেত্রস্বাধীন সেই ধর্ম, এখানে সেটি প্রজ্ঞাপন করা কর্তব্য। সেই প্রতিপক্ষগুলো প্রতিঘাতকরণ নির্দেশ করা কর্তব্য। এখানে এই অনেকাকার-প্রজ্ঞপ্তি কোন কারণের দ্বারা এই ধর্ম প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে—একে বলা হয় প্রজ্ঞপ্তি।

৫৩. এখানে অবতরণ হার কিরূপ?

ছয় ধর্মের মধ্যে অবতরণ করা কর্তব্য। কোন ছয় প্রকার? স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, ইন্দ্রিয়, সত্য ও প্রতীত্য-সমুৎপাদ। তাতে কোনো সূত্র, গাথা কিংবা ব্যাকরণ নেই। এই ছয় ধর্ম কোনোখানে একত্রে দৃষ্ট হয় না। এতদূর পর্যন্ত এই সমস্ত দেশনা যা সেই স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, সত্য কিংবা প্রতীত্য-সমুৎপাদ। এখানে পঞ্চস্কন্ধগুলো বেদনাস্কন্ধ রাগ, দ্বেষ ও মোহের কাছাকাছি কারণ। এখানে তিন প্রকার বেদনা, তার সুখবেদনায় সৌমনস্য সবিচার, দুঃখবেদনায় দৌর্মনস্য সবিচার, অদুঃখ-অসুখবেদনার উপেক্ষা সবিচার।

পুনঃ যা এখানে বেদয়িত, এটি হলো দুঃখসত্য, স্কন্ধগুলোর মধ্যে সংস্কারস্কন্ধ এখানে কায়প্রমাদ স-উপস্থিত হয়, তা সংস্কারগত ভবাঙ্গ

অবতরণ কর্ম লাভ হয়। তিন প্রকার সংস্কার—পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার কিংবা আনেঞ্জাভিসংস্কার[১০]। হেতু সর্বরাগের বীতরাগ হয় না। দ্বেষের অভিসংস্কার অবীতরাগ চিন্তা করে ও ধারণা করে। কিন্তু বীতরাগ অভিসংস্কার চিন্তা করে না। যেমন, উষ্ণ বজ্রপাত কাষ্ঠে, বৃক্ষে বা অন্য কোনো স্থানে পতিত হয়ে তা ভেঙে ফেলে ও দগ্ধ করে, এরূপে সরাগচেতনা চিন্তা করে ও অভিসংস্কার তৈরি করে। যেমন, শীতল বজ্রপাত ভাঙে না ও দগ্ধ করে না। এরূপে বীতরাগ চেতনা চিন্তা করে কিন্তু অভিসংস্কার তৈরি করে না। এখানে পঞ্চ স্কন্ধগুলো এক স্কন্ধ অনিন্দ্রিয় শরীর সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়।

এখানে ধাতুগুলোর রয়েছে আঠারো প্রকার ধাতু। এখানে যা রূপী দশ প্রকার ধাতু। তন্মধ্যে দেশিত রূপস্কন্ধ নির্দেশ করা কর্তব্য, এটি হলো দুঃখ আর্যসত্য। যেই ছয় বিজ্ঞানকায় এবং মনোধাতু সাত প্রকার, এখানে বিজ্ঞানস্কন্ধ নির্দেশ করা কর্তব্য, এটি হলো দুঃখ আর্যসত্য। ধর্মধাতু কিন্তু ধর্মের সন্ধিস্থান, সেই ধর্ম হেতু, বিপাক, ফল, কৃত্য ও বেবচনের দ্বারা যা যা লাভ হয়, তা তা নির্দেশ করা কর্তব্য। যদি কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত ও অসংস্কৃত হয়। তাহলে দ্বাদশ প্রকার আয়তনগুলোর দশ প্রকার আয়তনে রূপগুলোতে যে দুঃখ অনুভব হয় তা দুঃখ আর্যসত্য নির্দেশ করা কর্তব্য। রূপস্কন্ধ ও মনায়তন বিজ্ঞানস্কন্ধের দ্বারা নির্দেশ করা কর্তব্য, এটি হলো দুঃখ আর্যসত্য। ধর্মায়তন নানাধর্মের সন্ধিস্থান। এখানে যে ধর্মগুলো ইন্দ্রিয়গুলোর ইন্দ্রিয় নির্দেশ করা কর্তব্য। যে অনিন্দ্রিয়গুলোর অনিন্দ্রিয়ের নির্দেশ করা কর্তব্য, পর্যায় হতে অবতরণ করা কর্তব্য। যথা সেই ধর্মধাতু তদ্রূপ ধর্মায়তন অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যখন ধর্মধাতু উদয় হয় তখন ধর্মায়তন অন্যূন ও অনধিক হয়।

এখানে প্রতীত্য-সমুৎপাদ আছে ত্রিবিধ, চতুর্বিধ ও দ্বিবিধ। এখানে ত্রিবিধ প্রতীত্যসমুৎপাদ হলো হেতু, ফল ও পরিণাম। অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা ও উপাদান, এটি হলো হেতু। বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা, এটি হলো প্রত্যয়। যেই ভব, এটি হলো বিপাক। যেই জন্ম-মরণ, এটি হলো পরিণাম।

কীভাবে চতুর্বিধ হেতু, প্রত্যয়, বিপাক ও পরিণাম হয়? অবিদ্যা, তৃষ্ণা,

---

[১০] সংস্কার বলতে কর্মকে বুঝায়। আবার কর্ম বলতে চেতনাকে বুঝায়। এখানে ২৯ প্রকার কুশলাকুশল চিত্তকে কর্ম বলা হয়। তন্মধ্যে পুণ্যাভিসংস্কার বলতে ৮ মহাকুশল চিত্ত ও ৫ রূপাবচর কুশল চিত্তকে বুঝায়। অপুণ্যাভিসংস্কার বলতে ১২ অকুশল চিত্তকে বুঝায় এবং আনেঞ্জাভিসংস্কার বলতে ৪ অরূপাবচর কুশল চিত্তকে বুঝায়।

সংস্কার ও উপাদান, এটি হলো হেতু। বিজ্ঞান, নাম-রূপের প্রত্যয়। নাম-রূপ উৎপন্ন হয়, তথা হতে উৎপন্ন হলে ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা, এটি হলো প্রত্যয়। যেই ভব, এটি বিপাক। যা জন্ম এবং যা জরা-মরণ, এটি হলো পরিণাম।

কীভাবে দ্বিবিধ প্রতীত্য-সমুৎপাদ হয়? অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা ও উপাদান, এটি হলো সমুদয়। বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, ভব, জন্ম ও মরণ, এটি হলো দুঃখ। কিন্তু যা অবিদ্যা নিরোধ, সংস্কার নিরোধ এটি তৎপ্রতিপক্ষ দুটি সত্য। তদ্ধেতু প্রতীত্য-সমুৎপাদ যেই আকারের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, সেটি নির্দেশ করা কর্তব্য।

তদ্রূপ বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়। দ্বাদশ ইন্দ্রিয় চক্ষু-ইন্দ্রিয় চক্ষু-ইন্দ্রিয় যার দ্বারা দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়, এটি হলো দুঃখ। পুরুষ-ইন্দ্রিয় ও দৃষ্টির তৃষ্ণা কাছাকাছি কারণ। তদ্ধেতু পুরুষ পুরুষদের জন্য সেভাবেই করা কর্তব্য। অতঃপর অধ্যাত্মের প্রতি আসক্ত হয়। এই অহংকার সেই যশে আসক্ত হয়ে বাইরে অনুসন্ধান করে। এটি আমিত্ব, এভবে স্ত্রী।

এখানে সুখ-ইন্দ্রিয় এবং সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় পুরুষ-ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হয়। সেই অভিপ্রায় পরিপূর্ণ করে লোভধর্ম কুশলমূলে প্রবর্তিত হয়। তার যদি এই অভিপ্রায় পরিপূর্ণতা লাভ না করে। তার দুঃখ-ইন্দ্রিয় ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। দ্বেষ ও অকুশল মূল প্রবর্তিত হয়। কিন্তু যদি উপেক্ষা ভাবিত করে তাহলে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের অনুগমনকামী হয়। অমোহ ও কুশলমূল প্রবর্তিত হয়। এরূপ সাত প্রকার ইন্দ্রিয়গুলো ক্লেশবখু গ্রহণ করে অসংলগ্ন হয়ে অনাদর করে সমস্ত বেদনা স্ত্রী-ইন্দ্রিয় ও পুরুষ-ইন্দ্রিয় হয়।

এখানে আট প্রকার ইন্দ্রিয় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হতে অজ্ঞাতকে জানব এই ইন্দ্রিয় পর্যন্ত, এটি হলো দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা। দশ প্রকার প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় কামরাগের কাছাকাছি কারণ। মন-ইন্দ্রিয় ভবরাগের কাছাকাছি কারণ। প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় রূপরাগের কাছাকাছি কারণ। স্ত্রী-ইন্দ্রিয় ও পুরুষ-ইন্দ্রিয় সাত প্রকার প্রজ্ঞপ্তির কাছাকাছি কারণ। এখানে যেই যেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যুক্ত বা গাথায় অবতরণ করতে সক্ষম, সেটি নির্দেশ করা কর্তব্য। এভাবে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, সত্য, প্রতীত্য-সমুৎপাদের মধ্যে এটি হলো অবতরণ হার।

৫৪. এখানে শোধন হার কিরূপ?

যেই গাথা এককভাবে আরম্ভ হবে। এখানে একটির দ্বারা ভাষিত হওয়ার দরুন অবশিষ্ট ভাষিতগুলোর মধ্যে সেই অর্থ নির্দেশ করা উচিত নয়। কি

কারণ? তার দ্বারা সেই অর্থ ভাষিত নয়। সেই অভাষিত নির্দেশ করতে সক্ষম নয়। যেমন কী? 'অপ্রমাদ অমৃত লাভের পথ' (ধর্মপদ) এই গাথা। এই একক গাথা নির্দেশ করা কর্তব্য। কারণ কী? এই অভাষিত আরম্ভের নির্দোষতা আছে কি?

'পণ্ডিতগণ অপ্রমাদের এরূপ বিশেষত্ব
জ্ঞাত হয়ে আর্যদের আচরিত বিষয়ে
রত হয়ে অপ্রমাদে আনন্দ উপভোগ করেন।'

এটি অভাষিত। এই গাথার দ্বারা ভাষিত অর্থ নির্দেশ করা কর্তব্য। কী কারণ? এখানে অবশিষ্ট আছে কি? 'সেই ধ্যানে মনোনিবেশকারী, সতত প্রচেষ্টায় অভিনিবিষ্ট, নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী ব্যক্তি' এই গাথা, এরূপে এই গাথাগুলো যখন পরীক্ষা করা হয়, তখন অর্থ নির্দেশ করা কর্তব্য। এরূপে অশ্রুতপূর্ব সূত্র বা ব্যাকরণ এক উদ্দেশ্যে ভাষিত হয়েছে। যা মীমাংসায় তুলনা করে, এর কৃত্য রয়েছে। এই সূত্র ভাষিত হয়েছে, তার বেবচন নির্দিষ্ট হয় অথবা নাও হয়? এখানে যা মীমাংসা, একেই বলা হয় শোধন হার।

৫৫. এখানে অধিষ্ঠান হার কিরূপ?

একত্বতা ও স্বতন্ত্রতা। এখানে কৃতপ্রজ্ঞপ্তি ও কৃত্যপ্রজ্ঞপ্তি। সেই একত্বতা ও স্বতন্ত্রতা যখন প্রজ্ঞপ্তি এক বেবচনের দ্বারা স্বতন্ত্রতা বিশেষরূপে জানতে পারে প্রজ্ঞা। তা আধিপত্যার্থে প্রজ্ঞপ্তি। যা শ্রেষ্ঠতরার্থে প্রাজ্ঞতা। সেই শ্রেষ্ঠতরার্থে প্রজ্ঞাবল। তনুভূত বা ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত প্রত্যক্ষকৃত কর্ম সম্পাদন করে ত্রিরত্নে অনুস্মৃতি করেন, বিপরীত মনোযোগ না দিয়ে বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি ও সংঘানুস্মৃতি করেন। সম্যক দৃষ্টি ধর্মগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার দ্বারা ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উদ্ধার করে অভিজ্ঞা অর্জন করেন। সংক্ষেপে মার্গগুলো কি বত্থু অবিক্ষুব্ধতার দরুন একত্ব হয়? যেমন, উষ্ণের সংশ্লিষ্টে হয় উষ্ণজল, শীতলের সংশ্লিষ্টে হয় শীতলজল, তদ্রূপ ক্ষারীয় জল, গুড়মিশ্রিত জল, এটি হলো একত্বতা ও স্বতন্ত্রতা।

পুনঃ এমন ধর্ম আছে যা নানা ধর্ম-সংঘ হতে একত্রিত হয়, যেখানে চার প্রকার রূপকে বারণ করা কর্তব্য, সেই রূপই একত্বতা। পৃথিবীধাতু, আপ, তেজ ও বায়ুধাতু স্বতন্ত্রতা হয়। এরূপে সমস্ত চারি ধাতুতে রূপ একত্বতা হয়, আবার পৃথিবীধাতু, আপ, তেজ ও বায়ুধাতু স্বতন্ত্রতা হয়। পৃথিবীধাতু লক্ষণ হতে একত্বতা হয়, সংক্ষীর্ণবত্থু হতে স্বতন্ত্রতা হয়। যা কিছু কাঠিন্য লক্ষণ, সমস্তই তা পৃথিবীধাতু, এটি হলো একত্বতা। কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, চর্ম—এগুলো হলো স্বতন্ত্রতা। এরূপ সমস্ত চারি ধাতুতে রূপ একত্ব।

শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য, এগুলো হলো স্বতন্ত্র।

পুনঃ এমন ধর্ম আছে যা স্বতন্ত্রতা অন্য নাম লাভ করে। যেমন, কায়ানুদর্শনে নবসংজ্ঞা, বিনীলক-সংজ্ঞা, ঊর্ধ্বমাতকা-সংজ্ঞা, এটি হলো অশুভ সংজ্ঞা। যা একত্বতা কিন্তু আলম্বন বা বিষয়বস্তু হতে স্বতন্ত্র। এভাবে তার সংজ্ঞা-বেদনাগুলোর মধ্যে আদীনব বারবার দর্শন করে তদ্রূপ অধিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধি-ইন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ধর্মের মাধ্যমে এখানে সংজ্ঞা ভাবনা করে বীর্য-ইন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চিত্তে চিত্তানুদর্শন ও ধর্মে ধর্মানুদর্শনের দ্বারা চিত্তে আত্মসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

[সাধক] যেকোনো জ্ঞানোপচারে সমস্ত প্রজ্ঞার দ্বারা গোচরপ্রজ্ঞা লাভ করে, এটি হলো স্বতন্ত্রতা। যেমন, কামরাগ, ভবরাগ ও দৃষ্টিরাগ, এগুলো হলো স্বতন্ত্রতা তৃষ্ণা। এরূপে যেই একত্বতায় ও স্বতন্ত্রতার মাধ্যমে যে জ্ঞান মীমাংসার দ্বারা তুলনা করা হয়, এটি হলো অধিষ্ঠান হার।

৫৬. এখানে পরিষ্কার হার কিরূপ?

সহেতু, সপ্রত্যয়, বিশুদ্ধিতা ও সংক্লেশ, যা তদুভয় অন্বেষিত হয়, একে স-পরিষ্কার হার বলা হয়। এটি সহেতুক ধর্মগুলোর হেতু অনুসন্ধান করা কর্তব্য, সপ্রত্যয়গুলোর প্রত্যয় অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

এখানে হেতু ও প্রত্যয়ের নানাকরণ কী? সভাব হলো হেতু, পরভাব হলো প্রত্যয়। আবার হেতুও পরভাবের প্রত্যয় হয়, সভাবের হেতুগুলো পরভাবের কোনো কোনো সময় প্রত্যয় হয়। অব্যক্ত হলো হেতু ও অব্যক্ত হলো প্রত্যয় । আধ্যাত্মিক হলো হেতু, বাহ্যিক হলো প্রত্যয়। সভাব হলো হেতু, পরভাব হলো প্রত্যয়। নিবর্তক হলো হেতু, প্রতিগ্রাহক হলো প্রত্যয়। প্রাদেশিক হলো হেতু, আগন্তুক হলো প্রত্যয়। অসাধারণ হলো হেতু, সাধারণ হলো প্রত্যয়। এককই হলো হেতু, অপরাপর হলো প্রত্যয়।

হেতুর উপকরণ সমুদান তথা সংগ্রহ করা কর্তব্য। এই সমুদান তথা সংগ্রহকৃত হেতু, এখানে দ্বিবিধ হেতু। দ্বিবিধ প্রত্যয়—সমনন্তর-প্রত্যয় ও পরস্পর-প্রত্যয়। হেতুও দ্বিবিধ—সমনন্তর-হেতু ও পরস্পর-হেতু।

এখানে পরস্পর-প্রত্যয় কিরূপ? অবিদ্যা নাম-রূপের পরস্পর-প্রত্যয় হয়, বিজ্ঞান সমনন্তর প্রত্যয়তার প্রত্যয় হয়। যদি আদি হতে অবিদ্যা নিরোধ হয়, তাহলে নাম-রূপেরও নিরোধ হয়। এখানে সমনন্তর কী কারণে? পরস্পর-প্রত্যয়, সমনন্তর-প্রত্যয় আবৃত্তিবশে, এটি হলো এখানে প্রত্যয়তা।

এখানে পরস্পর-হেতু কিরূপ? বিজাননকারীর পরস্পর-হেতুতার দ্বারা

হেতু। অন্যাকারে সমনন্তর-হেতুতার দ্বারা হেতু। যার যেই সমনন্তর উৎপন্ন হয়। সেটি হেতু ও জন্ম নিরোধে বাইরের আকার নিরোধ হয়, আকার নিরোধে দণ্ড নিরোধ হয়, দণ্ড নিরোধে খণ্ড নিরোধ হয়। এরূপে হেতুও দ্বিবিধ হয় সেটি সেভাবে দর্শন করা কর্তব্য।

প্রতীত্য-সমুৎপাদ যেমন অবিদ্যা প্রত্যয় পুনঃ তার কী প্রত্যয় হয়? অজ্ঞানপূর্বক মনঃসংযোগ। সেটি কার প্রত্যয় হয়? সংস্কারগুলোর। এটি প্রত্যয় সমুৎপন্ন এবং তার কী হেতু? অবিদ্যা। তার নাকি আদি-অন্ত জানা যায় না। এখানে অবিদ্যা-অনুশয় অবিদ্যা-পর্যুত্থানের হেতু হয়, পূর্বে হেতু হয় পরবর্তীতে প্রত্যয় হয়। তারও অবিদ্যা সংস্কারগুলোর প্রত্যয় হয় চারটি কারণে দ্বারা—সহজাত-প্রত্যয়, সমনন্তর-প্রত্যয়, অভিসন্দন-প্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠান-প্রত্যয়তার দ্বারা।

৫৭. কীভাবে সহজাত-প্রত্যয়তার দ্বারা অবিদ্যা সংস্কারগুলোর প্রত্যয় হয়?

চিত্তে যেসব রাগ উৎপন্ন হয়, এখানে অবিদ্যা-পর্যুত্থানের দ্বারা সমস্তই সেই প্রজ্ঞার দ্বারা গোচরকে হনন করে। এখানে সংস্কার ত্রিবিধ প্রত্যয়ে স্থিত হয়ে স্থায়ী ভূমির মহত্ত্বতার কারণে এই অবিদ্যা সহোৎপন্ন থেকে বৃদ্ধি, বর্ধিত ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়ে চারটি কারণে প্রজ্ঞাকে প্রহীন করে।

সেই চার প্রকার কিরূপ? অনুশয়, পর্যুত্থান, সংযোজন ও উপাদান। এখানে অনুশয় পর্যুত্থানকে জন্মপর্যুত্থিত সংযোজন করে, সংযুক্ত হয়, আসক্ত হয়, এভাবে উপাদানের প্রত্যয়ে ভব হয়। এরূপে সংস্কার ত্রিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। ভূমিগত কারণে উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞার কারণে নয়। এটি মার্গজ্ঞানের দ্বারা দমিত হয়, যা দৃঢ়গত অদমিত রয়ে যায় সেটিকে সংস্কার বলা হয়। এরূপে সহেতু সহোৎপন্নার্থে বিদ্যমান প্রত্যয় হতে সংস্কারগুলোর প্রত্যয় হয়। নির্দিষ্ট [প্রত্যয়গুলো] অপনীত করে কুশল, অকুশল এবং কুশল ও অকুশল বিদূরণ করা কর্তব্য। বিপাকধর্মগুলো অপনীত করে বচনীয়, অবচনীয় এবং বচনীয় ও অবচনীয় বিদূরণ করা কর্তব্য। সমস্ত সূত্র বিদূরণ করা কর্তব্য।

দশবিধ তথাগতবল, চারি বৈশারদ্যে পুণ্যগুলো অন্য সম্পর্কহীন করা হয়েছে। অবিদ্যা সমনন্তর-প্রত্যয়তার দ্বারা সংস্কারগুলোর প্রত্যয় হয়। যেই চিত্ত সহ-উৎপন্ন অবিদ্যা সেই চিত্তের সমনন্তর চিত্ত সমুৎপন্ন হয়। তার যেই সমনন্তর চিত্ত সমুৎপন্ন হয়, তার পরবর্তী চিত্তের পূর্বচিত্ত হেতু-প্রত্যয়তার দ্বারা প্রত্যয় হয়। সেই অবিদ্যা-হেতু সেই চিত্তের দ্বারা উপাদান হয়, অবকাশ

না পেলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তার যেই অপ্রমাদ ধাতু অভিধ্যাকে সংযুক্ত করে সেই কারণে বিপর্যয় দেখা দেয়। 'অশুভে শুভ' 'দুঃখে সুখ' ইত্যাদি।

এখানে সংস্কারগুলো উৎপন্ন হয়। রঞ্জিত, দোষযুক্ত, মূলের চেতনা রাগপর্যুত্থান, ব্যাপাদপর্যুত্থান, অবিদ্যাপর্যুত্থানের দ্বারা দৃষ্টিবিপর্যয়, বত্থুনির্দেশে নির্দেশ করা কর্তব্য। যা বিপরীত-চিত্ত বিশেষভাবে জানে, এটি হলো চিত্তবিপর্যয়। যা বিপরীত-সংজ্ঞা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে, এটি হলো চিত্তবিপর্যয়। যা বিপরীত-দৃষ্টিতে অভিনিবেশ করে, এটি হলো দৃষ্টিবিপর্যয়। আট প্রকার মিথ্যা বিষয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তিন অকুশল, অজ্ঞানত মনঃসংযোগে উৎপন্ন বিজ্ঞান ও বিদ্যা কার্য সম্পন্ন করে। এটি পূর্বাপরান্তে অকুশল সংস্কারগুলো বৃদ্ধি-বৈপুল্লতার দিকে গমন করে। সেই ব্যাপক অননুভূত পুনর্জন্মদায়ী সংস্কারগুলো উৎপন্ন হয়। এটি এরূপে অবিদ্যা সহজাত-প্রত্যয়তার দ্বারা এবং সমনন্তর-প্রত্যয়তার দ্বারা সংস্কারগুলোর প্রত্যয় হয়।

৫৮. কীভাবে প্রবাহিত করার মাধ্যমে অবিদ্যা সংস্কারগুলোর প্রত্যয় হয়?

সেই অবিদ্যা সেই সংস্কারগুলোকে প্রবাহিত করে বিস্তার সাধন করে। যেমন, উৎপল বা পদ্ম জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শীতল জলের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, প্লাবিত হয়, বৃদ্ধি হয়, বর্ধিত হয়, বৈপুল্যতা প্রাপ্ত হয়। এরূপ প্রবাহের মাধ্যমে অবিদ্যা সংস্কারগুলোর প্রত্যয় হয়।

কীভাবে সংসক্তির মাধ্যমে অবিদ্যা সংস্কারগুলোর প্রত্যয় হয়?

সেই সংস্কারগুলো অবিদ্যার নিশ্রয়ে বৃদ্ধি হয়, বর্ধিত হয়, বৈপুল্যতা প্রাপ্ত হয়। যেমন, উৎপল বা পদ্ম পৃথিবীকে নিশ্রয় করে, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বর্ধিত হয়, বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। এরূপেই সংস্কারগুলো অবিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, অবিদ্যাকে নিশ্রয় করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বর্ধিত হয়, বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। এরূপে সংসক্তির মাধ্যমে অবিদ্যা সংস্কারগুলোর প্রত্যয় হয়।

পুনরায় রাগসহগত কর্মবিপাকের কারণে প্রতিসন্ধি হয় ভব উৎপন্ন হয়, সেই কর্মের (মতান্তরে কামের) সর্ববিষয়ে অবিনিবিষ্টতাকে অজ্ঞাতবশে পুনর্জন্ম প্রদানকারী সংস্কার বলা হয়। এরূপ অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার আছে।

পুনরায় পাঁচজন যে শৈক্ষ্য পুদ্গল আছেন, এবং যারা অসংজ্ঞসমাপত্তি সমাপন্ন হন, যারা ভবগতা, এবং যে অন্তোগতা সংস্বেদজ, এবং যিনি অন্য কোনো অনাগামীভূত চিন্তা করেন না, প্রার্থনা করেন না, তাদের কি প্রত্যয়গুলো সংস্কার হয়?

পুনরায় রাগগুলো আছে বলে তাদের সংস্কারগুলো উপাদানে পরিণত হয়, চিত্তকে অনুসরণকারী অপক্ক বিপাকগুলো অসমুচ্ছিন্ন প্রত্যয়গুলোর কারণে তাদের পুনঃ [ভবে] গমন করতে হয়। এরূপে অবিদ্যা সংস্কারগুলোর প্রত্যয় হয়।

আবার তাদের কোনো উপাদান ও সংস্কার থাকে না। পুনঃ তাদের সাত প্রকার অনুশয় ধ্বংস হয়নি ও অসমুচ্ছিন্ন বলে তাদের তদালম্বন লাভ হয়। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার কারণে বিজ্ঞান-প্রত্যয়গুলো নাম-রূপ হয়। এভাবে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার হয়। পুনঃ তার যেসব কর্ম আচয়গামী তথা পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যুতে আবর্তনশীল সমস্তই সেই অবিদ্যাবশে অভিসংস্কার হয় এবং তৃষ্ণাবশে আসক্ত হয়। অজ্ঞাতবশে এখানে আদীনবও জানে না। তখন তার বিজ্ঞানবীজ জমা হয়, তার ফলে তৃষ্ণা-স্নেহের জন্ম হয়। সেই অবিদ্যার কারণে সম্মোহ বা বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয়। এভাবে অবিদ্যা সংস্কারগুলোতে পরিবর্তিত হয়। এটি এরূপ আকারের দ্বারা অবিদ্যা সংস্কারগুলোর প্রত্যয় হয়।

এখানে অবিদ্যার হেতু অজ্ঞানত মনঃসংযোগ প্রত্যয় হয়। এখানে অভিচ্ছেদ এটি এখানে তৃতীয় বল [মতান্তরে ফল] উৎপন্ন হয়, এটি হলো প্রতিসন্ধি। এখানে পুনর্ভব যেই অবিচ্ছেদ ও অবিনাশ, এটি হলো অনুশয়। যেমন, পতাকা বা বস্ত্র দুইজন আলিঙ্গন করে একা বল আছে বলে প্রশান্তি লাভ করে, কিন্তু আলিঙ্গন করলে ম্লান হয় না। এখানে যেই স্নেহ আপধাতু মনুষ্যজাতিকে ম্লান করে।

উষ্ণধাতুর আগমনে যদি পুনঃ তা আকাশে নিক্ষেপ করে তা উৎসারিত হয়ে আরো অধিকতর স্নেহ লাভ করে, যদি আগমন না করে তখন তেজোধাতু পরিক্ষয় হয়। এভাবেই ভবাগ্র প্রাপ্তিতে সমাপত্তি অনুরূপের স্থান পরিবর্তনের দিকে সংবর্তিত হয় না। তারা তখন আসক্ত হয়ে পড়ে, সেই তৃষ্ণার দরুন তাদের তৃষ্ণা প্রহান হয় না। এখানে সেটি অবিনাশিত থেকে যায়। অবিদ্যার অনুশয় চিত্তকে বিপথগামী করে, এটি হলো পর্যুত্থান। যথাভূত বিজ্ঞানের অপ্রতিবেধ, এটি হলো অবিদ্যা-আসব, যা অবিদ্যার বিজ্ঞানবীজ হয়। যেই বীজ সেই হেতু ছিন্ন হয় না, অসমুচ্ছিন্ন ব্যক্তির পুনরায় সঞ্চিত হয়। সঞ্চয়কারী ব্যক্তির বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। বিনাশ না হলে আচ্ছাদিত রয়ে যায়। আচ্ছাদিত চিত্ত যথাভূত জানে না। এটি সজ্ঞানের সাসব অর্থে, অবিদ্যা অর্থে, হেতু অর্থে, অবচ্ছেদ অর্থে, উৎপন্নরহিত অর্থে, ফল অর্থে, প্রতিসন্ধি অর্থে, পুনর্ভব অর্থে, অবিনাশ অর্থে, অনুশয় অর্থে,

পর্যুত্থান অর্থে, অপ্রতিবেধন অর্থে,। এতোদূর পর্যন্ত অবিদ্যার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়। একে বলা হয় পরিষ্কার হার।

৫৯. এখানে সমারোপন হার কিরূপ?

উদ্ঘাটিতের মধ্যে সেটিকে বিস্তারিত করে বলা উচিত। বিবিধ বিস্তারিত ব্যাখ্যায় চিত্তজ্ঞ, এটি হলো সমারোপন হার। এখানে নাম নির্দেশ উপঘটকা নামে বত্থু নির্দেশ বেবচন বত্থুভূত বিস্তার করা কর্তব্য। যেমন কী? যা ভিক্ষুগণের জন্ম হতে পরিত্যাগ করা কর্তব্য, এটি উপঘটনা।

এখানে সমারোপন কিরূপ?

কিছুই বলা উচিত নয়, অথবা রূপরাগ নামসম্পন্ন বিষয় পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এভাবে বিজ্ঞান পর্যন্ত বিস্তার করা কর্তব্য। সেই অবিদ্যাকে তুলনা নির্ণয় করে প্রজ্ঞাপন করা কর্তব্য, এটি হলো সমারোপন হার। নিশ্রিত চিত্তের মৃত্তিকা নিশ্রয়ে তৃষ্ণা ও দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। এখানে দৃষ্টি, অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও সংস্কার। এখানে দৃষ্টিপ্রত্যয়ে তৃষ্ণা এই অবিদ্যা-প্রত্যয়ে সংস্কার উৎপন্ন হয়। এখানে নিশ্রিত বিজ্ঞান এই সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান হতে জরা-মরণ পর্যন্ত, এটি সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত হলো অবশিষ্ট পূর্বে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'অনিশ্রিতের [চিত্তের] চাঞ্চল্য নেই'[১১] [উদান গ্রন্থের ৭৪ নং উদান গাথার ব্যাখ্যা] তার [সাধকের] এরূপ দৃষ্টির ও তৃষ্ণার প্রহান করেন। এখানে [সাধকের] দৃষ্টি অবিদ্যা নিরোধ হওয়ার দরুন বিজ্ঞানকে সরাগস্থানীয় ধর্মের মধ্যে সেই সেই ধর্ম উপস্থিত হয় অন্য ধর্ম তখন মর্কট বা বানরের ন্যায় ধাবিত হয়। অতঃপর সেই পরিত্ত তথা সীমিত ধর্মের মধ্যে সরাগস্থানীয় ছন্দরাগ নেই, কোথায় তথা হতে চঞ্চলতা উৎপন্ন হবে? আর অধিকমাত্রায় সত্ত্বগণের চিত্তকে নিবিষ্ট করে। সেই অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান অনাহারের দরুন নিরুদ্ধ হয়ে যায়। যদি বিজ্ঞান নিরোধ হয় তাহলে নাম-রূপ নিরোধ হয়, জরা-মরণ নিরোধ হয় পর্যন্ত, এটি হলো সমারোপন হার।

এখানে রাগবশে বিজ্ঞানকে চঞ্চল করার দরুন সপরিগ্রহ হয়, সেই চাঞ্চল্য না থাকলে যেই পরিক্লেশ উপচার লাভ হয় তার দরুন ত্রিবিধ অগ্নির

---

[১১] উদান গ্রন্থের ৭৪ নং উদান গাথা :

তৃষ্ণা-দৃষ্টির অধীন ব্যক্তিরই চঞ্চলতা আসে। যিনি তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করেছেন কিছুতেই তাঁর মনের চঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। চাঞ্চল্য না থাকলে প্রশান্তি আসে। প্রশান্তি আসলে কামরাগ দূরীভূত হয়। কামরাগ পরিত্যক্ত হলে আর সংসারে আসতে হয় না, তাই পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যু হয় না। যার জন্ম-মৃত্যু হবে না সে ইহলোকেও নহে, পরলোকেও নহে। এরূপেই দুঃখরাশির অবসান হয়।

[রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নির] প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয়। তাই বলেছেন, 'চাঞ্চল্য না থাকলে প্রশান্তি আসে।' এখানে যা সমরোপন হতে প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভব হয়, সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়। যাবৎ বিমুক্তচিত্ত মার্গ দর্শন করে। সেই আসবগুলোর ক্ষয় হতে বিমুক্তি ব্যক্তির আর জন্ম-মৃত্যু হয় না। যার জন্ম-মৃত্যু হবে না সে ইহলোকেও নয়, পরলোকেও নয় কিংবা উভয়ের মধ্যেই নয়। 'এরূপে যাবতীয় দুঃখরাশির অবসান হয়' বলতে অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে উপনীত হন। এটিই সূত্রের মধ্যে সমারোপিত প্রতীত্য-সমুৎপাদে বিমুক্তিতে সংযুক্ত হয় না, এটি তার সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। একেই বলা হয় সমারোপন হার। এখানে সংক্লেশভাগীয় সূত্রের দ্বারা নয়, সংক্লেশভাগীয় যে ধর্মগুলো সমারোপিত করা কর্তব্য অন্যগুলো নয়। এরূপে বাসনাভাগীয়, নির্বেধভাগীয় করা কর্তব্য, এটি হলো সমারোপন হার। এই ষোলো প্রকার হয়।

[জম্বুবনবাসী সুবীর মহাকাচ্চায়নের
পেটকোপদেশের পঞ্চম ভূমি সমাপ্ত]

৬. সূত্রার্থ সমুচ্চয় ভূমি

৬০. ভগবান বুদ্ধের শাসনে ত্রিবিধ সংগ্রহ লাভ হয়; যথা : স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তন।

এখানে পঞ্চস্কন্ধ; যথা : রূপস্কন্ধ হতে বিজ্ঞানস্কন্ধ পর্যন্ত।

দশ রূপ আয়তন; যথা : চক্ষু ও রূপ হতে কায় ও স্প্রষ্টব্য পর্যন্ত, এটি রূপস্কন্ধ।

এখানে ছয় বেদনাকায় হলো বেদনাস্কন্ধ—চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা হতে মনোসংস্পর্শজ বেদনা পর্যন্ত, এটি বেদনাস্কন্ধ।

এখানে ছয় সংজ্ঞাকায় হলো সংজ্ঞাস্কন্ধ—রূপসংজ্ঞা হতে ধর্মসংজ্ঞা পর্যন্ত, এগুলো ছয় সংজ্ঞাকায়, এটি সংজ্ঞাস্কন্ধ।

এখানে ছয় চেতনাকায় হলো সংস্কারস্কন্ধ—রূপসঞ্চেতনা হতে ধর্মসঞ্চেতনা পর্যন্ত এগুলো ছয় চেতনাকায়, এটি সংস্কারস্কন্ধ।

এখানে ছয় বিজ্ঞানকায় হলো বিজ্ঞানস্কন্ধ—চক্ষুবিজ্ঞান হতে মনোবিজ্ঞান পর্যন্ত এগুলো ছয় বিজ্ঞানকায়, এটি বিজ্ঞানস্কন্ধ। এগুলোই পঞ্চস্কন্ধ।

তন্মধ্যে পরিজ্ঞা কি?

অনিত্য, দুঃখ সংজ্ঞা ও অনাত্মা—এটিই এগুলোর পরিজ্ঞা।

এখানে স্কন্ধের কিরূপ অর্থ?

গুলো অর্থে স্কন্ধ, পুঞ্জ অর্থে স্কন্ধ, রাশি অর্থে স্কন্ধ বুঝায়। তা যেমন : সারস্কন্ধ, বনস্কন্ধ, কাষ্ঠস্কন্ধ, অগ্নিস্কন্ধ, জলস্কন্ধ, বায়ুস্কন্ধ এটি এরূপ স্কন্ধের সর্ব সংগ্রহই এরূপ স্কন্ধ হিসেবে সমর্থনযোগ্য।

এখানে আঠারো প্রকার ধাতু—চক্ষুধাতু, রূপধাতু, চক্ষুবিজ্ঞানধাতু... মনোধাতু, ধর্মধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু। এসব আঠারো প্রকার ধাতু। তাদের পরিজ্ঞা অনিত্য, দুঃখ সংজ্ঞা ও অনাত্মা—এগুলো তাদের পরিজ্ঞা। এখানে কী অর্থে ধাতু? বলতে গেলে অবয়ব অর্থে ধাতু বুঝায়। 'অবয়ব' মানে হচ্ছে আমাদের চক্ষুপ্রসাদই চক্ষুধাতু। এরূপে পঞ্চ ধাতু পুনঃ রাগব্যবচ্ছেদার্থে অর্থে ধাতু। ব্যবচ্ছিন্ন চক্ষুধাতু। এরূপ পাঁচটি বিষয়কে পুনঃ বললেন, একসময় এক কৃত্য করে অর্থে ধাতু বলা হয়। তা যেমন, স্বভাব অনুসারে এই পুরুষ পিত্ত, শ্লেষ্মা, বাত সমন্বয়ে এক স্বভাব হেতু চক্ষুধাতু হয়, দশ প্রিয় এবং সর্ব ইন্দ্রিয়... পৃথক অর্থে ধাতু।

এখানে দ্বাদশ আয়তন কিরূপ?

ছয় আধ্যাত্মিক ও ছয় বাহ্যিক [আয়তন]—চক্ষু-আয়তন হতে মন-আয়তন পর্যন্ত হলো আধ্যাত্মিক, রূপ-আয়তন হতে ধর্ম-আয়তন পর্যন্ত হলো বাহ্যিক—এগুলোই হলো দ্বাদশ আয়তন।

এর মধ্যে পরিজ্ঞা কি?

অনিত্য, দুঃখ সংজ্ঞা ও অনাত্মা—এগুলো এদের পরিজ্ঞা। আরো দুই প্রকার পরিজ্ঞা—জ্ঞাতপরিজ্ঞা ও প্রহানপরিজ্ঞা। এখানে জ্ঞাতপরিজ্ঞা কিন্তু অনিত্য, দুঃখ সংজ্ঞা ও অনাত্মা—এগুলো জ্ঞাতপরিজ্ঞা। প্রহানপরিজ্ঞা কিন্তু ছন্দরাগ প্রহান করে—এগুলো প্রহানপরিজ্ঞা।

এখানে আয়তনার্থ কিরূপ? বলতে আকারার্থ হচ্ছে আয়তনার্থ। যেমন, সুবর্ণাকার দুবর্ণাকার, যেভাবে দুটি সেই আকার দ্বারা সেই সেই গরুগুলো উৎক্ষিপ্ত হয়। অনুরূপভাবে এসব চিত্ত চৈতসিক কর্মক্লেশ ও দুঃখধর্মগুলো গরুগুলোর উৎক্ষিপ্ত হয়। পুনরায় বললেন, আয়দানার্থ আয়তনার্থ বুঝায়। যেমন রাজা আয়দানের দ্বারা আয় করেন, অনুরূপভাবে আয়দানার্থ আয়তনার্থ জানতে হবে।

৬১. চারি আর্যসত্য—দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ। যেমন, দুঃখকে সংক্ষেপ করলে ধর্মাচর্যার চিত্ত হয়, সমুদয় সংক্ষেপ করলে অবিদ্যা ও তৃষ্ণা, নিরোধ সংক্ষেপ করলে বিদ্যা ও বিমুক্তি, মার্গ সংক্ষেপ করলে শমথ ও বিদর্শন হয়।

এখানে সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম কিরূপ?

চারি সতিপট্ঠান হতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পর্যন্ত—এরূপেই সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম হয়।

যেই ধর্মগুলো অতীত, বর্তমান, অনাগত, ভগবান বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, শ্রাবকদের নির্বাণে উপনীত করে, সেই মার্গ হচ্ছে চারি সতিপট্ঠান। এই চার প্রকার কিরূপ? এই শাসনে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন... সম্যক প্রধান... ঋদ্ধিপাদ... ইন্দ্রিয়গুলো... বলগুলো... এখানে ইন্দ্রিয়গুলোর কি বৈশিষ্ট্য? ইন্দ্রত্ব করে বলে ইন্দ্রিয়, আধিপত্য বিস্তার করে বলে ইন্দ্রিয়, প্রসাদ করে বলে ইন্দ্রিয়, অসাধারণ কার্য করণে সমর্থ বলে ইন্দ্রিয়, [এখানে বলগুলোর কী বৈশিষ্ট্য?] জ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বলে বল, দৃঢ়পরাক্রম করে বলে বল, সাম্যতা বিধান করে বলে বল, রক্ষা করে বলে বল।

এখানে সপ্ত বোধ্যঙ্গ কিরূপ?—স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ হতে যাবৎ উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ।

এখানে অষ্টাঙ্গিক মার্গ কিরূপ?—সম্যক দৃষ্টি হতে সম্যক সমাধি পর্যন্ত। এখানে অষ্টাঙ্গিক মার্গস্কন্ধ হলো—শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ ও প্রজ্ঞাস্কন্ধ। এখানে যা সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক আজীব, এটি হলো শীলস্কন্ধ। যা সম্যক স্মৃতি, সম্যক প্রচেষ্টা ও সম্যক সমাধি, এটি সমাধিস্কন্ধ। যে সম্যক সংকল্প, সম্যক দৃষ্টি, এটি হলো প্রজ্ঞাস্কন্ধ। এরূপে তিন প্রকারের তিন শিক্ষা। এরূপে তিন আকারের মাধ্যমে দশটি পদ...।

এখানে সাধক শীলস্কন্ধে স্থিত হয়ে দ্বেষ অকুশল উৎপন্ন করেন না। দ্বেষ-অনুশয় শেকড়সহ উৎপাটন করেন, দ্বেষশল্য তুলে ফেলেন, দুঃখবেদনাকে জানেন, কামধাতুকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যান। [সাধক] সমাধিস্কন্ধে স্থিত হয়ে লোভ অকুশল উৎপন্ন করেন না। রাগ-অনুশয় শেকড়সহ উৎপাটন করেন, লোভশল্য তুলে ফেলেন, সুখবেদনাকে জানেন, রূপধাতুকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যান। [সাধক] প্রজ্ঞাস্কন্ধে স্থিত হয়ে মোহ অকুশল উৎপন্ন করেন না। অবিদ্যা-অনুশয় শেকড়সহ উৎপাটিন করেন, মোহশল্য ও দৃষ্টিশল্য তুলে ফেলেন, অদুঃখ-অসুখবেদনাকে জানেন, অরূপধাতুকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যান। এই তিনটি স্কন্ধে তিন প্রকার অকুশল মূল উৎপন্ন করেন না, চারি শল্য তুলে ফেলেন, তিন প্রকার বেদনাকে জানেন, ত্রিবিধ ধাতুকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যান।

৬২. এখানে অবিদ্যা কিরূপ?

যা চারি আর্যসত্যে অজ্ঞানতা বুঝায়। বিস্তারিতভাবে যেমন সে প্রাণিজগৎ নিয়ে সংশয়পূর্ণ বিষয় করণীয়। এখানে বিজ্ঞান কিরূপ? ছয় বিজ্ঞানকায়—বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্পর্শ ও মনস্কার, এটি নাম [স্কন্ধ]। এখানে রূপ কিরূপ? চার মহাভৌতিক, চার মহাভূতগুলো হতে উৎপন্ন-রূপের প্রজ্ঞপ্তি। এই পূর্ব নাম এই এই রূপ তদুভয়কেই নাম-রূপ বলা হয়।

এখানে 'ষড়ায়তন' মানে হচ্ছে ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন—চক্ষু আধ্যাত্মিক আয়তন হতে মনো আধ্যাত্মিক আয়তন পর্যন্ত। 'স্পর্শ' মানে হচ্ছে ছয় প্রকার স্পর্শকায়—চক্ষুসংস্পর্শ হতে মনোসংস্পর্শ স্পর্শ পর্যন্ত। ছয় বেদনাকায় হচ্ছে বেদনা। 'তৃষ্ণা' মানে হচ্ছে ছয় প্রকার তৃষ্ণাকায় তৃষ্ণা। 'উপাদান' মানে হচ্ছে চার প্রকার উপাদান—কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান। 'ভব' মানে হচ্ছে তিন প্রকার ভব—কামভব, রূপভব ও অরূপভব।

এখানে জন্ম কিরূপ? যা প্রথম স্কন্ধগুলোর, প্রথম ধাতুগুলোতে, প্রথম আয়তনগুলোর উৎপত্তি, জন্ম, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হওয়া, উপস্থিত হওয়া, আবির্ভাব, স্কন্ধগুলোর প্রাদুর্ভাব, এটি হলো জন্ম।

এখানে জরা কিরূপ? জরা মানে হচ্ছে যা সেই ভগ্নদন্ত, পক্বকেশ, লোলচর্ম, বিচ্ছিন্নতা, চারি মহাভূতের বিবর্ণতা, ভগ্নতা, তা জরা, ত্যক্ততা, অন্তর্হিত, আয়ুবিসর্জন, ইন্দ্রিয়ের সংহানি, ভঙ্গুর, জীর্ণতা ও ঘৃণ্য, এটি হলো জরা।

এখানে মরণ কিরূপ? মরণ বলতে যা সেই সেই সত্ত্বনিকায়ে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের চ্যুতি, পতন, মরণ, কালক্রিয়া, ঊর্ধ্বস্ফীত মৃতদেহ, নিক্ষেপ, ভেদ এবং জীবিত-ইন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ, এটি হলো মরণ। পূর্বের এই জরা এবং এই মরণ তদুভয়কে একসাথে জরা-মরণ বুঝায়।

এখানে অন্ধকার অন্ধকারের যথাভূত অজানন লক্ষণ—এরূপে অবিদ্যা সংস্কারগুলোর কাছাকাছি কারণ। অভিসংস্কার লক্ষণ সংস্কার, উপচয় পুনর্জন্ম অভিরোপন প্রত্যুপস্থান—সেটি বিজ্ঞানের কাছাকাছি কারণ। (হৃদয়) বাস্তু সবিজ্ঞপ্তি লক্ষণ হলো বিজ্ঞান—তা নাম-রূপের কাছাকাছি কারণ। অনেক সন্নিশ্রিত লক্ষণ নাম-রূপ—তা ষড়ায়নের কাছাকাছি কারণ। ইন্দ্রিয় ব্যবস্থাপন লক্ষণ ষড়ায়তন—তা স্পর্শের কাছাকাছি কারণ। সংযোগ লক্ষণ স্পর্শ—সেটি বেদনার কাছাকাছি কারণ। অনুভবকরণ লক্ষণ বেদনা—সেটি তৃষ্ণার কাছাকাছি কারণ। আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ তৃষ্ণা—সেটি উপাদানের কাছাকাছি কারণ। আসক্তিকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ উপদান, এটি ভবের কাছাকাছি

কারণ। নানাগতি বিক্ষেপ লক্ষণ ভব—সেটি জন্মের কাছাকাছি কারণ। স্কন্ধগুলোর প্রাদুর্ভাব লক্ষণ হচ্ছে জন্ম, এটি জরার কাছাকাছি কারণ। উপনয় পরিপাক লক্ষণ জরা—সেটি মরণের কাছাকাছি কারণ। আয়ুক্ষয় জীবনের সমাপ্তি লক্ষণ মরণ, এটি দুঃখের কাছাকাছি কারণ। কায় নিপীড়ন লক্ষণ—তা দৌর্মনস্যের কাছাকাছি কারণ। চিত্ত নিপীড়ন লক্ষণ দৌর্মনস্য, এটি শোকের কাছাকাছি কারণ। বিলাপ লক্ষণ শোক, সেই পরিদেবনের লক্ষণ কাছাকাছি কারণ। বাক্য ব্যয়ে বকাবকিকরণ লক্ষণ পরিদেবন, সেটি উপায়াসের লক্ষণ। যেই আয়াস বা ক্লেশতা, সেটি হলো উপায়াস।

নয় প্রকার পদ যেভাবে সর্ব অকুশলপক্ষ সংগ্রহ করে [সত্ত্বগণকে] নিম্নদিকে বয়ে নিয়ে চলে। সেই নবপদ কিরূপ? দুই প্রকার মূলক্লেশ, তিন প্রকার অকুশলমূল, চার প্রকার বিপর্যয়। এখানে দুই প্রকার মূলক্লেশ—অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণা, তিন প্রকার অকুশলমূল—লোভ, দ্বেষ ও মোহ।

চার প্রকার বিপর্যয় [অ.নি. ৪.৪৯]—'অনিত্যে নিত্য' [এই ধারণা হলো]—সংজ্ঞাবিপর্যয়, চিত্তবিপর্যয় ও দৃষ্টিবিপর্যয়। 'দুঃখে সুখ' [এই ধারণা]—সংজ্ঞাবিপর্যয়, চিত্তবিপর্যয় ও দৃষ্টিবিপর্যয়। 'অনাত্মায় আত্মা' [এই ধারণা হলো]—সংজ্ঞাবিপর্যয়, চিত্তবিপর্যয় ও দৃষ্টিবিপর্যয়। 'অশুভে শুভ' [এই ধারণা হলো]—সংজ্ঞাবিপর্যয়, চিত্তবিপর্যয় ও দৃষ্টিবিপর্যয়।

৬৩. এখানে অবিদ্যা বলতে চারি আর্যসত্যে যথাভূত অজ্ঞনতা, এটি হলো অবিদ্যা। ভবতৃষ্ণা বলতে যেই ভবে রাগ, সরাগ, ইচ্ছা, মোহ, কামনা, নন্দীরাগ, আসক্তি অপরিত্যাগ, এটি হলো ভবতৃষ্ণা।

এখানে লোভ অকুশলমূল কিরূপ?

লোভ বলতে সেই ভিন্ন ভিন্ন পরের বস্তু, পরের দ্রব্য, পরের স্থান, পরের সম্পদ, পরের অভিকারভুক্ত দ্রব্য, তার প্রতি লোভ করা, লুব্ধ হওয়া, ইচ্ছা, মোহ, কামনা, নন্দীরাগ, আসক্তি অপরিত্যাগ, এটি হলো লোভ অকুশলমূল। কীসের এই মূল? লোভ বলতে লোভ হতে উৎপন্ন অকুশল কায়কর্ম, বাক্যকর্ম ও মনোকর্মকে বুঝায়, তদ্রূপ যেমন তৎসম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মগুলোর মূল।

এখানে দ্বেষ অকুশলমূল কিরূপ?

সেই সত্ত্বের মধ্যে আহতকরণ, অজ্ঞতা, অপ্রত্যয়, ব্যাপাদ, ক্রোধ, অহিতকামনা, চিত্তদুঃখ, এটি হলো দ্বেষ অকুশলমূল। কীসের এই মূল? দ্বেষজ, কায়কর্মের, বাক্যকর্মের, মনোকর্মের এবং সম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মগুলোর মূল।

এখানে মোহ অকুশলমূল কিরূপ?

যা চারি আর্যসত্যে অজ্ঞতা, অসম্প্রজ্ঞনতা, অপ্রতিবেদ, মোহ, মূহ্যমানতা, অস্মৃতি, বিহ্বলতা, অবিদ্যা, অন্ধকার, আবরণ, নীবরণ, ঢাকনা আচ্ছাদন, কুশল ধর্মগুলোর বিলোপসাধন, এটি হলো মোহ অকুশলমূল। কীসের এই মূল? মোহজ অকুশল কায়কর্মের, বাক্যকর্মের, মনোকর্মের এবং তৎসম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মগুলোর মূল।

এখানে বিপর্যয় জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য, বিপর্যয়গুলোর বাস্তু জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। যা বিপর্যয় হবে তা জানা কর্তব্য। এখানে এক বিপর্যয়, (অপর) তিন বিপর্যয় ও চার বিপর্যয় বাস্তু। এক বিপর্যয় কিরূপ? যার দ্বারা প্রতিপক্ষ বিপর্যয় গ্রহণ করে?

'অনিত্যে নিত্য', 'দুঃখে সুখ', 'অনাত্মায় আত্মা', 'অশুভে শুভ'—এই হলো এক বিপর্যয়। চার বিপর্যয় বাস্তু কিরূপ? কায়, বেদনা, চিত্ত ও ধর্ম—এই হলো চারটি বিপর্যয় বাস্তু। তিন বিপর্যয় কিরূপ? সংজ্ঞা, চিত্ত, ও দৃষ্টি—এই হলো তিন বিপর্যয়।

এখানে মনোজ্ঞ বিষয়গুলোতে ইন্দ্রিয় বাস্তুতে বা বর্ণায়তনে যে নিমিত্তকে গ্রহণ করে, এটি হলো সংজ্ঞাবিপর্যয়। এখানে বিপরীত চিত্তকে বাস্তু স্মৃতি বিজ্ঞাপন করে, এটি হলো চিত্তবিপর্যয়। এখানে বিপরীত চিত্তকে সেই রূপগুলোতে 'অশুভে শুভ' যা ঔৎসুক্য, রুচি, উপেক্ষণ, প্রভেদ, দৃষ্টি, নিদর্শন, সন্তীরণ, এটি হলো দৃষ্টিবিপর্যয়। এখানে বাস্তুভেদে কায়ের দ্বাদশ প্রকার বিপর্যয় হয়। তিন প্রকার কায়ে, তিন প্রকার বেদনায়, তিন প্রকার চিত্ত আর তিন প্রকার ধর্মে। তন্মধ্যে চার প্রকার সংজ্ঞাবিপর্যয়, চার প্রকার চিত্তবিপর্যয় ও চার প্রকার দৃষ্টিবিপর্যয় হয়। আয়তন উপচয় হতে চক্ষুবিজ্ঞান সংজ্ঞার সংস্পর্শে রূপের দ্বাদশ বিপর্যয় হয় একইভাবে যাবৎ মনোসংজ্ঞা সংস্পর্শে হয়। ধর্মে দ্বাদশ বিপর্যয় হয়, এভাবে ছয় দ্বাদশ, চার বিপর্যয় হয়। আলম্বন নানাত্ব হতে অপরিমিত সংখ্যেয় সত্ত্বগুলোর অপরিমিত সংখ্যেয় বিপর্যয় হয়, তা হীন, মধ্যম ও উত্তম হয়।

৬৪. এখানে পঞ্চস্কন্ধ চার প্রকার আত্মভাব বাস্তু হয়। যেই রূপস্কন্ধ, সেই কায় আত্মভাব বাস্তু। যেই বেদনাস্কন্ধ, সেই বেদনা আত্মভাব বাস্তু। যেই সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং সংস্কারস্কন্ধ সেই ধর্মগুলো আত্মভাব বাস্তু। যেই বিজ্ঞানস্কন্ধ, সেই চিত্ত আত্মভাব বাস্তু। এই পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে চার আত্মভাব বাস্তু। এখানে কায়ে 'অশুভে শুভ' বিপর্যয় হয়। অনুরূপভাবে বেদনায়... চিত্তে... ধর্মে আত্মবিপর্যয় হয়। এখানে চারি বিপর্যয় সমুচ্ছিন্ন করণার্থে

ভগবান চারি সতিপট্ঠান দেশনা করেছেন। প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন ‘অশুভে শুভ’ বিপর্যয় সমুচ্ছিন্ন করো, অনুরূপভাবে বেদনায়, চিত্তে এবং ধর্মে করণীয়।

এখানে অন্ধকার অন্ধকারের দ্বারা অজ্ঞতা লক্ষণ অবিদ্যা—সেটি বিপর্যয় কাছাকাছি কারণ। আকাঙ্ক্ষা লক্ষণ তৃষ্ণা—তার প্রিয়রূপ, মনোজ্ঞরূপ কাছাকাছি কারণ। আত্মসয় বঞ্চনা লক্ষণ লোভ—সেটি অদত্তবস্তু গ্রহণের কাছাকাছি কারণ। এখানে বিবাদ লক্ষণ দ্বেষ, এটি প্রাণিহত্যার কাছাকাছি কারণ। বাস্তু বিপ্রত্তিপত্তি [ভুল কার্য] লক্ষণ মোহ—সেটি মিথ্যাপ্রতিপত্তি কাছাকাছি কারণ। সংস্কৃত ধর্মগুলোর অবিনাশ গ্রহণ লক্ষণ নিত্যসংজ্ঞা—তা সর্বসংস্কারগুলোর কাছাকাছি কারণ। সাসব স্পর্শ অপগমন লক্ষণ সুখসংজ্ঞা, এটি আমিত্বের কাছাকাছি কারণ। ধর্মের উপগমন লক্ষণ আত্মসংজ্ঞা, এটি অহংকারের কাছাকাছি কারণ। বর্ণ সংগ্রহকরণ লক্ষণ শুভসংজ্ঞা—তার ইন্দ্রিয় অসংবরণ কাছাকাছি কারণ। এরূপ নয় প্রকার পদের উদ্দিষ্টের দ্বারা সর্ব অকুশলপক্ষ নির্দিষ্ট হয়েছে। সেটি প্রকৃতপক্ষে বহুশ্রুত কর্তৃক জানতে সক্ষম, অল্পশ্রুত কর্তৃক জানতে সক্ষম নয়। প্রজ্ঞাবানের দ্বারা সম্ভব, দুষ্প্রাজ্ঞের দ্বারা অসম্ভব, যুক্তিযুক্তভাবে সম্ভব অযৌক্তিকভাবে অসম্ভব।

নয়টি পদ কুশল যেখানে কুশলপক্ষ সংগ্রহকরণ জড়ো হয়। নয়টি পদ কী প্রকার? [যথা :] শমথ, বিদর্শন, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, অনিত্যসংজ্ঞা, দুঃখসংজ্ঞা, অনাত্মাসংজ্ঞা এবং অশুভসংজ্ঞা।

এখানে শমথ কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি, অবস্থিতি, স্থান, প্রস্থান, উপস্থান, সমাধি, সমাধান, অবিক্ষেপ, অবিপ্রতিসার, উপশম, মানস, একাগ্রচিত্ত, এটি হলো শমথ।

এখানে বিদর্শন কিরূপ? স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, নাম-রূপ, প্রতীত্য-সমুৎপাদ; প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্ম হলো—দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ, মার্গ; কুশলাকুশল ধর্ম হলো—সাবদ্য-অনবদ্য, কৃষ্ণ-শুক্ল, সেবিতব্য-অসেবিতব্য সেই যথাভূত বিচয়, প্রবিচয়, মীমাংসা, পরমীমাংসা, গ্রহণ, অগ্রহণ, পরিগ্রহণ; চিত্তের দ্বারা পরিচিত, তুলনা, উপপরীক্ষা, জ্ঞান, বিদ্যা বা চক্ষু, বুদ্ধি, মেধা, প্রজ্ঞা, আলো, আলোক, আভা, প্রভা, [জ্ঞান-]খড়গ, [জ্ঞান-]অস্ত্র, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, সম্যক দৃষ্টি মার্গাঙ্গ, এটি বিদর্শন।

এর দ্বারা একে বিদর্শন বলা হয়, বিবিধভাবে দর্শন করে বলে একে বিদর্শন বলা হয়, তদ্ধেতু একে বিদর্শন বলা হয়। দ্বিবিধভাবে একে বিদর্শন ও ধর্ম-বিদর্শন বলার কারণ কি? দ্বিবিধভাবে এর দ্বারা দর্শন করা হয়—শুভ-

অশুভ, কৃষ্ণ-শুক্ল, সেবিতব্য-অসেবিতব্য, কর্ম-বিপাক, বন্ধন-বিমোক্ষ, আচয়-অপচয়, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, সংক্লেশ-বিশুদ্ধি—এরূপে বিদর্শন বলা হয়। অতঃপর বি উপসর্গ যোগে বিশেষভাবে দর্শন করে এই অর্থে, তদ্ধেতু বিদর্শন বলা হয়, এটি হলো বিদর্শন।

৬৫. এখানে সত্ত্বদের দ্বিবিধ রোগ—অবিদ্যা ও তৃষ্ণা। এই দ্বিবিধ রোগের বিনাশের জন্য ভগবান ভৈষজ্য দিয়েছেন—শমথ ও বিদর্শন। এই দ্বিবিধ ভৈষজ্য প্রতিসেবনকারী দ্বিবিধ আরোগ্য লাভ করেন—রাগবিরাগ চিত্তবিমুক্তি এবং অবিদ্যাবিরাগ প্রজ্ঞাবিমুক্তি। এখানে তৃষ্ণারোগের শমথ হলো—ভৈষজ্য, রাগবিরাগ চিত্তবিমুক্তি হলো—আরোগ্য। অবিদ্যারোগের বিদর্শন হলো—ভৈষজ্য, অবিদ্যাবিরাগ প্রজ্ঞাবিমুক্তি হলো—আরোগ্য। এজন্য ভগবান বলেছেন, 'দ্বিবিধ ধর্ম পরিজ্ঞেয়—নাম ও রূপ, দ্বিবিধ ধর্ম প্রহাতব্য—অবিদ্যা ও তৃষ্ণা, দ্বিবিধ ধর্ম ভাবিতব্য—শমথ ও বিদর্শন, দ্বিবিধ ধর্ম সাক্ষাৎকরণীয়—বিদ্যা ও বিমুক্তি।'

এখানে শমথ ভাবনাকারী রূপকে জানেন, রূপ জ্ঞাতকারীর তৃষ্ণা পরিত্যাগ হয়, তৃষ্ণা পরিত্যাগকারীর রাগবিরাগ চিত্তবিমুক্তি সাক্ষাৎ করেন। অন্যদিকে বিদর্শন ভাবনাকারী নামকে জানেন, নাম জ্ঞাতকারীর অবিদ্যা পরিত্যাগ হয়, অবিদ্যা পরিত্যাগকারীর অবিদ্যাবিরাগ প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করেন।

যখন ভিক্ষু কর্তৃক দ্বিবিধ ধর্ম পরিজ্ঞাত হয়—নাম ও রূপ। তখন তাঁর দ্বিবিধ ধর্ম প্রহীন হয়—অবিদ্যা ও তৃষ্ণা। দ্বিবিধ ধর্ম ভাবিত হয়—শমথ ও বিদর্শন। দ্বিবিধ ধর্ম সাক্ষাৎ হয়—বিদ্যা ও বিমুক্তি। এতদূর পর্যন্ত ভিক্ষুর করণীয় কৃত হয়, এটি হলো সোপাদিশেষ নির্বাণধাতু। সেই আয়ুর পরিসমাপ্তিতে জীবিত-ইন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদে এই দুঃখরাশি নিরুদ্ধ হয়, অন্য দুঃখ উৎপন্ন হয় না। এখানে যেই এই স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তনগুলোর নিরোধ উপশম এবং অন্য স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তনগুলোর অপ্রতিসন্ধি, অপ্রাদুর্ভাব, এটি অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু।

এখানে অলোভ কুশলমূল কিরূপ?

যেই সত্ত্ব অলোভ, অলুব্ধ, অকামুক, নিরাশা, অনাকাঙ্খী, প্রার্থনাহীন, বাসনাহীন। এটি হলো অলোভ কুশলমূল। কীসের এই মূল? অলোভজ কুশলের, কায়কর্মের, বাক্যকর্মের, মনোকর্মের হলো তৎসম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মগুলোর মূল। অথবা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কুশলকে বলা হয়। সেই ত্রিবিধ মার্গাঙ্গের মূল। সেই কুশলমূল কী প্রকার? [যেমন]—সম্যক

সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা ও সম্যক সমাধি। এই তিন মার্গাঙ্গ মূল, তদ্ধেতু একে কুশলমূল বলা হয়।

এখানে অদ্বেষ কুশলমূল কিরূপ?

যা সত্ত্বগণের সংস্কারগুলোর অনঘাত, প্রতিঘাত, অবিপত্তি, অব্যাপাদ, অদ্বেষ, মৈত্রী, মৈত্রীভাবাপন্ন, অর্থকামী, হিতকামী, চিত্তের প্রসাদ, এটি হলো অদ্বেষ কুশলমূল। কীসের এই মূল? অদ্বেষজ কুশলের, কায়কর্মের, বাক্যকর্মের, মনোকর্মের এবং তৎসম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মগুলোর মূল। অথবা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কুশলকে বলা হয়। সেই ত্রিবিধ মার্গাঙ্গের মূল। সেই কুশলমূল কী প্রকার? [যেমন] সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক আজীব। এই তিন মার্গাঙ্গ মূল, তদ্ধেতু একে কুশলমূল বলা হয়।

এখানে অমোহ কুশলমূল কিরূপ?

যা চারি আর্যসত্যের যথাভূত জ্ঞানদর্শন মার্গজ্ঞান এবং সম্যক প্রত্যাগমন, প্রতিবেধ, অমোহ, অজ্ঞানহীন, অসম্মোহ, বিদ্যাপ্রকাশ, আলোক, অনাবরণ, শৈক্ষ্যদের কুশল ধর্মগুলোর, এটি হলো অমোহ কুশলমূল। কীসের এই মূল? অমোহজ কুশলের, কায়কর্মের, বাক্যকর্মের, মনোকর্মের, তৎসম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিকগুলোর এবং ধর্মগুলোর মূল। অথবা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কুশলকে বলা হয়। সেই দ্বিবিধ মার্গাঙ্গ মূল। সেই কুশলমূল কী প্রকার? [যেমন] সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক স্মৃতি। এই দুই মার্গাঙ্গের মূল, তদ্ধেতু একে কুশলমূল বলা হয়। অনুরূপভাবে এই তিন প্রকার কুশলমূলের দ্বারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সংযোজন করা কর্তব্য।

৬৬. এখানে অনিত্যসংজ্ঞা কিরূপ?

'সমস্ত সংস্কার উৎপন্ন ও বিনাশধর্মী' যা সংজ্ঞা, সংজানন, ব্যবস্থাপন, ধারণ, এটি হলো অনিত্যসংজ্ঞা। তার কী পরিণামফল? [সাধকের চিত্ত] অনিত্যসংজ্ঞায় ভাবিত বাহুলীকৃত হলে অষ্ট লোকধর্মে চিত্ত বিচলিত হয় না, জড়িত হয় না, স্থিত হয় না, অধিকন্তু উপেক্ষা প্রতিকূলতায় চিত্ত স্থিত হয়—এটিই হলো এর পরিণামফল।

এখানে দুঃখসংজ্ঞা কিরূপ?

'সমস্ত সংস্কার দুঃখ' যা সংজ্ঞা, সংজানন, ব্যবস্থাপন, ধারণ, এটি হলো দুঃখসংজ্ঞা। তার কী পরিণামফল? [সাধকের চিত্ত] দুঃখসংজ্ঞায় ভাবিত ও বাহুলীকৃত হলে আলস্যে, প্রমাদে, নৈরাশ্যে চিত্ত বিচলিত হয় না, জড়িত হয় না, স্থিত হয় না, অধিকন্তু উপেক্ষা প্রতিকূলতায় চিত্ত স্থিত হয়, এটিই এর পরিণামফল।

এখানে অনাত্মাসংজ্ঞা কিরূপ?

‘সমস্ত সংস্কার অনাত্মা’ যা সংজ্ঞা, সংজানন, ব্যবস্থাপন, ধারণ, এটি হলো অনাত্মাসংজ্ঞা। তার কী পরিণামফল? [সাধকের চিত্ত] অনাত্মাসংজ্ঞায় ভাবিত ও বাহুলীকৃত হলে অহংকারে চিত্ত বিচলিত হয় না, জড়িত হয় না, আমিত্বের অহংকারে স্থিত হয় না, অধিকন্তু উপেক্ষা প্রতিকূলতায় চিত্ত স্থিত হয়, এটিই হলো এর পরিণামফল।

এখানে অশুভসংজ্ঞা কিরূপ?

‘জীবের সংস্কার [দেহ] অশুভ [অশুচি]’ যা সংজ্ঞা, সংজানন, ব্যবস্থাপন, ধারণ, এটি হলো অশুভসংজ্ঞা। তার কী পরিণামফল? [সাধকের চিত্ত] অশুভসংজ্ঞায় ভাবিত ও বাহুলীকৃত হলে শুভনিমিত্তে চিত্ত বিচলিত হয় না, জড়িত হয় না, স্থিত হয় না, অধিকন্তু উপেক্ষা প্রতিকূলতায় চিত্ত স্থিত হয়, এটিই হলো এর পরিণামফল।

এখানে পঞ্চস্কন্ধের পরিজ্ঞা ভগবান কর্তৃক দেশিত হয়েছে। যিনি [যোগী] এখানে অশুভসংজ্ঞা দ্বারা রূপস্কন্ধকে জানেন, দুঃখসংজ্ঞা দ্বারা বেদনাস্কন্ধকে জানেন, অনাত্মাসংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞাস্কন্ধকে ও সংস্কারস্কন্ধকে জানেন, অনিত্যসংজ্ঞা দ্বারা বিজ্ঞানস্কন্ধকে জানেন। এখানে শমথের দ্বারা তৃষ্ণাকে বিনাশ করেন, বিদর্শনের দ্বারা অবিদ্যাকে বিনাশ করেন, অদ্বেষের দ্বারা দ্বেষ বিনাশ করেন, অমোহের দ্বারা মোহ বিনাশ করেন, অনিত্যসংজ্ঞায় নিত্যসংজ্ঞাকে ধ্বংস করেন, দুঃখসংজ্ঞায় সুখসংজ্ঞাকে ধ্বংস করেন, অনাত্মাসংজ্ঞায় আত্মসংজ্ঞাকে ধ্বংস করেন, অশুভসংজ্ঞায় শুভসংজ্ঞা ধ্বংস করেন।

চিত্তবিক্ষেপ প্রতিসংহরণ লক্ষণ হলো শমথ, তা ধ্যানের কাছাকাছি কারণ। সর্বপ্রকার ধর্ম যথাভূত প্রতিবেধ লক্ষণ হলো বিদর্শন—তা সর্বজ্ঞাতব্যের কাছাকাছি কারণ। ইচ্ছা প্রতিসংহরণ লক্ষণ অলোভ—অদত্তদ্রব্য প্রতিগ্রহণ হতে বিরতি তার কাছাকাছি কারণ। অব্যপাদ লক্ষণ অদ্বেষ—প্রাণিহত্যা হতে বিরতি তার কাছাকাছি কারণ। বাস্তু অপ্রতিহতের লক্ষণ অমোহ—সম্যক প্রতিপত্তি তার কাছাকাছি কারণ। সংস্কৃত ধর্মগুলোর বিনাশগ্রহণ লক্ষণ অনিত্যসংজ্ঞা—উদয়-ব্যয় তার কাছাকাছি কারণ। সাসবস্পর্শ সংজানন লক্ষণ দুঃখসংজ্ঞা—বেদনা তার কাছাকাছি কারণ। সর্বধর্ম অনুপগমন লক্ষণ অনাত্মাসংজ্ঞা—ধর্মসংজ্ঞা তার কাছাকাছি কারণ। নীলবর্ণ-পূঁজপূর্ণ-উর্ধ্বস্ফীত মৃতদেহ [নিমিত্ত] প্রতিগ্রহণ লক্ষণ অশুভসংজ্ঞা—নির্বেধ বা অনাসক্তি তার কাছাকাছি কারণ। এরূপ নয় প্রকার পদের মধ্যে

প্রদর্শিতগুলোতে সর্বকুশলপক্ষ প্রদর্শিত হয়েছে। তা সেই বহুশ্রুত কর্তৃক জানা সম্ভব, অল্পশ্রুত কর্তৃক জানা সম্ভব নয়। প্রজ্ঞাবানের দ্বারা সম্ভব, দুষ্প্রাজ্ঞের দ্বারা অসম্ভব, যুক্তিযুক্তভাবে সম্ভব, অযৌক্তিকভাবে অসম্ভব।

৬৭. এখানে সাধক নিত্যসংজ্ঞায় নিবিষ্ট হলে অপরাপর চিত্তকে প্রণমিত করতে করতে স্মৃতি প্রত্যবেক্ষণ করলে অনিত্যসংজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। পঞ্চকামগুণ সুখ আস্বাদে নিবিষ্ট ব্যক্তির ঈর্যাপদের অগতি প্রত্যবেক্ষণ হতে দুঃখসংজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। স্কন্ধ-ধাতু-আয়তনকে আত্মা বলে গ্রহণকারীর নানাধাতু অনেকধাতু বিযুক্ততা প্রত্যবেক্ষণ হতে অনাত্মসংজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। বর্ণসৌন্দর্যে অভিরত কায়কে শুভ বলে প্রতিগ্রহণকারীর আবরিত অশুভসংজ্ঞা উৎপন্ন হয় না।

অবিপ্রতিসার তথা অনুতাপহীনতার লক্ষণ হলো শ্রদ্ধা, বিশ্বস্ততা এর প্রত্যুপস্থান। তার চারি স্রোতাপত্তিয় অঙ্গগুলো কাছাকাছি কারণ। ভগবান কর্তৃক এরূপ বলা হয়েছে, 'হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় কোথায় দর্শন করা উচিত? চারি স্রোতাপত্তিয় অঙ্গগুলোতে কুশল ধর্মে দর্শন করা উচিত।' [সং.নি.]।

[কুশলকর্মে] নির্ভীকতা অপ্রতিক্ষেপণ লক্ষণ হলো বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় দৃঢ়প্রত্যয়ের প্রত্যুপস্থান। তার অতীত চার প্রকার সম্যক প্রধান কাছাকাছি কারণ। যেমন ভগবান কর্তৃক ব্যক্ত হয়েছে, 'হে ভিক্ষুগণ, বীর্য-ইন্দ্রিয় কোনস্থানে দর্শন করা কর্তব্য? চারি সম্যক প্রধানে দর্শন করা উচিত।' [সং.নি.]।

স্মৃতি স্মরণ লক্ষণ, অস্মৃতি প্রত্যুপস্থান। তার অতীত চারি সতিপট্ঠান কাছাকাছি কারণ। যেমন ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে, 'হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় কোনস্থানে দর্শন করা উচিত? চারি সতিপট্ঠানে দর্শন করা উচিত।'

চিত্তের একাগ্রতার লক্ষণ হলো সমাধি, চিত্তের অবিক্ষেপ প্রত্যুপস্থান। তা চারি জ্ঞানের কাছাকাছি কারণ। যেমন ভগবান বলেছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, সমাধি-ইন্দ্রিয় কোনস্থানে দর্শন করা কর্তব্য? চার প্রকার ধ্যানের মধ্যে দর্শন করা কর্তব্য।'

প্রজানন লক্ষণ হলো প্রজ্ঞা, ভূতার্থ সন্তীরণ প্রত্যুপস্থান, তার চারি আর্যসত্য কাছাকাছি কারণ। যেমন ভগবান বলেছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, কোনস্থানে প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় দর্শন করা কর্তব্য? চারি আর্যসত্যে দর্শন করা কর্তব্য।' [সং.নি.]।

চার প্রকার চক্র—[যেমন] প্রতিরূপদেশে বাস চক্র, সৎপুরুষের সাহচর্য

চক্র, সম্যক আত্মপ্রতিষ্ঠা চক্র, পূর্বকৃত পুণ্যস্মরণ চক্র। [অ.নি. ৪.৩১]।

এখানে আর্যসন্নিশ্রয় লক্ষণ হলো প্রতিরূপদেশে বাস, এটি সৎপুরুষের সাহচর্যের কাছাকাছি কারণ। আর্যসন্নিশ্রয় লক্ষণ হলো সৎপুরুষের সাহচর্য, এটি সম্যক আত্মপ্রতিষ্ঠার কাছাকাছি কারণ। সম্যক প্রতিপত্তির লক্ষণ হলো সম্যক আত্মপ্রতিষ্ঠা—তা পুণ্যগুলোর কাছাকাছি কারণ। কুশলধর্ম সঞ্চয় লক্ষণ হলো পুণ্য—তা সর্বসম্পত্তির কাছাকাছি কারণ।

একাদশ প্রকার শীলমূলক ধর্মগুলো শীলবান ব্যক্তির অনুতাপহীনতার কারণ হয়... এই বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন 'এরপরে আর করণীয় নেই' এরূপ প্রজানন হতে অর্জন হয়। এখানে সংযমতার লক্ষণ হলো শীল—তা অনুতাহীনতার কাছাকাছি কারণ। না-আত্মানুবাদ লক্ষণ অনুতাপহীনতা, এটি প্রমোদ্যের কাছাকাছি কারণ। উৎফুল্লতা লক্ষণ প্রমোদ্য—তা প্রীতির কাছাকাছি কারণ। সন্তুষ্টিতা লক্ষণ প্রীতি—তা প্রশ্রদ্ধির কাছাকাছি কারণ। কর্মক্ষমতা লক্ষণ প্রশ্রদ্ধি, এটি সুখের কাছাকাছি কারণ। অব্যাপাদ লক্ষণ সুখ—তা সমাধির কাছাকাছি কারণ। অবিক্ষেপন লক্ষণ সমাধি, এটি যথাভূত-জ্ঞানদর্শনের কাছাকাছি কারণ। অবিপরীত সন্তীরণ লক্ষণ প্রজ্ঞা, এটি বৈরাগ্যের কাছাকাছি কারণ। অনাসক্তি লক্ষণ বৈরাগ্য, এটি বিরাগের কাছাকাছি কারণ। অসংক্লেশ লক্ষণ বিরাগ—এই বিমুক্তির কাছাকাছি কারণ। অকুশলধর্ম বিবেক লক্ষণ বিমুক্তি, এটি বিমুক্তি বিশুদ্ধির কাছাকাছি কারণ।

৬৮. চারি আর্যভূমির চারটি শ্রামণ্যফল। এখানে যিনি [বিদর্শক] যথাভূত জানেন, এটি হলো দর্শনভূমি। স্রোতাপত্তিফলকে যিনি যথাভূত জেনে বিরাগ উৎপন্ন করেন, এটি হলো তনু-কামরাগের কাছাকাছি কারণ, একইভাবে ব্যাপাদগুলোর। সকৃদাগামীফল সূক্ষ্ম [তৃষ্ণাও] বিচ্ছিন্ন করেন, এটি হলো রাগবিরাগ চিত্তবিমুক্তি। অনাগামীফল যা অবিদ্যাবিরাগ বিমুক্তি, এটি হলো কৃতভূমি। অর্হত্ত্ব শ্রামণ্যফল কি অর্থ প্রকাশ করে? আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো শ্রামণ্যফল, তার এই ফলকেই শ্রামণ্যফল বলা হয়।

আবার ব্রাহ্মণ্যফল কাকে বলে? ব্রাহ্মণ্য হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, তার অনুরূপ ফল হয় বলে একে ব্রাহ্মণ্যফল বলা হয়।

এখানে স্রোতাপন্ন কিরূপে হয়? পরম সত্যজ্ঞান অধিগমনের মুহূর্তে আর্যশ্রাবকের তিন প্রকার সংযোজন প্রহীন হয়—[যেমন] সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রতপরামর্শ। এই তিন প্রকার সংযোজন প্রহান পরিক্ষয়ে আর্যশ্রাবক হন। স্রোতাপন্ন অবিনিপাতধর্মী যাবতীয় দুঃখরাশির অন্ত সাধন করেন।

এখানে সৎকায়দৃষ্টি কিরূপ? অশ্রুতবান মূর্খ ও সাধারণলোক যাবতীয় আর্যধর্মে অনভিজ্ঞ, সে রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে, এভাবে যাবৎ বিজ্ঞানকে আত্মা বলে দর্শন করে, সে এই পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে আত্মা বিশ্বাসে, আত্মায় আমি বিশ্বাসে অথবা আত্মায় আমার বিশ্বাসে একসময় বশীভূত হয়, পাক্ষপাতীয় হয়, অনুগ্রাহী হয়, অনুশয়গ্রাহী হয়, অকুশলে পরিপূর্ণ হয় আবদ্ধ হয়। যা তথা হতে আকাঙ্ক্ষা, রুচি, দর্শন হতে আকার পরিবিতর্ক, মিথ্যাদৃষ্টির প্রতি মনোনিবিষ্টতায় অভিপ্রসন্ন হয়—একেই বলা হয় সৎকায়দৃষ্টি।

এখানে [সাধারণ ব্যক্তি] পঞ্চ দৃষ্টির উচ্ছেদ [দৃষ্টি] অনুসরণ করে থাকে। এই পঞ্চ কিরূপ? রূপকে আত্ম বলে দর্শন করে থাকে, এভাবে বিজ্ঞানকে আত্মা বলে দর্শন কর পর্যন্ত। এভাবে পাঁচ প্রকার উচ্ছেদ [দৃষ্টি] অনুসরণ করে থাকে। অবশিষ্ট পনেরোপ্রকার শাশ্বত [দৃষ্টি] অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু এই [স্রোতাপন্নলাভী তথা প্রথম মার্গ দর্শনকারী ব্যক্তির] সৎকায়দৃষ্টির প্রহানের দরুন বাষট্টিপ্রকার মিথ্যাদৃষ্টিগত চিত্তের প্রহান হয়। প্রহীনকারী ব্যক্তি উচ্ছেদ ও শাশ্বত দৃষ্টি অনুসরণ করেন না। এই উচ্ছেদ-শাশ্বত দৃষ্টি প্রহান হওয়ার দরুন আর্যশ্রাবকের আর কোনোপ্রকার দৃষ্টিগত বিষয় উৎপন্ন হয় না, অথবা অন্য অর্থে তিনি লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি হন।

কিন্তু কীভাবে সৎকায়দৃষ্টি উৎপন্ন হয় না? এখানে আর্যশ্রাবক শ্রুতিধর হন, এভাবে সমস্ত কুশল বিষয়ে বিস্তার করা কর্তব্য, এভাবে যাবৎ আর্যধর্মে বিশারদ হন, রূপকে অনাত্মা হিসেবে দর্শন করতে সক্ষম হন হতে বিজ্ঞানকে পর্যন্ত... এরূপে গভীরভাবে দর্শনকারী সাধকের সৎকায়দৃষ্টি উৎপন্ন হয় না।

কীভাবে বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় না? এখানে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন না, বিচিকিৎসা-পরায়ণ হন না, বরং অতীব প্রসন্ন হন এই মনে করে যে, 'ইনি সেই ভগবান' এভাবে সমস্তই বিস্তার করা কর্তব্য। আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন না, বিচিকিৎসা-পরায়ণ হন না, বরং অতীব প্রসন্ন হন এই মনে করে যে, 'সুব্যাখ্যাত বুদ্ধের ধর্ম' এভাবে সমস্তই বিস্তার করা কর্তব্য। তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ পর্যন্ত, এই চিন্তায় দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষিয় ধর্মে [অর্থাৎ সকৃদাগামী মার্গ দর্শনে] মনোযোগী হন। সংঘের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন না... দেব-মনুষ্য কর্তৃক পূজা প্রাপ্ত পর্যন্ত, এই চিন্তায় তৃতীয় আকাঙ্খিয় ধর্মে [অর্থাৎ অনাগামী মার্গ দর্শনে] মনোযোগী হন।

'সমস্ত সংস্কার দুঃখ' এই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করেন না,

বিচিকিৎসা-পরায়ণ হন না, পূর্ণমুক্তি লাভ করে, অতীব প্রসন্ন হন। 'তৃষ্ণা দুঃখসমুদয়' এই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করেন না, বিচিকিৎসা-পরায়ণ হন না। 'তৃষ্ণানিরোধই দুঃখনিরোধ' এই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করেন না, বিচিকিৎসা-পরায়ণ হন না। 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা' এই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করেন না, বিচিকিৎসা-পরায়ণ হন না, পূর্ণমুক্তি লাভ করে, অতীব প্রসন্ন হন। যাবত্রিক বুদ্ধে, ধর্মে বা সংঘে কিংবা দুঃখে, সমুদয়ে, নিরোধে বা মার্গে সংশয়, বিমতি, বিচিকিৎসা, ভিন্নদৃষ্টি, অপ্রসন্নতা, দ্বিধা, উদ্বেগ, সন্দেহ, শঙ্কা, অনিশ্চয়তা—তিনি এর প্রহীন করে, বিদূরিত করে শেকড়সহ ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ অনাসক্ত হওয়ার দরুন অনাগতে অনুৎপন্নধর্মী হন।

৬৯. এখানে শীলব্রত-পরামর্শ দুই ভাগে বিভক্ত—শীলের বা শুদ্ধের [শীলব্রত-পরামর্শ]। এখানে শীলের শীলব্রত-পরামর্শ হল : এর দ্বারা 'আমি শীল পালনের দ্বারা, ব্রত আচরণের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা দেবতা হব, অন্যতর দেবতা হব অথবা এখানে কবুতরের পায়ের মতো অপ্সরার সাথে ক্রীড়া করব, রমিত হব, পরিচারিত হব।' এরূপ যথাভূত দর্শন রুচিবিমুক্তি রাগ রাগপরিবর্তক দৃষ্টিরূপ দ্বারা দর্শনের দরুন অসন্তুষ্ট ব্যক্তির যে অবস্থা হয় তা-ই শীলব্রত-পরামর্শ।

এখানে শুদ্ধের শীলব্রত-পরামর্শ কিরূপ?

এখানে কেউ কেউ শীল পালন করেন, শীলের দ্বারা শুদ্ধ হয়, শীলের দ্বারা নীত হয়, শীলের দ্বারা মুক্ত হয়, সুখকে অতিক্রম করে, দুঃখকে অতিক্রম করে, সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে অনুক্রমে উর্ধ্বলোক প্রাপ্ত হয়। তদুভয় শীলব্রত আচরণ করে, তদুভয়ের শীলব্রতের দ্বারা শুদ্ধ হয়, মুক্ত হয়, নীত হয়, সুখকে অতিক্রম করে, দুঃখকে অতিক্রম করে, সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে অনুক্রমে [উর্ধ্বলোক] প্রাপ্ত হয়। অবিশুদ্ধিকর ধর্ম, অবিমুক্তিকর ধর্ম বিশুদ্ধি হতে, বিমুক্তি হতে প্রত্যাগমনকারীর যা তথা হতে আকাঙ্ক্ষা, রুচি, মুক্তি, দর্শন হতে আকার পরিবিতর্ক, মিথ্যাদৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করে দর্শন করে, এটি শুদ্ধের শীলব্রত-পরামর্শ। এতে উভয় পরামাস তথা মিথ্যাদৃষ্টি আর্যশ্রাবকের প্রহীন হয় যাবৎ ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী হয়। তিনি শীলবান হন, আর্যকান্ত শীলগুণে বিভূষিত হয়ে অখণ্ডভাবে যাবৎ উপশমের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। এই তিন প্রকার সংযোজন প্রহান করে শ্রুতিধর আর্যশ্রাবক হন, স্রোতাপন্ন অবিনিপাতধর্মী হন।

পরম সত্যজ্ঞান অধিগমন এটি কি বচনার্থ প্রকাশ করে?

চার প্রকার সত্যজ্ঞান অধিগমন—পরিজ্ঞা সত্যজ্ঞান অধিগমন [অভিসময়], প্রহান সত্যজ্ঞান অধিগমন, সাক্ষাৎকরণীয় সত্যজ্ঞান অধিগমন ও ভাবনা সত্যজ্ঞান অধিগমন।

এখানে আর্যশ্রাবক দুঃখকে পরিজ্ঞা সত্যজ্ঞান অধিগমনের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেন, সমুদয় বা উৎপত্তিকে প্রহান সত্যজ্ঞান অধিগমনের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেন, নিরোধকে সাক্ষাৎকরণীয় সত্যজ্ঞান অধিগমনের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং মার্গজ্ঞানকে ভাবনা সত্যজ্ঞান অধিগমনের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেন। কী কারণ? দুঃখকে পরিজ্ঞা সত্যজ্ঞান অধিগমন, সমুদয়কে প্রহান সত্যজ্ঞান অধিগমন, নিরোধকে সাক্ষাৎকরণীয় সত্যজ্ঞান অধিগমন এবং মার্গজ্ঞানকে ভাবনা সত্যজ্ঞান অধিগমন।

শমথ ও বিদর্শন দ্বারা কীভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়?

[সাধক] আলম্বন বা বিষয়বস্তুগুলোতে চিত্তকে আরোপ করে পঞ্চস্কন্ধে দুঃখকে দর্শন করেন। এখানে যে নির্ভরশীলতা, এটি শমথ। যা অবগাহন বা নিমজ্জন, এটি বিদর্শন। 'পঞ্চস্কন্ধে দুঃখ' এই বলে দর্শন করলে পঞ্চস্কন্ধের প্রতি যে আসক্তি, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মৈথুন, সংলগ্নতা, ইচ্ছা, মোহ, প্রণিধি, প্রার্থনা তা প্রহীন হয়।

এখানে পঞ্চস্কন্ধ হলো দুঃখ। যা এখানে [পঞ্চস্কন্ধের প্রতি] আসক্তি, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মৈথুন, সংলগ্নতা, ইচ্ছা, মোহ, প্রণিধি, প্রার্থনা—এগুলো সমুদয়। যা তার প্রহান—সেটি হলো নিরোধ, আর শমথ ও বিদর্শন হলো মার্গ। অনুরূপভাবে তাদের চারি আর্যসত্য এককালে একক্ষণে একচিত্তে অপূর্ব অপূর্ববর্তী সত্যজ্ঞান অধিগমন হয়। তদ্ধেতু ভগবান বলেছেন, 'পরম সত্যজ্ঞান অধিগমনের মুহূর্তে আর্যশ্রাবকের তিনটি সংযোজন প্রহীন হয়।'

৭০. এখানে শমথ-বিদর্শন যুগপথ বর্তমান সময়ে এককালে, একক্ষণে, একচিত্তে চার প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে, দুঃখকে পরিজ্ঞা সত্যজ্ঞান অধিগমনের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেন, এভাবে যাবৎ মার্গজ্ঞানকে ভাবনা সত্যজ্ঞান অধিগমনের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেন। কী কারণ? দুঃখকে পরিজ্ঞা সত্যজ্ঞান অধিগমন, এভাবে যাবৎ মার্গজ্ঞানকে ভাবনা সত্যজ্ঞান অধিগমন।

অনুরূপ এক দৃষ্টান্ত হলো : যেমন, নৌকা জলে চলতে গিয়ে চার প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে—সম্মুখস্থ তীর লাভ করে, এই পার্শ্বে তীর ত্যাগ করে, বোঝা বহন করে এবং স্রোত ছেদন করে। ঠিক অনুরূপভাবেই শমথ-বিদর্শন যুগপথ বর্তমান সময়ে এককালে, একক্ষণে, একচিত্তে চার প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে, দুঃখকে পরিজ্ঞা সত্যজ্ঞান অধিগমনের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেন,

এভাবে যাবৎ মার্গজ্ঞানকে ভাবনা সত্যজ্ঞান অধিগমনের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেন।

অথবা যেমন, সূর্য উদয়কালে এককালে অপূর্ব অপূর্ববর্তী চারি কৃত্য করে—অন্ধকার বিদূরণ করে, অলোক আনয়ন করে, রূপ প্রকাশিত করে, শীতল আবহওয়া ধ্বংস করে। ঠিক অনুরূপভাবেই শমথ-বিদর্শন যুগপৎ বর্তমান সময়ে এককালে... অথবা যেমন, প্রদীপ প্রজ্জ্বালনকালে এককালে অপূর্ব অপূর্ববর্তী চারি কৃত্য করে—অন্ধকার বিদূরণ করে, অলোক আনয়ন করে, রূপ প্রকাশিত করে, উপাদান বিনাশ করে। ঠিক অনুরূপভাবেই শমথ-বিদর্শন যুগপথ বর্তমান সময়ে এককালে...।

যখন আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন হয় তখন নিয়ত অবিনিপাতধর্মী হয়ে যাবতীয় দুঃখরাশির বিনাশ সাধন করেন, এটি হলো দর্শনভূমি। স্রোতাপত্তিফল ও স্রোতাপত্তিফলে স্থিত ঊর্ধ্বে শমথ-বিদর্শন ভাবনাকারী যোগী যুগপৎ বর্তমান সময়ে কামরাগ-ব্যাপাদের মধ্যে যেকোনো একটি প্রহান করে আর্যশ্রাবক হন। সকৃদাগামী অর্জনকারী যোগী একবার মাত্র এই পৃথিবীতে জন্মধারণ-পূর্বক দুঃখরাশির অন্তসাধন করেন, এটি হলো তনুভূমি।

[বিদর্শক] সকৃদাগামীফল ও সকৃদাগামীফলে স্থিত হয়ে বিদর্শন ভাবনায় রত হয়ে কামরাগ-ব্যাপাদ অনুশয় বা সুপ্ত তৃষ্ণাসহ অনবশেষরূপে পরিত্যাগ করেন। কামরাগ-ব্যাপাদ অনবশেষরূপে প্রহীন হলে পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীন করেন; [যেমন] সৎকায়দৃষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ, বিচিকিৎসা, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ—এই পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীন করে আর্যশ্রাবক হন অনাগামীলাভী। তথায় বা শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে পরিনির্বাণ লাভ করবেন, তদ্ধেতু তিনি লোক হতে অনাবর্তিতধর্মী, এটি হলো বীতরাগভূমি।

[সাধক] অনাগামীফল এবং অনাগামীফলে স্থিত হয়ে উপর্যুপরি শমথ-বিদর্শন ভাবনাকারী পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন পরিত্যাগ করেন—রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন প্রহান করে আর্যশ্রাবক অর্হৎ হন, একজন ক্ষীণাসব পরিপূর্ণভাবে সম্যকরূপে বিমুক্ত হন, তাঁর পরিক্ষীণ হয় ভব-সংযোজন, লাভ করেন মঙ্গলার্থ, এটি হলো কৃতভূমি।

একমাত্র অর্হত্ত্ব লাভ করা, এটি হলো সোপাদিশেষ নির্বাণধাতু। তাঁর আয়ুক্ষয়ে জীবিত-ইন্দ্রিয় উপচ্ছেদে বর্তমান দুঃখ নিরোধ হয়, অন্য দুঃখ উৎপন্ন হয় না। এখানে যেই বর্তমান দুঃখের নিরোধ উপশম, অন্যের

অপ্রাদুর্ভাব, এটি হলো অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু। এই হলো দ্বিবিধ নির্বাণধাতু। এই সত্যগুলো কথিত—সত্যজ্ঞান অধিগমন কথিত, ক্লেশ নিষ্পত্তি কথিত, প্রহান কথিত, ভূমিগুলো কথিত, ফলগুলো কথিত, নির্বাণধাতুগুলো কথিত। অনুরূপভাবে কথিত বিষয়গুলোর মধ্যে সর্ববোধি বা সর্বপ্রকার জ্ঞান কথিত হয়। এখানে সংযুক্ত করা কর্তব্য।

৭১. এখানে নয় প্রকার অনুক্রমিক সমাপত্তি কিরূপ?

চারি ধ্যান, চারি অরূপ-সমাপত্তি এবং নিরোধ-সমাপত্তি। এখানে চারি ধ্যান কিরূপ? 'হে ভিক্ষুগণ, এই শাসনে ভিক্ষু কাম হতে মুক্ত হয়ে' এভাবে বিস্তার করা কর্তব্য। [দীর্ঘনিকায়]। এখানে চারি অরূপ-সমাপত্তি কিরূপ? বিরাগ সম্পর্কীয় সাধনার প্রণালি বর্ণনা করা কর্তব্য, যাবৎ নিরোধ-সমাপত্তি পর্যন্ত বিস্তার করা কর্তব্য, এগুলোই নয় প্রকার অনুক্রমিক সমাপত্তি।

প্রথম ধ্যান কিরূপ?

[প্রথম ধ্যান হলো] পঞ্চ অঙ্গহীন [বিপ্রযুক্ত] পঞ্চ অঙ্গ সংযুক্ত [সম্প্রযুক্ত]। এখানে পঞ্চ অঙ্গ বিপ্রযুক্ত কিরূপ? পঞ্চ নীবরণ। এখানে পঞ্চ নীবরণ কিরূপ? কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা।

এখানে কামচ্ছন্দ কিরূপ? পঞ্চ কামগুণের প্রতি যে ছন্দরাগ প্রেম, আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, মোহ, প্রার্থনা, অপরিত্যাগ, অনুশয়, পর্যুত্থান, এটি হলো কামচ্ছন্দ-নীবরণ।

এখানে ব্যাপাদ-নীবরণ কিরূপ?—যেই সত্ত্বের সংস্কারগুলোতে আঘাত... এখানে যা দ্বেষ তা বারংবার আলম্বন হতে উঠে যাওয়া (অর্থাৎ চঞ্চলতা), এটি হলো ব্যাপাদ-নীবরণ।

এখানে মিদ্ধ কিরূপ? যা চিত্তর জড়তা, চিত্তের ভারিত্ব, চিত্তের অকর্মণ্যতা, চিত্তের নিক্ষেপ, নিদ্রাভাব, অলসতা, নিদ্রালুতা, তন্দ্রাভিভূত, এটি হলো মিদ্ধ। এখানে স্ত্যান কিরূপ? যা কায়ের অলসতা, জড়তা, কায়ের ভারিত্ব, কায়ের অপ্রশ্রদ্ধি, এটি হলো স্ত্যান। এখানে এই স্ত্যান এবং পূর্বের মিদ্ধ তদুভয়কে স্ত্যান-মিদ্ধ-নীবরণ বলা হয়।

এখানে ঔদ্ধত্য কিরূপ? চিত্তের যেই উপশমহীনতা বা অস্বস্তিতা, এটি হলো ঔদ্ধত্য। এখানে কৌকৃত্য কিরূপ? চিত্তের যেই হতবুদ্ধিতা, অনুতাপ, উৎপীড়ন, উদ্বেগ, মনস্তাপ, এটি হলো কৌকৃত্য। এখানে এই কৌকৃত্য এবং পূর্বের ঔদ্ধত্য তদুভয়কে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য-নীবরণ বলা হয়।

এখানে বিচিকিৎসা-নীবরণ কিরূপ? বুদ্ধের প্রতি, ধর্মের প্রতি বা সংঘের প্রতি যেই... এটি হলো বিচিকিৎসা। অপিচ পঞ্চ বিচিকিৎসা—শমন-

অন্তরায়িক, স্থান-অন্তরায়িক, সমাপত্তি-অন্তরায়িক, মার্গ-অন্তরায়িক, স্বর্গ-অন্তরায়িক—এই পঞ্চ বিচিকিৎসা। কিন্তু এখানে সমাপত্তি-অন্তরায়িকই বিচিকিৎসা বলে অভিপ্রেত। এই হলো পঞ্চ নীবরণ।

এখানে নীবরণ কি বচন অর্থে, কি বিষয়কে নীবরণ করে? সর্বপ্রকার কুশলপক্ষীয় বিষয়গুলোকে নিবারণ করে। কীভাবে নিবারণ করে? কামচ্ছন্দ অশুভ হতে নিবারণ করে, ব্যাপাদ মৈত্রী হতে নিবারণ করে, স্ত্যান প্রশ্রব্ধি হতে নিবারণ করে, মিদ্ধ বীর্য প্রয়োগ হতে নিবারণ করে, ঔদ্ধত্য শমথ হতে নিবারণ করে, কৌকৃত্য অবিপ্রতিসার বা অনুতাপহীনতা হতে নিবারণ করে, বিচিকিৎসা প্রজ্ঞা হতে ও প্রতীত্য-সমুৎপাদ হতে নিবারণ করে।

অপর প্রকারে বললে—কামচ্ছন্দ অলোভ হতে ও কুশলমূল হতে নিবারণ করে, ব্যাপাদ অদ্বেষ হতে নিবারণ করে, স্ত্যান-মিদ্ধ সমাধি হতে নিবারণ করে, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য সতিপট্‌ঠান হতে নিবারণ করে, বিচিকিৎসা অমোহ হতে ও কুশলমূল হতে নিবারণ করে।

অপর প্রকারে বললে, তিন প্রকার বিহার—দিব্যবিহার, ব্রহ্মবিহার, আর্যবিহার। দিব্যবিহার হচ্ছে চারি ধ্যান, ব্রহ্মবিহার হচ্ছে চারি অপ্রমাণ [যথা : মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা], আর্যবিহার সাইত্রিশপ্রকার বোধিপক্ষীয়ধর্ম [যথা : চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, চারি সতিপট্‌ঠান, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তব্যেধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ]। এখানে কামচ্ছন্দ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দিব্যবিহার নিবারণ করে, ব্যাপাদ ব্রহ্মবিহার নিবারণ করে, স্ত্যান-মিদ্ধ ও বিচিকিৎসা আর্যবিহার নিবারণ করে।

অপর প্রকারে বললে—কামচ্ছন্দ, ব্যপাদ ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য শমথকে নিবারণ করে। স্ত্যান-মিদ্ধ ও বিচিকিৎসা বিদর্শনকে নিবারণ করে—অতএব একে নীবরণ বলা হয়েছে। এই পাঁচ প্রকার অঙ্গ তথা পঞ্চ নীবরণ বিপ্রযুক্ত প্রথম ধ্যান।

পাঁচ প্রকার অঙ্গে সম্প্রযুক্ত প্রথম ধ্যান কিরূপ?

বিতর্ক (চিন্তা), বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতার দ্বারা সম্প্রযুক্ত। এই পাঁচ প্রকার অঙ্গগুলো উৎপাদন, প্রতিলাভ, সমন্নাগত, সাক্ষাৎকরণ করলে পরে প্রথম ধ্যান অর্জন হয় বলে বলা হচ্ছে। [শমথ যোগী] এই পাঁচ প্রকার অঙ্গ উপন্ন করে বিহার করেন। তদ্ধেতু বলা হয়েছে : 'প্রথম ধ্যান অর্জন করে বিহার করেন দিব্য বিহারের মাধ্যমে।'

এখানে দ্বিতীয় ধ্যান চারি অঙ্গ সমন্বিত—প্রীতিতে, সুখে, চিত্ত-একাগ্রতায় ও আধ্যাত্মিক আনন্দে—এই চারি অঙ্গ উৎপন্ন করে, লাভ করে

অবস্থান করেন; সেই কারণে বলা হয়েছে : 'দ্বিতীয় ধ্যান অর্জন করে অবস্থান করেন।'

এখানে পঞ্চ অঙ্গে সমন্বিত তৃতীয় ধ্যান—স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানে, সুখে, চিত্ত-একাগ্রতায় ও উপক্ষোয়—এই পঞ্চ অঙ্গ উৎপন্ন করে লাভ করে, অবস্থান করেন; সেই কারণে বলা হয়েছে—'তৃতীয় ধ্যান অর্জন করে অবস্থান করেন।'

এখানে চতুর্থ ধ্যান চারি অঙ্গে সমন্বিত—উপেক্ষায়, স্মৃতিপরিশুদ্ধিতে, অদুঃখ-অসুখবেদনায় ও চিত্ত-একাগ্রতায়—এই চারি অঙ্গে সমন্বিত চতুর্থ ধ্যান। এরূপ চারি অঙ্গ উৎপন্ন করে, প্রতিলাভ করে, সমন্নাগত হয়ে, সাক্ষাৎ করে চতুর্থ ধ্যান লাভ হয় বলে বলা হচ্ছে। এই চারি ধ্যান উৎপন্ন করে, লাভ করে অবস্থান করেন; সেই কারণে বলা হয়েছে—'দিব্য বিহারের মধ্যদিয়ে অবস্থান করেন।'

এখানে অনিত্য অর্থে কী বুঝায়? পীড়নার্থে অনিত্য, ভঙ্গুরার্থে, সম্প্রাপনার্থে বিচ্ছেদার্থে অনিত্য, এটি অনিত্য বুঝায়।

এখানে দুঃখ অর্থে কী বুঝায়? পীড়নার্থে দুঃখ, যন্ত্রণাদায়কার্থে, সংবেগজনকার্থে, ব্যাধিতুল্যার্থে, এটি দুঃখ বুঝায়।

এখানে শূন্য অর্থে কী বুঝায়? অনুপলিপ্তার্থে শূন্য, অসম্ভাজনার্থে, সমান্যার্থে, বিবর্তার্থে, এটি শূন্য বুঝায়।

এখানে অনাত্মা অর্থে কী বুঝায়? অনীশ্বরার্থে অনাত্মা, অনবসবত্যার্থে, ইচ্ছাবিরহিতার্থে, পরিবিদার্থে, এটি অনাত্মা বুঝায়।

[সূত্রার্থ পরিচালিত সংবর্তসন্তিক নামে
পিটকভূমি সমাপ্ত হলো]

৭. হার সম্পাত বা সংযোগ ভূমি

৭২. ধ্যান হলো বিরাগের বিষয়। এখানে চারি ধ্যান বিস্তার করা কর্তব্য। তা দুই ভাগে বিভক্ত—বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ *(বোধ্যঙ্গ)*-বিপ্রযুক্ত ও বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ-সম্প্রযুক্ত। এখানে বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ-বিপ্রযুক্ত হলো বাহ্যিক বিষয়, বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ-সম্প্রযুক্ত হলো আর্যপুদ্গালের বিষয়।

এখানে যেই ছয় প্রকার পুদ্গালমূল রয়েছে তাদের বিস্তার করলে—রাগচরিত, দ্বেষচরিত, মোহচরিত, রাগ-দ্বেষচরিত, রাগ-মোহচরিত, দ্বেষ-

মোহচরিত, সমভাগচরিত হয়—এসব পুদ্গল ধ্যানে মনোনিবেশ করতে গিয়ে পঞ্চ নীবরণ প্রতিপক্ষ হয়ে কাজ করে তাদের ধ্যানে অন্তরায় সৃষ্টি করে। যেমন, সে [ধ্যান উৎপাদনে] অসমর্থ হয় বলে তার তিনটি অকুশলমূল বশীভূত হয়। লোভের অকুশলমূল অভিধ্যা [অতিলোভ] এবং ঔদ্ধত্য উৎপন্ন হয়ে অলোভ কুশলমূলের দ্বারা বশীভূত করে, কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা মোহপক্ষীয় হয়ে, তা অমোহকে বশীভূত করে। দ্বেষ ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বেষপক্ষীয় হয়, সেই অদ্বেষের দ্বারা বশীভূত করে।

এখানে অলোভের পরিপূর্ণতার জন্য নৈষ্ক্রম্য-বিতর্ককে বিতর্ক বলে। এখানে অদ্বেষের পরিপূর্ণতার জন্য অব্যাপাদ-বিতর্ককে বিতর্ক বলে। এখানে অমোহের পরিপূর্ণতার জন্য অবিহিংসা-বিতর্ককে বিতর্ক বলে। এখানে অলোভের পরিপূর্ণতার জন্য কাম হতে বিমুক্ত হয়। এখানে অদ্বেষের পরিপূর্ণতার জন্য ও অমোহের পরিপূর্ণতার জন্য পাপ অকুশল ধর্ম হতে বিমুক্ত হয়, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেক উৎপন্ন প্রীতিসুখময় প্রথম ধ্যান অধিকার করে বিহার করেন।

বিতর্ক তিন প্রকার—নৈষ্ক্রম্য-বিতর্ক, অব্যাপাদ-বিতর্ক ও অবিহিংসা-বিতর্ক। এখানে [ধ্যানীর] প্রথম অতিক্রম করে বিতর্ক, [বিতর্ক] প্রতিলাভকারীর বিচরণকে বিচার বলে। যেমন, কোনো ব্যক্তি দূর হতে অন্য ব্যক্তিকে আগমন করতে দেখতে পায়, কিন্তু সে তাকে চিনতে পারে না যে সে স্ত্রী নাকি পুরুষ, যখন সে নিকটে উপস্থিত হয় তখন সে স্ত্রী নাকি পুরুষ, এরূপ বর্ণ, এরূপ গঠন এই নিয়ে বিতর্কে মশগুল হয়, অতঃপর ইনি কি শীলবান নাকি দুঃশীল, ধনসম্পন্ন নাকি গরিব বিষয়ে অনেক যাচাই-বাছাই করে। অনুরূপভাবে বিচার বিতর্কে অর্পণ করায়, বিচার নিমজ্জিত করে রাখে এবং পুনঃপুন রমিত করায়।

যেমন, পাখি পূর্বে উদ্যম করে, পরবর্তীতে উদ্যম করে না, যেভাবে উদ্যম করে এখানে এটি হলো বিতর্ক। পাখিদের যেরূপ বিস্তার অনুরূপ এখানেও বিচার অনুপালন করে বিতর্কে বিচরণ করে ও বিচার করে। চিন্তা করে এই অর্থে বিতর্ক, পুনঃপুন বিচরণ করে এই অর্থে বিচার। কাম-সংজ্ঞার প্রতিপক্ষ হচ্ছে বিতর্ক, ব্যাপাদ-সংজ্ঞার এবং বিহিংসা-সংজ্ঞার প্রতিপক্ষ হচ্ছে বিচার। বিতর্কগুলোর কর্ম হচ্ছে অকুশলে মনোযোগ না দেয়া, বিচারগুলোর কর্ম হচ্ছে জ্যেষ্ঠদের সংবরণ করা। যেমন অবিরাম নিঃশব্দে পাঠ শিক্ষা করে অনুরূপ এই বিতর্ক কাজ করে [অর্থাৎ বিতর্ক একটি বিষয়কে মনে মনে পুনঃপুন জপ করে]। যেভাবে ওই বিষয়কেই বারম্বার দর্শন করে

বা জপ করে অনুরূপ বিচার কাজ করে। যেমন অপরিজ্ঞা অনুরূপ এই বিতর্ক। যেমন পরিজ্ঞা অনুরূপ এই বিচার।

নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় এবং প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদায় বিতর্ক রয়েছে, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় এবং অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় বিচার রয়েছে। প্রফুল্লতা দক্ষ চেতনা হচ্ছে চিত্তের বিতর্ক। মীমাংসায় দক্ষ চেতনা হচ্ছে চিত্তের বিচার। এটি কুশল, এটি অকুশল, এটি ভাবিতব্য, এটি পরিত্যাজ্য, এটি সাক্ষাৎকরণীয়—এই নিয়ে চিন্তায় মেতে থাকাই হচ্ছে বিতর্ক, আর যা প্রহান, ভাবনা এবং সাক্ষাৎকৃত অনুরূপই হচ্ছে বিচার। এই দ্বিবিধ বিতর্ক-বিচারে স্থিত যোগীর দ্বিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয় না—কায়িক ও চৈতসিক [দুঃখ]। দ্বিবিধ সুখ উৎপন্ন হয়—কায়িক ও চৈতসিক [সুখ]। এই বিতর্কজনিত চৈতসিক সুখ, প্রীতি কায়িক সুখ কায়িকই হয়ে থাকে। যা এখানে চিত্তের একাগ্রতা, এটি হচ্ছে সমাধি। এই প্রথম ধ্যান পঞ্চাঙ্গ প্রহীন আর পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত হয়ে থাকে।

সেভাবে বিতর্ক-বিচারগুলো অবিরাম আসেবন বা অভ্যাস করার কারণে সাধকের মন নিয়ন্ত্রিত হয়। তখন তার (সাধকের) বিতর্ক-বিচারগুলো স্পষ্ট বুঝা সম্ভব হয় ওঠে। যা প্রীতি, সুখ ও নৈষ্ক্রম্য প্রশস্ত করে তোলে। এমনকি তা সমাধিজ প্রীতি ও রতি উৎপন্ন করে। তা বিচার-আলম্বন। তাদের উপশম হলে পরে আধ্যাত্মিক চিত্ত প্রশান্ত হয়। যে বিতর্ক-বিচার দ্বিবিধ ধর্ম অনুস্মরণ করা কর্তব্য। বতর্মানকে দুঃখবহুল করা কর্তব্য। তাদের উপশম হওয়ার দরুন চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হয়ে চিত্ত-একাগ্র হয়। তার একাগ্রতায় প্রীতি পরিপূর্ণতা লাভ করে ধ্যানে অগ্রসর হয়। যা প্রীতি—তা-ই সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, যা সুখ—তা-ই সুখ-ইন্দ্রিয়। যা চিত্ত-একাগ্রতা—এটিই হচ্ছে সমাধি। তা চারি অঙ্গ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান। সেই প্রীতির বিরাগ হতে প্রস্থান করে বিরত হয়ে ক্লেদসহগত হয়।

৭৩. এখানে 'সৌমনস্য চিত্ত উপাদান হয়' বলতে তিনি [সাধক] তা চিন্তা করতে গিয়ে উপেক্ষাতেই মনোযোগ স্থাপন করে। তিনি প্রীতিতে বিরাগ হয়ে উপেক্ষাযুক্ত চিত্তে বিহার করেন। প্রীতির দ্বারা যেই সুখ আনীত হয়, তা কায়ের দ্বারা অনুভব করে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে বিহার করেন। যার দরুন [সাধক] স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে উপেক্ষা পরিপূর্ণ করে অগ্রসর হন। এই তৃতীয় ধ্যান চারি অঙ্গ সমন্বিত হয়।

অনুরূপ কায়িক সুখের প্রহীন হওয়ার দরুন প্রথম ধ্যানে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় ধ্যানে দুঃখ-ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হয়। সেই সুখ ও দুঃখের প্রহীনে পূর্বের সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের অস্তগমনে অদুঃখ-অসুখ উপেক্ষা স্মৃতি

পরিশুদ্ধি করে চতুর্থ ধ্যান অর্জন করে দিনযাপন করেন। এখানে চারি ইন্দ্রিয়ের উপেক্ষা প্রাসাদ লাভ করে—দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, সুখ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। সেগুলো নিরোধ হলে পরে উপেক্ষাসম্প্রজ্ঞতা হয়। এখানে [সাধক] সুখ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অস্মৃতিমান হয়, সেগুলো নিরোধ হলে স্মৃতিমান হন। দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অসম্প্রজ্ঞতা হয়, সেটির নিরোধে সম্প্রজ্ঞান হন। এই উপেক্ষায়, সংজ্ঞা, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, চিত্ত-একাগ্রতা, একেই বলা হয় চতুর্থ ধ্যান।

এখানে যিনি রাগচরিত পুদ্গল তার সুখ-ইন্দ্রিয় ও সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় লাভ হয়, যিনি দ্বেষচরিত পুদ্গল তার দুঃখ-ইন্দ্রিয় ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় লাভ হয়, যিনি মোহচরিত পুদ্গল তার স্মৃতিহীনতা ও অসম্প্রজ্ঞতা লাভ হয়।

এখানে রাগচরিত পুদ্গলের তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যানে অনুনয় নিরুদ্ধ হয়। দ্বেষচরিতের প্রথম ধ্যানে ও দ্বিতীয় ধ্যানে প্রতিঘ [তীব্র হিংসা] নিরুদ্ধ হয়। মোহচরিত পুদ্গলের প্রথম ধ্যানে ও দ্বিতীয় ধ্যানে অসম্প্রজ্ঞতা নিরুদ্ধ হয়। তৃতীয় ধ্যানে ও চতুর্থ ধ্যানে অস্মৃতি নিরুদ্ধ হয়। এরূপেই সেই ত্রিবিধ পুদ্গলের চারি ধ্যানের দ্বারা বিশুদ্ধিতা দিক অর্জন হবে।

এখানে রাগ-দ্বেষচরিত পুদ্গলের অসম্প্রজ্ঞতা, অনুনয় ও প্রতিঘ লাভ হয়, তার কারণে তা হীনভাগীয় ধ্যান হয়। এখানে রাগ-মোহচরিত পুদ্গলের অনুনয়ত্ব ও আদীনব দর্শিত হয়, তা তার হীনভাগীয় ধ্যান হয়। এখানে দ্বেষ-মোহচরিত পুদ্গলের প্রতিঘ, অস্মৃতি, অসম্প্রজ্ঞতা ও আদীনব দর্শিত হয়, সে কারণে তার হীনভাগীয় ধ্যান হয়।

এখানে রাগ-দ্বেষ-মোহ-সমভাগচরিত পুদ্গলের বিশেষভাগীয় ধ্যান হয়, এই চারি ধ্যান সাত প্রকার পুদ্গলের মধ্যে নির্দেশ করা কর্তব্য। চারি সমাধির মধ্যে ছন্দ-সমাধির দ্বারা প্রথম ধ্যান লাভ হয়, বীর্য-সমাধির দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান লাভ হয়, চিত্ত-সমাধির দ্বারা তৃতীয় ধ্যান লাভ হয়, মীমংসা-সমাধির দ্বারা চতুর্থ ধ্যান লাভ হয়।

অপ্রণিহিতের দ্বারা প্রথম ধ্যান লাভ হয়, শূন্যতায় দ্বিতীয় ধ্যান লাভ হয়, অনিমিত্তের দ্বারা তৃতীয় ধ্যান লাভ হয়, আনাপানস্মৃতির দ্বারা চতুর্থ ধ্যান লাভ হয়।

কামবিতর্ক ও ব্যাপাদের সেই সেই উপশমের দ্বারা প্রথম ধ্যান লাভ হয়, বিতর্ক-বিচারগুলোর উপশমের দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান লাভ হয়, সুখ-ইন্দ্রিয়-সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়গুলোর উপশমের দ্বারা তৃতীয় ধ্যান লাভ হয়, কায়-

সংস্কারগুলোর উপশমের দ্বারা চতুর্থ ধ্যান লাভ হয়।

ত্যাগাধিষ্ঠানের দ্বারা প্রথম ধ্যান লাভ হয়, সত্যাধিষ্ঠানের দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান লাভ হয়, প্রজ্ঞাধিষ্ঠানের দ্বারা তৃতীয় ধ্যান লাভ হয়, উপশমাধিষ্ঠানের দ্বারা চতুর্থ ধ্যান লাভ হয়।

এই চারি ধ্যান সংক্ষিপ্ত উপায়ে নির্দেশের দ্বারা নির্দিষ্ট। এখানে সমাধি-ইন্দ্রিয় পরিপূর্ণ করে অগ্রসর হয়। চার প্রকার অনুবর্তনকারী হয়—এখানে যিনি প্রথম ধ্যানকে নিশ্রয় করে আসবক্ষয় প্রাপ্ত হন তিনি সুখ প্রতিপদায় দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় প্রতিপক্ষের দ্বারা গমন করেন। যিনি দ্বিতীয় ধ্যানকে নিশ্রয় করে আসবক্ষয় প্রাপ্ত হন তিনি সুখ প্রতিপদায় ক্ষীপ্রাভিজ্ঞায় দুঃখ-ইন্দ্রিয় প্রতিপক্ষের দ্বারা গমন করেন। যিনি তৃতীয় ধ্যানকে নিশ্রয় করে আসবক্ষয় প্রাপ্ত হন তিনি সুখ প্রতিপদায় দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় প্রতিপক্ষের দ্বারা গমন করেন। যিনি চতুর্থ ধ্যানকে নিশ্রয় করে আসবক্ষয় প্রাপ্ত হন তিনি সুখ প্রতিপদায় ক্ষীপ্রাভিজ্ঞায় সুখ-ইন্দ্রিয় প্রতিপক্ষের দ্বারা গমন করেন।

প্রকীর্ণক বা বিস্তীর্ণ নির্দেশ

৭৪. যা চারি ধ্যান, তন্মধ্যে ধ্যানগুলোর এই এই অঙ্গ, সেই অঙ্গগুলোর সমষ্টি হতে অঙ্গগুলো হয়, এই ধ্যানভূমি বিশেষত্ব আছে কি? বিশেষত্ব আছে। এই যে সম্ভারগুলো তার দ্বারাই এই সমুদাগম বা উৎপত্তি, তার সমুদাগমের এই নীতি, তার নীতিতে এই ভাবনা। সেই ভাবনায় এই আদীনব। তার দ্বারা এই পরিহানি। কার পরিহানি? তার নিকট উপস্থিত অধ্যায়গুলোর। তাকে যা ভাষণ করেন তা প্রত্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এই বিশেষত্ব। সেই বিশেষত্বের দ্বারাই এই আস্বাদ, সেটি কার আস্বাদ?—অধ্যানীর নাকি ধ্যানীর। সেই অধ্যানীর এবং ধ্যানীর, এই প্রসন্নতা দক্ষতায় স্থিত ধ্যান অবিচল ধ্যানবল প্রাপ্ত হন। ধ্যানবলে স্থিত এই পারমীপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই ধ্যানাঙ্গগুলো অনাবিল সংকল্প প্রথম ধ্যানে ধ্যানাঙ্গগুলো ভাবিত করেন। সেই প্রীতি সেটিকে অনুসরণ করে প্রথম ধ্যানে ধ্যানাঙ্গ ও তার অঙ্গগুলোর ধর্মগুলো অভিন্ন।

প্রীতি দ্বিতীয় ধ্যানে ধ্যানাঙ্গ ধর্মতা হয় কিন্তু তথা হতে প্রবর্তিত সহগত ধানাঙ্গ ধর্ম সসুখতার দরুন আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ বা প্রশান্তি দ্বিতীয় ধ্যানে ধানাঙ্গ হয় মনোসম্প্রসাদন ও তদভিনিবিষ্টতায়। প্রীতি দ্বিতীয় ধ্যানে ধানাঙ্গ আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদন সমাধি হতে প্রীতি দ্বিতীয় ধ্যানে ধ্যানাঙ্গ, চিত্তের

একাগ্র অবস্থা দ্বিতীয় ধ্যানে ধানাঙ্গ, উপেক্ষা স্পর্শতা তৃতীয় ধ্যানে ধ্যনাঙ্গ, এবং সুখ তার অঙ্গ হয়। চিত্তের একাগ্র অবস্থা চতুর্থ ধ্যানে ধানাঙ্গ, উপেক্ষা অদুঃখ-অসুখ চতুর্থ ধ্যানে ধানাঙ্গ, অভিনিবিষ্ট ভূমি উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যানের ধ্যানাঙ্গ। স্মৃতি পরিশুদ্ধি ও অনেক উপরিস্থ ভূমিগুলোর মধ্যে ধানাঙ্গ সংযুক্ত প্রীতি চিত্তের একাগ্রভাব চতুর্থ ধ্যানের ধ্যানাঙ্গ।

এখানে ধ্যানভূমি কিরূপ?

সবিতর্কে সবিচারে বিবেকে অনুগত প্রথম ধ্যানে ধ্যানভূমি। অবিতর্কে অবিচারে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদনজনিত প্রীতি অনুগত দ্বিতীয় ধ্যানে ধ্যানভূমি। সুখসম্মত সমাহিত সপ্রীতিক তৃতীয় ধ্যানে ধ্যানভূমি। সেই সুখ-দুঃখসহগত উদ্যমসহগত চতুর্থ ধ্যানে ধ্যানভূমি। অপ্রমাণসহগত সপ্ত-আলম্বন প্রথম ধ্যানে ধ্যানভূমি। অভিভূমি আয়তনসহগত রূপসংজ্ঞীর তৃতীয় ধ্যানে ধ্যানভূমি। বিমোক্ষসহগতদের বিমোক্ষের মধ্যে তৃতীয় ধ্যানে ধ্যানভূমি। অনুদর্শনসহগত কায়সংস্কার সম্যক চতুর্থ ধ্যানের ভূমি।

৭৫. এখানে ধ্যানবিশেষ কিরূপ?

[যোগী] কাম হতে বিমুক্ত হয়ে ও পাপ অকুশল ধর্ম হতে বিমুক্ত চিত্ত-চৈতসিকসহগত কামধাতু সমতিক্রম করে, এটি হলো ধ্যানবিশেষ। [যোগী] অবিতর্ক, অবিচার, সপ্রীতিক, স্মৃতিসহগত ও প্রীতিসহগত সংজ্ঞামনসিকার আচরণ করেন, এটি হলো ধ্যানবিশেষ। [যোগী] অবিতর্ক ভূমিতে অবিচারেই স্মৃতি অনুগত হয়ে উপেক্ষাসহগত মনসিকার আচরণ করে। [যোগী] তদনুধর্মতায় স্মৃতি সংযুক্ত হয়। সেই ভূমি লাভ করে বিহার করেন, এটি হলো ধ্যানবিশেষ। [যোগী] স্মৃতি পরিশুদ্ধিসহগত সংজ্ঞামনস্কার আচরণ করেন, সেই ভূমিকে অর্জন করে বিহার করেন, এটি হলো ধ্যানবিশেষ। [যোগী] বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনসহগত ভূমিতে আকিঞ্চন-আয়তনসহগত সংজ্ঞামনস্কার আচরণ করেন, সেই ভূমিকে অধিগত করে বিহার করেন, এটি হলো ধ্যানবিশেষ।

[যোগী] এই ধ্যানরাশিতে নৈষ্ক্রম্যবিতর্ক সম্ভার অর্জন করে কামবিতর্ক বিদূরণে অভিপ্রায়ী হন। অব্যাপাদবিতর্ক সম্ভার অর্জন করে ব্যপাদবিতর্ক বিদূরণে অভিপ্রায়ী হন। অবিহিংসাবিতর্ক সম্ভার অর্জন করে বিহিংসাবিতর্ক বিদূরণে অভিপ্রায়ী হন।

[যোগীর] ইন্দ্রিয়গুলোর গুপ্তদ্বারতা, অল্পেচ্ছুতা সম্ভার, পরিশুদ্ধ জীবিকা ও চারি সমাপত্তির সম্ভার অকর্মের বিহার করার ক্ষমতা অর্জন করেন। মার্গসম্ভার সমাপত্তিতে নিমজ্জিত হন। ফলসম্ভার ধ্যানে নিরত থেকে ধ্যান সমুদাগম বা

সম্যক জ্ঞান অর্জন হয়। কুশল হেতু যেই ধ্যান অর্জনের দিকে অগ্রসর হয় তা কোনো না কোনো নৈষ্ক্রম্য প্রাপ্তি অর্জন হয়। আলম্ব নিরোধসমাধি সাধকের অর্জন হয়। নির্দোষতা অর্জন হয়। সুখ-ইন্দ্রিয় সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় প্রহানের দরুন তাদের দুঃখহীনতা লাভ হয়। কিন্তু তা সংস্থাপন করে লাভ হয়। অনুতাপহীনতার দরুন অর্জন হয়, এটি জ্ঞান সমুদাগম।

৭৬. এখানে নীতি (*উপনিসা*) কিরূপ?

কল্যাণমিত্রতা ধ্যানের নীতি। কল্যাণ বন্ধুসংস্পর্শতা ধ্যানের নীতি। ইন্দ্রিয়গুলোর গুপ্তদ্বারতা ধ্যানের নীতি। কুশল ধর্মগুলো অর্জনে অতৃপ্তিতা ধ্যানের নীতি। সদ্ধর্মশ্রবণ ধ্যানের নীতি। সংবেগজনীয় স্থানে সংবিগ্ন ব্যক্তির জ্ঞানযুক্ত প্রধান হয়, ধ্যাননীতি।

এখানে ভাবনা কিরূপ?

(১) মৈত্রীর উপাসনা হচ্ছে অব্যাপাদবিতর্ক ভাবনা। (২) করুণার উপাসনা হচ্ছে অবিহিংসাবিতর্ক ভাবনা। (৩) মুদিতা ভাবনা হচ্ছে প্রীতিসুখ সম্প্রজ্ঞতা করা। (৪) উপেক্ষা ভাবনা অনুশীলন করা ও (৫) উপেক্ষা ভাবনা অননুশীলন করা উপেক্ষা ও অজ্ঝুপেক্ষা হয় এবং (৬) অশুভসংজ্ঞা ভাবনা দুঃখপ্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা ভবসন্ধাভিজ্ঞা ভবসন্ধান হয়। সাধক এই ছয় প্রকার ভাবনায় ভাবিত, বাহুলীকৃত, অনুষ্ঠিত, আয়ত্ব, দক্ষ, পরিচিত, সুসমারদ্ধ হন—এটিই হলো ভাবনা।

অনুরূপভাবে ভাবনাকারীর এই আদীনব দেখা দেয়। প্রথম ধ্যানে সংস্কার সমন্বিত হয় বলে এই ধর্ম অশ্রুত ও সাসব (আসবের বিষয় বা আলম্বন)। যদি এই ধর্ম এই শীল আসন্ন প্রতিপক্ষ এবং এই ধর্ম কাম প্রতিচার ও প্রতিবিচার সমাপত্তিগুলোতে সমস্তই স্পর্শ হয়—এই ধর্ম বিতর্ক ও বিচার। এখানে চিত্ত ক্ষোভ, কায় ক্লিষ্টতা, এখানে কায় ক্লান্ত হলে চিত্ত কষ্ট পায়। উদ্যমক্ষম অভিজ্ঞাগুলোতে এই আদীনব প্রথম ধ্যানে লাভ হয়।

দ্বিতীয় ধ্যানে এই আদীনব—প্রীতিস্ফূরণ-সহগত এই ধর্ম, চিত্তকে চালিত করবে না। অশোধন উপগমন এই ধর্ম উপগমযোগ্য সন্দেহপূর্ণ দৌর্মনস্য প্রতিদ্বন্দ্বী এই ধর্ম। সেই সেই প্রযোজ্য প্রীতি প্রমোদ্যবশে এই ধর্ম লাভ করা দুষ্কর হয়, কাজের অনুপযুক্ত শঙ্কা ভূমি পরিবর্জনকারীর চারি দুঃখতায় এই ধর্ম অদম্য শ্রদ্ধায় দুঃখতা, না-অন্তরায়-দুঃখতা, অভিজ্ঞা-দুঃখতা ও রোগ-দুঃখতা—এই হলো আদীনব দ্বিতীয় ধ্যানে লাভ হয়।

এখানে তৃতীয় ধ্যানে আদীনব কিরূপ?

উপেক্ষাসুখসহগত এখানে মনোজ্ঞ পঞ্চ উপেক্ষাসুখ পরিবর্তিত এই ধর্ম

সেই কারণে নিত্যসংজ্ঞীদের যা হয়। দুঃখ উপস্থিত হয়ে সুখচিত্তের সংক্ষোভ সমানভাবে সুখ-দুঃখে গমনকে প্লাবিত করে। সুখ-দুঃখানুকৃত সমানভাবে অনভিহারক্ষম চিত্ত হয়। অভিজ্ঞায় সাক্ষাৎকরণীয় সমস্ত চিত্ত ধর্ম ত্রিবিধ ধ্যানসমাপত্তি, চারি দুঃখতায় প্রবিদ্ধ সেই ভয় দুঃখতায় অন্তরায়-দুঃখতায় ও অভিজ্ঞা-দুঃখতায়—এই আদীনব তৃতীয় ধ্যানে লাভ হয়।

এখানে চতুর্থ ধ্যানে আদীনব কিরূপ?

আকিঞ্চন-সমাপত্তিক সেই ধর্মানুসমাপত্তিক এই ভূমিতে সাধারণ অন্ধপৃথগ্‌জনের অনেক প্রকার দৃষ্টিগত চিত্ত উৎপন্ন হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপসংজ্ঞা এই ধ্যানগুলো সদা মৈত্রীধ্যান উৎপন্ন হয় না, সমস্তই দুষ্কর চারি মহাসম্ভার উৎপাদিত এই ধ্যানগুলো পস্পর নিশ্রয়ে আচরিত হয়। এখানে উৎপাদিত এই ধর্মগুলো পরিপূর্ণ হয় না। অগৃহীত নিমিত্ত এবং এই ধর্মগুলো পরিহানি হয়। নিরুদ্ধ হয় এবং এই ধর্মগুলো আসক্ত হয় না, এসব ধর্মগুলোতে ধ্যান নিমিত্তগুলো ধ্যাননিমিত্ত-সংজ্ঞা পরিজ্ঞাত হয় না। পূর্বে অপ্রতিলব্ধ ধ্যানীবশে হয়। এই আদীনবের দ্বারা এই ধ্যান পরিহানি হয়।

৭৭. নিরোধসমাপত্তিতে অভিনিবিষ্ট না হয়ে অবশিষ্ট সংজ্ঞীর আকিঞ্চন-আয়তনসহগত সংজ্ঞামনস্কার আচরণ করেন, তিনি নিরোধসমাপত্তি হতে পতন হন। আনেঞ্জাসংজ্ঞীর অসংজ্ঞায়তন সমাপন্নের আকিঞ্চন-আয়তনসহগত মনসিকার আচরণ করেন, সেই ভূমিকে জানেন না। তিনি তথা হতে পতন হন। আকিঞ্চন-আয়তন সমাপন্নের বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনসংজ্ঞা মনস্কার আচরণ করেন, সেই ভূমিকে জানেন না, তিনি তথা হতে পতন হন। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপন্নের রূপসংজ্ঞা-সহগত হয়। বিস্তারিত... প্রথম ধ্যানে কামসংজ্ঞা-সহগত পর্যন্ত করণীয়।

নিজের পরিহানি হয়, কলুষিত ধ্যানে কলুষিত ধ্যান করেন। সর্বতোভাবে ধ্যান করে, অতিক্রম করে ধ্যান করেন, মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করেন না, উদ্যম করে ধ্যান করেন, কিঞ্চিৎ অপরিচিত ধ্যান করেন, অতিবিপথে গমন করে ধ্যান করেন, অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করে ধ্যান করেন, কায়সংস্কারে অপ্রতিসম্ভারে ধ্যান করেন, পূর্বসংস্কারের নিঃসরণ না জেনে ধ্যান করেন, নীবরণে অভিভূত হয়ে ধ্যান করেন।

সেই দোষ মনোযোগ সহকারে স্মৃতি করতে করতে ধ্যানের আস্বাদ কামরাগ পূর্বসংস্কারকে প্রহান করে ধ্যানের আস্বাদ কামরাগহেতু ধর্মগুলো উদয় হয়। নিরুদ্ধ অঙ্গগুলো সেই ধর্মগুলোর ধ্যানের উপর সূক্ষ্ম উপেক্ষা কামকর্ম ক্লেশগুলোর প্রহান আস্বাদ করে, অনুরূপভাবে পুনরায় ধ্যানের

আস্বাদ মহাসংবাস পীড়িত লোকসংনিবাসে অসম্বোধির অবকাশ বিগত অবস্থায় এই ধ্যান প্রহীন হয়। এটি প্রতিবন্ধক-অপ্রতিবন্ধক লোকসন্নিবাসে এই প্রকার এই ধ্যান জন্মসৃষ্টির শুরু বা শেষ জ্ঞান বহির্ভূত সমাপন্ন সত্ত্বের সংসার প্রহান আনিশংস হয়, যা এই ধ্যানের আস্বাদ কায়বিষয়ে অধ্যানী-ধ্যানীর লাভ হয়। অধ্যানী-ধ্যানীর ধ্যানের মাধ্যমে অপরামাস বা অমিথ্যাদৃষ্টিক অধ্যানীয় বিষয়ে ধ্যান করে ধ্যান লাভ করে, যা কলুষিত ধ্যানীর পদ, তা তার প্রতিপক্ষ হয়।

৭৮. এখানে ধ্যানদক্ষতা কিরূপ?

সমাপত্তিদক্ষতা হচ্ছে ধ্যানদক্ষতা, ধ্যানবিশেষদক্ষতা হচ্ছে ধ্যানদক্ষতা, ধ্যানান্তরিকদক্ষতা হচ্ছে ধ্যানদক্ষতা, সমাপত্তি উত্থানদক্ষতা হচ্ছে ধ্যানদক্ষতা, ধ্যানে স্বভাবদক্ষতা হচ্ছে ধ্যানদক্ষতা, ধ্যানে আদীনবদক্ষতা হচ্ছে ধ্যানদক্ষতা, ধ্যানে নিঃসরণদক্ষতা হচ্ছে ধ্যানদক্ষতা, ধ্যানফলের ধারণদক্ষতা, ধ্যানফলের দ্বারা প্রতিসংখ্যানফলে অপরিহানিধর্মে এবং উৎপন্নধ্যানে প্রফুল্লতাজনক বিশেষভাগীয় ধ্যান অর্জন করেন। এটি কিন্তু ভবহরণকারী এবং আলম্বন নিমিত্ত গ্রহণকারী অনভিনীহার বল, চিত্ত-একাগ্রতা নিমিত্তগুলোর গতির সাথে শমথবলের দ্বারা ধ্বংসকৃত ধ্যানে মার্গফল শমথ প্রবর্তিত সমাধির উপেক্ষা আরও পূর্বাপর নিমিত্ত আশ্রয়ে গৃহীত স্মৃতিবল তা প্রবর্তিত বিদর্শনগুলোর উপাধিবলে।

এখানে ধ্যান পারমিতা কিরূপ?

সুপারমিতা হলো মৈত্রী; **'সত্ত্বগণ কামেতে আসক্ত কামসঙ্গরত'** [উদান ৬৩][১২] যা সূত্রের ব্যবহারিক দেশনায় দ্বিবিধ সত্য নির্দিষ্ট—দুঃখসত্য ও সমুদয়সত্য। বিচয় হারের দ্বারা যে সংযোজনীয় ধর্মের মধ্যে দোষ দর্শন করে না, তারা স্রোত [তৃষ্ণার স্রোত] অতিক্রম করবে, এটি সম্ভব নয়। এখানে 'পার হবে না' এর যুক্তি ও বিচয় আছে। এর কাছাকাছি কারণ কীরূপ? **'কামেতে আসক্ত'** বলতে পঞ্চকামগুণে, তা কামতৃষ্ণার কাছাকাছি কারণ। **'সংযোজনে দোষ দেখতে না পেয়ে'** এটি অবিদ্যার কাছাকাছি কারণ। **'তৃষ্ণাযুক্ত জীব বিপুল বিশাল ওঘ অসমর্থ সন্তরণে'** এটি উপাদানের কাছাকাছি কারণ। **'সত্ত্বগণ কামেতে আসক্ত'** বলতে এখানে কাম দ্বিবিধ—

[১২] উদান গ্রন্থের ৬৩ নং উদান গাথা :

সত্ত্বগণ কামেতে আসক্ত কামসঙ্গরত দোষদর্শী নহে সংযোজনে,
তৃষ্ণাযুত জীব বিপুল বিশাল ওঘ অসমর্থ সন্তরণে।

বস্তুকাম ও ক্লেশকাম। এখানে ক্লেশকাম কামতৃষ্ণা কামতৃষ্ণায় যুক্ত হয় রূপতৃষ্ণা ভবতৃষ্ণা লক্ষণ হারের দ্বারা, 'সংযোজনে দোষ না দেখে' বলতে সংযোজনের। এখানে যেই ছন্দরাগ তা কীসের কাছাকাছি কারণ? সুখবেদনায় দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়—সুখ-ইন্দ্রিয় ও সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়। এই সুখবেদনা গৃহীত হলে অপর তিনটি বেদনাও গৃহীত হয়। বেদনাস্কন্ধে গৃহীত হলে সমস্ত পঞ্চস্কন্ধ গৃহীত হয়। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্য গৃহীত হয়, বস্তুকাম গৃহীত হলে সমস্ত ছয় প্রকার বাহ্যিক আয়তন গৃহীত হয়। আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আয়তনের মধ্যে যেই মনোযোগ, একে বলা হয় লক্ষণ হার। এখানে যেই স্থূল ক্লেশ বিরাজ করে সর্বক্লেশ যেগুলো তথা হতে সূক্ষ্মতরও নয় বীতরাগও নয়। এখানে বাহ্যিক-সংযোজন হচ্ছে আমার এবং আধ্যাত্মিক-সংযোজন হচ্ছে আমি। এখানে ভগবানের কী অভিপ্রায়? 'যে ওঘ উত্তীর্ণ হতে চায় তার সংযোজন ধর্মগুলোতে আদীনব অনুদর্শন করে বিহার করা উচিত', এটিই ভগবানের অভিপ্রায়। 'সত্ত্বগণ কামেতে আসক্ত' বলতে যেই সত্ত্বগণ, যার দ্বারা সত্ত্বগণ, এবং যাতে সত্ত্বগণ—এই চার প্রকার আকার সমস্তই হারভাগীয় হয়।

৭৯. এখানে তিন প্রকার বিপর্যয় এবং কাছাকাছি কারণ কিরূপ?

চিত্তবিপর্যয়, দৃষ্টিবিপর্যয় ও সংজ্ঞাবিপর্যয়ের—এই ত্রিবিধ বিপর্যয় ত্রিবিধ অকুশলমূল কাছাকাছি কারণ। ত্রিবিধ অকুশলমূল হীন-প্রণীত কৃতকর্মের কাছাকাছি কারণ। চারি উপদানগুলোর দ্বেষ অকুশলমূল প্রদর্শন করে। হীন-প্রণীত কৃতকর্মের কাছাকাছি কারণ। যেমন, মাতা বা পিতা কিংবা কোনো ব্যক্তি পুনঃ গুণবান ভিক্ষুদের অভয় প্রদান করেন। এখানে কায় বা বাক্যের দ্বারা অন্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এখানে সেই ব্যাপাদকে ভিত্তি করে সেই গুণবানদের রক্ষাবরণ প্রতিপালনের জন্য যেই গুণবানদের অভয় প্রদান করেন। তাদের অভয় প্রদান করলে যিনি এখানে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এখানে সেই ব্যাপাদ প্রদর্শনকারীর দ্বেষজ কর্ম সম্পাদন করেন। এখানে অসাধু ইন্দ্রিয় তা নীবরণরূপে কাজ করে। যা তাদের অভয় দান করে তা হলো সংজ্ঞা। এই প্রণীত কারণ আমার এই ধারণা। পুনঃ এখানে মিথ্যাপ্রতিপত্তি এটি হলো ব্যাপাদ। হীনগামী কর্ম লোভ এবং মোহ এগুলো নীবরণ বাক্য। সেই চারি উপাদান সেই চারি উপাদানের দ্বারা সেই উপাদান স্ত্রী বা পুরুষ। তাদের পঞ্চস্কন্ধের যেই উপাদান সমুদয় এটি দুঃখসত্য ও সমুদয়সত্য—সেটিই হলো দেশনা হার।

এখানে যারা কামে আসক্ত হয় না, তারা আদীনবানুদর্শন অনুশীলন

করেন। এর দ্বারা কামধাতু হতে যে বিমুক্ত হওয়ার ইচ্ছা—একেই বলা হয় নৈষ্ক্রম্যছন্দ। এখানে যিনি অনভিসংস্কারগুলোর সামান্যমাত্র বিশোধন করেছেন অথবা পরিষ্কার করেছেন, এটি হলো অব্যপাদছন্দ। কিঞ্চিৎ হলেও হিংসা করে, এটি বিহিংসাচ্ছন্দ। এই নৈষ্ক্রম্য অভিলাষীর তিন প্রকার ছন্দ—নৈষ্ক্রম্যছন্দ, অব্যপাদছন্দ ও অবিহিংসাছন্দ। এখানে নৈষ্ক্রম্যছন্দ হচ্ছে অলোভ; অব্যাপাদছন্দ হচ্ছে অদ্বেষ এবং অবিহিংসাছন্দ হচ্ছে অমোহ। এই ত্রিবিধ কুশলমূল আট প্রকার সম্পদের পরহিত সাধিত হয়, তন্মধ্যে চারি উপাদানের নিরোধের দিকে সংবর্তিত হয়। যদি পুনঃ কৃষ্ণ [পাপ] কিংবা শুক্ল [পুণ্য] কর্ম সম্পাদন করে তবে তার বিপাক পরিহানির দিকে অগ্রসর হয়। এই কর্ম অকৃষ্ণ ও অশুক্ল কর্মক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে যেই তিন প্রকার অকুশলমূল নিরোধ হয়, এটি হলো নিরোধসত্য। সেটিই মার্গসত্য তথায় যা প্রতিপদা হয়, এই দুই সত্য—মোট এই চারি [আর্য] সত্য হলো আবর্ত হার।

‘সত্ত্বগণ কামেতে আসক্ত’ বলতে যাঁরা শৈক্ষ্য ব্যক্তি, তাঁরা যেকোনো এক মার্গলাভী সত্ত্ব হন। যাঁরা পৃথগ্জন লোক, তাঁরা দুই শ্রেণির সত্ত্ব হয়ে থাকে, তার এই প্রশ্ন বিভাজ্য-ব্যাকরণীয় বর্ণনা করা কর্তব্য। কিঞ্চিৎ স্রোতাপন্ন প্রতিসেবনকারী, যে সত্ত্ব অভিনিবেশ করে না, যে অপচয়ের দ্বারা চেষ্টা করে, উপচয়ের দ্বারা নয়। শৈক্ষ্য ক্লেশবশে কামগুলো প্রতিসেবন করেন। পৃথগ্জন লোকেরা কিন্তু ক্লেশ সমুত্থানের দরুন কামগুলো প্রতিসেবন করে। এখানে ‘কামেতে সত্ত্বদের চারি ওঘ উত্তীর্ণ করেন’, এটি বিভাজ্য-ব্যাকরণীয়, এটি হলো বিভক্তি।

৮০. **‘পরিবর্তন’** বলতে কামেতে যারা আসক্ত নন, তাঁরা সংযোজন সংযুক্ত হন না। তাঁরাই বিপুল বিশাল ওঘ সন্তরণে সমর্থ, এটি হলো সূত্রের প্রতিপক্ষ।

‘বেবচন’ যেই কামেতে সত্ত্ব তথায় যেই কামগুলোর গুণ, এখানে বিসো সত্ত্ব। যা কামগুলোর আহার ধর্ম। এখানে বিসো সত্ত্ব। এখানে এই কামগুলোর বেবচন হলো ফল, রজ, শল্য, গণ্ড, পাপ ও উপদ্রব। কিন্তু যা অন্য বেবচন এখানে বিস সত্ত্ব হলো বেবচন। সত্ত্ব বন্দী, মূর্ছিত, আবদ্ধ, আসক্ত, কামে দোষদর্শী হয়ে পরিমুক্ত তৎবহুল হয়ে বিহার করে। যা অন্য বেবচন, এটি হলো বিবেচন।

কামপ্রচারপ্রজ্ঞপ্তি ও ক্লেশগোচরপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত চিত্ত হলো বেবচন। সত্ত্ব তৎবহুল হয়ে বিহার করে, কিন্তু যা অন্য। এই

কামপ্রচারপ্রজ্ঞপ্তি হতে ও ক্লেশগোচরপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, বীজপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, সংস্কার সংযোজনপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, হেতুপ্রজ্ঞাপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, পুদ্গল পৃথকভাবে প্রজ্ঞাপিত হয়।

'অবতরণ' বলতে এর দ্বারা প্রতীত্য-সমুৎপাদ, দুঃখসত্য ও সমুদয়সত্য বুঝায়। যেই ক্লেশ, সংস্কার ও সংযোজনগুলো, পঞ্চস্কন্ধের সংস্কারস্কন্ধ, ধর্মায়তনের মধ্যে অকুশল ধর্মায়তন, ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে সুখ-ইন্দ্রিয় ও সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, এটি হলো ইন্দ্রিয় অবতরণ।

'সোধন' বলতে এই পর্যন্ত। এসব আরম্ভ নির্দেশ করা কর্তব্য সূত্রার্থ।

'অধিষ্ঠান' বলতে এই ধর্মগুলো একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত আছে, অনুরূপ স্বতন্ত্রতাও আছে। যেই সংজ্ঞা হয় বাহ্যিক কামে, সেই স্বতন্ত্রতায় তা প্রজ্ঞাপিত হয়। **'পঞ্চকামগুণে সত্ত্বগণ'** বলতে পূর্বসংস্কারবিপর্যয় স্বতন্ত্রতায় প্রজ্ঞাপিত ওঘ উত্তীর্ণ হয়। **'বিপুল বিশাল'** বলতে অবিদ্যা একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়।

'পরিষ্কার' বলতে তার কী হেতু? কী প্রত্যয়? আলম্বন-প্রত্যয়তার দ্বারা প্রত্যয় হয়। অযোনিশ মনস্কার সন্নিশ্রয়ে প্রত্যয়তার দ্বারা প্রত্যয় হয়। অবিদ্যা সমনন্তর-প্রত্যয়তার দ্বারা প্রত্যয় হয়। রাগানুশয় হেতু-প্রত্যয়তার দ্বারা প্রত্যয় হয়। এই হলো হেতু, এই হলো প্রত্যয়।

'সমারোপন প্রত্যয়' বলতে 'যে কামেতে সত্ত্বগণ সুগত ও সুরূপ' মানে হচ্ছে এই কামধাতুর ছন্দরাগ সেই অপুণ্যময় সংস্কার। তার কী প্রত্যয়? অবিদ্যা প্রত্যয়। তা কীসের প্রত্যয়? বিজ্ঞানের প্রত্যয়। এই অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার। সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান হতে জরা-মরণ পর্যন্ত এরূপে কেবল মহা দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। এক সূত্র গমন করে। পঞ্চ নীবরণিক সূত্র করণীয়।

৮১. এখানে দেশনাহার কিরূপ?

যা অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও ঔদ্ধত্য, এটি হলো তৃষ্ণা। যা স্ত্যান-মিদ্ধ, কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা, এটি হলো দৃষ্টি। কিন্তু যা কায়ের অকর্মনীয়তা কিঞ্চিৎও তা মিদ্ধ নয়, বাস্তবিকপক্ষে তা স্বভাবক্লেশতায় ক্লেশ হয়, এরূপ যা চিত্তের জড়তায় এবং যা কায়কর্মনীয়তা, এটি পক্ষ-উপক্লেশ নয় বাস্তবিক স্বভাবক্লেশ। এখানে আত্মসংজ্ঞা অনুপচিত্ত অবসন্ন কৌকৃত্য অনুপচিত্ত স্ত্যান যা চিত্তের লীনতা, এরূপ এই পঞ্চ নীবরণের চারি নীবরণ স্বভাবক্লেশ স্ত্যান-মিদ্ধ নীবরণ পক্ষ-উপক্লেশ।

যেমন, চারি আসব স্বভাবআসবতায় আসব হয় না, কিন্তু চিত্তসাসবতায় আসব হয়। স্বভাবতায় আসব হয়। পক্ষে আসবতায় আসব হয়। অতঃপর

বলা হয়েছে—সূত্রান্ত যার দ্বারা সেই সম্প্রযুক্ত বা বিপ্রযুক্ত আসব, তা এরূপ বর্ণিতব্য সাসব বা অনাসব হয়।

এখানে বিচয় কিরূপ?

অভিধ্যা হলো কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। কিন্তু যা কিঞ্চিৎ আসবগত সাসব অভিধ্যাগত মৈত্রী অনুদর্শীর তা অনর্থ আচরণ করে। এখানে যেই ব্যাপাদ উৎপন্ন করে, আচরণ করছিল, আচরণ করবে। এরূপে নয় প্রকার আঘাতবত্থু করণীয়। সেই কারণে ব্যাপাদানুদর্শীর ক্লেশ যে পরিদাহ কায় অবসন্নতা অকর্মনীয়তা তা মিদ্ধ বা তন্দ্রা। চিত্তানুদর্শীর প্রতিঘাতের দ্বারা ক্ষীণ হয়, এটি হলো স্ত্যান-মিদ্ধ। এখানে অধিকরণ উপশম হয় না, এটি হলো ঔদ্ধত্য। যা মনঃপীড়া দেয় কি?, এটি কৌকৃত্য। যা যেমন এই সন্তীরণ, এটি হলো বিচিকিৎসা। এখানে অবিদ্যা ও তৃষ্ণা আছে, এটি হলো পর্যুত্থান। আবরণ, নীবরণ, ঢাকনা, উপক্লেশ আছে—এই কামচ্ছন্দ হলো কামরাগ পর্যুত্থানের কাছাকাছি কারণ। ব্যাপাদ হলো ব্যাপাদ পর্যুত্থানের কাছাকাছি কারণ। স্ত্যান-মিদ্ধ হলো স্ত্যান-মিদ্ধ পর্যুত্থানের কাছাকাছি কারণ। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হলো অবিদ্যা পর্যুত্থানের কাছাকাছি কারণ। বিচিকিৎসা হলো বিচিকিৎসা পর্যুত্থানের কাছাকাছি কারণ। কামরাগ পর্যুত্থান হলো অনুশয়-সংযোজনের কাছাকাছি কারণ। ব্যাপাদ পর্যুত্থান হলো প্রতিঘ-সংযোজনের কাছাকাছি কারণ। স্ত্যান-মিদ্ধ পর্যুত্থান হলো মান-সংযোজনের কাছাকাছি কারণ। অবিদ্যা পর্যুত্থান ও বিচিকিৎসা পর্যুত্থান হলো দৃষ্টি-সংযোজনের কাছাকাছি কারণ।

এখানে লক্ষণ হার কিরূপ?

কামরাগ পর্যুত্থানে ব্যক্ত বিষয় সমস্ত পর্যুত্থানগুলো ব্যক্ত হয়। সংযোজনে ব্যক্ত বিষয় সর্ব সংযোজনগুলো ব্যক্ত হয়, এটি হলো লক্ষণ হার।

৮২. এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

যে এই পঞ্চ নীবরণ ধ্যানের প্রতিপক্ষতা করে—সেটি হলো দুঃখ-সমুদয়সত্য। যা ফল, এটি হলো দুঃখ। এখানে কামচ্ছন্দের নৈষ্ক্রম্যবিতর্ক প্রতিপক্ষ হয়; ব্যাপাদের অব্যাপাদবিতর্ক প্রতিপক্ষ হয়; অপর ত্রিবিধ নীবরণ তথা স্ত্যান-মিদ্ধের, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের, বিচিকিৎসার অবিহিংসাবিতর্ক প্রতিপক্ষ হয়—এই তিনটি বিতর্ক। নৈষ্ক্রম্যবিতর্ক সমাধিস্কন্ধকে অনুশীলন করে, অব্যাপাদবিতর্ক শীলস্কন্ধকে অনুশীলন করে, অবিহিংসাবিতর্ক প্রজ্ঞাস্কন্ধকে অনুশীলন করে—এই তিনটি স্কন্ধ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নীবরণ প্রহানের দিকে পরিচালিত করে। যা নীবরণ প্রহান, এটি হলো নিরোধসত্য।

এই হলো চারি আর্যসত্য, এটি হলো চতুর্ব্যূহ হার।

এখানে আবর্ত হার কিরূপ?

পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয়। যখন আধ্যাত্মিক আসক্ত হয় তখন নীবরণ হয়। যখন বাহ্যিক আসক্ত হয়, তখন নীবরণ হয়, এভাবে [আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক] বিচিকিৎসা পর্যন্ত—এই দশ প্রকার নীবরণ হয়। আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক ক্লেশ এই দুই সংযোজন—আধ্যাত্মিক-সংযোজন এবং বাহ্যিক-সংযোজন। এখানে 'আমি' এই ধারণা হলো আধ্যাত্মিক, 'আমার' এই ধারণা হলো বাহ্যিক। সৎকায়দৃষ্টি হলো আধ্যত্মিক, আর একষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত হলো বাহ্যিক। যেই আধ্যাত্মিক ছন্দরাগ সেই রূপগুলোতে অবীতরাগ হয়—তা হলো অবীতচ্ছন্দ। এভাবে বিজ্ঞান পর্যন্ত, এটি হলো আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা। যা ষড়বিধ বাহ্যিক আয়তনে এবং ত্রিবিধ ভবে আসক্তি, এটি হলো বাহ্যিক তৃষ্ণা। এই দুই সত্য—সংযোজন ও সংযোজনীয় [সংযোজনের বিষয় বা আলম্বন] ধর্মগুলো। এখানে সংযোজন ধর্মগুলোর মধ্যে যা নির্বেধানুদর্শন, এটি হলো মার্গসত্য। যা সংযোজন প্রহান, এটি হলো নিরোধসত্য, এটি হলো আবর্ত হার।

এখানে বিভক্তি হার কিরূপ?

'সংযোজন', এটি নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 'মান-সংযোজন দৃষ্টিভাগীয়', এটি নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অদৃশ্যমান নিশ্রয়কে ত্যাগ করে না। যেই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় মান কিঞ্চিৎমাত্রও সেই দৃষ্টিপক্ষে হয়। বাস্তবিক অধঃভাগীয় সংযোজন তার প্রহানের দিকে অগ্রসর হয় না। যার অহংকার পরিত্যক্ত হয় না তারই এরূপ হয়। কখন আমি সেই বিদ্যমান আয়তন সাক্ষাৎ করে, অর্জন করে বিহার করব, যখন আর্য বিদ্যমান আয়তন অর্জন করে বিহার করবেন, এটি হলো অভিধ্যা, তা নীবরণ হয় না। কিন্তু অর্হতের কায়ক্লেশ ও মিদ্ধ আছে। কিন্তু সেই স্ত্যান-মিদ্ধ নীবরণ তা নীবরণরূপে কাজ করে না। এটা নিশ্চয়ই নয়, এটি হলো বিভক্তি হার।

'পরিবর্তন' বলতে পঞ্চ নীবরণ পঞ্চ অঙ্গযুক্ত ধ্যানের দ্বারা প্রহান করে অগ্রসর হয়। এটি সেই প্রতিপক্ষ নীবরণ কোনো একটি প্রহীন হয় এটি অন্য কোনো প্রকারে অনুমান করা যায় না। এটি পরমার্থ আধ্যাত্মিক হয়, এটি হলো পরিবর্তন।

এখানে বেবচন কিরূপ?

কামচ্ছন্দ, ছন্দরাগ, প্রেম, ইচ্ছা হলো বেবচন। নীবরণ, আবরণ, উপক্লেশ, পর্যুত্থান হলো বেবচন।

‘প্রজ্ঞপ্তি’ বলতে অবিদ্যাপ্রত্যয়ে কৃত্যপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, ব্যাপাদ বিক্ষেপপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, স্ত্যান-মিদ্ধ অমুদ্ঘাতপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। এভাবে সমস্ত এই পঞ্চ নীবরণ এই সূত্রে বিক্ষেপপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

এখানে অবতরণ কিরূপ?

এই পঞ্চ নীবরণ হলো অবিদ্যা ও তৃষ্ণা। এখানে অবিদ্যামূল হতে নীবরণ হয়। যা তৃষ্ণা লাভ হয় এগুলো হলো সংস্কার। সেই অবিদ্যাপ্রত্যয়ে এই দ্বিবিধ ধর্ম পঞ্চস্কন্ধে সংস্কারস্কন্ধ পর্যায়পন্ন, আয়তনে ধর্মায়তন, ধাতুতে ধর্মধাতু, ইন্দ্রিয়ে মধ্যে এই ধর্মগুলোর কাছাকাছি কারণ হয় সুখ-ইন্দ্রিয়ের, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়ের, পুরুষ-ইন্দ্রিয়ের।

এখানে শোধন হার কিরূপ?

এই সূত্র যেমন প্রারম্ভে নিক্ষিপ্ত হয় সেই অর্থ ভাষিত হয় এই পাঁচটি পদের দ্বারা।

এখানে কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ এবং বিচিকিৎসা একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয় না। ‘কাম’—একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয় না। অতঃপর বাস্তবিক স্বতন্ত্রতায় প্রজ্ঞাপিত হয়। এটি হলো অধিষ্ঠান হার।

এখানে পরিষ্কার কিরূপ?

কামচ্ছন্দের অযোনিশ মনস্কার শুভালম্বন হলো প্রত্যয় এবং শুভনিমিত্ত হলো হেতু। ব্যাপাদের অযোনিশ মনস্কার আঘাতবত্থু হলো প্রত্যয় এবং প্রতিঘানুশয় হলো হেতু। স্ত্যান-মিদ্ধের প্রতিসংহার হলো প্রত্যয় এবং সংঘটিত অবসন্নতা চাঞ্চল্য হলো তার হেতু। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের রজনীয় আলম্বনীয় আস্বাদানীয় ইন্দ্রিয় তার অপরিপূর্ণ জ্ঞান হলো প্রত্যয় আর কামসংজ্ঞা ও দৃষ্টি-অনুশয় হলো হেতু। বিচিকিৎসায় নয় প্রকার মানের আলম্বন মানানুশয় হয় সেটি হলো প্রত্যয় আর বিচিকিৎসানুশয় হলো হেতু। এতে পঞ্চ ধর্ম সহেতু সপ্রত্যয় উৎপন্ন হয়।

এখানে সমারোপন হার কিরূপ?

এই পঞ্চ নীবরণ—চারি আসব, তৃষ্ণা, শল্য ও উপাদান রূপেও কাজ করে। তন্মধ্যে এই বাহ্যিক ধর্মের মধ্যে সংক্লেশভাগীয় সূত্র প্রজ্ঞপ্তিতে গমন করে, এটি হলো সমারোপন হার।

নির্দিষ্ট সংক্লেশভাগীয় সূত্র

৮৩. মন ধর্মগুলোর পূর্বগামী, মন ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,
ইহা মনোময় বা মনের দ্বারা গঠিত।
যদি কেউ পাপ-অকুশল মন নিয়ে কোনো কথা
বলে কিংবা কাজ করে, তবে শকটবাহী বলদের
পদানুগামী চক্রের ন্যায় দুঃখ তার অনুসরণ করে।

মন ধর্মগুলোর পূর্বগামী, মন ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,
ইহা মনোময় বা মনের দ্বারা গঠিত।
যদি কেউ প্রসন্নমনে কোনো কথা বলে কিংবা কাজ করে,
তবে ছায়ার ন্যায় সুখ তার অনুগমন করে।—এই গাথা।

এখানে দেশনা হার কিরূপ?

এই সূত্রে কী অর্থে স্কন্ধ ব্যবস্থানের দ্বারা বিজ্ঞানস্কন্ধ দেশনা করেন? অনুরূপভাবে ধাতু ব্যবস্থানের দ্বারা মনোবিজ্ঞানধাতু, আয়তন ব্যবস্থানের দ্বারা মনায়তন এবং ইন্দ্রিয় ব্যবস্থানের দ্বারা মন-ইন্দ্রিয় দেশনা করেন?

তার পূর্বগামী ধর্ম কী? সংক্ষিপ্ত ছয় ধর্ম পূর্বগামী ধর্ম। কুশলমূল ও অকুশলমূল অনিমিত্ত এই সূত্রে কুশলমূল দেশিত হয়।

এখানে মনপূর্বগামী ধর্ম কিরূপ? মন তাদের পূর্বগামী হয়। যেমন, বলের দিক হতে রাজা পূর্বগামী, এরূপই ধর্মগুলোর মন পূর্বগামী। এখানে ত্রিবিধ পূর্বগামী—নৈষ্ক্রম্য-ছন্দের দ্বারা, অব্যাপাদ-ছন্দের দ্বারা ও অবিহিংসা-ছন্দের দ্বারা। নৈষ্ক্রম্য-ছন্দের দ্বারা অলোভের পূর্বগামী হয়। অব্যাপাদ-ছন্দের দ্বারা অব্যাপাদের পূর্বগামী হয়। অবিহিংসা-ছন্দের দ্বারা অদ্বেষের দ্বারা পূর্বগামী হয়।

এখানে **'মনই শ্রেষ্ঠ'** বলতে মনের দ্বারা এই ধর্মগুলো অগ্রসর হয়, অথবা মনের দ্বারা নির্মিত। 'মনই এই ধর্মগুলোর শ্রেষ্ঠ হয়' বলতে মনই এই ধর্মগুলোর শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ, মনই এই ধর্মগুলোর আধিপত্য করে বলে মনই শ্রেষ্ঠ।

'মনের দ্রুততা' বলতে যেখানে মন গমন করে। এখানে এই ধর্মগুলো গমন করে বলে মনের দ্রুততা। যেমন, বাতাস তড়িৎ গমন করে অথবা অন্য কোনো প্রকার শীঘ্র গমনকারী বলতে বাতাসের ন্যায় দ্রুতগতিশীল, পাখির ন্যায় গমনশীল বুঝায়। এরূপই এই ধর্মগুলো মনের দ্বারা যথেচ্ছা গমন করে, এখানে এই ধর্মগুলো গমন করে বিধায় মনের দ্রুততা। তা ত্রিবিধ—

ছন্দসমুদানিতা, আবিলতা ও সংকল্প। এবং সপ্তবিধ কায়িক ও বাচনিক সুচরিত—মোট দশ প্রকার কুশল কর্মপথ। এখানে **'যদি প্রসন্নমনে'** বলতে মনোকর্ম। **'কথা বলে'** বলতে বাচনিক কর্ম। **'কাজ করে'** বলতে কায়িক কর্ম। এখানে এই সূত্রে দশবিধ কুশল কর্মপথে জীবন পরিচালনাকারী হচ্ছে পরম সৎপুরুষ ও পরম শীলবান। সেটি হয় বিবর্তিয়, না-লোকনিয়্যানিকতার দরুন বাসনাভাগীয় সূত্র হয়, এটি হলো দেশনা।

এখানে বিচয় হার কিরূপ? 'মন ধর্মগুলোর পূর্বগামী' এটি কুশলমূল ও অষ্টাঙ্গ বিশুদ্ধ। এটি হলো সূত্র।

'যুক্তি' বলতে দশবিধ কুশল কর্মপথের যেই বিপাক, সেটি সুখবেদনীয় অব্যাপাদের অঙ্গভুক্ত। 'অপরিত্যাজ্য ছায়ার মতো' বলতে অনুগমন করে, এর যুক্তি আছে।

'কাছাকাছি কারণ' বলতে আঠারো প্রকার মন-পবিচারগুলোর কাছাকাছি কারণ। 'মন ধর্মগুলোর পূর্বগামী' বলতে সর্ব কুশলপক্ষীয় এই ধর্মগুলো কাছাকাছি কারণ। 'যদি প্রসন্নমনে' বলতে যেই চিত্তের প্রসাদ লাভ হয়, এটি শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি কারণ। 'কথা বলে' বলতে সম্যক বাক্যের দরুন। 'কাজ করে' বলতে সম্যক কর্ম ও সম্যক প্রচেষ্টার কাছাকাছি কারণ।

'লক্ষণ' বলতে এই পূর্বগামী ধর্ম এতে বেদনাপূর্বগামীও হয়, এতে সংজ্ঞাপূর্বগামীও হয়, সংস্কারপূর্বগামীও হয়। যেকোনো ধর্মগুলো সহজাত হয়, এরূপেই ধর্মগুলোর সমস্তই পূর্বগামী হয়। 'তথা হতে সুখ আনয়ন করে' বলতে সৌমনস্য তাকে অনুসরণ করে, যা উত্তম সুখছায়া তখনও তাকে সুখ তার অনুসরণ করে।

৮৪. এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

'মন পূর্বগামী' এটি একাদিবচন নয়। কী কারণ? এতদ্ব্যতীত এর সমস্ত ছয় বিজ্ঞান কায় বিদ্যমান রয়েছে। এতে ভগবানের কী অভিপ্রায়? 'যারা সুখ আকাঙ্ক্ষী হবেন, তারা চিত্তকে প্রসন্ন করবেন', এটি এই সূত্রে ভগবানের অভিপ্রায়। অর্থ পূর্বে নির্দিষ্ট হয়েছে।

যা নাকি কুশলমূল, তা আট প্রকার আনিশংস বা সুফলমাত্র হেতু হয়, এটি হলো অষ্টাঙ্গিক মার্গ। দশ প্রকার স্থান দেশনা হেতু, দেশনা প্রত্যয় ও নির্দেশনা হয়। এখানে যা মনে করা হয় দুঃখসহ নাম-রূপ বিজ্ঞানসত্য অঙ্গের দ্বারা কুশলমূল প্রহীন হয়, এটি অপ্রহীনভূমিতে সমুদয় হয়। যা তাদের প্রহান, এটি হলো নিরোধসত্য। এই হলো চারি সত্য, এটি হলো আবর্ত হার।

'বিভক্তি'—

মন ধর্মগুলোর পূর্বগামী, মন ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,
ইহা মনোময় বা মনের দ্বারা গঠিত।
যদি কেউ প্রসন্নমনে কোনো কথা বলে কিংবা কাজ করে,
তবে ছায়ার ন্যায় সুখ তার অনুগমন করে।

তা একত্বতায় শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের কিছু হয় না। অথবা তা মিথ্যাদৃষ্টিক ব্যক্তির নিজ দক্ষতায় চিত্ত প্রসন্ন করে, সেই প্রসন্ন চিত্তের দ্বারা ভাষণ করে, ব্যাখ্যা করে। কিন্তু তার সুখ আনয়ন করে না, ছায়ার ন্যায় অনুগমন করে না, বরং দুঃখই তার অনুসরণ করে। যেমন, ভারবাহী চক্রকে পদ অনুসরণ করে, এটি বিভাজ্যকরণীয়। প্রসন্ন মনের দ্বারা যদি কায়কর্ম বাক্যকর্ম সুখবেদনীয় হয় তাহলে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্নেরও সুখবেদনীয় হয়, মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্নেরও দুঃখবেদনীয় হয়, এটি হলো বিভক্তি।

এখানে পরিবর্তন হার কিরূপ? 'মন ধর্মগুলোর পূর্বগামী' বলতে যা কলুষিত মনের দ্বারা ভাষণ করা হয় বা সমাধা করা হয়, দুঃখ তার অনুগামী হয়। এটিই দুই সূত্রে ভাষণ করা হয়েছে, এটি অনুরূপ প্রতিপক্ষ হয়।

'বেবচন' বলতে সেই মতে মনচিত্তকে বিজ্ঞান, মন-ইন্দ্রিয় ও মনোবিজ্ঞানধাতু বলা হয়।

'প্রজ্ঞপ্তি' বলতে 'মন ধর্মগুলোর পূর্বগামী'—এই মন কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞপ্তিবশে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'ধর্ম', এটি কুশল কর্মপথ প্রজ্ঞপ্তিবশে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'মনই শ্রেষ্ঠ', এটি বিশিষ্ট প্রজ্ঞপ্তিবশে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'মনের দ্রুততা', এটিসহ প্রজ্ঞপ্তিবশে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'চিত্ত', এটি নৈষ্ক্রম্য প্রজ্ঞপ্তিবশে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'প্রসন্ন মনে যদি', এটি শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞপ্তিবশে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'প্রসন্নমনে যদি', এটি অনাবিল সংকল্প দ্বিতীয় ধ্যান প্রজ্ঞপ্তিবশে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'প্রসন্নমনে যদি', এটি প্রতিপক্ষ প্রজ্ঞপ্তিবশে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'কথা বলে', এটি সম্যক বাক্য প্রজ্ঞপ্তিবশে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'কাজ করে', এটি সম্যক কর্ম প্রজ্ঞপ্তিবশে প্রজ্ঞাপিত হয়।

'তথা হতে সুখ আনয়ন করে', এটি ধ্যান সমাধান। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন-ইন্দ্রিয়। প্রতীত্য-সমুৎপাদে বিজ্ঞান। 'মন ধর্মগুলোর পূর্বগামী' মৈত্রী ও মুদিতা ধ্যানের মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যান ও তৃতীয় ধ্যান লাভ হয়। স্কন্ধগুলোর মধ্যে সংস্কারস্কন্ধ অন্তর্ভুক্ত, ধাতুর মধ্যে ধর্মধাতু, আয়তনের মধ্যে ধর্মায়তন। যা কুশল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সুখ-ইন্দ্রিয় ও সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কাছাকাছি কারণ। এই ধর্মগুলো প্রতীত্য-সমুৎপাদের স্পর্শপ্রত্যয়ে

সুখবেদনীয় স্পর্শ সুখবেদনা মন-প্রবিচারের মধ্যে সৌমনস্যবিচার ছত্রিশ প্রকার প্রথম পদের মধ্যে ছয় প্রকার সৌমনস্য নৈষ্ক্রম্য আশ্রিত হয়, এটি হলো অবতরণ হার।

এখানে শোধন হার কিরূপ? যা অর্থকে ভিত্তি করে এই সূত্র ভাষিত হয়েছে। সেই অর্থ নিযুক্ত বলে একে ভিত্তি করে সূত্র গঠিত হয়, এটি হলো শোধন হার।

৮৫. এখানে অধিষ্ঠান হার কিরূপ?

'মন ধর্মগুলোর পূর্বগামী', এটি বেবচন প্রজ্ঞপ্তি হয়, একত্ব প্রজ্ঞপ্তি নয়। 'ধর্ম', এটি একত্ব নয় বেবচন প্রজ্ঞপ্তি। 'প্রসন্নমনে', এটি সেই প্রসাদ [মানসিক সন্তুষ্টি] দ্বিবিধ হয়—অভ্যন্তরীণ অব্যাপাদ-বিষ্কম্ভন ও বাহ্যিক ওকম্পন। আবার সেই অভ্যন্তরীণ প্রসাদ দ্বিবিধ—সমুৎঘাত-প্রাসাদ ও বিষ্কম্ভন-প্রসাদ। এখানে ব্যাপাদ পর্যুত্থান হয়। মূলপ্রসাদ জাতমূল হতে বিনষ্ট হয় না। স-ব্যাপাদ বিনষ্টকরণের দ্বারা প্রসাদ লাভ হয়। 'তথা হতে সুখ আনয়ন করে' বলতে সুখ কায়িক ও চৈতসিক অনুসারে হয়—অপ্রিয়বিচ্ছেদ, প্রিয়সম্প্রয়োগ, নৈষ্ক্রম্যসুখ, পৃথগ্‌জনসুখ, প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ হলো চৈতসিক সুখ। যা প্রশান্ত কায়জনিত সুখ লাভ হয়, তা হলো কায়িক সুখ এবং বোধ্যঙ্গ হলো চৈতসিক সুখ। [সাধক] যা প্রশান্ত কায়জনিত সুখ লাভ করে থাকে, তা তার সুখ-কাছাকাছি কারণ হয়, প্রজ্ঞপ্তিতে যথাবর্ণিত কুশল ধর্মগুলোতে তা অপরামৃষ্ট হয়। 'আনয়ন করে' বলতে অর্পণা সন্দর্শন করেন, এটি প্রাপ্তব্য বলে অনুসরণ করে না। তা এই সূত্র দ্বিবিধ আকারের দ্বারা অধিষ্ঠান করা কর্তব্য। যেই প্রসন্ন মনের বিপাক এবং যা দুঃখবেদনীয় তা হলো হেতুর দ্বারা।

'পরিষ্কার' বলতে ভগবান পাঁচশত ভিক্ষুসংঘের সাথে রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করলেন। সেখানে মনুষ্য কোনো এক ব্যক্তির সাথে ভগবানকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওই ব্যক্তির প্রসাদ উৎপন্ন হলো কুশলমূল পূর্বযোগবচর। সে অন্যদেরকে তা প্রকাশ করল, এই বাক্য ভাষণ করে তা লাভ হলো যাদের আবাসে ভগবান প্রবেশ করেন, [তারা সকলে] আমাদেরও যদি লাভ হয় তাহলে আমরাও ভগবানকে সম্প্রসাদ করব। যার দ্বারা করজোড়ে প্রণাম করে 'ভগবানকে নমস্কার, ভগবানকে নমস্কার' এই বলে অহিংসুক চিত্তে একপাশে দাঁড়ালেন। তার পরে ভগবান এই সূত্র ভাষণ করলেন, 'মন ধর্মগুলোর পূর্বগামী'। সমস্ত সূত্র সেভাবে যা পরকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ করেন, এটি হলো বাচনিক কর্ম। যা অঞ্জলিবদ্ধভাবে প্রণাম

করলেন, এটি কায়িক কর্ম। যেই মনোপ্রসাদ, এটি মানসিক কর্ম। এখানে যেই গুণ পরকে প্রকাশ করলেন, ভাষণ করলেন। যার আবাসে ভগবান গমন করলেন—সমস্তই তার অলোভ কুশলমূল হয়। যা ভগবানের প্রতি যে মৈত্রীচিত্ত—তা অদ্বেষ কুশলমূল হয়। যা অঞ্জলিবদ্ধভাবে প্রণাম করলেন এবং মান বা অহংকার বর্জন করলেন—এখানে তার অমোহ কুশলমূল প্রাদুর্ভূত হলো। যা বিপুল প্রজ্ঞা লাভ হলো, এটি হলো দৃষ্টিবিপর্যয় প্রহান। যা তদনুরূপ সংবরণ হয়, এটি তা সংজ্ঞাবিপর্যয় প্রহান। যা মনের প্রসন্নতা, এটি তার চিত্তবিপর্যয় প্রহান। অকুশল-বিপর্যয়গুলোর বিষ্কম্ভন প্রহান প্রত্যয় হয়। তিন প্রকার কুশলমূল যেই অনাবিল চিত্তসংকল্প—সেটিকে তার মনস্কার বলা হয়।

যা ক্লেশগুলোর বিষ্কম্ভন এই বিপর্যয় এবং আলম্বন স-প্রত্যয়তার দ্বারা প্রত্যয় হয় এবং কুশলমূল সন্দর্শনের প্রত্যয় হয়। সেই মনস্কার হেতুর দ্বারা এই প্রত্যয়ে চিত্ত উৎপন্ন হয়। এখানে যেই নিজ শাস্তার আলম্বনে চিত্ত প্রবর্তিত হয়, এটি হলো বুদ্ধানুস্মৃতি। যা ভগবানের গুণের প্রতি মনোনিবেশ করেন, এটি হলো ধর্মানুস্মৃতি। এখানে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান হলো হেতু এবং এটি প্রত্যয়। বাক্য প্রজ্ঞা হেতু বিতর্ক-বিচার প্রত্যয় হয়। কায়সংস্কার হলো কর্মের অভিসংস্কার, নাম হেতু বা অপ্রত্যয় হলো সুখবেদনীয় কর্মের উপচয়, হেতু সংযুক্ততা হলো কর্মের প্রত্যয়।

৮৬. এখানে সমারোপন হার কিরূপ?

মনের প্রসন্নতার দরুন সাধুব্যক্তি এখানে প্রসন্ন হয়, অপিচ চিত্তবিশুদ্ধিতা লাভ করে সত্ত্বগণ বিমুক্ত হন। সেই সত্ত্বগণ চিত্তপূর্বগামী চিত্তের প্রসন্নতার দ্বারা চেতনাও এখানে চিত্তভূত হয়। প্রতিঘ এই চেতনাগুলোর প্রসাদের দ্বারা কায় তার প্রসাদ হয়। সেটিকে ভিত্তি করে প্রসাদের দ্বারা প্রসন্ন সংজ্ঞাগুলো তার বিপরীত হয়, সেই পঞ্চবিধ বিষ্কম্ভন, কায়প্রস্রম্ভন প্রসাদ চিত্তসংলগ্ন চিত্তকে পুনঃ পূর্বের ন্যায় প্রসন্ন করে—এই হলো সমারোপন। অনুরূপভাবে পাঁচ প্রকার হলো প্রসাদ। 'তথা হতে সুখ আনয়ন করে' এখানে ভগবানের নির্দেশ কিরূপ? এখানে আত্মসত্য নয়, তার কর্মের বিপাক আনয়ন করে। সেই উপায় অনুগমন করে। যখন সংলগ্ন প্রত্যয় সৌমনস্য উৎপন্ন হলে নেই মানসিক গ্লানি আনয়ন করে, এটি হলো সমারোপন হার।

মহানাম শাক্যের সূত্র [সং. নি. ৫.১০১৭]। যদি এই সময়ে অস্মৃতিবান অসম্প্রজ্ঞ হয়ে মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমার কোন গতি হবে এবং কোথায় বা জন্ম ধারণ করব। এখানে অস্মৃতি হলো অভিসমাহার। 'মহানাম, ভয়

করে না, যে ব্যক্তির চিত্ত দীর্ঘকাল শ্রদ্ধাপরিভাবিত, শীলপরিভাবিত, শ্রুতি-ত্যাগপরিভাবিত' এভাবে বিস্তার করা কর্তব্য। ত্যাগ ও প্রজ্ঞার দ্বারা কী প্রদর্শন করে? যা শ্রদ্ধা, সেটি হলো চিত্তের প্রাসাদ। যা অনাবিল সংকল্পিত, সেটি হলো শ্রদ্ধা। কী কারণ? অনাবিল লক্ষণ। এখানে অনাবিল লক্ষণ হলো শ্রদ্ধা।

অপর লোকেরা বলেন যে, গুণ পরিশুদ্ধি বিশুদ্ধি গমন লক্ষণ, যা অপরের বচন প্রতিগ্রহণ লক্ষণ হলো শ্রদ্ধা। অপরপর্যায়ে নিজেদের যদি এরূপ সিদ্ধান্ত করে 'আমি কিছুই জানি না এটি আমি এখানে অনুজ্ঞাত হয়ে অপরিজ্ঞাত'। এটি হলো শ্রদ্ধা। অপরপর্যায়ে একষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত আদীনবানুদর্শন হলো অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। তার দ্বারা প্রদৃষ্ট হয়; যেমন, গভীর জলকূপে জল চোখ দিয়ে দেখা যায় না এবং শরীর দিয়েও ধরা যায় না। এরূপ আর্য অনুধ্যানে দৃষ্টি লাভ হয়, তাতে সাক্ষাৎকরণ হয় না, একেই বলা হয় শ্রদ্ধা। সেটি হলো লৌকিক।

অপরপর্যায়ে বিশ প্রকার ক্ষমাশীল পৃথগ্‌জনভুক্ত পুদ্গালের মধ্যে কে সৎকায়াধীন হয়ে বাস করে না? এটি একক হয় না, প্রধানসংজ্ঞা যথাভূত দৃষ্টির মৃদু পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলো দর্শনমার্গের দ্বারা প্রহীন হয়। দৃষ্টি একার্থ ক্লেশগুলো, এটি হলো শ্রদ্ধা।

স্রোতাপত্তি অঙ্গকে দুঃখ ভূমিতে পরিপূর্ণ বলা হয়। সেই ভূমিতে শৈক্ষ্যশীল আর্যগণ কর্তৃক ধারণ করে বলে বলা হয়। সেই ভূমিতে মৃদুপ্রজ্ঞা প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়কে বলা হয়। সেই ভূমিতে স্কন্ধগুলোর বিদ্যমানতা না থাকা, এটি হলো ত্যাগ। তদ্ধেতু শ্রদ্ধা ত্যাগাধিষ্ঠানের দ্বারা নির্দেশ করা কর্তব্য। সে-কারণে সুগভীর মনের দ্বারা সেই বিপরীত দৃষ্টিসংযুক্ততা হলো অশ্রদ্ধা, সে চক্ষু উপধি বা আসক্তির মধ্যে প্রমত্ততা লাভ হয়। এখানে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় যেই কাম পরিবেশন করে এটি বিদ্যমান পাপ পরিত্যাগ করে, ত্যাগাধিষ্ঠান প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রজ্ঞাধিষ্ঠান হয়, শীলের দ্বারা উপশমাধিষ্ঠান হয় না।

এই চারি ধর্মগুলো শীল ভাবিত করে—শ্রদ্ধা, শীল, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞা। এখানে শ্রদ্ধার মাধ্যমে স্রোত [সংসারস্রোত] পার হওয়া যায়। যা শীল, এটি হলো অপ্রমাদ। যেই ত্যাগ, এটি হলো প্রজ্ঞার কর্ম। যা প্রজ্ঞা—তা হলো প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এখানে যা শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়—তা হলো ত্রিবিধ অবিচল প্রসন্নতার মধ্যে। যা শীল—তা হলো শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে। যেই ত্যাগ তা হলো চারি ধ্যানের মধ্যে। যা প্রজ্ঞা—সেটি সত্যের মধ্যে, স্মৃতি সর্বত্রগামিনী হয়। সেই শৈক্ষ্যব্যক্তি ভদ্রিকা বেতনভোগী হন, ভদ্রিকা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন।

সেই বিশৃঙ্খল স্মৃতিগ্রস্ত ব্যক্তির শীলপালন করা সত্ত্বেও কায়-বিশৃঙ্খল স্মৃতিগ্রস্ত ব্যক্তির অথবা তা ইন্দ্রিয়গুলো সেই কুশলমূল কর্মবিপাক লাভ হয় না। তার তিন প্রকার অর্থ নির্দেশ করে। এখানে শ্রদ্ধা, শীল, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা—এই চারটি ধর্ম। যা শ্রদ্ধা এবং যা প্রজ্ঞা, এটি হলো মনোসুচরিত। যা শীল, এটি হলো কায়িক ও বাচনিক সুচরিত। যেটি ত্যাগ, এটি হলো চৈতসিক অলোভ সুচরিত। এই চিত্তে গৃহীত পঞ্চস্কন্ধ গৃহীত হয়। এই ধর্মের দ্বারা সুচরিত হয় এই দুঃখ আর্যসত্য এবং মার্গসত্যের কাছাকাছি কারণ হয়।

৮৭. এখানে বিচয় হার কিরূপ?

যা শীল এবং যেই শীল। তা কী করে? যা শ্রদ্ধা তার দ্বারা ভগবানকে অনুস্মরণ করে। মত্তহস্তীর দ্বারা সমাগত হয়, অশ্ব, ব্যাঙ, কুকুর সমস্তই শীলের দ্বারা কোনো প্রথা অনুসরণ করে না, কিংবা কায়ের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা স্থান বিশারদ হয়। অবিপ্রতিসারী প্রজ্ঞা যার বুদ্ধিমত্তা উত্তোলন করে। সেই অখণ্ড শীল যা বস্তুগত হয় না, তা মোহের মিথ্যাদৃষ্টি সহগত অকুশলচিত্ত উৎপন্ন করে না, এটি হলো বিচয় হার। ধর্মবাদীগণ ভদ্রিকা হবেন, এর যুক্তি আছে।

এখানে কাছাকাছি কারণ হার কিরূপ?

যা এই চিত্তকে শ্রদ্ধায়, শীলে, ত্যাগে, প্রজ্ঞায় ও সমাধিতে দীর্ঘকাল পরিভাবিত করে, এটি হলো প্রথম ধ্যানের কাছাকাছি কারণ। যা শ্রদ্ধা, এটি হলো অনাবিল সংকল্প, এটি হলো দ্বিতীয় ধ্যানের কাছাকাছি কারণ। তিন প্রকার অবিচল প্রসন্নতা যা শীল—তা হলো আর্যকান্ত—তা হলো শীলস্কন্ধের কাছাকাছি কারণ। যা প্রজ্ঞা—সেটি প্রজ্ঞাস্কন্ধের কাছাকাছি কারণ। এই ধর্মগুলো এবং এই চিত্ত একাগ্র অবস্থা হচ্ছে সমাধির কাছাকাছি কারণ। শ্রদ্ধা হলো শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি কারণ। ত্যাগ হলো সমাধি-ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি কারণ। প্রজ্ঞা হলো প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি কারণ। শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা হলো বিদর্শনের কাছাকাছি কারণ। শীল ও ত্যাগ হলো শমথের কাছাকাছি কারণ। শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা হলো অবিদ্যা-বিরাগ প্রজ্ঞাবিমুক্তির কাছাকাছি কারণ। শীল ও ত্যাগ হলো রাগ-বিরাগ চিত্তবিমুক্তির কাছাকাছি কারণ।

এখানে লক্ষণ হার কিরূপ?

বিজ্ঞানে বর্ণিত শ্রদ্ধা-স্মৃতি ভাবিত হলে সমস্ত পঞ্চস্কন্ধ ব্যক্ত হয়। শ্রদ্ধা বর্ণিত হলে সমস্ত সাত প্রকার [আর্য] ধনই বর্ণিত হয়। শ্রদ্ধাধন... শীলস্কন্ধে বর্ণিত বিষয়ে সমাধিস্কন্ধ ও প্রজ্ঞাস্কন্ধ বর্ণিত হয়। যা সেই চিত্ত দীর্ঘসময়

ধরে পরিভাবিত করলে পরে পরবর্তী সময়ে তা সেভাবে পরিবর্তিত হবে না, এমন কোনো কারণ নেই। এখানে সংজ্ঞাও তদনুরূপ পরিবর্তিত হয়। যেই তদুদ্ভূত ধর্মগুলো রয়েছে, তাও তদনুরূপ পরিবর্তিত হয়। রূপ-সংজ্ঞা রূপ-সঞ্চেতনা অনুদর্শন মনস্কার হয় অনুরূপ ছয় প্রকার আয়তন হলো বিজ্ঞান-কায়, এটি হলো লক্ষণ হার।

এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

এখানে সূত্রে ভগবানের কী অভিপ্রায়? যিনি উত্তম ভোগসম্পত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন এবং সুন্দরভাবে পুনর্জন্মগ্রহণ করতে চান; তিনি শ্রদ্ধা, শীল, ত্যাগ ও প্রজ্ঞাকে মনে স্থান দিবেন, এটি হলো ভগবানের অভিপ্রায়। যেই অন্য লোকেরাও তথাগতের সম্মুখে বিতর্ক সৃষ্টি করে না, এই ধর্মশ্রোতাগণ মনস্তাপহীন হয়ে কালগত হবে, এটিই হলো অভিপ্রায়।

৮৮. এখানে আবর্ত হার কিরূপ?

এই চারি ধর্মগুলো শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা অশ্রদ্ধা ও অবিদ্যাকে হনন করে। শীল ও ত্যাগ তৃষ্ণা ও দ্বেষকে হনন করে। তার দুই মূল প্রহীন হয়। দুঃখকে বিনাশ করে অপ্রহীন ভূমিতে দ্বিবিধ মূল [অবিদ্যা ও তৃষ্ণা] হলো পঞ্চস্কন্ধ। দ্বিবিধ আর্যসত্য—শমথ ও বিদর্শন। দ্বিবিধ মূল প্রহান করে। এই দ্বিবিধ সত্য—নিরোধসত্য ও মার্গসত্য। এটি হলো আবর্ত হার।

এখানে বিভক্তি হার কিরূপ?

যা সেই চিত্ত শ্রদ্ধাপরিভাবিত... যদি পৃথগ্‌জনের তারও উত্তম ভোগসম্পত্তি লাভ হয়, একত্বতায় নয় সেই কর্ম দৃষ্টধর্মে বা প্রত্যক্ষজীবনে বিপাক প্রত্যক্ষ করে। অপরেরও একই পর্যায়ে লাভ হবে। অথবা যা অতীত বিপাক উপস্থিত হয়, তার প্রত্যয় হলো চেতনা, যেমন যেভাবে মহাকর্ম বিভঙ্গে বলা হয়েছে, 'তদ্ধেতু এই বিভাজ্যব্যাকরণীয় নির্দেশ ধর্মচাঙ্গগণ যা উত্তম ভোগসম্পত্তি লাভ করেন'।

এখানে পরিবর্তন কিরূপ?

যা অশ্রদ্ধা, দুঃশীলতা, মাৎসর্য ও দুষ্প্রজ্ঞা, যা প্রতিপক্ষধর্মের দ্বারা প্রহীন হয়, এটি হলো পরিবর্তন।

এখানে বেবচন কিরূপ?

যা সেই চিত্ত দীর্ঘসময় ধরে পরিভাবিত চিত্ত মনোবিজ্ঞান... যা শ্রদ্ধাবল হলো শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, যা শীল তা হলো সুচরিত, সংযম, নিয়ম, দমন, স্কন্ধতা—এগুলো হলো তার বেবচন। যেই ত্যাগ সেটি হলো বিসর্জন, অলোভ পরিত্যাগকরণ, ত্যাগাধিষ্ঠান। যা প্রজ্ঞা সেটি হলো জ্ঞান, প্রজ্ঞাপ্রভা,

প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল।

এখানে প্রজ্ঞপ্তি কিরূপ?

যা সেই চিত্ত হলো বীজ-প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। পরিভাবনা হলো বাসনা-প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। শ্রদ্ধা হলো প্রসাদ-প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। শীল হলো সুচরিত-প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ত্যাগ হলো পুণ্যক্রিয়ার প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। প্রজ্ঞা হলো মীমাংসা প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। শ্রদ্ধা, শীল ও ত্যাগ—এই ত্রিবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি পরিশুদ্ধির দিকে গমন করে।

এখানে অবতরণ কিরূপ?

যা চিত্ত তা হলো স্কন্ধগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানস্কন্ধ, ধাতুর মধ্যে মনোবিজ্ঞানধাতু, আয়তনের মধ্যে মনায়তন। যেই চারি ধর্ম তা স্কন্ধগুলোর মধ্যে সংস্কারস্কন্ধে পরির্যায়পন্ন... ধাতুর মধ্যে, আয়তনের মধ্যে।

এখানে শোধন হার কিরূপ?

এটি ভগবান কর্তৃক ভাষিত হলে মহানাম শাক্য কর্তৃক জিজ্ঞাসাকরণের দ্বারা সমস্তই তা নিযুক্ত হয়।

এখানে অধিষ্ঠান কিরূপ?

এই চিত্ত স্বতন্ত্রতায় প্রজ্ঞাপিত অকুশল চিত্তের দ্বারা অপরিভাবিতের দ্বারা পরিভাবিত হয়। যা পুনঃ পরিভাবিত হয় অন্যদের এখানে প্রজ্ঞপ্তি গ্রহণে সমস্ত এই চারি ধর্ম একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়। 'উত্তম ভোগসম্পত্তি' বলতে কামভোগীগণ, রূপধাতু, অরূপধাতু মনুষ্যগণ সকলে উত্তম ভোগসম্পত্তিলাভী হয় সেই কথায় প্রজ্ঞাপ্ততা হয়, এটি হলো প্রজ্ঞপ্তি।

এখানে পরিষ্কার কিরূপ?

চিত্তের ইন্দ্রিয়গুলো অধিপত্য-প্রত্যয়তার দ্বারা মনস্কার প্রত্যয় হয়। হেতু-প্রত্যয়তার দ্বারা প্রত্যয় হয়। শ্রদ্ধা সহযোগে হেতু-প্রত্যয়তার দ্বারা লৌকিক প্রজ্ঞা প্রত্যয় হয়। যোনিশ মনস্কার প্রত্যয় হয়। শীলবান ব্যক্তির প্রতিরূপে দেশে বাস প্রত্যয় হয়। এবং নিজেকে সম্যকরূপে নিয়োজিত করার হেতু হয়। ত্যাগী ব্যক্তির অলোভ হেতু হয় এবং অমনস্তাপ হয় হেতু-প্রত্যয়। প্রজ্ঞা এবং পরঘোষ আধ্যাত্মিক যোনিশ মনস্কার হলো হেতু-প্রত্যয়।

এখানে সমারোপন কিরূপ?

যা সেই চিত্ত ও চৈতসিক দীর্ঘ সময় ধরে পরিভাবিত হয়। এখানে সমস্ত ধর্মগুলো পরিভাবিত উত্তম সেই সম্পত্তি লাভ হবে, শীলবান ব্যক্তি উপপাতিকরূপে জন্মগ্রহণ করবেন। এতে করে যেকোনো মনুষ্য উপভোগ্য-

পরিভোগ্য সমস্ত উত্তম ভোগসম্পত্তি লাভ করবেন, এটি হলো সমারোপন।

৮৯. 'যিনি ঊর্ধ্বে ও অধে সর্বপাপ হতে বীতরাগ' [উদান গ্রন্থে ৬১ নং উদান] গাথা। এখানে ঊর্ধ্বে বলতে কী বুঝায়? যা এই হতে ঊর্ধ্বে হয়ে থাকেন অনাগামী, এটি হলো ঊর্ধ্বে। অর্ধে হচ্ছে যা অতীতকে অতিক্রম করে, এই কারণে বলা হয়েছে অপসারণার্থে ঊর্ধ্বে। এখানে অতীতের দ্বারা কোনো কোনো শাশ্বতদৃষ্টি, পূর্বান্তকল্পিক, অপরান্তদৃষ্টি হয়, উচ্ছেদদৃষ্টি হচ্ছে যা ব্যক্ত কল্পিকদের এই দৃষ্টির উচ্ছেদদৃষ্টি ও শাশ্বতদৃষ্টি হয়।

এখানে এই শাশ্বতদৃষ্টি এই পনেরোপ্রকার পদ সৎকায়দৃষ্টি শাশ্বতকে ভজনা করে। 'সাকার আমার আত্মা, আত্মাই আমার রূপ, রূপই আমার আত্মা' এই বলে যা বলা হয় তা প্রজ্ঞা পরিহানি করে। যা উচ্ছেদদৃষ্টি সেটি পাঁচশত উচ্ছেদকে ভজনা করে। তারা 'এই জীব সেই শরীর' বলে দর্শন করে, 'রূপ আমার আত্মা' তদ্রূপ চতুর্বিধ সৎকায়দৃষ্টি উচ্ছেদের ও শাশ্বতের দ্বারা হয়। অনুরূপভাবে পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে বিশ প্রকার বস্তুকায় ও দৃষ্টির পনেরো প্রকার পদগুলো পূর্বান্তকে ভজনা করে। শাশ্বতদৃষ্টির ও উচ্ছেদদৃষ্টির পঞ্চ পদগুলো অপরান্তকে ভজনা করে। এখানে 'এটি আমি হই' এই বলে দর্শনকারী রূপকে আত্ম বলে দর্শন করে, সেই উচ্ছেদবাদী নিজেকে সাকার, আত্মায় রূপ, রূপকে আত্মা' বলে সে দর্শন করে, এটি হলো উচ্ছেদদৃষ্টি। আত্মা হতে প্রতিস্মরণ হয় এবং শাশ্বতদৃষ্টি পূর্বান্ত হতে প্রতিস্মরণ হয়। যিনি 'এটি আমি হই' এই বলে দর্শন করেন না। তার দৃষ্টি-আসব প্রহীন হয়। যেই তিনটি আসক্তির মধ্যে পূর্বান্তে এবং অপরান্তে সেই সেই নির্দিষ্টতার দ্বারা যিনি ঊর্ধ্বে ও অধে সর্বপাপ হতে বীতরাগ হয়। 'আমি হই' এই বলে দর্শন করে না, এর দ্বারের দ্বারা, এই প্রয়োগের দ্বারা, এই উপায়ের দ্বারা এই দর্শনভূমি স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করেন। সেই আর্যপ্রয়োগ সম্পূর্ণ নিবৃত্তি দিকে নিয়ে গিয়ে সংসারে পুনর্জন্ম রহিত করে। যেকোনো আর্য প্রয়োগ পুনঃ ভববগামী পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলো [শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়] মৃদু বা মধ্যম বা উত্তম সমস্তই পুনঃ ভবহীনতার দিকে [সাধককে] পরিচালিত করে।

'আমি' এই ভাব ক্রমশ দৃষ্টি-ওঘ, কাম-ওঘ, ভব-ওঘ এবং অবিদ্যা-ওঘ হিসেবে পরিণত হয়। এখানে দেশনাহারের দ্বারা চারি সত্য, পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং স্রোতাপত্তিফলের দ্বারা দুই প্রকার সত্য সাক্ষাৎ হয়—মার্গসত্য ও নিরোধসত্য। সৎকায় সমুদয়ের দ্বারা দুই প্রকার সত্য লাভ হয়—দুঃখসত্য ও সমুদয়সত্য। এটি হলো দেশনা হার।

এখানে বিচয় কিরূপ?

'এটি আমি হই' এই বলে যিনি দর্শন করেন না তিনি ত্রিবিধ দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য সংযোজনগুলো পরিত্যাগ করেন, এটি হলো বিচয়।

এখানে যুক্তি কিরূপ?

ত্রিবিদ পুদ্গল—কোনো কোনো পুদ্গল উদ্ঘাতিজ্ঞ, কোনো কোনো পুদ্গল বিপশ্চিতজ্ঞ, কোনো কোনো পুদ্গল নেয়্য। উদ্ঘাতিজ্ঞ তীক্ষ্ণইন্দ্রিয় হয়, তথা হতে বিপশ্চিতজ্ঞ মৃদুইন্দ্রিয় হয়, তথা হতে নেয়্য মৃদুইন্দ্রিয় হয়। এখানে উদ্ঘাটিজ্ঞ তীক্ষ্ণইন্দ্রিয় বিধায় দর্শনভূমিতে আগমন করে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হয়, তিনি একবীজী স্রোতাপন্ন হন, এটি হলো প্রথম স্রোতাপন্ন। বিপশ্চিতজ্ঞ মৃদুইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শনভূমিতে আগমন করে স্রোতাপত্তিফল লাভ করেন, তিনি কোলাংকুল স্রোতাপন্ন হন, এটি হলো দ্বিতীয় স্রোতাপন্ন হন। এখানে নেয়্য দর্শনভূমিতে আগমন করে স্রোতাপত্তিফল লাভ করেন, তিনি হলেন সত্তক্খত্তুপরম স্রোতাপন্ন, এটি হলো তৃতীয় স্রোতাপন্ন।

এখানে যুক্তি আছে মৃদু, মধ্যম ও উত্তম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মৃদু, মধ্যম ও উত্তম ভূমি সাক্ষাৎ লাভ করে সৎকায়দৃষ্টি প্রহানের দ্বারা বা মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করেন। এটি হলো যুক্তি।

এখানে কাছাকাছি কারণ কিরূপ?

এখানে সৎকায়দৃষ্টি হলো সমস্ত মিথ্যাদৃষ্টির কাছাকাছি কারণ। সৎকায় হলো নাম-রূপের কাছাকাছি কারণ। নাম-রূপ হলো সৎকায়দৃষ্টির কাছাকাছি কারণ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলো রূপী হলো রূপরাগের কাছাকাছি কারণ। ষড়ায়তন হলো অহংকারের কাছাকাছি কারণ।

এখানে লক্ষণ কিরূপ?

দ্বিবিধ দৃষ্টি প্রহীন হলে এখানে একটি দৃষ্টি দৃষ্টিগত প্রহান লাভ হয়। ঊর্ধ্ব ও অধ বীতরাগ সর্ব লোভনীয় বিষয়ে বীতরাগ বা অনাসক্ত হয়। তদুদ্ভূত পরভূমিতে এটি হলো প্রত্যয়; একে তিনি যথাযথভাবে দর্শন করেন। সেই সমস্ত প্রতীত্য-সমুৎপাদকে উপলব্ধি করেন, এটি হলো লক্ষণ হার।

৯০. এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

এই সূত্রে ভগবানের কী অভিপ্রায়? যেই সত্ত্ব যে (অকুশলে) অভিরমিত হবে না, তারা দৃষ্টি প্রহানের নিমিত্তে প্রচেষ্টা করবে। এই অর্থই ভগবানের অভিপ্রায়, এটি হলো চতুর্ব্যূহ হার।

এখানে আবর্ত হার কিরূপ?

যা এই মৃদু পঞ্চ ইন্দ্রিয় তা অর্ধভাগীয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় হয়। সম্পূর্ণরূপে

সমস্তই শেকড়সহ উপড়িয়ে ফেলে অভিধ্যা ও ব্যাপাদ ভাবনা আকারের দ্বারা শৈক্ষ্যের বিমুক্তির বল হলো শ্রদ্ধা। ঊর্ধ্বভাগীয় দৃষ্টিবশে বল হলো শ্রদ্ধা। (বিদর্শক) বীর্য-ইন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি সাধন করে স্মৃতি-ইন্দ্রিয় ধারণ করে চূড়ান্ত অনাসক্তির দিকে গমন করেন। এখানে যা ইন্দ্রিয় লাভ হয়, এটি হলো মার্গ যা সংক্লেশ প্রহান করে। এটি হলো নিরোধ যা অনাগতে অৎপন্নধর্মী, এটি হলো দুঃখ। এটি আবর্ত হার।

এখানে বিভক্তি হার কিরূপ?

'এটি আমি হই' এই বলে যিনি পুনঃপুন দর্শন করেন, সেটি বাস্তবিকই অতি উত্তম লৌকিক। যা ভূমিতে আর্য প্রয়োগের দ্বারা সেই সৎকায়দৃষ্টি পরিত্যাগ করতে পারে না। যাকে বলা হয় তদুদ্ভূত ভূমিতে উচ্চতর। এখানে তদুদ্ভূত ভূমিতে পঞ্চ আকারে দ্বারা শীল, ব্রত, বহুশ্রুত, সমাধির ও নৈষ্ক্রম্যসুখের দ্বারা অধিকতর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা লাভ করে। এখানে অপ্রাপ্তে প্রাপ্ত সংজ্ঞায় আত্মাভিমান গ্রহণ করে। এরূপ বস্তু উৎপত্তিতে ভগবান এই সূত্র ভাষণ করেছেন। শীলবান ব্যক্তি ব্রত পরিপূর্ণকারী হয়। এখানে অপ্রাপ্তে প্রাপ্ত সংজ্ঞায় তার যেই সমাধি অর্জন হয়, সেটি হলো আমিষযুক্ত কাপুরুষ সেবিত; কিন্তু সেই কাপুরুষ বলা হয় পৃথগ্জনকে। আমিষ হয় যা আর্যমার্গ আনয়নকারী লৌকিক অনার্য সেই সমাধি হয় অনার্য কাপুরুষ সেবিত। কিন্তু যেই আর্য আকারের দ্বারা যথাযথ না জানেন দর্শন না করেন, তিনি অধিগমন ত্যাগ করেন। যিনি আর্যসমাধির দ্বারা অকাপুরুষ সেবিত নিরামিষের দ্বারা অনুশীলন করেন, এখানে অকাপুরুষ বলা হয় আর্যপুদ্গলকে। যিনি তা সেবন করে সমাধি লাভ করেন, তিনি অকাপুরষ সেবিত। সে কারণে এক বিভাজ্য-ব্যাকরণীয় 'এটি আমি হই' এই বলে অদর্শনকারীর তথা হতে পতন হয়।

এখানে পরিবর্তন কিরূপ?

এই দর্শনভূমিতে ক্লেশ পরিত্যাজ্য, তার দ্বারা প্রহীন করা হয় যে অনির্দিষ্টও ভগবান কর্তৃক নির্দেশ করা কর্তব্য।

এখানে বেবচন কিরূপ?

যা সৎকায়দৃষ্টি, আত্মদৃষ্টি, এটি হলো ভূমি। যেই ক্লেশগুলো পরিত্যাজ্য। তা অপ্রহীন হলে অনির্দিষ্টও ভগবান কর্তৃক উক্ত হয় শাশ্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টি হিসেবে—সেটি হলো পরিয়ন্তদৃষ্টি। যা অপরিয়ন্তদৃষ্টি—সেটি হলো শাশ্বতদৃষ্টি। যা উচ্ছেদদৃষ্টি—সেটি হলো নাস্তিকদৃষ্টি। যা শাশ্বতদৃষ্টি—সেটি হলো অক্রিয়াদৃষ্টি, এটি হলো বেবচন।

এখানে প্রজ্ঞপ্তি কিরূপ?

তৃষ্ণা সংযোজন প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। মার্গ প্রতিলাভ প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলো প্রতিলাভ প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

এখানে অবতরণ কিরূপ?

সৎকায় দুঃখ দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য। সমুদয় হলো মার্গ। ইন্দ্রিয়গুলো সেই স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তনের মধ্যে নির্দিষ্ট হয়।

এখানে শোধন হার কিরূপ?

যাকে ভিত্তি করে ভগবান এই সূত্র ভাষণ করেছেন, সেটিকে ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হয়।

এখানে পরিষ্কার কিরূপ?

নাম-রূপের হেতু-প্রত্যয়ও বিজ্ঞান হয়, আর হেতু হয় বীজ। সে-কারণে অবিদ্যা ও সংস্কার প্রত্যয় হয়। নিরোধের নিয়মে অপরপর্যায়ে সর্বভব লাভ হয় না। যেই সর্বভবের হেতু পরভাণ্ড প্রত্যয় হয় এটি সম্যক দৃষ্টি পরঘোষ যোনিশ মনস্কারের প্রত্যয় হয়। যা প্রজ্ঞা উৎপন্ন করে, এই হেতু সম্যক দৃষ্টি হতে সম্যক সংকল্প হয়, যা সম্যক সমাধি, এটি হলো পরিষ্কার।

এখানে সমারোপন কিরূপ?

'এটি আমি হই' এই বলে অদর্শনকারী ব্যক্তি দুঃখ হতে, রোগ হতে... পনেরো প্রকার পদ। ভগবান শীলগুলোর কী অর্থ ও কী আনিশংস বা সুফল প্রকাশ করেন। 'হে আনন্দ, শীলপালনে মনস্তাপহীনতা হতে শুরু করে বিমুক্তি পর্যন্ত লাভ হয়।' এখানে দ্বিবিধ অর্থ সাধিত হয়—পুরুষার্থ ও বচনার্থ।

৯১. এখানে পুরুষার্থ কিরূপ?

যার জন্য পশ্চাতে অনুতাপ করতে হয় না, এটি হলো মনস্তাপহীনতা, এটি হচ্ছে পুরুষার্থ। যেমন কেউ বলেন যে 'এটি সেবন করো না' সে এরূপ বলে, কিঞ্চিৎ আমিত্ব এখানে অধীন হয় তার কারণে আমি এই ক্রিয়া আরম্ভ করব, এটি হলো পুরুষার্থ।

এখানে বচনার্থ কিরূপ?

শীল হলো কায়িক বা বাচনিক সুচরিত মনস্তাপহীনতা। এখানে শীলকে ব্রতকে বলা হচ্ছে। অনন্য সুগতিগামী কর্মকারী বলে সুচরিত, এটি হলো মনস্তাপহীনতা। এরূপে বিমুক্তি পর্যন্ত করণীয়। এক একটি পদের মধ্যে দুটি অর্থ—পুরুষার্থ ও বচনার্থ। যেমন এই সূত্রে অনুরূপভাবে সমস্ত সূত্রে দুটি দুটি অর্থ হয়। এটি হলো পরমার্থ ও উত্তমার্থ। যা নির্বাণ এই বিশ্বাসকে

নিশ্রয় করে যা নিজ সাক্ষাৎকরণীয় হয়। এখানে বলা হচ্ছে কীসে কৃতকার্য হয়? এটি পুনঃ বেবচন সম্প্রজানন করে। এর দ্বারা নিযুক্ত অর্থ অধিক অর্জিত হয়, এটি হলো বচনার্থ। এখানে যেই অর্থ শ্রাবক আকাঙ্ক্ষা করে। তার যেই অর্জন হয়, এটি হলো পুরুষার্থ। যা যা ভগবান ধর্মদেশনা করেন, সেই সেই ধর্মের যা অর্থবিজ্ঞপ্তি—এই হলো অর্থ। এখানে শীলগুলোর মনস্তাপহীনতা হলো অর্থ ও আনিশংস বা সুফল। এই আনিশংস যা দুর্গতিতে গমন করে না। যেমন সেই ভগবানের এই আনিশংসময় ধর্মে ধর্মচারী ব্যক্তি পুণ্যকর্ম সমাধা করে দুর্গতিতে গমন করেন না, এটি হলো অর্থ।

যেই পুরুষ ভাবনাভূমিতে শীলগুলোকে ভিত্তি করে শীলের দ্বারা সংযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে বিমুক্তি [অর্হত্ত্ব] পর্যন্ত শীলস্কন্ধ হয়। এখানে যেই মনস্তাপহীনতা তা অনুশয় [সুপ্ত তৃষ্ণা]-বশে নির্দিষ্ট হয়, তার যেই শীল, এটি হলো শীলস্কন্ধ। সমাধি-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেই প্রমোদ্য, প্রীতি ও প্রশ্রদ্ধি লাভ হয়, এটি হলো সমাধিস্কন্ধ। যিনি সমাহিত তিনি যথাযথরূপে জানেন, এটি হলো প্রজ্ঞাস্কন্ধ। এই তিন প্রকার স্কন্ধ—শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

তদ্রূপ শীল পরিপূর্ণকারী ব্যক্তির যা বীর্য-ইন্দ্রিয় হয় সেই কারণে তিনি শীল পরিপূর্ণ করতে পারেন, তিনি উৎপন্ন না হওয়া অকুশল উৎপন্ন না হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করেন, উৎপন্ন অকুশল বিনাশের জন্য, অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদন করার জন্য এবং উৎপন্ন কুশল বৃদ্ধির জন্য এই বীর্য-ইন্দ্রিয় নির্দিষ্ট হয়। এখানে যেই সমাধিস্কন্ধ, এটি হলো সমাধি-ইন্দ্রিয়। প্রজ্ঞাস্কন্ধ হলো প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, তা চারি সম্যক প্রধানের মধ্যে দ্রষ্টব্য। তদ্রূপ যেই অনুৎপন্ন অকুশলের অনুৎপাদনার্থে প্রচেষ্টা করেন, এটি হলো প্রথম সম্যক প্রধান। যা উৎপন্নের জন্য, এটি হলো দ্বিতীয়। চারি সম্যক প্রধান চারি ধ্যানের মধ্যে দর্শন করা কর্তব্য। তদ্রূপ শীলস্কন্ধের দ্বারা নৈষ্ক্রম্যধাতু ইত্যাদি, তিন প্রকার বিতর্ক—নৈষ্ক্রম্যবিতর্ক, অব্যাপাদবিতর্ক ও অবিহিংসাবিতর্ক। যা সাধারণ বলে গণ্য হয়।

যা আসক্ত ব্যক্তির প্রমোদ্যের দ্বারা এই কায়িক সুখ আনয়ন করে, এই অনিয়ম প্রীতির দ্বারা, এটি হলো দুঃখ। এখানে যেই চিত্তের অবিক্ষেপতা, এটি হলো সমাধি। এটি পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত প্রথম ধ্যান। যা চৈতসিক প্রশ্রদ্ধি, সবিতর্ক, সবিচার প্রতিবন্ধক, যেই ক্লেশ প্রতিবন্ধক—সেটি প্রথম ধ্যানে নিরুদ্ধ হয়। তদ্রূপ যা ক্লেশপ্রশ্রদ্ধি যা বিতর্ক-বিচারগুলোর প্রশ্রদ্ধি উভয়েই এই ধর্মে প্রশ্রদ্ধি লাভ করে। এখানে কায়ের এবং চিত্তের সুখে সুখী হয়, এটি

হলো প্রীতিসুখী ব্যক্তির প্রশ্রদ্ধি। চিত্তের যেই একাগ্র অবস্থা, সেই একাগ্র অবস্থার দ্বারা যেই চিত্তের আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদন, এটি হলো চতুর্থ ধ্যান।

এই আধ্যাত্মিক চিত্তের সম্প্রসাদ, একাগ্র অবস্থা, প্রীতি এবং সুখ, এটি হলো চারি অঙ্গ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান। যেই প্রশ্রদ্ধ কায়ে সুখ অনুভব হয়, সেই অধিকমাত্রায় সুখে স্ফূরিত হয়ে যেই সুখ চৈতসিক লাভ হয়, সেই প্রীতিতে বীতরাগ এরূপে সেই প্রীতিতে বীতরাগ বিধায় উপেক্ষা প্রতিলাভ করেন। সেই প্রীতিতে বিরাগ ও উপেক্ষা প্রতিলাভ করে এবং সুখ অনুভব করে। স্মৃতি এবং সম্যক প্রজ্ঞায় তা প্রতিলাভ হয়। যদি স্মৃতি ও একাগ্রতা থাকে, এটি হলো পঞ্চ অঙ্গ সমন্বিত তৃতীয় ধ্যান। যেই সুখী চিত্ত তা সমাহিত হয়, এই একাগ্রতার পরাবিধানভাগীয়। প্রথম ধ্যানে চিত্তের একাগ্রতা আছে চক্ষুর বেদনা নেই বলে সমস্ত পরিপূর্ণতা লাভ করে। যেমন চতুর্থ ধ্যানে, তদ্রূপ যা উপেক্ষা, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান এবং চিত্ত-একাগ্রতা শান্ত ভাব ধারণ করে, এটি হলো চতুর্থ ধ্যান।

৯২. যেরূপ সমাধি দর্শন করা কর্তব্য, সেরূপ প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় সেটি চারি আর্যসত্যের মধ্যে দর্শন করা কর্তব্য। যিনি সমাহিত তিনি ঠিকঠিকরূপে জানেন, যেই প্রজানন চতুর্বিধ অশুভ, দুঃখ ও অনাত্মা হতে হয়, যা আলম্বন হয় তা হলো দুঃখ আর্যসত্য, যা প্রজানন করতে গিয়ে নির্বেধ প্রাপ্ত হন বিমুক্ত হন, তদ্রূপ যা কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টাসব ও অবিদ্যাসবের প্রহান, এটি হলো নিরোধসত্য অপ্রহীনভূমিতে আসব সমুদয়। এই চারি আর্যসত্য সেই প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় দর্শন করা কর্তব্য। যেমন এই সমাহিত [সাধক] যথাভূত জানেন, এটি হলো দর্শনভূমি।

স্রোতাপত্তিফল যথাভূত প্রজানন করতে গিয়ে নির্বেধ প্রাপ্ত হন, এটি হলো তনুক বা মৃদু। কামরাগ-ব্যাপাদকে সকৃদাগামীফল যা নির্বেধ করে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, এটি হলো প্রথম ধ্যান ভাবনাভূমি, রাগবিরাগ চিত্তবিমুক্তি এবং অনাগামীফল। যেই বিমুক্তিতে বিমুক্ত হন, এটি হলো অবিদ্যাবিরাগ, প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং অর্হত্ত্ব। এই মনস্তাপহীনতা ও বীর্য-ইন্দ্রিয় হচ্ছে চারি সম্যক প্রধান হতে মনস্তাপহীনতা তার ওপর যাবৎ সমাধি, অনুরূপভাবে সেই চারি ধ্যান এবং সমাধি-ইন্দ্রিয় যা সমাহিত যথাভূত জানতে পারেন। এই চারি সতিপট্‌ঠান শীল পরিপূর্ণরূপে প্রতিপালন করে ত্যাগসংযুক্ত ও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিমিত্ত অনাবিল মন—এই স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হলো চারি সতিপট্‌ঠান। যা পুনঃ এই ধর্মদেশনায় ত্রিবিধ স্থানের মধ্যে দৃষ্টি উপগমনক ইন্দ্রিয় ক্লেশপ্রহানের দ্বারা শৈক্ষ্য শীল লাভ করে, এটি হলো

শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়। চারি স্রোতাপত্তির অঙ্গ ফলগুলো হয়। সমাধি-ইন্দ্রিয় ধাপগুলো আরোহণের বিষয় সর্বসূত্রের মধ্যে নির্দেশ করা কর্তব্য।

যা ধ্যান অর্জন করে বীর্যগৃহীত জ্ঞান প্রতিস্মরণ হয়, এটি হলো শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা। যেই সমাধি পূর্বাপর নিমিত্ত আভাস দেয় অত্যুৎকৃষ্ট গতিতে ইচ্ছানুরূপ লাভ হয়, এটি হলো চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা। যা সেভাবে সমাহিত হয়ে যথাভূত জানতে পারেন, এটি হলো ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা। এটি হলো সূত্র নির্দেশ।

এই সূত্র নির্বেধভাগীয় হৃদয়ঙ্গমকারী অধিক হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য। যেই অঙ্গের দ্বারা সমন্নাগত তা হৃদয়ঙ্গম করবে সেই অঙ্গের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করবে—সেই কারণে হলো বোধ্যঙ্গ। তদ্রূপ আদি হতে শীল, ব্রত, চেতনা পর্যন্ত করা কর্তব্য। কীসের মাধ্যমে শীলগুলো পরিপূর্ণ করেন? অনুৎপন্ন অকুশলের অনুৎপাদনের জন্য, উৎপন্ন অকুশলের প্রহানের জন্য, অনুৎপন্ন কুশলের উৎপাদনের জন্য এবং উৎপন্ন কুশলের বৃদ্ধি সাধনের জন্য—এই বীর্য সেই সেই হৃদয়ঙ্গমের অঙ্গ হয়, এটি হলো বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ। এই বীর্যের দ্বারা দুটি ধর্ম আদি হতে মনস্তাপহীনতা এবং প্রমোদ্য লাভ হয়। যা পুনঃ প্রীতি মনস্তাপহীনতার প্রত্যয় ও প্রমোদ্যের প্রত্যয় হয়, এটি হলো প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ। যা প্রীতিসংযুক্ত মনের কায় শান্ত হয়, এটি হলো প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ। সেই কায়িকসুখ আনিত হলে যা সুখী ব্যক্তির চিত্তকে সমাহিত করে, এটি হলো সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ। যিনি সমাহিত হন তিনি যথাভূত জানতে পারেন, এটি হলো ধর্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গ। যা শীল গ্রহণ করে উক্ত পঞ্চ বোধ্যঙ্গগুলোর গ্রহণে অনুলোমের নিমিত্ত স্থান প্রীতিভাগীয় এবং বিশেষভাগীয় অপরিবর্তন-সহগত হয় গৃহীত মার্গ, এটি হলো স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ। যা যথাভূত জানতে পারেন অতি উদ্যোগের সাথে আরব্ধবীর্য প্রয়োগ করেন। 'চাঞ্চল্যকর ভূমি'কৃত উচ্চপ্রার্থনায় প্রেরণ করে। 'ক্লান্তিজনক ভূমি' নিন্দার কারণরহিত অঙ্গের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয় যা চক্ষু শমথ পথ—সেটি হলো উপেক্ষা। সে-কারণে এই উপেক্ষা সেই বোধ্যঙ্গের অঙ্গ হিসেবে কাজ করে বলে একে উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ বলা হয়েছে, এটি হলো সূত্রনির্দেশ।

৯৩. এখানে দেশনা কিরূপ?

এই সূত্রে চারি আর্যসত্য দেশিত হয়েছে। এখানে বিচয় কিরূপ? শীলবানের মনস্তাপহীনতা হতে বিমুক্তি লাভ পর্যন্ত এই প্রশ্নটিকে কী অর্থে আমি পরিমাপ করব? দুটি পদ প্রশ্ন হয়, দুটি পদ উত্তর হয়। দুটি পদে দুটি অভিজ্ঞা হয় এবং দুটি পদে উত্তর হয়। কী প্রশ্ন করে? নির্বেধিক কায়ভূমি

কর্মকে। তদ্রূপ প্রতিষ্ঠিত অশৈক্ষ্য ধর্মগুলো উৎপন্ন করে।

এখানে যুক্তি কিরূপ?

শীলবান ব্যক্তি মনস্তাপহীন হয় এবং নিঃচ্ছন্দের বিরাগ কী? এর যুক্তি আছে।

এখানে কাছাকাছি কারণ কিরূপ?

বীর্য বীর্য-ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি কারণ। সমাধি সমাধি-ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি কারণ। প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি কারণ। বীর্য অদ্বেষের কাছাকাছি কারণ। সমাধি অলোভের কাছাকাছি কারণ। প্রজ্ঞা অমোহের কাছাকাছি কারণ। বীর্য-ইন্দ্রিয় ত্রিবিধ মার্গাঙ্গের কাছাকাছি কারণ—সম্যক বাক্যের, সম্যক কর্মের ও সম্যক আজীবের। সমাধি-ইন্দ্রিয় ত্রিবিধ মার্গাঙ্গের কাছাকাছি কারণ—সম্যক সংকল্পের, সম্যক বাক্যের, সম্যক সমাধির। প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ মার্গাঙ্গের কাছাকাছি কারণ—সম্যক স্মৃতির ও সম্যক দৃষ্টির।

এখানে লক্ষণ কিরূপ?

শীলস্কন্ধে ব্যক্ত সর্বত্র তিনটি স্কন্ধ ব্যক্ত হয়। শীলই শৈল উপমা সদৃশ। যেমন শৈল সমস্ত প্রতিদ্বন্দীর অকরণীয় হয়ে থাকে এরূপ সেই চিত্ত সর্বক্লেশের দ্বারা কম্পিত হয় না, এটি হলো অমোহ। 'রঞ্জিত নয় রাগের স্থানে' [৩৪ নং উদান দ্র.], এটি হলো অলোভ। 'ক্রোধের স্থানে ধীর', এটি হলো অদ্বেষ। এখানে প্রজ্ঞা হলো অমোহ কুশলমূল, অলোভ অলোভই হয়, অদ্বেষ অদ্বেষই হয়। এই তিন প্রকার কুশলমূলের দ্বারা [সাধক] শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে অশৈক্ষ্যমার্গ উৎপন্ন করেন। শৈক্ষ্যভূমি সম্পত্তিকর্ম ধর্মগুলো উৎপন্ন করে। সেই সম্যক বিমুক্তি, যা বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন এই দশ অশৈক্ষ্যদের অর্হত্ত্ব ধর্ম হয়।

এখানে অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বারা চতুর্বিধ ভাবনাও লাভ হয়—শীলভাবনা, কায়ভাবনা, চিত্তভাবনা ও প্রজ্ঞাভাবনা। এখানে সম্যক কর্ম ও সম্যক আজীবের দ্বারা কায় বা দেহ ভাবিত হয়। সম্যক বাক্য ও সম্যক প্রচেষ্টার দ্বারা শীল ভাবিত হয়। সম্যক সংকল্প ও সম্যক সমাধির দ্বারা চিত্ত ভাবিত হয়। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক স্মৃতির দ্বারা প্রজ্ঞা ভাবিত হয়। এই চতুর্বিধ ভাবনায় দুটি ধর্ম ভাবনায় পরিপূর্ণতার দিকে গমন করে—চিত্ত ও প্রজ্ঞা। চিত্ত ভাবনায় শমথ [ধ্যান হয়], প্রজ্ঞা ভাবনায় বিদর্শন [ধ্যান হয়]। এখানে প্রজ্ঞা অবিদ্যা প্রহানের দ্বারা চিত্ত উপক্লেশ হতে বিশুদ্ধি সাধন করে। প্রজ্ঞাভাবনায় চিত্তভাবনার ন্যায় পরিপূর্ণতা সাধন হয়। এরূপে যার চিত্ত সুভাবিত কোথায় তার দুঃখ উৎপন্ন হবে? অপিচ সেই আয়ুষ্মান অব্যাপাদধাতু হতে বিমুক্তি

হয়েছেন, তিনি আর এতে সমাপন্ন হন না, সেই শঙ্খা দূরীভূত করেন। শঙ্খাবিতর্কিতে শরীরে দুঃখ অনুভব হয় না, এটি হলো সূত্রার্থ।

৯৪. এখানে দেশনা কিরূপ?

এই সূত্রে দশপ্রকার অশৈক্ষ্য অর্হত্ত্বধর্ম দেশিত হয়েছে—অপ্রমাণ ও সম্যক বিভাবনরূপে।

এখানে বিচয় কিরূপ?

শৈল উপমায় যেই যেই ধর্মগুলো সুখবেদনীয় দুঃখউপগত, সেই সমস্ত অরূপী বা অনুদর্শনকরীর উপগত কায় হতে বেদয়িত উপকরণ অপ্রবর্তিত দুঃখ অনুভব হয় না। এখানে যুক্তি কিরূপ? যার এই চিত্ত ভাবিত হয় কোথায় তার দুঃখ উৎপন্ন হবে? ত্রিবিধ ভাবনায় চিত্তদুঃখ উৎপাদনে অক্ষম হয়—চিত্তভাবনায়, নিরোধভাবনায় ও আনন্তরিক সমাধিভাবনায়। এভাবে যে চিত্ত ভাবিত হয়, এটি হলো সমাধি ফলের কাছাকাছি কারণ।

এখানে লক্ষণ কিরূপ?

'যার ভাবিত এমন চিত্ত' [৩৪ নং উদান দ্র.][১৩] বলতে চিত্তগুলো ভাবিত হলে যেরূপ প্রথম নির্দিষ্ট হয়—প্রজ্ঞা, শীল, কায়, চিত্ত। শীলও সুভাবিত এবং কায়িক চৈতসিক স্থিত বিধায় কম্পিত হয় না। তদ্রূপ বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার জ্ঞাতব্য। 'কোথা হতে তার দুঃখ উৎপন্ন হবে' বলতে সুখ বিদূরিত হয় না, অদুঃখ-অসুখও আগমন করে না।

এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

এখানে ভগবানের কী অভিপ্রায়? যার দুঃখের আধিক্য লাভ হবে, সে এরূপ সমাপত্তি রহিত হবে, এখানে এটিই ভগবানের অভিপ্রায়। যে অপ্রসন্ন, তারও লাভ হবে, এবং প্রসন্নদের প্রীতিপ্রমোদ্য লাভ হবে, এখানে এটিই ভগবানের অভিপ্রায়।

'আবর্ত' বলতে আবর্তনের ভূমি নেই।

'বিভক্তি' বলতে 'কোথা হতে তার দুঃখ উৎপন্ন হবে যা ভাবিত এমন চিত্ত সুগম্ভীর' এখানে দ্বিবিধ বিষয় নির্দেশ করে—দুঃখহেতু নির্দেশ এবং প্রতিপক্ষ নির্দেশ। কী সেই দুঃখহেতু? যেখান হতে দুঃখ আগমন করে প্রতিপক্ষ ব্যক্ত অবশিষ্ট ধর্মগুলোর—শীল, হেতু ও প্রত্যয়। সেই সমস্ত

---

[১৩] উদান গ্রন্থের ৩৪ নং উদান গাথা :

কম্পিত নহে চিত্ত যার শৈলের মতো স্থির,
রঞ্জিত নহে রাগের স্থানে, ক্রোধের স্থানে ধীর;
কোথা হতে তার দুঃখ উৎপন্ন হবে যা ভাবিত এমন চিত্ত সুগম্ভীর!

ধর্মগুলো ব্যক্ত হয়। এক বোধিপক্ষীয় ধর্মে ব্যক্ত সর্ব বোধগমনীয় ধর্মগুলো ব্যক্ত হয়।

এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

এই সূত্রে ভগবানের কী অভিপ্রায়? যিনি মনস্তাপহীনতার দ্বারা ছন্দ সমন্বিত হন, তিনি শীল পরিপূর্ণ করতে পারেন, প্রমোদ্য ছন্দ সংযুক্ততো মনস্তাপহীনতা পরিপূর্ণ করে, এটিই এখানে ভগবানের অভিপ্রায়... এটি হলো চতুর্ব্যূহ হার।

এখানে আবর্ত কিরূপ?

এই সূত্র হচ্ছে নির্বেধভাগীয়। যেটি নির্বেধ, এটি হলো নিরোধসত্য। যার দ্বারা মর্ম স্পর্শ করে—সেটি হলো মার্গসত্য। যেটি মর্ম স্পর্শ করে—তা হলো দুঃখসত্য। যা নির্বেধগামীর মার্গের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়—একে সমুদয় বলা হয়।

এখানে বিভক্তি কিরূপ?

শীলবান ব্যক্তির মনস্তাপহীনতা হলো বিভাজ্য-ব্যাকরণীয়। অননুরক্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বেষসহগতভাবে কায়ের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা অকুশল কর্ম সম্পাদন করেন ততক্ষণ তার মনস্তাপহীনতা থাকে না। কিছু লোকের নাকি এরূপ হয়—'আমাদের কৃত সুকর্মই হচ্ছে সুচরিত, তার দ্বারা মনস্তাপহীন ব্যক্তি প্রমোদ্য লাভ হয় এভাবে বিমুক্তি পর্যন্ত লাভ হয়—সেটি হলো শীলবানের মনস্তাপহীনতা' এটি বিভাজ্য-ব্যাকরণীয়, এটি হলো বিভক্তি হার।

এখানে পরিবর্তন কিরূপ?

এই সাত প্রকার কারণ সম্পদের দ্বারা এগারো প্রকার কারণ বিভক্তি হতে পরিত্যাগের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, এটি হলো পরিবর্তন।

এখানে বেবচন কিরূপ?

এই আর্যধর্মগুলোর বল, বোধ্যঙ্গ, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তিগুলো রয়েছে, এটি হলো বেবচন।

এখানে প্রজ্ঞপ্তি কিরূপ?

শীলবানের মনস্তাপহীনতা হলো শীলস্কন্ধে নৈষ্ক্রম্যপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, নিসজ্জপ্রজ্ঞপ্তি এরূপে দশ প্রকার অঙ্গগুলো দুটি দুটি অঙ্গের দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ততা লাভ করে।

এখানে অবতরণ কিরূপ?

এই নির্বেধভাগীয় সূত্র পঞ্চ বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়, যেমন যা প্রথম নির্দিষ্ট হয়,

এরূপ ইন্দ্রিয়াদি, স্কন্ধ, ধাতু, আয়তনের মধ্যে নির্দেশ করা কর্তব্য।

এখানে শোধন হার কিরূপ?

শীলবানের মনস্তাপহীনতা বলতে শুধুমাত্র শুদ্ধতাকে ভিত্তি করে মনস্তাপহীন ব্যক্তির প্রমোদ্যতা লাভ হয় না। শুদ্ধতাকে ভিত্তি করে যেই এগারো প্রকার পদ দেশিত হয়েছে যখন তখন শুদ্ধতাকে ভিত্তি করে, এটি হলো শোধন।

এখানে অধিষ্ঠান কিরূপ?

শীল স্বতন্ত্রতায় প্রজ্ঞাপিত হয়—এরূপ দশ প্রকার পদ সমস্তই শীলস্কন্ধের আনিশংস। তন্মধ্যে প্রতিরূপ দেশে বসবাস হলো প্রত্যয় এবং নিজেকে সম্যকরূপে নিয়োজিত রাখা হলো হেতু। সমাধিস্কন্ধের সুখ হলো হেতু আর প্রশ্রদ্ধি হলো প্রত্যয়। যার দ্বারা ধ্যান সহজাত স্থান হলো ধ্যানাঙ্গ অপরপর্যায়ে কাম পরিভোগে আদীনবানুদর্শন সমাধির প্রত্যয় হয় এবং নৈষ্কম্যে আনিশংস দর্শন হলো হেতু।

এখানে সমারোপন কিরূপ?

যা বীর্য-ইন্দ্রিয়—সেটি হলো শীলস্কন্ধ। যা শীল—সেটি হলো চারি ধর্মপ্রধান। যা ধর্মানুধর্ম প্রতিপত্তি—সেটি হলো প্রাতিমোক্ষ সংবরণ।

৯৫. 'যার শৈলোপম এমন চিত্ত' এই গাথা [৩৪ নং উদান], 'শৈলোপম' বলতে এর উপমাটি হচ্ছে শৈল বা পর্বত যেমন বাতাসে কম্পিত হয় না, উষ্ণতার দ্বারা, বা শীতলতার দ্বারা সকম্পিত হয় না। যেমন অনেক চেতনাহীন দ্রব্য রয়েছে, তা উষ্ণতার দ্বারা ম্লান হয়ে যায়, শীতলতার দ্বারা শুষ্ক হয়ে যায়, বাতাসের দ্বারা মিশে যায়। কিন্তু শৈল তদ্রূপ নয় রাগে রঞ্জিত নয়, দোষনীয়ে দূষিত নয়। কারণ দোষনীয়ে দৌর্মনস্যগ্রস্ত হয় বলে, অথবা দুষ্টতার দ্বারা বা উষ্ণতার দ্বারা, শীতলতার দ্বারা কম্পিত, ম্লান ও শুষ্ক হয় না। অনুরূপভাবে চিত্ত রাগের দ্বারা দূষিত হয় না, শীতলতার দ্বারা কম্পিত হয় না। কারণ কী? রাগে রঞ্জিত ও দোষনীতে দূষিত নয় বলে। কী কারণ? দোষনীয়ে তাকে দূষিত করে না, অদুষ্টতায় তার কিছু হয় না। তার কারণে ক্ষোপনীয়ে ক্রুদ্ধ হয় না, যার এরূপ ভাবিত চিত্ত হয় কোথায় তার দুঃখ নির্দেশ? কোথা হতে তার এরূপ দুঃখ আগমন করবে?, এটি নির্দিষ্ট হয়।

'পরিবর্তন' বলতে 'কোথা হতে দুঃখ আসবে?' যা চৈতসিক সুখ, অনুপাদিশেষে এটি নেই, সোপাদিশেষে এই আছে। পুনঃ এরূপ বলেন যে, সেই ক্ষণ সেই মুহূর্ত উভয়েই অবেদয়িত সোপাদিশেষে যা এবং অনুপাদিশেষ যা সেই ক্ষণ সেই মুহূর্ত অনুপাদিশেষে যা এবং সোপাদিশেষ

অবেদয়িত। 'সুখাধিকৃত অনাবত্তিক হন' এখানে এটি হলো বিশেষ পরিবর্তন।

এখানে বেবচন কিরূপ?

যার ভাবিত এমন চিত্ত বা ভাবিত, সুভাবিত, অনুষ্ঠিত, বখুকৃত, সুসমারদ্ধ। 'চিত্ত' মানে হচ্ছে মন, বিজ্ঞান, মন-ইন্দ্রিয়, মনোবিজ্ঞানধাতু।

এখানে প্রজ্ঞপ্তি কিরূপ?

চিত্ত মন সংস্কারগুলো উপশমপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। সমাধি হলো অশৈক্ষ্যপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। দুঃখ হলো বিচ্ছিন্নপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

এখানে অবতরণ কিরূপ?

চিত্তে নির্দিষ্ট হলে পঞ্চস্কন্ধ নির্দিষ্ট হয়, এটি হলো স্কন্ধগুলোর অবতরণ। মনোবিজ্ঞানধাতুতে নির্দিষ্ট হলে পরে আঠারো প্রকার ধাতু নির্দিষ্ট হয়, এটি হলো ধাতুগুলোর অবতরণ। মনায়তনে নির্দিষ্ট হলে পরে সর্ব আয়তনে নির্দিষ্ট হয়—এখানে মনায়তন হলো নাম-রূপের কাছাকাছি কারণ। নাম-রূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন হয়। তদ্রূপ প্রতীত্য-সমুৎপাদ তথা কার্যকারণনীতি সংগঠিত হয়, এটি হলো অবতরণ।

এখানে শোধন কিরূপ হয়? শুদ্ধতায় আরম্ভ হয়।

এখানে অধিষ্ঠান কিরূপ হয়?

ষড়-ইন্দ্রিয় ভাবনায় একত্বতায় প্রজ্ঞপ্তি ষষ্ঠী কায়ে একত্বতায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়।

এখানে পরিষ্কার কিরূপ?

চিত্তের পূর্বহেতু সমুৎপাদ বিধায় মনস্কার এবং পরিতৃপ্ততা লাভ করে। যা অসমাহিত ভূমিতে বিশেষধর্মগুলোর ভাবনা করেন না বিধায় চিত্ত নিত্য গতিশীল থাকে। যদি সমাধির সুখ হেতু মনস্তাপহীনতা প্রত্যয় হয়—এই হেতু এই প্রত্যয় হলো পরিষ্কার।

এখানে সমারোপন কিরূপ?

'যার ভাবিত এমন হয়' বলতে সেই ধর্মগুলো সমারোপন করণীয় হয়। 'কায়, শীল, প্রজ্ঞা, ভাবিতচিত্ত' অনভিরত, অবক্র, অনেক অনাপজ্জ সত্ত্ব এই সংজ্ঞায়তন হতে সেই শৈক্ষ্যের সম্যক সমাধি সর্ব অশৈক্ষ্য দশ অর্হত্ত্বধর্মগুলো নির্দিষ্ট হয়, এটি হলো অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

৯৬. ভন্তে, যার ন্যূনত কায়গতাস্মৃতিও ভাবিত হয়নি, এমন লোক সেই অন্যতর সব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করে, আগমন করে উপবেশন না করে জনপদে বিচরণ বিচরণার্থে প্রস্থান করে, সেই আয়ুষ্মান এর মধ্যে বিপত্তি জানে দ্বিবিধ

প্রজ্ঞায় জানতে পারে এবং চিত্তভাবনায় দৃষ্টির প্রহান হয়, কায়ভাবনায় দৃষ্টিপ্রহান হয়, কায়ভাবনায় তৃষ্ণা প্রহান হয়। যা প্রথম উপমা সংযোজন করে।

অশুচি ও শুচির দ্বারা পৃথিবী যেমন বিরক্ত হয় না, ঘৃণিতও হয় না, প্রীতিপ্রমোদ্যও হয় না, এরূপেই আমি পৃথিবী সমতুল্য সেই চিত্তের দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান করে অল্পমাত্রও বৈরিতা পোষণ না করে মৈত্রীচিত্তে বাসবাস করব। এই সেই আয়ুষ্মান কি জানেন? তিনি কায়ভাবনায় সুখ-ইন্দ্রিয় প্রহান হয় এই বিশেষভাবে জানেন, চিত্তভাবনায় সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় প্রহান হয় এটি বিশেষভাবে জানেন। কায়িক বেদনা হতে রাগানুশয় অনুগামীদের সুখ-ইন্দ্রিয় প্রত্যাখ্যান করে। বেদনাস্কন্ধ নয় যা চৈতসিক সুখবেদনা এখানে এটি প্রতিলাভ প্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয় সুখ সৌমনস্য। শ্রোত্রকে প্রত্যাখ্যান করে, মনোসংস্পর্শজ বেদনাকে নয়।

এখানে চারি মহাভূতের মধ্যে রূপস্কন্ধের প্রতি অনুশয় বা প্রতিঘ প্রহানকে প্রকাশ করেন। কাম, রূপ এবং সেই অশৈক্ষ্যভূমিতে হয়। কায়ে কায়ানুদর্শন হলো দৃষ্টধর্ম সুখ বিহার। বলের দ্বারা এবং উৎসাহের দ্বারা সমস্ত মানসিক কৃতকর্মগুলোর প্রহান করে মিথ্যা ধারণায় পুরুষের মণ্ডনকজাতিক, এতে এর মাতাপিতাসম্ভূত প্রত্যবেক্ষণ, সে কায়ের দ্বারা কায়ানুদর্শন, চিত্তের দ্বারা চিত্তানুদর্শন—এই দ্বিবিধ ধর্ম ধারণ করে। কায়ক্লেশবত্থু চিত্তের দ্বারা চিত্তসন্নিশ্রিত এবং চিত্তের দ্বারা সুভাবিত সপ্তবিধ সমাপত্তিগুলোতে অবস্থান করতে বিশেষভাবে সমর্থ হয়।

গৃহপতিপুত্র উপমায় যেমন গৃহপতিপুত্রের নানারঙ্গগুলোর কাপড়ের বাক্স পরিপূর্ণ হয়, সে যা যখন বস্ত্রযুগল পূর্বাহ্ণ সময়ে আকাঙ্ক্ষা করেন, পূর্বাহ্ণ সময়ে পরিধান করেন, অনুরূপভাবে মধ্যাহ্ন সময়ে, সায়াহ্ন সময়ে, এরূপেই সেই আয়ুষ্মান চিত্তকে সুভাবিত করেন বিধায় ইচ্ছানুরূপ বিহারের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা করেন পূর্বাহ্ণ সময়ে বিহার করতে, সেভাবে পূর্বাহ্ণ সময়ে বিহার করেন, মধ্যাহ্ন সময়ে, সায়াহ্ন সময়ে। সেই সাজসজ্জার আয়ুষ্মানের উপমায় আমার সম্পাদিত হয়েছে বিধায় পৃথিবী বা অনুত্তর ইন্দ্রিয়ভাবনা ভাবিতচিত্তের দ্বারা। তার দ্বারা সেই আয়ুষ্মান চারি মহাভূতের মধ্যে এই অষ্টবিধ ভাবনা বিষয় বিশেষভাবে জানেন, কায়ভাবনা ও চিত্তভাবনা উপকচণ্ডাল পুরুষোচিত ভবদীঘিগুলোতে, এই ভাবনার দ্বারা এবং সেই ভাবনায় শমথ পরিপূর্ণ হয়। এই চারি ভাবনায় প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়।

৯৭. কিভাবে উপকচণ্ডাল প্রতিকূল ধর্মে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার

করেন? এখানে কায় প্রকৃতপক্ষে অপ্রতিকূল কায়ে ঊর্ধ্বস্ফীত-সংজ্ঞা বুঝায়। সংক্ষেপে নয়টি সংজ্ঞা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রতিকূল ধর্ম। এখানে এই আয়ুষ্মান প্রতিকূল হতে অত্যন্ত ঘৃণিত কায়গতাস্মৃতিতে ভাবনায় মনোনিবেশের মাধ্যমে একাগ্রচিত্ত হয়ে বিহার করেন। এতে তার ঘৃণ্য বিষয় প্রহানে চিত্ত প্রতিকূল হয় না।

কিভাবে অপ্রতিকূল ধর্মে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন? কায় সর্বলোকের মধ্যে অপ্রতিকূল হয়ে থাকে। তা সেই আয়ুষ্মান অশুভসংজ্ঞায় ধরে নিয়ে বিহার করেন। এভাবে অপ্রতিকূল ধর্মে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন।

কিভাবে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন? এমনকি সর্ব এই লোকে যা কিছু মুণ্ডিতমস্তকী পাত্রহস্তে গৃহকুলে পিণ্ডার্থে বিচরণ করেন, তার কারণে সেই আয়ুষ্মান সুবর্ণ-দুবর্ণ দর্শনে তথায় অপ্রতিকুলসংজ্ঞী চিত্তের দ্বারা এবং কায়ের দ্বারা বৈরাগ্যসহগত হয়ে অপ্রতিকুলসংজ্ঞী হয়, এভাবে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল ধর্মে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন।

কিভাবে প্রতিকূল ধর্মে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন? প্রতিকূল ধর্মে শুভসংজ্ঞীর স্ত্রীরূপে এবং প্রতিকূলে ঘৃণিত নীলবর্ণ-পুঁজপূর্ণ শবদেহ হিসেবে দর্শন করেন। এখানে সেই আয়ুষ্মান প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন।

কিভাবে প্রতিকূল ধর্মে তদুভয় পরিহারপূর্বক উপেক্ষক হয়ে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানে বিহার করেন? প্রতিকূল ধর্মে শুভসংজ্ঞীর স্ত্রীরূপে এবং প্রতিকূলে ঘৃণিত নীলবর্ণ-পুঁজপূর্ণ তদুভয় পরিহারপূর্বক 'এটি আমার নয়' 'এতে আমি নই', 'এটি আমার আত্মা নয়' এই চিত্তে বিহার করেন। এভাবে তদুভয় পরিহারপূর্বক উপেক্ষক হয়ে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানে বিহার করেন।

অপরপর্যায়ে হলো : ত্রি-ধাতুক লোকভূমিতে সমস্ত অন্ধপৃথগ্‌জনদের অপ্রতিকূলসংজ্ঞা লাভ হয়। এখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন। অনুরূপভাবে অপ্রতিকূল ধর্মে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন।

কিভাবে প্রতিকূল ধর্মে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন? এখানে কারা ত্রি-ধাতুক সর্বলোকে প্রতিকূলসংজ্ঞীর সর্বশৈক্ষ্য? এখানে কী প্রকারে ভূমিপ্রাপ্ত সমাধিফলে সাক্ষাৎকৃত অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন? কী কারণ? তার আছে নাকি নেই যে লোকের প্রহানের জন্য প্রতিকূলসংজ্ঞী উৎপন্ন করতে পারে।

কিভাবে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল ধর্মে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন? ত্রি-ধাতুক লোকসন্নিবাসে কামলোকভূমি পর্যন্ত রাগগুলোতে বীতরাগীদের প্রতিকূলসমতা রূপ-অরূপধাতু অপ্রতিকূলসমতা হয়। এখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন। এভাবে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল ধর্মে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন।

কিভাবে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল ধর্মে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন? যা কিছু অপর হতে কটুবাক্য দূর হতে আগত বচনপথদের সেই বচন হলো অপ্রতিকূল। যদবধি বাচনিক অপ্রতিরূপতা রয়েছে তদ্রূপ জনের প্রতিকূলসংজ্ঞা হয়। এখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র অভিজ্ঞায় সাক্ষাৎ করে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন। এভাবে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল ধর্মে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন।

৯৮. কিভাবে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল ধর্মে তদুভয় পরিহারপূর্বক উপেক্ষক হয়ে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানে বিহার করেন? যা সেসবকে বারম্বার দর্শন করে, যে ধর্মগুলো দুশ্চরিত্রতা—সেই ধর্মগুলো হলো অপ্রতিকূল। এখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র এটি ভিন্ন ভিন্নরূপে চিন্তা করেন, যেই ধর্মগুলো দুশ্চরিত্রতা—সেই ধর্মগুলো হলো অনিষ্টবিপাক। যেই ধর্মগুলো সুচরিত্রতা—তা হলো আচয়গামী। সেই সুচরিত্রতা আচয়গামী লাভ করে এবং দুশ্চরিত্রতা অনিষ্টবিপাক লাভ করে তিনি তদুভয় পরিহারপূর্বক উপেক্ষক হয়ে বিহার করেন।

অতঃপর প্রতিকূল ধর্মে অপ্রতিকূল ও প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। তৃষ্ণা হতেই প্রতিকূল ধর্মগুলো লাভ হয়। কী কারণ? সত্ত্বগণ তৃষ্ণায় আবদ্ধ। দুটি ধর্মে সত্ত্বগণ আবদ্ধ হয়। সত্ত্বগণ কবলীকৃত আহারে রসতৃষ্ণায় আবদ্ধ, স্পর্শে সুখসংজ্ঞায় সত্ত্বগণ আবদ্ধ। এখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র কবলীকৃত আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন এবং স্পর্শে দুঃখসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। এভাবে প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন।

কিভাবে প্রতিকূল ধর্মে ও অপ্রতিকূল ধর্মে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন? তৃষ্ণাক্ষয় অনুত্তর নির্বাণ লাভ হয়। তদ্রূপ অন্ধপৃথগ্জনদের প্রতিকূলসংজ্ঞা ও নিগৃহীতসংজ্ঞা লাভ হয়। এখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের অপ্রতিকূলসংজ্ঞা ও অব্যাপাদসংজ্ঞা স্বয়ং প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে, এরূপে প্রতিকূল ধর্মে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন।

কিভাবে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল ধর্মে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন?

তৃতীয়ে ও নির্বাণে প্রতিকূলসংজ্ঞীর হয় এবং যশ ও কৃর্তীর দ্বারা অপ্রতিকূলসংজ্ঞীর হয়। এখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথাভূত সম্যক প্রজ্ঞায় জানতে জানতে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল ধর্ম তদুভয় পরিহারপূর্বক অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন।

কিভাবে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল ধর্ম তদুভয় পরিহারপূর্বক উপেক্ষক হয়ে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানে বিহার করেন? যা সেসবকে বারম্বার দর্শন করে—অনুনয় অপ্রতিকূল ধর্ম ও প্রতিঘ প্রতিকূল ধর্ম। এখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র অনুনয়ের প্রতিঘ প্রহীন হওয়ার দরুন উপেক্ষক হয়ে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানে বিহার করেন। যা সেসবকে বারম্বার দর্শন করে, এটি হলো পঞ্চবিধ অনুত্তর ইন্দ্রিয় ভাবনা। এটি হচ্ছে সূত্রনির্দেশ।

৯৯. এখানে দেশনা হার কিরূপ?

এই সূত্রে কী দেশনা করা কর্তব্য? এখানে বলা হয়েছে—এই সূত্রে দৃষ্টধর্ম সুখবিহার দেশনা করা হয়েছে, তদ্রূপ বিমুক্ত চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম দেশিত হয়েছে।

এখানে বিচয় কিরূপ?

যারা কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে বিহার করেন, তাদের চিত্ত অনুনয়-প্রতিঘের সহিত বিহার করে না। অনুনয়-প্রতিঘের সহিত অভিরমনকারীর চিত্ত সুসমঞ্জস্য হবে, এটি হলো ভাবনার বল। এটি হলো বিচয় হার।

এখানে যুক্তি হার কিরূপ?

কায়ভাবনায় ও চিত্তভাবনায় কোনো সব্রহ্মচারী অতি অবজ্ঞা করবে না। এতে যুক্তি আছে, এটি হলো যুক্তি হার।

এখানে কাছাকাছি কারণ হার কিরূপ?

কায়ভাবনায় প্রথম স্মৃতি-উপস্থানের কাছাকাছি কারণ। যা পৃথিবীসম চিত্ততা— এটি হলো অনিত্যানুদর্শনের কাছাকাছি কারণ।

এখানে লক্ষণ কিরূপ?

যিনি পৃথিবীসম চিত্তে বিহার করেন। আত্মানুদর্শী পৃথিবীসম হয়ে গৃহী বিহার করেন। পৃথিবীসম হওয়ার কী লাভ? যেমন যেই শৈল উপমায় এরূপে পাপের প্রতি লজ্জায় অকর্মসংযুক্ত হয়ে এরূপই পৃথিবীসম হয়, এটি হলো লক্ষণ হার।

এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

এই ব্যাকরণে সেই আয়ুষ্মানের কী অভিপ্রায়? যেকোনো অর্হৎ ইন্দ্রিয় ভাবনাকে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরা সেই পৃথিবী সমতুল্য চিত্ত উৎপন্ন করবেন,

এটি হলো অভিপ্রায়।

এখানে আবর্ত কিরূপ?

আবর্তের কোনো ভূমি নেই।

এখানে বিভক্তি কিরূপ?

যিনি কায়ানুদর্শী হয়ে বিহার করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে পৃথিবীসম চিত্ততা লাভ করবেন না। কী কারণ? যিনি খণ্ডকাদি ও ছিন্নকাদি লাভ করেন তারা পৃথিবীসম চিত্ততা লাভ করেন না। সর্ব কায়গতাস্মৃতি শৈক্ষ্যভাবনায় নির্বাণ ফল লাভ হয়, এটি হলো বিভক্তি।

এখানে পরিবর্তন হার কিরূপ?

যিনি কায়ানুদর্শী হয়ে বিহার করবেন, তার দেহের কারণেই আঘাতজনিত দৈহিক যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়, এটি হলো পরিবর্তন।

এখানে অবতরণ কিরূপ?

পঞ্চস্কন্ধ উত্তীর্ণ বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়। তদ্রূপ যা মন-ইন্দ্রিয়—তা হলো মনধাতু ও মনায়তন। যা সমাধি-ইন্দ্রিয়—তা হলো ধর্মধাতু ও ধর্মায়তন। এটি হলো অবতরণ হার।

এখানে শোধন হার কিরূপ?

যেই মনের দ্বারা চারি প্রকারে ভাবিতব্য, সেই সমস্ত ভাবিত হলে যা সেই মনের দ্বারা প্রহীন হলে প্রাপ্তব্য সমস্তই হিতার্থের ভিত্তিতে হয়—সেই অর্থ হলো শুদ্ধ, এটি হচ্ছে শোধন হার।

এখানে অধিষ্ঠান কিরূপ?

এটি সমাধি একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়, ছয় কায় একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় রূপী [রূপ আছে এমন] হলো রূপকায়। ছয় বেদনাকায় হলো বেদনাকায়। ছয় সংজ্ঞাকায় হলো সংজ্ঞাকায়। ছয় চেতনাকায় হলো চেতনাকায়। ছয় বিজ্ঞানকায় হলো বিজ্ঞানকায়। এই সমস্ত ধর্মই হলো ধর্মকায় হিসেবে গণ্য হয়। এটি হচ্ছে অধিষ্ঠান।

'পরিষ্কার' বলতে সমাপত্তিদক্ষতা ও বীথিদক্ষতা হলো হেতু। যা গোচরদক্ষতা এবং যা নিপুণতা—তা হলো দক্ষতার প্রত্যয়। বিশুদ্ধিদক্ষতা হলো হেতু, নিপুণতা হলো প্রত্যয়। সুখ হলো হেতু, অব্যাপাদ হলো প্রত্যয়, এটি হলো পরিষ্কার।

এখানে সমারোপন কিরূপ?

যেমন পৃথিবীতে শুচিও নিক্ষেপ করে, অশুচিও নিক্ষেপ করে তাদৃশই এরূপ কায়ে মনোজ্ঞের দ্বারাও স্পর্শ হয়, অমনোজ্ঞের দ্বারাও স্পর্শ হয়

তাদৃশই প্রতিঘ-সংস্পর্শের দ্বারা বা সুখবেদনায় তাদৃশ যে চিত্ত লাভ হয়, এটি সূত্র বিভক্ত সউপমায় উদ্ঘাতিজ্ঞ পুদ্গল বিভাগের দ্বারা। এখানে সমারোপনের অবকাশ নেই।

১০০. এখানে সংক্লেশভাগীয় সূত্র কিরূপ?

যা হতে কুশল ধর্মের বিরোধ করা হয় না, বর্ধন করা হয় না এই আদীনবই ভগবান দেশনা করেন। 'তার কারণে আচ্ছাদন উন্মুক্ত করো, অনাচ্ছাদিতে অতিবর্ষণ হয় না, সেই আদীনব হতে উন্মুক্ত করেন।' সেই ত্রিবিধ ধর্মের দ্বারা বিদূরণ হয় না। অশুভসংজ্ঞা রাগের দ্বারা বিদূরণ হয় না। মৈত্রী দ্বেষের দ্বারা বিদূরণ হয় না। বিদর্শন মোহের দ্বারা বিদূরণ হয় না। এরূপে যেই যেই ধর্ম প্রতিপক্ষ হয় সেই সেই ধর্মে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। যেটি সেই ধর্মের অকুশল হয় সেই ধর্ম প্রতিপক্ষ হয়, তার সঙ্গে অবস্থান করেন না।

অপর নিয়ম হলো : যে এই ধর্মগুলো নিজের মাধ্যমে জাগ্রত করতে সক্ষম হয় না, এতে সেই ধর্মগুলো দেশিত হয়েছে। 'আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয়' বলতে সেই বিতর্ক যার দ্বারা পুনঃ সক্ষম হয় দেশিত চিত্তকে ব্যাখ্যা করতে, নির্মল করতে, বিবেকে নত, বিবেকপরায়ণ, বিবেকে পরিচালনাকারীর কুশল ধর্মে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বিপুলতা লাভ করে। যেমন : উৎপল, কুমুদ বা পদ্ম জলে শুক্লপক্ষে চন্দ্র যত রাত্রি যত দিবস দৃষ্ট হয়, তার বৃদ্ধিই আশা করা যায়, পরিহানি নয়, এরূপই সেই চিত্ত বিনাশিত হয় না। এখানে অপর অর্থ হচ্ছে : যেই অকুটিল, অশাঠ্য, অমায়াবী, ঋজু পুরুষ যথাভূত নিজেদের প্রদর্শন করে। এখানে যেই আচ্ছাদিত করে রাখে তার অকুশল ধর্মগুলো চিত্তকে অনুসরণ করে। 'আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয়' বলতে কিন্তু যে হয় অশাঠ্য, অকুটিল, অমায়াবী, ঋজু পুরুষ, সে যথাভূত নিজেদের প্রদর্শন করে। তবে তার চিত্তকে অকুশল ধর্মে বিদ্ধ করতে পারে না, এটি হলো সূত্রার্থ।

১০১. এখানে দেশনা কিরূপ?

এখানে দেশিত দশ প্রকার অকুশল কর্মপথগুলো অধিক বর্ষণের দ্বারা দশ প্রকার কুশল কর্মপথগুলো অনধিক বর্ষণের দ্বারা অকুশলগুলো হতে বিশুদ্ধিতা লাভ হয় না। যেমন ভগবান কর্তৃক ব্যক্ত হয়েছে যে, 'হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত সংক্লিষ্টতাই সত্ত্বগণকে সংক্লিষ্ট করে থাকে।'

এখানে বিচয় কিরূপ?

যার চিত্ত সহ্যশীল হয়, সেই গুণীব্যক্তির যা হয়ে থাকে, তা হয়

আনন্তরিয়ের দ্বারা শাস্তার প্রতি গুণানুকম্পতায়, এটি হলো বিচয়।

এখানে যুক্তি কিরূপ?

এরূপ অসহিষ্ণুতাকারীর চিত্ত উত্থিত হয়। উত্থিত হয়ে কুশল ধর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এর যুক্তি আছে।

'কাছাকাছি কারণ' বলতে 'আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয়', এটি আচ্ছাদিতের অসংবরতাগুলোর কাছাকাছি কারণ। 'অনাচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয় না', এটি অনাচ্ছাদিতের সংবরতাগুলোর। 'তদ্ধেতু আচ্ছাদন উন্মুক্ত করো, অনাচ্ছাদিতে অতিবর্ষণ হয় না', এটি হলো দেশনার কাছাকাছি কারণ।

'লক্ষণ' বলতে 'আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয়' বলতে যেকোনো বিচিত্র আচ্ছাদনের দ্বারা একলক্ষণ ধর্মগুলো সমস্তই তার উপলব্ধি হয় না। 'তাই আচ্ছাদন উন্মুক্ত করো, অনাচ্ছাদিতে অতিবর্ষণ হয় না' বলতে যেকোনো সেই অনাচ্ছাদিতের দ্বারা একলক্ষণ ধর্মগুলো সমস্তই তার অতিবর্ষণ হয় না, এটি হলো লক্ষণ হার।

এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

এই সূত্রে ভগবানের কী অভিপ্রায়? যার চিত্ত অকুশল ধর্মগুলোকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে সেগুলো যথাধর্ম প্রতিকার করতে হবে, এটি এখানে ভগবানের অভিপ্রায়। এটি হলো চতুর্ব্যূহ হার।

'আবর্ত' বলতে যা আচ্ছাদিত তা দ্বিবিধ কম্পিত অবস্থায় সমুচ্ছিন্ন করা উচিত। আনন্তরিয় সমাধীন। এখানে প্রশ্রদ্ধি হতে মান আসবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অশ্রদ্ধির মাধ্যমে প্রমাদ উৎপন্ন হয়, প্রমাদের দ্বারা নিচের দিকে নেমে যায়, অহমিকা উৎপন্ন হয়। এতে ভগবান বলেন যে, 'যারা অহংকারী প্রমত্ত তাদের আসবগুলো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়'। চার প্রকার হয় সেই উপাদান। যা চারি উপাদানরূপে গণ্য হয়, সেগুলো আবার পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ হয়। এগুলো সত্যও হয়—দুঃখ ও সমুদয়সত্য। তাই 'আচ্ছাদন উন্মুক্ত করো'। যেই হেতুর দ্বারা, সেই আসবগুলো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেগুলো প্রহীন হলে পরে আসবগুলোও প্রহীন হয়। এখানে অপ্রমাদের দ্বারা অশ্রদ্ধার প্রহীন করা হয়। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য প্রহানের দ্বারা স্থূল সেই দ্বিবিধ ধর্মগুলো শমথ ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। যার সেই আসবগুলোর ক্ষয় হয়, এটি হলো নিরোধসত্য। এই হচ্ছে চারি সত্য, এটি হলো আবর্ত।

এখানে বিবর্ত হার কিরূপ?

'আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয়' এতে একাংশ হয় না। কী কারণ? যার

পুনর্জন্ম আছে যেমন শৈক্ষ্যদের। ভগবান কর্তৃক যা বলা হয়েছে :

> ‘শৈক্ষ্য ব্যক্তি কায়ের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা
> অথবা মনের দ্বারা সামান্যমাত্রও পাপকর্ম করেন না।
> অধিকন্তু সমাধা করলেও তা গোপন করতে পারে না,
> এই অসমর্থতা তার দৃষ্টিপদ হয়।’

সামান্যমাত্রও তাদের চিত্ত বাধাগ্রস্ত হয়। পুনশ্চ অপ্রত্যয় সমবায়ে তাদের নির্দেশ করা কর্তব্য, এটি হলো বিভক্তি হার।

এখানে পরিবর্তন হার কিরূপ?

‘আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয়’ বলতে যার যেই ধর্মগুলো সমস্তই আচ্ছাদিত তার অতিবর্ষণ হয়, অনাচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয় না, অনাবৃতের অতিবর্ষণ হয় না, এটি হলো পরিবর্তন হার।

এখানে বেবচন হার কিরূপ?

‘আচ্ছাদিত’ বলতে আবৃত, নিবৃত, আবদ্ধ, আবরিত, সমাচ্ছন্ন, আচ্ছন্ন বুঝায়। ‘আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয় না’ বলতে যার সেই ধর্মগুলো বর্জিত হয়েছে, বিদূরিত হয়েছে, বৃন্তকৃত অধিক বর্ষণ হয় না, এটি হলো বেবচন হার।

এখানে প্রজ্ঞপ্তি হার কিরূপ?

‘আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয়’ বলতে ক্লেশভাগীয় প্রজ্ঞাপিত অনাচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয় না। সধর্মকৃত্যে যা প্রতিপদা হয় তা প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, ‘তাই আচ্ছাদন উন্মুক্ত করো’, এটি অনুশাসন প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, ‘আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয় না’ বলতে নিব্বান প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, এটি হলো প্রজ্ঞপ্তি হার।

এখানে অবতরণ হার কিরূপ?

‘আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয় না’ বলতে ত্রিবিধ ক্লেশ—রাগ, দ্বেষ ও মোহ। সেই স্কন্ধগুলোর মধ্যে সংস্কারস্কন্ধ... তা ইতিপূর্বে যেভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তনের মধ্যে, এটি হলো অবতরণ হার।

এখানে শোধন হার কিরূপ?

যার দ্বারা ভিত্তি করে এই সূত্র ভাষিত হয়েছে সেটি ভিত্তি করে নিযুক্ত হয়েছে।

‘অধিষ্ঠান’ বলতে ‘আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয় না’, এটি একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়। কী কারণ? এটি অতিবর্ষণ করে, এর অতিবর্ষণ হয়, এভাবে অতিবর্ষণ হয়, এটি হলো স্বতন্ত্রতায়। যা শ্রুতি সাধারণ লক্ষণের দ্বারা

প্রজ্ঞাপিত হয়—সেটি হলো একত্ব প্রজ্ঞপ্তি।

এখানে পরিষ্কার কিরূপ?

যা সেই অতিবর্ষণ করে, তার দুটি হেতু, দুটি প্রত্যয় হয়। অকুশলপ্রসূত এবং কথিক আত্মাভিরত হয়। এই দুটি অযোনিশ মনস্কার এবং কুশল ধর্মগুলো পরস্পর সম্পর্কিত নয়, এই দুটি প্রত্যয়।

এখানে সমারোপন কিরূপ?

'আচ্ছাদিতের অতিবর্ষণ হয়' এতে বিমতি প্রসন্ন হয়, আচ্ছাদিতকে যা পরিগ্রহণ করতে যা অদেশিত অল্পশ্রুতকে যা সংশয় বিনষ্ট অকুশলমূলের দ্বারা যেই তৃষ্ণায় সেই দ্বেষ বর্ধিত হয় প্রণত করে সেই অল্পরতির দ্বারা সংস্কার হয়। সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান হতে জরা-মরণ পর্যন্ত হয়, এটি হলো সমারোপন। যা পুনঃ অনুরূপ দেশনা তারই অকুশল ধর্মগুলো বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বিপুলতা লাভ করে তা সংস্কার নিরোধ, এটি হলো সমারোপন।

১০২. চারি পুদ্গল—তমতমপরায়ণ, তমজ্যোতিপরায়ণ, জ্যোতিতমপরায়ণ ও জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ। [অ.নি. ৪.৮৫]।

এখানে তম কাকে বলে?

যেই তম সেটি হলো অন্ধকার, যেমন ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, 'যেমন সেই ভয়ানক অন্ধকারে কম্পনশীলধাতুতে গড়া পুরুষ দর্শন করে না, এরূপই অজ্ঞানরূপ তমতুল্য অন্ধকারে আবৃত পাপিষ্ঠ নিজ কর্ম ও নিজ কর্মবিপাক বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে না। এটি এরূপ লক্ষণতা অজ্ঞানকে তম, অবিদ্যা, মোহ বলা হয়। যার দ্বারা সত্ত্বগণ যথাযথ জানতে পারে না—একে বলা হয় তম। সেই ত্রিবিধ চক্ষুতে তম লাভ হয়—মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু ও প্রজ্ঞাচক্ষু। এই চক্ষুতে এখানে তম নির্দেশ করা হয় অজ্ঞানতাকে।

এখানে অজ্ঞান ও অদর্শন কিরূপ? এই নিশ্রয়ে যা পূর্বান্তে অজ্ঞান, অপরান্তে অজ্ঞান, পূর্বান্ত-অপরান্তে অজ্ঞান, হেতু হতে অজ্ঞান, প্রত্যয় হতে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানীর সমাধি লাভকারীর এই পরিণামফল হয়। যা জ্ঞাত হয় না এটি সেবিতব্য বলে এটি মনস্কার করণীয় নয়। সে সেই তমতার দ্বারা নির্দেশ করে বলে তম হিসেবে যা বলা হয়েছে। 'মূঢ়' বলতে এরূপ চেতনা বুঝায়। সেই তমতার দ্বারা সেই পুদ্গল বলা হয়। 'তম' বলতে সে সেই তমতার দ্বারা অবিনাশের দ্বারা অসমুচ্ছিন্নের দ্বারা অনুরক্ত তদ্ভাবগতচিত্ত—এই পুদ্গলকে বলা হয় তম তমপরায়ণ। পরায়ণ ধর্ম মনস্কারিতব্য সেই তম সংযুক্ত করে অন্যচিত্ত উৎপন্ন হয়। তার এই ধর্মগুলো ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর হয়। সে শ্রুতময় প্রজ্ঞায় এটি প্রতিনিয়ত দর্শন করে।

এখানে তমজ্যোতিপরায়ণ কিরূপ?

সেই ব্যক্তি সেই প্রজ্ঞাবশে গতি পরিবর্তন করে এরূপে সেই গতি পরিবর্তনপরায়ণ হয়। এই পুদ্গলকে বলা হয় তমজ্যোতিপরায়ণ।

এখানে জ্যোতি জ্যোতিপরায়ণ পুদ্গল কিরূপ?

এখানে জ্যোতি বলে যা বলা হয় তা যদি তমের প্রতিপক্ষের দ্বারা যেই ধর্মে ন্যূনকল্পে জ্ঞানালোক হয়। সেই শ্রুতিধর্ম পুদ্গল তম জ্যোতিপরায়ণ হয়। এখানে বলা হচ্ছে যেই পুদ্গল তম জ্যোতিপরায়ণ সে যদি অনুরূপ কল্যাণমিত্র লাভ করে, যিনি তাকে অকুশল হতে ফিরিয়ে এনে ভাবিত কুশলেই স্থায়ীভাবে নিয়োজিত করে। এভাবে তিনি সদ্ধর্ম দেশনা করেন—এই ধর্মগুলো কুশল, এই ধর্মগুলো অকুশল। এই ধর্মগুলো সাবদ্য, এই ধর্মগুলো অনবদ্য। এই ধর্মগুলো সেবিতব্য, এই ধর্মগুলো সেবিতব্য নয়। এই ধর্মগুলো অনুকরণীয়, এই ধর্মগুলো অনুকরণীয় নয়। এই ধর্মগুলো অর্জন করে বিহার করণীয়, এই ধর্মগুলো অর্জন না করে বিহার করণীয়। এই ধর্মগুলো মনোযোগ দেয়া উচিত, এই ধর্মগুলো মনোযোগ দেয়া উচিত নয়। পরিপক্ক সংজ্ঞায় যেমন স্মৃতি-ইন্দ্রিয়গুলো সংজ্ঞা হিসেবে কাজ করে, সে এরূপ বিশেষভাবে জানে—এই ধর্মগুলো কুশল, এই ধর্মগুলো অকুশল। এই ধর্মগুলো সাবদ্য, এই ধর্মগুলো অনবদ্য। এই ধর্মগুলো সেবিতব্য, এই ধর্মগুলো সেবিতব্য নয়। এই ধর্মগুলো অনুকরণীয়, এই ধর্মগুলো অনুকরণীয় নয়। এই ধর্মগুলো অর্জন করে বিহার করণীয়, এই ধর্মগুলো অর্জন না করে বিহার করণীয়। এই ধর্মগুলো মনোযোগ দেয়া উচিত, এই ধর্মগুলো মনোযোগ দেয়া উচিত নয়। তিনি সেই ধর্মগুলো উত্তমরূপে শ্রবণ করে, শ্রোত্রে মনোনিবেশ করে। অন্য চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করে, সে এই ধর্মগুলোতে আনন্দ লাভ করে, সে শ্রুতময় প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়ে সে সেই প্রত্যয়বশে বিচরণ করে, অনুরূপভাবে তাতে তৎপর হয়, তৎপরায়ণ হয়ে তদ্ভাবগতচিত্ত হয়।

এখানে জ্যোতিতমপরায়ণ পুদ্গল কিরূপ?

এখানে জ্যোতি বলে যা বলা হয় তা যদি তমের প্রতিপক্ষের দ্বারা যেই ধর্মে ন্যূনকল্পে জ্ঞানালোক হয়, সেই পুনঃ ধর্ম। কী বলা হয়? প্রজ্ঞাবানকে পণ্ডিত বলা হয়। তিনি অনুরূপ জানেন—এই ধর্মগুলো কুশল, এই ধর্মগুলো অকুশল। এই ধর্মগুলো সাবদ্য, এই ধর্মগুলো অনবদ্য। এই ধর্মগুলো সেবিতব্য, এই ধর্মগুলো সেবিতব্য নয়। এই ধর্মগুলো অনুকরণীয়, এই ধর্মগুলো অনুকরণীয় নয়। এই ধর্মগুলো অর্জন করে বিহার করণীয়, এই

ধর্মগুলো অর্জন না করে বিহার করণীয়। এই ধর্মগুলো মনোযোগ দেয়া উচিত, এই ধর্মগুলো মনোযোগ দেয়া উচিত নয়। কিন্তু এখানে পাপমিত্রের সংসর্গে পাপমিত্রের বশবর্তী হয়ে অকুশল ধর্মগুলোকে অভিবর্ধন করে, কুশল ধর্মগুলোকে বিনাশ করে। সে সেই প্রমাদের দ্বারা প্রত্যয়সংজ্ঞা মনোযোগ না দিয়ে অস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞান অভ্যাস করে। তার দ্বারা যেই প্রতিপক্ষ হয় তম, এটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সে তমাভিভূত পরায়ণ তমপরম হয়, একে বলা হয় জ্যোতিতমপরায়ণ পুদ্গল।

১০৩. এখানে জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ পুদ্গল কাকে বলে?

এখানে বলা হয়েছে—সেই পুদ্গল কল্যাণমিত্রের সান্নিধ্যে অবস্থান করেন, সংযোগ সাধন করেন, কুশল গবেষণা করেন, তিনি কল্যাণমিত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন, জিজ্ঞাসা করেন কী কুশল? কী অকুশল? কী সাবদ্য? কী অনাবদ্য? কী সেবিতব্য? কী অসেবিতব্য? কী ভাবিতব্য? কী ভাবিতব্য নয়? কী অর্জন করে বিহার করণীয়? কী অর্জন না করে বিহার করণীয়? কী মনোযোগ দেয়া উচিত? কী মনোযোগ দেয়া উচিত নয়? কীভাবে সংক্লেশ হয়? কীভাবে বিশুদ্ধতা লাভ হয়? কীভাবে প্রবর্তিত হয়? কীভাবে নিবৃত্তি হয়? কীভাবে বন্ধনে জড়িত হয়? কীভাবে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হয়? কীভাবে সৎকায় সমুদয় হয়? কীভাবে সৎকায় নিরোধ হয়? সে এখানে দেশনা অনুযায়ী যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে আত্মনিয়োগকারী হয়, তিনি এভাবেই জানেন। এই ধর্মগুলো কুশল, এই ধর্মগুলো অকুশল এভাবে... কীভাবে সৎকায় সমুদয় হয়? কীভাবে সৎকায় নিরোধ হয়? পর্যন্ত বিস্তার করণীয়। তিনি সেই ধর্মে অতীব আকাঙ্ক্ষা করেন এভাবে লক্ষণ, জ্ঞান, বিদ্যা, আলোক বর্ধিত হয়। সেই পুদ্গল তৎপরায়ণ তদ্ভাবগত হয়—একে বলা হয় জ্যোতি জ্যোতিপরায়ণ পুদ্গল।

এখানে তম তমপরায়ণ পুদ্গল কিরূপ?

যে অকুশল ধর্মকে প্রদর্শন করে। সেই ভাবনায় হীনগতির মধ্যে উৎপত্তিকে প্রদর্শন করে, তাতে করে সে তৎপরায়ণ তদ্ভাবগত হয়—একে বলা হয় তমতমপরায়ণ পুদ্গল।

এখানে তম জ্যোতিপরায়ণ পুদ্গল কিরূপ?

সে তমতার দ্বারা অকুশল কর্মের বিপাককে প্রদর্শন করে। 'তমতা' বলতে যেই চক্ষু কল্যাণমিত্রের যেই অকুশল ধর্মগুলোকে পরিত্যাগ করে, কুশল ধর্মগুলোকে অভিবর্ধন করে।

এখানে যেই প্রণীত বা উৎকৃষ্ট গতির মধ্যে উৎপত্তিকে প্রদর্শন করে,

তৎপরায়ণ সেই কারণে বলা হয় তম জ্যোতিপরায়ণ।

এখানে জ্যোতি তমপরায়ণ পুদ্গল কিরূপ?

কুশলের বিপাককে প্রদর্শন করেন। যা চক্ষু পাপমিত্রসংসর্গের দ্বারা পাপমিত্রপরিচর্যার দ্বারা পাপমিত্র বশবর্তী হয়ে অকুশল ধর্ম অভিবর্ধন করে। সেই ভাবনায় হীন গতির মধ্যে উৎপত্তিকে প্রদর্শন করে। তৎপরায়ণ সেই কারণে বলা হয় জ্যোতি তমপরায়ণ।

এখানে যে পুদ্গল জ্যোতি জ্যোতিপরায়ণ সেই জ্যোতিতা, উজ্জ্বল হতে প্রণীত গতির মধ্যে উৎপত্তিকে দর্শন করা পর্যন্ত। তৎপরায়ণ সেই কারণে বলা হয় জ্যোতি জ্যোতিপরায়ণ।

জ্যোতি তমপরায়ণ দশপ্রকার অকুশল কর্মগুলোর উৎপত্তিকে প্রদর্শন করে। তম পুদ্গলের দ্বারা অকুশল কর্মগুলোর বিপাককে প্রদর্শন করে। অকুশল ধর্মগুলোর বিপাককে প্রদর্শন করে না। তমতার দ্বারা অষ্টবিধ মিথ্যা ধারণা প্রদর্শন করে। জ্যোতির দ্বারা অষ্টবিধ সম্যক দৃষ্টি প্রদর্শন করে। জ্যোতিতে তমপরায়ণের দ্বারা অতপনীয় ধর্মকে প্রদর্শন করে। জ্যোতিতে তমপরায়ণের দ্বারা তপনীয় ধর্মকে প্রদর্শন করে, এটি হলো সূত্রার্থ।

১০৪. এখানে দেশনা হার কিরূপ?

এই সূত্রে কী দেশিত হয়েছে? এখানে বলা হয়েছে—এই সূত্রে কুশল-অকুশল ধর্মগুলো দেশিত হয়েছে। এবং কুশল-অকুশল ধর্মগুলোর বিপাক দেশিত হয়েছে। হীন ও প্রণীত সত্ত্বদের গতি নানাকারণ দেশিত হয়েছে, এটি হলো দেশনা হার।

এখানে বিচয় হার কিরূপ?

অকুশল কর্মের যেই বিপাক পশ্চাতে অনুভব করে। তথায় স্থিত অকুশল ধর্মগুলো উৎপন্ন করে, অনুসন্ধান করে, যোজনা করে। কুশল ধর্মের যেই বিপাক পশ্চাতে অনুভব করে। তথায় স্থিত কুশল ধর্মগুলো উৎপন্ন করে, অনুসন্ধান করে, যোজনা করে, এটি হলো বিচয় ও যুক্তি।

এখানে কাছাকাছি কারণ কিরূপ?

যেই পুদ্গল জ্যোতি, সেই প্রত্যবেক্ষণের কাছাকাছি কারণ। যেই পুদ্গল তম, সেটি তমগ্রস্ততার বা অনুদর্শনের কাছাকাছি কারণ প্রদর্শন করে। তম জ্যোতিপরায়ণের দ্বারা অপ্রমাদের কাছাকাছি কারণ প্রদর্শন করে, তম অবিদ্যার ও দৃষ্টির কাছাকাছি কারণ প্রদর্শন করে। জ্যোতি তমপরায়ণের দ্বারা প্রমাদ ও দৃষ্টির কাছাকাছি কারণ প্রদর্শন করে, এটি হলো কাছাকাছি কারণ।

এখানে লক্ষণ হার কিরূপ?

তম তমপরায়ণের দ্বারা 'তম' বলতে অবিদ্যার নির্দিষ্টতায় সর্বক্লেশধর্ম নির্দিষ্ট হয়। তম জ্যোতিপরায়ণের দ্বারা জ্যোতিবিদ্যার নির্দিষ্টতায় সর্ব বোধিপক্ষীয় ধর্মগুলো নির্দিষ্ট হয়। জ্যোতি তমপরায়ণের দ্বারা প্রমাদ নির্দিষ্ট হয়। তম জ্যোতিপরায়ণের দ্বারা অপ্রমাদ নির্দিষ্ট হয়, এটি হলো লক্ষণ হার।

এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

এই সূত্রে ভগবানের কী অভিপ্রায়? যেই সত্ত্বগণ নীচকুলীন, তারা এটি শ্রবণে করে কুশল ধর্মে আত্মনিয়োগ করে না। যেই সত্ত্বগণ উচ্চকুলীন, তারা এই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে অধিকমাত্রায় কুশল ধর্মে আত্মনিয়োগ করে, এটি হলো চতুর্ব্যূহ হার। ভূমির উপদেশ।

এখানে আবর্ত হার কিরূপ?

যা অবিদ্যা হতে তৃষ্ণা প্রাদুর্ভূত হয়, এটি হলো সমুদয়। যেই তম তমপরায়ণ, এটি হলো দুঃখ। এই দুটি সত্য হলো দুঃখসত্য ও সমুদয়সত্য। জ্যোতি যার কারণে সূত্রের দ্বারা প্রজ্ঞপ্তি করা হয়—সেই ধর্ম হলো প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি কারণ। সেই অমোহের দ্বারা ত্রিবিধ কুশলমূল পরিপূর্ণ হয়, এটি হলো স্বর্গের কাছাকাছি কারণ।

এখানে বিভক্তি কিরূপ?

তমতমপরায়ণ নিশ্চিতরূপে হয় না। কী কারণে? তমপরায়ণ ভব আছে অপরপর্যায়-বেদনীয় কুশল জ্যোতির পুদ্গালের দ্বারা সহোৎপত্তিভাবে। জ্যোতিপরায়ণের ভব আছে অপরপর্যায়-বেদনীয় কুশল তম পুদ্গালের দ্বারা সহোৎপত্তিভাবে পরিবর্তন হয়ে তমের প্রতিপক্ষ হলো জ্যোতিতমপরায়ণ।

এখানে বেবচন কিরূপ?

যেজন তমপরায়ণ, সেজন অনুরূপ আত্মব্যাপাদে প্রতিপন্ন হয়। সেই অশ্রদ্ধায় অজ্ঞলোক অকুশল, অপারদর্শী ও অনাদীনবদর্শী হয়। যেজন জ্যোতিপরায়ণ, সেজন আত্মহিতে প্রতিপন্ন, পণ্ডিত, কুশল, পারদর্শী ও আদীনবদর্শী হয়, এটি হলো বেবচন।

এখানে প্রজ্ঞপ্তি কিরূপ?

সেই পুদ্গাল বিপাকপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, অকুশলে পরিপূর্ণতা হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। জ্যোতি কুশলধর্ম উৎপত্তির প্রজ্ঞপ্তি এবং কুশলধর্ম বিপাক প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয় ।

'অবতরণ' বলতে যেই অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার যা জরা-মরণ যা অবিদ্যা তা হলো কাছাকাছি কারণ। নির্দেশের দ্বারা বিদ্যা উৎপাদন অবিদ্যা নিরোধ

হয় হতে জরা-মরণ নিরোধ হয় পর্যন্ত। এই দুটি ধর্ম সংস্কারস্কন্ধ পর্যায়পন্ন হয়। নির্দেশের দ্বারা ধাতুগুলোর মধ্যে ধর্মধাতু ও ধর্মায়তন কাছাকাছি কারণ হয়।

এখানে শোধন কিরূপ?

এই দেশিত সূত্রের আরম্ভ হয়।

'অধিষ্ঠান' বলতে তম এই বলে ভগবান যা বলেন, এটি একজন পুদ্গলকে দেশনা করেননি। যতটুকু পর্যন্ত সত্ত্বগণের গতি, এখানে যে দুশ্চরিত্র ধর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই বহুল অধিবচনের দ্বারা তম নির্দেশ করে। যা জ্যোতি সর্বসত্ত্বের কুশলধর্ম উৎপত্তি সমস্তই সেই জ্যোতি বলে উক্ত হয়। এটি যোনিশ মনস্কার প্রজ্ঞপ্তি চারি মহাভূত পুদ্গলগুলোর প্রত্যয় হয়।

এখানে পরিষ্কার কিরূপ?

অকুশলের পাপমিত্রতা প্রত্যয় হয়, অযোনিশ মনস্কার হয় হেতু। কুশলের কল্যাণমিত্রতা প্রত্যয় হয়, যোনিশ মনস্কার হয় হেতু।

এখানে সমারোপন কিরূপ?

এখানে কেউ কেউ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, নীচ কুলে জন্ম নিয়ে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ইত্যাদির মধ্যে সেই উৎপন্ন সত্ত্ব সমস্ত মনুষ্য উপভোগ্য-পরিভোগ্য সম্পত্তি লাভ করে। জ্যোতি প্রণীত কুশলের মধ্যে উৎপন্ন সত্ত্বের মনুষ্য উপভোগ্য-পরিভোগ্য সম্পত্তি উৎপন্ন হয়।

১০৫. এখানে সংক্লেশভাগীয় ও নির্বেধভাগীয় সূত্র কিরূপ?

'বিজ্ঞগণ তাকে শক্ত বন্ধন বলেন না' এই গাথা। কোন কারণে সেই বন্ধন শক্ত হয়? চারি কারণের দ্বারা—ঐশ্বর্যের দ্বারা মুক্ত করতে সক্ষম নাকি ধনের দ্বারা, অন্যের যাচনার দ্বারা, পরায়ণের দ্বারা। যার মধ্যে মণিকুণ্ডল, স্ত্রী, পুত্রের প্রতি যেই রাগ আছে, এটি হলো আসক্তি। এটি হলো চৈতসিক বন্ধন। তা ঐশ্বর্যের দ্বারা, ধনের দ্বারা, অন্যের যাচনার দ্বারা, পরায়ণের দ্বারা মুক্ত করতে সক্ষম নয়। এখানে কোনোধরণের নিরাপত্তা নেই। 'এই বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছিল' বলতে দেব বা মনুষ্য তদ্রূপ বন্ধন রাগানুশয়ের দ্বারা এবং ছয় প্রকার বাহ্যিক আয়তনের দ্বারা বন্ধন করে রাখে। রূপের মধ্যে রূপতৃষ্ণা বন্ধন করে রাখে, ধর্মের মধ্যে হলো ধর্মতৃষ্ণা বন্ধন করে রাখে পর্যন্ত। যেটি ইহলোক বন্ধন হয় সেটি পরলোকেও বন্ধনরূপে পরিচালিত করে। সেই বন্ধন জন্মপরিগ্রহ করে, বন্ধন মৃত্যুবরণ করে। বন্ধন ইহলোক ও পরলোক গমন করে। আর্যমার্গ ব্যতীত এই বন্ধন মুক্ত করা সম্ভব নয়। মরণভাব ও উৎপত্তিভাব ভয় হতে জ্ঞাত হয়ে ছন্দরাগ পরিত্যাগ করে। সে

এই ছন্দরাগ পরিত্যাগ করে অতিক্রম করে। এর পরে এই লোক হচ্ছে দ্বিতীয়।

এখানে যেই বন্ধন সংস্কারগুলোর প্রহান হয় একে বলা হয় উভয় স্থানের মধ্যে বীর্য, গ্রন্থিপরিবৃত সুমুনি বন্ধনে লিপ্ত হন না। ঠিক এইরূপে নিজ অধিকারভুক্ত দ্রব্যে, স্ত্রী, পুত্রের প্রতি আবদ্ধ শৈল্য উপড়ে ফেলেন, তার কারণে তৃষ্ণার প্রহান দর্শন করেন। এই তৃষ্ণামূলের প্রহান হলো শ্রেষ্ঠ অপ্রমত্ততা। কামপ্রমাদ আগমন করলে প্রহানের জন্য নৈষ্ক্রম্য অভিরত হয়ে অপ্রমাদবিহারী হন। তাঁর আসব প্রহানের দরুন এই লোক ও পরলোক আর বিদ্যমান থাকে না। তিনি ইহলোক নিশ্রিত প্রিয়রূপ সাতরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন না। এমনকি তিনি পরলোক নিশ্রিত প্রিয়রূপ সাতরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাই বলা হয়েছে—'এই লোক ও পরলোক বিদ্যমান থাকে না।' যা তার প্রহান তার ছেদন অষ্টবর্গীয় মুনি নির্দিষ্ট হয়। তিনি এই লোক হতে বিমুক্ত হয়ে অষ্টবর্গীয়ের মধ্যে বিনষ্ট হয় বলে এই লোক হতে নিঃস্ব হন। তদ্রূপ এই তৃষ্ণায় তার অধিকারভুক্ত দ্রব্যের বস্তুকামের একগাথায় এতে সর্ব কামগুলো প্রদর্শিত হয়েছে। তার কারণে ভগবান দেশনা করেছেন, 'এরূপেই প্রব্রজ্জিতগণ সর্বপ্রকার কাম ধ্বংস করে নিরপেক্ষী হও।' এই গাথায় দ্বিবিধ নির্দেশ করে—সন্দর্শননির্দেশ ও সময়নির্দেশ। যেমন, এই গাথা সংক্লেশভাগীয় ও নির্বেধভাগীয়, অনুরূপভাবে সেই গাথায় সংক্লেশভাগীয় ও নির্বেধভাগীয় উত্তর প্রদান করে। এভাবে গাথা সর্ব গাথা, ব্যাকরণ অথবা নির্দিষ্ট সূত্র।

১০৬. এখানে দেশনা কিরূপ?

এই সূত্র কী অভিপ্রায়ে দেশিত হয়েছে। যে সত্ত্বগণ রাগচরিত, সে কামগুলো পরিত্যাগ করবে, এটি এখানে ভগবানের অভিপ্রায়।

এখানে বিচয় কিরূপ?

যার দশবত্থুকা ক্লেশগুলো উত্তীর্ণ, পরিত্যক্ত, বিদিত। দশ প্রকার কী কী? ক্লেশকামগুলো হলো অধভাগীয় ও ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনগুলো এবং দশবত্থুকা আয়তনগুলো, এটি হলো বিচয়।

এখানে যুক্তি কিরূপ?

যারা কামে অনুরক্ত তারা শক্ত বন্ধনের দ্বারা বন্ধিত হয়—এর যুক্তি আছে।

এখানে কাছাকাছি কারণ কিরূপ?

মণিকুণ্ডলের মধ্যে কামে আসক্ত হয় বলে এটি আমিত্বের কাছাকাছি

কারণ। 'আসক্তি', এটি অতীতের বিষয় সরাগের কাছাকাছি কারণ। 'এটি ছেদন করে', এটি ভাবনার কাছাকাছি কারণ।

এখানে লক্ষণ কিরূপ?

সরাগচিত্ত মণিকুণ্ডলের প্রতি যেই অহংকারে আসক্ত হয়, আমিত্বে আসক্ত হয়, যেই স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্ত হয়, ক্ষেত্র-ভূমিতে আসক্ত হয়, এটি হলো লক্ষণ হার।

এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

এই সূত্রে ভগবানের কি অভিপ্রায়? যে নির্বাণের প্রতি ছন্দ উৎপন্ন করবে, সে স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তৃষ্ণা ত্যাগ করবে। এখানে এটি হলো ভগবানের অভিপ্রায়। এই চারি সত্য।

এখানে আবর্ত হার কিরূপ?

যেই স্ত্রী-পুত্রে তৃষ্ণা, এটি হলো সমুদয়। যেই উপাদিন্ন স্কন্ধ তার যে বাহ্যিক রূপের মধ্যে রূপপরিগ্রহ, এটি হলো দুঃখ। যা এখানে ছেদনীয়, এটি হলো নিরোধ। যার দ্বারা বিদীর্ণ করা হয়, এটি হলো মার্গ।

'বিভক্তি' বলতে বিভক্তির কোনো ভূমি নেই।

'পরিবর্তন' বলতে প্রতিপক্ষ নির্দিষ্ট হয়।

এখানে বেবচন কিরূপ?

বেবচন নির্দিষ্ট হয়।

এখানে অবতরণ কিরূপ?

তৃষ্ণা আছে বলে একটি সত্ত্ব জন্মগ্রহণ করে তার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান হয় হতে জরা-মরণ লাভ হয় পর্যন্ত। যা এখানে বেদনা এই অবিদ্যা বিদ্যা উৎপাদনের দ্বারা অবিদ্যা নিরোধ হলে যাবতীয় জরা-মরণ নিরোধ হয়।

এখানে শোধন কিরূপ?

এই শুদ্ধ গাথার আরম্ভ করে।

এখানে অধিষ্ঠান কিরূপ?

'বিজ্ঞগণ তাকে শক্ত বন্ধন বলেন না', এটি একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়, স্বতন্ত্রতায় নয়। চারি রাগ—কামরাগ, রূপরাগ, ভবরাগ ও দৃষ্টিরাগ। যা একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়।

এখানে পরিষ্কার কিরূপ?

মণিকুণ্ডলের প্রতি যেই রাগ তার রূপসংজ্ঞা হলো হেতু, অনুব্যঞ্জন এবং নিমিত্তগ্রহিতা হলো প্রত্যয়। যার সেটি ছিন্ন হয়েছে তার অশুভসংজ্ঞা হলো হেতু, নিমিত্তগ্রহণ অনুব্যঞ্জনগ্রহণ বিনোদন হলো প্রত্যয়।

এখানে সমারোপন কিরূপ?

রাগাসক্তজন মণিকুণ্ডলের প্রতি অজ্ঞ দুষ্ট হয় ও যারা এটি ছেদন করে প্রব্রজিত হয় তা পরিজ্ঞাতার্থ পরিবর্জিতার্থ পরিত্যাগ করেন, এটি হলো সমারোপন।

১০৭. যা চৈতসিক যা পরিকল্পিত বিস্তারের দ্বারা প্রত্যয় হয়, অথবা যা চৈতসিক কায়িক চৈতসিক হলো কর্ম। কি কারণ? চৈতসিক চেতনা মনোকর্মকে বলা হয়। সেটি হলো চেতনাকর্ম। যা চৈতসিক এই কায়িক ও বাচনিক এই তিন প্রকার কর্ম নির্দিষ্ট হয়। কায়কর্ম ও বাক্যকর্ম সেই কুশলগুলো প্রিয় কায়ের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা প্রচেষ্টা করে ও সম্পাদন করে, একে বলা হয় শীলব্রতপরামর্শ।

সংকল্পন হতে সেই ত্রিবিধ সংস্কার—পুণ্যময়, অপুণ্যময় ও আনেঞ্জাময়। তৎপ্রত্যয়ে বিজ্ঞান সেই আলম্বন হয় বিজ্ঞানের স্থিতিতে। যা শুভসংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা ও আত্মাসংজ্ঞা, এটি হলো চৈতসিক। যেই রূপসংলগ্ন বিজ্ঞান স্থিত হয় রূপালম্বন রূপপ্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সেচন, বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতার দিকে গমন করে, এটি হলো সংকল্পন। এটি যা বিজ্ঞানস্থিতির মধ্যে স্থিত প্রথম অভিনিবর্তন আলম্বন বশে উপাদান হয়, একে বলা হয় চৈতসিক।

এখানে স্থিত অরূপের প্রতি যা নিকন্তি বা সূক্ষ্ম আসক্তি সংলগ্ন থাকে, এই সকম্পিত মনোজ্ঞ রূপের মধ্যে প্রিয়রূপ সাতরূপের প্রতি উদ্বেগ, এটি হলো চৈতসিক। যা চিন্তা করে সত্ত্বগণের মধ্যে মনোজ্ঞ অভিধ্যাকায়গ্রন্থি, প্রতিঘানুশয়ের মধ্যে ব্যাপাদকায়গ্রন্থি, চারিটির সবগুলো গ্রন্থি। এই পঞ্চ কামগুণের মধ্যে প্রথম অভিনিপাত চিত্তে যেই চেতনা যার এখানে আস্বাদানুপর্শীর অনেক পাপ অকুশল ধর্ম চিত্তকে অরূপাবর্তিত হয়। পুদ্গল রাগানুবন্ধিভূত সেই ক্লেশকামের দ্বারা যেমন কাম করণীয়, এক বলা হয় কামে পরিকল্পন। এভাবে সমস্ত চারি ওঘ করণীয়। যে সেই কামসংযুক্ত হয়ে বিহার করে, তীব্র আসক্তিতে মনকে ভাবিত করে, এটি হলো চেতনা। যার তথায় এই অবীতরাগীর অধিগত প্রেমের তার বিপরিণাম অন্যথাভাব উৎপন্ন হয়। শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস, দুঃখ অনুপরিবর্তিত বিজ্ঞান হয়, স্মরণকারীর ব্যয় ধর্ম সমুৎপন্ন চিত্তকে পরাভূত করে, একে বলা হয় পরিকল্পন।

একের পর এক চিন্তা এবং অভিপ্রায় বিজ্ঞানকে স্থিতি করলে যা হয়, সেই স্থিতি দ্বিবিধ—আলম্বনস্থিতি ও আহারস্থিতি। এখানে যা আলম্বনস্থিতি, এটি হলো নাম-রূপের প্রত্যয়। যা আহারস্থিতি, যা পুনর্ভব অভিনিবর্তক

স্থিতি এবং যা পুনর্জন্মদায়ী স্থিতি, একে বলা হয় আলম্বন। তা হয় বিজ্ঞানের স্থিতিতে, সেই বিজ্ঞানপ্রত্যয়ে নাম-রূপ হতে জরা-মরণ পর্যন্ত চিন্তা করে করে। অতঃপর পুনঃ প্রার্থনা করে যা হতে আমার পুনর্জন্ম অনাগতবত্থু না হয়, এটি প্রতিপক্ষ নির্দিষ্ট। 'চিন্তা করে না, প্রার্থনা করে না, অধিকন্তু দূষিত করে, এই দ্বিবিধ নির্দেশ। এর পূর্বে সেটি চৈতসিক সেটি পরিকল্পিত অধ্বংসিত তার কারণ হয়। এটি বিজ্ঞানের স্থিতি হয়।

১০৮. অতঃপর তার অনুশয় আবির্ভাব হয়, তার প্রত্যয়ে তার পুনর্ভবে জন্ম পরিগ্রহ হয়। অতঃপর এই গৃহসংসারে আগমন করে বা পুনর্জন্মগ্রহণ করে ঐশ্বর্যশালী কুলে, উত্তম, সুখকর বিষয়াসক্তে এবং হীনগৃহবাসে জন্ম নিতে হয়। এটি পথ প্রদর্শন করে, যা নিশ্চিত নির্দেশ করতে এরূপ সংস্কার চিত্ত বিন্যাসে আলম্বনভূত হয়। যা চেতনা, যা পরিকল্পনা ও যা বিষয় আবির্ভূত হয়, এই উভয় আলম্বন বিজ্ঞানের চেতনায়, সংকল্পে ও ইচ্ছায় সত্ত্বদের চিত্ত উৎপন্ন করে এবং সংকল্পিত করে। যেই অনুসন্ধান চিত্ত হয় না এবং সংকল্পিত হয় না। কীরূপে সত্ত্বগণ জন্ম হয়? যে সত্ত্ব জন্ম হয় অণ্ডজ, অণ্ডক, অনুভিন্ন ও সংস্বেদজ হয়। এদের পুনর্জন্ম নিঃশেষিত হয় না। কীরূপে গর্ভগত ও অণ্ডগতভাবে উৎপন্ন হয়ে, সংসরণ অবস্থায় এরা চেতনা, প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা করে না। অনুশয়ে পুনর্ভবে জন্মগ্রহণ করে না কি? যে সত্ত্বগণ উৎপন্ন, যারা জাত তারা হচ্ছে স্থিতিশীল। অথবা যারা সজ্ঞানে চিন্তা করে এবং প্রার্থনা করে তারা স্থিতিশীল। তারা চিন্তা করে না, প্রার্থনা করে না, সংকল্প করে না তারা অনুশয়ের দ্বারা পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না।

অপরপর্যায় হলো : যে আর্যপুদ্গল শৈক্ষ্যগণ, এখানে তাঁরা চিন্তা করেন না, সংকল্প করেন না, অনুশয়ের দ্বারা সংসরণ করেন।

অপরপর্যায় হলো : সূক্ষ্ম প্রাণীগণ ভূমিগত, জলগত চক্ষুর সীমানা অতিক্রম করে না। তাঁরা চিন্তা করেন না, সংকল্প করেন না, অনুশয়ের দ্বারা সংসরণ করেন।

অপরপর্যায় হলো : সমস্ত ভিক্ষু অভিমানবাহী হয়, তাঁরা চিন্তা করেন না, প্রার্থনা করেন না, অনুশয়ের দ্বারা সংসরণ করেন। তাঁরা চিন্তা করেন না, সংকল্প করেন না, অনুশয়ন করেন না। বিজ্ঞানের স্থিতিতে এই আলম্বন হয় না।

'চিন্তা করেন না' বলতে পর্যুত্থান সমুৎঘাটন দর্শন করেন। 'অনুশয়ন করেন না' বলতে অনুশয়ের সমুৎঘাটন দর্শন করেন। 'চিন্তা করেন না' বলতে স্থূল ক্লেশগুলোর প্রহান দর্শন করেন। 'অনুশয়ন করে না' বলতে সূক্ষ্ম

ক্লেশগুলোর প্রহান দর্শন করেন। 'চিন্তা করেন না' বলতে সকৃদাগামী ও অনাগামীগণ যার কারণে ভূমি প্রার্থনা করেন না। 'অনুশয়ন করে না' বলতে অর্হৎকে বুঝায়। 'চিন্তা করে না' বলতে শীলস্কন্ধকে প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রহান দর্শন করেন। 'প্রার্থনা করে না' সমাধিস্কন্ধকে প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রহান দর্শন করেন। 'অনুশয়ন করে না' বলতে প্রজ্ঞাস্কন্ধকে প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রহান দর্শন করেন। 'চিন্তা করে না' বলতে অপুণ্যময় সংস্কারগুলোর প্রহান দর্শন করেন। 'প্রার্থনা করে না' বলতে পুণ্যময় সংস্কারগুলোর প্রহান দর্শন করেন। 'অনুশয়ন করে না' বলতে আনেঞ্জাময় সংস্কারগুলোর প্রহান দর্শন করেন। 'চিন্তা করে না' বলতে অজ্ঞাতে (চারি আর্যসত্যকে) জানব ইন্দ্রিয় (*অনঞ্ঞাতঞ্ঞস্সামীতিন্দ্রিযং*)। 'প্রার্থনা করে না' বলতে লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় (*অঞ্ঞিন্দ্রিযং*)। 'অনুশয়ন করে না' বলতে লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় (*অঞ্ঞাতাবিনো ইন্দ্রিয়*)।[14] 'চিন্তা করে না' বলতে মৃদু ইন্দ্রিয়ভাবনা। 'প্রার্থনা করেন না' বলতে মধ্যম ইন্দ্রিয়ভাবনা। 'অনুশয়ন করে না' বলতে উচ্চতর ইন্দ্রিয়ভাবনা, এটি হলো সূত্রার্থ।

১০৯. এখানে দেশনা কিরূপ?

এই সূত্রে চারি আর্যসত্য দেশনা করা হয়েছে। যা চেতয়িত যা পরিকল্পিত আছে এটি আলম্বনকে চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করে অনুসন্ধান করে যোজনা করে। 'চিন্তা করে না এবং প্রার্থনা করে না' আছে এরূপ আলম্বনকে অনুশয়ে বিজ্ঞান অপরিমিত অনুসন্ধান করা হয় যোজনা করে চিন্তা করে না এবং প্রার্থনা করে না। অনুশয় প্রহান বিজ্ঞানস্থিতিকে গবেষণা করে না অনুসন্ধানকারী যোজনা করে, এটি হলো যুক্তি বিচয়।

এখানে কাছাকাছি কারণ কিরূপ?

চেতনা পর্যুত্থান চেতনা পর্যুত্থানের কাছাকাছি কারণ। সংকল্পন উপাদানের কাছাকাছি কারণ। অনুশয় পর্যুত্থানের কাছাকাছি কারণ। তাদের ছন্দরাগ

---

[14] 'অজ্ঞাতে (চারি আর্যসত্যকে) জানব' বলে উৎপন্ন অমোহ চিত্ত ইন্দ্রিত্ব প্রাপ্ত হলে সংযোজনত্রয় (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ) ছিন্ন করতে পারে এবং সহজাত চৈতসিকগুলোকে এই ছেদন কার্যমুখী করে তাদের ওপর ইন্দ্রত্ব করে। এটি স্রোতাপত্তিমার্গস্থ অমোহ চৈতসিক। 'লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়' (*অঞ্ঞিন্দ্রিযং*) কামরাগ, ব্যাপাদ প্রভৃতি সংযোজনকে দুর্বল করে এবং সহজাতধর্মকে নিজের বশবর্তী করে। এটি উপরের তিন মার্গস্থ এবং নীচের তিন ফলস্থ অমোহ চৈতসিক। 'লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়' (*অঞ্ঞাতাবিনো ইন্দ্রিয়*) সর্বকার্যে ঔৎসুক্য ধ্বংস করে সহজাত ধর্মকে অমৃতাভিমুখী করে। এটি অর্হত্ত্বফলস্থ অমোহ চৈতসিক। অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

বিনাশের দরুন ভাবনা ভবরাগের প্রহান হয়।

এখানে লক্ষণ কিরূপ?

যা চৈতসিক বেদয়িত পরিকল্পিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিজ্ঞাত, তৎবিজ্ঞান আলম্বন ও প্রত্যয় হয়।

এখানে চতুর্ব্যূহ কিরূপ?

এই সূত্রে ভগবানের কী অভিপ্রায়? যে পুনর্ভব ইচ্ছা করে না, তার চিন্তা করা উচিত নয় এবং প্রার্থনা করা উচিত নয়, এটি হলো অভিপ্রায়।

'আবর্ত' বলতে যা চেতনা, প্রার্থনা, অনুশয় ও বিজ্ঞানস্থিতি প্রহান, এটি হলো দ্বিবিধ সত্য।

'বিভক্তি' বলতে বিভক্তিতে ভূমি নেই। কিন্তু পরিবর্তন হতে প্রতিপক্ষ সূত্র হয়।

এখানে বেবচন কিরূপ?

চেতনা হলো রূপ-সঞ্চেতনা যাবৎ ধর্ম-সঞ্চেতনা। যে অনুশয় হয়, সেটি সপ্ত অনুশয় হয়।

'প্রজ্ঞপ্তি' বলতে চেতনা পর্যুত্থান প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। সংকল্পন উপাদান প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। অনুশয়-হেতু প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। বিজ্ঞানস্থিতি উৎপত্তিহেতু প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। চেতনা সংকল্পন হতে অনুশয় সমুচ্ছেদ ছন্দরাগ বিনয় প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। প্রথমে কেউ দুটি পরিবর্তকের দ্বারা প্রতীত্য-সমুৎপাদ এটি প্রত্যয়তার দ্বারা মধ্যপ্রজ্ঞপ্তি।

'অবতরণ' বলতে দুটি পরিবর্তকের দ্বারা দুঃখ ও সমুদয় এবং মাধ্যমিকের দ্বারা মার্গ ও নিরোধ হয়।

'শোধন' বলতে সূত্রে সূত্রের আরম্ভ হয়।

'অধিষ্ঠান' বলতে যা এই সকল অধিষ্ঠানের দ্বারা একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়। 'সংকল্পিত', এটি উপাদান একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়। বিজ্ঞান একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়।

'পরিষ্কার' বলতে শুভ আলম্বন অযোনিশ মনস্কার চেতনা হেতু-প্রত্যয়তার দ্বারা প্রত্যয় হয়। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম আলম্বন-প্রত্যয়তার দ্বারা প্রত্যয় হয়। তার মনস্কার হেতু-প্রত্যয়তার দ্বারা প্রত্যয় হয়।

এখানে সমারোপন কিরূপ?

এই সূত্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে এখানে চিন্তা করে, এভাবে উত্তর নির্দেশ করা কর্তব্য। তার দৃষ্টির বিজ্ঞানপ্রত্যয়ে নাম-রূপ হতে জরা-মরণ

পর্যন্ত, এটি হলো সমারোপন। বিজ্ঞানের স্থিতিতে এটি আলম্বন হয় না। বিজ্ঞান নিরোধে নাম-রূপ নিরোধ হয়, নাম-রূপ নিরোধে হতে জরা-মরণ নিরোধ হয় পর্যন্ত।

১১০. এখানে সংক্লেশভাগীয়, নির্বেধভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র কিরূপ?

অগ্নিতে জ্বলছে এই জীবলোক,
স্পর্শ-বিমর্দিত হয়ে, দুঃখ ত্রয়ে নিত্য নিপীড়িত;
স্কন্ধ-রোগে বলছে 'আত্মা' আপনার।
মনে ভাবে যা যা, তদন্যথা হয়েছে তা,
অন্যথা ভাবী ভবাসক্ত, ভব-প্রপীড়িত লোক'
ভবকেই করে, অভিনন্দন তবু,
যারে অভিনন্দন করে, তাই ভয়,
ভয় করে যারে, তাই দুঃখ।
ভবত্যাগহেতু এই ব্রহ্মচর্য-বাস।

যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলে যে নিত্য শাশ্বত কোনো ভবসুখ ভোগের দ্বারা ভব হতে মুক্ত হওয়া যায়। [উদান ৩০ দ্রষ্টব্য]। সংক্লেশভাগীয় উপধি বা তৃষ্ণাকে ভিত্তি করে এই দুঃখ উৎপন্ন হয়। যারা সেই তৃষ্ণাকে প্রহীন করেন, তারা ভবকে অভিনন্দন করেন না। নির্বেধ, নিবৃত ভিক্ষুগণ বিমুক্ত হয়ে পুনর্ভব রহিত হন। তাঁরা সমস্ত ভব অতিক্রম করে এরূপেই হয় অশৈক্ষ্যভাগীয়।

এখানে 'অগ্নিতে জ্বলছে' বলতে রাগজ, দ্বেষজ ও মোহজ অগ্নি। সেই সত্ত্বদের স্থানকে প্রদর্শন করছে। 'অগ্নিতে জ্বলছে এই জীবলোক' বলতে স্পর্শ ত্রিবিধ—সুখবেদনীয়, দুঃখবেদনীয় ও অদুঃখ-অসুখবেদনীয়। এখানে সুখবেদনীয় স্পর্শ হচ্ছে রাগাগ্নি, দুঃখবেদনীয় স্পর্শ হচ্ছে দ্বেষাগ্নি ও অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শ হচ্ছে মোহাগ্নি। যেমন ভগবান বললেন, 'হে গৃহপতিপুত্র, প্রথম মেঘের গোমার্গে যেই রাগজ, দ্বেষজ ও মোহজ অগ্নির দ্বারা দুঃখে শয়ন করে, সেই অগ্নি আমার নিকট বিদ্যমান নেই।' [অ.নি. ৩.৩৫]।

'স্কন্ধ-রোগে বলছে আত্মা আপনার' বলতে সেই অগ্নির দ্বারা দগ্ধ ব্যক্তি ত্রিবিধ বিপর্যয় লাভ করে—সংজ্ঞাবিপর্যয়, চিত্তবিপর্যয় ও দৃষ্টিবিপর্যয়। এখানে 'অশুভে শুভ' ধারণা হলো সংজ্ঞাবিপর্যয়। 'দুঃখে সুখ' ধারণা হলো চিত্তবিপর্যয়। 'অনিত্যে নিত্য, অনাত্মায় আত্মা' ধারণা হলো দৃষ্টিবিপর্যয়।

যেমন চিত্তের বিপর্যয় সংজ্ঞাদৃষ্টিতে ত্রিবিধ বিতর্ক লাভ হয়—চিত্তবিতর্ক বিপর্যয়, সংজ্ঞাবিতর্ক বিপর্যয় ও দৃষ্টিবিতর্ক বিপর্যয়। এখানে অবিদ্যা বিপর্যয় গোচর গতির দিকে পতিত করে এমন ভূমি। যেমন সংজানন ও বিজানন তেমন সংজানন ও বিজানন হয়। যেমন নিবৃত্তি চিন্তা করে এই চার প্রকার বিপর্যয় হয়ে সত্ত্বগণ যেই চতুর্বিধ আত্মভাব বখু রোগভূত গণ্ডভূত 'আত্মা' বলেন। 'স্কন্ধ-রোগে বলছে আত্মা আপনার' এটি হলো আবর্ত। 'মনে যা যা ভাবে, তদন্যথা হয়েছে' বলতে শুভ বলে মনে করে কিন্তু তেমনটি হয় না। এভাবে সুখ, নিত্য ও আত্মা বলে মনে করে কিন্তু তেমনটি হয় না। সে অন্য অনাগত শান্ত ভবকেই প্রার্থনা করে, তাই বলা হয়েছে—'ভবরাগ'। 'ভবকেই করে অভিনন্দন তবু' বলতে যাকে অভিনন্দন করা হয়, তা-ই দুঃখ, এটি পঞ্চস্কন্ধকে নির্দেশ করা হয়েছে। যা তৎপ্রত্যয়ে শোক-পরিদেবন-দুঃখ তাকে ভোগ করাবে। এই পর্যন্ত সে সংক্লেশ প্রাপ্ত হবে। [ভব] ত্যাগার্থে এই ব্রহ্মচর্য বাস করা। ত্রিবিধ অগ্নির প্রতি ছন্দরাগ বিনাশ হয়।

'উপধি বা পঞ্চস্কন্ধের কারণে এই দুঃখ' বলতে যে ভবকে অভিন্দন করে যার কারণে উৎপন্ন করবে, সেই দুঃখ তার দুঃখের প্রহান বলা হয়েছে। সমস্ত উপাদানে যার দুঃখের সম্ভাবনা বিদ্যমান নেই। চারি বিপর্যয়কে যেমন নির্দিষ্ট উপাদান বলা হয়েছে। তার প্রথম বিপর্যয় কাম-উপাদান। দ্বিতীয় দৃষ্টি-উপাদান, তৃতীয় শীলব্রত-উপাদান, চতুর্থ আত্মবাদ-উপাদান। সেসবের যেই ক্ষয় নেই দুঃখের উদ্ভব উপাধি নিদান দুঃখনিরোধ বলা হয়েছে। এভাবে যথাভূত সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শনকারীর বিভবতৃষ্ণা হয় না। 'বিভবকে অভিনন্দন করে না' বলতে দর্শনভূমিকে বলা হয়েছে। সর্বপ্রকার তৃষ্ণাক্ষয় নির্বাণ দুটি বিমুক্তি বলে কথিত হয়—রাগবিরাগ ও অবিদ্যাবিরাগ। 'সেই ভিক্ষুর' বলতে অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু লাভ করেন, এটি সূত্রের অর্থনির্দেশ।

১১১. এখানে বিচয় কিরূপ?

যার যেখানে পরিদাহ উৎপন্ন হয়। সেই দগ্ধমান ব্যক্তির তাতে যথাভূত বিরক্তি জন্মে না, এটি হলো বিচয় ও যুক্তি।

'কাছাকাছি কারণ' বলতে রাগজ পরিলাহ সুখ-ইন্দ্রিয়ের ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি কারণ। দ্বেষজ পরিলাহ সুখ-ইন্দ্রিয়ের ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি কারণ। মোহজ পরিলাহ উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি কারণ।

এখানে লক্ষণ হার কিরূপ?

স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার পীড়িত হয়ে যা যা মনে ভাবে যদি শুভ,

সুখ, নিত্য, আত্মা নিমিত্তের দ্বারা অশুভে শুভ মনে করে, এভাবে সমস্ত রাগজ পরিলাহে ব্যক্ত চারি পরিলাহ ব্যক্ত হয়। 'আমি রাগজ, দ্বেষজ, মোহজ ও দৃষ্টিজ রাগ বলি' বলতে আত্মা হতে বলে থাকেন। সমস্ত পনেরো প্রকার পদ অনিত্য দুঃখ।

এখানে চতুর্ব্যূহ কিরূপ?

এখানে সূত্রে ভগবানের কী অভিপ্রায়? যাঁরা পরিলাহের দ্বারা বাস করেন না, তাঁরা ভবকে অভিনন্দন করেন না। যাঁরা ভবকে অভিনন্দন করেন না, তাঁরা পরিনির্বাণ লাভ করবেন, এটি হলো অভিপ্রায়।

এখানে আবর্ত কিরূপ?

সংক্লেশভাগীয়ের দ্বারা দুঃখ ও সমুদয় নির্দেশ করে। নির্বেধভাগীয়ের দ্বারা মার্গ ও নিরোধ নির্দেশ করে।

এখানে বিভক্তি কিরূপ?

সন্তাপজাত রোগজাত রোগ বলছে 'আত্মা' আপনার, তা আংশিকভাবেও হয় না। অমনস্কার সন্তাপজাত রোগ আত্মা বলে না।

এখানে পরিবর্তন কিরূপ?

পরিবর্তনের জন্য পক্ষ প্রতিপক্ষ নিদর্শন অর্থে ভূমি।

এখানে বেবচন হার কিরূপ?

'স্কন্ধ-রোগে বলছে আত্মা আপনার' 'শৈল্যরোগে বলছে আত্মা আপনার'—এভাবে পনেরো প্রকার পদ সমস্তই বলা উচিত।

এখানে প্রজ্ঞপ্তি কিরূপ?

'অগ্নিতে জ্বলছে', এটি দৌর্মনস্যের কাছাকাছি কারণ। সমস্ত বচনপ্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'স্কন্ধ-রোগে বলছে 'আত্মা' আপনার', এটি বিপর্যয় সংক্লেশ প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। যাকে অভিনন্দন করে না, সেটি হলো দুঃখ বিপর্যয়নিক্ষেপ প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। সেই অকৃত সত্ত্বগণ জগতে মধ্যম স্বাতন্ত্র্যবশে প্রজ্ঞাপিত হয়।

এখানে অবতরণ কিরূপ?

'অগ্নিতে জ্বলছে' বলতে তিনটি অকুশলমূল বুঝায়। সেই সংস্কারগুলো সংস্কারস্কন্ধ পর্যায়পন্ন হয়, ধাতুর মধ্যে ধর্মধাতু, আয়তনের মধ্যে ধর্মায়তন। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে স্ত্রী-ইন্দ্রিয় ও পুরুষ-ইন্দ্রিয় কাছাকাছি কারণ।

এখানে শোধন কিরূপ?

শুদ্ধ সূত্রের আরম্ভ হয়।

এখানে অধিষ্ঠান হার কিরূপ?

‘পরিলাহ’ বলতে যে সত্ত্বগণ জগতে একত্ব প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, সেই অকৃত সত্ত্বগণ জগতে মধ্যম স্বাতন্ত্র্যবশে প্রজ্ঞাপিত হয়।

এখানে পরিষ্কার কিরূপ?

‘অগ্নিতে জ্বলছে’ বলতে অযোনিশ মনস্কার হলো হেতু, বিপর্যয় হলো প্রত্যয়। এখানে দ্বিবিধ ধর্মের দ্বারা আত্মা অভিনিবিষ্ট হয়—চিত্ত ও চৈতসিক। এই ধর্মে উভয়ই তার বিপরীতে পরামাস (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা) হয়। অপরপর্যায় হলো : চৈতসিক ধর্মের দ্বারা আত্মাসংজ্ঞা ও অনাত্মাসংজ্ঞা শেকড়সহ উৎপাটিত হয়। অপরপর্যায় হলো : চৈতসিক ধর্মের মধ্যে অনিত্যসংজ্ঞা ও আত্মাসংজ্ঞা হয় না। একে বলা হয় চিত্ত, মন বা বিজ্ঞান। এটি দীর্ঘকাল মনে উত্থিত হয় যে, ‘এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা।’ এখানে চৈতসিকগুলো ধর্মানুদর্শন হয় বলে এটি ধর্মসংজ্ঞা। তার কী হেতু ও কী প্রত্যয়? অহংকার হেতু, আমিত্ব হলো প্রত্যয়।

এখানে সমারোপন কিরূপ?

‘এই জগৎ অগ্নিতে জ্বলছে’ বলতে এখানে অকুশলকে বলা হয়েছে। বিজ্ঞান নাম-রূপের প্রত্যয় হতে জরা-মরণ পর্যন্ত, এটি হলো সমারোপন।

১১২. এভাবে যথাভূত, সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করে অকুশলমূলগুলোর প্রহান করে। এখানে অবিদ্যানিরোধ হয়, অবিদ্যানিরোধ হতে জরা-মরণনিরোধ হয় পর্যন্ত, এটি হলো সমারোপন।

চারি পুদ্গল—ব্রাহ্মণ, অনুস্রোতগামী পুদ্গল, প্রতিস্রোতগামী স্থিত পুদ্গল, পাড়ে উত্তীর্ণ পুদ্গল ও স্থলে স্থিত পুদ্গল। [অ. নি. ৪.৫]।

এখানে যিনি অনুস্রোতগামী তিনি কামগুলো প্রতিসেবন করেন। কামগুলো প্রতিসেবন করা পর্যন্ত পাপকর্ম সম্পাদন করেন । এই লোভ হলো অকুশলমূল, সেটিই হচ্ছে তৃষ্ণা। সে সেই কামের দ্বারা বর্ধিত হয় বলে তাকে অনুস্রোতগামী বলা হয়। যেই পুদ্গল সেখান থেকে গিয়ে তৎপ্রত্যয়ে তার কারণে কায় ও বাক্যের দ্বারা অকুশলকর্ম সম্পাদন করে। এজন্যই বলা হয়েছে, পাপকর্ম সম্পাদন করে। তার তিন প্রকার [তৃষ্ণার] স্রোত—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ। এই তিন প্রকার স্রোত ত্রিবিধ ধাতুতে উৎপন্ন করে—কামধাতুতে, রূপধাতুতে ও অরূপধাতুতে। সেই প্রতিপক্ষের দ্বারা যিনি কামগুলো প্রতিসেবন করেন না। যা শীলব্রতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে না। যিনি সৎকায়দৃষ্টি প্রহানের দ্বারা কামগুলোর মধ্যে যথাভূত আদীনব দর্শন করেন। যার দ্বারা সেই ধর্মগুলোকে প্রতিসেবন করেন। যা তৎপ্রত্যয়ে ব্রাহ্মণ নাকি অর্হৎ হয়ে স্থিত হন।

এখানে অর্হৎ তার পারগামী হয়, পারগামী স্থলে স্থিত হয় সোপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে। 'অনুস্রোগামী' বলতে দর্শনের দ্বারা প্রহানতব্য সংযোজনের অপ্রহান বলা হয়েছে। 'প্রতিস্রোতগামী' বলতে ফলে মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ক্লেশগুলোর প্রহান বলা হয়েছে। স্থিত ব্যক্তির পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনের প্রহান বলা হয়েছে। এখানে অনুস্রোতগামীর দ্বারা মার্গরূপী বলা হয়েছে। প্রতিস্রোতগামীতে স্থিত হওয়ার কারণে মার্গ বলা হয়েছে। পারগামী শ্রাবক ও অশৈক্ষ্য সম্যকসম্বুদ্ধকে বলা হয়েছে। অনুস্রোতগামীতে সৎকায়-সমুদয়গামীর প্রতিপদ বলা হয়েছে। প্রতিস্রোতগামীতে স্থিত বিধায় সৎকায়-নিরোধগামীর প্রতিপদ বলা হয়েছে। পারগামীর দ্বারা দশ অশৈক্ষ্য অর্হত্ত্ব ধর্মগুলো বলা হয়েছে, এটি হলো সূত্রার্থ।

১১৩. এখানে দেশনা কিরূপ?

এই সূত্রে চারি আর্যসত্য দেশিত হয়েছে। ত্রিধাতুক লোক সমতিক্রমন [দেশিত হয়েছে]।

এখানে বিচয় হার কিরূপ?

যে কামগুলো প্রতিসেবন করে সে পাপ জমা করে, যে কামগুলো প্রতিসেবন করে না সে পাপকর্ম জমা করে না—যিনি এই দুটি ভূমি হতে উত্তীর্ণ তিনি পারগামী। যা হলো মীমাংসা, এটি হলো বিচয়।

'যুক্তি' বলতে সূত্রের মধ্যে সংযুক্ত হয়। যা মীমাংসা দরুন সংযুক্ত হয় না, এটি হলো যুক্তি।

'কাছাকাছি কারণ' বলতে অনুস্রোতগামী সত্ত্বদের সংযোজনগুলোর কাছাকাছি কারণ। অকুশলের ক্রিয়া অকুশল মূলগুলোর কাছাকাছি কারণ। প্রতিস্রোতগামী যথাভূত দর্শনের কাছাকাছি কারণ। 'পারগামী' এটি কদাচিৎ ভূমির কাছাকাছি কারণ।

এখানে লক্ষণ হার কিরূপ?

যে তৃষ্ণাবশে অনুস্রোত গমন করে। সকল প্রকার ক্লেশবশে গমন করে। যে প্রতিস্রোত প্রচেষ্টা করে। সকল প্রকার তৃষ্ণায় সে ক্লেশগুলোর প্রতিস্রোত গমনের প্রচেষ্টা করে। যে নিজে স্থিত হয়, তখন সে কায়ের দ্বারাও স্থিত হয়, বাক্য ও চিত্তের দ্বারাও সে স্থিত হয়, এটি হলো লক্ষণ হার।

এখানে চতুর্ব্যূহ হার কিরূপ?

এই সূত্রে ভগবানের কী অভিপ্রায়? যে অনুস্রোতগামী প্রতিপদায় অভিরমিত হয় না, সে প্রতিস্রোত প্রচেষ্টা করবে কদাচিৎ ভূমিতে পর্যন্ত, এটি হলো অভিপ্রায়।

'আবর্ত' বলতে এই সূত্রে চারটি সূত্র দেশিত হয়েছে।

এখানে বিভক্তি হার কিরূপ?

যে কামগুলো প্রতিসেবন করে এবং পাপকর্ম করে। 'সে অনুস্রোতগামী' বলতে তিনি নিশ্চিতরূপে স্রোতাপন্ন হয়েও কামগুলো প্রতিসেবন করে। তিনি লোকোত্তর মার্গ সম্পর্কিত হয়েও (*ভাগিযঞ্চ*) পাপকর্ম সম্পাদন করেন। শৈক্ষ্য ব্যক্তিও কিঞ্চিৎমাত্র পাপ সম্পাদন করেন যা সূত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। তিনি অনুস্রোতগামী হন না, এটি হলো বিভাজ্য-ব্যাকরণীয়। প্রতিস্রোতগামী কামগুলোও প্রতিসেবন করে না, পাপকর্মও করে না। সমস্ত বাহ্যিক কামের মধ্যে বীতরাগ ব্যক্তি কামগুলো প্রতিসেবন করেন না। সেই কারণে অনুস্রোতগামী ও প্রতিস্রোতগামী পাপকর্ম করেন, এটি হলো বিভক্তি।

এখানে পরিবর্তন হার কিরূপ?

নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষ।

'বেবচন' বলতে কামের মধ্যে—বস্তুকাম ও ক্লেশকাম হচ্ছে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, পুত্র, স্ত্রী, দাস, কর্মকার, পুরুষ, স্ত্রী।

'প্রজ্ঞপ্তি' বলতে সকল পৃথগ্জন একত্বতা হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'অনুস্রোতগামী' ক্লেশ সমুদাচার প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। যে কিন্তু শৈক্ষ্য পুদ্গল, সে নির্বাণ প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। যে কিন্তু অনাগামী, সে অসংগ্রহ প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, এটি হলো প্রজ্ঞপ্তি।

'অবতরণ' বলতে যেটি অনুস্রোতগামী, সেটি দুঃখ। যেটি তার ধর্ম, সেটি দুঃখের সমুদয়। যা রূপ, এটি রূপস্কন্ধ। এভাবে পঞ্চস্কন্ধও প্রতীত্য-সমুৎপাদ [কার্যকারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়], সেই ক্লেশগুলো সংস্কারস্কন্ধ পর্যায়পন্ন ধর্মায়তন ধর্মধাতু ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রজ্ঞাপিত হয়।

'শোধন' বলতে যাকে ভিত্তি করে এই সূত্র দেশনা করা হয়েছে, সেই ভিত্তি সমস্তই শুদ্ধ।

'অধিষ্ঠান' বলতে প্রতিস্রোতগামীর দ্বারা সকলপ্রকার স্রোতাপন্ন একত্বতার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। রাগানুশয় প্রতিস্রোতগামীর শৈক্ষ্যই মার্গ ও শৈক্ষ্য পুদ্গল স্থিত হয়।

বীতরাগ একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়। 'পারগামী' বলতে সর্ব অর্হৎগণ, প্রত্যেক বুদ্ধগণ ও সম্যকসম্বুদ্ধগণ একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়।

'পরিষ্কার' বলতে প্রতিস্রোতগামী পাপমিত্র প্রত্যয় হয়, কামপর্যুত্থান হয় হেতু, প্রতিস্রোতগামীর দুটি হেতু ও দুটি প্রত্যয় হয়, সম্যক দৃষ্টি হতে উপাদায়দৃষ্টি পর্যন্ত, তার প্রতিলব্ধ মার্গ, হেতু, ভিত্তি, প্রত্যয় ও কায়িক

চৈতসিকের অংশ।

'সমারোপন' বলতে সমারোপনের ভূমি বিভক্তি এই সূত্র নেই।

১১৪. পঞ্চ আনিশংস শ্রোতানুগত ধর্মগুলো দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের সূত্র পর্যন্ত বিস্তার করা কর্তব্য। [অ. নি. ৪.১৯১]। [কোনো ব্যক্তি যদি নির্বাণ সাক্ষাতের নিমিত্তে] প্রবৃত্ত হয়, পরিশ্রম করে, প্রচেষ্টা করে, পীড়িত হয়ে মরণকালে দেবলোকে জন্ম নেয় নতুবা প্রত্যেক-বুদ্ধত্ব লাভ করে। 'শ্রোতানুগত' বলতে সদ্ধর্ম শ্রবণের দ্বারা কৃত হয়। অধিপ্রজ্ঞা ধর্মবিপস্সনায় তার চিত্ত তৃষিত হয় না, আবদ্ধ হয় না।

এই সূত্র পঞ্চ পুদ্গলের জন্য দেশিত হয়েছে। শ্রদ্ধানুসারীর—মৃদুইন্দ্রিয় ও তীক্ষ্ণইন্দ্রিয়, ধর্মানুসারীর—তীক্ষ্ণইন্দ্রিয় ও মৃদুইন্দ্রিয় হয়। কিন্তু যে মোহচরিত পুদ্গল সে প্রবৃত্ত করতে, পরিশ্রমী করতে, প্রচেষ্টা করতে যথাভূত যথাসমাধিক বিমুক্তি সেই ক্ষণ সেই লয় সেই মুহূর্ত ফল দর্শন করতে সক্ষম হয় না। পরিপূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরে তাকে কলুষিত করে, বাস্তবিক সুখ অবিপাকী হয় না। তার দৃষ্ট ধর্মে উপপদ্য, অপরপর্যায়বেদনীয় হয়। এখানে যে পুদ্গল ধর্মানুসারী হয় তার যদি শ্রোতানুগত ধর্ম হয় সে প্রবৃত্তকারী প্রাপ্ত হয়। যে ধর্মানুসারী মৃদুইন্দ্রিয়, সে পীড়িত হয়েও অর্জন করে। যে শ্রদ্ধানুসারী তীক্ষ্ণইন্দ্রিয়, সে মরণকাল সময়ে অর্জন করে। যে মৃদুইন্দ্রিয়, সে দেবতা হয়েও লাভ করে। যখন দেবতা হয়েও লাভ না করে, সে সেই ধর্মানুরাগের দ্বারা ধর্মনন্দির দ্বারা প্রত্যেকবুদ্ধত্ব লাভ করে।

যে শ্রোতানুগতের মধ্যে প্রবৃত্ত হয়, পরিশ্রম করে, প্রচেষ্টা করে, সে পূর্বাপরের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা বিশেষরূপে অর্জন করে, অর্জনকারী প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি পীড়িতের মনস্কার লাভ হয়, এখানে প্রবৃত্তকারী প্রাপ্ত হয়। যদি মরণকালে সংবিগ্ন হয়, এখানে প্রবৃত্তকারী প্রাপ্ত হয়। যদি কোনো কারণে সংবিগ্ন হয়, তার দেবতা হয়ে সুখী ব্যক্তির ধর্মভূত পাদগুলো বিলাপ করে না। সে এরূপ জানে 'এই সেই ধর্মবিনয় যেখানে আমরা পূর্বে মনুষ্যাবস্থায় ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম'। এখানে দেবতা হয়েও প্রাপ্ত হয়। দিব্য পঞ্চকামগুণের মধ্যে আসক্ত হয়ে প্রমাদবিহারী, সে তার কারণে কুশলমূলের দ্বারা প্রত্যেক-বুদ্ধত্ব লাভ করে।

যা পরের মুখ হতে বিচ্ছুরিত ধ্বনির দ্বারা বাক্য সুপরিচিতি লাভ হয়, এটি হলো শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা। যে ধর্মগুলো মনের দ্বারা চিন্তা করা হয়, এটি হলো চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা। যা দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়, এটি হলো ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা। যা শ্রোতানুগত বাক্য পরিচিতা হয়, তিনি দৃষ্ট ধর্মে পরিনির্বাণ লাভ করেন, এটি

হলো অর্হৎ পুদ্গল। যিনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করে দেবজন্ম লাভ করেন, তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন, এটি হলো অনাগামী। যিনি সেই কুশলমূলের দ্বারা প্রত্যেক-বুদ্ধত্ব লাভ করেন, এটি হলো পূর্বযোগ পুণ্যপ্রসূত পুদ্গল বলা হয়।

'শ্রোতানুগত ধর্ম', এটি হলো প্রথম বিমুক্তায়তন, 'বাক্য পরিচিতা', এটি হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিমুক্তায়তন, 'মনের দ্বারা চিন্তা করা হয়', এটি হলো চতুর্থ বিমুক্তায়তন, 'দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়', এটি হলো পঞ্চম বিমুক্তায়তন।

শ্রোতানুগত বিমুক্তিতে বাক্যের দ্বারা যা বাক্য সুপ্রতিবিদ্ধ হয় তা অনুপূর্ব ধর্মের শ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করে শীলস্কন্ধগুলো পূরণ করে, মনের দ্বারা চিন্তা করে সমাধিস্কন্ধ পূরণ করে, দৃষ্টির দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়ে প্রজ্ঞাস্কন্ধ পূরণ করে।

'শ্রোতানুগত ধর্মগুলো বহুশ্রুতা হয়' এভাবে বিস্তার করা কর্তব্য, এটি প্রথম শ্রদ্ধাপ্রধান। 'মনের দ্বারা চিন্তা করা হয়' বলতে নীরব সুখবহুল হয়ে অবস্থান করেন, এভাবে বিস্তার করা কর্তব্য, এটি দ্বিতীয় শ্রদ্ধাপ্রধান। 'দৃষ্টির দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়ে' বলতে অনাসব চিত্তবিমুক্তির দ্বারা এই হতে আর পুনর্জন্ম নেই এটি বিশেষভাবে জানেন, এটি হলো তৃতীয় শ্রদ্ধাপ্রধান।

'শ্রোতানুগত ধর্ম' এর দ্বারা শাস্তা শৈক্ষ্যকে প্রদর্শন করেন। 'মনের দ্বারা চিন্তা করা হয়' এর দ্বারা শাস্তা অর্হৎকে প্রদর্শন করেন। 'দৃষ্টির দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়ে' এর দ্বারা শাস্তা তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে প্রদর্শন করেন।

'শ্রোতানুগত ধর্ম' এর দ্বারা কামগুলোর নিঃসরণকে প্রদর্শন করা হয়েছে। 'মনের দ্বারা চিন্তা করা হয়' এর দ্বারা রূপধাতুর নিঃসরণকে প্রদর্শন করা হয়েছে। 'দৃষ্টির দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়ে' এর দ্বারা ত্রি-ধাতুক নিঃসরণকে প্রদর্শন করা হয়েছে, এটি হলো সূত্রার্থ।

১১৫. এখানে দেশনা হার কিরূপ?

এই সূত্রে ত্রিবিধ এষণা দেশিত হয়েছে। শ্রোতানুগত ধর্মের দ্বারা বাক্য পরিচিতি কাম-এষণার দ্বারা শমথমার্গ লাভ হয়। দৃষ্টির দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়ে ব্রহ্মচর্য-এষণার দ্বারা শমথমার্গ লাভ হয়।

'বিচয়' বলতে যেমন সূত্র মনোনিবেশকারী চিন্তা করতে করতে শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা লাভ করেন। তিনি যেরূপ মনোনিবেশ করেন যেভাবে শুনেন তখন চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা লাভ করেন। যখন দৃষ্টধর্মে মনোনিবেশ করেন তখন ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা লাভ করেন, এটি হলো বিচয়।

শ্রুতের দ্বারা শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা লাভ করেন, চিন্তার দ্বারা চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা লাভ

করেন। ভাবনার দ্বারা ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা লাভ করেন, এর যুক্তি আছে।

'কাছাকাছি কারণ' বলতে 'শ্রোতানুগত ধর্ম', এটি ধর্মশ্রবণের কাছাকাছি কারণ। 'বাক্য পরিচিতা', এটি প্রবৃত্তের কাছাকাছি কারণ। 'মনের দ্বারা চিন্তা করা হয়', এটি ধর্মানুধর্ম বিদর্শনের কাছাকাছি কারণ। 'দৃষ্টির দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়ে' এখানে প্রজ্ঞার দ্বারাও চিন্তা করে, দৃষ্টির দ্বারাও চিন্তা করে।

'চতুর্ব্যূহ' বলতে এই সূত্রে ভগবানের অভিপ্রায় কী? যে এই দুটি প্রজ্ঞা সমন্নগতা হয় তার দ্বারা...।

'নিজে নিবৃত্তি লাভ করে' বলতে মার্গফল ও অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু লাভ করে। দানের দ্বারা স্থূল ক্লেশগুলোর নির্মূল সাধন হয়। শীলের দ্বারা মধ্যম ক্লেশ, প্রজ্ঞার দ্বারা সূক্ষ্ম ক্লেশ নির্মূল হয়, রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা নিজে নিবৃত্তি লাভ করে, এটি হলো কৃত ভূমি।

দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়, বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে।
পুণ্য ও পাপ বর্জনপূর্বক হয় মার্গ ব্যক্ত।
রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ—
একেই বলা হয় মার্গফল তার।

'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়, সংযম হতে' এই তিনটি পদের দ্বারা লৌকিক কুশলমূল বলা হয়েছে। 'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ' বলতে লোকোত্তর কুশলমূলকে বলা হয়েছে।

'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়, বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে' এর দ্বারা পৃথগ্‌জন ভূমি কথিত হয়। 'পুণ্য ও পাপ বর্জনপূর্বক' এর দ্বারা শৈক্ষ্যভূমিকে বুঝানো হয়েছে। 'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ' এর দ্বারা অশৈক্ষ্যভূমি বলা হয়েছে।

'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়, বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে' এর দ্বারা মার্গযোগ্য প্রতিপদা ব্যক্ত হয়েছে। 'পুণ্য ও পাপ বর্জনপূর্বক' এর দ্বারা শৈক্ষ্যবিমুক্তি ব্যক্ত হয়েছে। 'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ' এর দ্বারা অশৈক্ষ্যবিমুক্তি ব্যক্ত হয়েছে।

'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়, বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে' এর দ্বারা দানকথা, শীলকথা, মার্গকথা, লৌকিক ধর্মগুলোর দেশনা বর্ণিত হয়েছে। 'পুণ্য ও পাপ বর্জনপূর্বক' এর দ্বারা লোকে আদীনব অনুদর্শন বর্ণিত হয়েছে। 'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ' এর দ্বারা সমুত্তেজক ধর্মদেশনায়ও প্রতিবিদ্ধ করা হয়।

'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়' এর দ্বারা প্রাণীদের অভয়দানের দ্বারা প্রাণিহত্যা

হতে বিরত সত্ত্বদের অভয় প্রদান করেন। এভাবে সমস্ত শিক্ষাপদগুলো করা কর্তব্য। 'বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে' এর দ্বারা শীলে প্রতিষ্ঠিত হলে চিত্ত সংযম হয়, তার সংযমতা হতে পরিপূর্ণতা লাভ হয়। 'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ' এর দ্বারা দ্বিবিধ বিমুক্তি লাভ হয়। [যথা : চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি], এটি হলো সূত্রনির্দেশ।

১১৬. এখানে দেশনা কিরূপ?

এই সূত্রে কী দেশিত হয়েছে? দ্বিবিধ সুগতি—দেব ও মনুষ্য। দিব্য পঞ্চকামগুণ ও মনুষ্য পঞ্চকামগুণ—এই দ্বিবিধ পদ নির্দেশ করে। 'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়, বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে, পুণ্য ও পাপ বর্জনপূর্বক' এর দ্বারা মার্গ বলা হয়েছে। 'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ' এর দ্বারা দ্বিবিধ নির্বাণধাতু দেশিত হয়েছে—সোপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ, এটি হলো দেশনা।

'বিচয়' বলতে 'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়' এই প্রথম পদের দ্বারা দানময় পুণ্যক্রিয়ার বিষয় বলা হয়েছে। সেটির দ্বারা আনন্তরিয় কুশল ধর্মগুলোর কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পদের দ্বারা... গমন করে। নৈর্বাণিক শাসন, এটি হলো অভিপ্রায়। অশ্রবণ, অমনোযোগ ও অনুপলব্ধির দ্বারা সৎকায়-সমুদয়গামী প্রতিপদা ব্যক্ত হয়েছে। শ্রবণ, মনোযোগ ও উপলব্ধির দ্বারা সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদা ব্যক্ত হয়েছে, এটি হলো আবর্ত।

'বিভক্তি' বলতে এটি একাংশ ব্যাকরণীয়। এখানে বিভক্তিতে ভূমি নেই।

'পরিবর্তন' বলতে যে পঞ্চ আনিশংস লাভ হয়, সেই পঞ্চাদি প্রতিপক্ষের দ্বারা তারই দৃষ্ট ধর্মে লাভ করে। তা হলো উপপদ্যমান অপরপর্যায়।

'বেবচন' বলতে 'শ্রোতানুগত ধর্ম' যা সূত্র দৃষ্টি প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়কে বিজ্ঞাপিত করে ও দৃষ্টিতে সুপ্রবিদ্ধ বিভাবিত করে।

'প্রজ্ঞপ্তি' বলতে 'শ্রোতানুগত ধর্ম' এটি দেশনা অবিদ্যা প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। মনোযোগ প্রমোদ্য প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। দৃষ্টধর্ম আনিশংস প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

'অবতরণ' বলতে ত্রিবিধ প্রজ্ঞা—বাক্য পরিচিতি হতে শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা লাভ হয়; মনের দ্বারা চিন্তা হতে চিন্তাময়ীপ্রজ্ঞা লাভ হয়; দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের মধ্যে ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা লাভ হয়।

এই চারি আর্যসত্যে ও ইন্দ্রিয়গুলোতে বিদ্যা উৎপন্ন করলে অবিদ্যা নিরোধ হয়। প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা কার্যকারণ উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে তিন প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, আয়তনের মধ্যে ধর্মায়তন পর্যায়পন্ন, ধাতুর মধ্যে ধর্মধাতু

পর্যায়পন্ন।

'শোধন' বলতে যেই আরম্ভ হওয়া সূত্রের প্রবেশ নিযুক্ত হয়।

'অধিষ্ঠান' বলতে 'পঞ্চ আনিশংস'—স্বাতন্ত্রতায় প্রজ্ঞাপিত আনিশংস শ্রোত অনুগত হয়। স্বাতন্ত্রতায় আর্য বোহার হতে প্রজ্ঞাপিত হয়, 'ধর্মশ্রবণ', এটি একত্বতায় প্রজ্ঞাপিত হয়।

'পরিষ্কার' বলতে ধর্মশ্রবণের প্রতি ভক্তি হলো প্রত্যয়, শ্রদ্ধা হলো হেতু। 'মনের দ্বারা চিন্তা করা হয়' বলতে অর্থপ্রতিসংবেদিত হলো প্রত্যয়, ধর্মপ্রতিসংবেদিত হলো হেতু। 'দৃষ্টির দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়ে' বলতে সদ্ধর্মশ্রবণ এবং মনসিকার হলো প্রত্যয়, শ্রুতময়ী চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা হলো হেতু।

'সমারোপন' বলতে বিভক্ত সূত্র অপরপর্যায় উৎপন্ন বলে নেই। তথায় সমারোপনের ভূমি।

১১৭. এখানে বাসনাভাগীয় ও নির্বেধভাগীয় সূত্র কিরূপ?

'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়' এই গাথা। 'দান হতে' এর দ্বারা দানময় পুণ্যক্রিয়ার বিষয় বলা হয়েছে। 'বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে' এর দ্বারা শীলময় পুণ্যক্রিয়ার বিষয় বলা হয়েছে। 'পুণ্য ও পাপ বর্জনপূর্বক' এর দ্বারা লোভ, মোহ ও ব্যাপাদের প্রহান বলা হয়েছে। 'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ' এর দ্বারা লোভ, মোহ ও ব্যাপাদের প্রতি ছন্দরাগ বিনয় বলা হয়েছে। 'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়' এই গাথা অলোভ কুশলমূল হয়। 'বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে' এর দ্বারা অদ্বেষ কুশলমূল হয়। 'বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে' বলতে সবসময় অহিংসায় অবৈরীভাবাপন্ন হয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। 'পুণ্য ও পাপ বর্জনপূর্বক' এর দ্বারা জ্ঞান উৎপাদন করে অজ্ঞান নিরোধ করা। চতুর্থ পদে রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা রাগবিরাগ চিত্তবিমুক্তি লাভ হয় ও মোহ ক্ষয়ের দ্বারা অবিদ্যাবিরাগ প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ হয়, এটি হলো বিচয়।

'যুক্তি' বলতে দানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উভয়ই পরিপূর্ণ হয়। [যেমন] কৃপণতা পরিত্যাগ হয় এবং পুণ্য বর্ধিত হয়। এর যুক্তি আছে।

'কাছাকাছি কারণ' বলতে 'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়', এটি ত্যাগাধিষ্ঠানের কাছাকাছি কারণ। 'বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে', এটি প্রজ্ঞাধিষ্ঠানের কাছাকাছি কারণ। 'পুণ্য ও পাপ বর্জনপূর্বক', এটি সত্যাধিষ্ঠানের কাছাকাছি কারণ। 'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ', এটি উপশমাধিষ্ঠানের কাছাকাছি কারণ, এই হলো কাছাকাছি কারণ।

এখানে লক্ষণ কিরূপ?

'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়, বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে। দান হতেও বৈরিতা পোষণ হয় না। 'পুণ্য ও পাপ বর্জনপূর্বক, রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা নিজ নিবৃত্তি লাভ হয় রূপক্ষয় ও বেদনাক্ষয়ের দ্বারা। যা রূপের দ্বারা দৃষ্ট হয়, তা তথাগত প্রজ্ঞার দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। রূপের ক্ষয় হলো বিরাগ নিরোধ। এভাবে পঞ্চস্কন্ধকে জানতে হবে।

'চতুর্ব্যূহ' বলতে এখানে ভগবানের কী অভিপ্রায়? যিনি মহাভোগসম্পত্তি প্রার্থনা করবেন? সে দুঃখ প্রহানের নিমিত্তে দান প্রদান করবেন। যারা অবৈরী অভিছন্দক তারা পঞ্চ বৈরী পরিত্যাগ করবেন। যারা কুশল অভিছন্দক, তারা অষ্ট মিথ্যাধারণা প্রহানের নিমিত্তে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা করবেন। যারা নিবৃত্তিকামী, তারা রাগ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগ করবেন, এটি হলো ভগবানের অভিপ্রায়।

'আবর্ত' বলতে যা অদান হতে মাৎসর্য হয়, যা অসংযম হতে বৈরী হয় এবং যা অকুশল পাপের অপ্রহান, এটি হলো দুঃখনির্দেশ, সমুদয় নয়। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ কুশলের দ্বারা এই তিনটি হলো কুশলমূল। তাদের প্রত্যয় হলো অষ্ট সম্যক ধারণা, এটি হলো মার্গ [রাস্তা বা পথ]। তাদের রাগ, দ্বেষ ও মোহের যে ক্ষয়, এটি হলো নিরোধ।

'বিভক্তি' বলতে 'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়' এটি কিন্তু একান্তই সত্য নয়। যিনি রাজদণ্ড ভয়ে দান প্রদান করেন, যে অকপ্পিয় পরিভোগ্য শীলবানদেরকে দান প্রদান করেন, তার পুণ্য বর্ধিত হয় না। তিনি যদি অকুশল চিত্তে দান দেন, (যথা :) দণ্ডদান, শস্ত্রদান এতে তার অপুণ্যই বর্ধিত হয়, পুণ্য বর্ধিত হয় না।

'বৈরিতা সৃষ্টি হয় না সংযম হতে' এটি কিন্তু পরিপূর্ণ নির্ভর যোগ্য সত্য নয়। কী কারণ? যা যেই পদ দৃষ্টধার্মিকরূপে দর্শন করে, যদি আমাকে রাজাগণ জব্ধ করে বা হস্ত ছেদন করায়... সেই সংযমের দ্বারা বৈরিতা হয় না। যিনি এভাবে সম্পাদন করেন প্রাণিহত্যার পাপজনক বিপাক হয়। দৃষ্টধর্মে এবং পরজন্মে এভাবে সমস্ত অকুশলের হেতু সংযম হয়। এই সংযম দ্বারা বৈরিতা সৃষ্টি হয় না।

'পরিবর্তন' বলতে 'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়' অর্থাৎ অদান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয় না। যা দানময়, সেই সংযম হতে বৈরী সৃষ্টি হয় না, অসংযম হতে বৈরিতার জন্ম হয়।

'কুশল ও পাপ ত্যাগ করে' বলতে অকুশল ত্যাগ না করে।

'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা নিজ নিবৃত্তি লাভ হয়' বলতে দূত পাঠিয়ে প্রণীত [খাবারদাবার] পাঠিয়েও আহ্বান করেনি। সে 'নিজেই মহাভিক্ষুসংঘ পরিবার আমাদের বাসস্থানে উপস্থিত হোক এবং আমি সন্থাগার নির্মাণ করব, এখানে আমরা দশবলকে [বুদ্ধকে] এনে মঙ্গল ভাষণ করাব' এই চিন্তা করে উপস্থিত হলো। 'যেখানে সন্থাগার সেখানে উপস্থিত হলেন' বলতে সেই দিন নাকি সন্থাগারে চিত্রকর্ম সজ্জিত করায়ে প্রহরীর জন্য ব্যবহৃত উঁচু গৃহ সদৃশ মাচান বা উন্নত মঞ্চ উন্মুক্ত করা হলো। 'বুদ্ধগণ মাত্রই অরণ্যচারী ও নির্জনবিহারী তিনি গ্রামের মধ্যে বাস করবেন কি করবেন না। তদ্ধেতু ভগবানের মন জেনেই সেবাশুশ্রূষা করব' এই চিন্তা করে তারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হলো। কিন্তু এখন অনুমতি লাভ করে সেবাশুশ্রূষা করার ইচ্ছায় যেখানে সন্থাগার সেখানে উপস্থিত হলো।

'সমস্তই বিস্তৃত হলো' বলতে যথা সমস্ত বিস্তৃত হয় এভাবে যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। এখানে সেই মল্লরাজগণ সন্থাগারকে পরিষ্কার করে নগরের রাস্তাঘাট সম্মার্জনপূর্বক ধ্বজা পতাকা উঠিয়ে সুবর্ণঘট ও কলাগাছ স্থাপন করালেন। সমস্ত নগর দীপমালার দ্বারা বিপ্রকীর্ণ তারকার ন্যায় সজ্জিত করে দুগ্ধপায়ী শিশুদেরকে দুগ্ধপান করিয়ে, যুবক বালকদেরকে হালকা হালকা ভোজন করিয়ে শয়ন করাল, উচ্চশব্দ না করে, অদ্য এক রাত্রি শাস্তা এই গ্রামে বাস করবেন, বুদ্ধগণ মাত্রই অল্পশব্দ পছন্দ করেন, ভেরি বাজিয়ে সন্ধ্যায় অগ্নিমশাল হস্তে নিয়ে যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন।

'ভগবানকে সম্মুখে রেখে' বলতে ভগবানকে পূর্বাভিমুখী করে, এখানে ভগবান ভিক্ষুদের ও উপাসকদের মাঝখানে উপবিষ্ট হয়ে অতিশয় বিরোচিত হলেন। চারদিক আলোকিত করে সুবর্ণবর্ণ অভিরূপ দর্শনীয় পূর্বমুখী কায় হতে সুবর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে গগনতলে আশি হাত স্থান জুড়ে বিস্তার হলো। পশ্চাৎ কায়, ডান হাত ও বাম হাত হতে সুবর্ণবর্ণ নিম্ন পায়ের তালু হতে প্রবালরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে জনাকীর্ণ পৃথিবীতে আশি হাত স্থান জুড়ে বিস্তার হলো। এভাবে সমস্ত শরীর হতে আশি হাতমাত্র স্থান ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মি দীপ্তিমান ও সমুজ্জ্বল হয়ে বিচ্ছুরিত হলো। সমস্ত দিকে সুবর্ণ চম্পকপুষ্প বিকিরণের ন্যায় সুবর্ণঘট হতে নির্গত সুবর্ণ রসধারা সিঞ্চন করার ন্যায় প্রসারিত সুবর্ণ বস্ত্র পরিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় তীব্রবেগে প্রবাহিত বাতাস সমুত্থিত হলো। পলাশবৃক্ষ ও পলাশ কর্ণিকার পুষ্পচূর্ণ সমাকীর্ণ হওয়ার ন্যায় আশি প্রকার অনুব্যঞ্জন, ব্যামপ্রভা, বত্রিশ প্রকার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ সমুজ্জ্বল শরীর

উদীয়মান তারকার ন্যায় গগনতলে বিকশিত পদ্মবন পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হওয়ার ন্যায়, শত যোজন পারিজাত বৃক্ষ অনুক্রমে স্থাপিত দ্বাত্রিংশচন্দ্র, দ্বাত্রিংশসূর্য, দ্বাত্রিংশ চক্রবর্তী, দ্বাত্রিংশ দেবরাজ, দ্বাত্রিংশ মহাব্রহ্মাদের নিবৃত্তি আছে কিন্তু অশৈক্ষ্যদের নিবৃত্তি নেই।

'বেবচন' বলতে 'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়', অনুমোদন হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়। চিত্তের কেন্দ্রীভূততা হতে ও সেবাপরিচর্যা হতেও পুণ্য বৃদ্ধি হয়।

'প্রজ্ঞপ্তি' বলতে 'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়', এটি অলোভের প্রতিনিশ্রয় প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'সংযম হতে বৈরিতা সৃষ্টি হয় না', এটি অদ্বেষের প্রতিনিশ্রয় প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'কুশল ও পাপ বর্জনপূর্বক', এটি অমোহের প্রতিনিশ্রয় প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

'অবতরণ' বলতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়, সংযম হতে বৈরিতা সৃষ্টি হয় না' এই সংযমের দ্বারা শীল পরিপূর্ণ হয়। ছয় ইন্দ্রিয় সংবরণ অবতীর্ণ, এটি হলো সমাধিস্কন্ধ। যা কুশল ও পাপ বর্জন করে, এটি হলো প্রজ্ঞাস্কন্ধ। রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ, এটি হলো বিমুক্তিস্কন্ধ। ধাতুর মধ্যে ধর্মধাতু, আয়তনের মধ্যে মনায়তন।

'শোধন' বলতে যাকে ভিত্তি করে এই সূত্র দেশিত হয়েছে। সেই ভিত্তি হচ্ছে শুদ্ধ।

'অধিষ্ঠান' বলতে 'দান', এটি একত্বতা হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ত্যাগ, পরিত্যাগ, ধর্মদান, আমিষদান—আট প্রকার দান বিস্তার করা কর্তব্য। এটি হলো স্বতন্ত্রতা। 'দান হতে নয়', এটি একত্বতায় প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। ক্ষান্তি হলো অনবদ্য প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়। 'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ', এটি প্রতিবন্ধক বীর্য প্রজ্ঞপ্তি হতে প্রজ্ঞাপিত হয়।

'পরিষ্কার' বলতে দানের প্রমোদ্য হলো প্রত্যয়, অলোভ হলো হেতু। সংযম হতে যোনিশ মনস্কার হলো হেতু, পরিত্যাগ হলো প্রত্যয়। 'কুশল ও পাপ বর্জন করে' এর যথাভূত দর্শন হলো প্রত্যয়, জ্ঞান প্রতিলাভ হলো হেতু। 'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয় নিজ নিবৃত্তি লাভ'-এর পরঘোষ ও আধ্যাত্মিক যোনিশ মনস্কার মার্গ হলো হেতু ও প্রত্যয়।

'সমারোপন' বলতে 'দান হতে পুণ্য বৃদ্ধি হয়' এই গাথা তার শীলও বর্ধিত হয়। সংযমও বর্ধিত হয়। সংযম হতে বৈরিতা সৃষ্টি হয় না। অন্য ক্লেশগুলো বৃদ্ধি হয় না। যেগুলো তৎপ্রত্যয়ে উৎপন্ন হয় সেই আসবগুলো বিনাশ হয়, সেগুলো তারও উৎপন্ন হয় না। 'রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের দ্বারা হয়

নিজ নিবৃত্তি লাভ’ বলতে রাগ ও দ্বেষ ক্ষয় হলে রাগানুশয়ও ক্ষয় হয়। দ্বেষের ও মোহেরও নিবৃত্তি হয়। তখন তিনি সোপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে উপনীত হন, এটি হলো সমারোপন।

[স্থবির মহাকাচ্চায়নের পেটকোপদেশে
হারের সম্পাতভূমি এখানে সমাপ্ত]

৮. সূত্র শ্রেণিভাগ করণীয়

১১৮. [সত্ত্বদের] পূর্বসীমা জানা যায় না অবিদ্যা ও তৃষ্ণার কারণে। এখানে অবিদ্যা নীবরণগুলোর কারণে ও তৃষ্ণা সংযোজনগুলোর কারণে সত্ত্বদের পূর্বসীমা জানা যায় না। এখানে যেই সত্ত্বগণ তৃষ্ণা সংযোজনসম্পন্ন হয়, তারা আসক্তিবহুল ও মন্দ বিদর্শনধ্যানী হয়। কিন্তু যেই সত্ত্বগণ শ্রেষ্ঠতর দৃষ্টিক, তারা বিদর্শনধ্যান বহুল ও মন্দ আসক্তিসম্পন্ন হন।

এখানে তৃষ্ণাচরিত সত্ত্বগণ সত্ত্বসংজ্ঞা অভিনিবিষ্ট হয় অনুৎপত্তি ও ব্যয়দর্শী হয়ে। তারা পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করে ‘আত্মা হচ্ছে সাকার, আত্মায় রূপ, রূপে আত্মা’ এভাবে দর্শন করে। এভাবে যাবৎ পঞ্চস্কন্ধকে বিস্তার করতে হবে। অন্য স্কন্ধগুলোতেও আত্মা বলে দর্শন করে। সেই শ্রেষ্ঠতর দৃষ্টিক সত্ত্বগণ বিদর্শনধ্যান করার সময় স্কন্ধগুলোতে ঋজু আত্মা বলে দর্শন করে। তারা রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে। যেই রূপ সেই আত্মা। যেই আমি সেই রূপ। সে রূপ বিনাশকে দর্শন করে, এটি হলো উচ্ছেদবাদী। এই পঞ্চস্কন্ধের প্রথম অভিনিপাত সৎকায়দৃষ্টিতে পঞ্চ উচ্ছেদকে ভজনা করে ‘যেই জীব সেই শরীর’। এক এক স্কন্ধে তিনটি পদের দ্বারা [ভজনা করে] পরবর্তীতে শাশ্বত বা নিত্যকে ভজনা করে ‘অন্য জীব অন্য শরীর’। এই হতে বিধর্মী প্রব্রজিতগণ তৃষ্ণাচরিত কামসুখে অনুরক্ত ও আসক্ত হয়ে অবস্থান করে। তদ্ধেতু যারা পরিণাম ফলবশত দৃষ্টিচরিত আত্মক্লেশে অনুরক্ত ও আসক্ত হয়ে অবস্থান করে। সে-কারণে এমনকি এটি দৃষ্টিসুখের কারণে এতদূর পর্যন্ত বাহ্যিক প্রয়োগ।

এখানে দৃষ্টিচরিত সত্ত্বগণ যারা আর্যধর্মবিনয়ে অবতরণ করেন—তারা ধর্মানুসারী হন। যারা তৃষ্ণাচরিত সত্ত্বগণ আর্যধর্মবিনয়ে অবতরণ করেন—তারা শ্রদ্ধানুসারী হন।

এখানে যারা দৃষ্টিচরিত সত্ত্ব, তারা কামে দোষদর্শী এবং যারা কামের

মধ্যে অনুশয় তা পরিত্যাগ করে না, তদ্ধেতু তারা আত্মক্লেশে অনুরক্ত ও আসক্ত হয়ে বিহার করে। তাদের শাস্তা [ভগবান] ধর্মদেশনা করেন। অন্য শ্রাবক কামগুলোতে সুখ নেই, তারা পূর্বেই কামগুলো অমঙ্গলজনক এই ভেবে এই কামগুলোকে বিনাকষ্টে পরিবর্জন করেন। তারা চৈতসিক দুঃখে অনাসক্ত হন। তাই বলা হয়েছে—'সুখ প্রতিপদা'। কিন্তু যারা তৃষ্ণাচরিত সত্ত্ব, তারা কামেতে আসক্ত হন, তাদের ভগবান ধর্মদেশনা করেন। অথবা অন্য কোনো ভিক্ষু কামগুলোতে সুখ নেই, তারা প্রিয়রূপকে দুঃখের দ্বারা পরিবর্জন করেন। তাই বলা হয়েছে—'দুঃখ প্রতিপদা'। এরূপে এ সকল সত্ত্বগণ দুটি প্রতিপদার সম্মিলনে গমন করে—দুঃখে ও সুখে।

এখানে যারা দৃষ্টিচরিত সত্ত্ব, তারা দ্বিবিধ প্রকৃতির হয়—মৃদুইন্দ্রিয় ও তীক্ষ্ণইন্দ্রিয়। এখানে যারা দৃষ্টিচরিত সত্ত্ব তীক্ষ্ণইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুখে পরিবর্জন করেন এবং দ্রুততার সাথে হৃদয়ঙ্গম করেন। সেই কারণে বলা হয়েছে—'ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা সুখ প্রতিপদা'।

এখানে যারা দৃষ্টিচরিত সত্ত্ব মৃদুইন্দ্রিয় হয়, প্রথমে তীক্ষ্ণইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমানভাবে দন্ধতর [মন্থর] গতিতে হৃদয়ঙ্গম করেন, তারা সুখে পরিবর্জন করেন এবং দন্ধতার সাথে হৃদয়ঙ্গম করেন। তাই বলা হয়েছে—'সুখ প্রতিপদা দ্বন্ধাভিজ্ঞা'।

এখানে তীক্ষ্ণইন্দ্রিয় সত্ত্বগণ দ্বিবিধ প্রকৃতির হয়—তীক্ষ্ণইন্দ্রিয় ও মৃদুইন্দ্রিয়। এখানে যারা তৃষ্ণাচরিত সত্ত্ব তীক্ষ্ণইন্দ্রিয়ের দ্বারা দুঃখ পরিবর্জন করেন এবং দ্রুততার সাথে হৃদয়ঙ্গম করেন। তাই বলা হয়েছে—'দুঃখ প্রতিপদা ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা'।

এখানে যারা তৃষ্ণাচরিত সত্ত্ব মৃদুইন্দ্রিয় হয়, প্রথমে তীক্ষ্ণইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমানভাবে দন্ধতর [মন্থরতর] গতিতে হৃদয়ঙ্গম করেন, তারা দুঃখ পরিবর্জন করেন এবং দন্ধতার সাথে হৃদয়ঙ্গম করেন। তাই বলা হয়েছে—'দুঃখ প্রতিপদা দ্বন্ধাভিজ্ঞা'। এই চারটি মাত্র প্রতিপদা। পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রতিপদা নেই।

যেকোনো নিবৃতজন নির্বাপিত হবেন অথবা এই চারটি প্রতিপদার দ্বারা অভিন্ন এই প্রতিপদা চতুষ্কের দ্বারা ক্লেশগুলোকে নির্দেশ করে। যা চতুষ্ক মার্গের দ্বারা আর্যধর্মগুলোকে নির্দেশ করা উচিত। একে সিংহক্রিয়া নামক নয় [ক্রম বা ধারা] বলা হয়।

১১৯. তথায় এই চারি আহার। চারি উপাদান, [তদ্রূপ] যোগ, গ্রন্থি, আসব, ওঘ, শৈল্য বিজ্ঞানস্থিতির দরুন অগতি গমন হয়। এভাবে এই সমস্ত

দশটি পদ হয়, এটি হলো সূত্রের বিশদ বর্ণনা।

চারি আহার। এখানে যেটি কবলীকৃত আহার ও যেটি স্পর্শ আহার—এগুলো তৃষ্ণাচরিতের দ্বারা পরিত্যাজ্য। এখানে যেটি মনোসঞ্চেতনা আহার ও যেটি বিজ্ঞান আহার—এগুলো দৃষ্টিচরিতের দ্বারা পরিত্যাজ্য।

প্রথম আহার হলো প্রথম বিপর্যয়, দ্বিতীয় আহার হলো দ্বিতীয় বিপর্যয়, তৃতীয় আহার হলো তৃতীয় বিপর্যয়, চতুর্থ আহার হলো চতুর্থ বিপর্যয়। এই চারটি মাত্র বিপর্যয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিপর্যয় নেই। এবং চারি আহারের এটিই প্রমাণ।

এখানে [ব্যক্তি] প্রথম বিপল্লাসে স্থিত হলে কামগুলোকে ধরে থাকে, এটি হলো কাম-উপাদান। দ্বিতীয় বিপল্লাসে স্থিত হলে অনাগত ভবকে ধরে থাকে, এটি হলো শীলব্রত উপাদান। তৃতীয় বিপল্লাসে স্থিত হলে বিপরীত দৃষ্টিকে ধরে রাখে, এটি হলো দৃষ্টি-উপাদান। চতুর্থ বিপল্লাসে স্থিত হলে স্কন্ধগুলোতে আত্মা বলে ধরে রাখে, এটি হলো আত্মাবাদ-উপাদান।

এখানে কাম-উপাদানে স্থিত হলে কামে অভিধ্যার দ্বারা গ্রন্থিত হয়, এটি হলো অভিধ্যা-কায়গ্রন্থি। শীলব্রত-উপাদানে স্থিত হলে ব্যাপাদকে গ্রন্থিত করে, এটি হলো ব্যাপাদ-কায়গ্রন্থি। দৃষ্টি-উপাদানে স্থিত হলে পরামাসকে গ্রন্থিত করে, এটি হলো পরামাস-কায়গ্রন্থি। আত্মবাদ-উপাদানে স্থিত হলে প্রপঞ্চ [বিভ্রম, বদ্ধসংস্কার] গ্রন্থিত করে, এটি হলো এটিই সত্যাভিনিবেশ-কায়গ্রন্থি।

তার গ্রন্থিত ক্লেশগুলো আসবরূপেও কাজ করে। কিঞ্চিৎ কিন্তু মনস্তাপও বলা হয়। যে মনস্তাপগ্রস্ত হয় তার অনুশয় উৎপন্ন হয়। এখানে অভিধ্যা-কায়গ্রন্থির দ্বারা কামাসব উৎপন্ন হয়, ব্যাপাদ-কায়গ্রন্থির দ্বারা ভবাসব উৎপন্ন হয়। পরামাস-কায়গ্রন্থির দ্বারা দৃষ্ট্যাসব উৎপন্ন হয়। এটিই সত্যাভিনিবেশ-কায়গ্রন্থির অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয়।

সেই চারি আসব বিপুলতা প্রাপ্ত হলে পরে ওঘ [তৃষ্ণার স্রোত] রূপে কাজ করে। তজ্জন্য বলা হয়েছে—'ওঘ'। এখানে কামাসব হলো কম-ওঘ, ভবাসব হলো ভব-ওঘ, অবিদ্যাসব হলো অবিদ্যা-ওঘ ও দৃষ্ট্যাসব হলো দৃষ্টি-ওঘ।

সেই চারি ওঘ অনুরাগ অনুপ্রবেশ ঘটলে পরে অনুশয় সহগত বলা হয়। 'শৈল্য' বলতে এটি হৃদয় আশ্রিত হয়ে স্থিত হয়। এখানে কাম-ওঘ হলো রাগশৈল্য, ভব-ওঘ হলো দ্বেষশৈল্য, অবিদ্যা-ওঘ হলো মোহশৈল্য ও দৃষ্টি-ওঘ হলো দৃষ্টিশৈল্য।

এই চারি শৈল্যের দ্বারা সমাপিত বিজ্ঞানকে চারি ধর্মের মধ্যে স্থাপন করে—রূপে, বেদনায়, সংজ্ঞা ও সংস্কারে। এই হলো চারি বিজ্ঞানস্থিতি। এখানে রাগশৈল্যের দ্বারা আনন্দদায়ক উপসেচন রূপাসক্ত বিজ্ঞান স্থিত হয়। দ্বেষশৈল্যের দ্বারা বেদনাসক্ত, মোহশৈল্যের দ্বারা সংজ্ঞাসক্ত, দৃষ্টিশৈল্যের দ্বারা আনন্দদায়ক উপসেচন সংস্কারাসক্ত বিজ্ঞান স্থিত হয়।

চারি বিজ্ঞানস্থিতির দ্বারা চতুর্বিধ অগতিতে গমন করে—ছন্দ, দ্বেষ, ভয় ও মোহ। রাগের দ্বারা ছন্দ অগতিতে গমন করে, দ্বেষের দ্বারা দ্বেষ অগতিতে গমন করে, মোহের দ্বারা মোহ অগতিতে গমন করে, দৃষ্টির দ্বারা ভয় অগতিতে গমন করে। এই প্রকারে এই কর্ম এবং এই ক্লেশ লাভ হয়—এই হলো সংসারের হেতু।

১২০. এখানে এই চারি দিক হতে কবলীকৃত আহার 'অশুভে শুভ' এই বিপর্যয় হয়। কামউপাদান, কামযোগ, অভিধ্যা-কায়গ্রন্থি, কামাসব, কাম-ওঘ, রাগশৈল্য, রূপাসক্ত বিজ্ঞানস্থিতি ছন্দ হতে অগতিগমন হয়, এটি হলো প্রথম দিক।

স্পর্শ আহার 'দুঃখে সুখ' এই বিপর্যয় হয়। শীলব্রত-উপাদান, ভবযোগ, ব্যাপাদ-কায়গ্রন্থি, ভবাসব, ভব-ওঘ, দ্বেষশৈল্য, বেদনাসক্ত, বিজ্ঞানস্থিতি দ্বেষ হতে অগতিগমন হয়, এটি হলো দ্বিতীয় দিক।

মনোসঞ্চেতনা আহার 'অনাত্মায় আত্মা' এই বিপর্যয় হয়। দৃষ্টি-উপাদান, দৃষ্টিযোগ, পরামাস-কায়গ্রন্থি, দৃষ্ট্যাসব, দৃষ্টি-ওঘ, দৃষ্টিশৈল্য, সংজ্ঞাসক্ত বিজ্ঞানস্থিতি ভয় হতে অগতিগমন হয়, এটি হলো তৃতীয় দিক।

বিজ্ঞান আহার 'অনিত্যে নিত্য' এই বিপর্যয় হয়। আত্মবাদ-উপাদান, অবিদ্যাযোগ, এটিই সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি, অবিদ্যাসব, অবিদ্যা-ওঘ, মোহশৈল্য, সংস্কারাসক্ত বিজ্ঞানস্থিতি মোহ অগতিগমন হয়, এটি হলো চতুর্থ দিক।

এই দশটি সূত্রের জন্য প্রথম পদের দ্বারা দিক অবলোকন হয়—একে বলা হয় দিক অবলোকন।

চারি বিপল্লাসের দ্বারা অকুশলপক্ষে দিক অবলোকন হতে ক্লেশ সংযোজন করে, এটি হলো অকুশলপক্ষে দিক অবলোকনের জন্য ভূমি। পনেরো প্রকার সূত্রের জন্য যা প্রথম পদ। এই ধর্মগুলোর কী অর্থ হয়? এক অর্থ, কিন্তু ব্যঞ্জন নানার্থ হয়। এভাবে দ্বিতীয়, এভাবে তৃতীয় এবং এভাবে চতুর্থ—এই হলো প্রথম সংসন্দনা।

এর দ্বারা পূর্বোক্ত সর্ব ক্লেশগুলো চারি পদে সংযুক্ত করা কর্তব্য।

কুশলপক্ষে চারি প্রতিপদা, চারি ধ্যান, চারি সতিপট্‌ঠান, চারি বিহার—দিব্যবিহার, ব্রহ্মবিহার, আর্যবিহার, আনেঞ্জাবিহার। চারি সম্যক প্রধান, চারি আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম, চারি অধিষ্ঠান, চারি সমাধি—ছন্দসমাধি, বীর্যসমাধি, চিত্তসমাধি, মীমাংসাসমাধি। চারি ধর্ম সুখভাগীয়। না-অন্যত্র বোধ্যঙ্গ, না-অন্যত্র তাপস্যা, না-অন্যত্র ইন্দ্রিয়সংবরণ, না-অন্যত্র সর্বত্যাগ। চারি অপ্রমাণ।

এখানে দুঃখ প্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা ভাবিত বহুলীকৃতকারীর প্রথম ধ্যান পরিপূর্ণ হয়। প্রথম ধ্যান পরিপূর্ণ হলে প্রথম সতিপট্‌ঠান পরিপূর্ণ হয়, প্রথম সতিপট্‌ঠান পরিপূর্ণ হলে পরে প্রথম বিহার পরিপূর্ণ হয়, প্রথম বিহার পরিপূর্ণ হলে পরে প্রথম সম্যক প্রধান পরিপূর্ণ হয়, প্রথম সম্যক প্রধান পরিপূর্ণ হলে পরে প্রথম আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম পরিপূর্ণ হয়, প্রথম আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম পরিপূর্ণ হলে পরে প্রথম অধিষ্ঠান পরিপূর্ণ হয়, প্রথম অধিষ্ঠান পরিপূর্ণ হলে পরে ছন্দসমাধি পরিপূর্ণ হয়, ছন্দসমাধি পরিপূর্ণ হলে পরে ইন্দ্রিয়সংবর পরিপূর্ণ হয়, ইন্দ্রিয়সংবর পরিপূর্ণ হলে পরে প্রথম মৈত্রী অপ্রমাণ পরিপূর্ণ হয়। এভাবে সর্বত্যাগ চতুর্থ অপ্রমাণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়।

এখানে প্রথম প্রতিপদা, প্রথম ধ্যান, প্রথম সতিপট্‌ঠান, প্রথম বিহার, প্রথম সম্যক প্রধান, প্রথম আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম, সত্যাধিষ্ঠান, ছন্দসমাধি, ইন্দ্রিয়সংবর, মৈত্রী ও অপ্রমাণ, এটি হলো প্রথম দিক।

দুঃখ প্রতিপদা ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা, দ্বিতীয় ধ্যান, দ্বিতীয় সতিপট্‌ঠান, দ্বিতীয় বিহার, দ্বিতীয় সম্যক প্রধান, দ্বিতীয় আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম, ত্যাগাধিষ্ঠান, চিত্তসমাধি, চারি ঋদ্ধিপাদ, করুণা ও অপ্রমাণ, এটি হলো দ্বিতীয় দিক।

সুখ প্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা, তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় সতিপট্‌ঠান, তৃতীয় বিহার, তৃতীয় সম্যক প্রধান, তৃতীয় আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম, প্রজ্ঞাধিষ্ঠান, বীর্যসমাধি, বোধ্যঙ্গ, মুদিতা ও অপ্রমাণ, এটি হলো তৃতীয় দিক।

সুখ প্রতিপদা ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা চতুর্থ ধ্যান, চতুর্থ সতিপট্‌ঠান, চতুর্থ বিহার, চতুর্থ সম্যক প্রধান, চতুর্থ আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম, উপশমাধিষ্ঠান, মীমংসাসমাধি, সর্বত্যাগ, উপেক্ষা ও অপ্রমাণ, এটি হলো চতুর্থ দিক।

এই চারি দিক হতে অবলোকন হয়। একে বলা হয় দিক অবলোকন নামক নয় [ক্রম বা ধারা]।

এখানে এই সংযোজন। চারি আহার, চারি প্রতিপদা, চারি বিপর্যয়, চারি সতিপট্‌ঠান, চারি উপাদান, চারি ধ্যান, চারি যোগ, বিহার, গ্রন্থি, সম্যক প্রধান, আসব, আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম, ওঘ, অধিষ্ঠান, শৈল্য, সমাধি,

বিজ্ঞানস্থিতির চারি সুখভাগীয় ধর্ম, চারি অগতিগমন, চারি অপ্রমাণ—এগুলো কুশল-অকুশলগুলোর প্রতিপক্ষবশে যোজনা হয়েছে—একে বলা হয় দিক অবলোকন নামক নয় [ক্রম বা ধারা]।

তার চারি শ্রামণ্যফল হলো সর্বশেষ, যেই ধর্ম কুশল-অকুশল নির্দেশে প্রথম দিক নির্দেশ হয়। সর্বশেষে প্রথম এই স্রোতাপত্তিফল, দ্বিতীয় সকৃদাগামীফল, তৃতীয় অনাগামীফল ও চতুর্থ অর্হত্ত্বফল।

এখানে ত্রি-পুদ্গল প্রণালি কিরূপ?

যারা দুঃখ প্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও ক্ষীপ্রাভিজ্ঞার দিকে পরিচালিত হন—এই দুই পুদ্গল। যারা সুখ প্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও ক্ষীপ্রাভিজ্ঞার দিকে পরিচালিত হন—এই দুই পুদ্গল।

এই চারি পুদ্গলের যেই পুদ্গল সুখ প্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞার দিকে পরিচালিত হন, যে পুদ্গল দুঃখ প্রতিপদা ক্ষীপ্রাভিজ্ঞার দিকে পরিচালিত হন—এই দুই পুদ্গল হয়। এখানে যিনি সুখ প্রতিপদা ক্ষীপ্রাভিজ্ঞার দিকে পরিচালিত হন, তিনি হলেন উদ্ঘাটিতজ্ঞ। যিনি শেষ সাধারণ পুদ্গল, তিনি হলেন বিপশ্চতজ্ঞ। যেই পুদ্গল দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা দুঃখ প্রতিপদার দিকে পরিচালিত হন, তিনি হলেন ন্যেয়। এই চারটি ভাবিত করলে তিনটি হয়। এখানে উদ্ঘাটিতজ্ঞের শমথ-পূর্বগামী বিদর্শন হয়, নেয়্যের বিদর্শন-পূর্বগামী শমথ হয়, বিপশ্চিতজ্ঞের শমথ-বিদর্শন যুগপৎ হয়। উদ্ঘাটিতজ্ঞের মৃদু দেশনা, নেয়্যের তীক্ষ্ণ দেশনা ও বিপশ্চিতজ্ঞের তীক্ষ্ণ-মৃদু দেশনা।

উদ্ঘাটিতজ্ঞের অধিপ্রজ্ঞাশিক্ষা, নেয়্যের অধিচিত্তশিক্ষা ও বিপশ্চিতজ্ঞের অধিশীলশিক্ষা—এই পুদ্গলদের চারি প্রতিপদা দ্বারা নির্মূল হয়।

এখানে এই সংক্লেশ—ত্রিবিধ অকুশলমূল, ত্রিবিধ স্পর্শ, ত্রিবিধ বেদনা, ত্রিবিধ উপবিচার, ত্রিবিধ সংক্লেশ, ত্রিবিধ বিতর্ক, ত্রিবিধ পরিলাহ, ত্রিবিধ সংস্কৃত লক্ষণ ও ত্রিবিধ দুঃখতা।

ত্রিবিধ অকুশলমূল—লোভ অকুশলমূল, দ্বেষ অকুশলমূল, মোহ অকুশলমূল। ত্রিবিধ স্পর্শ—সুখবেদনীয় স্পর্শ, দুঃখবেদনীয় স্পর্শ, অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শ। ত্রিবিধ বেদনা—সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনা। ত্রিবিধ উপবিচার—সৌমনস্য উপবিচার, দৌর্মনস্য উপবিচার, উপেক্ষা উপবিচার। ত্রিবিধ সংক্লেশ—রাগ, দ্বেষ, মোহ। ত্রিবিধ বিতর্ক—কামবিতর্ক, ব্যাপাদবিতর্ক, বিহিংসাবিতর্ক। ত্রিবিধ পরিলাহ—রাগজ, দ্বেষজ, মোহজ। ত্রিবিধ সংস্কৃত লক্ষণ—উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ। ত্রিবিধ দুঃখতা—দুঃখ-দুঃখতা, বিপরিণাম-দুঃখতা, সংস্কার-দুঃখতা।

এখানে লোভ অকুশলমূল কোথা হতে সমুত্থিত হয়?

ত্রিবিধ আলম্বন—মনোজ্ঞ, অমনোজ্ঞ, উপেক্ষাস্থাপনীয়। এখানে মনোজ্ঞ আলম্বনের দ্বারা লোভ অকুশলমূল সমুত্থিত হয়। এই মনোজ্ঞ আলম্বন হতে উৎপন্ন হয় সুখবেদনীয় স্পর্শ, সুখবেদনীয় স্পর্শকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় সুখবেদনা, সুখবেদনাকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় সৌমনস্য উপবিচার, সৌমনস্য উপবিচারকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় রাগ, রাগকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় কামবিতর্ক, কামবিতর্ককে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় রাগজ পরিলাহ, রাগজ পরিলাহকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় উৎপত্তি সংস্কৃত লক্ষণ, উৎপত্তি সংস্কৃত লক্ষণকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় বিপরিণাম-দুঃখতা।

এখানে দ্বেষ অকুশলমূল কোথা হতে সমুত্থিত হয়?

অমনোজ্ঞ আলম্বনের দ্বারা দ্বেষ অকুশলমূল সমুত্থিত হয়। এই অমনোজ্ঞ আলম্বন হতে উৎপন্ন হয় দুঃখবেদনীয় স্পর্শ, দুঃখবেদনীয় স্পর্শকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় দুঃখবেদনা, দুঃখবেদনাকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় দৌর্মনস্য উপবিচার, দৌর্মনস্য উপবিচারকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় দ্বেষ, দ্বেষকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় ব্যাপাদবিতর্ক, ব্যাপাদবিতর্ককে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় দ্বেষজ পরিলাহ, দ্বেষজ পরিলাহকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় স্থিত স্বতন্ত্র সংস্কৃত লক্ষণ, স্থিত স্বতন্ত্র সংস্কৃত লক্ষণকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় দুঃখ-দুঃখতা বেদনা।

এখানে মোহ অকুশলমূল কোথা হতে সমুত্থিত হয়?

উপেক্ষাস্থাপনীয় আলম্বনের দ্বারা মোহ অকুশলমূল সমুত্থিত হয়। এই উপেক্ষাস্থাপনীয় আলম্বন হতে উৎপন্ন হয় অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শ, অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় অদুঃখ-অসুখ বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনাকে ভিত্তি করে উপেক্ষা উপবিচার, উপেক্ষা উপবিচারকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় মোহ, মোহকে ভিত্তি করে বিহিংসাবিতর্ক, বিহিংসাবিতর্ককে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় মোহজ পরিলাহ, মোহজ পরিলাহকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় ভঙ্গ সংস্কৃত লক্ষণ, ভঙ্গ সংস্কৃত লক্ষণকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় সংস্কার-দুঃখতা। এই ত্রিবিধ ক্লেশ নির্দেশ—একে বলা হয় কুশলপক্ষে ত্রি-পুদ্গল নয় বা ধারা।

এই ত্রিবিধ অকুশলমূল; চতুর্থ ও পঞ্চম নেই। ত্রিবিধ স্পর্শ, ত্রিবিধ বেদনা হতে সংস্কার-দুঃখতা পর্যন্ত। যেকোনো অকুশলপক্ষ, এই সমস্ত ত্রিবিধ অকুশলমূলেতে সম্মিলিত হয়।

এখানে কুশলপক্ষ কিরূপ?

ত্রিবিধ কুশলমূল হয়, ত্রিবিধ প্রজ্ঞা—শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা, চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা, ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা। ত্রিবিধ সমাধি—সবিতর্ক-সবিচার, অবিতর্ক-বিচারমাত্র, অবিতর্ক-অবিচার। ত্রিবিধ শিক্ষা—অধিশীলশিক্ষা, অধিসমাধিশিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞাশিক্ষা। ত্রিবিধ নিমিত্ত—শমথনিমিত্ত, প্রগ্রহনিমিত্ত, উপেক্ষনিমিত্ত। ত্রিবিধ বিতর্ক—নৈষ্ক্রম্যবিতর্ক, অব্যাপাদবিতর্ক অবিহিংসাবিতর্ক। ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়—অজ্ঞাতকে [চারি আর্যসত্যকে] জানব এই ইন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়। ত্রিবিধ উপবিচার—নৈষ্ক্রম্য উপবিচার, অব্যাপাদ উপবিচার, অবিহিংসা উপবিচার। ত্রিবিধ এষণা [ইচ্ছা, প্রবৃত্তি]—কাম-এষণা, ভব-এষণা, ব্রহ্মচর্য-এষণা। ত্রিবিধ স্কন্ধ—শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ।

এখানে যা অলোভ কুশলমূল, তা শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ করে, শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হলে সবিতর্ক-সবিচার সমাধি পরিপূর্ণ করে, সবিতর্ক-সবিচার সমাধি পরিপূর্ণ হলে অধিচিত্তশিক্ষা পরিপূর্ণ করে, অধিচিত্তশিক্ষা পরিপূর্ণ হলে শমথনিমিত্ত পরিপূর্ণ করে, শমথনিমিত্ত পরিপূর্ণ হলে নৈষ্ক্রম্যবিতর্ক পরিপূর্ণ করে, নৈষ্ক্রম্যবিতর্ক পরিপূর্ণ হলে অজ্ঞাতকে [চারি আর্যসত্যকে] জানব এই ইন্দ্রিয় [*অনঞ্ঞাতঞ্ঞস্সামীতিন্দ্রিযং*] পরিপূর্ণ করে, অজ্ঞাতকে [চারি আর্যসত্যকে] জানব এই ইন্দ্রিয় পরিপূর্ণ হলে নৈষ্ক্রম্য উপবিচার পরিপূর্ণ করে, নৈষ্ক্রম্য উপবিচার পরিপূর্ণ হলে কাম-এষণা পরিত্যাগ করে, কাম-এষণা প্রহান করে সমাধিস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে।

অদ্বেষ কুশলমূল চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ করে, চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হলে অবিতর্ক-বিচারমাত্র সমাধি পরিপূর্ণ করে, অবিতর্ক-বিচারমাত্র সমাধি পরিপূর্ণ হলে অধিশীলশিক্ষা পরিপূর্ণ করে, অধিশীলশিক্ষা পরিপূর্ণ হলে উপেক্ষানিমিত্ত পরিপূর্ণ হলে, উপেক্ষানিমিত্ত পরিপূর্ণ হলে অব্যাপাদবিতর্ক পরিপূর্ণ করে, অব্যাপাদবিতর্ক পরিপূর্ণ হলে লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় [*অঞ্ঞিন্দ্রিযং*] পরিপূর্ণ করে, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় পরিপূর্ণ হলে অব্যাপাদ উপবিচার পরিপূর্ণ করে, অব্যাপাদ উপবিচার পরিপূর্ণ করে ভব-এষণা পরিত্যাগ করে, ভব-এষণা প্রহান করে শীলস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে।

অমোহ কুশলমূল ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ করে, ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হলে অবিতর্ক-অবিচার সমাধি পরিপূর্ণ করে, অবিতর্ক-অবিচার সমাধি পরিপূর্ণ হলে অধিপ্রজ্ঞাশিক্ষা পরিপূর্ণ করে, অধিপ্রজ্ঞাশিক্ষা পরিপূর্ণ হলে প্রগ্রহনিমিত্ত পরিপূর্ণ করে, প্রগ্রহনিমিত্ত পরিপূর্ণ হলে লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় [*অঞ্ঞাতাবিনো ইন্দ্রিয়*] পরিপূর্ণ করে, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়

পরিপূর্ণ হলে অবিহিংসা উপবিচার পরিপূর্ণ করে, অবিহিংসা উপবিচার পরিপূর্ণ হলে ব্রহ্মচর্য-এষণা পরিপূর্ণ করে, ব্রহ্মচর্য-এষণা পরিপূর্ণ হলে প্রজ্ঞাস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে।

এই ত্রিবিধ ধর্ম কুশলপক্ষীয়। সর্ব কুশল ধর্মগুলো ত্রিক ত্রিক নির্দেশের দ্বারা নির্দেশিত হয়। ত্রিবিধ বিমোক্ষমুখ তার পর্যাবসান হয়। এখানে প্রথমটির দ্বারা অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখ, দ্বিতীয়টির দ্বারা শূন্যতা বিমোক্ষমুখ, তৃতীয়টির দ্বারা অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ পরিপূর্ণ হয়। একে বলা হয় দ্বিতীয় ত্রি-পুদ্গল নামক নয় বা ধারা।

এখানে এই যে ত্রিবিধ পুদ্গল—উদ্ঘাটিতজ্ঞ, বিপশ্চিতজ্ঞ, নেয়্য। এই ত্রিবিধ পুদ্গলের মধ্যে যে পুদ্গল সুখ প্রতিপদায় ক্ষীপ্রাভিজ্ঞায়, সুখ প্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় নির্মূল হয়, এটি দ্বিবিধ পুদ্গল। যেই দ্বিবিধ পুদ্গল দুঃখ প্রতিপদা ক্ষীপ্রাভিজ্ঞায়, দুঃখ প্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় নির্মূল হয়—এই চারি পুদ্গল সেই বিশেষ কারণে দুই প্রকার হয়—দৃষ্টিচরিত ও তৃষ্ণাচরিত। এই চার প্রকার হয়ে আবার তিন প্রকার হয়, তিন প্রকার হয়ে আবার দুই প্রকার হয়। এই দুই প্রকার পুদ্গলের এটি হলো সংক্লেশ—[যেমন] অবিদ্যা ও তৃষ্ণা, অহ্রী ও অনোত্তপ্পা [লজ্জাশীলতা ও ভয়শীলতা], অস্মৃতি ও অসম্প্রজ্ঞান, নীবরণ ও সংযোজন, আসক্তি ও অভিনিবেশ, অহংকার ও আমিত্ব, অশ্রদ্ধা ও দুশ্চরিত্রতা, আলস্য ও অযোনিশ মনস্কার, বিচিকিৎসা ও অভিধ্যা, অসদ্ধর্মশ্রবণ ও অসমাপত্তি।

এখানে অবিদ্যা, অহ্রী, অস্মৃতি, নীবরণ, আসক্তি, অহংকার, অশ্রদ্ধা, আলস্য, বিচিকিৎসা, অসদ্ধর্মশ্রবণ—এগুলো হলো এক দিক।

তৃষ্ণা, অনোত্তপ্পা, অসম্প্রজ্ঞান, সংযোজন, অভিনিবেশ, আমিত্ব, দুশ্চরিত্রতা, অযোনিশ মনস্কার, অভিধ্যা, অসমাপত্তি—এগুলো হলো দ্বিতীয় দিক। দশ প্রকার দ্বিকের জন্য দশ প্রকার পদ প্রথম করণীয়। সংক্ষেপে অর্থ জ্ঞাপন করে প্রতি পক্ষে কৃষ্ণপক্ষের সর্বদ্বিকের জন্য দশ প্রকার দ্বিতীয়ক, এটি হলো দ্বিতীয় দিক।

এই অকুশল ধর্মগুলোর দুঃখনির্দেশ, এটি হলো সমুদয়। যা সেই ধর্মে অবস্থান করে—নাম ও রূপ। এটি হলো দুঃখ। এখানে এই সমুদয় ও এই দুঃখ—এই দুই সত্য—দুঃখ ও সমুদয় যা নন্দিয় আবর্তের নয় বা ধারায় প্রথম নির্দেশ।

এখানে কুশলপক্ষ কিরূপ?

শমথ ও বিদর্শন, বিদ্যা ও আচরণ, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান, লজ্জাশীলতা ও

ভয়শীলতা, অহংকার প্রহান ও আমিত্ব প্রহান, সম্যক প্রচেষ্টা ও যোনিশ মনস্কার, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিরাগ, সমাপত্তি ও সদ্ধর্মশ্রবণ, সৌমনস্য ও ধর্মানুধর্ম আচরণ।

এখানে শমথ, বিদ্যা, স্মৃতি, লজ্জাশীলতা, অহংকারপ্রহান, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, প্রজ্ঞা, সমাপত্তি, সৌমনস্য—এই ধর্মগুলো হলো এক দিক। বিদর্শন, আচরণ, সম্প্রজ্ঞান, ভয়শীলতা, আমিত্বপ্রহান, যোনিশ মনস্কার, সম্যক সমাধি, বিরাগ, সদ্ধর্মশ্রবণ, ধর্মানুধর্ম আচরণ—এই হলো দ্বিতীয় দিক। এই কুশলপক্ষে ও অকুশলপক্ষে নন্দিয় আবর্ত নয় বা ধারার কিন্তু চারটি দিক।

তন্মধ্যে যা অকুশলপক্ষের প্রথম পদ অকুশলগুলো কুশল পদের দ্বারা প্রহান হয়, তা কুশলপক্ষে দ্বিতীয় পদের দ্বারা প্রহান হয়। তাদের প্রহানে রাগবিরাগ চিত্তবিমুক্তি লাভ হয়। যা অকুশলপক্ষের দ্বিতীয় অকুশলপদ প্রহান হয়, তা কুশলপক্ষের প্রথম পদের দ্বারা প্রহান হয়। তাদের প্রহানে অবিদ্যাবিরাগ প্রজ্ঞাবিমুক্তি হতে পর্যাবসান লাভ হয়। এই ত্রিবিধ নয়ের বা ধারার প্রথম নয় বা ধারার নাম হলো সিংহক্রিয়া। অষ্ট পদ হলো—চারি কুশল ও চারি অকুশল। এই অষ্ট পদ হলো মূলপদ। অর্থ নয় বা ধারার দ্বারা হলো দ্বিতীয় ত্রি-পুদ্গাল। সেই ছয় ধর্মের দ্বারা কুশলমূল ও অকুশলমূল পরিচালিত হয়। এই ছয় পদ ও পূর্বের অষ্ট মূলপদ এই চৌদ্দ পদ মিলে আঠারোপদ হলো মূলপদ। এখানে যেই পরবর্তী নয় বা ধারা হলো নন্দিয় আবর্ত। সেটি চারটি ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, শমথ ও বিদর্শনের দ্বারা। এই চারি ধর্মগুলো এই আঠারো প্রকার মূলপদ এই ত্রিবিধ নয় বা ধারার মধ্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এখানে যা নয় প্রকার পদ কুশল, তথায় সর্বকুশল মিলিত হয়। তন্মধ্যে নয় প্রকার মূলের চারি পদ সিংহক্রিয়া নয়ের তিন প্রকার ত্রি-পুদ্গালে, দুই নন্দিয় আবর্তে। এগুলো কুশলের পক্ষ। এখানে যা নয় প্রকার পদ কুশল, এখানে সর্বকুশল যুক্ত হয়। এখানে সিংহক্রিয়া নয়ে বা ধারায় চারি পদ তিন প্রকার ত্রি-পুদ্গালে, দুই প্রকার নন্দিয় আবর্তে এই নয় প্রকার পদ কুশল নির্দিষ্ট।

এখানে যে নন্দিয় আবর্তে নয়ে বা ধারায় চারি পদ হয়, এখানে আঠারো প্রকার মূলপদ মিলিত হয়। যেমন কীভাবে? শমথ, অলোভ, অদ্বেষ, অশুভসংজ্ঞা ও দুঃখসংজ্ঞা—এই কুশলপক্ষে পঞ্চ পদ শমথকে ভজনা করে। বিদর্শন, অমোহ, অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মাসংজ্ঞা—এই চারি পদ বিদর্শনকে

ভজনা করে। এই নয়টি পদ কুশল দ্বিবিধ পদের মধ্যে যোজিত হয়। এখানে অকুশলপক্ষে নয়টি অকুশলমূল পদের জন্য যা তৃষ্ণা, লোভ, দ্বেষ, শুভসংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা—এই পাঁচটি পদ তৃষ্ণাকে ভজনা করে। যা অবিদ্যা, মোহ, নিত্যসংজ্ঞা, আত্মাসংজ্ঞা—এই চারি পদ অবিদ্যাকে ভজনা করে। এই নয়টি পদ অকুশলগুলোকে খুবই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এই ত্রিবিধ নয় বা ধারা এক নয়ে বা ধারায় প্রবেশ করে না। এভাবে আঠারো প্রকার মূলপদ নন্দিয় আবর্ত নয়ে বা ধারায় নির্দেশিতব্য।

কীভাবে আঠারো প্রকার মূলপদ ত্রি-পুদ্গল নয়ে সংযুক্ত হয়?

কুশলের নয়টি পদের মধ্যে বিদর্শন, অমোহ, অনিত্যসংজ্ঞা ও অনাত্মাসংজ্ঞা—এই চারটি পদ হয়; অমোহ, শমথ, অলোভ ও অশুভসংজ্ঞা—এই চারটি পদ; অলোভ এবং অমোহ। এভাবে এই নয়টি পদ তিনটি কুশলের মধ্যে যোজনা করা কর্তব্য।

এখানে অকুশলের নয়টি পদের মধ্যে তৃষ্ণা, লোভ, শুভসংজ্ঞা ও সুখসংজ্ঞা—এই চারটি পদ লোভ অকুশলমূল; অবিদ্যা, মোহ, নিত্যসংজ্ঞা ও আত্মাসংজ্ঞাও এই মোহ এবং এই দ্বেষ—এই নয়টি পদ ত্রিবিধ অকুশলের মধ্যে সংযুক্ত হয়। এভাবে আঠারোটি মূলপদ কুশলমূলের মধ্যে যোজনা করে ত্রি-পুদ্গল নয়ের দ্বারা নির্দেশিতব্য।

কীভাবে আঠারো প্রকার মূলপদ সিংহক্রীড়া নয়ে সংযুক্ত হয়?

তৃষ্ণা ও শুভসংজ্ঞা, এটি হলো প্রথম বিপর্যয়। লোভ ও সুখসংজ্ঞা, এটি হলো দ্বিতীয় বিপর্যয়। অবিদ্যা ও নিত্যসংজ্ঞা, এটি হলো তৃতীয় বিপর্যয়। মোহ ও আত্মাসংজ্ঞা, এটি হলো চতুর্থ বিপর্যয়। এই নয়টি পদ অকুশলমূল চারি পদের মধ্যে যোজিত হয়। এখানে নয়টি মূলপদ কুশলের শমথ ও অশুভসংজ্ঞা, এটি হলো প্রথম সতিপট্‌ঠান। অলোভ ও দুঃখসংজ্ঞা, এটি হলো দ্বিতীয় সতিপট্‌ঠান। বিদর্শন ও অনিত্যসংজ্ঞা, এটি হলো তৃতীয় সতিপট্‌ঠান। অমোহ ও অনাত্মাসংজ্ঞা, এটি হলো চতুর্থ সতিপট্‌ঠান। এই আঠারোপ্রকার পদ সিংহক্রীড়া নয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়।

এই ত্রিবিধ নয় বা ধারা যা ভূমি, রাগ, দ্বেষ এক নয়ে বা ধারায় প্রবেশ করে। এক নয়ে অকুশল ধর্মে বা কুশল ধর্মে বিজ্ঞাত হলে পরে প্রতিপক্ষ অন্বেষণ করা কর্তব্য। প্রতিপক্ষে অন্বেষণ করে সেই নয় বা ধারা নির্দেশ করা কর্তব্য, তা নয়ে নির্দিষ্ট হয়। যেমন এক নয়ে সর্ব নয় প্রবেশ করে তদ্রূপ নির্দেশ করা কর্তব্য। এক নয়ে আঠারো মূলপদ প্রবেশ করে, সেই ধর্মগুলো বিজ্ঞাত হলে পরে সর্ব ধর্ম বিজ্ঞাত হয়। এই ত্রিবিধ নয়ের

সিংহক্রীড়া নয়ের চারটি ফল পর্যাবসান করে।

প্রথম দিকে প্রথম ফল, দ্বিতীয় দিকে দ্বিতীয় ফল, তৃতীয় দিকে তৃতীয় ফল, চতুর্থ দিকে চতুর্থ ফল। ত্রি-পুদ্গল নয়ে তিন প্রকার বিমোক্ষমুখ হলো পর্যাবসান। প্রথম দিকে অপ্রনিহিত [বিমোক্ষমুখ], দ্বিতীয় দিকে শূন্যতা [বিমোক্ষমুখ], তৃতীয় দিকে অনিমিত্ত [বিমোক্ষমুখ]। নন্দিয় আবর্ত নয়ের রাগবিরাগ চিত্তবিমুক্তি ও অবিদ্যাবিরাগ প্রজ্ঞাবিমুক্তি হলো পর্যাবসান। প্রথম দিকে রাগবিরাগ চিত্তবিমুক্তি, দ্বিতীয় দিকে অবিদ্যাবিরাগ প্রজ্ঞাবিমুক্তি। এই ত্রিবিধ নয় এই ত্রিবিধ নয়ের জন্য আঠারো প্রকার মূলপদের সম্পর্ক, একে বলা হয় দিক সম্পর্ক নয় বা ধারা। অবলোকন করে জানেন যে 'এই ধর্ম এই ধর্মকে ভজনা করে' এটি সম্যক যোজনা। কুশলপক্ষে ও অকুশলপক্ষে এই নয় অঙ্কুশ [এই যুক্তবিদ্যায় [নয়] সিদ্ধান্তের কোনো ধারার নাম] নামে পরিচিত। এই হলো পাঁচ প্রকার নয়।

এখানে এই হচ্ছে স্মারক-গাথা :

তৃষ্ণা, অবিদ্যাও, লোভ, দ্বেষ অনুরূপ মোহ;
চারি বিপর্যয়, ক্লেশভূমি হলো নয়টি পদ।
যেই সতিপট্‌ঠান, শমথ, বিদর্শন কুশলমূল;
এই সর্ব কুশল, ইন্দ্রিয়ভূমি হলো নয়টি পদ।
সর্বকুশল নয়টি পদে সংযুক্ত, অনুরূপ নয়টি অকুশল;
এতে সেই মূলপদগুলো উভয় হতে আঠারো পদ।
তৃষ্ণা ও অবিদ্যা, শমথ ও বিদর্শন;
যা নিয়ে যায় সর্ব যোগযুক্ত, এই নয় [ধারা] নন্দিয় আবর্ত।
যা কুশলমূলের দ্বারা, নিয়ে যায় কুশল-অকুশল মূলে;
অতীত, তাদৃশ, বিসদৃশ, ত্রি-পুদ্গল সেই নয়কে বলা হয়।
সে নিয়ে যায় বিপর্যয়ে এবং ক্লেশ ইন্দ্রিয়ে;
ধর্মে সেই নয় বিনয়কে বলা হয় সিংহক্রীড়া।
ব্যাকরণে বলা হলে, কুশলতা ও অকুশলতার দ্বারা;
ত্রিবিধ আলোকিত করা হয়, এই ধারার নাম দিসালোচন।
দিসালোচনে অবলোকন করে, উৎক্ষিপ্ত হয় যা সমানে;
সর্ব কুশল-অকুশল—এই নয়ের নাম হলো অঙ্কুশ।

[নয় সমুত্থান সমাপ্ত]

[মহাকাচ্চায়ন স্থবিরের পিটকোপদেশ গ্রন্থের
সূত্রবিভঙ্গের দর্শন এখানেই সমাপ্ত হলো]

যা চতুষ্ক অকুশল ও কুশল সিংহক্রীড়া নয়ে নির্দিষ্ট হয়, ত্রিক কুশল ও অকুশল ত্রি-পুদ্গল নয়ে নির্দিষ্ট হয়, দ্বিক কুশল ও অকুশল নন্দিয় আবর্ত নয়ে নির্দিষ্ট হয়। যেই দ্বিবিধ ধর্ম কুশলের মধ্যে সেই অর্থ ত্রিকের মধ্যে বিভাজ্যমানের ভবভূমি হয়। অতঃপর সর্ব অর্থ ত্রিবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা নির্দেশ করে। সেভাবেই বলা হয়েছে।

যেই অর্থ চারি পদের আটাশভাগের দ্বারা নাস্তি-ভূমি, এটি নির্দেশ করতে বিচরণকারী চারটি পদের দ্বারা নির্দেশ করে। এই যা যথানির্দিষ্টের অবিকোসনা এটি হলো প্রমাণ। যেমন সর্বসমাধি ত্রিবিধ সমাধির মধ্যে অনুশীলন করা উচিত, সবিতর্ক-সবিচার, অবিতর্ক-বিচারমাত্র, অবিতর্ক-অবিচার—এটিই প্রমাণ। চতুর্থ সমাধি নেই। তদ্রূপ ত্রিবিধ প্রজ্ঞা—চিন্তাময়ী, শ্রুতময়ী, ভাবনাময়ী। তা সকল প্রজ্ঞার মধ্যে নির্দিষ্ট হয়। চতুর্থ প্রজ্ঞা নেই যা না-চিন্তাময়ী, না-শ্রুতময়ী, না-ভাবনাময়ী। এই ধর্মগুলোর এমন কোনো প্রজ্ঞা নেই যা হচ্ছে অবিক্ষিপ্ততা—একে বলা হয় প্রমাণ।

[জম্বুবনবাসী স্থবির মহাকাচ্চায়নের পিটকোপদেশ গ্রন্থটি সমাপ্ত]

[পিটকোপদেশ প্রকরণ সমাপ্ত]

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
হতে প্রকাশিত বইগুলোর তালিকা

১. খুদ্দকনিকায়ে উদান — *২০০/-*
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

২. খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ — *৩০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৩. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড) — *৩৫০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৪. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড) — *২০০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৫. খুদ্দকনিকায়ে চুলনির্দেশ — *২০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৬. খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ — *১০০/-*
অনুবাদ : শ্রীধর্মতিলক ভিক্ষু

৭. পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) — *প্রতি সেট ২০,০০০/-*

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থার অর্থের উৎস মূলত শত শত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারীর মাসিক কিস্তিতে ১০০/- টাকা হারে প্রদত্ত শ্রদ্ধাদান।

এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। লেখক, অনুবাদক ও শ্রদ্ধাদান দাতা উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহায়তায় ত্রিপাসো বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। ত্রিপাসো ইতিমধ্যেই কিছু মূল পিটকীয় বই প্রকাশ করেছে। এবং এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ৫৯টি বইকে ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে প্রকাশ করেছে। সামনের দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত রাখাই সোসাইটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একি সাথে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংকলিত ও গবেষণামূলক বই প্রকাশেও সবিশেষ আগ্রহী সোসাইটি। বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশ করে এদেশে ধর্মের প্রচার-প্রসারে যতটা সম্ভব অবদান রাখাই সোসাইটির লক্ষ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডাকযোগে চিঠি লিখতে পারেন ও ই-মেইল করতে পারেন :

সাধারণ সম্পাদক
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র
রাঙ্গাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি - ৪৪০০
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
E-mail: tpsocietybd@gmail.com